শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সমন্বয় ভাষ্য।

(সংস্কৃতের অনুবাদ।)

ভাষ্যতে প্রেষিতেনেয়ং
তদ্ভাবভাবিতাত্মনা।

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।"
"[illegible] !!"

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্।

নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায় কর্ত্তৃক
উদ্ভাসিত।

"মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮২২ শক।

অবতরণিকা।

১৮১১ শকে যখন শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম প্রথমে প্রকাশিত হয়, সে সময়ে উহার অবতরণিকায় বলা হইয়াছিল "ভারতের ধর্ম্মমধ্যে এক মহাশক্তি প্রথম হইতে কার্য্য করিতেছিল। এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জনসমাজকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্য হইতে ইহার এক একটি উপাদান বিনিঃসৃত করিল। এ সমুদায় উপাদান পরস্পর অসংশ্লিষ্ট এবং বিচ্ছিন্নভাবে ছিল, সেই মহাশক্তি যথাসময়ে একজন ব্যক্তিকে অভ্যুদিত করিলেন, যিনি দেখিতে পাইলেন, চারিদিকে ধর্ম্মের যে উপাদানগুলি ছড়ান আছে, তাহার কোনটিকে তিনি ছাড়িতে পারেন না, ছাড়িলে তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। তাঁহার প্রকৃতির মূলে সে সমুদায়ের প্রতি এমনই একটি আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল যে, বলপূর্ব্বক সে আকর্ষণকে তিনি কিছুতেই পরিহার করিতে পারেন নাই। তিনি বেদবাদী, বেদান্তবাদী, পৌরাণিক, সাংখ্য ও যোগানুসারী ব্যক্তিগণকে দেখিলেন, তাঁহারা সর্ব্বদা বিরোধে প্রবৃত্ত, কেহ কাহাকেও বুঝিতে পারেন না, কেহ কাহাকেও স্বীকার করেন না, সকলেই আত্মমতে গর্ব্বিত ও অভিমানী। তিনি মিশিতে গিয়া কোন এক দলে মিশিতে পারিলেন না। তিনি জানিলেন, আমায় আমার পথে চলিতে হইবে, এবং সেই-পথে সকল ভিন্ন ভিন্ন পথের মিলন হইবে। এ ব্যক্তি কে যদি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তাহার উত্তর এ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ।"

ভাগবত লিখিয়াছেন, "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" আদ্যাবতার পুরুষের কৌমারাবতার হইতে যতগুলি অবতার উল্লিখিত হইল, সেগুলি তাঁহার অংশ ও কলা, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। বলদেব ও কৃষ্ণ আদ্যাবতার পুরুষের শ্বেত ও কৃষ্ণ কেশ একথা বলিতে ভাগবত কুণ্ঠিত হন নাই; এস্থলেও অন্যান্য অবতারমধ্যে সাধারণ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। যখন সকল অবতার ও সাধারণতঃ ঋষি আদির উল্লেখ পরিসমাপ্ত হইল, তখন ভাগবত বলিলেন, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। এরূপ বলার অভিপ্রায় কি? অভিপ্রায় অন্যান্য অবতার আংশিক ভাবে কার্য্য করিয়াছেন, ইনি পূর্ণভাবে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি পূর্ণভাবে কার্য্য করিলেন কিরূপে? তাঁহারা খণ্ডশঃ যে সকল বিষয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকলকে এক অখণ্ড বস্তুরূপে পরিণত করিয়া তাঁহাদের সকলের বিভক্ত যত্নের পূর্ণতা সাধন করিলেন। সকল খণ্ডগুলিকে এক অখণ্ড বস্তু করিতে গেলেই এমন কোন এক সামগ্রী চাই, যে সামগ্রী অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে এক করিয়া ফেলে। পাঁচটি ধাতুকে গলাইয়া এক করিতে হইলে তীব্র উত্তাপের প্রয়োজন, এখানেও সেইরূপ কোন এক অসাধারণ বস্তু শ্রীকৃষ্ণ

হস্তগত করিয়াছিলেন, যে বস্তুযোগে তিনি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন অবতারসকলের প্রতিষ্ঠিত মতাদিকে এক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সে অসাধারণ বস্তু কি, যে অসাধারণ বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে খণ্ড খণ্ড বিষয়গুলিকে অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ করিয়াছিল। অক্ষর পরম পুরুষ (৮। ২১। ২২ *) এই অসাধারণ বস্তু। ভাগবত যখন বলিলেন, "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" তখন অক্ষর পরম পুরুষ বলিতে কি বুঝায় একটি শ্লোকে উহা নিবদ্ধ হইল। অক্ষর সর্ব্বাতীত, পরমপুরুষ সর্ব্বগত ও সর্ব্বান্তর্ভাবক। যিনি সর্ব্বাতীত তিনি ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বগত তিনি অন্তর্যামী পরমাত্মা, যিনি সর্ব্বান্তর্ভাবক তিনি ভগবান্। প্রথমতঃ সর্ব্বাতীত ভাবে পরব্রহ্মকে দর্শন না করিলে তিনি জীব ও জগতে বদ্ধ হইয়া পড়েন, সুতরাং জীব ও জগতে তাঁহাকে দর্শন করা ভিন্ন আর তাঁহাকে স্বতন্ত্র দর্শন করা সম্ভবপর হয় না। জীব ও জগতে তাঁহাকে দেখিতে গেলেই খণ্ডশঃ তাঁহাকে দেখিতে হয়, কেন না জীব ও জগৎ এক অখণ্ড বস্তু নহে খণ্ড খণ্ড বস্তু। বৈদিক সময়ে খণ্ডশঃ বস্তুগ্রহণ ছিল, তখনও অখণ্ডভাবে বস্তুগ্রহণের সময় উপস্থিত হয় নাই। বৈদিক ঋষিগণ খণ্ডশঃ বস্তুগ্রহণ করিতে গিয়া প্রতিখণ্ডে প্রবিষ্ট সর্ব্বগত অন্তর্যামী পুরুষকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা 'সর্ব্বগত অন্তর্যামী' এ ভাষা ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা এই দেখিয়াছেন যে, জগতের প্রতিখণ্ডে বিরাজমান এক বিচিত্র শক্তি সমুদায় পরিচালিত করিতেছেন। ইনি পুরুষ, ইনি ব্যক্তি, ইনি দেবতা, এ জ্ঞান তাঁহাদিগের অতি পরিষ্কার ছিল। বেদ যাঁহাকে জগতে প্রকাশমান হইলেও জগতের সহিত অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিলেন, বেদান্ত আসিয়া তাঁহাকে জগৎ হইতে জীব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি সর্ব্বগত তিনি সর্ব্বাতীত, বেদান্ত ইহা বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিলেন। বেদান্তের প্রভাবে সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম যোগিগণের আরাধ্য ও চিন্তনীয় হইলেন; জগৎ ও জীব দিন দিন অন্তশ্চক্ষুর নিকট হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। বেদেতে যে খণ্ডশঃ দর্শন ছিল বেদান্তের সময়ে কেবল তাহাই বিলুপ্ত হইল তাহা নহে, খণ্ডশঃ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডগুলি পর্য্যন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। এরূপ হইল কেন? সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বগত, এ উভয়ের একত্বদর্শনের সময় তৎকালে উপস্থিত হয় নাই। সময়ে সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বগত এ উভয়কে একসূত্রে বান্ধিয়া সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বগতের একত্বপ্রদর্শনজন্য পুরাণ উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন 'যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।'—যাঁহার অন্তঃস্থ সমুদায় ভূত এবং যাঁহাকর্ত্তৃক সমস্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যিনি কেবল সর্ব্বাতীত নহেন, কিন্তু আপনার ঐশ্বর্য্যরূপ সমুদায় জীব ও জগৎকে আপনার মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণজন্য ভগবান্ শব্দে অভিহিত হইলেন। জীব ও

---

* ৮। ২১। ২২—গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২১ ও ২২ শ্লোক। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে।

জগৎকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে উহারা খণ্ডশঃ প্রতীত হয়, ঈশ্বরেতে দেখিলে উহাদের ভগবদৈশ্বর্য্যরূপ অখণ্ডত্ব বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানেতে এই অখণ্ডত্ব প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া খণ্ডসকলের অখণ্ডত্বদর্শন ভগবদ্ভাব। এই ভগবদ্ভাব শ্রীকৃষ্ণের জীবনে নিরন্তর আত্মক্রিয়া প্রকাশ করিতেছিল বলিয়া তিনি খণ্ডেতে কোন কালে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, অখণ্ডেতে আপনি পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া জগতে সেই অখণ্ডভাব প্রচার করিয়াছেন।

অক্ষর পরমপুরুষে সমুদায় জগৎ ও জীবকে দর্শন করিলে তাহাদিগের ভগবদৈশ্বর্য্যরূপ অখণ্ডভাব সিদ্ধ হয় ইহা বুঝা গেল। ভিন্ন ভিন্ন পথ সেই অক্ষর পরমপুরুষে শ্রীকৃষ্ণ এক করিলেন কিরূপে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন পথকে তিনি এক অখণ্ড পথ করিয়াছেন, অথবা ইহার কোন একটিতে অপর দুইটিকে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছেন? এ সকল পথ পূর্ব্ব হইতে ছিল, অথবা এই তিন পথের কোন একটি তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি অন্তর্ভূত হইয়াছে? ভক্তিপথ পৌরাণিকপথ, সে পথের তিনি প্রবর্ত্তক, অতএব এক ভক্তিপথে তিনি আর দুই পথকে নিবিষ্ট করিয়া তিনের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়াছেন, আমাদের এ পূর্ব্বনির্দ্ধারণ গীতা ও বেদবেদান্তাদির বিশেষ পর্য্যালোচনায় কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ভক্ত্যাত্মক কর্ম্ম বা কর্ম্মাত্মক ভক্তি যে বৈদিক পথ, এখন আর আমরা ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। আর্ত্ত ও অর্থার্থী হইয়া দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সে যখন ভক্তমধ্যে গণ্য হইতে পারে, তখন বেদের সময়ে তাদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া লোকসকল যখন অভীষ্ট দেবতার নিকটে প্রার্থনাদি করিতেন, তখন তাঁহাদিগকে ভক্ত বলা যাইবে না কেন? ভক্তি, ভক্ত, ভজন ও ভজনীয়ার্থক ভজধাতুর প্রয়োগ যখন ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত ভক্তির মূল যে বেদে ছিল, ইহা আর আমরা অস্বীকার করিব কি প্রকারে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এ তিন পথ পূর্ব্ব হইতে ছিল ইহা মানিয়া লইয়াও এ তিনের একতা যে তিনি অক্ষর পরমপুরুষের সাক্ষাৎসম্বন্ধযোগেই নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা গীতার অন্তিম অধ্যায়ের অন্তিম বাক্যসকলেতে (১৮।৪৯—৬৬) অতি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, যখন পরমপুরুষকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিয়া আত্মাভিমানপরিহারপূর্ব্বক, তাঁহাতে সমর্পিত হয়, তখন উহা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য; ধ্যানযোগে ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মসংস্পর্শানুভব করিয়া যখন পরমপুরুষের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ হয়, তখন উহা পরা জ্ঞাননিষ্ঠা; ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভের পর ভজনবন্দনাদিতে পরমপুরুষ যখন সর্ব্বস্ব হইয়া উঠেন তখন সেই ভজনবন্দনাদি পরা ভক্তিনামে অভিহিত হয়। পরমনৈষ্কর্ম্ম্য, পরজ্ঞান ও পরা ভক্তি সাক্ষাৎপরমপুরুষের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উদিত হয় বলিয়া উহা পূর্ব্বতন কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিশেষ। যত দিন পর্য্যন্ত পরমপুরুষের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ না হয়, ততদিন কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিয়া যায়,

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধহইবামাত্র উচ্চভূমিতে উহাদের একত্ব হয়। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির একত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, এজন্য গীতার সর্ব্বত্র পরমপুরুষের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহাদের একত্ব উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বতোভাবে পরমপুরুষের শরণাপন্নতায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ক্রিয়া সমন্বিতভাবে সাধকে নিরন্তর প্রকাশ পায়, এজন্য সেই শরণাপন্নতায় গীতা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। শরণাপত্তি ভক্তিমার্গের চরমসোপান, এজন্য যদি ভক্তিতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় বলা যায় তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এস্থলে এই বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বরানুগত ব্যক্তির কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যখন একেতে অনুপ্রবিষ্ট, তখন কর্ম্মেতে জ্ঞান ও ভক্তি, জ্ঞানেতে কর্ম্ম ও ভক্তি, ভক্তিতে জ্ঞান ও কর্ম্ম সমন্বিত, অনায়াসে বলিতে পারা যায়। প্রতিব্যক্তির স্বভাবানুসরণ করিয়া যখন এ শাস্ত্রমতে সাধন আরম্ভ করিতে হইবে, তখন কেহ কর্ম্মে, কেহ জ্ঞানে, কেহ ভক্তিতে সাধন আরম্ভ করিয়া অপরোক্ষজ্ঞানে দৃঢ়নিষ্ঠ হইলেই অপর দুইটিতে গিয়া উপস্থিত হইবেন, ইহা অবশ্যম্ভাবী। অপরোক্ষজ্ঞানমূলক বলিয়া এ শাস্ত্র বিজ্ঞানপ্রধান।

অক্ষর পরমপুরুষের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সমন্বিত হইবার পূর্ব্বে গীতাতে তৎসাধনার্থ সাধনপ্রণালী কি লিখিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। সাধনপ্রণালী বলিতে গিয়া আত্মা স্বাধীন কি অস্বাধীন সর্ব্বপ্রথমে ইহা নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। আত্মা যদি অস্বাধীন হয়, তবে তাহার সাধনই আরম্ভ হইতে পারে না। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল যখন তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তখন তাহাদিগের বন্ধন হইতে আত্মা বিমুক্ত না হইলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি পথে সে আরোহণ করিবে কি প্রকারে? এ সকলের বন্ধন অতিক্রম করিবার জন্য তাহার সামর্থ্য আছে, একথা বলিলেই তাহাকে স্বাধীন বলা হইল। আত্মা যখন দেহে অধিষ্ঠিত, তখন দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ অনেকগুলিবিষয়ে আত্মনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করে না, একথা কখন বলা যাইতে পারে না। আত্মা যে অনেক সময়ে তাহাদের ক্রিয়ার অধীন হইয়া পড়ে, ইহাই বা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে, আত্মার এরূপ সামর্থ্য আছে যে, ইহাদিগের অধীন না হইয়া সে আত্মবশে কার্য্য করিতে পারে। যদি বহুদিন অধীন থাকিয়া সে দেহাদিকে বশে আনয়ন করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া আপনার দুর্ব্বলশক্তিকে তাঁহা হইতে শক্তিসঞ্চারের দ্বারা সবল করিয়া লইয়া তাহাদিগের অধীনতার শৃঙ্খল সে ভগ্ন করিতে পারে। প্রত্যেক কর্ম্মের হেতু দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আত্মা ও পরমাত্মা ইহা নির্ণয় করিয়া (১৮।১৪) আত্মার স্বাধীনতা-বা কর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম গীতাও তাহাই বলিয়াছেন। দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ এ তিন প্রকৃতিসম্ভূত, সুতরাং সাধনের প্রথম সোপানে সে সকল হইতে আত্মা আপনাকে স্বতন্ত্র জানিবে, ইহাই উপদেশের বিষয়। আত্মা যখন আপনাকে প্রাকৃতিক

ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র জানিতে পারে, তখন দর্শনশ্রবণাদি স্বাভাবিক ব্যাপার তাহার নহে প্রকৃতির, ইহা জানিয়া সে আপনি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সম্বন্ধমধ্যে নির্লিপ্ত থাকে। একপ নির্লিপ্ততা সাধন বিনা কখন সম্ভবপর নহে। চক্ষুর দ্বারা দর্শন, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, নাসিকার দ্বারা আঘ্রাণ, রসনার দ্বারা আস্বাদন, ত্বকের দ্বারা সংস্পর্শ সকলই চলিতেছে, অথচ আত্মা যেমন নির্ব্বিকার তেমনি নির্ব্বিকার রহিয়াছে, ইহা অতি দুঃসাধ্য। দুঃসাধ্য কেন? অভিলাষ দ্বারা আত্মার জ্ঞান আবৃত হইয়াছে এই জন্য (৩। ৩৯)। অভিলাষ কোথা হইতে আসিল? বিষয়চিন্তা হইতে। যে কোন বিষয় আমাদের নিয়ত চিন্তার বিষয় হয়, তৎপ্রতি আমাদের আসক্তি জন্মে, সেই আসক্তিই আমাদের অভিলাষ উদ্দীপন করে (২। ৬২)। পূর্ব্ব হইতে আত্মাতে যদি অভিলাষ না থাকে তাহা হইলে বিষয়চিন্তা করিতে করিতে তৎপ্রতি আসক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং মানিতে হইতেছে আত্মাতে পূর্ব্ব হইতে অভিলাষ ছিল, সেই অভিলাষ বিষয়সংস্রবে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহার জ্ঞান আবৃত করিয়াছে। অভিলাষ আত্মাতে ছিল না, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে ছিল (৩। ৪০)। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে রজোগুণের সংস্পর্শ অর্থাৎ প্রবৃত্তিশীলতা জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয় (৩। ৩৭), সেই অভিলাষই বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মায়, আবার যখন কোন ব্যক্তি বা বস্তু দ্বারা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় তখন দ্বেষ উৎপাদন করে। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত অভিলাষ হইতে উৎপন্ন এই অনুরাগ ও দ্বেষ বিষয়চিন্তার সঙ্গে নিয়ত অনুস্যূত থাকে (৩। ৩৪)। ইন্দ্রিয়গণ যখন ভগবৎপরায়ণ (২। ৬১) আত্মার বশবর্ত্তী হয় (২। ৬৪), তখন উহারা অনুরাগ- ও দ্বেষ-শূন্য হয় এবং মন আত্মার বশে অবস্থান করে। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়যোগে বিষয়সংস্রব হইয়াও আত্মা নির্ব্বিকার থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে এ শাস্ত্রের সাধনপ্রণালী কি, একটু হৃদয়ঙ্গম করিলেই তাহা সহজে প্রতিভাত হইবে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়া হইবেই। এই সকল ক্রিয়ার কোন একটীতে অনুরাগ বা কোন একটীতে দ্বেষ উপস্থিত হয় বলিয়া জীব বদ্ধ হয়। এই অনুরাগ ও দ্বেষের হস্ত হইতে কি প্রকারে মুক্ত হওয়া যায়, ইহাই দেখা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র, দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়া আত্মার ক্রিয়া নহে, ইহা প্রথমতঃ দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে ইন্দ্রিয়াদির স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াতে আত্মা নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থান করে (৫। ৮। ৯)। এরূপে নির্ব্বিকার থাকিবার তখনই বিঘ্ন উপস্থিত হয়, যখন সেই সকল ক্রিয়ার সহিত অনুরাগ ও দ্বেষ সংযুক্ত হইয়া পড়ে। এই অনুরাগ ও দ্বেষের বশীভূত না হইলে (৩। ৩৪) বিষয়েন্দ্রিয়ের ক্রিয়াতে আত্মা বদ্ধ হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়, অভিলাষজনিত অনুরাগ ও দ্বেষে আত্মার জ্ঞান যখন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন মনঃসংযম করিবার জন্য সুদৃঢ় যত্ন করিলেও উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া

ধরিয়া (২।৬০)। এ সময়ে কি কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য এই যে, বিষয়েতে যে অনুরাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে অনুরাগ বিলুপ্ত করিয়া ভগবানেতে অনুরাগ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্ন করা (২।৬১)। এ যত্নের সিদ্ধি ব্রহ্মপরিচয় (৬।৩০) ও ব্রহ্মসংস্পর্শসুখে (৬।২৮) হইয়া থাকে। ভগবানেতে অনুরাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াতে আর আসক্তি থাকে না, সুতরাং তজ্জনিত ফলের প্রতিও মন স্পৃহাশূন্য হয়। এ অবস্থায় অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ভগবানের প্রেরণানুভব করত তাঁহাতে সে সমুদায় কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক (৩।৩০) (৫।১০) কর্ম্ম করিয়াও সাধকে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হয় না। ব্রহ্মেতে কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম করার অর্থ কি? অর্থ এই যে, এই সকল কর্ম্ম ঈশ্বরের অভিপ্রেত, অতএব এ সকল কর্ম্মের আমি বা ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তা নহে। এ সকল কর্ম্ম করাতে তাঁহারই অভিপ্রায়ের অনুসরণ করা হইতেছে, আমার ইহাতে তাঁহার অভিপ্রায়পালনভিন্ন অন্য কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। এ কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, আত্মা নিজ বলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত রাগদ্বেষ নির্জ্জিত করিয়া মনকে স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক নিজস্বরূপে অবস্থান করে, গীতা এই পুরুষকারের পথ সর্ব্বথা উপেক্ষা করিয়াছেন ইহা মনে হয় না, কেন না উহাতে স্থিতপ্রজ্ঞতার বর্ণন দেখিয়া পুরুষকারের প্রাধান্যই প্রতীত হয়, কিন্তু এই স্থিতপ্রজ্ঞতায় আত্মার যে বল প্রকাশ পায়, তাহার মূলে ঈশ্বরের বল প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে বলিয়া স্থিতপ্রজ্ঞতাবর্ণনের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়সংযমে বিঘ্নপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই প্রচ্ছন্ন বলকে অপ্রচ্ছন্ন করাইবার উদ্দেশে গীতা ভগবৎপরায়ণ হইবার উপদেশ দিয়াছেন (২।৫৯—৬১)। ইন্দ্রিয়সংযম করিতে গিয়া কেবল পুরুষকারের উপরে যাঁহারা নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহাদের ভূয়োভূয় অকৃতার্থতা এই দেখাইয়া দেয় যে, আচার্য্য পুরুষকারের সহিত যে ভগবৎপরায়ণতার মিলনসাধন করিয়াছেন, উহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

ভগবানের প্রতি অনুরাগ তাঁহার স্বরূপ বিভূতি আদি না জানিলে কখন হইতে পারে না। কেবল স্বরূপ বিভূতি আদি জানিলেই তৎপ্রতি অনুরাগ জন্মে না; পুনঃ পুনঃ তাঁহাতে চিত্তস্থাপন ও ভজনবন্দনাদি দ্বারা তাঁহাতে অনুরাগ স্থিরতর করা প্রয়োজন। গীতা দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ের এই জন্যই অবতারণা করিয়াছেন। 'অপরোক্ষজ্ঞানমূলক বলিয়া এ শাস্ত্র বিজ্ঞানপ্রধান' আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। সপ্তম ও নবমাধ্যায়ের প্রারম্ভে 'সবিজ্ঞান জ্ঞান বলিতেছি' এ কথায় তাহাই ধ্বনিত হইয়াছে। গীতা ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মবিজ্ঞান। ব্রহ্মের স্বরূপ ও লক্ষণ, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ, জীব ও জগতের ব্রহ্মশক্তিত্ব, জীব ও জগতের স্বরূপ, যাহা হইতে এই সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায় তাহাই ব্রহ্মবিজ্ঞান। ব্রহ্ম, জীব, জগৎ, এ তিনের স্বরূপ প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে বিজ্ঞানসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়া থাকে। স্বরূপপ্রত্যক্ষগোচরপূর্ব্বক উপদেশদানের

ফল এই যে, সে উপদেশে অপরেরও স্বরূপপ্রত্যক্ষ হওয়া সহজ হয়। ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে গিয়া আচার্য্য প্রথমতঃ বলিয়াছেন, ব্রহ্মই সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও প্রবেশ স্থান (৭।৬); জীব ও প্রকৃতি তাঁহারাই শক্তি (৭।৪।৫), সমুদায় জগৎ ও জীব এই শক্তিদ্বয়মূলক (৭।৬)। এ পর্য্যন্ত সাধারণ জ্ঞান প্রায় সকলেরই আছে, এজন্য এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞানোপদেশকরণার্থ গীতা বলিয়াছেন, চক্ষুরাদির অগোচর হইয়া ব্রহ্ম সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, জগৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তিনি জগৎকে আশ্রয় করিয়া নাই, তিনি স্বয়ং জগৎসংস্পর্শবর্জ্জিত, এবং সংস্পর্শবর্জ্জিত হইয়াই তিনি জগৎকে পালন করিতেছেন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন (৯।৪।৫)। তিনি যখন শক্তিমাত্র চিন্মাত্র, তখন জগতের আশ্রয় হইয়া জগতের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, ইহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান হইল কোথায়? তখনই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, যখন ইহাকে বুদ্ধির বুদ্ধি, বলের বল ইত্যাদিরূপে (৭।৮—১১) হৃদয়গোচর করা হয়। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মেতে জগতের স্থিতি, ব্রহ্মেতে জগতের প্রবেশ, ইহা বলিয়া ব্রহ্মের কারণস্বরূপ স্থিরীকৃত হইল; তিনি আমাদের বুদ্ধির বুদ্ধি, বলের বল ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধ, এবং জ্ঞান ও শক্তিরূপে তাঁহার সহিত আমাদের স্বরূপের একতা অভিহিত হইল; এক্ষণে আমাদের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ কি, ইহা জানা প্রয়োজন। তিনি আমাদের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ (৯।১৭), ভর্ত্তা, প্রভু, স্বামী, সুহৃৎ, আশ্রয়, গতি, আবাস স্থান, (৯।১৮)। ইহাকে আমরা কিরূপে অর্চ্চনা করিব? অক্ষর পরমপুরুষরূপে। সমুদায় জগৎ যখন ছিল না, তখন এই অক্ষর ছিলেন, সমুদায় জগৎ চলিয়া গেলেও এই অক্ষর থাকিবেন (৮।২০)। অক্ষর ইন্দ্রিয়ের অগোচর সত্তামাত্র (১২।৩) এই সত্তামাত্রে প্রথমতঃ সর্ব্বাতীত ভাবে ইহাকে ধারণ করিতে হইবে, পরিশেষে এই ধারণায় দৃঢ়নিষ্ঠ হইলে ইহাকে সর্ব্বগত ও সর্ব্বান্তর্ভাবক পরমপুরুষরূপে (৮।২২) সাধক ধারণ করিবেন। এই অক্ষর পরমপুরুষ গীতার উপাস্য দেবতা, আত্মার আত্মা এইরূপে ইনি চিন্তনীয় (১০।২০)। অনন্যচিত্ত হইয়া ইহাতে অনুরাগ অর্পণ করিলে ইনি অন্তশ্চক্ষুর গোচর হন (১১।৫৪) এবং তচ্চিত্ত, তদ্গতপ্রাণ, তৎকথানিরত ভক্তের হৃদয়ের আলোক হইয়া ইনি তাহার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করেন (১০।৯—১১)।

এ পর্য্যন্ত বলিয়াও ব্রহ্মবিজ্ঞানের সকল কথা বলা হইল না, এজন্য বিশেষরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞান বলিবার জন্য গীতা অন্তিম ছয় অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমতঃ প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় বিষয়ী এবং ভোগ্য ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া (১৩।২০) তদুভয়ের সম্বন্ধ কি প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনন্তর প্রতিব্যক্তির হৃদয়ে পরব্রহ্ম আত্মার আত্মা পরমাত্মা হইয়া নিরন্তর বাস করিতেছেন, এবং আপনার অনুমোদন অননুমোদন

স্থাপন করিতেছেন (১৩।২২), ইহা বলিয়া গীতা প্রতিব্যক্তির সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সুস্পষ্ট করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত জীবের সম্বন্ধ স্বয়ং পরব্রহ্ম সংঘটিত করেন এবং এই সম্বন্ধ সংঘটিত করেন বলিয়া ইনি তাহার পিতা (১৪।৪) এ কথা বলাতে পূর্ব্বোদিত পিতৃসম্বন্ধ আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত জীবের সম্বন্ধবশতঃ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয়; (১৪।৫) এবং এই সকল গুণানুসারে জ্ঞান, কর্ম্মোদ্যম এবং অজ্ঞান জীবে প্রাধান্য লাভ করে (১৪।১১—১৩)। যে জীবে যে গুণের প্রাধান্য তদনুসারে তাহার আচার ব্যবহারাদি সকলই হয়। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ হইতে যে সকল বন্ধনের কারণ উপস্থিত হয়, সে সকল অতিক্রম করিতে হইলে আহার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন দ্বারা বন্ধক গুণটিকে নির্জ্জিত করিয়া অনুকূল গুণটিকে বাড়াইয়া লইতে হয় (১৪।১০)। গুণসকল হইতে আত্মা স্বতন্ত্র, এজ্ঞান উজ্জ্বল রাখিলে গুণাতিক্রম করিয়া ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি সহজ হয় (১৪।১৯)। যখন সাধক গুণাতীত হন তখন গুণস্বভাবানুসারে যে সকল কার্য্য উপস্থিত হয় তৎপ্রতি তাঁহার দ্বেষ বা অনুরাগ থাকে না (১৪।২২)। তিনি সেই সকল কার্য্যকে আপনার আত্মার কল্যাণের উপায় করিয়া লন। যেমন তমোগুণ হইতে যে অজ্ঞানতা উপস্থিত হয়, সেই অজ্ঞানতাকে যে যে বিষয়সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা আত্মার কল্যাণের হেতু তাহাতে এবং রজোগুণ হইতে যে কার্য্যোদ্যম উপস্থিত হয়, সেই কার্য্যোদ্যমকে ভগবদারাধনা ও সেবাদিতে তিনি নিয়োগ করেন। মনুষ্য যে স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে স্বভাবের বিপরীত আচরণ করিয়া সহসা সিদ্ধি লাভ করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। এজন্য স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মে ভগবদারাধনা করা তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর (১৮।৪৬); কেন না সময়ে তাহা হইতে উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয়। 'সহজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও পরিত্যাগ করিবেক না। যেমন অগ্নি ধূমে আবৃত হয়, তেমনি সকল প্রকারের অনুষ্ঠানই দোষে আবৃত হইয়া থাকে,' আচার্য্য এরূপ বলিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে ধূমে আবৃত থাকে, পরে প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিলে আর ধূম থাকে না, তেমনি প্রথম প্রথম স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে দোষ থাকে, কিন্তু ফল ও আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে দোষ চলিয়া যায় এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শন হইয়া পরম নৈষ্কর্ম্ম্য উপস্থিত হয়। ফলতঃ স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মে ভগবদারাধনা উদ্দেশ্য হইলে সে কর্ম্মের সঙ্গে আর অন্য বাসনা কামনা সংযুক্ত থাকে না। অন্য বাসনা কামনা পরিহার করিয়া এইরূপে ভগবদারাধনা করিতে করিতে ভগবানের সহিত সে ব্যক্তির সাক্ষাৎসম্বন্ধ উপস্থিত হয়, এবং এই সাক্ষাৎসম্বন্ধ-বশতঃ কর্ম্মে আসক্তি ও তাহার ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদাজ্ঞাপালনোদ্দেশে কর্ম্ম করাতে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না-করা-রূপ পরমনৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধ হয় (১৮।৪৯)। এই

পরমনৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে ভগবানের সহিত যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইল, সেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে চিন্তাতে (ধ্যানে) বিদ্যমান থাকে, তখন পরা জ্ঞাননিষ্ঠা উপস্থিত হয় (১৮। ৫৫—৫০), পরা জ্ঞাননিষ্ঠাতে যখন ব্রহ্মেতে স্থিতি হয়, ব্রহ্মের সহিত স্বরূপের একতা হয়, এবং এই একতানিবন্ধন আপনাতে এবং পরব্রহ্মেতে সর্ব্বভূত দৃষ্ট হয় তখন পরা ভক্তির উদয় হয় (১৮। ৫৪)। পরা ভক্তির উদয়ে জীবের আপনার বলিবার কিছুই থাকে না, ঈশ্বরই তাহার সর্ব্বস্ব হন, (১৮। ৬৬) তাঁহার অর্চ্চনাবন্দনাদিই তখন তাহার জীবনের এক মাত্র কার্য্য হয় (১৮। ৬৫)। ব্রহ্মেতে স্থিতি হইলে আর পুনরায় লোকলোকান্তরে ভ্রমণ হয় না, তাঁহাতেই নিত্য কালের জন্য বাস হয়। যত দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মে স্থিতি না হয়, তত দিন চিত্তের ভাবানুসারে জীবের লোকলোকান্তরে পরিভ্রমণ হয়।

গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে এক প্রকার উল্লিখিত হইল, এখন গীতাসম্বন্ধে এখনকার পণ্ডিতগণ যে সকল মতামত প্রকাশ করেন, তাহার প্রধান গুটিকয়েক বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, পুরাণ শাস্ত্র বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পর রচিত হইয়াছে। কেন না পুরাণশাস্ত্রমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেকগুলি বিষয় উল্লিখিত আছে। শাক্য শেষ বুদ্ধ, তাঁহার পূর্ব্বে আরও অনেক বুদ্ধ উদিত হইয়াছিলেন। ইহা বলা কিছু অযুক্ত নহে যে, ঔপনিষদ ধর্ম্মের পার্শ্বেও বৌদ্ধধর্ম্মের স্থিতি ছিল, অন্যথা উপনিষৎ কেন বলিলেন, 'অসৎই বা ইহার পূর্ব্বে ছিল।' 'অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইবে? অতএব সৎই পূর্ব্বে ছিলেন।' বিশ্বাসের পার্শ্বে যদি সংশয় না থাকে, তাহা হইলে নূতন নূতন চিন্তা, নূতন নূতন সত্য কিছুতেই প্রকাশ পায় না। বেদ হইতে বেদান্তে আসিবারই সম্ভাবনা ছিল না যদি বেদের অন্তভাগে সংশয় দেখা না দিত।—"এই সৃষ্টি যাঁহা হইতে হইয়াছিল তিনি ইহাকে করিয়াছেন, হয়তো বা করেন নাই। পরব্যোমে যিনি ইহার অধ্যক্ষ তিনি ইহাকে জানেন, হয়তো জানেন না (ঋগ্বেদ ১০ ম, ১২৯ সূ, ৭ ঋক্)।" সংশয় নূতন চিন্তার মূল; একারণেই পূর্ব্ববুদ্ধগণের বৃত্তান্ত কেবল কবিকল্পনাপ্রসূত যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মতে আমরা সায় দিতে পারি না। যদি কবিসমুচিত অতিশয়োক্তি ও মিথ্যাবর্ণনা দর্শন করিয়া পূর্ব্ববুদ্ধগণকে অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শেষ বুদ্ধ শাক্যসম্বন্ধে যে সকল অযুক্ত বর্ণনা আছে, তাহা দেখিয়া তাঁহারও অস্তিত্ব ছিল না, আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ইতঃপূর্ব্বে ড্রুস্ প্রভৃতি জার্ম্মণ পণ্ডিত ঈশা নামে কেহ ছিলেন না, সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, এখনও সে শ্রেণীর পণ্ডিত নাই ইহা বলিতে পারা যায় না। বিজ্ঞানপ্রধান বর্ত্তমান শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বেদোক্ত ইন্দ্রাদি দেবতা প্রাকৃতিক শক্তি নহেন, তাঁহারাও এক এক জন সমাজের নেতা ছিলেন। এক শ্রেণীর পণ্ডিত প্রকৃত ব্যক্তিগণকে

উড়াইয়া দিতেছেন, আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত বলিতেছেন, প্রাচীন গ্রন্থসমূহে রূপক নাই, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের দেবত্ব কল্পিত হয় নাই, তাঁহারা এক এক জন যথার্থ ব্যক্তি ছিলেন। এ দুই শ্রেণীর মধ্যপথ দিয়া আমরা গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প। এই মধ্যপথ দিয়া আমরা অগ্রসর হই বলিয়া শাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ যথার্থ ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া রামায়ণাদিতে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ হইয়াছে, ইহাই আমরা বলিয়া থাকি।

গীতা শাক্যের উদয়ের পূর্ব্বে অভ্যুদিত হইয়াছে, এ কথা নির্দ্ধারণ করিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। শাক্য যৎকালে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে মথুরানগরে শূর-কংসকুলসম্ভূত সুবাহুনামা এবং হস্তিনাপুরে পাণ্ডবকুলপ্রসূত শূরনামা নৃপতি রাজ্য করিতেছিলেন। কংস দস্যু ছিল, যুধিষ্ঠিরাদি ক্ষেত্রজপুত্র, এই দোষবশতঃ সে কুলে শাক্য জন্মগ্রহণ করিবেন না, এরূপ বলাতে এই প্রমাণ হয়, সমগ্র মহাভারত শাক্যের জন্মের বহুদিন পূর্ব্বে নিবদ্ধ, বৌদ্ধগণ ইহা স্বীকার করিতেন। অনুগীতায় বিবিধ মতভেদের যে প্রকার উল্লেখ আছে তৎপাঠে জৈন, বৌদ্ধাদি মত যে তৎসময়ে প্রচলিত ছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। বেদান্তসূত্রাদিতে ভিন্ন-ভিন্ন-মতনিরসনের জন্য যে সকল সূত্র আছে, তাহা যে তৎকালপ্রচলিত সেই সকল মতভেদ লক্ষ্য করিয়া লিখিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শাক্য বুদ্ধের পর গীতা নিবদ্ধ, ইহার প্রমাণ স্বরূপ 'নির্ব্বাণ' শব্দের অনেকে উল্লেখ করেন। বেদ উপনিষদে নির্ব্বাণ শব্দ নাই। এ নির্ব্বাণ শব্দ গীতায় কোথা হইতে আসিল? অবশ্য এ শব্দ বৌদ্ধগণের নিকট হইতে গীতাকার গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে নির্ব্বাণ শব্দ গৃহীত হইয়াছে, একথা স্বীকার করিলেও শাক্যের নিকট হইতে এ শব্দ গৃহীত, ইহা সপ্রমাণ হয় না। শাক্য নির্ব্বাণ শব্দ স্বয়ং প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে এ শব্দের প্রয়োগ ছিল না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, শীল, সমাধি, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি সকল শব্দই ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে গৃহীত, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। নির্ব্বাণ শব্দ বেদ বা উপনিষদে নাই, অতএব তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে, কেন না বেদ ও উপনিষদের পরে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে প্রয়োজনানুসারে অনেক নূতন শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ নিবৃত্ত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান একটী কথায় প্রকাশ করা যখন প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে নির্ব্বাণশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। "সংযতমনা যোগী এইরূপে সর্ব্বদা আত্মসমাধান করত আমাতে স্থিতিরূপ নির্ব্বাণপ্রধান শান্তি লাভ করিয়া থাকেন" (৬। ১৫), এস্থলে 'নির্ব্বাণ' ও 'আমাতে স্থিতি' এ দুই যুগপৎ বলাতে এ নির্ব্বাণ যে বৌদ্ধনির্ব্বাণ নহে, ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয় ও পঞ্চমাধ্যায়ের অন্তে নির্ব্বাণ শব্দ আছে, সেখানেও 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' এইরূপ প্রয়োগ বৌদ্ধনির্ব্বাণ হইতে উহার ভিন্নতা প্রদর্শন

করিতেছে। 'নির্ব্বাণ' শব্দের অর্থ শ্রীমন্মাধব সেহবিরহিতত্ব করিয়াছেন। নিরুক্তে বাণ শব্দ বাক্‌পর্য্যায়মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। সে অর্থ গ্রহণ করিলে নির্ব্বাণশব্দে শব্দের অবিষয়ত্ব প্রতীত হয়। নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত আত্মা এক হয়, উপনিষদে পুনঃ পুনঃ ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। শব্দের অবিষয় হওয়া ও নামরূপ পরিত্যাগ করা, এ দুই একই। কেন না নামরূপ শব্দমূলক; সৃষ্টি শব্দপূর্ব্বক; রূপ শব্দের বিষয়; শব্দের বিষয় নাই বলিলে রূপ নাই বুঝায়, যখন রূপ নাই তখন ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন নামও বিলুপ্ত হইতেছে। নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা আপনার স্বরূপে স্থিতি করে; স্বরূপে স্থিতিই নির্ব্বাণশব্দের অর্থ। স্বরূপে স্থিতি হইলে ব্রহ্মের সহিত একতা উপস্থিত হয়, গীতাতে এই জন্য সর্ব্বত্র ব্রহ্মসাধর্ম্ম্যবশতঃ জীবের ব্রহ্মসম্পন্নতা, ব্রহ্মেতে বাস, ব্রহ্মেতে প্রবেশ, ব্রহ্মেতে স্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মসাধর্ম্ম্য ব্রহ্মের সহিত স্বরূপৈক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। গীতা যখন এইরূপে আত্মার নিত্যকাল স্থিতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তখন উহার সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণের কথা উঠিতেই পারে না।

জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখের পুনঃ পুন দোষ আলোচনা করা (১৩। ৮) এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ অতিক্রম করা (১৪। ২০) গীতা যখন উপদেশ করিয়াছেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের সাধন ও মোক্ষ গ্রহণ করাতে উহা বৌদ্ধধর্ম্মের পরে লিখিত, এরূপ বলা অকিঞ্চিৎকর। বৈরাগ্যোৎপাদনজন্য কোথায় কোন্ সময়ে কোন্ মানুষের পক্ষে জন্ম মৃত্যু আদির আলোচনা এবং সে সকল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক নহে? গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞতায় যে সকল লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকল বৌদ্ধ সিদ্ধ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, এ কথা বলিয়াও বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে এ সকল গৃহীত হইয়াছে স্থির করা যাইতে পারে না, কেন না সংযতমনা হইলে যে কোন ধর্ম্মে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। গীতার মতে স্থিতপ্রজ্ঞতাও যখন ঈশ্বরসম্বন্ধশূন্য নহে, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত উহার একভাবাপন্নতা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ব্রহ্মণ্যধর্ম্মপ্রদর্শনজন্য এরূপ করা হইয়াছে যদি বল, তাহা হইলে এরূপ বলা বলপ্রকাশভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না প্রতিবাদী যদি বলেন, বৌদ্ধধর্ম্মই ঈশ্বরকে সরাইয়া দিয়া এ সকল গীতা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উত্তরই বা কি আছে? ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের মধ্য হইতে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে অনেক মত ও কথা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন যদিই বা কালে বৌদ্ধধর্ম্মের কোন একটী কথা উপযোগিতাবশতঃ ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে কি আসে যায়। তবে ঐ গৃহীত শব্দটিকে শাক্যের পর ব্রাহ্মণেরা আত্মসাৎ করিয়াছেন, এরূপ বলা শোভা পায় না, কেন না তাদৃশ শব্দ শাক্যের অতি পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ মধ্যে প্রচলিত ছিল। সাংখ্য ও যোগ বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই

সাংখ্য ও যোগ গ্রহণ করিয়া গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের যেমন সাদৃশ্য, এই ছয় অধ্যায়ের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের যদি তেমনই সাদৃশ্য থাকে, তাহাতে ক্ষতি কি? তবে এ সাদৃশ্যও যে ব্রহ্মযোগের দ্বারা প্রতিফলিত হইয়াছে, ইহা সকলকেই মানিতে হইবে। শাক্যের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের যে বিশেষ সংস্করণ হইয়াছে, কে বলিতে পারে তন্মধ্যে গীতার প্রভাব নাই?

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে গীতার জন্ম বলিয়াছেন, তখন খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে উহার উৎপত্তি কেনই বা তাঁহারা বলিবেন না? বাইবেল গ্রন্থে খ্রীষ্টের জীবনের যে সামান্য বৃত্তান্ত আছে, তৎসহ কৃষ্ণের জীবনের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া, খ্রীষ্টকেই এ দেশে কৃষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, এ কথা তাঁহারা বলিবেন না তো আর কি বলিবেন? এরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া দুই ব্যক্তির একত্ব, বা একের কথা, মত ও ভাব অপরে গ্রহণ করিয়া সে সকল আপনার বলিয়া লোককে জ্ঞাপন করিয়াছেন, অথবা যাঁহার কথাদি গ্রহণ করা হইয়াছে তিনিই ছিলেন, যাঁহাকে তাঁহার কথাদি লইয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, তিনি বাস্তবিক ছিলেন না, ইহাই নির্দ্ধারণ করিতে হয়। কেন না বুদ্ধের অধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ, এবং খ্রীষ্টের অধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ একই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, বুদ্ধ যে সকল আখ্যায়িকায় উপদেশ দিয়াছেন, খ্রীষ্টও অনেক স্থলে তাদৃশ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, বুদ্ধের অনেক গুলি কথার সহিত খ্রীষ্টের কথার বিলক্ষণ মিল। বুদ্ধের অগ্রে খ্রীষ্ট ছিলেন ইহা বলিবার উপায় নাই, সুতরাং এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে খ্রীষ্টের শিক্ষা গ্রহণ, অথবা বুদ্ধই ছিলেন খ্রীষ্ট মনঃকল্পনাপ্রসূত, ইহাই নির্দ্ধারণ করিতে হয়। বাস্তবিক কথা এই, এ সকল সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন-দেশ-কাল-স্থিত ব্যক্তিগণের একত্ব নির্দ্ধারণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব কোন জাতিই অস্বীকার করিতে পারেন না। এমন কোন্ দেশ কোন্ জাতি আছে, যেখানকার ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক কথা ও অনেক রীতি ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একভাবাপন্ন মনুষ্যাত্মা যে কোন দেশ বা কালের ব্যবধানে অবস্থান করুন না কেন, একই প্রকার চিন্তা করেন এবং অনেক সময়ে সেই চিন্তাকে বাহ্য পরিচ্ছদ দিতে গিয়া একইপ্রকার পরিচ্ছদ দান করেন। চিন্তা ও তাহার পরিচ্ছদ এক প্রকার হইলেও বিশেষ বিশেষ জাতীয় ভাবের সহিত সেগুলি গ্রথিত থাকে বলিয়া একত্বমধ্যে ভিন্নত্ব অবধারণ কিছু কঠিন কথা নহে।

গীতা ভক্তিপ্রধান, ভক্তি বৈদিক সময়ে ছিল না, সুতরাং এই ভক্তি খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, এ অনুমান বেদসংহিতা পাঠ করিয়া পণ্ডিতগণের মন হইতে বিদূরিত হওয়া সমুচিত। এক শ্বেতাশ্বতর ভিন্ন অন্য কোন উপনিষদে ভক্তিশব্দ নাই দেখিয়া, এবং স্থূলতঃ ঋগ্বেদের কতক অংশ পাঠ করিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত

করিয়াছিলাম, যখন আমাদের সে সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তখন অপরের মন হইতে সে সিদ্ধান্ত অন্তরিত হইবে না, আমরা কেনই বা মনে করিব? নারদের শ্বেতদ্বীপগমনের বৃত্তান্ত হইতে ভক্তির ধর্ম্ম শ্বেতদ্বীপ অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণের বসতিস্থান হইতে ভারতে আনীত হইয়াছে, এ অনুমান অতি দুর্ব্বল * ।

---

* 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের' তৃতীয় সংস্করণ প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; কেবল অনবকাশ ও অসুবিধানিবন্ধন উহা মুদ্রিত হইতে পারে নাই। তাহাতে আমরা এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"কৃষ্ণ ভক্তিপথের আবিষ্কর্ত্তা কি না, এসম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক ব্যক্তির মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। এ সংশয় নিরসন হওয়া প্রয়োজন। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন বর্ণিত আছে। ঐ অধ্যায়ে শ্বেতদ্বীপের উল্লেখ, তত্রত্য লোকদিগের বৃত্তান্ত, উপাসনাপ্রণালী প্রভৃতি যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে অনেক পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করেন যে, সিরিয়ান্ নষ্টিক খ্রীষ্টবাদিগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া নারদ ভক্তিতত্ত্ব এদেশে প্রচলিত করিয়াছেন। সুতরাং গীতাতে যে ভক্তির উল্লেখ আছে, তাহা অন্ততঃ উহারই প্রতিচ্ছায়া। মহাভারত গ্রন্থ তত আধুনিক না হউক, ঐ সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে তাঁহাদের কোন সন্দেহ নাই। শ্বেতদ্বীপগমনের আদ্যন্তবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া যাহা তাঁহাদের প্রতীত হয়, তাহাতে খ্রীষ্টের জন্মের ৪০০ বৎসর মধ্যে ন্যূনকল্পে ৩২৫ বৎসর পর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিশেষ সমালোচনার পর আমরা এ বিষয়ে কোন্ সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহা পাঠকগণকে অবগত করা আমাদের কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ দেখিতে হইতেছে, ভারতবর্ষের সাধকগণ সাইবেরিয়ায় নষ্টিক সম্প্রদায়ের নিকটে গমন করিয়াছিলেন কি না? যদিও মহাভারতে নারদের শ্বেতদ্বীপগমনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তথাপি ঐ শ্বেতদ্বীপসম্বন্ধে নানা স্থানে যে প্রকার বর্ণনা আছে, তাহাতে শ্বেতদ্বীপ সাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশ প্রদর্শন করে কি না তৎসম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ। মেরুর উপরিভাগের বিস্তার ৩২ সহস্র যোজন (দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধি বিস্তৃতঃ—বি, পু,)। যে ষোড়শ সহস্র যোজন ভূতলে প্রবিষ্ট তাহারই উপরিভাগ লক্ষ্য করিয়া ৩২ সহস্র যোজন বর্ণিত হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই; কেন না ভূমণ্ডলকে পদ্ম এবং মেরুকে তাহার কর্ণিকারূপে বর্ণন করিয়া উহার উপরিভাগ ৩২ সহস্র যোজন, মূলে ১৬ সহস্র যোজন এবং ভূতলে ১৬ সহস্র যোজন বিস্তৃত স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষীরোদধির উত্তরে মেরুর উপরিভাগে ৩২ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ শ্বেতদ্বীপ এরূপ বলাতে চতুর্দ্দশ সহস্রযোজন বিস্তীর্ণ ব্রহ্মলোককে উহা আপনার অন্তর্ভূত করিতেছে। ব্রহ্মা যখন অনিরুদ্ধের বিলাস (ক্ষুদ্রাংশ), তখন ব্রহ্মলোক অনিরুদ্ধাধিষ্ঠিত শ্বেতদ্বীপের অন্তর্ভূত হওয়া অবশ্য সিদ্ধ পায়। ক্ষীরোদধি কোথায়? বৃহৎ সংহিতায় যেখানে মধ্যদেশের বর্ণনা আছে, সেখানে 'প্রাগ্‌জ্যোতিষলৌহিত্যক্ষীরোদসমুদ্রপুরুষাদাঃ' এইরূপ লিখিত আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ আসামপ্রদেশ, লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্র নদ (কালিকা পু,) পুরুষাদ একটি দেশ। প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও পুরুষাদ ইহারই মধ্যবর্ত্তী ক্ষীরোদ সমুদ্র। পুরুষাদ এই শব্দে প্রতীত হয় এখানকার লোকেরা মনুষ্যখাদক ছিল। ভারতেও যখন পুরুষমেধ বা নরমেধ প্রচলিত ছিল, তখন প্রাচীনকালে আসামপ্রদেশের অতীত ভূমিতে তাদৃশ ব্যক্তিগণের বাস ছিল, ইহা আর অসম্ভব কি? শ্বেতদ্বীপ কি পুরুষাদ প্রদেশ? ইহার যখন কোন প্রমাণ নাই, বরং মেরুর উপরিভাগে শ্বেতদ্বীপের স্থিতি বর্ণিত আছে, তখন সে

ব্রহ্মলোকাদির ন্যায় শ্বেতদ্বীপ উপাসনার্থকল্পিত শাস্ত্রালোচনায় ইহাই প্রতীত হয়। সত্ত্বগুণ বিষ্ণুর অধিষ্ঠানভূত শ্বেতদ্বীপ সত্ত্বগুণের শুক্লত্বে তাদৃশ নামে অভিহিত হইয়াছে, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। আমরা উপরে সমুদায় গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি, তাহাতেই উহা যে এ দেশজাত বিদেশ হইতে সমাগত নহে, তাহা সহজে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবেন, এ সম্বন্ধে আর আমাদিগের অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। তবে খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত ইহার যে যে স্থলে একতা আছে, তাহা যে খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে সমাগত হয় নাই বৈদিক ধর্ম্ম হইতে সমাগত হইয়াছে, ইহা অতি সহজে প্রতিপন্ন হয়। ভক্তি, শ্রদ্ধা, উপাসনা, স্তুতি, প্রার্থনা বৈদিকগ্রন্থে এগুলির অণুমাত্র অভাব নাই। একান্তশরণাপন্নতা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। দেশের সহিত ইহার কোন সংস্রব কল্পনা করিবার কারণ নাই। বরং সূর্য্যের উদয়াস্ত প্রদর্শন জন্য মানসসরোবরকে সীমা করিয়া ব্রহ্মলোকের দশদিকৃস্থিত ইন্দ্রাদি দশদিকৃপালের পুরী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে. সেইরূপ ক্ষীরোদসমুদ্রকে (সম্ভবতঃ বঙ্গোপসাগরকে) সীমা করিয়া শ্বেতদ্বীপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত কল্পনা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্বেতদ্বীপাধিপতিকে দর্শন করিবার জন্য নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন যেখানে বর্ণিত আছে, সেখানে স্বামী লিখিয়াছেন ‘তদীশ্বরং তত্রস্থং মামেবানিরুদ্ধমূর্ত্তিম্।’ সুতরাং তাঁহার মতে শ্বেতদ্বীপের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ। মহাভারতের শ্বেতদ্বীপগমনাধ্যায়েও ইহাই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। কেন না উহাতে ‘প্রদ্যুম্না-দনিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ। অনিরুদ্ধাত্তথা ব্রহ্মা’ ইত্যাদি বলিয়া সমুদায় সৃষ্টি ও অবতারোৎপত্তি এই অনিরুদ্ধ হইতেই বর্ণিত হইয়াছে। ইনি সর্ব্ববর্ণাদি অনুরঞ্জিত বিশ্ব (স্তোত্রং জগৌ স বিশ্বায়)। কাল সকলকে লেহন করে, শ্বেতদ্বীপবাসিগণ সেই কালকে লেহন করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহারা কালের অধীন নহেন ইত্যাদি বর্ণনা স্থলে ‘ইউকেরাইষ্ট’ কল্পনা করা যুক্ত নহে। যাঁহারা এরূপ কল্পনা করেন তাঁহাদের সেরূপ কল্পনার মূল ‘নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ’ এ স্থলে পূর্ব্বজশব্দের ব্যবহার। বেদে ইন্দ্র দ্যাবা পৃথিবী এবং অন্যত্র ব্রহ্মাদিতে পূর্ব্বজ শব্দের ব্যবহার আছে, সুতরাং এ পূর্ব্বজ শব্দে খৃষ্টের প্রতি ব্যবহৃত first-begotten শব্দের অনুবাদ নহে। যদি এখানে অনিরুদ্ধের প্রতি পূর্ব্বজ শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া বাসুদেবের প্রতি ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে তৎপ্রতি অন্য কোন স্থলে পূর্ব্বজ শব্দের ব্যবহার নাই এই যুক্তিতে খৃষ্টধর্ম্ম হইতে এই ব্যবহার গৃহীত হইয়াছে কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত হইত, কিন্তু তাহা যখন সিদ্ধ হইতেছে না, তখন কাললেহনস্থলে কাললেহন নহে, খৃষ্টকে লইয়া ‘ইউকেরাইষ্ট’ অনুষ্ঠান শ্বেতদ্বীপাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বলা অসঙ্গত। এই অধ্যায়ে সাংখ্যবিরোধী মত আছে, বেদান্তের সহিতও সে মত মিলে না, অতএব বিদেশ হইতে ঐ মত গৃহীত, একথা বলাও ঠিক নয়। ‘তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণম্’ এস্থলে ‘সদপি কারণব্যাপারাদভিব্যজ্যতে’ এই নিয়মে উৎপত্তিশব্দে অভিব্যক্তি বুঝায়। বিজ্ঞানভিক্ষু পরম্পরায় পুরুষের কারণত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া এতদু-ভয়ের বিরোধ পরিহার করিয়াছেন। সুতরাং এদেশীয়েরা নষ্টিক বা অন্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছেন, শ্বেতদ্বীপগমনবর্ণন অথবা নূতনমতের সমাগমকল্পনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না। নষ্টিক সম্প্রদায় যে ভারতবর্ষ হইতে অনেক মত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।

বেদবিভাগে ইহার বিরলপ্রচার দেখিয়া একান্তভাব খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে সমাগত হইয়াছে, এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভুল। গীতা সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মার একান্তশরণাপন্নতা নিবদ্ধ করিয়াছেন। বেদে তদনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—"যে অন্ন ভোজন করে, যে দর্শন করে, যে প্রাণধারণ করে, যে কথিত বিষয় শ্রবণ করে, সে আমারই সহায়তায় সে সকল করে। যাহারা আমাকে মানে না তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হে শ্রুতশীল, শ্রবণ কর, আমি যাহা বলিতেছি তাহা শ্রদ্ধাযোগ্য। ইহা দেবগণ ও মনুষ্যগণের আশ্রয়ণীয়, স্বয়ং আমিই বলি। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে তেজস্বী করি স্তোতা করি, ঋষি করি, বুদ্ধিমান্ করি (ঋগ্বেদ ১০ ম, ১২৫ সূ, ৪।৫ ঋক্)।' এই কথাগুলির সঙ্গে গীতার এই কথাগুলির তুলনা কর,—'মচ্চিত্ত হইয়া আমার প্রসাদে সর্ব্ববিধ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে, যদি অহঙ্কারবশতঃ না শোন বিনষ্ট হইবে।' 'হে অর্জ্জুন, সকল ভূতের হৃদয়দেশে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন, তিনি যন্ত্রারূঢ়বৎ তাহাদিগকে জ্ঞানশক্তিযোগে ভ্রমণ করাইতেছেন।' 'হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং শাশ্বত স্থান লাভ করিবে।' ঋগ্বেদ ও গীতায় এখানে ভাবতঃ ঐক্য আছে, তবে যে একটু পার্থক্য প্রতীত হয়, উহা গীতায় বেদের সহিত বেদান্তের ভাবের মিলন হইয়াছে বলিয়া ঘটিয়াছে। যাঁহারা ঈশার অনুবর্ত্তী হইতে চাহিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি ধন জন বন্ধু বান্ধব সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে বলিতেন। যাঁহারা এরূপে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিবেন তাঁহারা অনন্ত জীবন লাভ করিবেন, ইহা তিনি ভূয়োভূয় বলিতেন। শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বপ্রকার ফলাভিলাষ ও কর্ত্তৃত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন। এরূপ শরণাপন্নতার ফল এই যে, সকল প্রকার পাপ হইতে তিনি তাঁহাকে উত্তীর্ণ করিবেন। এখানে কথায় ও ভাবতঃ বিলক্ষণ ঐক্য আছে। তবে যদি কেহ আপত্তি করেন শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়া সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মার মুখের কথায় এই কথাগুলি বলিয়াছেন, সুতরাং খ্রীষ্টের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এখানে ঐক্য হইল না, এ আপত্তি কোন কার্য্যের নহে, কেন না খ্রীষ্টও বলিয়াছেন, তিনি আপনি কোন কথা বলেন না, যাহা পিতার মুখে শ্রবণ করেন তাহাই লোকদিগকে জ্ঞাপন করেন। তাঁহার অনুবর্ত্তন করা এবং পিতার অনুবর্ত্তন করা তিনি একই জানিতেন, তাই তিনি সেরূপ বলিয়াছেন। এখন বিবেচ্য এই, শ্রীকৃষ্ণ খ্রীষ্টের কথা শুনিয়া অথবা খ্রীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া ওরূপ বলিয়াছেন কি না? এখানে অতি যৎসামান্য মনোভিনিবেশ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, খ্রীষ্ট আপনার স্বজাতিগণের ভাব ও তৎকালের অবস্থানুসারে ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণও জাতীয়ধর্ম্ম ও তৎকালের বিশেষ অবস্থার অনুরূপ একান্ত শরণাপন্নতার উল্লেখ করিয়াছেন। যিহুদিগণ পরপ্রপীড়নে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদের

[illegible] কিছু শান্তি ছিল না, তাহাদের জীবন যে নিত্যকালস্থায়ী এ সম্বন্ধেও তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং খ্রীষ্ট ভারাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে শান্তি, এবং নিত্য জীবনে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে নিত্যজীবন দিবেন, এরূপ বলিলেন। ভারতার্য্যগণ বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগ করিলে পাপভাজন হইবেন, এইরূপ তাঁহাদের একান্ত বিশ্বাস ছিল, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে বলিলেন, এবং তাহাতে যে পাপের সম্ভাবনা আছে তাহা হইতে মুক্ত করিবেন এইরূপ অভয় দিলেন। কাল, দেশ, অবস্থা, জাতি; উভয়ের ভিন্ন বলিয়া যখন তৎসমুচিত ভাষায় এই শরণাপন্নতা ভিন্নরূপে উক্ত হইয়াছে, তখন একের নিকটে অপরে শুনিয়া সেই কথাগুলি বলিয়াছেন ইহা কোনরূপে প্রতিপন্ন হয় না।

খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে গীতার ধর্ম্ম গৃহীত ইহা যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা একটি বিষয়ে গীতার ধর্ম্মকে তবুও খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে ন্যূন করিয়া রাখিয়াছেন। সে বিষয়টি পাপবোধ। একথা সত্য, খ্রীষ্ট যে প্রকার ভূয়োভূয় শ্রোতৃবর্গের মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে যত্ন করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস অনন্তজীবনের হেতু, তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস মৃত্যুর কারণ, শ্রীকৃষ্ণ সে প্রকার করেন নাই, কিন্তু তিনি যে এ সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ছিলেন, একথা বলিতে পারা যায় না, কেন না তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "যাহারা দোষদর্শী হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, তাহারা অবিবেকী, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিষয়ে বিমূঢ়। জানিও তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে।" এ কথাগুলি পাঠ করিয়া মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিতে বলিতেছেন, সেরূপ যাহারা না করে, তাহাদের আধ্যাত্ম মৃত্যু ঘটিয়াছে, এই বলিয়া তিনি তাহাদের আত্মার দুরবস্থার কথা বলিয়াছেন; খ্রীষ্টের ন্যায় তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বলপূর্ব্বক তাঁহার কথা না শুনিলে যে বিনাশ উপস্থিত হইবে একথা বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ বলেন নাই, তাহাও নহে। তিনি অর্জ্জুনকে স্পষ্ট বলিয়াছেন, 'যদি অহঙ্কারবশতঃ না কর বিনষ্ট হইবে।' তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে, পাপসম্বন্ধে খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের ভাব নিরতিশয় ভিন্ন ছিল। খ্রীষ্ট ঈশ্বরপ্রেরিত, তাঁহাকে বিশ্বাস না করা ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করা একই কথা, সুতরাং এই অবিশ্বাস খ্রীষ্টধর্ম্মে পাপের মূল। খ্রীষ্টের প্রতি যাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার তৎপ্রতি অত্যাচার, এই অত্যাচারের দণ্ড অতি তীব্র। শ্রীকৃষ্ণের মতে যজ্ঞ, দান ও তপ, ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত, এ সকলের অনুষ্ঠানে যাহারা শ্রদ্ধাবিহীন তাহারা পাপাচারী; তাহাদের ইহকালেও কল্যাণ নাই পরকালেও কল্যাণ নাই। এ সকল ব্যক্তির পাপাচারের মূল বিষয়াভিলাষ। বিষয়াভিলাষের সঙ্গে অনুরাগ বা দ্বেষ থাকে, এই অনুরাগ ও দ্বেষ হইতে পাপের উৎপত্তি হয়। পাপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের বিনাশের কারণ, সুতরাং পাপের মূল বিষয়াভিলাষকে বিনষ্ট করিবার জন্য তিনি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। খ্রীষ্ট যে প্রকার পাপের তীব্রদণ্ড বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেপ্রকার

তীব্রদণ্ড বর্ণন করেন নাই বটে, কিন্তু পাপ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশের কারণ অতএব উহা পরম শত্রু, উহাকে বিনাশ করিতেই হইবে, একথা বলাতে পাপের ভীষণত্ব তিনি বিলক্ষণ দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রাচার্য্যাদির উপদেশজনিত জ্ঞান এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিজের অনুভূত জ্ঞান, উভয়ই যদি পাপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিক সর্ব্বনাশ আর কি হইতে পারে? অধর্ম্মাচারী আসুরিক প্রকৃতি ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে তীব্রদণ্ড, (১৬।১৯।২০) শ্রীকৃষ্ণও কিছু সামান্যভাবে উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার কথার ভাবে আপাততঃ এমনই মনে হয় যেন কোন দিন তাহাদিগের সদ্গতি হইবে না। যাহাদিগের সদ্গতির সম্ভাবনা অল্প তাহারাও যদি পাপের মূল কামাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সদাচরণ করে, তাহারা উত্তমগতি লাভ করে (১৬।২১।২২), একথা বলাতে অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের চির অসদ্গতিনিবারণ হইয়াছে।

গীতোক্ত ভারার্পণ এবং বাইবেলোক্ত ভারার্পণ, গীতোক্ত পাপ এবং বাইবেলোক্ত পাপ, এ দুইয়ের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা প্রদর্শিত হইল; এই পার্থক্যনিবন্ধন খ্রীষ্ট ও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের যে প্রভেদ হইয়াছে তাহা কিছু সামান্য নহে। গীতোক্ত ভারার্পণমধ্যে দুঃখক্লেশাদির ভারার্পণ-ব্যাপার নাই, এরূপ অনুষ্ঠান করিলে এইরূপ ফললাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অন্তর্যামীর প্রেরণানুসরণ এই ভারার্পণের মুখ্য ভাব। বিষয়াভিলাষপরবশ হইয়া বিধি উল্লঙ্ঘন করাতে যে পাপ হয়, এবং এক জন আত্মার পরমহিতকারীর প্রতি বিরোধাচরণে যে পাপ হয়, এ দুই মূলতঃ এক প্রকার হইলেও ফলে কখন এক নহে। বিধি উল্লঙ্ঘনে চিত্ত কলুষিত এবং যোগ প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত আনন্দানুভবে বঞ্চিত হইতে হয়; আত্মার এই মারাত্মক ক্ষতি-নিবারণের জন্য ভগবানে কর্ম্মার্পণ অতি প্রকৃষ্ট সাধন সন্দেহ নাই, কিন্তু এক জন আত্মার হিতকারীর প্রতি আমি অসদাচরণ করিয়াছি এরূপ বোধ যখন হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন তজ্জন্য তীব্র যাতনা হৃদয়ে অনুভূত হয় এবং সেই তীব্র যাতনায় অধীর হইয়া উহাকে লঘুভার করিবার জন্য উহার ভার সেই পরমবন্ধুকে অর্পণ করিলে তিনি উহা গ্রহণ করিলেন এ বিশ্বাস হইতে যে সাধনপ্রণালী উপস্থিত হয়, তাহা অবশ্য অন্য প্রকার। হিন্দু ও খ্রীষ্টসমাজের সাধনপ্রণালী যে অনেকাংশে ভিন্ন, তাহার কারণ ভারার্পণ ও পাপসম্বন্ধে উভয় ধর্ম্মের এই ভিন্ন ভাব।

খ্রীষ্ট আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলেন নাই। তিনি ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বদা অভিন্নভাবে অবস্থিত, ঈশ্বরের নিকট যাহা শোনেন জগতে তাহাই প্রচার করেন, তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই নাই, প্রেরিতকে মানিলে প্রেরয়িতাকে মানা হয়, প্রেরিতকে দেখিলে প্রেরয়িতাকে দেখা হয়, ইত্যাদি কথা তিনি আপনমুখে বলাতে ঈশা পুত্রাবতার, ইহা জগতের পক্ষে নূতন। জীব পুত্র, ঈশ্বর পিতা, (১৪।৪) গীতাতে একথার বীজ আছে বটে, কিন্তু ইহার ক্রিয়া ভারতসমাজের উপরে কিছুই

প্রকাশ পাত্র নাই। শ্রীকৃষ্ণ যদিও যোগযুক্তাবস্থায় পরমাত্মার সহিত এক হইয়া গিয়া পরমাত্মার মুখের কথায় 'আমি,' 'আমার' 'আমাকে' ইত্যাদি শব্দে উপদেশ দিয়াছেন, তথাপি অযোগাবস্থায় তাঁহার মানবত্ব তিনি কখন আচ্ছাদন করেন নাই। ভারতবাসিগণ আচার্য্যেতে আবির্ভূত ঈশ্বরের স্বরূপ অবলোকন করিয়া তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে এদেশে পুত্রাবতার নহে, ঈশ্বরাবতার অবতারবাদ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে অবতারবাদ প্রবেশ করিয়াছে, এ অনুমান ভুল, কেন না ঋগ্বেদে অবতারবাদের মূল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। নিরুক্ত ঐ অবতারবাদ লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন "যে যে রূপ ইচ্ছা করেন, দেবগণ সেই সেই রূপে প্রবেশ করেন।" শাস্ত্রপর্য্যালোচনায় ভগবৎস্বরূপাবির্ভাবই অবতারবাদের মূল স্পষ্ট প্রতীত হয়। খ্রীষ্ট যে বলিয়াছেন 'আমাকে যে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে' তাহার মূলও ইহাই। খ্রীষ্ট আপনাকে এবং আপনাতে আবিষ্ট পিতাকে একত্বে পৃথক্ত্বে দর্শন করিতেন, এজন্য স্বরূপৈক্যেও আপনার পুত্রত্ব ভোলেন নাই, এদেশের আচার্য্যগণ এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তী শিষ্যেরা প্রভেদ বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছেন। খ্রীষ্ট ও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের অবতারবাদের এ প্রভেদ কিছু সামান্য প্রভেদ নহে।

খ্রীষ্ট যোগী ছিলেন। তাঁহার যোগ খ্রীষ্টসমাজ যদিও গ্রহণ করেন নাই তথাপি তাঁহার যোগিত্ব কোন কালে বিলুপ্ত হইবার নহে। ঈশ্বর ও অনুবর্ত্তিগণের সঙ্গে তিনি যে যোগে যোগযুক্ত ছিলেন, সে যোগ কিছু সামান্য যোগ নহে। এই যোগযুক্তাবস্থায় তিনি জীবন শেষ করিয়াছেন, একদিনের জন্যও তিনি এ যোগাবস্থা হইতে বিযুক্ত হন নাই, ইহা কিছু সামান্য কথা নহে। খ্রীষ্ট বন্ধুবিচ্ছেদে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন, সময়ে সময়ে কপটাচারিগণের প্রতি কঠোর ভৎর্সনা করিতেন, এমন কি ঈশ্বরগৃহকে বাণিজ্যস্থলিতে যাহারা পরিণত করিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রহার করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার সেই সেই সময়ে যোগের অবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহা নহে। স্বাভাবিক শোকের কারণ, পাপাচরণ ও ঈশ্বরাবমাননা দর্শন করিয়া সাধুতে স্বভাবতঃ যে শোকরোষাদির উদয় হয় তাহাতে বাহিরে যোগভঙ্গ মনে হইলেও অন্তরের গভীরতম স্থানে প্রশান্তাবস্থা থাকে বলিয়া যোগভঙ্গ হয় না। এরূপ স্বাভাবিক শোকরোষাদির উদয় লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত লক্ষণে বলিয়াছেন, 'প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ এ তিন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলে [গুণাতীত ব্যক্তি] দ্বেষ করেন না, নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না। যে ব্যক্তি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত, গুণসকলের দ্বারা যিনি বিচলিত হন না, গুণসকল আপনার কার্য্য করিতেছে ইহা জানিয়া যিনি স্থির থাকেন, চঞ্চল হন না,......তাঁহাকে গুণাতীত বলা হইয়া থাকে।' খ্রীষ্ট যে যোগে যোগযুক্ত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে যোগে যোগযুক্ত ছিলেন, এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, খ্রীষ্ট আপনাকে ঈশ্বরেতে, ঈশ্বরকে আপনাতে, অনুবর্ত্তিগণকে আপনাতে, আপনাকে অনুবর্ত্তি

গণেতে, শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আপনাতে আপনাকে সকলেতে, এবং ঈশ্বরকে সকলেতে এবং সকলকে ঈশ্বরেতে দর্শন করিতেন। খ্রীষ্টের সবিশেষ এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ যোগ, এ প্রভেদ কিছু সামান্য নহে। এই উভয় যোগের মিলনে যোগের পূর্ণতা। যাঁহারা আপনার ভাবে ভাবুক তাঁহাদের সহিত যোগ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইলেও যাহারা ভাবের ভাবুক নহে, তাহাদিগকে যোগভূমির বাহিরে রাখিয়া যোগ পূর্ণ হয় না। এ জন্য ভাবের ভাবুকগণের সঙ্গে সবিশেষ যোগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া যাহারা ভাবের ভাবুক নহে তাহাদিগের সঙ্গে আত্মত্বে নির্ব্বিশেষ যোগে সম্বদ্ধ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরকে কেবল আপনাতে দেখা সবিশেষ যোগ, ঈশ্বরকে সকলেতে দেখা নির্ব্বিশেষ যোগ। এখানেও দুয়ের একত্র সন্নিবেশে যোগের পূর্ণতা।

খ্রীষ্ট কেবল যে অনুবর্ত্তিগণের সঙ্গে যোগযুক্ত ছিলেন না, স্বর্গস্থ প্রেরিত মহাজন-গণের সঙ্গেও যোগযুক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার পর্ব্বতোপরি শিষ্যগণের সন্নিধানে প্রকাশমান রূপান্তরতাই প্রদর্শন করিয়া থাকে। এখানেও খ্রীষ্ট আপনার হৃদয়ানুরূপ মহাজনগণের সহিত যোগযুক্ত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছিলেন, সুতরাং এখানেও তাঁহার সবিশেষ যোগেরই কার্য্য আমরা দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুন বা অপরের নিকটে রূপান্তরতা অন্য প্রকার। ঋষি-মহর্ষি-সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব-দেবাদি-সম্বন্ধে তৎকালের লোকদিগের যে প্রকার প্রত্যয় ছিল, সেই প্রত্যয়ানুসারে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ রূপান্তরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহাতে রূপান্তরতা দৃষ্ট হইল, যিনি সেই রূপন্তরতা দেখিলেন, এ দুইয়ের সেই প্রত্যয়সম্বন্ধে গাঢ় ভাবোদয় না হইলে এরূপ রূপান্তরতা এক জন আর একজনেতে কখন প্রতিফলিত করিতে পারেন না, সুতরাং এরূপ রূপান্তরতা কেবলই মানসিকব্যাপারও যদি হয়, তাহা হইলেও তাদৃশ শক্তি উৎপাদনে যত্ন ও দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন। এ সকল রূপান্তরতা সত্য কি না তৎসম্বন্ধে কোন বাক্যব্যয় না করিয়া যাহা বাইবেল ও গীতাতে লিখিত আছে তাহার পর্য্যালোচনায় এখানেও খ্রীষ্টের সবিশেষ ও শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। একের জীবনের ছবি লইয়া অন্যের জীবন চিত্রিত করিলে দুজনের বিশেষ ভাবের ক্রিয়া সর্ব্বত্র সমান ভাবে কোন কালে প্রদর্শিত হইত না।

যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম গীতাতে দর্শন করেন, তাঁহারা অবশ্য কোন কোন সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়াই এরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। নিপুণ আলোচনায় এ সৌসাদৃশ্যে গীতার উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে ইহা প্রতিপন্ন না হইলেও গীতাতে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট উভয় ধর্ম্মের যে মূল আছে, তাহা মানিতে হয়, অন্যথা সৌসাদৃশ্য আসিল কোথা হইতে? বৌদ্ধের নিবৃত্তিযোগ খ্রীষ্টের প্রবৃত্তিযোগ, এ দুইয়ের মূল গীতাতে আছে, ইহা অনায়াসেই নয়নগোচর হয়। প্রকৃতির সকল ক্রিয়া হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া সাধন নিবৃত্তিযোগের মূল, গীতাতে ইহা অতি সুস্পষ্ট।

এরূপ সাধন আছে বলিয়াই ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত একথা বলা যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির উপরে জয় সাধন করিতে গেলেই এ সাধন স্বভাবতঃ সাধককে অবলম্বন করিতে হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন কেবল নিবৃত্তিসাধনে পর্য্যবসন্ন হইয়াছে, তখন উহাতে ঐ সাধন অতিমাত্রায় সুব্যক্ত দৃষ্ট হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? গীতাতে এ সাধন যদি বহুল আকার ধারণ না করিয়া অতি সহজাকারে থাকে, তাহা হইলে এই প্রমাণ হয় যে, গীতা অগ্রে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার পরে অভ্যুদিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবৃত্তিযোগসম্বন্ধেও এই কথা বলিতে পারা যায়। আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরেতে কর্ম্মসমর্পণ অর্থাৎ তাঁহার প্রেরণায় কর্ম্মকরণ, ইহাই প্রবৃত্তিযোগের মূল। এ প্রবৃত্তিযোগ খ্রীষ্টধর্ম্মে যেমন পরিস্ফুটাকার ধারণ করিয়াছে, গীতায় সেরূপ পরিস্ফুটাকার ধারণ করে নাই, ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে গাতা যে সময়ে প্রচারিত হয় সে সময়ে প্রবৃত্তিযোগের পরিস্ফুটাকার ধারণ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই, পরে যথাসময়ে উহা খ্রীষ্টধর্ম্মে পরিস্ফুট হইয়াছে। খ্রীষ্টের প্রবৃত্তিযোগকে সাধারণতঃ ইচ্ছাযোগাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত গীতার সম্বন্ধ এক প্রকার পর্য্যালোচিত হইল, এখন ইহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে "এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎসকল, শ্লোকসকল, সূত্রসকল, অনুব্যাখ্যানসকল, ব্যাখ্যানসকল, এ সকল যাহা কিছু এই মহাভূতের নিশ্বসিত।" এ কথানুসারে কেবল ঋগ্বেদাদি দেবনিশ্বসিতসম্ভূত নহে, ব্যাখ্যান ও অনুব্যাখানসকলও তৎসম্ভূত। ব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যানের ব্যাখ্যান যদি দেবনিশ্বসিত সম্ভূত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমরা মনুষ্যকৃত বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। আমরা যদি এ সকল মনুষ্যকৃত বলিয়া উড়াইয়া দি তাহা হইলে যাঁহাদিগকে সংশয়ী বলিয়া আমরা উপহাস করি তাঁহাদিগের বিশ্বাসের নিকটে আমরা পরাজিত হইলাম *। যিনি যে প্রকার মনে করেন করুন, আমরা কিন্তু বেদ উপনিষ-

* The remaining cardinal fact is, that these various beliefs are parts of the constituted order of things; and not accidental but necessary parts, seeing how one or other of them is everywhere present, is of perennial growth, and when cut down, redevelops in a form but slightly modified, we cannot avoid the inference that they are needful accompaniments of human life, severally fitted to the societies in which they are indigenous. From the highest point of view we must recognize them as elements in that great evolution of which the beginning and end are beyond our knowledge or conception—as modes of manifestation of the Unknowable, and as having them for their warrant.—*Spencer's First Principles.*

"He like every other man, may properly consider himself as one of the myriod agencies through whom works the Unknown Cause, and when the Unknown Cause produces in him a certain belief, he is thereby authorised to profess and act out that belief."—*Ibid.*

দাদিতে যেমন, তেমনি ব্যাখ্যান ও অনুব্যাখ্যান সকলেতেও দেবনিশ্বসিতের ক্রিয়া দেখিতে পাই। ব্যাখ্যাতৃগণের প্রতিজন সত্যের কোন এক দিক্ দর্শন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সত্য লোককে স্বাধীন করে, বিষয়ান্তরের আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত করে, এবং সেই সত্যসম্বন্ধে আলোক হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। যদি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, ব্যাখ্যাতৃগণ সত্যের এক এক দিক্ দেখিলেন কেন, একেবারে কেন তাঁহারা সত্যের সমস্ত দিক্ প্রত্যক্ষ করিলেন না? যেখানে একটি সত্যের নানাদিক্ আছে, সেখানে সকল দিক্ একই সময়ে দৃষ্টিপথে পড়িলে এক একটী দিকের সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে, এজন্য কোন একটী দিক্ দেখিয়া তাহাতেই সমগ্র চিন্তা নিয়োগ করা এবং অপর দিক্গুলিকে অপ্রধান বলিয়া অপসারিত করিয়া রাখা পণ্ডিতগণের মধ্যে রীতি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দিক্ লইয়া তৎসম্বন্ধে যত দূর গূঢ় তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় তাহা নির্দ্ধারণ করিলে পরিশেষে সকলগুলিকে একত্র আনয়নার্থ চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ সে গুলিকে একত্র চিন্তার বিষয় করিয়া উহাদিগের একত্ব নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিয়া তাঁহাদের ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল না, ইহাই সহজে মনে উদিত হয়। এ কথা সকলেরই স্মরণে রাখা উচিত যে, কোন একটি নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য যাঁহাদের জন্ম হয়, তাঁহারা সেই পথ সাধারণে ধরিতে পারিবে এরূপ অবস্থা হইবার অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগের কথার যাঁহারা ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা নূতন পথকে পুরাতন প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। এরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে অনেক গুলি বিষয়ের ব্যাখায় বহু প্রয়াস পাইতে হয়, কোথাও কোথাও বা বলপূর্ব্বক অর্থযোজনা করিতে হয়, ইহাতে এই ফল হয় যে, তাঁহাদের ব্যাখ্যায় সেই সেই স্থানে দৌর্ব্বল্য থাকিয়া যায়, তাঁহাদের পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ সেই দৌর্ব্বল্য অপসারণ করিয়া সত্যের অপর দিক্ দেখাইয়া দেন। এইরূপ ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা হইতে হইতে পরিশেষে এমন সময় সমুপস্থিত হয় যে, সময়ে সকল দিক্ একত্র সন্নিবেশ সহজ হইয়া পড়ে।

শ্রীমচ্ছঙ্করের পূর্ব্বে জ্ঞান ও কর্ম্ম এ উভয়ের প্রাধান্য ব্যাখ্যাকারগণ স্থাপন করিয়াছিলেন, শ্রীমচ্ছঙ্কর ঐ মতের নিরসন করিয়া জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া যাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহারা এই জ্ঞানপথকে নিরতিশয় দৃঢ় করিয়াছেন। শ্রীমদ্রামানুজ যদিও ধ্যানলক্ষণা ভক্তিকেই প্রধান করিয়াছেন, তথাপি জ্ঞান ও কর্ম্মকে তিনি পরিহার করেন নাই, ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুস্যূত থাকিবে, ব্যাখ্যান দ্বারা তিনি ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীম-

রামানুজের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া যাহারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিকেই প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং জ্ঞানই বিশেষাকার ধারণ করিয়া ভক্তিরূপে পরিণত হয় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মাধ্ব ঈশ্বরানুগ্রহ এবং শ্রীমদ্বল্লভ ভক্তি ও শরণাপত্তি এ উভয়কে প্রধান করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির অঙ্গমাত্র এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছ্রীধর যদিও ভক্তিকেই প্রধানে করিয়াছেন তথাপি ঈশ্বরানুগ্রহ ও আত্মজ্ঞান এই দুইকেও মোক্ষের কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমজ্জগদীশকর্ত্তৃক জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সমান ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে ব্যাখ্যান-পরম্পরায় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এ তিনেরই গীতাশাস্ত্রে প্রাধান্য প্রকাশ পাইয়াছে। এ তিন কিরূপে বিরোধ পরিহার করিয়া এক হইয়াছে, এবং সেই একের ভিতরে তিনই বিদ্যমান আছে, এইটি প্রদর্শন করিবার সময় বর্ত্তমানে উপস্থিত। সমন্বয়ভাষ্য সেইটি প্রদর্শন করিতেছে, এবং যোগাচার্য্যের যথার্থ গৌরব কিসে, তাহা প্রদর্শন করিতেছে।

লেখক যোগাচার্য্যের নিকটে তত্ত্বজ্ঞানোন্মেষের জন্য যে ঋণী তাহা তিনি 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মে' স্বীকার করিয়াছেন। বাল্যকালে যখন তিনি গীতা পাঠ করিতেন তখন 'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥' এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লইয়া বর্ষীয়ান্ খুল্লতাতের সহিত তাঁহার যে বিচার সমুপস্থিত হয়, সেই বিচারে বর্ণবিচারাদি যে উচ্চতম ধর্ম্মের বিরোধী ইহা তিনি বুঝিতে পারেন, এবং সেই হইতে তাঁহার মন নূতন ধর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। এই মানসিক পরিবর্ত্তন এত দূর ব্যক্ত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার খুল্লতাত তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইবার জন্য যে পারস্য ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, তাহার মঙ্গলাচরণে প্রথমতঃ ভ্রাতুষ্পুত্রের মতানুযায়ী নিরাকারপক্ষে, তৎপর স্বমতে সাকারপক্ষে ঈশ্বরবন্দনা নিবদ্ধ করেন। এখানে একটী কথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে, লেখক বাল্যকালে জ্ঞানপক্ষের ব্যাখ্যার নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া তাঁহার খুল্লতাত ঐ শ্লোকের যে নবীনতর ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত তখন সায় দেয় নাই। এখন ভাষ্যমধ্যে সেই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন, তাঁহার খুল্লতাত তখন যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন মূলতঃ তাহার সঙ্গে এক। প্রাচীন, একান্তিভাবাপন্ন, গ্রাম্যকথাবিমুখ, সত্যানুরোধে সম্পত্তি-ত্যাগী, অতিমাত্রস্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং নিত্য সাধনপরায়ণ হইয়াও তিনি যে তাঁহার অল্পবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্বাধীনভাবে ধর্ম্মবিষয়ে চিন্তা করিতে বাধা দেন নাই, ইহাতে তিনি কেবল প্রশংসনীয় নহেন চির কৃতজ্ঞতাভাজন, কেন না বাল্যকাল হইতে সেরূপ স্বাধীন ভাবের শিক্ষা না পাইলে লেখক কখন বর্ত্তমান বিধানে সংযুক্ত হইতে পারিতেন না। 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের' অবতরণিকায় লেখক লিখিয়াছেন, "তাঁহার (আচার্য্য কেশবচন্দ্রের) ইচ্ছা ছিল, হিন্দুশাস্ত্র হইতে নববিধান সপ্রমাণ করিয়া লেখক জগতের নিকটে উপস্থিত করেন।

আজ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইল। কেবল বচনপ্রমাণে নয়, একটি জীবন আজ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সমন্বয়ের ভাবে পরিচালিত হইয়া যাহা নিষ্পন্ন করিয়াছিল, অদ্য পূর্ণ সময়ে মহাসমন্বয়নিষ্পাদক বিধান সমাগত হইয়া সমুদায় দেশকাল জাতির ব্যবধান ঘুচাইয়া ব্যাপক ভাবে তাহাই নিষ্পন্ন করিল, 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম' ইহাই জগতের নিকট প্রকাশ করিবে।" 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম' লেখার প্রায় একাদশ বর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণের ও নববিধানের সমন্বয়ের মূলভূমি (ঈশ্বর সহ সাক্ষাৎসম্বন্ধ) যে একই ইহা প্রমাণিত হইবে লেখক তাহা জানিতেন না। গীতার সমন্বয়ভাষ্য লিখিতে গিয়া যে উহা আবিষ্কৃত হইল, ইহাতে তিনি আপনাকে নিতান্ত কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

লেখক 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম' লিখিয়াছিলেন লিখুন, গীতার সমন্বয়ভাষ্য লিখিয়া তাঁহার সময়ক্ষেপ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? এ সকল বিষয়ে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে গিয়া কি তিনি আপনার জীবনের মূল কার্য্য হইতে বহু দূরে গিয়া পড়িতেছেন না? যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা তাঁহার জীবনের মূল কার্য্য কি, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের স্বমুখ হইতে ঘোষিত এই কথাগুলি পাঠ করিয়া, অবধারণ করুন। "জ্ঞান মার্জ্জিত করিতে গিয়া অহঙ্কারসাগরে অনেক মানুষ জীবনতরীকে ডুবাইয়াছে। তুমি এই দুই জনের (যোগশিক্ষার্থী ও ভক্তিশিক্ষার্থীর) মধ্যস্থান পাইলে। ভক্তিভাব এবং যোগভাব দুইয়েরই জ্ঞান তুমি লাভ করিবে। বিনয়ের সহিত নম্র ভাবে, উদ্ধত ভাবে নহে, সকল বিষয় তোমাকে জানিতে হইবে। ভক্তিকাণ্ড, যোগকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড সকলই তোমাকে অবগত হইতে হইবে। ধর্ম্মজীবনের সমুদায় অনুষ্ঠানবিধির তুমি সংরক্ষক হইলে। যত বিষয় জানা উচিত, কি পুরুষদিগের সম্পর্কে, কি স্ত্রীদিগের সম্পর্কে, কি সংন্যাসী, কি সংসারী, কি বালক, কি যুবাদিগের সম্পর্কে, এ সমুদায় বিধি তোমার জানা আবশ্যক। এ সমুদায় জ্ঞানের ফল যাহাতে আপনার জীবনে ফলিত হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। জ্ঞান হৃদয়কে মরুভূমি করিবে না, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান কি, যথার্থ দর্শনশাস্ত্র কি, দেখাইবে। দেখাইলে তোমার এবং সকলের কল্যাণ হইবে।" ব্রতান্তে লেখকের সম্বন্ধে আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে কথাগুলি বলেন সে সকল এই;—"জ্ঞানপরায়ণ, অনেক গভীর জলে যাইতে হইবে। যেখানে চারিবেদের মিল হইয়াছে, সেই মীমাংসাস্থলে যাইতে হইবে। যে সকল শাস্ত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নাই, সে সমুদায় অপরা বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সেখানে যেখানে অমিল নাই।"

আচার্য্য কেশবচন্দ্র গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টিতে চারি বেদের মিলনস্থান অবলোকন করিয়াছিলেন। সমুদায় বেদ বেদান্ত পুরাণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া সেই সেই শাস্ত্রের মিলন প্রদর্শন করা তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল না, তাদৃশ পরিশ্রমে জীবনক্ষয় করিবার

জন্য তিনি আইসেন নাই, সুতরাং তাঁহার বিশেষ বিশেষ বন্ধু সে কার্য্য করিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। হিন্দুশাস্ত্রসমূহের মিলনপ্রদর্শন লেখকের বিশেষ ভাব। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ পর্য্যন্ত একই পারমেশ্বরী চিচ্ছক্তি জীবের গ্রহণসামর্থ্যকে দিন দিন উন্নত করিয়া তাহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সে সকলের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, গীতার সমন্বয়ভাষ্যে তাহা প্রকাশ পাইবে। তবে লেখকের একথা এখানে বলা আবশ্যক যে, তিনি যদি নববিধানে ভগবানের নবীন আলোক না পাইতেন তাহা হইলে তিনি কখন বেদবেদান্তাদির সঙ্গে গীতার নিগূঢ় ঐক্য দর্শন করিয়া এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিতেন না যে, যিনি বেদ বেদান্ত ঋষিগণের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই যোগাচার্য্যের হৃদয়ে সে সকলের সামঞ্জস্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও প্রকাশ করিয়া বলা সমুচিত যে, হিন্দুশাস্ত্রসমূহের মিলনপ্রদর্শন লেখকের বিশেষ ভাব হইলেও অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে একতা ও মিলনের স্থল বাহির করিতে তিনি কখন উদাসীন হইতে পারেন না,কেন না তাঁহার নিয়োগপত্রানুসারে তিনি সকল শাস্ত্রের মিলন প্রদর্শন করিতে বাধ্য। এ কার্য্য সাধনের জন্য পরিশ্রমকে লেখক পরিশ্রম বলিয়া মনে করেন না, বরং পরিশ্রম করিতে না পারিলে তিনি আপনার জীবনের কার্য্য হইল না, এরূপ মনে করেন। বিধানস্থ সকলেই সকল প্রকারের কার্য্য করিবেন এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না। বিধান একটি বিস্তৃত রাজ্য, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্য স্বয়ং ভগবান্ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন; একজনের কার্য্য অপরে করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই, করিতে গেলে নিশ্চয় বিফলমনোরথ হইবেন। প্রতিজন আপনার আপনার অধিকারের কার্য্য করিলে তাঁহাদের সকলের কার্য্যের মিলনে বিধান পূর্ণভাবে জগতের নিকটে প্রকাশ পাইবে, ইহাই বিধির ব্যবস্থা *।

যাহাহউক, এসকল কথায় আর অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। এখন এই সমন্বয়ভাষ্যের বঙ্গানুবাদসম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলিয়া উপসংহার করা যাউক। সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার পদযোজনায় যে এত স্বাতন্ত্র্য আছে, লেখক এই ভাষ্যের অনুবাদ করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া তাহা জানিতেন না। এ কথা তিনি অবশ্য জানিতেন যে,

* "যিনি যে কার্য্যের জন্য প্রেরিত তিনি যেন কেবল সেই কার্য্যই করেন, সেই কার্য্যসম্পর্কে তাঁহার যত দূর আবশ্যক তিনি প্রত্যাদেশ অথবা ঈশ্বরনিঃশ্বাস পাইবেন এবং পৃথিবীও সেই বিষয়ে তাঁহার অনুকূল হইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্য আনিয়া দিবে। অতএব কেহই আপনার অধিকার ছাড়িয়া অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না। ঈশ্বর যাঁহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন, তিনি যেন সেই স্থানেই বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকলের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। যিনি স্বর্গের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল লিখিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত লিখিতে থাকুন, যিনি সঙ্গীত করিতে জন্মিয়াছেন তিনি ক্রমাগত সঙ্গীতে উন্নতি করিতে থাকুন, তাঁহারা প্রতিজনেই আপন আপন কার্য্যে স্বর্গ হইতে সাহায্য লাভ করিবেন এবং পৃথিবীও তাঁহাদিগকে সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দিবে—সেবকেরনিবেদন, ৫৭ সং, ১ পৌষ, ১৮০০ শক।

সংস্কৃতে এক পংক্তিতে যে ভাব প্রকাশ করা যায়, বাঙ্গলায় চারি পংক্তি না লিখিলে সে ভাব প্রকাশ করা দুষ্কর; কিন্তু সংস্কৃতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার অনুবাদে পদযোজনাদির পর্য্যন্ত ব্যতিক্রম না করিলে সহজে অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, এ অভিজ্ঞতা এখন তাঁহার জন্মিয়াছে। এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিবার মূলে এক জন বন্ধুর সহায়তা আছে, লেখককে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইতেছে। অনুবাদের পর সেই বন্ধুকে উহা শুনাইলে কোথায় কোথায় অনুবাদ সাধারণের পক্ষে অবুদ্ধ হইতেছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রদর্শনানুসারে সেই সকল অবুদ্ধ স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনুবাদের আরম্ভ হইতে শেষপর্য্যন্ত সেই বন্ধু যদি এ সম্বন্ধে সাহায্য না করিতেন, সাধারণের পক্ষে কোথায় অনুবাদ অবুদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে, লেখক তাহা আপনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না; সুতরাং সাধারণ পাঠকগণের নিকট অনুবাদখানি আর দশখানি অনুবাদিত গ্রন্থের ন্যায় অনেকাংশে অবুদ্ধ থাকিয়া যাইত। এই বন্ধু সংস্কৃত কালেজের ইংরাজী বিভাগের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ,। এ সম্বন্ধে লেখক তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন। মূলভাষ্য লিখিবার সময়ে প্রাচীন ও নবীন যে সকল ব্যক্তির নিকটে তিনি ঋণী হইয়াছেন, মূলভাষ্যের বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহাদের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, এখানে তাঁহাদের নামের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখন লেখকের হৃদ্গত প্রার্থনা এই, যে উদ্দেশ্যে এই অনুবাদ প্রকাশিত হইল, সে উদ্দেশ্য ভগবানের কৃপাতে পূর্ণ হউক। শম্।

৫ই জ্যৈষ্ঠ।
১৮২২ শক।

উদ্ভাসয়িতা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সমন্বয় ভাষ্য।

বঙ্গানুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

যোগযুক্তো হি যেনাসৌ প্রোক্তবান্ যোগমুত্তমম্।
সর্ব্বসমন্বয়করং তং বন্দে হৃদ্যধিষ্ঠিতম্॥

যাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া ইনি সর্ব্বসমন্বয়কর উত্তম যোগ বলিয়াছেন, হৃদয়াধিষ্ঠিত তাঁহাকে বন্দনা করি।

"পিতামহ ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে যিনি যোগে পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সেই, নারায়ণনামা সনাতন দেবদেব, তাঁহারই অংশ বাসুদেব কর্ম্ম শেষ করিয়া [তাঁহাতে] প্রবেশ করিলেন*"—এই প্রমাণানুসারে বসুদেবতনয় যোগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের জন্য ঋষি নারায়ণের ভাবে অবতীর্ণ; "আপনার শ্রীতে পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ করিয়া যোগাচার্য্য স্বস্থান লাভ করিলেন †"—এই বাক্যানুসারে তিনিই যোগাচার্য্য। বসুদেবতনয় যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যোগযুক্ত হইয়া শরণাগত শিষ্য নরঋষিস্থানীয় অর্জ্জুনকে ব্রহ্মপদ জানিবার পক্ষে সুপর্য্যাপ্ত ধর্ম্ম উপদেশ দেন; কিন্তু তিনি সংগ্রামে চিন্তাভিনিবেশবশতঃ উহা ভুলিয়া যান। এই মহান্ অপ্রিয় ব্যাপারে আচার্য্য ব্যথিতহৃদয় হইয়া অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করত এইরূপে দুঃখ প্রকাশ করেন;—"হে পার্থ, সনাতন, মূর্ত্তিমান্, গুহ্য ধর্ম্ম এবং নিত্যকালস্থায়ী লোকসমূহের কথা, আমি তোমাকে শুনাইয়াছিলাম এবং জানাইয়াছিলাম। অবুদ্ধিবশতঃ উহা তুমি গ্রহণ কর নাই, ইটি আমার বড়ই অপ্রিয় হইয়াছে। আজতো আমার সে স্মৃতি আস[illegible] সম্ভবে না? পাণ্ডব, তুমি শ্রদ্ধাহীন ও মন্দবুদ্ধি। [illegible], আরতো সমগ্র বলা যাইতে[illegible] জানিবার পক্ষে সে ধর্ম্ম যে যথেষ্ট ছিল। আর তো তাহা সেরূপ করিয়া সমগ্র বলিতে পারা যাইবে না; কারণ, যোগযুক্ত হইয়া

---

* স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৫ অ, ২৩ শ্লোক। † মৌসল পর্ব্ব ৪ অ, ২৬ শ্লোক।

আমি সেই পরম বেদ বলিয়াছিলাম। সেই ভাবার্থপ্রকাশক পুরাতন ইতিহাস একক্ষণে বলিতেছি *।"

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাযুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়।১।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে সমবেত, আমার এবং পাণ্ডুর তনয়গণ কি করিয়াছিলেন। ১।

"ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে সমবেত,"—ধৃতরাষ্ট্রের এই কথায় গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। আরম্ভে এই সংশয় উপস্থিত,—যুদ্ধক্ষেত্রে যোগোপদেশ অসম্ভব। যদিও বা সম্ভব হয়, যোগোপদেশ দ্বারা ক্রূরকর্ম্মে নিয়োগ, উপদেষ্টার ক্রূরত্বই প্রকাশ করে। যদি এরূপ হয়, তবে প্রকৃতিস্থ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিবে? "লোকাতীত পুরুষগণের বাকই সত্য, আচরণ কখন কখন সত্য হয় †" এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া যদি তাঁহার অনুসরণ করা বিধিসিদ্ধ বলা হয়, তথাপি তাঁহার আচরণে দোষ থাকা বশতঃ তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আচার্য্য বলি কেন? না "আচার গ্রহণ করান" এই প্রমাণে, অথবা "যে গুলি আমাদের ভাল আচরণ সেইগুলি তোমার গ্রহণীয়, যেগুলি ভাল নয়, সেগুলি গ্রহণীয় নয় ‡" এই বেদান্তবচনে, যিনি আচার গ্রহণ করান তাঁহার আচরণ ভাল না হইলে কদাপি উহা ক্ষমা করা যাইতে পারে না। কেন? "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সাধারণ ব্যক্তি তাহাই করিয়া থাকে §" এই যুক্তিতে তাঁহার মহাপরাধভাজন হওয়া অনিবার্য্য, এবং তাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের হানি ও অপরের পক্ষে তাঁহার সদাচরণ অনুসরণের ব্যাঘাত হয়।

এইতো সংশয় উপস্থিত। এ সংশয়মোচনের পন্থা কি? পন্থা শ্রবণ কর,—অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের যে সময় কথা হইতেছিল, সে সময়ে, শস্ত্রপ্রয়োগের উদ্যম হইয়াছিল, সংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই। যদি তাহা না হইবে তাহা হইলে "ধনু তুলিয়া" একথা বলা নিষ্ফল। আনন্দগিরি ঠিকই বলিয়াছেন—"প্রবৃত্ত হইলে, [অর্থাৎ শস্ত্র] প্রয়োগাভিমুখ হইলে ¶।" অর্জ্জুন যখন বাণপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সেনা পরিদর্শন করিতেছিলেন, সে সময়ে প্রতিযোদ্ধা হইতে কোন ভয়ের কারণ ছিল না, সুতরাং যোগোপদেশের অবকাশের অভাব হয় নাই। ক্রূরকর্ম্মে নিয়োগ নিশ্চয় আমরা সমর্থন করিতেছি না, কিন্তু সমরপ্রধানসময়ে যাঁহার জন্ম [illegible] দুষ্টচরিত্র আততায়িগণকে

---

* অনুগীতা পর্ব্ব ১৬ অ, ৯—১৩ শ্লোক।
† ভাগবত ১০ স্ক ৩৩ অ, ৩২ শ্লোক।
‡ তৈত্তরীয় উপনিষৎ ১১ অনু ২।৩।
§ গীতা ৩ অ, ২১ শ্লোক।
¶ গীতা ১ অ, ২০ শ্লোক।

অন্ত উপায়ে নিবারণ করা অসাধ্য ছিল, এজন্য শস্ত্রপাত দ্বারা তাহাদি
ধর্ম্মসঙ্গত ইহা যাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল; এবং এজন্যই যিনি ক্ষত্রিয়ধ
প্রতিপাদন করিয়াছেন; তাঁহার সম্বন্ধে বিচার করিতে আ
অপরিহার্য্য এবং আপনি উপস্থিত হইয়াছে; অধর্ম্ম যাহাদিগ
তাহাদিগকেই হনন করা হইতেছে; যাহাদিগকে হনন
তাহাদিগের মরণ নাই; এই সকল যুক্তিতে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের
কালে চাতুর্য্য ছিল না, প্রত্যুত ধর্ম্মবুদ্ধির অনুমোদিত ছিল
নয়, অনাস্থাজনক নয়?—ঈদৃশ সংশয় দেশকালের প্রভাব চি
হইবে। দেশকালের প্রভাবমধ্যে জনসমাজে জড়ত্ব, পশুত্ব, মান
বিমিশ্রভাবের ক্রমবিকাশ উপলব্ধি করিতে হইবে। "এক উপ
শব্দে [ওঁকারে] সংস্কৃত হইয়া সর্পদেবর্ষি দানব সকলে নানাভ
আচার্য্যের উক্তি প্রকারান্তরে এই ক্রমবিকাশের সত্যত্ব প্রতিপ
সত্যত্ব প্রতিপাদন করে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে প্রদর্শি

সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ। ২।
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব [illegible]
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ। ৪।
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ। ৫।

সঞ্জয় বলিলেন, পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহ রচনা
দেখিয়া সে সময়ে রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের নিক
বলিলেন; "হে আচার্য্য, দেখুন, আপনার ধীমান্ শি
পাণ্ডুপুত্রগণের মহতী সেনায় ব্যূহ রচনা করিয়াছেন
মধ্যে যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনের সমান মহাধনুর্দ্ধর বীর যুযুধ
মহারথ দ্রুপদ [illegible]

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ। ৬।
বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে। ৭।
কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ। ৮।
চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
প্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ। ৯।
তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্। ১০।
চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এবহি। ১১।
হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
বিনোদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্। ১২।

তনয়, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ... যাঁহারা প্রধান ... অবধারণ করুন। আমার সৈন্যের ... করিতেছি তাহা হইতেই আর ... পারিবেন,—আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, সমিতিঞ্জয়, সোমদত্ততনয় ও জয়দ্রথ। অন্যান্য অনেক বীর জীবন দিতে প্রস্তুত, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ, শস্ত্রসম্পন্ন। ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত আমাদের সৈন্য ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত ইঁহাদিগের সৈন্য পর্য্যাপ্ত *। ...রা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্থলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন।" প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ ... সিংহনাদপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে

—সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত। ২১।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে। ২২।
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং যএতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ। ২৩।
—এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্। ২৪।
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনীতি। ২৫।
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি। ২৬।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয় সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ। ২৭।

অবস্থিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে দর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে তখন এই কথা বলিলেন (২—২০)ঃ—

"হে শ্রীকৃষ্ণ, যুদ্ধাভি[illegible] যাঁহারা উপস্থিত, উপস্থিত সময়ে তাঁহাদের মধ্যে [illegible] যুদ্ধ করিতে হইবে? তাঁহাদিগকে এবং [illegible] জন্য... প্রীতিসাধন জন্য যুদ্ধ করিবেন বলিয়া যাঁহারা আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি যত ক্ষণ দেখি, তত ক্ষণ উভয় সেনার মধ্যে আপনি রথ স্থাপন করুন (২১—২৩)।"

সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিলে তিনি উভয় সেনার মধ্যে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, "সমুদায় রাজন্যবর্গ এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মধ্যে [illegible]ই কুরুগণকে দেখ।" যুদ্ধস্থলে উভয়সেনামধ্যে [illegible], আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা ও [illegible] পাইলেন। কুন্তিতনয় উপস্থিত

[illegible]

অর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি। ২৮।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে। ২৯।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব। ৩০

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন রাজ্যং ন সুখানি চ। ৩১।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ। ৩২।

তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ। ৩৩।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোপি মধুসূদন। ৩৪।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন। ৩৫।

[illegible] ধর্ম্মী হইয়া [illegible] এই [illegible] বাদিক [illegible] পুনর্জ্জী [illegible] রাজ্য [illegible] থিয়া আমার গাত্র অবসন্ন, আমার মুখ পরিশুষ্ক, আম[illegible] কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া [illegible]ছে, গাত্রদাহ হইতেছে। আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। হে কেশব, আমি অমঙ্গল লক্ষণ সমুদায় দেখিতেছি। যুদ্ধে স্বজনগণকে বধ করিয়া আমি কোন শ্রেয় দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ, আমি জয়ও আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্যও চাই না, সুখও চাই না। হে গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যে কি হইবে, ভোগে কি হইবে, জীবনেই বা কি হইবে? যাঁহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ সুখ আকাঙ্ক্ষণীয়, তাঁহারা ধন প্রাণ পরিহার করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত। এই সকল আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক, সম্বন্ধী, যদি আমাকে হননও করেন, তথাপি আমি

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব। ৩৬।
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্। ৩৭।
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মা
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন। ৩৮।
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত। ৩৯।
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ। ৪০।
সঙ্করোনরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ। ৪১।
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ। ৪২।

ইহাঁদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। এই পৃথিবীর জন্য কি, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের [illegible] করিয়া [illegible], যুদ্ধা[illegible] [illegible] নিহত [illegible] দেব, কি প্রীতি হইবে! এই সমুদায় আততায়ীকে এবং [illegible] আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে। অতএব সবান্ধব ধার্তরাষ্ট্র সন্তানদিগকে আমাদের বধ করা উচিত নয়। হে মাধব, স্বজনবর্গকে বধ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব? লোভ দ্বারা হতচেতন হইয়া যদ্যপি ইহারা কুলক্ষয় জন্য দোষ ও মিত্রদ্রোহ জন্য পাতক না দেখিতেছে; হে দেব, তাহা হইলে আমরা কেন কুলক্ষয়কৃত দোষ দেখিয়া সে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে শিখিব না? কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে সমুদায় কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইয়া থাকে। হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মে অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ ভ্রষ্টাচার হয়, এবং স্ত্রীগণ ভ্রষ্টাচার হইলে, হে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। এই সঙ্করদোষ, যাহারা কুল নষ্ট করে তাহাদের ও

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম। ৪৩।
অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ। ৪৪।
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ। ৪৫।
সঞ্জয় উবাচ— এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ। ৪৬।

নরকের হেতু। পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লুপ্ত হইয়া ইহাদিগের পিতৃ-গণ পতিত হন। বর্ণসঙ্করকারক কুলঘ্নগণের এই সকল দোষে জাতিধর্ম্ম ও চিরন্তন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। হে দেব, যে সকল ব্যক্তির কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়াছে, তাহাদের নিয়ত নরকে বাস হয়, এই শুনিয়াছি। রাজ্যসুখলোভে স্বজনবর্গবধে উদ্যত হইয়া, অহো কি মহৎ পাপ করিতেই আমরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি! যদি প্রতিকারবিমুখ নিঃশস্ত্র আমায়, শস্ত্রপাণি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যুদ্ধে বধ [illegible] হয় [illegible] ণ হইবে।” ২৮—৪৫।

[illegible] জয় [illegible] লেন, অর্জ্জুন এইরূপ [illegible]

ধনু [illegible] পূর্ব্বক শোকাকুল চিত্তে রথের উপরিভাগে বসিয়া পড়ি[illegible]।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে-ঽর্জ্জুনবিষাদো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় উবাচ—তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ। ১।

শ্রীভগবানুবাচ—কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন। ২।
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। ৩।

অর্জ্জুন উবাচ—কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন। ৪।
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্। ৫।
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ। ৬।

সঞ্জয় বলিলেন কৃপাবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণ আকুলনয়ন এবং [illegible] অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন,—"এই সঙ্কট সময়ে অনার্য্য-জনোচিত, স্বর্গের অনুপযোগী, অকীর্ত্তিকর এই মোহ তোমাতে কোথা হইতে উপস্থিত হইল? হে পার্থ, অপুরুষোচিত ভাবের অধীন হইও না, তোমাতে ইহা শোভা পায় না। হে পাণ্ডব, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিহার করিয়া উত্থান কর।" ১—৩।

অর্জ্জুন বলিলেন "হে দেব, ভীষ্ম ও দ্রোণ আমার পূজার্হ, কিরূপে যুদ্ধে বাণযোগে তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযুদ্ধ করিব! মহানুভাব গুরুজনকে হত্যা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করাও শ্রেয়। গুরুজনকে বধ করিয়া [তাঁহাদের] রুধিরদিগ্ধ অর্থকাম [কেবল] ইহলোকেই ভোগ করা হইয়া থাকে। যদি আমরা জয় করি, অথবা

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ।৭।
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্। ৮।

সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্যইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ। ৯।
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ। ১০।

তাহারা জয় করে, ইহার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয় জানি না। যাহাদিগকে বধ করিয়া জীবিত থাকিতে অভিলাষ হয় না, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সম্মুখে অবস্থিত। আমি সামান্য [illegible] সহ্য করিতে পারি না, এই দোষে আমার স্বভাব বিকৃত [illegible] গিয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে বিমূঢ়চেতা হইয়া আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা শ্রেয় তাহাই নিশ্চিত করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য; আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি [illegible] আমি দেখিতেছি, পৃথিবীতে বৈরিশূন্য [illegible] ইহলোকে [illegible] আমার এই [illegible] রাজ্য অথবা দেবগণের আধিপত্য [illegible] ইন্দ্রিয়নিচয়ের অতিমাত্রসন্তাপক শোকের অপনয়ন হইবে না।” ৪—৮।

সঞ্জয় বলিলেন, অরিমর্দ্দন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই সকল কথা বলিয়া, ‘যুদ্ধ করিব না’ বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। হে ভারত, উভয়সেনার মধ্যে অবস্থিত বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া এই কথা বলিলেন। ৯—১০।

যাউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। “পাণ্ডবসৈন্য দর্শন করিয়া” * এই হইতে “যুদ্ধ করিব না শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন,” † গ্রন্থের এই অংশ অর্জ্জুনের শোকমোহের কারণ প্রদর্শন করিতেছে, এবং [illegible]

* গীতা ১অ, ২ শ্লোক। † গীতা ২অ, ৯ শ্লোক।

দিবার জন্য শ্রীমদ্‌যোগাচার্য্যকে প্রবৃত্ত করিতেছে। 'শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে উপদেশ দিবে না' এ নিষেধ, আচার্য্যের এ যোগোপদেশদানসম্বন্ধে খাটিতেছে না, কারণ "আমি একান্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছি, ধর্ম্ম কি আমি এখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এখন কর্ত্তব্য কি বলুন। আমি আপনার শিষ্য, শরণাপন্ন হইতেছি, আমায় উপদেশ দিন"* এই কথাতে অর্জ্জুনের উপদেশ লাভের আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। পরে যে তিনি বলিয়াছেন, "তবে কেন আমায় দারুণ কার্য্যে নিয়োগ করিতেছ,"† ইহাতে তাঁহার শ্রদ্ধার অল্পতা অনুমান করা উচিত নয়, কারণ সন্দিগ্ধ বিষয়ে প্রশ্ন করা শ্রদ্ধার অল্পতা বা শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করে না। "তুমি স্ববিরোধী কথায় আমার বুদ্ধি যেন বিভ্রান্ত করিতেছ," ‡ এ বাক্যে সন্দেহের কারণ দেখা যাইতেছে। 'যেন বিভ্রান্ত করিতেছ' বলাতে বুদ্ধি বিভ্রান্ত করা যে আচার্য্যের উদ্দেশ্য নয় তাহাও অতি সুস্পষ্ট। কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই অভিপ্রেত, অন্য দুই যোগ (জ্ঞান, ভক্তি) বলা কেবল প্রপন্ন অর্জ্জুনের অযোগ্যত্বপ্রদর্শন এবং আপনার মহিমা প্রকাশের জন্য, যোগত্রয়ের সমন্বয়সাধনজন্য যে নয়, এ কথা পরে বিচারিত হইবে।

শোকাভিভূত অর্জ্জুনের উপস্থিত কর্ত্তব্যবৈমুখ্য নিবারণ জন্য আচার্য্য বলিতেছেন:—

শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ। ১১।

যাহাদিগের জন্য [illegible] নয়, তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, অথচ পণ্ডিতদিগের মত কথা কহিতেছ। যাহারা মরিয়াছে অথবা মরে নাই, তাহাদের কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না।

ভাব—ভীষ্মাদি সকলে স্বধর্ম্মে নিরত এবং অমর, সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে শোক করিবার কারণ নাই, অথচ তুমি তাঁহাদিগের জন্য শোক করিতেছ। ইহাতে তুমি যে তত্ত্বজ্ঞ নও তাহাই প্রকাশ করিতেছ, অথচ পণ্ডিতগণের ন্যায় "পিণ্ড ও উদক ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া পিতৃগণের পতন হইবে" § ইত্যাকার নানা কথা কহিতেছ, প্রত্যুত কিছুই বুঝিতেছ না। যাঁহারা পণ্ডিত, তত্ত্ববিৎ, বিবেকী, তাঁহারা [দৈহিক] মরণ স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য এবং আত্মার মরণ নাই জানিয়া জীবিত বা মৃত কাহারও জন্য শোক করেন না। ১১।

* গীতা ২ অ, ৭ শ্লোক। † গীতা ৩ অ, ১ শ্লোক।
‡ গীতা ৩অ, ২ শ্লোক। § গীতা ১অ, ৪১ শ্লোক।

শোক করিবার কারণ কেন নাই ইহা দেখাইবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন।—

> ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
> নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্।

আমি কখন ছিলাম না তাহা নয়, তুমি ছিলে না তাহা নয়, এই রাজন্যবর্গ ছিলেন না তাহা নয়, ইহার পর সকলে থাকিবেন না তাহাও নয়।

এ স্থলে জগৎ ও জীব মিথ্যা, এ মত স্থান পায় না। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, এবং জগজ্জীবমিথ্যাত্ববাদিগণ পরস্পর বিবাদ করুন, যুক্তিজাল বিস্তারে নিরতিশয় নৈপুণ্য প্রকাশ করুন, আমরা কিন্তু এই গীতা যাঁহার উক্তি, প্রধানতঃ তাঁহার কথা অনুসরণ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষ করিয়াছি, সুতরাং "ব্রহ্ম সত্য, তপ সত্য, প্রজাপতি সত্য, সত্য হইতে ভূতগণের উৎপত্তি, ভূতময় জগৎ সত্য *" তাঁহার এই সুস্পষ্ট জগৎ ও জীবের সতাত্ব স্বীকার অনুমোদন না করিয়া, জগৎ ও জীব অসৎ, এ মত স্থাপন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। যদি বল অন্যান্য শাস্ত্রে অতি প্রযত্নে জগৎ ও জীব অসৎ বা এক চিৎপদার্থ সৎ, এ মত যে [illegible] কি গতি হইবে? যোগ ও ভক্তিতে বস্তুদর্শনের রীতি ভিন্ন, [illegible]। এই গীতা শাস্ত্রে জগৎ ও [illegible]হে জীবগণের ইহলোকে পুনর্জ[illegible] যে দেহগ্রহণ বর্ণিত আছে উহা পরলোকেই। [illegible] উভয়ের স[illegible]নকলসহ, পরলো[illegible] কথা পরে বলিব; এখন উপস্থিত বিষয় বলি। সমুদায় বস্তুর তিরোধান না হইলে ব্রহ্মসত্তা সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়, এ জন্য সে সমুদায়ের তিরোধানার্থ যোগিগণের যত্ন। শাস্ত্র ও যুক্তিবলে সকল পদার্থ নিরবচ্ছিন্ন সৎ বা চিৎ, এরূপ প্রতিপন্ন করা সহজ দেখিয়া তাঁহারা সর্ব্বত্র সেই মত অনুসরণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে প্রথমতঃ বাগ্‌রোধ হয়, বাগ্‌রোধ হইলেও মানসিক ক্রিয়ার নিদর্শন তিরোহিত হয় না, মানসিক ক্রিয়ার তিরোধান হইলেও শরীরের উত্তাপ দ্বারা প্রাণের স্থিতি অনুভূত হয়, আর যখন সে উত্তাপ অনুভূত হয় না, তখন মৃতব্যক্তির আর কিছু রহিল না সত্তা রহিল; সেই সত্তাই আত্মার সত্তা, সুতরাং সেই সত্তা দ্বারা আত্মা অবধারিত হইল। "হে সোম্য, এই পুরুষের প্রয়াণকালে বাক্ মনের সহিত এক হইয়া যায়। মন প্রাণের সহিত, প্রাণ তেজের সহিত, তেজ পরম দেবতার সহিত এক হইয়া যায়। এই যে পরমদেবতা ইনি অতি সূক্ষ্ম বস্তু।

---

* অনুগীতা ৩৬ অ, ৩৪।৩৫ শ্লোক। † ছান্দোগ্য উপ, ৬।৮।৭।৮।

এই সমুদায় সেই সদ্ব্রহ্মমূলক, উহা সত্য, উহা আত্মা †" উপনিষদুক্ত এই রীতি অবলম্বন করিয়া আত্মা ছাড়া অন্য সমুদায় পদার্থকে বিলীন করিবার জন্য যোগিগণ যত্ন করিয়া থাকেন। পরাশর মুক্তকণ্ঠে আশ্রয় করিয়া জ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থের প্রলয় সাধন করিয়াছেন। যথা—"নিজ নিজ কর্ম্মের বৈগুণ্যে যে সকল ব্যক্তি আত্মতত্ত্বজ্ঞান হারাইয়াছে, তাহারা মৃত্তিকা হইতে ঘট, ঘট হইতে কপাল (খাপরা), কপালচূর্ণ হইতে রজ, রজ হইতে (চক্ষুর অদৃশ্য) অণু লক্ষ করিয়া থাকে, বল এখানে প্রকৃত বস্তু কি? অতএব, হে দ্বিজ, কোথাও কখন বিজ্ঞান বিনা বস্তু নাই। নিজ কর্ম্মভেদে যাহাদের বুদ্ধিভেদ হইয়াছে, তাহারা এক বিজ্ঞানকেই বিবিধাকারে গ্রহণ করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, অশোক, অশেষ শোকাদির সহিত সঙ্গবিরহিত, সদা একরূপ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরমেশ বাসুদেবই সেই জ্ঞান বস্তু, তাঁহা ছাড়া আর কিছু নাই। জ্ঞান যেরূপে সৎ আর সকল অসৎ তাহা প্রদর্শন করিয়া সৎ কি, আমি আপনাকে বলিলাম। আর উক্ত ব্যবহারিক [পরিদৃশ্যমান] এই সকল, ভুবনাকারে কি প্রকারে রহিয়াছে, তাহাও আপনাকে বলিয়াছি *।" "হে সৌম্য, এই সকল প্রজা সন্মূলক, সদাশ্রিত, সৎপ্রতিষ্ঠ †", এই চিরন্তন সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া শ্রীমদ্‌যোগাচার্য্য "সমুদায় ভূতময় জগৎ সত্য" বলিয়াছেন; সর্ব্বথা পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিত এ মতের কোন বিরোধ নাই। ভগবানের লীলা দর্শন বিনা ভক্তি পুষ্ট হয় না, এজন্য ভক্তিপথাশ্রয়িগণ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ‡" এই শ্রুতির এই প্রকার অর্থ করেন,—"নামরূপের বিভাগ হওয়াতে এখন এই জগৎ বহুত্বাবস্থ হইয়াছে। সৃষ্টির [illegible] ...ন বিভাগ হয় নাই [illegible] সত্তামাত্র ছিল §।" "দিবাগমে (সৃষ্টিকালে) [illegible] এই উক্তি অনুসারে সৎ হইতে অভিব্যক্ত এই জগৎ ও জীব, সতের লীলাভূমি [illegible] বিভূতি। যোগপ্রলয়ে যে সন্মাত্রে অবস্থান, তাহা "রাত্রের আগমে [প্রলয়ে] সেই অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায় $" এই কথানুসারে সিদ্ধ হয়। অতএব যোগিগণের দৃষ্টি সমুদায়ের মূল আধারশূন্য সন্মাত্রে; ভক্ত ও ভগবদাশ্রিত ভক্তগণের দৃষ্টি অশেষ কল্যাণগুণসম্পন্ন সেই পরমাত্মাতে যিনি সন্মূলক সমুদায় প্রজাতে অন্তর্য্যামী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ১২।

আত্মতত্ত্ব [illegible] করাইবার জন্য প্রথমে দেহদেহীর ভেদ, দেহ নাশেও আত্মার নাশ হয় না আচার্য্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন:—

* বিষ্ণুপুরাণ ২ অং, ১২ অ, ৪০—৪৪ শ্লোক।
† ছান্দোগ্য উপ, ৬।৮।৪।
‡ ছান্দোগ্য উপ, ৬।২।২।
§ বেদান্তভষ্যম্।
[illegible] গীতা ৮অ, ১৮ শ্লোক।
$ গীতা ৮অ, ১৮ শ্লোক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। ১৩।

"কৌমার যৌবন জরা এ সকল [অবস্থা] যেমন দেহীর, দেহের দেহান্তর প্রাপ্তিও তেমনি, সুতরাং ধীর ব্যক্তি তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হয়েন না।"

ভাব,—দেহীর দেহের যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা এই তিন অবস্থা, মৃত্যুর পর দেহ হইতে দেহান্তর আশ্রয়ও সেইরূপ অবস্থাবিশেষমাত্র। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দেহের নাশ বা উৎপত্তিতে কখন মোহপ্রাপ্ত হয়েন না। জন্মিবামাত্র পূর্ব্বসংস্কারজনিত স্তন্যপানাদি প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া প্রাচীনগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, কৌমারাদি অবস্থান্তরপ্রাপ্তিতেও 'সেই এই আত্মা' এই অবিচ্ছিন্নজ্ঞান যেমন থাকে, দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তিতেও সেইরূপ পূর্ব্ব সংস্কার থাকে। এ সিদ্ধান্ত কখন স্থিরতর নহে, কারণ উহা কালে কালে যখন রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে, তখন এখনও উহা রূপান্তরগ্রহণের অধীন। সর্ব্বসমন্বয়কারী শ্রীমদ্‌যোগাচার্য্যের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন জন্য আমরা এ সম্বন্ধে বৈদিক সময় হইতে পৌরাণিক সময় পর্য্যন্ত কিরূপ রূপান্তর হইয়াছে তাহা প্রদর্শন [illegible] করিতেছি।

বৈদিক [illegible]সমূহে জীবগণের ইহলোকে পুনর্জন্ম [illegible] ভোগের জন্য যে দেহগ্রহণ বর্ণিত আছে উহা পরলোকেই। যথা, "পিতৃগণ সহ, অনুষ্ঠানফলসহ, পরব্যোমে (স্বর্গে) মিলিত হও। পাপপরিহারপূর্ব্বক আইস, উজ্জ্বল তনু সহ সংযুক্ত হও *।" "যাঁহারা আমাদিগের পিতার পিতা, যাঁহারা পিতামহ, তাঁহারা সুবিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমাদের সেই পিতৃগণের নিমিত্ত আপনাতে আপনি বিরাজমান অসুনিতী আজ যথাভিলাষ শরীর সকল নির্ম্মাণ করুন†।" এ শরীর গ্রহণ মনুষ্যের মত, যথা অথর্ব্ববেদে,—"তোমার মন যেন এখানে না থাকে, তোমার প্রাণ, তোমার অঙ্গসমূহ, তোমার রস, তোমার কিছুই যেন এখানে না থাকে ‡।" এ সকল তনু অস্থূল ইহা বলা যাইতে পারে না, কেন না শরীরের স্থূলত্বই সর্ব্বত্র বর্ণিত আছে;—"জাতবেদা অগ্নি পিতৃলোকে লইয়া যাইবার সময় তোমাদের যে কোন অঙ্গ ফেলিয়া গিয়াছেন, সেই অঙ্গ তোমাদিগেতে সংযুক্ত করি। হে পিতৃগণ সমুদায় অঙ্গ সহকারে স্বর্গে আমোদ কর §।" পুত্রকলত্র স

---

* ঋগ্বেদ ১০, ১৪ সূ ৮ ঋক্। † অথর্ব্ববেদ ১৮।৩।৫৯।
‡ অথর্ব্ববেদ ১৮।২।২৪। § ,, ১৮।৪।৬৪।

স্বর্গে মিলনও বর্ণিত আছে,—"স্বর্গলোকে আমাদিগকে লইয়া যাও, সেখানে জায়া ও পুত্রগণ সহ বাস করি*।" দস্যুগণ কোন যজ্ঞ যাজনা করে না, তাহারাও মৃত্যুর পর পিতৃগণ সহ বাস করে,—"যে সকল দস্যু জ্ঞাতির বেশ ধারণ করিয়া হুতবস্তু ভোজন করে নাই অথচ পিতৃগণের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ দেহ ধারণ করে, সেই সকল দস্যুকে অগ্নি যজ্ঞস্থান হইতে বিদূরিত করিয়া দিন †" অন্তরিক্ষ, আকাশ ও পৃথিবীতে পিতৃগণ স্থিতি করেন—"যাঁহারা আমাদিগের পিতার পিতা, পিতামহ, যাঁহারা অন্তরিক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, যাঁহারা আকাশে বা পৃথিবীতে বাস করেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি ‡।" যাঁহারা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছেন তাঁহারাই পৃথিবীতে বাস করেন, কারণ অথর্ব্ববেদের আহ্বানমন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—"যাঁহারা ভূমিতে প্রোথিত হইয়াছেন, যাঁহাদিগকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, যাঁহাদিগকে দগ্ধ করা হইয়াছে, যাঁহাদিগকে উত্তোলন করা হইয়াছে, সে সকল পিতৃগণকে, হে অগ্নি, তুমি ভোজনার্থ আনয়ন কর §।" ঋক্ ও অথর্ব্ববেদে ভূমিতে সমাহিত করার কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, যথা, "এই মাতাপৃথিবী অতিবিস্তীর্ণা, অতি সুন্দরাকৃতি, ইঁহার নিকট অগ্রসর হও। ইনি যুবতী নারীর ন্যায় মেষলোমসদৃশ সুকোমল হইবেন, তুমি দক্ষিণা দান করিয়াছ, ইনি নিয়ত অকল্যাণ হইতে তোমাকে রক্ষা করুন। হে পৃথিবী, তুমি উঁচু হইয়া থাক, পীড়া জন্মাইও না। মৃতকে উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও, প্রলোভন দেখাও! মাতা যেমন পুত্রকে [illegible] করেন, তেমনি [illegible] হইয়াছে। সৃষ্টির [illegible] [illegible]র্গ হয় নাই [illegible] ঘর। পৃথিবী উঁচু হইয়া থাকুন, উঁহার উপরে সহস্র [illegible] অবস্থান করুক। তাহারা ঘৃতপূর্ণ গৃহ হউক। ইহার পক্ষে সকলেই আশ্রয়-স্থানস্বরূপ হউক ¶।" কাহারাও কাহারও মতে ভূমির অব্যবহিত উপরিস্থ আকাশ পৃথিবী, অথর্ব্ববেদে || এইরূপই আছে। "পার্থিবে রজসি $" এস্থলে রজঃ শব্দে অন্তরিক্ষ অর্থ গ্রহণ করিলে এ মতের সহিত ঐক্য হয়। একথা বলা যাইতে পারে না যে পৃথিবীর অব্যবহিত অন্তরিক্ষে পিতৃগণ বা দেবগণ বাস করেন না। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে নাচিকেতাগ্নিচয়নকারী ব্যক্তি প্রথম ইষ্টক নিবেশ করিলে পৃথিবীস্থ দেবগণের সঙ্গে সাযুজ্য ও সলোকতা প্রাপ্ত হন, বৈদিক ঋষিগণ কখন এরূপ বর্ণন করিতেন না।—"ইহলোকে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদিগের সহিত [উক্ত অগ্নিচয়নকারী] সাযুজ্য ও সলোকতা প্রাপ্ত হয় ⊙।" "গৃহে আইস" একথা বলাতে

* অথর্ব্ববেদ ১২।২৬ প্রা ১৭।

† অথর্ব্ববেদ ১৮।২।২৮।

‡ " ১৮।২।৪৯।

§ " ১৮।২।৩৪।

¶ ঋগ্‌বেদ ১০ ম। ১৮ সূ, ১০—১২ অথর্ব্ববেদ ১৮।৩।৪৯—৫১ [অথর্ব্ববেদে সামান্য পাঠান্তর আছে।]

|| অথর্ব্ববেদ ১৮।৪।৪৮।

$ ঋগ্‌বেদ ১৯।১৫।২।

● তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১১।১০।

ইহলোকে পুনরাগমন বুঝায় না; পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বানমাত্র বুঝায়। যেমন, "সোমভোজন পিতৃগণ, পিতৃগণের গভীর পথ দিয়া প্রস্থান করুন। প্রজা ও বীরসম্পন্ন হইয়া এক মাসের পর আমাদিগের গৃহে হবি ভোজনের জন্য আগমন করুন *।" শৌনকের মতে শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণ অর্ঘ্যবারিতে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করেন। †

ব্রাহ্মণবিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্ষুধাতৃষ্ণানিপীড়িত দেহীর, অনুষ্ঠান-মাহাত্ম্যে, পরকালে সায়ং প্রাতে, পক্ষে পক্ষে, মাসে মাসে, প্রতি চারি মাসে, প্রতি ছয় মাসে প্রতি বৎসরে, প্রতি শত বর্ষে পানভোজন দ্বারা, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়; কিংবা ইচ্ছা করিলে সে পানভোজন নাও করিতে পারে। যথা—"যজ্ঞপ্রভাব এইরূপ—অগ্নিহোত্রযাজী পরলোকে সায়ং ও প্রাতঃকালে ভোজন করিয়া থাকে, এ যজ্ঞের প্রভাব এই পরিমাণ। দর্শপূর্ণমাসযাজী অর্দ্ধমাসে অর্দ্ধমাসে, চতুর্মাসযাজী প্রতি চারি মাসে, পশুবন্ধযাজী প্রতি ছয় মাসে, সোম-যাজী প্রতি বৎসরে, অগ্নিচয়নকারী ব্যক্তি প্রতি শতবর্ষে ভোজন করে, অথবা ইচ্ছা করিলে ভোজন নাও করিতে পারে। এই যে শতবর্ষ পর্য্যন্ত ভোজন না করা, ইহাই তৎকালব্যাপী অনন্ত অসীম অমরভাব। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জানে তাহার এইরূপ অনন্ত অসীম অমরভাব হইয়া থাকে। যদি ইষিকা (কেশে ঘাস) দ্বারাও তাহার কোন একটি অঙ্গ আহত হয়, উহা অনন্ত অসীম ও অমর হয় ‡।" 'ইচ্ছা করিলে ভোজন [illegible]মতে [illegible] স্থলাতে যজ্ঞ-কারীর পরলোকে অনন্ত অসীম কাল স্থিতি প্রকাশ পাইতেছে। ব্রাহ্মণবিভাগে দুই প্রকার স্বর্গলোক বর্ণিত হইয়াছে—(কতকগুলি) আদিত্য লোকের পশ্চাতে (কতকগুলি) আদিত্যের উপরিভাগে। যেগুলি পশ্চাৎ ভাগে সেগুলি সান্ত ও ক্ষয়িষ্ণু: আর যে গুলি উপরিভাগে সেগুলি অনন্ত, অপার ও অক্ষয়। নাচিকেতাগ্নিচয়নকারী § এবং তদভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সকল লোক জয় করিয়া থাকেন। যথা—"যে সকল লোক আদিত্যের পশ্চাতে, সেই সকল লোকের নাম উরু; আর যে সকল লোক আদিত্যের উপরে সেই সকল লোকের নাম বরীয়ান্। যে ব্যক্তি আদিত্যের পশ্চাদ্ভাগ প্রাপ্ত হন, তিনি সান্ত ও ক্ষয়িষ্ণু লোক জয় করেন; আর যে ব্যক্তি উপরিভাগ প্রাপ্ত হন, তিনি অনন্ত অপার অক্ষয় লোক জয় করেন। যিনি নাচিকেতাগ্নিচয়ন করেন, অথবা যিনি উহা জানেন, তিনি অপার অক্ষয় লোক জয়

---

* অথর্ব্ববেদ ১৮।৪।৬৩।

† আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৪।৭।৩৬।

‡ শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।১।৫।৪।

§ নাচিকেতাগ্নিচয়নকারী—নচিকেতার নামে প্রসিদ্ধ অগ্নির জন্য যিনি বেদী নির্ম্মাণ করেন। নাচিকেতাগ্নিবিষয়ে কঠোপনিষদ্ ১ম বল্লীর ১৯ শ্লোক দেখ।

করেন *। আদিত্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকসকলেতে সূর্য্যালোকের প্রকাশ আছে, সেখানে অহোরাত্র হয়, সুতরাং সে সকলেতে আয়ুঃক্ষয় হয়, উপরিতন লোকসকলেতে সেরূপ হয় না—"যে ব্যক্তি নাচিকেতাগ্নিচয়ন করেন, যিনি উহা জানেন, তিনি যে লোকে বাস করেন তথায় অহোরাত্র নাই †।" যজ্ঞযজনকারী ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে সন্তানসন্ততি, পশু ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইয়া থাকেন, যথা—"স্বর্গলোকে প্রজা পশু ও ব্রহ্মতেজ (যুক্ত হয়) ‡।" দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যস্থ পিতৃযাণ ও দেবযান পথে সমুদায় বিশ্বে ভ্রমণ করা ব্রাহ্মণবিভাগে বর্ণিত রহিয়াছে যথা—"দেবতা ও মর্ত্তগণের দুইটি পথ আমি পিতৃগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। সেই দুই পথে ঐ সমুদায় ভুবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একটি চিহ্ন [দ্যুলোক] ও আর একটি চিহ্ন [ভূলোক], এই দুইয়ের মধ্যে [এ দুই পথ] §।" নক্ষত্র সকল দেবগণের গৃহ—"নক্ষত্র সকল দেবগৃহ ¶।" মৃত ব্যক্তি পরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; যথা, "পরলোকে যজ্ঞকারী জন্মগ্রহণ করে $।" "যেখানে সমুদায় কামনার বিষয় পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সেখানে আরোহণ করে ‖।" এস্থলে কর্ম্মপ্রধান ব্রাহ্মণবিভাগের জ্ঞানভূমিতে প্রবেশ দেখা যাইতেছে। "যাহারা অবিদ্যার সেবা করে তাহারা ঘোরান্ধকারে প্রবেশ করে, তদপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকারে তাহারা প্রবেশ করে যাহারা যাগযজ্ঞাদিতে রত। যাহারা অজ্ঞান অবোধ তাহারা মৃত্যুর পর ঘোরান্ধকারে আবৃত আনন্দবর্জ্জিত লোকে গমন করে ⊙।" এ সকল [illegible] হইয়াছে। [illegible] ভাগ হয় নাই। [illegible] সংহিতাবিভাগে যে অন্ধকারে প্রবেশ করিবার কথা আছে, জ্ঞানভূমিতে তাহারই নিয়োগ হইতেছে। "তাহার জন্য নরক লোক ∴", অথর্ব্ববেদে এই যে উল্লেখ আছে, তাহাই পৌরাণিক সময়ে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়া নরকলোকরূপে গৃহীত হইয়াছে।

যজ্ঞদ্বারা যে স্বর্গলোক বা অন্য লোক প্রাপ্তি হয়, তাহাতে স্থিতির কাল সংহিতা বা ব্রাহ্মণবিভাগে নির্ণীত নাই; ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মণবিভাগে যে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই বৃহদারণ্যক উপনিষদে "যে যে কর্ম্ম করে, সে সেইরূপ হয়." ∠ এই যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বলিয়াছেন "যে ব্যক্তির মন যাহাতে আসক্ত, কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মজনিত সংস্কার সহকারে সে তাহাই আসক্তিবশতঃ প্রাপ্ত হয়, মনই পূর্ব্বকর্ম্ম দেখাইয়া দেয়। সে ব্যক্তি যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান

---

* তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১১।৮।

† তৈ ব্রা ৩।১১।৮।

‡ ,, ,, ১।২।১।

§ ,, ,, ১।৪।৩।

¶ ,, ,, ১।৫।২।৬।

$ শতপথ ব্রা ১১।১।৮।৬।

‖ শতপথ ব্রা ১০।৫।৪।১৬।

⊙ বৃহদারণ্যক ৬।৪।১০।১১।

∴ অথর্ব্ববেদ ১২।৪।৩৬।

∠ ,, ৬।৪।৪।

করে, সেই কর্ম্মফল শেষ হইলে, সে লোক হইতে কর্ম্ম করিবার জন্য পুনরায় এ লোকে আইসে *।” দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তি তিনি এইরূপে দেখাইয়াছেন—“যেমন তৃণজলোকা (ছিনে জোঁক) একটি তৃণের অন্তভাগে গমন করিয়া অন্য আর একটি তৃণ আশ্রয়পূর্ব্বক সেখানে দেহসঙ্কোচ করে, সেইরূপ এই আত্মা এই শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক অচেতনভাব অতিক্রম করিয়া অন্য একটি আশ্রয় অবলম্বন করত সেইখানেই আপনার গতি স্থগিত করে।” “যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ড গ্রহণ করত অন্য নূতনতর শোভনতর গঠন দেয়, সেইরূপ এই আত্মা শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক অচেতনভাব পরিত্যাগ করিয়া পিতৃলোকযোগ্য বা গন্ধর্ব্বলোকযোগ্য বা দেবলোকযোগ্য বা প্রজাপতিলোকযোগ্য বা ব্রহ্মলোকযোগ্য বা অন্যান্য ভূতলোকযোগ্য অন্য নবীনতর কল্যাণতর রূপ গ্রহণ করে †। “যাহারা এ দুই পথ (দেবযান ও পিতৃযাণ মার্গ) জানে না, তাহারা কীট পতঙ্গ ও দংশমশক হয় ‡।” এই বিষয়টি ছান্দোগ্য উপনিষদে রাজা জৈবলি বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছেন:—“যে সকল ব্যক্তি পুণ্যাচরণশীল তাহারা শীঘ্রই ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি, এই সকল রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা পাপাচরণশীল তাহারা শীঘ্রই কুকুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি, এই সকল নীচ যোনি প্রাপ্ত হয় §।” “এই অন্নময় আত্মার সমীপবর্ত্তী হইয়া” এই হইতে আরম্ভ করিয়া “এই আনন্দময় আত্মার সমীপবর্ত্তী হইয়া যথাভিলাষভোজী যথাভিলাষরূপধারী হইয়া এই সকল লোকে বিচরণপূর্ব্বক এই সামগান করিতে থাকে ¶” তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই উক্তি ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক সময়কে আলিঙ্গন করিতেছে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবিভাগে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, বৈদিকগ্রন্থগুলি তাহারই অনুসরণ করিয়াছে। তত্ত্বনির্ণায়ক সূত্রগ্রন্থের সময়ে সত্ত্ব রজ ও তমগুণানুসারে লোকসকলের ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধোবিভাগ, এবং সে সকল লোকেতে জরা মরণাদি জন্য দুঃখ ও পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন নির্ণীত হইয়াছে। মুক্তগণ পরলোকে চিদ্রূপে স্থিতি করেন, বা ইচ্ছানুসারে শরীর গ্রহণ করেন, ইহা সেকালে বিবাদের বিষয় ছিল। “হে দ্বিজোত্তম, মনের যাহা প্রীতিকর তাহাই স্বর্গ, এবং তাহার বিপরীত নরক। পাপ ও পুণ্যই নরক ও স্বর্গনামে আখ্যাত $” বিষ্ণু পুরাণের এই বচন স্বর্গ ও নরকের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করে। বশিষ্ঠ পরাশরাদির পন্থা অনুসরণ করিয়া আধুনিক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারগণ তনু ও রূপাদিকে মনোভাবে পর্য্যবসন্ন করিয়াছেন।

---

* বৃহদারণ্যক ৬।৪।৬।

† বৃহদারণ্যক ৬।৪।৪।

‡ „ ৮।২।১৬।

§ ছান্দোগ্য উপ ৫।৭।১০।

¶ তৈত্তিরীয় উপ ৩।১০ ৫।৬।

$ বিষ্ণুপুরাণ ২ অং ৬ অ ৪২ শ্লোক।

যথা "ভয়ঙ্কর আত্মতনু পরিত্যাগ কর, এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি উহা পরিত্যাগ করিলেন *।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন "মনের ভাব পরিত্যাগই সর্ব্বত্র তনুত্যাগ অভিপ্রেত, (তনু) গ্রহণেও তদ্রূপ-যোগী ভাব গ্রহণ বুঝিতে হইবে।" এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের মীমাংসাকার শ্রীমদ্‌জীব গোস্বামী কৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন, "তনু, রূপ ও কলেবর শব্দে এখানে শ্রীভগবানের ভূভারহরণেচ্ছা এবং দেবাদিপালনেচ্ছালক্ষণ ভাবই উক্ত হইয়াছে।" "দেহহীন সকলেরই মহাদুঃখ হয়। হে বিভো, যাহার দেহ নাই তাহার সকল কর্ম্ম বিলুপ্ত হয়," রামায়ণে অদেহী বশিষ্ঠের এই উক্তিতে যদিও দেহ বিনা কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না দেখা যায়, তথাপি সেই রামায়ণেই অদেহী নিমির চিদ্রূপে স্থিতিপ্রার্থনা এবং সর্ব্বভূতে নিমেষক্রিয়া সাধনজন্য সেই চেতনার কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য দৃষ্ট হয়। যথা "তৎকালে দেবগণ অতীব প্রীত হইয়া নিমির চেতনাকে বলিলেন, হে রাজর্ষি, বর প্রার্থনা কর; কোথায় তোমার চেতনা থাকিবে নিরূপণ কর। দেবগণ এই কথা বলিলে তখন নিমির চেতনা বলিল, হে সুরসত্তমগণ, সর্ব্বভূতের নয়নে আমি বাস করিব। আচ্ছা, তাহাই হউক, এই বলিয়া দেবগণ কহিলেন, তুমি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বভূতের নয়নে বিচরণ করিবে। বায়ুর ন্যায় বিচরণকারী তোমারই নিমিত্ত, হে পৃথিবীপতি, বিশ্রামের জন্য জীবগণ মুহুর্মুহু চক্ষু নিমীলন করিবে †।" "অনন্তর, 'আমি ইহা জানিতেছি' এইরূপ যে জানে সেই আত্মা, এই আত্মার মন দৈবচক্ষু। সেই আত্মা, এই দৈবচক্ষু মনের দ্বারা, ব্রহ্মলোকে যে সকল কামনার বিষয় আছে তাহা দেখিয়া ক্রীড়া করে ‡" এই উপনিষদুক্তি শরীরবিহীন চৈতন্যের কার্য্য করিবার সামর্থ্য প্রকাশ করে।

একই মীমাংসিতব্য বিষয়ে এই যে বিবিধ রূপান্তরতা দেখা যাইতেছে, এই সকল রূপান্তরতা, শ্রীমদ্‌যোগাচার্য্যের উক্তিতে কিরূপ আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই আমরা এখানে আলোচনা করিব। প্রথমতঃ বৈদিক সময় লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন "যাহারা কর্ম্মজনিত সিদ্ধিলাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা দেবতা যাজনা করে, তাহাদিগের শীঘ্র মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি হয় § "বেদবাদিগণ যজ্ঞদ্বারা যজনা করিয়া সোমপান করে এবং পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গগমন প্রার্থনা করে। তাহারা পবিত্র স্বর্গে গমন করিয়া সেখানে দিব্য দেবভোগসকল ভোগ করিয়া থাকে। তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে

---

* ভাগবত ৩স্ক ২০অ ২৮ শ্লোক।

† রামায়ণ উ, কা ৫৭ স ১৩—১৬ শ্লোক।

‡ ছান্দোগ্য উপ ৮।১২।৫।

§ গীতা ৪অ ১২ শ্লোক।

মর্ত্ত্যলোকে প্রবিষ্ট হয় * ।" এস্থলে 'যজ্ঞদ্বারা অক্ষয় গতি হয়,' সংহিতা ও ব্রাহ্মণবিভাগের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন না করিয়া, বেদান্তসিদ্ধ সিদ্ধান্তই আচার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন। "[ইন্দ্রিয়গণের] স্বামী [এই জীব] যে শরীর লাভ করে, অথবা যে শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যায়, এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে সে সেই ভাবে লইয়া যায়, বায়ু যেমন গন্ধযুক্ত পদার্থ হইতে গন্ধসকল লইয়া যায়। চক্ষু শ্রোত্র স্পর্শ রসনা ঘ্রাণ ও মন অধিষ্ঠান করিয়া জীব বিষয় সেবা করে + ।" এই উক্তি, চক্ষুরাদি সঙ্গে লইয়া যাওয়া উল্লিখিত হওয়াতে, বৈদিক সময়োচিত, তবে বিশেষ এই যে বেদে চক্ষুরাদি সূর্য্যাদিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রথমতঃ কেবল জীবের লোকান্তর গমন, তৎপর সেখানে ভোগোপযোগী অবিকল দেহপ্রাপ্তি বর্ণিত আছে।

এই গুলিতে বেদান্ত সমুচিত সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় :—"এই পুরুষ বিদ্যাময়, কর্ম্মময় নহে। যে ব্যক্তি এইরূপে অমৃত, নিত্য, ইন্দ্রিয়গণের অগ্রাহ্য, চির অক্ষয়, আত্মস্বরূপে অবস্থিত এবং অসংশ্লিষ্ট বলিয়া পুরুষকে জানে সে কখন মৃত হয় না ‡ ।" অনুগীতার এই উক্তি কর্ম্মময় পুরুষ হইতে বিদ্যাময় পুরুষের বেদান্তসিদ্ধ ভেদ প্রদর্শন করিতেছে। "দেবোদ্দেশে যাহারা ব্রতাচরণ করে, তাহারা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, যাহারা আমাকে যাজনা করে তাহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকে § ।" এখানে বেদান্তের ...ৎকামনাবশতঃ তত্তল্লোকপ্রাপ্তি উল্লেখ করিয়া থাকে। জ্ঞানিগণ সর্ব্বলোকে বিচরণ করেন, বেদান্তে এইটি বিশেষ ... পাওয়া যায়, উহা অনুগীতায়ও দৃষ্ট হয়, কেন না "লোক সমুদায় আমি দর্শন করিব ¶" আত্মাশ্রয়িব্যক্তিসম্বন্ধে এইরূপ উহাতে উল্লিখিত আছে। "অন্তকালে যে আমাকেই স্মরণপূর্ব্বক কলেবর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সে মৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্তে কলেবর ত্যাগ করে, তত্তাবাপন্ন হইয়া সেই সেই ভাবই সে লাভ করিয়া থাকে $ ।" এস্থলে তত্তদ্ভাবে ভাবাপন্ন ব্যক্তি তত্তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, এ মত বেদান্ত হইতেও পরিস্ফুট। "অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস, ইহাতে যে সকল ব্রহ্মবিৎ প্রয়াণ করেন তাঁহারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস, ইহাতে (গমন করিলে) যোগী চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আইসেন। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইটী জগতের অনাদিসিদ্ধ গতি, ইহার একটী দিয়া গিয়া আর ফিরিয়া আইসে না, আর একটী দিয়া

---

* গীতা ৯ অ, ২০।২১ শ্লোক।
+ গীতা ১৫ অ, ৮।৯ শ্লোক।
‡ অনুগীতা ৫১অ, ৩৩-৩৫ শ্লোক।
§ গীতা ৯অ, ২৫ শ্লোক।
¶ " ১৬ অ ৪০ " ।
$ " ৮ অ ৫।৬ " ।

গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আইসে *।" পরলোকগমনকারীর সম্বন্ধে বেদান্তসিদ্ধ এই দুইটি পথের উল্লেখ করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন, "হে পার্থ, এই দুই পথ জানিয়া কোন যোগী মুগ্ধ হন না, তাই তুমি সকল কালে যোগযুক্ত হও †।" এস্থলে যোগযুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তির মার্গদ্বয়নিরপেক্ষত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, এরূপ নিরপেক্ষত্ব উল্লেখ আচার্য্যের প্রতিভা প্রদর্শন করে। "সেই মহাত্মারা আমায় প্রাপ্ত হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করেন আর দুঃখের আলয় অনিত্য জন্ম গ্রহণ করেন না ‡।" "অব্যক্ত অক্ষর (অবিনাশী) বলিয়া কথিত হয়, সেই অক্ষরকেই পরম গতি বলে। যাহা লাভ করিয়া আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই আমার পরম ধাম §।" "সে স্থানকে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি আলোকিত করে না। যেখানে গিয়া আর পুনরাবৃত্তি হয়, না তাহাকেই আমরা পরম ধাম জানিবে ¶।" এখানে আত্মাশ্রয়িগণের যে অপুনরাবৃত্তি বর্ণিত হইয়াছে উহা বেদান্তসম্মত। ইহা যে নিরাকার আশ্রয় করিবার ফল, অনুগীতায় তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, যথা "তখন কোন সময়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে আমি নিরাকার আশ্রয় করি এবং অতীব দুঃখার্ত্ত হইয়া লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ করি। ইহলোকে অনেক (অবস্থা) অনুভব করিয়া এই পথের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এ অনুষ্ঠানের পর আত্মার প্রসাদে এই সিদ্ধি আমার লাভ হইয়াছে। আর আমি এখানে আসিব না, সর্ব্বথা ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা যত দিন এই সৃষ্টি আছে তত দিন পর্য্যন্ত আমি বিবিধলোক অবলোকন করিব। আমি আত্মার শুভগতি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আর এই [illegible] [illegible] লাভ করিয়াছি। এখন যাহা লাভ করিয়াছি তদপেক্ষা আরও উচ্চতর অব্যক্ত ব্রহ্মপদ লাভ করিব, এই বিষয়ে তোমার যেন কোন সংশয় না থাকে। হে পরন্তপ, আর আমি এ মর্ত্ত্যলোকে আসিব না △।" "ব্রহ্মলোক হইতে যতগুলি লোক আছে, সকলগুলিতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে হয় ∠" এইটী সাংখ্যসিদ্ধান্তসম্মত। সকল ভুবনেই জরা মরণাদিজন্য দুঃখ সমান এবং সকলগুলিই মর্ত্ত্যলোকমধ্যে গণ্য। "ইনিই পরম গতি, ইনিই পরম সম্পদ, ইনিই পরম লোক, ইনিই পরমানন্দ, ⊥" এই উক্তি অনুসারে আত্মা আপনার স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক যদি পরমাত্মাকে আপনার প্রীতির বিষয় না করে, তাহা হইলে বিষয়াভিনিবেশবশতঃ অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ পুনরাবৃত্তি—ক্রমপরিবর্ত্তনশীলতা ∴ পুনঃ পুনঃ সর্ব্বত্র অনুভব করে। নিরাকার পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে তাঁহাতে নিত্য বাস হয়।

* গীতা ৮অ ২৪—২৬ শ্লোক।
† গীতা ৮ অ ২৭ শ্লোক।
‡ " ৮অ ১৫ শ্লোক।
§ " ৮ অ ২১ শ্লোক।
¶ " ১৫অ ৬ শ্লোক।
△ অনুগীতা ১৬ অ ৩৮—৪২ শ্লো।
∠ " ৮অ ১৬ শ্লোক।
⊥ বৃহদারণ্যক উ ৪৩৩২।
∴ বৃহদারণ্যক উ ৮।২।১৬।

"মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর নবীনদেহ প্রাপ্ত হয় *।" "পুণ্যানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের লোকে গমন করিয়া সেখানে বহুবর্ষ বাস করত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে; অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণের গৃহে জন্মে। ইহলোকে ঈদৃশ জন্ম দুর্লভতর। এই জন্মে পূর্ব্বদেহে যে বুদ্ধি ছিল তাহা প্রাপ্ত হয় এবং সিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নশীল হয় এবং পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ অবশভাবে যোগাভ্যাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যোগ জানিবার অভিলাষী হইয়াছে সেও বেদ অতিক্রম করিয়াছে; যে ব্যক্তি যত্নসহকারে ক্রমে যোগাভ্যাস করিতে করিতে পাপ বিমুক্ত হইয়াছে, সে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরমগতি প্রাপ্ত হয় †।" "জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহুজন্মের পর আমায় লাভ করিয়া থাকে ‡।" এস্থলে 'জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া' ইত্যাদি বৈদিক মতের অনুরূপ। যোগিগণের পুণ্যলোকে ভোগপ্রাপ্তি এবং যোগিকুলে জন্ম বেদান্তে যদিও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি ভাবতঃ বেদান্তের সহিত এ মতের একতা আছে। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ যে পুণ্যবান্‌দিগের লোকে গমন করে, সেই পুণ্যবান্‌দিগের লোক কি, স্বভাবতঃ জানিতে অভিলাষ হয়, এই অভিলাষনিবৃত্তির জন্য অনুগীতার উক্তি এখানে উদ্ধৃত হইতেছে;—"জীবগণ উর্দ্ধে গমন করিয়া যে সকল স্থানে অবস্থান করে, সে সকল বলিতেছি, আমার নিকটে তাহার তত্ত্ব জ্ঞাত হও। উহা শ্রবণ করিয়া নৈষ্ঠিক বুদ্ধি কি, কর্ম্মফল কি, বুঝিতে পারিবে। যে তারাসমূহ (আমরা ঈদৃশ [illegible]), যাহাতে (অনুস্যূত থাকিয়া) স্বদীপ্তিতে সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবীতে প্রকাশ পায়, সেই তারাসমূহকেই পুণ্যকর্ম্মা লোকদিগের স্থান জানিও ‖।" এ উক্তি ব্রাহ্মণবিভাগের অনুরূপ। "ভচক্র (নক্ষত্রমণ্ডল) সৃজন করিয়া" সিদ্ধান্তশিরোমণির এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে, "অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট নক্ষত্র, ইহাদিগের সমষ্টিই চক্র।" সুতরাং তারকাবলির অসংখ্যত্ববশতঃ মৃতগণের গম্য স্থানও অসংখ্য।

"গুণসমূহের প্রতি আসক্তি, ইহার (জীবের) সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ ¶।" "সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে, উত্তম বিষয় যাঁহারা জানেন তাঁহাদের অমললোক দেহী প্রাপ্ত হয়; রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত লোকদিগের মধ্যে, তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে মূঢ় যোনিতে দেহীর জন্ম হয় §।"

---

* গীতা ২অ ২২ শ্লোক।

† গীতা ৬অ ৪১—৪৫ শ্লোক।

‡ ,, ৭অ ১৯ শ্লোক।

‖ অনুগীতা ১৭অ ৩৮—৪০।

¶ ,, ১৩অ ২১ শ্লোক।

§ গীতা ১৪অ ১৪।১৫ শ্লোক।

"সত্ত্বগুণস্থ লোকেরা ঊর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণসম্পন্ন লোকেরা মধ্যম লোকে স্থিতি করে, নিকৃষ্ট তমোগুণাপন্ন লোকেরা অধোলোকে গমন করে *।" এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বেদে বা বেদান্তে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সাংখ্যসূত্রে যদিও এরূপ ঊর্দ্ধাধোগতি স্পষ্ট কোথাও নিবদ্ধ হয় নাই, তথাপি আচার্য্যের এই নূতন উদ্ভাবনা ভাবতঃ সাংখ্যেরই অনুসরণ করিয়াছে। এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে :—কোথাও কেবল সত্ত্ব, কেবল রজ বা কেবল তম সম্ভবে না; সর্ব্বত্র উহাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকে। এ জন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন, "সত্ত্ব, রজ ও তম ইহাদিগকে গুণ বলিয়া থাকে। এই তিন গুণ ও পঞ্চধাতু পরস্পর মিলিত, পরস্পরানুজীবী, পরস্পরাশ্রিত, পরস্পরের অনুবর্ত্তী, পরস্পরে অভিন্নভাবে যুক্ত †।" এই কারণেই অন্যান্যগুণ সংমিশ্রিত আছে বলিয়াই, গীতায় সত্ত্বগুণ 'প্রবৃদ্ধ হইলে' এইরূপ বলা হইয়াছে। 'প্রবৃদ্ধ' এই বিশেষণ রজ ও তম এ উভয়ের সঙ্গে যোগ করিতে হইবে। গুণ সকলের বিমিশ্রণ যখন অপরিহার্য্য, তখন পরকালে জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও অজ্ঞানতা, এই তিন আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধ মধ্য ও অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। এই তিন গতি উপলক্ষ করিয়াই অনুগীতায় কথিত হইয়াছে "সেখানেও বিশেষ আছে—দ্যুলোকে নীচ উচ্চ ও মধ্যম আছে ‡।" ঋগ্‌বেদে এই রূপই দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদায় লোক অন্তর্ভূত করিয়া 'দ্যাবা পৃথিবী' এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহাতে দিব্ শব্দ পৃথিবীশব্দের প্রতিযোগী, সুতরাং এস্থলে দ্যুলোক শব্দে সাধারণতঃ প্রবলোক ভূর্দ্ধার্থ। দ্যুলোকে কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণের থাকিবার স্থান নাই ইহা বলা যাইতে পারে না, কেন না সেখানে উক্ত হইয়াছে, "হে কৌন্তেয়, ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিগণের দ্বারা দেবলোক পূর্ণ ¶।" রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বাস সেখানে সম্ভব হইল বটে, কিন্তু তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সেখানে বাস কদাপি সম্ভবে না। যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে 'নীচ উচ্চ মধ্যম' এ বিশেষণ অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ "এই (জ্ঞানপথ) মর্ত্ত্যরূপ (শরীরধারণ) নিবৃত্ত করে, এজন্য দেবগণের অভিলষিত নহে §"—এরূপ উক্তি দেখাইয়া দেয় যে, দ্যুলোকস্থ ব্যক্তিগণেরও অজ্ঞানতা আছে। এই অজ্ঞানতা ঘনীভূত হইয়া দ্যুলোকেও নীচ তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রবেশ সম্ভব করিয়া দেয়।

"দৈবী সম্পদ অভিমুখে যাহার জন্ম হইয়াছে তাহার তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানিতা হইয়া থাকে। আসুরী সম্পদ অভিমুখে যাহার জন্ম হইয়াছে,

---

* গীতা ১৪অ ১৮ শ্লোক।

† অনুগীতা ৩৪অ ৪।৫ শ্লোক।

‡ অনুগীতা ১৭অ ৪১ „।

¶ „ ১৯ অ ৫৯ „।

§ অনুগীতা ১৯অ ৫৯ শ্লোক।

তাহার দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞানতা হইয়া থাকে। দৈবী সম্পদ মোক্ষ, এবং আসুরী সম্পদ বন্ধনের জন্য হয় *।" একথাগুলি আচার্য্যের প্রতিভা প্রকাশ করে। "এই সকল দ্বেষপরায়ণ ক্রূর অশুভমতি নরাধমদিগকে আমি সংসারে পুনঃ পুনঃ আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। আসুরী যোনি লাভ করিয়া জন্মে জন্মে আমাকে না পাইয়া ইহারা তদপেক্ষা অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে †।" এস্থলে যাহা কথিত হইয়াছে, বেদান্তে যদিও উহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না; তথাপি যখন কর্ম্মানুযায়ী নীচ যোনি প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে বিমুক্ত হইবার উপায় বেদান্তে বলা হয় নাই, ইহাতেও বলা হয় নাই, তখন ভাবতঃ এ উভয়ের ঐক্য আছে। অনু-গীতাতে কিন্তু মোক্ষোপায় কথিত হইয়াছে:—"সেই তমোগুণাপন্ন লোকদিগের উৎকর্ষ ও উন্নতি এবং তাহারা পুণ্যকর্ম্মী হইয়া যেরূপে পুণ্যলোক লাভ করিয়া থাকে অতঃপর তাহা বলিতেছি। কর্ম্ম হইতে যাহাদিগের পরিপুষ্টি হইয়াছে তাহারা কর্ম্মের বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া যত্ন করিতে করিতে সংস্কারবলে শুভাকাঙ্ক্ষী, স্বকর্ম্মনিরত, ব্রহ্মবিদ্‌গণের সঙ্গে উর্দ্ধে একলোকবাসী হয়। তাহারা দেবগণের স্বর্গে গমন করে এইরূপ বৈদিক শ্রুতিপ্রসিদ্ধ আছে ‡।"

এই সকল কথার সারসংগ্রহ এই। মৃতগণ পরকালেই দেহান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে ইহাই বৈদিকগণের মত। 'সে লোক হইতে কর্ম্ম করিবার জন্য এলোক আইসে'—ইহাই বেদান্তিগণের মত। বৈদিক ও বেদান্তিগণের মতের একতাসাধন করিতে যদি আমাদের কৌতূহল থাকিত, তাহা হইলে আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা করিতাম:—'সে', 'এ', এ দুই শব্দ একলোক ছাড়িয়া অপর লোকে প্রবেশ দেখাইতেছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত (১৯ পৃষ্ঠা দেখ) তৃণ জলৌকা প্রভৃতির দৃষ্টান্তমূলক শ্রুতিতে ইহাই প্রকাশ পায়। যদি এক লোক ছাড়িয়া অপর লোকে প্রবেশই বুঝায়, তাহা হইলে সেই শ্রুতিতে মনুষ্য ও পশুযোনিতে প্রবেশ যে উল্লিখিত আছে, তাহা পরকালে কিরূপে সিদ্ধ হয়। অপিচ "তাহারা পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয় §" ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভবে? হাঁ, সম্ভবে; কেন না ব্রাহ্মণবিভাগে "আমাদের দ্বিপদগণের কল্যাণ হউক, আমাদের চতুষ্পদগণের কল্যাণ হউক ¶" এই ঋকের প্রয়োগকালে সকল লোকেতেই দ্বিপদ ও চতুষ্পদের নিবাস উক্ত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে "পার্থিব ও দিব্য পশু সকল $" এই কথা থাকাতে, স্বর্গেও পশু আছে ইহা প্রকাশ পাইতেছে। "স্বর্গলোকে প্রজা পশু ও ব্রহ্মতেজ (যুক্ত) হয়," এ কথায় স্বর্গে পশুর স্থিতি সুস্পষ্ট বুঝায়। "পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়," ইহার অব্যবহিত পরেই

* গীতা ১৬অ ৪ শ্লো। † গীতা ১৬অ ১৯ শ্লো। ‡ অনুগীতা ৩৬ অ ২৬।২৭।২৮ শ্লো।
§ বৃহদারণ্যক ৮।২।১৬ শ্লো। ¶ ঋগ্‌বেদ ৬ম, ৭৪ সূ ১ ঋক্। $ অথর্ব্ববেদ ১২ ৩।৮।

কথিত হইয়াছে, "তাহারা লোকসকলের দিকে উত্থান করে *।" লোক সকল যখন অসংখ্য তখন "পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া" বলা কেবল ক্রমপরিবর্ত্তন বা লোক লোকান্তরে চক্রাকারে ভ্রমণ প্রদর্শন জন্য। লোকে অনুধাবন না করিয়া বলিয়া থাকে সপ্তলোকের অতিরিক্ত আর লোক নাই। একথা ঠিক নহে; কেন না সূর্য্য ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধ দিকে উঠিয়া না যায় এবং অধোদিকে পতিত না হয়, এজন্য ঊর্দ্ধে তিনটি ও অধোতে তিনটি লোক স্তম্ভসদৃশ স্থাপিত হইয়াছে †, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই কথাতে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, সূর্য্যের ঊর্দ্ধে ও অধোতে অসীম আকাশ বিস্তৃত। পরিদৃশ্যমান এই সূর্য্য নক্ষত্রমণ্ডলস্থ অসংখ্য সূর্য্যের মধ্যে একটি সূর্য্যমাত্র, সুতরাং লোকসকলের সংখ্যা অসংখ্য ইহা মানিতে হইবে। এই জন্যই কথিত হইয়াছে, "এইরূপে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ‡।" একথা বলা যাইতে পারে না যে, দেবযানমার্গ বিনা পিতৃযাণমার্গে সমুদায় বিশ্ব ভ্রমণ হয় না। "এই দুইপথে সমুদায় বিশ্ব যায়§" এই কথা বলাতে দুই পথেই সমুদায় বিশ্ব ভ্রমণ সিদ্ধ পাইতেছে। আবৃত্তি, পুনরাবৃত্তি, অনুপরিবৃত্তি, এসকল শব্দে পুনঃ পুনঃ ঊর্দ্ধ মধ্য ও অধোতে গতি বুঝায়। লোকসমূহ অসংখ্য। এই সকল লোক-মধ্যে জ্যোতিঃশব্দে জ্যোতিষ্মান্ লোক, চান্দ্রমসজ্যোতিঃশব্দে অপরের জ্যোতিঃসাপেক্ষ লোক বুঝিতে হইবে। "পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া," এইস্থলে পৃথিবীশব্দে সেই সকল লোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে সকল লোক পৃথিবী তুল্য সূর্য্যজ্যোঃতিসাপেক্ষ। এরূপ মনে করিবার চারিটি কারণ দেখা যায়:—(১) "দিব্য ও পার্থিব যে সকল লোক আছে, সে সক[illegible] স্বর্লোক [illegible] প্রাপ্ত হয় ¶" অথ[illegible] ব্যক্তিগণের ও পার্থিব ভেদে লোকসকলের বিভাগ দৃষ্ট হয়; (২) 'একটি চিহ্ন [দ্যুলোক] আর একটি চিহ্ন [ভূলোক] এ দুইয়ের মধ্যে এই দুই পথ,' এ স্থলে জ্যোতিষ্মান্ ও অজ্যোতিষ্মান্ লোক দেখাইবার জন্য চিহ্নবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; (৩) "কতকগুলি সূর্য্যের পশ্চাতে" "কতকগুলি সূর্য্যের উপরিভাগে," এইরূপে লোক সকলের প্রভেদ করা হইয়াছে; (৪) অহোরাত্র-যুক্ত ও অহোরাত্রবিহীন লোক সকল এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে—"রথোপরি বর্ত্তমান ব্যক্তি যেমন উভয় চক্র ঘুরিতে দেখিতে পায়, সেইরূপ (সূর্য্যের উপরিভাগে বর্ত্তমান) সেই ব্যক্তি অহোরাত্র দেখিতে পায়। ইহার লোকে অহোরাত্র নাই $।" "যাহারা এ দুই পথ জানে না তাহারা কীট, পতঙ্গ, দংশমশক হয়" এ কথায় প্রকাশ পাইতেছে যে, দেবযান ও পিতৃযাণমার্গানভিজ্ঞ কীট পতঙ্গাদির ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়; "ক্ষুদ্রকর্ম্মা জন্তুদিগের ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়" স্বামী যে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এই প্রমাণানুসারে সিদ্ধ

---

* বৃহদারণ্যক ৮।২।১৬। † ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪।৩।৪। ‡ বৃহদারণ্যক ৮।২।১৬।
§ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৩।৯। বৃহদারণ্যক ৮।২।২। ঋগ্বেদ ১০ম ৮৮ সূ ১৫ ঋক্।
¶ অথর্ব্ববেদ ৯।২০প্র।১৪। $ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।৩।১১।৮।

হইতেছে। আমাদের এই ব্যাখ্যা সুদৃঢ় করিবার জন্য আমরা আচার্য্যের এই কথাগুলি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতাম, "কোথাও অত্যন্ত সুখ নাই, কোথাও চিরকাল স্থিতি হয় না, দুঃখলব্ধ মহৎ স্থান হইতে পুনঃ পুনঃ পতন হইয়া থাকে *।" কেবল এই পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিতাম না, আমরা এ যুক্তিও প্রদর্শন করিতাম যে আচার্য্য যেখানেই 'ইহ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানেই মরণশীল আব্রহ্মভুবন-ব্যাপী মর্ত্ত্যলোক বুঝিতে হইবে, এই তাঁহার অভিপ্রায়। এই ভাবেই তিনি বলিয়াছেন, "হে পরন্তপ, আর আমি এ মর্ত্ত্যলোকে আসিব না।" "তাহারা স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে বিশাল মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে" এখানকার "বিশাল" এই বিশেষণ মর্ত্ত্যলোক যে অতি বিস্তৃত তাহাই প্রকাশ করিতেছে, এবং এই জন্যই ব্রাহ্মণবিভাগে দেবযান ও পিতৃযাণ, এই উভয় পথে মর্ত্ত্যগণের সমুদায় জগৎ ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। "অশুভগতিসমূহ" এই হইতে আরম্ভ করিয়া "নরকে পতন এবং যমালয়ে বিবিধ যাতনা (প্রাপ্ত হইয়াছি) †;" অনুগীতার এই অংশের সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তের যে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে, তাহার নিরসন আমরা এই বলিয়া করিতাম যে, এ উক্তি বক্তার মনোভাবপরিবর্ত্তনসম্ভূত। "এ মনই পূর্ব্বকর্ম্ম দেখাইয়া দেয়," এই বিশ্বাসবশতঃ অনুগীতায় ঐ কথাগুলি যিনি বলিয়াছেন, তাঁহার নিকটে সেগুলি যে সত্যবৎ প্রতীত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? ফলতঃ যোগিগণ মনের ভাব দেখিয়া পূর্ব্ব জন্ম স্থির করেন এবং তাহাই 'জাতিস্মরণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যাকার[illegible] যদিও আমরা ঈদৃশ ব্যা[illegible]কৌশল অবলম্বন করিতে পারিতাম, এবং দেশকালে আবদ্ধ নয় ঈদৃশ সত্যদৃষ্টিতে যদিও এ কথা মূলতঃ ঠিক হইত, তথাপি তত্তৎকালের লোকেরা, আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিতে যত্ন করিলাম, তাহাই যে ঠিক বিশ্বাস করিতেন, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। সুতরাং যদিও ঐরূপ ব্যাখ্যা হইতে আমরা নিবৃত্ত হইলাম বটে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আচার্য্য প্রাচীনগণের পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক মৃতগণের নক্ষত্রমণ্ডলে প্রয়াণবশতঃ যদিও চক্রভ্রমিবৎ পরিবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তিনি যখন গুণানুসারে ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধোগতি; সত্বাদি গুণত্রয়ের বিমিশ্রভাব; এবং পরকালে মৃতব্যক্তিগণের নীচোচ্চমধ্যমাবস্থায় স্থিতি নির্ণয় করিয়াছেন, তখনই তিনি সেই ভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, যে ভূমিতে বেদ ও বেদান্তের ভিন্ন মতের একতাসম্পাদন হয়; কেন না আব্রহ্মভুবনব্যাপী সকল লোকেতেই পরিবর্ত্তন আছে; সেই সকল লোকে গমন করিয়া মৃতগণের পুনঃ পুনঃ নীচোচ্চমধ্যমাবস্থা লাভ হইয়া থাকে; এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোকে নীচোচ্চমধ্যমাবস্থা প্রাপ্তির নামই আবৃত্তি। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই," অনে

---

* অনুগীতা। ১৬অ ৩ শ্লো।

† অনুগীতা ১৬অ ৩১—৩৬ শ্লো।

এরূপ না জানিয়া অপরের নিকট শুনিয়া উপাসনা করে। যাহা শুনে তৎপ্রতি ঐকান্তিকতা বশতঃ তাহারাও মৃত্যু অতিক্রম করে *।" "যাহারা নিকৃষ্ট জাতি, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে † ।" এই নবীন মতের অবতারণা দ্বারা আচার্য্য আবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া পরলোকে স্থিতি সিদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেই পরকালে নীচ, উচ্চ ও মধ্যমাবস্থা স্বীকার করাতে বেদান্তের সহিত উঁহার একতাও হইতেছে।

আচ্ছা, এখন তিনি দেহ হইতে দেহান্তরগ্রহণবিষয়ে কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কথা অনুসরণ করিয়া বিচার করা যাউক। আদিতে আত্মার শরীরগ্রহণ কে ঘটাইল? অনুগীতায় এই প্রশ্ন উদ্ভাবন করিয়া তিনি তাহার উত্তর দিয়াছেন "সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যকে আত্মার শরীর করিয়া সমুদায় স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করিলেন ‡।" এ সিদ্ধান্ত শ্রুতি বিরুদ্ধ নয়, কেন না শ্রুতিতে 'অম্ভঃ মরিচি" এই হইতে আরম্ভ করিয়া "তিনি সেই জল হইতে পুরুষকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে শরীরধারী করিলেন § ; "[পুরুষ] পৃথিবীময় জলময়, বায়ুময়, আকাশময় ও তেজোময় ¶ ;" ইত্যাদি বাক্যে জগদ্রূপ উপাদানে আত্মার শরীর গঠিত হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। "জানিও, এ অপেক্ষা আর একটি আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, সেটি জীব প্রকৃতি। এই জীব প্রকৃতির দ্বারা সমুদায় জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে ||;" "এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, এই শরীরকে যে জানে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকে .... পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়, মন, [illegible], সে সক[illegible] হয় ¶" [illegible] ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ [শব্দাদিবিষয়], ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা, [illegible], সংক্ষেপে এই সবিকার ক্ষেত্র কথিত হইল $;" "........... পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিসম্ভূত গুণনিচয় ভোগ করিয়া থাকে ∴ ;" "এই জীবাত্মাকে লইয়া প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপ প্রকাশ করি ⊙ ;" এই সকল বাক্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, জীবাত্মার প্রবেশ দ্বারা জগৎ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এবং জীবের ভোগের জন্য জগতের স্থিতি; সুতরাং বলিতে হইবে, ভোগায়তন এই জগৎ জীবের শরীর। পরমাত্মা কর্ত্তৃক জগৎ পরিচালিত হয়, এ জন্য বৃহদারণ্যকে অন্তর্য্যামী শ্রুতিতে জগৎকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, জীব জগৎকে ভোগ করে এ জন্য জগৎ জীবের শরীর, এ পার্থক্য সামান্য নহে। এই পার্থক্য আছে বলিয়া এবং জীবও পরমাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় বলিয়া, জীব পরমাত্মার শরীররূপে বর্ণিত হইয়াছে। জীবের ভোগের আলয় জন্য জগৎ জীবের শরীর স্বীকার করা গেল,

* গীতা ১৩ অ ২৫ শ্লো। † গীতা ৯ অ ৩২ শ্লো। ‡ অনুগীতা ১৮ অ ২৫ শ্লো।

§ ঐতরেয় উপনিষৎ ১।৩। ¶ বৃহৎ আরণ্যক ৬।৪।৬ || গীতা ৭ অ ৫ শ্লোক।

$ গীতা ১৩ অ, ১।৫।৬ শ্লো। ∴ গীতা ১৩ অ ২১ শ্লো। ⊙ ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।৩।২।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কিন্তু পরকালে সেই জগদ্রূপ শরীর দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। মন ও তৎসহকারী ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় বলিলে, আবার জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে, আত্মা সে সকল কোথা হইতে গ্রহণ করে? "প্রকৃতিতে বিলীন ভাবে অবস্থিত পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনকে জীব আকর্ষণ করিয়া থাকে *।" প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবশতঃ জীবের চক্ষুরাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে যে সকল নদী প্রভৃতি বালুকার নিম্ন দিয়া বহিয়া যায়, তন্মধ্যে যে সকল মৎস্যাদি বিচরণ করে তাহারাও চক্ষুষ্মান্ হইত। পরলোকে ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃতিতে বিলিনভাবে অবস্থান করে, জীব সেই প্রকৃতি হইতে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লয়, আচার্য্যের এই অভিপ্রায়। "গুণান্বিত (ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত) জীব শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, অথবা তাহাতে স্থিতি করিতেছে, অথবা ভোগ করিতেছে, মূঢ়েরা তাহাকে দেখিতে পায় না, জ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিগণ তাহাকে দেখিয়া থাকেন †;" এই কথা বলিয়া সর্ব্বাবস্থায় আত্মার ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বন্ধ আচার্য্য দেখাইয়াছেন। 'গুণান্বিত' এই বিশেষণে প্রকাশ পাইতেছে, চৈতন্যগুণান্বিত আত্মাতে ইন্দ্রিয়গণ সামর্থ্যাকারে (in the form of possibilities) অবস্থিতি করে। "দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না ‡।" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মাতে ইন্দ্রিয়গণ যে সামর্থ্যাকারে অবস্থান করে, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। সেই দর্শনস্পর্শনাদি সামর্থ্য থাকে বলিয়াই আত্মা উহাদিগকে প্রকৃতি হইতে আকর্ষণ করিয়া [illegible] যেমন গন্ধযুক্ত পদার্থ হইতে গন্ধ সকল লইয়া যায়," সেইরূপ আত্মা দেহ হইতে যাইবার সময় মন ও ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া যায়, এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিতেছে, পূর্ব্বতন দেহে সূক্ষ্মতম উপাদান গৃহীত হইয়া থাকে। "আত্মা মনের দ্বারা এই সমুদায় কামনার বিষয় দর্শন করিয়া ক্রীড়া করে।" "আত্মা একধা হয়, ত্রিধা হয়, পঞ্চধা হয়, সপ্তধা হয় §" এই দুই মতের আচার্য্য এইরূপে সমাধান করিয়াছেন। জীবের দর্শন স্পর্শনাদি সামর্থ্য ও প্রকৃতির সহিত জীবের সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া এখানে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, উহা অতি সমীচীন, কেন না অন্তর্নিহিত সামর্থ্য এবং বহিস্থ তদুপযোগী উপাদান, এ দুইয়ের পরস্পর ক্রিয়া হইতে সমুদায় ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। "সেই দেহপিণ্ডকে উত্তাপিত করিলেন, ¶" এই শ্রুতি অনুসারে ঐ শরীরোৎপাদনক্রিয়া যে পরমাত্মার প্রেরণায় সাধিত হয়, তাহাও প্রকাশ পাইতেছে।

---

* গীতা ১৫ অ ৭ শ্লোক।

† গীতা ১৫ অ ১০ শ্লোক।

‡ বৃহদারণ্যক ৪।৩।২৩।

§ ছান্দোগ্য উপ ৭।২৬।২।

¶ "ঈশ্বর দেখিলেন; এই সকল লোক (সৃষ্ট হইল) এখন লোকপাল সৃজন করি। এই বলিয়া তিনি জল হইতে পুরুষকে উদ্ধৃত করিয়া দেহপিণ্ড উৎপাদন করিলেন। সেই দেহ পিণ্ডকে

পরমাত্মাকে লাভ করিয়া জীব জগদ্রূপ দেহের সহিত সম্বন্ধ পরিহার করে কি না? এ সম্বন্ধে অনুগীতায় কথিত হইয়াছে, "আত্মাকে সম্যক্ প্রকারে যোগযুক্ত করিয়া তিনি অবস্থান করেন। জরা দুঃখ ও সুখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তিনি নিদ্রা যান। এই মানুষী তনু পরিত্যাগ করিয়া তিনি যথেচ্ছ নানা দেহ লাভ করেন। সেই সেই দেহে যে ভোগ হয় তাহাতে নির্ব্বেদের কোন প্রয়োজন নাই *।" যদি এইরূপ হইল তবে অনাবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ দেহধারণ না করিয়া) সিদ্ধি হয় কি প্রকারে? "আত্মাকে আত্মাতে সম্যক্ প্রকারে সংযুক্ত করিয়া যখন তিনি (যথার্থ তত্ত্ব) দর্শন করেন, তখন সাক্ষাৎ ইন্দ্রের (ইন্দ্রত্বের) সম্বন্ধেও স্পৃহা থাকে না †।" এইরূপে স্পৃহাশূন্য হইলে, "যোগযুক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবগণেরও দেবত্বের কারণ হইয়া থাকেন, অনিত্য দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি নিত্য ব্রহ্মকে লাভ করেন ‡।" এই কথাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, জগদ্রূপ দেহ অনিত্য, কেন না নিয়ত তাহাতে ভাব পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই অনিত্য দেহের প্রতি অভিনিবেশত্যাগই—দেহত্যাগ; নিত্য ব্রহ্মকে লাভ করিয়া যোগী ব্যক্তি তাঁহাতেই নিশ্চলভাবে স্থিতি করেন। আচার্য্য এই বিষয়টি এখানে অন্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন;—"জীব আপনাকে শরীর হইতে নিক্রান্ত দেখে। দেহে অহংভাবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মকে ধারণ করিয়া সে যেন হাসিতে হাসিতে সেই অহংভাবকে অবলোকন করে এবং সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আমাতে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় §।" এখানে ব্রহ্মেতে অভিনিবেশ এবং শরীর প্রাপ্তি [illegible] পাওয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় আত্মার [illegible]কতেও তাহাতে অনভিনিবে[illegible] অন্য বিষয়ে অভিনিবেশ না থাকাতে চৈতন্যমাত্রে আত্মার স্থিতি হয়। "ত্রৈলোক্যকে আত্মার শরীর করিলেন," একথা অখণ্ড জীবতত্ত্বসম্বন্ধে বলা হইয়াছে। প্রতিজীবের দেহ, তাহার ভাবোপযোগী জগৎখণ্ড হইতে হইয়া থাকে, ইহাই বাস্তবিক তত্ত্ব।

প্রকৃতিসমুৎপন্ন জগৎ হইতে আত্মার যেন শরীর হইল, আত্মা স্বয়ং কি লক্ষণাক্রান্ত? "ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। নিত্যকালই ইহা একরূপই থাকে; স্থিরস্বভাব, অবিনাশী, সর্ব্বগত, চক্ষুরাদির অগোচর, অচিন্ত্য, কোনরূপে বিকারগ্রস্ত হয় না, ¶" আত্মার এ লক্ষণের ভিতরে উহার কর্ত্তৃত্বশক্তি নিবিষ্ট হয় নাই। সমুদায় গীতাশাস্ত্রে প্রকৃতি ও সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; আত্মার কেবল ভোক্তৃত্বের উল্লেখ আছে। বাস্তবিক তত্ত্ব কি, জানিবার ইচ্ছা হইলে এই বলিতে হয়, "শরীরী কখন জন্মেও না, একবার হইয়া

(তিনি) উত্তাপিত করিলেন, উত্তাপিত হইয়া ডিম যেমন ফোটে তেমনই উহার মুখ ফুটিল।" ঐতরেয় উপনিষৎ ১।৪।

* অনুগীতা ১৯অ ৩০।৩১ শ্লো। † অনুগীতা ১৯ অ ৩২ শ্লো। ‡ অনুগীতা ১৯অ ২৬ শ্লো। § " ৫০;৫১ শ্লো। ¶ গীতা ২ অ ২৪ শ্লোক।

আবার হয় না, ইহার জন্ম নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, অবস্থান্তর প্রাপ্তি নাই, *" সুতরাং আত্মা যখন নিত্য তখন তাহাতে জন্মাদি কি প্রকারে সম্ভবে? "গুণসমূহের প্রতি আসক্তি, ইহার সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ," সুতরাং আত্মার জন্ম কেবল সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সহিত সংসর্গজনিত। "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ +" এই বেদান্ত সূত্রে আত্মার কর্তৃত্ব উপলক্ষ করিয়া শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, "স্মৃতিতে (গীতায়) 'প্রকৃতির ক্রিয়মাণ' ইত্যাদি বাক্যে গুণসমূহের কর্তৃত্ব যে নিবদ্ধ আছে উহার কারণ এই যে, সাংসারিক কার্য্যসমূহে কর্তৃত্ব, সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সংসর্গে হইয়া থাকে, নিজের কর্তৃত্ব শক্তি হইতে নহে। অতএব সাংসারিক কার্য্যে আত্মার কর্তৃত্ব অথবা গুণসমূহের কর্তৃত্ব, ইহা বিচার করিয়া গুণসমূহেরই কর্তৃত্ব কথিত হইয়াছে।" আত্মা যখন সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সহিত সংসৃষ্ট হয়, তখন কেবল আত্মার নহে, দেহ ইন্দ্রিয়াদিরও কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন, "যখন সকল কার্য্যে এই পাঁচটি হেতু, তখন যে ব্যক্তি কেবল আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া দেখে, সে দুর্ম্মতি বুদ্ধিহীনতা জন্য (বাস্তবিক তত্ত্ব) দেখিতে পায় না ‡।" দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যে সকল কার্য্য হয়, তাহাতে আত্মার অভিনিবেশ থাকা প্রয়োজন; সুতরাং আত্মার সে স্থলেও কর্তৃত্ব আছে। অচেতন ইন্দ্রিয় সকল কখন আপনারা কার্য্য করিতে পারে না; অপরে শক্তিসঞ্চার না করিলে তাহাদিগের ক্রিয়াকারিত্ব কি প্রকারে সম্ভবে? "অধিষ্ঠান (শরীর), কর্ত্তা (অহংভাব), চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, নানা প্রকারের পৃথক্ চেষ্টা, এবং পঞ্চম দৈব §;" [illegible] পাঁচটি [illegible] কারণ [illegible] সাংখ্য শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের কারণ উক্ত হইয়াছে, অথবা অন্তর্য্যামী পুরুষ [illegible] এই যে [illegible] সর্ব্বপ্রধান কারণ, ইহা যদিও সত্য বটে, তথাপি দেহের গুণানুসারে যখন কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন কর্তৃত্বসম্বন্ধে দেহেরই প্রাধান্য হইতেছে। আচার্য্য এই জন্যই, আত্মা যদিও নিত্যত্বাদি গুণানুযুক্ত, তথাপি উহার সৎ ও অসৎভাব দেহের গুণ-যোগেই হইয়া থাকে, স্পষ্ট বলিয়াছেন। "সেই জীব আপনার কর্ম্ম দ্বারা আবৃত হইয়া দেহ হইতে বিচ্যুত হয়। আপনার শুভ পুণ্য ও পাপ লইয়াই সে চারিদিকে প্রকাশ পায়, ¶" অনুগীতার এই লেখাতে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, আত্মা গুণ-সংসর্গবশতঃ যে সকল কার্য্য করে, সেই কার্য্যের দ্বারা উহা আবৃত হয়। গর্ভস্থ জীব যেরূপ গুণ এবং কর্ম্ম দ্বারা আবৃত, সেই রূপ গুণ ও কর্ম্মানুরূপ স্বীয় দেহ উদ্ভাবন করে। এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন, "গৃহে দীপ যেমন আপনি দীপ্যমান হইয়া (সকল) প্রকাশ করে, চেতনা সেইরূপ (গর্ভে) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রকাশ করে $।" সত্ত্বপ্রধানে সত্ত্বময়ী, রজঃপ্রধানে রজোময়ী, তমঃপ্রধানে তমোময়ী তনু প্রকাশ পায়, সুতরাং শরীরস্থ

* গীতা ২ অ ২০ শ্লো। + বেদান্তসূত্র ২ অ ৩পা, ৩৩ সূ। ‡ গীতা ১৮ অ ১৬ শ্লো।
§ „ ১৮অ ১৪ „ । ¶ অনুগীতা ১৭ অ ৩০।৩১ শ্লো। $ অনুগীতা ১৮ [illegible]

প্রবৃত্ত্যাদির ভেদ হইয়া থাকে। "গুণসমূহই সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ" এস্থলে কীটাদির জন্মও গ্রহণ করিতে হইবে। এক আত্মতত্ত্বের গুণসংসর্গভেদে বিবিধ অবস্থা লাভ হয়, অনুগীতায় অতি স্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে। তমোগুণোৎপন্নগণের প্রভেদ,—"নীচগণের নীচ স্থানে গমন হইয়া থাকে; এজন্য অধমযোনি নিরয়গামিগণ, ভারবাহী পশুগণ, মাংসাশী জীব, সর্প, দংশমশক, কৃমি, কীট, বিহঙ্গ, যত প্রকার অণ্ডজ জীব, যত প্রকার চতুষ্পদ, উন্মত্ত, বধির, মুক ও অন্যান্য পাপরোগাক্রান্ত* !" রজোগুণোৎপন্নগণের প্রভেদ,—"কামনার বিষয়ে প্রবৃত্তি, সর্ব্বপ্রকার কামনা চরিতার্থ করিতে আমোদ; ইহাদিগের গতি মধ্যম লোক, এজন্য রজোগুণদ্বারা আবৃত ইহ লোকে পুনঃ পুনঃ জন্মেতেই ইহাদিগের আমোদ, ইহলোকের বিষয় সমুদায় ইহারা মরণান্তে অভিলাষ করে। দান করা, গ্রহণ করা, তৃপ্তি সাধন করা, যজ্ঞ করা ইহাদের কার্য্য †।" সত্ত্বগুণোৎপন্নগণের প্রভেদ,—"ইহারা উর্দ্ধগামী, অতএব ইহারা ইচ্ছামাত্র বিবিধরূপ ধারণ করেন, প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নানারূপ ধারণপূর্ব্বক দেবলোকের একস্থান হইতে অপর স্থানে বিচরণ করেন, যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই পান, তাহাই ভোগ করেন ‡।" "এক উপদেষ্টাকে আশ্রয় করিয়া, §" একই উপদেশে উপদিষ্ট হইয়া, দেব ঋষি প্রভৃতির নানাপ্রকার ভাবে সেই উপদেশ গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, প্রতিজনের সত্ত্ব রজ ও তমোগুণানুসারে যে বুদ্ধিভেদ হইয়াছে, সেই বুদ্ধিভেদানুসারে হৃদয়স্থ সত্ত্বাদিগুণসংযুক্ত জীব সেই একই উপদেশ ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করি[illegible]

[illegible]তেও তাহাতে [illegible]

অন্য বিষয় [illegible] ও আচৎ এই দুইটি তত্ত্ব। যেখানে [illegible] ভিন্ন চি[illegible] নাই, অচিতের প্রাধান্য, সেখানে তমোগুণের বাহুল্য,—যেমন মৃৎপাষাণাদিতে; যেখানে চিতের ঈষৎ অভিব্যক্তি, সেখানে রজোগুণমিশ্রিত তমোগুণের বাহুল্য, —যেমন পশু আদিতে; যেখানে অচিদাবৃত চিতের অভিব্যক্তি সেখানে ক্রিয়াশীল রজোগুণের বাহুল্য,—যথা মনুষ্যে; যেখানে অচিৎকে অধঃকরণপূর্ব্বক চিতের অভিব্যক্তি, সেখানে সত্ত্বগুণের বাহুল্য,—যথা দেবগণেতে। সর্ব্বত্র সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের বিমিশ্রভাববশতঃ জড়ভাব, পশুভাব, মনুষ্যভাব ও দেবভাবের সম্পূর্ণ অবিমিশ্রতা কোথাও নাই; এইজন্যই একই সময়ে জড়ত্ব, পশুত্ব, মানবত্ব ও দেবত্ব এবং ঐ সকলের বিমিশ্রভাবের ক্রমবিকাশ সিদ্ধ প্রায় ¶। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

---

* অনুগীতা ৩৬ অ ২২—২৪ শ্লো। † অনুগীতা ৩৭অ, ১৬। ১৭ শ্লো।

‡ " ৩৮ অ ১৩ শ্লো। § " ২৬ অ ১১ শ্লো।

¶ অনেকের মনে হইতে পারে যে, আধুনিক ক্রমবিকাশের মতটি, আমরা প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞগণের উপরে আরোপ করিয়া, নবীন তত্ত্বজ্ঞগণের উদ্ভাবনী শক্তি খর্ব্ব করিতেছি। আমরা যে ভাবে

পাত্র না হউন, তথাপি তাঁহাদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলে শোক উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। সে স্বাভাবিক শোক নিবারণ করা কষ্টসাধ্য। জ্ঞানী হইলেই শোক নিবারণ করিতে পারেন, ইহা বলিতে পারা যায় না; কেন না জ্ঞানীরাও শোক করিয়া থাকেন। আমিতো আর মৃৎপাষাণাদির ন্যায় শোকদুঃখ-বোধশূন্য হইতে পারি না; আর সেরূপ হইলেই বা জ্ঞানস্বরূপ আত্মার মাহাত্ম্যই বা কি বাড়ে? অর্জ্জুনের এই হৃদ্গতভাব আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে শোক বহন করা পুরুষোচিত, অর্জ্জুনকে আচার্য্য ইহাই বুঝাইতেছেন :—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত। ১৪।

এখানে ঐ মতটি ন্যস্ত করিয়াছি, তাহাতে সকলেই অনায়াসে দেখিতে পাইবেন, আমরা একথা বলি নাই যে, ক্রমবিকাশের মত প্রাচীনগণের মধ্যে ছিল; কিন্তু এই বলিয়াছি যে, তাঁহারা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিমিশ্রভাব স্বীকার করাতে ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া তন্মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমরা কি বলিতেছি প্রকাশ পাইবে। জগতের প্রথম উপাদান জড়মাত্র, এখানে জ্ঞানের প্রকাশ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না, সুতরাং প্রাচীন মতে এস্থলে তমোগুণের বাহুল্য, কিন্তু এই উপাদানের ভিতরে ক্রমিক ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া চক্ষুরাদির গঠন হইতে লাগিল। এস্থলে রজোগুণপ্রধান অহংবৃত্তির ক্রিয়াতে এই সদায় হইতেছে প্রাচীনগণ বলিবেন, এখনকার তত্ত্বজ্ঞগণ প্রাণশক্তির ক্রিয়া তন্মধ্যে দেখিবেন। অহংবৃত্তির মধ্যে চিত্তের ঈষৎ অভিব্যক্তি প্রাচীনগণ যেমন [illegible] এই [illegible] সেইরূপ প্রাণশক্তি [illegible] চৈতন্যের বিকাশ [illegible] নিরূপণ [illegible] বিবেকাদি [illegible] ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে [illegible] সাধর্ম্ম্য পরিণত হইল, তখন প্রাচীনগণ তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তি আখ্যা দিয়া [illegible] জীব বলিলেন। আধুনিকগণের এস্থলে বলিবার বিশেষ কিছু নাই, তাঁহারা মন বুদ্ধি প্রভৃতি জীবের সহিত অভিন্নভাবে দেখিয়া থাকেন। মানবীয় জগতের ক্রমবিকাশের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিকগণের যে একতা দর্শন করিলাম, তাহা শব্দব্যবহারে ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ এক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সন্দেহের বিষয় এই যে, একই সময়ে জড়, পশু, মানব ও দেবভাবের একত্র স্থিতি ও বিকাশ, আধুনিকগণের মতে সিদ্ধ হইলেও, প্রাচীনগণের মত পর্য্যালোচনা করিয়া উহা প্রকাশ পায় কি না? এস্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীস্থ দেবগণেতে প্রাচীনগণ জড়োচিত, পশুসমুচিত ও মানবসমুচিত ভাব স্বীকার করিতেন কি না? যদি তাহা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মানিতে হইবে, যুগপৎ এ কয়েক ভাবের একত্র সমাবেশ তাঁহারা দেবগণেতেও স্বীকার করিয়াছেন। দেবগণকে মানুষের ন্যায় বর্ণন করিতে গিয়া এরূপ ঘটিয়াছে, একথা কেহ বলিতে পারেন না। স্বয়ং আচার্য্য দেবগণসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি এবং তাহাতেই দেবগণেতেও দেবভাব বিনা অন্যান্য ভাব আছে, প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বিনা যখন দেবাদিরও তনু সম্ভবপর নহে, তখন নিম্ন শ্রেণীর ভাবগুলি উচ্চ শ্রেণীতে অল্প পরিমাণেও প্রকাশ পাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণ ছাড়িয়া কি প্রকৃতি ক্ষণকাল স্থিতি করিতে পারেন?

ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, উপস্থিত হয়, এ গুলি আসে আর চলিয়া যায়, একান্ত অনিত্য, তাই এ সকলকে, হে ভারত, সহিষ্ণুতার সহিত বহন কর।

ভাব—ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ অথবা বিষয়ীর বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতেই শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, অনুভূত হইয়া থাকে। এ গুলি আসে আর যায় নিতান্ত অস্থির। অভ্যাস ও কালাদিভেদে যাহাতে সুখ হয় তাহাতেই দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে একই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে কখন দুঃখের উৎপত্তি সুখের তিরোধান, কখন সুখের উৎপত্তি দুঃখের তিরোধান সম্ভবপর, সুতরাং হে অর্জ্জুন, কর্ত্তব্যের অনুরোধে তুমি সে সকল বহন কর, মৃৎপাষাণাদির ন্যায় বোধশূন্য হইও না। যাহা স্বভাবতঃ অস্থির, তজ্জন্য তোমার কর্ত্তব্যবিমুখ হওয়া কখন উচিত নহে। "যদুগণ বিনা যদুগণের পুরী আমি আর আজ দেখিতে পারিতেছি না * ;" যদুকুলধ্বংসের পর আচার্য্যের এই উক্তি দেখাইতেছে যে, তিনি আপনি মৃৎপাষাণাদির ন্যায় বোধশূন্য ছিলেন না। "যত ক্ষণ স্ত্রীগণকে জ্ঞাতিগণের রক্ষণাধীনে রাখিয়া না আসিতেছি, তত ক্ষণ আপনি আমার জন্য এখানে প্রতীক্ষা করুন †।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেবকে আচার্য্যের এ কথা বলাতে দেখাইতেছে যে, বন্ধুক্ষয়জনিত শোক অপনয়ন করিবার জন্য তপস্যার উদ্যত হইলেন [illegible]

বুদ্ধিভেদানুসারে হৃদয়স্থ সত্ত্বাদিগুণসংযুক্ত জীব [illegible] একই উপাদান [illegible]

করে নাই। ১৪। [illegible] কেবল [illegible] চিত শ্রে[illegible] রে তাহা নহে,

তদ্দ্বারা জীবের মোক্ষোপযোগিতা উদ্ভূত হয়। আচার্য্য তাই বলিয়াছেন—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে। ১৫।

যে ধীর ব্যক্তিকে এ গুলি [শীতোষ্ণাদি] ব্যথিত করিতে পারে না, যিনি সুখ দুঃখে সমান ভাবে থাকেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

ভাব—সুখ দুঃখে সমান ভাব, ইহার অর্থ শ্রীমচ্ছঙ্করের মতে সুখদুঃখপ্রাপ্তিতে হর্ষ-বিষাদের অভাব ; শ্রীমদ্রামানুজের মতে "অপরিহার্য্য দুঃখকে সুখ মনে করা" ; শ্রীমদ্বলদেবের মতে "ধর্ম্মানুষ্ঠান কষ্ট সাধ্য, তাহা হইতে যে দুঃখ উপস্থিত হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে সুখ পাওয়া যায় তদুভয়ের প্রতি সমভাব" ; শ্রীমন্নীলকণ্ঠমতে "সমাধিস্থতা-

* মৌষল পর্ব্ব ৪ অ, ১ শ্লোক।

† মৌষল পর্ব্ব ৪ অ, ৬ শ্লোক।

বশতঃ সমদুঃখসুখঃ।" "যাহা হইতে জীবগণের চেষ্টা সমুপস্থিত হয় *" এই শ্লোকে যে রীতি উক্ত হইয়াছে তাহার অনুসরণ করিয়া ভগবানের ইচ্ছাপালনজন্য কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইলে, সেই কর্ত্তব্যপরায়ণতা হইতে ভগবানে চিত্ত নিবদ্ধ হয়, তাঁহাতে চিত্ত নিবদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ সুশীতল হয়, অন্তঃকরণ সুশীতল হইলে সুখ ও দুঃখের প্রকৃত তত্ত্ব কি হৃদয় বুঝিতে পায়, এই তত্ত্ব বুঝিলে সুখদুঃখজন্য আর মনে বিকার উপস্থিত হয় না। সুখদুঃখের বাস্তবিক তত্ত্ব কি? দুঃখের বেশে সুখ, সুখের বেশে দুঃখ উপস্থিত হয়, ইহাই সুখ দুঃখের তত্ত্ব। দুঃখের দ্বারা দীনতা বাড়িয়া থাকে, সেই দীনতায় ভগবানের শরণাপন্নতা উপস্থিত হয়। আচার্য্য এজন্যই দুঃখে কাতর হইয়া যে ব্যক্তি ভক্ত হয়, তাহাকেও সৌভাগ্যশালী বলিয়াছেন। সুখ হইতে আলস্য ও অনবধানতা উপস্থিত হয়, এবং সেই আলস্য ও অনবধানতাবশতঃ মানুষ পথভ্রষ্ট হইয়া থাকে। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আত্মার বিষয় লিখিত হইয়াছে। এ শ্লোকে ভগবানের উল্লেখ না করিয়া যদি আত্মার উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয় যে, আত্মজ্ঞান জন্মিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। "দুঃখেতে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেতে যাহার স্পৃহা নাই †," যে ব্যক্তির চিত্তে এই প্রকার ভাব উপস্থিত হয়, সে কখনও দুঃখে অবসন্ন হয় না এবং সুখেতেও তাহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয় না, সুতরাং সুখ ও দুঃখ তাহার নিকট সমভাবাপন্ন হয়। শ্লোকস্থ ধীরশব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে ধ্যানশীল এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মে প্রেরণ করে এই অর্থে ধর্ম্মনিষ্ঠ বুঝায়; সুতরাং সমুদায় শ্লোকের এইরূপ অর্থ হইতেছে—সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, ধ্যানশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ বিবেকাদিসম্পন্ন যে ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বন্ধ ব্যথিত করে না, সুখদুঃখে বিমুগ্ধ করে না, তিনিই মোক্ষ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। ১৫।

দেহ ও আত্মার পার্থক্যজ্ঞান বিনা নিত্য কি, অনিত্য কি, তদ্বিষয়ের জ্ঞান জন্মে না; নিত্যানিত্যজ্ঞান জন্মিলে অনিত্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকে না, নিত্যেতে চিত্তের নিষ্ঠা হয়, এজন্য আচার্য্য দেহ ও আত্মা পৃথক্ করিয়া দেখাইতেছেন :—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ১৬।

যাহা অসৎ তাহা থাকে না, যাহা সৎ তাহার কখনও অভাব হয় না, তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎ, এ দুয়ের চরম দেখিয়াছেন।

ভাব—দেহ ও দেহের ধর্ম্ম শীতোষ্ণাদি কখন সর্ব্বদা একরূপ থাকে না, এজন্য

---

* গীতা ১৮ অ, ৪৬ শ্লোক। † গীতা ২ অ, ৫৬ শ্লোক।

উহারা অসৎ। যাহা অসৎ তাহা অনিত্য এবং পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিত হয়, দেহীর সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে না; সুতরাং উহা সৎ। দেহী কখন বিনষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয় না, বা একেবারে অস্তিত্ববিহীন হইয়া যায় না, দেহ ও দেহীর এই স্বভাব যাঁহারা জানেন তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী; তাঁহারাই সৎ ও অসতের চরম (নির্ণয়) প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তি, এবং শীতানুভব সময়ে উষ্ণতাবোধের অভাব, উষ্ণতানুভব সময়ে শীতবোধের অভাব, এইরূপ শীতোষ্ণাদি দৈহিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন প্রদর্শন দ্বারা আচার্য্য উপদেশের আরম্ভেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দেহীই সৎ, দেহ ও তাহার ধর্ম্ম শীতোষ্ণাদিবোধ অসৎ। এখন দেহ ও আত্মা কি, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিষয় এক স্থলে প্রদর্শন করিতেছেন। দেহী সৎ, দেহ অসৎ, ইহা প্রতিপন্ন করাই যে আচার্য্যের অভিপ্রায়, ইহা পরবর্ত্তী দুই শ্লোক পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয়, কারণ একটিতে "তাহাকে (দেহীকে) অবিনাশী জান" এবং অপরটিতে "এই সকল শরীর বিনাশশীল" এইরূপ তিনি বলিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার অনুযায়ী ব্যাখ্যাতৃগণ এখানে যে অসৎকার্য্যবাদের অবতারণা করিয়াছেন, বলিতে হইবে তাহা পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া এবং "ভূতময় জগৎ সত্য" এই বলিয়া আচার্য্য যে সৎকার্য্যবাদ অনুমোদন করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া। "পরব্রহ্ম হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি, সমুদায় বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত" * "যখন এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয় তখন উহা শক্ত্যবশেষই লয় প্রাপ্ত হয়, এবং আবার সেই শক্তি হইতেই উৎপন্ন হয়, অন্যথা আকস্মিকত্ব উপস্থিত হয়" †

পে স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে

[illegible]

প্রধান (জগতের) কারণ এই বাদ উপস্থিত হইত। আমরা পরমেশ্বরাধীন জগতের পূর্ব্বাবস্থা স্বীকার করি, স্বতন্ত্র নহে। এইরূপই উহা স্বীকার করিতে হইবে; উহার অর্থবত্তা আছে। কেন না উহা বিনা পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না; শক্তিরহিত হইলে তাঁহার [জগৎসৃষ্টিতে] প্রবৃত্তি সম্ভবে না" ‡। "কারণের আত্মভূত শক্তি, শক্তির আত্মভূত কার্য্য" §। "শ্বাসপ্রশ্বাসাদি যেরূপ বাহ্য কোন প্রয়োজনান্তর অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, সেইরূপ বাহ্য কোন প্রয়োজনান্তর অপেক্ষা না করিয়া কেবল স্বভাবতই ঈশ্বরের লীলাপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে" ¶ এই সকল শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে অসৎকার্য্যবাদের তুচ্ছত্ব এবং যোগের আনুকূল্যের জন্য তাঁহার অসৎকার্য্যবাদস্থাপনে যত্ন প্রমাণিত হয়; অন্যথা তিনি এ যুক্তি কেন অবলম্বন করিলেন, "যেমন

---

* বেদান্তসূত্র ১ অ, ৪পা ২২ সূত্র ভাষ্য। † বেদান্তসূত্র ১ অ, ৩পা ৩০ সূত্র ভাষ্য।

‡ „ „ ১অ, ৪পা ৩ „ „ । § „ „ ২ অ, ১পা ১৮ „ „ ।

¶ বেদান্তসূত্র ২ অ, ১পা ৩৩ সূত্র ভাষ্য।

কারণ ব্রহ্মের ত্রিকালেও সত্তায় ব্যতিক্রম হয় না, তেমনি কার্য্য-জগতেরও কালত্রয়ে সত্তার কোন ব্যতিক্রম হয় না" * "কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকে যে অসৎ বলা যায় তাহা অত্যন্ত অসৎ বলিয়া নহে, তবে এই জন্য [অসৎ বলা যায়] যে, নামরূপের প্রকাশ হইতে নামরূপের অপ্রকাশ ধর্ম্মান্তর। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করিয়া অসৎ বলা হইয়া থাকে। নামরূপে প্রকাশিত বস্তুকেই লোকে সৎ বলে, অতএব নামরূপপ্রকাশের পূর্ব্বে যেন অসৎ ছিল এইরূপ আরোপ করা হয়।" † শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলেন, "এখানে অসৎকার্য্যবাদ সঙ্গত হয় না; সুতরাং এ শ্লোকে অসৎকার্য্যবাদ অভিপ্রেত নহে। দেহ এবং আত্মা এই দুইয়ের স্বভাব না জানিয়া যিনি মোহিত, তাঁহার সেই মোহশান্তির জন্য [দেহ দেহী] উভয়ের বিনাশিত্ব ও অবিনাশিত্বরূপ স্বভাব পৃথক্ করিয়া দেখানই [এখানে] বক্তব্য বিষয়। সেই স্বভাব পৃথক্ করিয়া দেখানই, 'যাহারা মরিয়াছে অথবা মরে নাই, তাহাদের জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না,' এই কথায় প্রস্তাবিত হইয়াছে। 'তাহাকে [দেহীকে] অবিনাশী জান' 'এই সকল শরীর বিনাশশীল' এ কথার পরে উহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব উপরে যে অর্থ করা গিয়াছে তাহাই ঠিক।" শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, "অসৎকার্য্যবাদ স্থাপনের জন্য এই পদ্য, এই যে বলা হইয়াছে, ইহা অনবধানতাবশতঃ। দেহ ও আত্মার স্বভাব না জানাতে যিনি মোহিত, তাঁহার মোহনিবৃত্তির জন্য তত্তৎস্বভাবজ্ঞাপনই প্রকৃত বিষয়।" ১৬।

প্রথমে জীবাত্মার স্বভাব আচার্য্য বিষদরূপে বলিতেছেন :—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি। ১৭।

দেহী সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে অবিনাশী জান। এই অক্ষয় দেহীকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না।

ভাব—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যমতে বিনাশ—অদর্শন, অভাব; শ্রীমন্মধুসূদন মতে দেশ কাল ও বস্তুতে পরিচ্ছেদ ‡ বিনাশ; শ্রীমন্নীলকণ্ঠমতে পূর্ব্বাবস্থাপরিত্যাগ §

---

* বেদান্তসূত্র ২ অ, ১পা ১৬ সূত্র ভাষ্য। † বেদান্ত সূত্র ২অ, ১পা ১৭ সূত্র ভাষ্য।

‡ পরিচ্ছেদ ও বিনাশ এক, এইরূপে সমর্থিত হইয়া থাকে। যে বস্তু এক স্থানে আছে, সেই বস্তু অন্য স্থানে থাকিতে পারে না, সেখানে তাহার অভাব হইল; যে বস্তু বর্ত্তমানে আছে সে বস্তু ভূতকালে ছিল না ভবিষ্যতে থাকিবে না; যে বস্তুকে ঘট বলি সে বস্তুকে কখনও পট বলিতে পারি না, আবার ঘটে ঘটে পটে পটেও সেই প্রকার প্রভেদ আছে। অতএব দেশকাল ও বস্তুতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া তত্তদেশাদিতে উহার অভাব বা বিনাশ হইল।

§ যাহা মৃত্তিকা ছিল তাহা যখন ঘট হইল, তখন তাহাকে আর মৃত্তিকা বলিব না ঘটই বলিব।

বিনাশ। যে চেতন জীবতত্ত্বদ্বারা এই সমুদায় অচেতনতত্ত্ব জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই সচেতন জীবতত্ত্বকে অবিনাশী, নিত্য বিদ্যমান, অপরিচ্ছিন্ন, সদা একরূপ জানিও।

"এই জীব প্রকৃতি দ্বারা সমুদায় জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে" * আচার্য্য একথা বলাতেই এ ব্যাখ্যা সিদ্ধ হইতেছে। অন্যত্র যেমন আচার্য্য বলিয়াছেন, "এক সূর্য্য যেমন এই সমুদায় লোককে প্রকাশিত করে, তেমনি, হে ভারত, এক ক্ষেত্রী সমুদায় ক্ষেত্র প্রকাশিত করে," † তেমনি এখানে চেতন ও অচেতন এই তত্ত্বদ্বয় লইয়াই একথা বলা হইয়াছে। অব্যয়শব্দের অর্থ উপচয় ও অপচয় না হওয়া, ক্ষয় না হওয়া। এই অব্যয়ের বিনাশ, অদর্শন, অভাব বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তি সাধন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যে বস্তু যদ্দ্বারা ব্যাপ্ত, সে বস্তু তাহাকে বিনাশ করিতে পারে না, এজন্যই বলা হইয়াছে বিনাশ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। নিরবয়ব চেতনতত্ত্ব সমুদায় ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং উহাকে বিশ্লেষ করা যায় না, সুতরাং তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত স্থূল অচেতন বস্তু কদাপি জীবতত্ত্বের বিনাশ বা রূপান্তর সাধন করিতে সমর্থ নহে।

ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই সৎ হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া পূর্ব্ব শ্লোকে সৎ শব্দে ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করত পর শ্লোকস্থ তৎ শব্দে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গ সৎস্বরূপ ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী প্রথমে এস্থলে জীবতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের সহিত একমত হইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "এই সমুদায় শরীর সেই জীবতত্ত্ব কর্তৃক ব্যাপ্ত ;" তৎপর "দেহ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এ তিন বস্তু মনুষ্য তির্য্যগাদি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়" এই যুক্তিতে তিনি [illegible] স্থলে দেহ ও জীবতত্ত্ব, আর পক্ষান্তরে বলিয়াছেন, "যাহা অসৎ তাহা থাকে না" সে হলে [illegible] এ শ্লোকে পরমাত্মবস্তুতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। 'সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে' এস্থলে 'সমুদায় শরীরে' ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ব্যাখ্যা করিলে জীবতত্ত্বের সমুদায়শরীরব্যাপিত্ব কি প্রকারে সম্ভবে ? কেন না "এই আত্মা অণু" ‡ "কেশাগ্রের অগ্রভাগ শতধা করিলে যে ভাগ হয় জীবকে তৎপরিমাণ জানিবে § "অরের অগ্রভাগপরিমিত জীব দৃষ্ট হয়" ¶ এইরূপ বেদান্তে আত্মা অণুপরিমাণ শুনিতে পাওয়া যায়। আত্মার ধর্ম্ম জ্ঞান, সেই জ্ঞানে তাহার ব্যাপিত্ব সিদ্ধ পায়। এ জন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন, "এক সূর্য্য যেমন এই সমুদায় লোককে প্রকাশিত করে, তেমনি হে, ভারত, এক ক্ষেত্রী সমুদায় ক্ষেত্র প্রকাশিত করে।" চিদ্বস্তু নিরতিশয় সূক্ষ্ম, উহার সূক্ষ্মত্ব দেখাইবার জন্যই উল্লিখিত

সেই ঘট আবার যখন ভাঙ্গিয়া যাইবে বা ধূলিবৎ হইবে তখন আর উহা ঘট নামে পরিচিত হইবে না। অতএব পূর্ব্বাবস্থাপরিত্যাগ বিনাশ।

* গীতা ৭অ, ৫ শ্লোক।

† গীতা ১৩অ, ৩৩ শ্লোক।

‡ মুণ্ডকোপনিষৎ।৩।১।৯।

§ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।৯।

¶ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।৮।

শ্রুতিতে অণুত্বাদি বিশেষণগুলি প্রদত্ত হইয়াছে, অন্যথা "কেশাগ্রের শতভাগ" এই শ্রুতির অন্তে, "সেই জীব অনন্তত্বের উপযোগী," একথা সমঞ্জস হয় না। ১৭।

জীবাত্মার স্বভাব বলিয়া আচার্য্য এখন দেহের স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন :—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত। ১৮।

শরীরী নিত্য, ইহার এই সকল শরীর বিনাশশীল। শরীরী যখন অবিনাশী ও অপ্রমেয়, তখন যুদ্ধ কর।

ভাব— কালান্তরেও যাহা অন্য আখ্যা প্রাপ্ত হয় না তাহাই নিত্য; যাহার কখনও অদর্শন হয় না সর্ব্বদাই প্রকাশমান তাহাই অবিনাশী; "যদ্দ্বারা সকল জানা যায়, তাহাকে কিসের দ্বারা জানিবে, বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে," * এতদনুসারে যাহা অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রমাণের বিষয় নহে তাহা স্বপ্রকাশ। শ্রীমচ্ছ্রীধরের মতে অপ্রমেয় শব্দের অর্থ অপরিচ্ছিন্ন, শ্রীমদ্বিশ্বনাথের মতে অতিসূক্ষ্ম-হেতু দুর্জ্ঞেয়। নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয়, শরীরীর এই সকল দেহ অন্তবৎ অর্থাৎ বিনাশস্বভাব; অতএব হে ভারত, তুমি যুদ্ধ কর। কেহ কেহ বলেন 'এই সকল শরীর' এইরূপ বহুবচন থাকাতে এখানে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপী তিন প্রকারের শরীর বুঝাইতেছে। আমাদের নিকটে এ ব্যাখ্যা ভাল মনে হয় না, কেন, না "জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ নূতন নূতন বস্ত্র মনুষ্য গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ শরীর সকল পরিত্যাগ করিয়া [illegible] দেহীর বহুশরীরগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। আত্মা অবিনাশী, [illegible] স্থূলে এক [illegible] অতএব নশ্বর দেহের প্রতি মমতাবশতঃ স্বধর্ম্ম হইতে স্খলিত হওয়া তোমার শ্রেয় নহে, 'তুমি যুদ্ধ কর' এ কথার এই ভাব। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলেন, 'যুদ্ধ কর' এ কথাতে "যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া, ভগবান্ ইহা বিধিসিদ্ধ করিতেছেন না, কেবল কর্ত্তব্যের প্রতিবন্ধক অপনয়নমাত্র করিতেছেন।" শ্রীমদ্রামানুজ বলেন, "আপনাতে এবং অপরেতে অপরিহার্য্য শস্ত্রপাতাদিরূপ তীক্ষ্ণ আঘাত ধৈর্য্য সহকারে বহন করিয়া অমরত্বপ্রাপ্তির জন্য ফলাভিসন্ধিপরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধরূপ কর্ম্ম আরম্ভ কর" (আচার্য্য ইহাই বলিয়াছেন)। ১৮।

এ সিদ্ধান্ত শ্রুতির বিপরীত নয় ইহা দেখাইবার জন্য কঠোপনিষদের দুইটী ঋক্, পূর্ব্বেরটী পরে, পরেরটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ঋক্‌টীর প্রথমপাদে এইরূপ পাঠ ছিল "হন্তা যদি মনে করে সে আত্মাকে হনন করিবে এবং হত ব্যক্তি যদি মনে করে হত হইলাম।" সে পাঠ এ স্থলে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে :—

* বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।১৪। † গীতা ২ অ, ২২ শ্লোক।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ১৯।
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ২০।

যে মনে করে যে শরীরীকে হনন করিল, যে মনে করে যে শরীরী হত হইল, সে দুই জন কিছুই জানে না, কেন না এ হতও হয় না হননও করে না। শরীরী কখন জন্মেও না, একবার হইয়া আবার হয়ও না। ইহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, অবস্থান্তরপ্রাপ্তি নাই, শরীর বধ করিলে ইহার কখনও বধ হয় না।

ভাব—যে ব্যক্তি এই দেহীকে হন্তা বলিয়া জানে, যে ব্যক্তি এই দেহীকে হত বলিয়া মনে করে, এ উভয়েই শরীরীর স্বরূপ জানে না। কেন জানে না? এইজন্য যে দেহী হনন ক্রিয়ার কর্ত্তাও নয় কর্ম্মও নয়। 'শরীরী কখনও জন্মে না' ইত্যাদি স্থলে, যাস্ক প্রভৃতি বস্তুসমূহের জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ, এই যে ছয় প্রকারের বিকার উল্লেখ করিয়াছেন, আত্মার তাহার একটিও নাই, ইহাই প্রকাশ [illegible] না, জন্মে না বলাতে জন্ম, মরে না বলাতে বিনাশ, হইয়া আবার [illegible] জন্ম ও মরণের পর পুনরায় অস্তিত্বলাভ, নিত্য [illegible] বলাতে বৃদ্ধি, শাশ্বত বলাতে ক্ষয়; পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন হইয়া নবীনের মত বলাতে পরিণাম, এ সকল আত্মার যে নাই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। জন্ম ও মরণের পর ইহার যে অস্তিত্ব লাভ হয় না ইহা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? জন্ম নাই বলাতেই ইহা সিদ্ধ হইতেছে, কেন না যে স্বয়ং অস্তিত্ববান্ তাহার আবার জন্ম ও মরণের পর অস্তিত্বলাভ হইবে কি প্রকারে? যে আত্মার এই ছয় প্রকারের বিকার নাই, শরীর বধ করিলে তাহার বধ হইবে কেন?

এখানে এইটি বিবেচ্য বিষয়;—এ শাস্ত্রে বা অন্য শাস্ত্রে জীব যে কর্ম্মফল ভোগ করে তাহা কোথাও নিষিদ্ধ হয় নাই। হননাদিব্যাপারে যদি জীবের কর্তৃত্বই না থাকিল, তাহা হইলে তাহার সেই সকল কর্ম্মের ফলভোগ কি প্রকারে সম্ভবে, এইরূপ সংশয় মনে উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা এই যে, কোন কার্য্য যদি অপর কেহ করে এবং অন্য একজন তাহার অনুমোদন করে, তাহা হইলে এ অনুমোদনের জন্য তাহাকে উহার ফলভোগ করিতে হয়। সুতরাং উপরে যাহা কথিত হইয়াছে তদ্দ্বারা আত্মার ফলভোগ করা বারণ হয় নাই। আত্মার অনুমোদন বিনা যখন

ই ইন্দ্রিয়াদি কোন কার্য্য করিতে পারে না, তখন আত্মা সেই ক্রিয়ার কারণ হইল বলিয়া সে তাহার যদি ফলভোগ করে তাহাতে কিছু অন্যায় হয় না। ১৯—২০।

'এ হননও করে না হতও হয় না,' এই কথা বলিয়া শ্রুতি যাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, আচার্য্য উহা গ্রহণ করিয়া শ্রুতিবাক্যেই 'হত হয় না' এইটি প্রতিপন্ন করিলেন। এখন 'হনন করে না' এইটি প্রতিপাদন করিয়া উপসংহার করিতেছেন :—

বেদাবিনাশিনং নিত্যং যএনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্। ২১।

যে ব্যক্তি শরীরীকে অবিনাশী, নিত্য, জন্ম ও ক্ষয়বিরহিত বলিয়া জানে, সে কেমন করিয়া, হে পার্থ, কাহাকে বধ করে বা করায়।

ভাব—"সে কেমন করিয়া কাহাকে বধ করে বা করায়" ইহার অভিপ্রায় এই যে, সে কাহাকেও বধ করে না, বা করায় না। এখানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার অনুযায়িগণ "কেমন করিয়া কাহাকে বধ করে বা করায়" এইটি উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই কথা দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সমুদায় কর্ম্মনিষেধই এই প্রকরণের অর্থ। "সে এই সমুদায় লোককে হনন করিয়াও হনন করে না, বদ্ধ হয় না," * এখানে হননক্রিয়াকে দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে [illegible]
আচার্য্য স্বয়ংই ইহা দেখাইয়াছেন যে, নিরহঙ্কার [illegible] কোন করিলে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করা হয় না, এবং কর্ম্মজন্য বন্ধন ঘটে না। গীতার এ স্থলে এবং অন্য সকলস্থলে যে ইহাই সিদ্ধান্ত, পরে প্রকাশ পাইবে। ২১।

অবশ্যত্যাজ্য দেহের সহিত দেহীর সম্বন্ধ কীদৃশ, দেখাইবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ২২।

মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া [illegible] নবীন দেহ প্রাপ্ত হয়।

ইহার যথার্থ তত্ত্ব কি ত্রয়োদশ শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ২২।

---

* গীতা ১৮ অ, ১৭ শ্লোক।

দেহনাশে দেহের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না, এই অভিপ্রায়ে

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ। ২৩।

শস্ত্রও ইহাকে ছেদন করে না, অগ্নিও ইহাকে দগ্ধ করে না, জলও ইহাকে আদ্র করে না, বায়ুও ইহাকে শোষণ করে না।

ভাব—ছেদন, দহন, ক্লেদন ও শোষণ, সাবয়ব শরীরে সম্ভবপর, নিরবয়ব আত্মাতে উহা কখনও সম্ভবপর নহে, সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে, এই দেহীকে শস্ত্রসকল অবয়ব বিভাগ করিয়া শতধা বা সহস্রধা করিতে পারে না, ইহাকে অগ্নিও ভস্ম করিতে পারে না, জলও আর্দ্র করিয়া ইহার অবয়ববিশ্লেষ করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে নীরস করিতে সমর্থ নহে। ২৩।

"শস্ত্রও ইহাকে ছেদন করে না" ইত্যাদি বলিয়া অচ্ছেদ্য অদাহ্য ইত্যাদি শব্দে প্রথমে আত্মার লক্ষণ করিয়া পরিশেষে নিত্য সর্ব্বগত ইত্যাদি উহার বিশেষ লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন, এক্ষণে সহজে বোধগম্য করাইবার জন্য সেই বিশেষণগুলি শব্দতঃ ও অর্থতঃ একত্র সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে পুনরায় উল্লেখ করিতেছেন। অন্যান্য স্থলেও আচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন :—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
[illegible] দঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে

কেন না ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য, অবিনাশী, সর্ব্বগত, স্থিরস্বভাব, অচল, সর্ব্বকালে একরূপবিশিষ্ট, চক্ষুরাদির অগোচর, অচিন্ত্য, অবিকারী, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে।

ভাব—এই দেহী অবিনাশী। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ 'সর্ব্বগত' এই বিশেষণের 'স্বকর্ম্মানুসারে দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি-দেহগত' এই অর্থ করিয়াছেন, শ্রীমদ্বলদেব 'স্বকর্ম্মের নিমিত্ত পর্য্যায়ক্রমে দেবমানবাদি পশুপক্ষ্যাদি এবং সকল শরীরগত' এই অর্থ করিয়াছেন। স্থাণু এই বিশেষণের অর্থ—স্থিরস্বভাব, স্থিরস্বরূপ, রূপান্তরতাপ্রাপ্তিশূন্য। অচল এই বিশেষণের অর্থ—অপ্রকম্প্য, স্থিরগুণ, পূর্ব্বরূপ অপরিত্যাগী; সনাতন এই বিশেষণের অর্থ—শাশ্বত, চিরন্তন, পুরাতন, সর্ব্বদা একরূপ। অব্যক্ত এই বিশেষণের অর্থ—চক্ষুরাদির অগ্রাহ্য; অচিন্ত্য এই বিশেষণের অর্থ—চিন্তার অবিষয়, তর্কের অগোচর; অবিকার্য্য এই বিশেষণের অর্থ—নিরবয়ব জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর, ক্ষীরাদি যে প্রকার বিকারগ্রস্ত হয় সেরূপ নহে। তত্ত্ববিদ্‌গণ দেহীকে এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত

বলিয়া থাকেন। ঘটাদি যে প্রকার উৎপাদন করা যায় আত্মাকে সেরূপ উৎপাদন করা যাইতে পারে না, কেন না উহা নিত্য; কোন একটি গ্রাম বা অন্য একটি বস্তু পাইতে হইলে যেখানে সেই গ্রাম বা বস্তু আছে সেখানে যাইতে হয়, আত্মার সম্বন্ধে সেরূপ করিতে হয় না, কেন না আত্মা সর্ব্বগত; আত্মা স্থাণুর ন্যায় একভাবাপন্ন, সুতরাং আত্মা বিকারী নয়; উহা অচল, এজন্য দর্পণের ন্যায় উহাকে সংস্কার করিতে হয় না। এইরূপে উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি, ও সংস্কৃতিরূপ ক্রিয়ার অধীন আত্মা নহে, কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ ব্যাখ্যা পরমাত্মপক্ষেই সর্ব্বতোভাবে সম্ভব হয়; জীবাত্মপক্ষে খাটে না; এজন্য অন্য ব্যাখ্যাকারগণ এরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। আত্মার যখন উৎপত্তি নাই এবং নিরতিশয় সূক্ষ্মত্ববশতঃ উহা প্রাপ্যও নয়; আত্মা যখন চিন্মাত্র এবং আচার্য্য উহাকে অবিকারিরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জীবাত্মপক্ষে এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নয়, এরূপ অনুমান কেন করা হইতেছে? এই জন্য করা হইতেছে যে, সংস্কার তাহাতে সম্ভবপর। যদি উহা সম্ভব না হইত, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ে যে সকল বিধি নিষেধ আছে তাহা বিফল হইয়া যায়। দর্পণ স্বয়ং স্বচ্ছ, উহা কখনও আপনার স্বচ্ছত্ব পরিত্যাগ করে না, অথচ বাস্পাদিসংসর্গে মলিন হয়, এজন্য উহার সংস্কার করা প্রয়োজন হয়। জীবাত্মাও সেইরূপ; সত্ত্বাদিগুণের সহিত সম্পর্কবশতঃ মলিন হইয়া থাকে; সুতরাং আত্মারও সংস্কার চাই। ২৪।

আত্মা যখন অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকারী, নিত্য, সর্ব্বগত, ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত, তখন তাহাকে এরূপ জানিয়া [illegible] আর তোমার শোক [illegible] সংহার করিতেছেন :—

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি। ২৫।

দেহীর এরূপ স্বভাব জানিয়া তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৫।

হরিদ্রা ও চূর্ণ মিশ্রিত করিলে যেরূপ রক্তবর্ণ হয়, তেমনি ভূতচতুষ্টয়ের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ) যোগে চৈতন্য হয়, এইটি প্রথম পক্ষ; দেহ হইতে বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ভিন্ন হইলেও প্রতিক্ষণে উহার রূপান্তরতা হয়, অতএব প্রতিমুহূর্ত্ত উহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, এইটি দ্বিতীয় পক্ষ; আত্মা নিত্য হইলেও পূর্ব্বে যে ইন্দ্রিয় ছিল না সেই ইন্দ্রিয়সহকারে উহার জন্ম হয়, এইটি তৃতীয় পক্ষ। কেহ বলেন, "দেহান্তে স্থিতি হইবে, কেহ বলেন দেহান্তে স্থিতি হইবে না; কেহ সকল বিষয়ে সংশয়ী, কেহ সকল বিষয়ে নিঃসংশয়" ইত্যাকার কথা অনুগীতায় * উল্লেখ করিয়া আচার্য্য তৎকালের মতবিরোধগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন। লোকদিগের মধ্যে আত্মতত্ত্ববিষয়ে মতদ্বৈধ

* অনুগীতা ২১ অ, ২—১৩ শ্লোক।

আছে ইহা দেখিয়া যদি তুমি তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া আত্মাকে জন্মমৃত্যুর অধীন মনে কর, তাহা হইলেও তোমার শোক করিবার কোন কারণ নাই, আচার্য্য ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি। ২৬।

হে মহাবাহু, যদি মনে কর, আত্মার নিত্য জন্ম আছে, নিত্য মৃত্যু আছে, তথাপিও তোমার শোক করা উচিত নয়।

ভাব—আচার্য্য পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছেন তদ্দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু যদি আত্মা নিত্য জন্মে ও নিত্য মরে, ইহা বলিয়া উহার অনিত্যত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তথাপি তোমার শোক করা উচিত নহে, কেন না এই দেহের রূপান্তর হওয়া উহার স্বভাব, এবং সেই দেহের সহিত আত্মারও উৎপত্তি ও বিনাশ অপরিহার্য্য। ২৬।

আত্মার নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব উভয় পক্ষেই শোক করিবার কোন কারণ নাই দেখাইতেছেন :—

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ২৭।

কেন না যাহার জন্ম আছে তাহারই নিশ্চয় মৃত্যু আছে, যাহার মৃত্যু আছে তাহার নিশ্চয়ই জন্ম আছে, জন্ম মৃত্যু যখন এইরূপে অপরিহার্য্য হইল, তখন তাহার জন্য তোমার শোক করা শোভা পায় না।

ভাব—দেহেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশতঃ যাহার জন্ম হইল সে নিত্যই হউক বা অনিত্যই হউক, মৃত্যুরূপ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিত। পূর্ব্বে যে শরীর ও ইন্দ্রিয় ছিল তাহার সহিত আত্মার বিয়োগ হইল, আর যে উপাদানে শরীর ও ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় সেই উপাদানে উহার জন্ম হইল, এইরূপ জন্ম ও মৃত্যু জীবের সম্বন্ধে নিশ্চিত; অতএব যাহা কোনও প্রকারে পরিহার করিতে পারা যায় না, একান্ত অপরিবর্জ্জনীয়, সে বিষয়ে তোমার শোক করা শোভা পায় না। ২৭।

আত্মা শোকের বিষয় নহে বটে, কিন্তু আত্মীয়গণের যে দেহের বিনাশ হইল তজ্জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরও শোক হইয়া থাকে, এই কথা নিরসন করিতেছেন :—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধানান্যেব তত্র কা পরিদেবনা। ২৮।

আগে শরীর ছিল না শরীরের কারণমাত্র ছিল, পরে মাঝে

শরীর হইল, হইয়া পুনরায় কারণে বিলীন হইয়া গেল, এরূপ অবস্থায় বল তজ্জন্য শোক কেন ?

ভাব—আদিতে যে সকল দেহ দর্শনের বিষয় ছিল না, উপলব্ধির বিষয় ছিল না, নামরূপ পরিহার করিয়া সূক্ষ্ম কারণরূপে বিদ্যমান ছিল, পৃথিব্যাদি ভূতময় সেই সকল শরীর জন্মের পর মরণের পূর্ব্বে নামরূপযোগে উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিল, আবার যখন মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া উহারা দৃষ্টির অগোচর হইল, তখন যে কারণ হইতে উহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই কারণে বিলীন হইয়া যাওয়াতেই উহাদের বিনাশ হইল। অতএব, হে ভারত, ইহাতে শোক ও বিলাপের কি বিষয় আছে ? ইহাদের স্বভাবই এই, ইহা জানিয়া তোমার শোক করা শোভা পায় না। অসৎকার্য্যবাদিগণ অসৎকার্য্যবাদপক্ষ আশ্রয় করিয়া পক্ষান্তরে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আচার্য্যের তাহা অভিপ্রেত নহে, এজন্য উহা উপেক্ষিত হইল। অন্যান্য যে যে স্থলে অসৎকার্য্যবাদের পক্ষ অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাও এই প্রকারে উপেক্ষা করা গেল। ২৮।

জ্ঞানী ব্যক্তিরও যখন শোক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন শোক করা শোভা পায় না, এটি ভর্ৎসনা বাক্য নহে, আচার্য্য কেবল শোক অপনোদনের জন্য যত্ন করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা নিত্য কি অনিত্য কি, ইহা মনে প্রতিভাত হইলে আত্মদর্শনে সাহায্য হয় বটে, কিন্তু চিত্ত যদি শোকে কলুষিত থাকে, তাহা হইলে সে সাহায্য নিষ্ফল হয়। দেহের বিনাশ প্রত্যক্ষ, আমি আছি এ [illegible] স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং এ [illegible] করিবার প্রয়োজন [illegible]

আত্মা যে দুর্ব্বোধ তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ।২৯।

দেহীর বিষয় শুনিয়াও দেহীকে অনেক লোকে বুঝিতে পারে না, কেন না উহাকে অদ্ভুত বলিয়া দেখে, অদ্ভুত বলিয়া উহার বর্ণনা করে, অদ্ভুত বলিয়া উহার বিষয় শ্রবণ করে।

ভাব—যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই অকস্মাৎ নয়নগোচর হইল, সেই পদার্থ অদ্ভুত ; এই অদ্ভুত পদার্থের ন্যায় আত্মাকে কেহ কেহ দেখিয়া থাকেন। শ্লোকস্থ আশ্চর্য্যবৎ এই শব্দটি 'দেখা' এই ক্রিয়ার বিশেষণ করিলে, আত্মাকে দেখাই লোকে আশ্চর্য্য মনে করে এইরূপ অর্থ হয়। কেহ যখন আত্মাকে স্বরূপতঃ জানে না, তখন কোন ব্যক্তির যদি আত্মার স্বরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া, কি প্রকারে ইহাকে দেখিলাম এই বলিয়া সেই

দর্শনকেই আশ্চর্য্যের ন্যায় অনুভব করে। আশ্চর্য্যবৎ শব্দটি কর্ত্তার বিশেষণ করিলে, যিনি আত্মা দর্শন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে "ইনি আত্মা দর্শন করিয়াছেন" এই বলিয়া অপরে সেই আত্মদর্শী ব্যক্তিকে আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখে, এই অর্থ হয়। আত্মার শ্রবণ ও বর্ণনক্রিয়াসম্বন্ধে এইরূপ আশ্চর্য্যবৎ শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়, যেমন, আত্মা অতি আশ্চর্য্য এই ভাবে উহার কথা বলে, আত্মার কথা বলিতে পারাকেই কেহ কেহ আশ্চর্য্য মনে করে, যে কেহ আত্মার কথা বলে সেই ব্যক্তিকে অদ্ভুত মনে করে। আত্মা অদ্ভুত এই ভাবে তাহার কথা শ্রবণ করে; আত্মার বিষয় শ্রবণ করিতে পারাকেই আশ্চর্য্য মনে করে, যে কেহ আত্মার কথা শ্রবণ করে তাহাকে অদ্ভুত মনে করে। যাহারা আত্মার বিষয় শ্রবণে নিরত তাহাদেরও উহাকে জানা দুর্লভ, ইহাই বুঝাইবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন, 'শুনিয়াও কেহ উহাকে জানে কেহ জানে না।' এ জন্যই আচার্য্য অন্যত্র বলিয়াছেন "যাহারা সিদ্ধির জন্য যত্ন করে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমায় তত্ত্বতঃ জানে।"* শ্রুতিতেও আছে "অনেকে যাঁহাকে শ্রবণ করিতেও পারে না, শুনিয়াও যাঁহাকে অনেকে বুঝিতে পারে না, ইহার বক্তা আশ্চর্য্য, ইহার লাভকর্ত্তা সুনিপুণ, সুনিপুণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ইহাকে যে ব্যক্তি জানে সেও আশ্চর্য্য" †। ২৯।

সকল প্রাণিসম্বন্ধেই শোক করিবার কারণ নাই, ইহা দেখাইয়া উপসংহার করিতেছেন :—

[illegible] দেহী নিত্য[illegible] ভারত।
[illegible] ত্বং শোচিতুমর্হসি। ৩০।

সকলের দেহস্থিত এই দেহী নিত্য অবোধ্য, সুতরাং কোন প্রাণীর জন্যই তোমার শোক করা উচিত নহে।

ভাব—সকলপ্রাণী—ভীষ্মাদিভাবাপন্ন সকল প্রাণী, শ্রীমদ্রামানুজমতে দেবাদি স্থাবরান্ত সমুদায় প্রাণী। ৩০।

আত্মার অবিনাশিত্ব জানিয়া অবিচলিত ভাবে স্থিতি করা সমুচিত, ইহা বলা হইয়াছে; এখন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা আর কিছু শ্রেয় নাই, এই কথা বলিয়া যুদ্ধকে স্বধর্ম্ম জানিয়া তাহা হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন :—

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে। ৩১।

* গীতা ৭ অ, ৩ শ্লোক। † কঠোপনিষৎ ১।২।৭।

আর এক দিকে, স্বধর্ম্ম জানিয়া তোমার যুদ্ধ ত্যাগ করা সমুচিত নহে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধাপেক্ষা আর কিছু শ্রেয় নাই। ৩১।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্। ৩২।

এই যুদ্ধ ব্যাপার আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, সুখী ক্ষত্রিয়গণ এরূপ যুদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন।

ভাব—বিনা যত্নে উপস্থিত যুদ্ধ স্বর্গের কারণ কেন বলা হইল? লোভে ও বলাদি-সম্ভূত গর্ব্বে অপরের উদ্বেগসাধনের নিমিত্ত যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় উহা নীচ বাসনামূলক, সুতরাং তাহাতে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। যে স্থলে শান্তি অবলম্বন করিয়া প্রবল অন্যায় অত্যাচার প্রশমিত হয় না, প্রত্যুত প্রতিপক্ষ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সেই অন্যায় আচরণ দৃঢ়তর করিবার জন্য উদ্যত হয়, সে স্থলে যাঁহারা শান্তির পক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের আপনার প্রযত্ন বিনা সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যোটি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ। উদ্যোগপর্ব্বে স্বয়ং আচার্য্য এইরূপই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন, "পরের ঐশ্বর্য্যে লোভী হইয়া বল প্রকাশ করাতে যুদ্ধ ও তাহার [illegible]পযোগী বর্ম্ম, শস্ত্র, ধনুর উৎপত্তি হইয়াছে। দস্যুগণের বিনাশের জন্য স্বয়ং ইন্দ্র এই বর্ম্ম, শস্ত্র ধনু উৎপন্ন করিয়াছেন; সুতরাং যুদ্ধে দস্যুবধ করিলে পুণ্যলাভ হয়। কুরুগণ [illegible] ধর্ম্ম বোঝেও না, তাহাদের [illegible] তাহা [illegible] উপস্থিত, হে সঞ্জয়, উহা (কখনও) ভাল ন[illegible]

এইরূপে উপস্থিত সংগ্রাম যখন ধর্ম্মসঙ্গত, ইহা সিদ্ধ হইতেছে, তখন [illegible] পাপ ও অকীর্ত্তি উভয়ই [illegible] এই কথাই বলিতেছেন :— [illegible]য় আয়ত্ত

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি। ৩৩।
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে। ৩৪।
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্। ৩৫।
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্। ৩৬।

* উদ্যোগ পর্ব্ব ২৯ অ, ২৯—৩১ শ্লোক।

যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, স্বধর্ম্মত্যাগ ও কীর্ত্তিত্যাগ জন্য লোকেরা তোমার অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্ত্তি মরণ হইতেও অধিক। যে সকল মহারথ উপস্থিত, তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে। যাঁহারা তোমায় সম্মান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লঘু হইয়া পড়িবে। তোমার শত্রুরা কত অকথ্য কথা কহিবে, তোমার সামর্থ্যসম্বন্ধে কত নিন্দা করিবে। বল, ইহা অপেক্ষা আর কি দুঃখের বিষয় আছে? ৩৩—৩৬।

যুদ্ধে জয়ই হইবে ইহার কোন নিশ্চয় নাই, এজন্য স্বয়ং আচার্য্য সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন, "ইহারা পৈতৃক ধর্ম্মে স্থিতি করিয়া যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হন, মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তথাপি যথাশক্তি স্বধর্ম্ম পূরণ করাতে ইহাদের মৃত্যুও প্রশংসিত হইবে *।" অপিচ ভীমসেনকে বলিয়াছিলেন, "মনুষ্যকৃতকর্ম্ম দৈব কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হয় †।" "হে পাণ্ডব, কর্ম্ম বিনা আর কিছুতে লোকের জীবন নির্ব্বাহ হয় না। তবে [এস্থলে] এইরূপ বোধ থাকা চাই যে, [দৈব ও পুরুষকার] উভয় মিলিত হইলে ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করে, সে সিদ্ধ না হইলেও ব্যথিত হয় না, সিদ্ধ হইলেও ...দর্বপ্রভাব অপনয়ন ... ভীমসেন, এই সংগ্রামসম্বন্ধে অনুমান করিয়া যাহা বলিতে ইচ্ছা ... সিদ্ধিই হইবে বলিতে পারা যায় না ‡।" বলিয়াছেন, "দৈ... অপরিহার্য্য হইল, তখন তাঁহার ... যে সামর্থ্য নাই তাহা তিনি এইরূপে ...ব ও মানুষ এই দুয়েতে লোকস্থিতি সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। পুরুষকার সকলে... হইতে পারে, আমি সেই পর্য্যন্ত করিব। দৈব হইতে যে কার্য্য হয়, তাহা করিতে আমি কিছুতেই সমর্থ নই §।" যখন এই রূপই সিদ্ধান্ত হইল তখন জয় বা পরাজয় উভয়েতেই লাভ :—

হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ। ৩৭।

দেখ যদি যুদ্ধে মর স্বর্গে যাইবে, যদি জয় লাভ কর, পৃথিবী ভোগ করিবে, তাই বলি যুদ্ধ করিবে স্থির করিয়া, উঠ। ৩৭।

"যদি যুদ্ধে মর স্বর্গে যাইবে, যদি জয়লাভ কর পৃথিবী ভোগ করিবে" এই বলিয়া

---

* উদ্যোগ পর্ব্ব ২৮ অ, ২০ শ্লোক।
† উদ্যোগ পর্ব্ব ৭৬ অ, ৮ শ্লোক।
‡ উদ্যোগ পর্ব্ব ৭৬ অ, ১১—১৩ শ্লোক।
§ উদ্যোগ পর্ব্ব ৭৮ অ, ৫। ৬ শ্লোক।

অস্থায়ী সুখ ও ভোগের উদ্দেশে যুদ্ধে প্ররোচনা করা বাসনাপরিহার দেখায় না। যদি যুদ্ধকারীর বাসনাপরিহার না হইল, তাহা হইলে বন্ধু ও স্বজনবধজন্য যে পাপ হইবে, তাহা হইতে তাঁহার নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা নাই, ইহা দেখিয়াই আচার্য্য, কিসে পাপ-নিষ্কৃতি হয়, স্বধর্ম্ম রক্ষা পায়, তাহাই বলিতেছেন :—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততোযুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি। ৩৮।

সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, সমান বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হও. ইহা হইলে পাপ তোমায় স্পর্শ করিবে না।

ভাব—সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান বিবেচনা করা বলার অর্থ এই যে, কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এইরূপে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিলে নিজের কোন ফলাভিসন্ধি থাকে না, যেখানে ফলাভিসন্ধি নাই, সেখানে পাপ স্পর্শ করে না। এই গীতাশাস্ত্রে ফলাভিসন্ধিত্যাগ যে নূতন পথ তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। ৩৮।

এইরূপে আত্মজ্ঞান উপদেশ দিয়া আচার্য্য কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিতেছেন :—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধিযুক্তোযয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি। ৩৯।

সাংখ্যে [আত্মতত্ত্বে] যে বুদ্ধি [জ্ঞান] হয় তোমায় বলিলাম, কর্ম্মযোগে কি বুদ্ধি [জ্ঞান] হয় তাহা শ্রবণ কর। [illegible] এই দুই বুদ্ধির হইয়া তুমি কর্ম্মবন্ধ [illegible]

ভাব—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের মতে [illegible] সাংখ্য'; শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যমতে, 'সংখ্যা বুদ্ধি। বুদ্ধি দ্বারা অবধারণীয় আত্মত[illegible] সাংখ্য'; শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামীর মতে, 'বস্তুতত্ত্ব যদ্দ্বারা সম্যক্ প্রকাশ পায় তাহা সংখ্যা অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান, এই সম্যক্ জ্ঞানে প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব সাংখ্য'; শ্রীমন্মধুসূদন-সরস্বতীর মতে 'সমুদায় উপাধি (condition) উড়াইয়া দিয়া পরমাত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করে এজন্য সংখ্যা—উপনিষদ্। পরমাত্মতত্ত্বে সমুদায় পর্য্যবসান করিয়া উপনিষদ্ [illegible]কে প্রতিপাদন করে, তিনিই ঔপনিষদপুরুষ—সাংখ্য'; শ্রীমন্নীলকণ্ঠসূরিমতে [illegible]ষদ ব্রহ্ম সাংখ্য'। 'আমি কখন ছিলাম না তা নয়,' এই হইতে [illegible] করিয়া 'সকল প্রাণীরই জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়,' এই পর্য্যন্ত [illegible] বলা হইয়াছে। অতএব সাংখ্য আত্মতত্ত্ব। 'এই আত্মতত্ত্বে যে বুদ্ধি [illegible]' তাহা বলা হইয়াছে, এখন 'যোগে অর্থাৎ কর্ম্মযোগে—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ [illegible]র্ত্তীর মতে ভক্তিযোগে—যে বুদ্ধি হয় তাহা শ্রবণ কর, যে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, হে [illegible] তুমি কর্ম্মবন্ধন সম্যক্ পরিহার করিবে।' কর্ম্মকৃত বন্ধ কর্ম্মবন্ধ, শ্রীমচ্ছঙ্করা-

চার্য্যমতে ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্য কর্ম্মই বন্ধ, শ্রীমদ্রামানুজমতে—সংসার কর্ম্মবন্ধ, শ্রীমচ্ছ্রীধর মতে কর্ম্মাত্মক বন্ধ কর্ম্মবন্ধ। 'কর্ম্মবন্ধন সম্যক্ পরিহার করিবে' এ স্থলে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য (এ কথা) 'প্ররোচনার্থ' বলা হইয়াছে, এই বলিয়া কহিয়াছেন 'ঈশ্বরপ্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মবন্ধ পরিহার করিবে।' শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, 'আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান মোক্ষের উপায়; উহাকেই পরে বুদ্ধিযোগ বলা হইবে। এখানকার যোগশব্দে সেই বুদ্ধিযোগ বুঝায়.........সেই যোগে যে বুদ্ধির বিষয় কথিত হইবে তাহা বলা হইতেছে, শ্রবণ কর, এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তুমি কর্ম্মবন্ধ পরিহার করিবে।' শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, 'পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগ দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া তৎপ্রসাদে যে অপরোক্ষ জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই অপরোক্ষ জ্ঞানে কর্ম্মাত্মক বন্ধ প্রকৃষ্টরূপে পরিহার করিবে।' শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন, 'আত্মা আনন্দ লাভের অভিলাষী। ভগবানের আজ্ঞায় মহাপ্রয়াসসাধ্য কর্ম্ম করিতে করিতে সেই সেই উদ্দেশ্যের মহিমায় তাহারই অভ্যন্তরে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা উপস্থিত হয়। এই আত্মজ্ঞাননিষ্ঠায় তুমি সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে।' শ্রীমন্মধুসূদন স্বরস্বতী বলিয়াছেন, 'কর্ম্মনিমিত্ত যে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, ধর্ম্মনামে প্রসিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা [ঐ প্রতিবন্ধক] অপনয়ন করিতে পারা যায়।' শ্রীমন্নীলকণ্ঠসূরী বলিয়াছেন, 'ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বের অভিমান পরিত্যাগ দ্বারা.........কর্ম্মই স্বজাতীয়ের (কর্ম্মের) উচ্ছেদের কারণ হইবে।' শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন, 'ভক্তিবিধায়িনী বুদ্ধিতে সংসার [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] ও অমি[illegible] [illegible]কিয়া, হে ধনঞ্জয়, কামনাপরিত্যাগ- [illegible] থাকে *," এই বলিয়া [illegible] নিকৃষ্ট †," "যোগ কর্ম্মে কৌশল ‡;" এইরূপ বলাতে আচার্য্যের ইহাই অভিপ্রেত দেখা যাইতেছে যে, ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্ম্ম হইতে যে বন্ধন উপস্থিত হয়, ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত কর্ম্মযোগ দ্বারা উহার পরিহার হয়। আমরা এখানে এই মতেরই অনুমোদন করিতেছি। ৩৯।

কৃষিকর্ম্মাদির ন্যায় কর্ম্মে বহুল বিঘ্ন ও অনর্থ আছে, সুতরাং কর্ম্মযোগের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন নষ্ট হইবে ইহা কিরূপে সম্ভব? এই হৃদ্গত ভাব বুঝিয়াই অ[illegible] বলিতেছেন :—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। ৪০।

এই কর্ম্মযোগে অনুষ্ঠিত বিষয় নিষ্ফল হয় না, কোন প্র[illegible]

---

* গীতা ২য় অ, ৪৮ শ্লোক। † গীতা ২য় অ, ৪৯ শ্লোক। ‡ গীতা ২য় অ, ৫০ [illegible]ক।

প্রত্যবায় হয় না। এই ধর্ম্মের অল্প কিছু অনুষ্ঠান করিলেও মহাভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

ভাব—এই কর্ম্মযোগে অনুষ্ঠান নিষ্ফল হয় না, অঙ্গবৈকল্যনিবন্ধন কোন বিঘ্নও ইহাতে নাই। অপিচ এই কর্ম্মযোগাখ্য ধর্ম্মের অল্পানুষ্ঠানও সংসারভয় হইতে রক্ষা করে। যে সকল কর্ম্মে ফলাভিসন্ধি আছে, সে সকলেতে সমুদায় অঙ্গ পরিসমাপ্ত না করিলে আর কর্ম্মফল উৎপন্ন হয় না; যেমন কৃষিকর্ম্মে হলচালন বীজবপনাদি করিয়াও যদি জলসেচন না হয়, তাহা হইলে শস্য পাওয়া যায় না। যেখানে ফলাভিসন্ধি নাই, কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করা হয়, সেখানে কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ কর্ম্ম সমাপ্ত না হইলে অভীষ্টলাভের প্রতিবন্ধক হয় না, কারণ হৃদয়দর্শী ঈশ্বর সেই অল্প অনুষ্ঠানকেও বহু মনে করিয়া থাকেন। স্বয়ং আচার্য্য এই জন্যই বলিয়াছেন, "পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে সে ব্যক্তির কোথাও বিনাশ নাই *।" শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মতে এস্থলে ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মরূপ যোগ বলা হয় নাই, কিন্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিরূপ যোগই বলা হইয়াছে, কেন না উহাই ত্রিগুণাতীত, এবং ত্রিগুণাতীত জন্যই উহার ধ্বংস নাই। "ভগবদ্‌ভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্য শোভা পায় না †" ভাগবতের এই বাক্য অনুসরণ করিয়া তাঁহার এরূপ নিরূপণ করা ভাল হয় নাই, কেন না এস্থলে যে কর্ম্মযোগ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে "যদ্দ্বারা আহুতি দান করা হয় তাহা ব্রহ্ম, যাহা আহুত হয় তাহা ব্রহ্ম ‡" ইত্যাদিতে ভগবদ্ভাবযুক্ত কর্ম্মযোগই বিহিত হইয়াছে। ৪০।

সাংখ্য ও যোগে যে বুদ্ধি উপস্থিত হয় সামান্য ভাবে তাহা বলিয়া, এই দুই বুদ্ধির অন্যান্য বিবিধ বুদ্ধি হইতে পার্থক্য কি, বলিতেছেন :—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্‌। ৪১।

কর্ম্মযোগে ও জ্ঞানযোগে এক একান্ত বুদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির একান্ত বুদ্ধি হয় নাই তাহাদিগের বুদ্ধি বহুদিকে প্রসৃত হয়, বহুশাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

এই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগে—অনেকের মতে কেবল কর্ম্মযোগে, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মতে কেবল ভক্তিযোগে—এক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট বুদ্ধি এক ও অখণ্ড। এক বিষয়ে অভিনিবেশ যাহাদের নাই, তাহাদিগের বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখাবিশিষ্ট। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগে লক্ষ্য এক, সুতরাং বুদ্ধিও এক। যে সকল

* গীতা ৬ অ, ৪০ শ্লোক। † ভাগবত ১স্ক ৫ম অ, ১২ শ্লোক। ‡ গীতা ৪অ, ২৪ শ্লোক।

ব্যক্তি স্বর্গ পুত্র পশু অন্নাদি কামনা করে, তাহাদিগের বুদ্ধি কখনও একান্ত হইতে পারে না; কেন না বিবিধ ফলের কামনাবশতঃ তাহাদিগের বুদ্ধিও বিবিধ আকার ধারণ করে, আবার যে সকল ফলের উদ্দেশে তাহারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে, তন্মধ্যে অনেকগুলি অবান্তর ফল সংযুক্ত থাকাতে, ঐ বুদ্ধি বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে; এ জন্যই ফলকামী ব্যক্তিগণের বুদ্ধিকে আচার্য্য বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্ত বলিয়াছেন। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলেন, "নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলেতে যে সকল প্রধান ও অবান্তর ফল শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সকল ফল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মোক্ষফল এবং একশাস্ত্রার্থরূপে সমুদায় কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে; স্ববর্ণ ও আশ্রমোচিত কাম্য কর্ম্ম গুলি, তাহাদিগের তত্তৎফল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, মোক্ষফলের উপায়স্বরূপ নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার সঙ্গে এক করিয়া যথা-শক্তি অনুষ্ঠান করিতে হইবে।" একমাত্র ভক্তিযোগের পক্ষপাতী শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী জ্ঞানযোগেও এইরূপ বুদ্ধিভেদ বর্ণন করিয়াছেন, "প্রথম অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য নিষ্কামকর্ম্মে বুদ্ধি, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে কর্ম্মার্পণে বুদ্ধি, সেই সময়েই জ্ঞানে বুদ্ধি, জ্ঞান বিফল না হয় এজন্য ভক্তিতে বুদ্ধি, 'জ্ঞান আমাতে অর্পণ করিবে' এই ভগবদুক্তি অনু-সারে জ্ঞানার্পণে বুদ্ধি, এইরূপ বুদ্ধি অনন্ত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অবশ্যানুষ্ঠেয়গুলি থাকাতে সে সকলের শাখাও অনন্ত।" ৪১।

যাহাদের বুদ্ধি একান্তভাবাপন্ন নহে, আচার্য্য তাহাদের বুদ্ধিবিভ্রান্তি বর্ণন করিতেছেন :—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ। ৪২।
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি। ৪৩।
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। ৪৪।

বেদোক্ত কর্ম্মসকলের প্রশংসার প্রতি অনুরাগবশতঃ অজ্ঞ-ব্যক্তিগণ তাহা ছাড়া আর যে কিছু আছে, বলে না। তাহারা কামনার বিষয় লইয়া ব্যস্ত, [ক্ষয়িষ্ণু] স্বর্গকেই পুরুষার্থ মনে করে। সুতরাং জন্ম, কর্ম্ম ও তৎফল প্রদান করে বলিয়া ভোগ ও ঐশ্বর্য্যলাভের উদ্দেশে যে সকল বিশেষ অনুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সকলের প্রশংসাসূচক সাজান কথাগুলি তাহারা বেশ ভাল বাসিয়া বলিয়া থাকে। যাহাদিগের চিত্ত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি

* গীতা ২য় অ, ৩০

আসক্ত তাহাদিগের চিত্ত সেই প্রশংসাবাক্যে অপহৃত হয়, তাই সমাধিতে তাহাদিগের একান্ত বুদ্ধি হয় না।

ভাব—বেদে যে স্বর্গাদি ফলের উল্লেখ আছে, অবিবেকী মূঢ় ব্যক্তিরা তাহাতেই আসক্ত। এই স্বর্গাদিফলসাধন ভিন্ন আর কিছু যে আছে তাহার তাহারা সংবাদও লয় না। ইহাদের চিত্ত বৈষয়িকসুখবাসনাগ্রস্ত, সুতরাং স্বর্গে নানাপ্রকার ভোগের উপকরণ আছে শুনিয়া তাহাকেই ইহারা শ্রেষ্ঠ মনে করে। যে সকল বেদবাক্যে জন্ম, কর্ম্ম ও তৎফলের কথা আছে, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যলাভের উদ্দেশে জ্যোতিষ্টোমাদি বিবিধ বিশেষ বিশেষ যাগ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল আপাতরমণীয় বাক্য ইহারা ভাল করিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। সেই বাক্যে অপহৃতচিত্ত হইয়া ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্তি-বশতঃ সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতায় তাহাদিগের একান্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না। ৪২—৪৪।

বেদবাদিগণের একান্তবুদ্ধি হয় না কেন, কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়াও কি প্রকারে একান্ত বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদানিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দো নিত্যসত্ত্বস্থোনির্যোগক্ষেম আত্মবান্। ৪৫।

সত্ত্ব রজ ও তমোগুণসম্ভূত কর্ম্ম সকল বেদের উপদেশের বিষয়, হে অর্জ্জুন, তুমি এই তিন গুণের অতীত হও, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে অভিভূত না হইয়া নিত্য আপনাতে আপনি অবস্থিতি কর; যাহা পাও নাই বা যাহা পাইয়াছ তাহার জন্য ব্যাকুল না হইয়া আপনাকে স্ববশে রাখ।

ভাব—সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণ বেদের বিষয়; অথবা ত্রিগুণের ক্রিয়া সংসার, সেই সংসারের সমুদায় বিষয় প্রকাশ করা প্রয়োজন, এজন্য সেই সংসারই বেদের বিষয়। এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই—সত্ত্ব রজ ও তমোগুণপ্রধান ব্যক্তি-গণের সাংসারিক বিষয়ে অনুরাগবশতঃ তাহারা সংসারের বিষয় সমুদাই প্রার্থনা করিয়া থাকে; এজন্যই বেদে ধন জন পশু ইত্যাদি কামনাবিষয়ক স্তোত্র সকল দেখিতে পাওয়া যায়। "যাহারা কর্ম্মজনিত সিদ্ধি লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে; তাহারা দেবতা যাজন করে, তাহাদিগের শীঘ্র মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি হয়; *" একথা বলিয়া আচার্য্য দেখাইতেছেন, ইহলোকেই ধন পুত্রাদি লাভের জন্য বেদবিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। "অগ্নিদ্বারা (যজমান) ধনলাভ করেন, সে ধন দিন দিন

* গীতা ৪র্থ, ১২ শ্লোক।

বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয় ও তদ্দ্বারা অনেক বীর পুরুষ নিযুক্ত করা যায় *" ইত্যাদিতে ইহাই প্রতীত হয়। "হে অগ্নি, যে তোমাতে আহুত হইয়াছে, পিতৃ উদ্দেশে প্রদত্ত উপহার সহ যে যাইতেছে, তাহাকে পিতৃগণের নিকট লইয়া যাও, †" ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ইহলোকে ধনাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানেই পরলোক সাধিত হইয়া থাকে ; এরূপ হইবার কারণ এই যে, যাবজ্জীবন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যজমান দেবগণের সন্তোষসাধন করিয়াছেন, সেই সন্তোষ সাধন হইতেই পরলোকের উপকার সাধিত হয়। সাংসারিক সুখসকলের পরিণাম-বিরসত্ব উপলব্ধি করিয়া ঐ সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন নিত্য সুখ অন্বেষণ করে ; তখন তাহার ত্রিগুণাতীতাবস্থায় প্রবেশ হয়। বেদ অতিক্রম করিয়া বেদান্তে এই অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে। বেদেই সমুদায় আছে, বেদান্তে পুরাণাদিতে কি প্রয়োজন, একথা বলা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে, "হে দ্বিজগণ, বেদ সকলেতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, স্মৃতি সকলেতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ ও স্মৃতি উভয়েতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, পুরাণসকলেতে তাহা উক্ত হইয়া থাকে" ; বৈষ্ণব আচার্য্যগণের উদ্ধৃত স্কন্দপুরাণীয় প্রভাসখণ্ডের এই উক্তি বিফল হয় এবং সর্ব্বত্র যে ক্রমোন্নতির নিয়ম দৃষ্ট হয়, তাহাও ভঙ্গ হইয়া যায়। বৈদিক ক্ষণভঙ্গুর ফল সমুদায়ে বীতরাগ আচার্য্য শরণাপন্ন সুহৃদ্‌কে অনুরোধ করিতেছেন, হে অর্জ্জুন, তিন গুণ মিলিত হইয়া কার্য্য করাতে যে বিকার উপস্থিত হয় তাহার অতীত হও, ধনাদি-নীচকামনাবিরহিত এবং নিষ্কাম হও। কোন্ ব্যক্তি নিষ্কাম ধর্ম্মে সিদ্ধ হইতে পারে, দেখাইবার জন্য আচার্য্য অর্জ্জুনসম্বন্ধে তদুপযোগী কয়েকটি বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন, তুমি নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি হইতে বিমুক্ত, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হও। সাংসারিক সুখদুঃখাদিতে যাহাদিগের চিত্ত নিবদ্ধ, সুখদুঃখাদিসহনে যাহারা অক্ষম, তাহারা কখনও ত্রিগুণাতীত ধর্ম্ম অধিকার করিতে পারে না। দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইলেও স্বভাব হইতে বিচ্যুতির আশঙ্কা আছে, এজন্য নিত্যসত্ত্বস্থ এই বিশেষণটি অর্জ্জুনসম্বন্ধে আচার্য্য প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করের মতে নিত্যসত্ত্বস্থ এই বিশেষণের অর্থ, 'সদা সত্ত্বস্থ, সত্ত্বগুণাশ্রিত' ; শ্রীমদ্রামানুজের মতে, 'রজ ও তমোবিরহিত হইলে যে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় সেই পরিবর্দ্ধিত সত্ত্বগুণে স্থিতি' ; শ্রীমচ্ছ্রীধরের মতে, 'নিত্য সত্ত্বস্থ হইয়া অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া' ; শ্রীমদ্বলদেবের মতে 'জীবেতে যে নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ অপরিণামিত্ব (অবস্থান্তরপ্রাপ্তিশূন্যত্ব) আছে তাহাতে স্থিতি' ; শ্রীমন্মধুসূদনমতে 'রজ এবং তমোগুণকে পরাজয় করিয়া সত্ত্বগুণমাত্র অবলম্বন' ; শ্রীমন্নীলকণ্ঠের মতে 'সর্ব্বদা ধৈর্য্য অথবা সত্ত্বগুণ (সত্ত্বস্থতা)', শ্রীমদ্বিশ্বনাথ মতে,'ভগবানের ভক্তগণ নিত্যসত্ত্ব, তাহাদিগের সহিত একত্র স্থিতি।' বস্তুতঃ সত্ত্বশব্দের অর্থ এই যে, সৎ—ব্রহ্ম নিত্য ও

* ঋগ্বেদ ১ম, ১সূ, ৩ ঋক্। † ঋগ্বেদ ১০ম ১৬ সূ ৫ ঋক্।

অবিকারী, তাঁহার ভাবাপন্নতাই সত্ব। সত্বাদিগুণ জন্য জীবেতে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং সেই বিক্ষোভ হইতে যে বিকার ঘটিয়া থাকে, সেই বিকারবিরহিতত্বই সত্ব; আত্মার এইটিই নিজ স্বভাব। অতএব নিত্যসত্বস্থ বিশেষণের অর্থ এই যে, আপনার স্বভাবে আপনি নিত্য অবস্থান করা। নির্দ্বন্দ্ব ও নিত্যসত্বস্থ হইলেও শরীরধারী ব্যক্তির ক্ষুৎপিপাসানিবারণজন্য, তাহার যাহা নাই তাহা উপার্জ্জন, ও উপার্জ্জিত বিষয় রক্ষা প্রয়োজন হইয়া থাকে; এজন্য আচার্য্য নির্যোগক্ষেম এই বিশেষণ দিয়াছেন। উপার্জ্জন ও উপার্জ্জিত বিষয় রক্ষণ হইতে নিবৃত্ত থাকা নির্যোগক্ষমের অর্থ। ইহা কিরূপে সম্ভবে? কেন না স্বয়ং আচার্য্যই বলিয়াছেন "কর্ম্ম না করিয়া তোমার শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না' * "ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া থাকেন †।" এই সকল প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীররক্ষার উপযোগী বস্তুসংগ্রহ এবং তজ্জন্য পরিশ্রম অপরিহার্য্য, শাস্ত্রেতেও উল্লিখিত আছে। এরূপ অবস্থায় নিষ্কামধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি উপার্জ্জন এবং উপার্জ্জিত বস্তু রক্ষণ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিবেন? এই সংশয়ের মীমাংসা আচার্য্যের এই উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়:—"যে সকল ব্যক্তি আমা বিনা আর কিছু চায় না, আমাকেই চিন্তা করে, আমারই উপাসনা করে, সেই অবিরল মন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের যোগক্ষেম আমি বহন করি (যাহা তাহার নাই তাহা আমি যোগাই এবং যাহা যোগাই তাহা আমি স্বয়ং রক্ষা করি) ‡।" আচার্য্যের এই উক্তি দেখাইতেছে যে, উপার্জ্জন ও রক্ষণে চিত্তাভিনিবেশ না করিয়া ভগবানেতে চিত্তাভিনিবেশ এবং তাঁহার আজ্ঞাপালনই সাধকের জীবনোপায়, সংসারিগণের ন্যায় ভরণপোষণের ভাবনায় উপার্জ্জন রক্ষণ তাঁহার জীবনোপায় নহে। ভিক্ষাচর্য্যাদি ভগবানের আজ্ঞাপালনেরই অন্তর্ভূত। সাধক এরূপ ভাবাপন্ন হইলেও কখনও কোন অভাবনীয় পরীক্ষা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে। পরীক্ষা উপস্থিত হইলে কোন্ ভাবাপন্ন হইলে পতনের সম্ভাবনা নাই, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আচার্য্য আর একটি বিশেষণ দিতেছেন, তুমি আত্মবান্ হও। আত্মবান্ শব্দের ব্যাখ্যায় কেহ অপ্রমত্ত, কেহ বিষয়পরবশতাশূন্য, কেহ আত্মস্বরূপান্বেষণপরায়ণ, কেহ জিতচিত্ত অর্থ করিয়াছেন। এ সমুদায় ব্যাখ্যায় দেখা যাইতেছে যে, অন্নপানাদি সমুদায় বিষয় হইতে আত্মাই শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তির এরূপ জ্ঞান আছে, তাঁহার সে জ্ঞান হইতে বিচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। "সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করিয়া আমি যখন পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেছি, তখন তিনি আমার দেহযাত্রাসম্বন্ধে যাহা চাই তাহা আপনি নির্ব্বাহ করিবেন, আত্মবান্ ব্যক্তি এইরূপ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হন," শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতীকৃত এ অর্থ, আত্মা শব্দ পরমাত্মবাচকরূপে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধ পায়। যোগে যখন ঈশ্বরে কর্ম্মসমর্পণ ব্যবস্থাপিত আছে, তখন প্রধানতঃ আত্মার বিষয় বলিবার জন্য এ প্রকরণ নিবদ্ধ হইলেও শ্রীমন্মধুসূদন যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন

* গীতা ৩ অ, ৮ শ্লোক। † বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৫।১। ‡ গীতা ৯ অ, ২২ শ্লোক।

সে পক্ষ সর্ব্বথা গ্রহণের অযোগ্য নহে। নিস্ত্রৈগুণ্য এই বিশেষণ আশ্রয় করিয়া শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এখানে ভক্তিযোগ সিদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার মত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ৪৫।

সমুদায় কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম হইতে বিবিধ সুখসাধক যে সকল ফল উৎপন্ন হয় তাহা হয় না ; ইহাতে কি ক্ষতি হইল না ? এই প্রশ্ন উদ্ভাবন করিয়া আচার্য্য তাহার উত্তর দিতেছেন :—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ। ৪৬।

অনেক স্বল্প জলাশয়ে যে কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক মহাহ্রদে সে সমুদায় প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, সমুদায় বেদে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায় সে সমুদায়ই হয়।

ভাব—অনেকগুলি ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নানপানাদি প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে হয়। বৃহতের ভিতরে ক্ষুদ্র অন্তর্ভূত, এজন্য এক বৃহৎ জলাশয়ে সে সমুদায়ই নিষ্পন্ন হয়। অনন্ত সুখের ভিতরে ক্ষুদ্র সুখগুলি অন্তর্ভূত, সুতরাং বৈদিকানুষ্ঠানে যে সকল ক্ষুদ্র সুখ পাওয়া যায়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানীর এক তত্ত্বজ্ঞানেই লাভ হয়। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থান্তর করিয়াছেন, "সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণ জলাশয়ে পিপাসু ব্যক্তির যত টুকু প্রয়োজন তত টুকু সে গ্রহণ করে, সমুদায় নয় ; এইরূপ জ্ঞানবান্ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির............যাহা কিছু হইতে মোক্ষ সাধিত হয় তাহাই গ্রহণীয় তদ্ভিন্ন আর কিছু গ্রহণীয় নহে।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সকাম ও অকাম ভক্তিযোগপক্ষে এই শ্লোকের যোজনা করিয়া অকামভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, "মেঘাদি অবিমিশ্র সূর্য্যকিরণের যে প্রকার তীব্রত্ব, জ্ঞানকর্ম্মাদি অবিমিশ্র ভক্তিযোগের তেমনি তীব্রত্ব জানিতে হইবে। এস্থলে (সকাম ভক্তিযোগস্থলে) বহু দেবতা হইতে বহু অভিলাষের সিদ্ধি হয় এজন্য বুদ্ধিরও বহুত্ব। যেখানে এক ভগবান্ হইতে সমুদায় অভিলাষের সিদ্ধি, সেখানে বিষয়ের একত্ববশতঃ বুদ্ধিরও একত্ব জানিতে হইবে।" ৪৬।

কর্ম্মযোগে কি গ্রহণীয় নয় তাহা স্পষ্টরূপে আচার্য্য বলিতেছেন :—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। ৪৭।

কর্ম্মতেই তোমার অধিকার ফলেতে নহে। তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না, কর্ম্ম করিব না এরূপ যেন তোমার নির্ব্বন্ধ না হয়।

ভাব—কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যে ফলশ্রুতি আছে, সেই ফলে তোমার অধিকার নাই, এই কথাগুলিতে আচার্য্য আপনার অভিমত জ্ঞাপন করিতেছেন। "যে আমার এই মত" ইত্যাদিতে * ইহা স্পষ্ট প্রকাশিত আছে। ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে সে আকাঙ্ক্ষাবশতঃ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, এজন্য তিনি বলিয়াছেন ফলাকাঙ্ক্ষায় ফলের উৎপাদক হইও না। কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিয়াছেন, কর্ম্ম করিব না যেন তোমার এরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় না হয়। যেখানে আশঙ্কা আছে, সেখানে কর্ম্ম না করাই শ্রেয়স্কর, ইহা জানিয়াও কেন আচার্য্য বলিলেন, কর্ম্ম করিব না যেন তোমার এরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় না হয়। এরূপ বলিবার কারণ এই, কর্ম্ম একান্ত অপরিহার্য্য। এ জন্যই তিনি বলিয়াছেন "তুমি কর্ম্ম না করিয়া শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না" † "গ্রাহ্য, দৃশ্য ও শাস্ত্রোক্ত যে কর্ম্ম আছে কর্ম্মিগণ ঐ কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলিয়া থাকে, জ্ঞানহীন লোকেরা [এইরূপে] কর্ম্মদ্বারা মুগ্ধ হয়। ইহলোকে মনুষ্য মুহূর্ত্তের জন্য নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না" ‡ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বিনা অন্যান্য ব্যাখ্যাতৃগণ শ্লোকস্থ 'এব' শব্দের বলে কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার জ্ঞানে নয়, এই অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এরূপ অর্থ করা ভাল হয় নাই, কেন না 'কর্ম্মেতেই ফলে নয়' এইটি প্রস্তাবিত বিষয়। "কাহারও মতে কর্ম্মযোগে সিদ্ধি হয়, কাহারও মতে কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানে সিদ্ধি হয়। ভক্ষ্য ভোজ্য ভোজন না করিয়া জ্ঞানীরও তৃপ্তি হয় না, কোন্ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ইহা বিদিত নাই? যে সমুদায় জ্ঞান কর্ম্ম সাধন করে, সেই সকল জ্ঞান সফল, অন্য জ্ঞান নিষ্ফল; §" ইত্যাদি আচার্য্যবাক্যে কর্ম্ম বিনা জ্ঞানের বৈফল্য স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞান জ্ঞানী ব্যক্তিকে কর্ম্মে নিয়োগ করে, যেমন ধর্ম্মোপদেশাদিতে; কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, যেমন অধ্যাপনাদিতে। অতএব আচার্য্য অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন বলিয়া অর্জ্জুনের জ্ঞানে অধিকার নাই, ইহা প্রকাশ পাইতেছে না। যদি তাঁহার জ্ঞানে অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া বিফল হইত। ৪৭।

কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্য আচার্য্য উহা বিবৃত করিতেছেন :—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। ৪৮।

সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান থাকিয়া, হে ধনঞ্জয়, কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, সমত্বকেই যোগ বলিয়া থাকে।

* গীতা ৩ অ, ৩১ শ্লোক।
† গীতা ৩ অ, ৮ শ্লোক।
‡ অনুগীতা ২০ অ, ৬১৭ শ্লোক।
§ উদ্যোগপর্ব্ব ২৮ অ, ৬১৭ শ্লোক।

ভাব—ফলাভিলাষ ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ফলসিদ্ধি বা ফলের অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদরহিত হইয়া যোগে স্থিতিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হইবে। এ যোগ কি, যাহাতে স্থিতি করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ব, সেই সমত্বই যোগ। ৪৮।

যোগে যে বুদ্ধি উপস্থিত হয়, উহা একান্তভাবাপন্ন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; সমত্বই যোগ এখন বলা হইল, বুদ্ধিযোগশব্দে এ দুটিকে একত্র করা হইয়াছে, কেন না বুদ্ধি-যোগশব্দে সমত্ববুদ্ধিযুক্ততা বুঝাইয়া থাকে। আচার্য্য এই বুদ্ধিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিতেছেন :—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ। ৪৯।

বুদ্ধিযোগাপেক্ষা কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট, বুদ্ধির আশ্রয় লও। যাহারা ফলের হেতু হয়, তাহারা অতি কৃপাপাত্র।

ভাব—ফলাভিসন্ধিতে যে কর্ম্ম করা হয়, উহা সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম হইতে অতীব অধম, অতীব অপকৃষ্ট। অতএব তুমি সমত্ববিষয়ক বুদ্ধিযোগের আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা কর। ফলের প্রতি আসক্তিবশতঃ যাহারা কর্ম্ম করে, ফলের প্রতি যাহারা তৃষ্ণাযুক্ত, তাহারা দীন কৃপাপাত্র। ৪৯।

বুদ্ধিযোগে কি হয় আচার্য্য বলিতেছেন :—

বুদ্ধিযুক্তোজহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। ৫০।

কর্ম্ম করিয়াও বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই পরিহার করেন, সে জন্য যোগযুক্ত হও, যোগ কর্ম্মে কৌশল।

ভাব—কর্ম্মেতে স্বর্গাদিসাধক সুকৃতি ও নিরয়াদিসাধক দুষ্কৃতি উপস্থিত হয়, এ উভয়ই সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি পরিহার করেন। "ধর্ম্মদ্বারা পাপ অপনোদিত হয়," এই অনুশাসনে বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির কর্ম্মদ্বারা দুষ্কৃতিত্যাগ হইল বটে, কিন্তু সুকৃতি ও ধর্ম্ম যখন একজাতীয়, তখন সুকৃতিত্যাগ কি প্রকারে হইবে, এই সংশয় উত্থাপন করিয়া শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরী এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, প্রাচীনগণ এই প্রকার বলেন; আধুনিকগণ উপরি উল্লিখিত রীতিতে দুষ্কৃতিত্যাগ স্বীকার করিয়া বলেন যে, ফলত্যাগ করাতে কর্ম্মযোগীর সুকৃতিত্যাগও হয়, কেন না দুষ্কৃতির ফল যে প্রকার মোক্ষের প্রতিবন্ধক, সুকৃতির ফলও তদ্রূপ, সে ফল এখানে উৎপন্ন হইতেছে না।" বস্তুতঃ কথা এই, ফলের আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত আবদ্ধ না হইলে তজ্জনিত সুখদুঃখাদির উদ্বেগ থাকে না, ইহাতে আত্মা বা পরমাত্মাতে চিত্তাভিনিবেশ

করিতে গিয়া সুকৃতিজনিত অভিমান উপস্থিত হয় না, কারণ সুকৃতি আত্মার স্বরূপ ও স্বাভাবিক। "সেজন্য যোগযুক্ত হও, যোগ কর্ম্মে কৌশল" এ কথায় আচার্য্য প্রকারান্তরে উহাই বলিয়াছেন, বুদ্ধিযোগের যখন এরূপ ফল, তখন যোগের জন্য উদ্যুক্ত হও। কর্ম্মেতে কৌশল যোগ ;—এ কৌশল কি? ফলাভিসন্ধিবিরহিত হওয়াতে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না করা। ফলাভিসন্ধিবিরহিত হওয়াতে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না। ৫০।

তুচ্ছ সাংসারিক ফল পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ হয়, ইহাই আচার্য্য বলিতেছেন :—

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্। ৫১।

বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ কর্ম্মজনিত ফল পরিত্যাগ করিয়া জন্ম ও বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন, এবং মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন।

ভাব—যাঁহারা সমত্ববুদ্ধিযুক্ত, সেই সকল মননশীল পণ্ডিতেরা আত্মাকে যথাযথ অবগত হইয়া কর্ম্মজনিত ক্ষয়শীল তুচ্ছফল পরিত্যাগপূর্ব্বক জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়েন এবং সকল প্রকার উপদ্রববিরহিত ক্লেশশূন্য মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন ; এই মোক্ষপদকে বিষ্ণুর পরমপদ বলা হইয়া থাকে। ৫১।

কোন্ অবস্থায় আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় এবং পরমপদ প্রাপ্তির যোগ্যতা জন্মে, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ। ৫২।

যখন তোমার বুদ্ধি মোহদুর্গ অতিক্রম করিবে, তখন শ্রোতব্য এবং শ্রুতবিষয়ের প্রতি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে।

ভাব—দেহাদিকে আত্মা বলিয়া মনে করাতে যে অবিবেক উপস্থিত হয়, সেই অবিবেক মোহশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মোহ হইতে চিত্ত কলুষিত হয় ; এবং তুচ্ছ সাংসারিক ফলের প্রতি অভিলাষবশতঃ গভীর অজ্ঞানতায় হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বুদ্ধি যখন এই গভীর মোহ বিশেষ ভাবে অতিক্রম করে, তখন উহা নির্ম্মল হয়, এবং সে সময়ে যে সমুদায় শাস্ত্র শ্রবণ করা হইয়াছে বা শ্রবণ করিতে হইবে, তৎপ্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়। সকল শাস্ত্রের সারভূত বিবেকজনিত তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পাওয়াতে যে শাস্ত্র শুনা হইয়াছে বা শুনিতে হইবে তাহাদিগকে নিষ্ফল, এবং তাহাদের আলোচনায় কালক্ষেপ করা বৃথা, মনে

হয়। এ জন্যই, "ঋক্ সকল আকাশস্বরূপ অক্ষর পরব্রহ্মকে [স্থিতি করে] * ;" এই ঋক্ অবলম্বনপূর্ব্বক সাবিত্রাগ্নিবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সাবিত্রবিদ্যা জানে, তাহার ঋগ্বেদেও প্রয়োজন নাই, যজুর্ব্বেদেও প্রয়োজন নাই, সামবেদেও প্রয়োজন নাই †।" এরূপ কেন হয়, এ জিজ্ঞাসানিবৃত্তির জন্য সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন, "পূর্ব্বোক্ত রীতিতে পরমতত্ত্ব অবগত হওয়াই ঋক্ প্রভৃতি বেদত্রয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। তত্ত্ব অবগত হইলে সে সকল পাঠ করা অথবা সে সকলের অনুসারে অনুষ্ঠান করার আর কিছুই প্রয়োজন থাকে না। নদী উত্তীর্ণ হইলে নৌকাতে আর কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না"। ৫২।

যাহা শ্রুত হইয়াছে এবং শুনিতে হইবে, তৎপ্রতি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে পর কখন যোগলাভে যোগ্যতা উপস্থিত হয়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি। ৫৩।

নানা প্রকার লৌকিক ও বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; সেই বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন সমাধিতে অচল হইয়া অবস্থিতি করিবে, তখন যোগ লাভ করিবে।

ভাব—বিবিধ প্রকারের লৌকিক ও বৈদিক বিষয় সমুদায় শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে। বিবেকসম্ভূত তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি-লাভ করাতে যখন এই বুদ্ধি অচঞ্চল ও সংশয়বিরহিত হইয়া সমাধি অর্থাৎ চিত্তসমাধান করিবার স্থল আত্মাতে নির্ব্বাতদীপশিখার ন্যায় অচল হইয়া স্থিতি করিবে, তখন আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার ও বিবেকপ্রজ্ঞারূপ যোগলাভ করিবে। শ্রীমদ্ভা-গবত এই বিষয়ই অন্য কথায় কহিয়াছেন, "আত্মাতে পরিচিন্তিত হইয়া ভগবান্ যখন যে ব্যক্তির উপরে অনুগ্রহ করেন, তখন সে ব্যক্তি লৌকিক বিষয়ে অনুরাগ ও বৈদিক বিষয়ে নিরতিশয় নিষ্ঠা দূরে পরিহার করে ‡।" এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ এবং তাঁহার অনুগামী শ্রীমদ্বলদেব শ্লোকস্থ বিপ্রতিপন্ন এই বিশেষণটির বিশেষরূপে প্রতিপন্ন এই অর্থ করিয়াছেন। এরূপ অর্থ করা ভাল হয় নাই, কেন না যাহা শ্রবণ করা হইয়াছে বা যাহা শ্রবণ করিতে হইবে, তাহার প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে কি হয় তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমাংশের অবতারণা হইয়াছে। শ্রীমচ্ছ্রীধর সমাধিশব্দের অর্থ পরমেশ্বর এবং শ্রীমন্মধুসূদন পরমাত্মা অর্থ করিয়াছেন। এই গীতা শাস্ত্র তিন ছয় আঠার অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ছয় অধ্যায়ে আত্মা প্রধানরূপে

---

* ঋগ্‌বেদ ১ম, ১অ, ১৬৪ সূ, ৩৯ ঋক্ † তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১০।৯।

‡ ভাগবত ৪স্ক, ২৯ অ, ৪৬ শ্লোক।

বক্তব্য বিষয়। এ ভাষ্যে এই ভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই শ্লোকে কি বলা হইয়াছে শ্রীমদ্রামানুজ এইরূপে তাহা বলিয়াছেন, "শাস্ত্রজন্য যে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই আত্মজ্ঞান সহকারে কর্ম্মযোগ [অনুষ্ঠিত হইয়া] স্থিতপ্রজ্ঞতা নামে প্রসিদ্ধ জ্ঞাননিষ্ঠা উৎপাদন করিয়া থাকে। এই জ্ঞাননিষ্ঠতারূপ স্থিতপ্রজ্ঞতা আবার যোগ-নামে প্রসিদ্ধ আত্মদর্শন সাধন করে"। ৫৩।

বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন স্থিরতা লাভ করে, তখন আত্মাতে সাধকের অবিচলিত ভাবে স্থিতি হয়, তদনন্তর আত্মসাক্ষাৎকাররূপ যোগ উপস্থিত হয়, ইহা বলা হইয়াছে; এখন সেই যোগযুক্ত ব্যক্তির লক্ষণাদি জানিবার জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

অর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্। ৫৪।

যে সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার লক্ষণ কি? যাঁহার বুদ্ধি স্থিরতা লাভ করিয়াছে তাঁহার চলা বলা, এবং গ্রহণ করা বা কিরূপ?

ভাব—হে কেশব, যে ব্যক্তির বুদ্ধি নিশ্চল হইয়া স্থিতি করে, সেই আত্মস্থ ব্যক্তিকে কোন্ শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে এবং তাহার লক্ষণই বা কি? এইরূপে যাঁহার প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তিনি যখন লোকের সঙ্গে ব্যবহাব করেন, তখন লোকে তাঁহার স্তুতি নিন্দাবাদ করিলে তিনি কিরূপ কথা বলিয়া থাকেন; বাহিরের ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযত করিয়া তিনি কি প্রকারেই বা অবস্থান করেন এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহকেই বা কি প্রকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৫৪।

প্রথমতঃ আচার্য্য স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে। ৫৫।

হে পার্থ, যখন মনোগত সমুদায় কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধক আপনাতে আপনি পরিতুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।

ভাব—হে পার্থ,আত্মাতে যে যোগাভিলাষ আছে তাহা স্বাভাবিক, সুতরাং উহা অপরিহার্য্য, মনোগত অভিলাষগুলি সে প্রকারের নহে। যিনি মনোগত সর্ব্বপ্রকারের ভোগাভিলাষ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন, আত্মার বিরোধী তুচ্ছ বিষয়সমূহে পরিতুষ্ট না হইয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়েন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। অধ্যায়পরিসমাপ্তিপর্য্যন্ত এখানে যে সকল স্থিতপ্রজ্ঞতার

স্বরূপব্যঞ্জক লক্ষণ সকল কথিত হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণই যোগে যে ব্যক্তি সিদ্ধ হয় নাই তাহার সাধনের বিষয়। ৫৫।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে। ৫৬।

দুঃখেতে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেতেও যাঁহার স্পৃহা নাই, যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিশূন্য হইয়াছেন, যিনি নিয়ত আত্মমননশীল, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

ভাব—ক্ষুৎপিপাসা শোক মোহ জ্বর শিরোরোগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক; সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন আধিভৌতিক, ঝঞ্ঝাবাত বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ প্রকারের দুঃখেতে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না অক্ষুব্ধ থাকে, সুখেতে যাঁহার স্পৃহা বা তৃষ্ণা নাই, আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ যাঁহার চলিয়া গিয়াছে, যিনি আত্মার বিষয় অনুধ্যান করেন, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। এস্থলে শ্রীমদ্বলদেব, শ্রীমন্মধুসূদন এবং শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বহু প্রয়াস স্বীকার করিয়া "স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি বলেন (৫৪ শ্লোক)?" এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ ব্যাখ্যা ভাল হয় নাই; কেন না "বলিয়া থাকেন" এই কথায়, অপরে তাঁহাকে কি বলেন ইহাই বুঝায়। শ্রীমদ্রামানুজ এই শ্লোক জ্ঞাননিষ্ঠার দূর ও নিকটবর্ত্তী অবস্থা এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ বা তাদৃশ অন্য কোন প্রকার দুঃখ উপস্থিত হইলে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, প্রিয়বস্তু সন্নিহিত হইলেও তাদৃশ সুখে যাঁহার স্পৃহা নাই, অনাগত বিষয়ে যাঁহার অনুরাগ নাই, প্রিয়বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ও অপ্রিয় বিষয় উপস্থিত হইবার কারণ দর্শন করিয়া যে ভয়জনিত দুঃখ উপস্থিত হয়, তাদৃশ দুঃখ যাঁহার নাই, কোন ব্যক্তিদ্বারা প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটিলে অথবা অপ্রিয় বস্তু উপস্থিত হইলে যে ক্রোধ-রূপ মনের বিকার উপস্থিত হয় তাহা যাঁহার নাই, ঈদৃশ আত্মমননশীল ব্যক্তিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।" ৫৬।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি বলেন, আচার্য্য এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন :—

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৭।

সর্ব্বত্র যিনি মমতাশূন্য, শুভ লাভ করিয়াও যিনি তুষ্ট হয়েন না, অশুভলাভ করিয়াও যিনি দ্বেষ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে।

ভাব—যিনি সকল বিষয়েতে স্নেহশূন্য, এই বাক্যের অর্থ করিতে গিয়া শ্রীমদ্বলদেব

বলিয়াছেন, "এখানে স্নেহ ঔপাধিক (conditional) ;" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "যেটি থাকিলে অন্য ব্যক্তির ক্ষতি বৃদ্ধিতে আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি বলিয়া মনে হয় তাহাকেই স্নেহ বলে ; স্নেহ তমোগুণসম্ভূত মনের বৃত্তি, প্রেমের পর্য্যায়শব্দ" ; শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলেন, "ধনদারাদিতে অতিশয় স্নেহবান্ ব্যক্তি তাহাদের কোন প্রকার বৈকল্য উপস্থিত হইলে আপনাকে বিকল মনে করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হয় ; এবং তাহাদিগের [ধনাদি] পরিপুষ্টি উপস্থিত হইলে আপনাকে [ধনাদি] পরিপুষ্ট মনে করিয়া অভিমানী হয়।" বস্তুতঃ 'অভিস্নেহ' শব্দের সহজ অর্থ অনাত্মবস্তুতে অনুরাগ। এই অনুরাগবশতঃ অনাত্মবস্তু-ঘটিত সুখ এবং দুঃখাদি লোকে আপনাতে আরোপ করে। যে ব্যক্তির ঈদৃশ অনুরাগ নাই, শুভই আসুক আর অশুভই আসুক, অনুকূল বিষয় হউক বা প্রতিকূল বিষয় হউক, সুখকর বিষয় উপস্থিত হউক বা দুঃখকর বিষয় উপস্থিত হউক, তিনি সে সকলেতে আনন্দও করেন না, ধিক্কারও করেন না ; সে সকলকে প্রশংসাও করেন না, দ্বেষও করেন না, অথবা অসূয়াবশতঃ নিন্দাও করেন না। কোন একটি অভিলষিত বিষয় তিনি যে ব্যক্তি হইতে লাভ করিলেন তাঁহাকে তিনি বলেন না, 'তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ, তুমি চিরজীবী হয় ; অথবা যে ব্যক্তি হইতে তিনি মুষ্টিপ্রহারাদি লাভ করিলেন 'তুমি পাপাত্মা, নরকে নিপতিত হও,' ইহা বলিয়া তাহাকে তিনি অভিশাপও দেন না ; যে ব্যক্তি ঈদৃশ ভাবাপন্ন তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্তুতিনিন্দাসূচক বাক্য বলেন না, অভিলষিত বিষয় পাইয়াও আনন্দিত হয়েন না, অনভি-লষিত বিষয় পাইয়া দ্বেষ করেন না, এই কথাগুলিতে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি প্রকার লক্ষণা-ক্রান্ত তাহা বুঝা যাইতেছে। ৫৭।

কি ভাবে তিনি স্থিতি করেন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৮।

কূর্ম্ম যেরূপ স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্যক্ প্রকারে [ভিতরে] আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি যখন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে প্রত্যাহার করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভাব—ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া যোগী আপনাতে স্থিতি করেন, এ কথা বলাতে তিনি কি ভাবে সংসারে অবস্থান করেন, তাহা লক্ষিত হইতেছে। শ্রীমদ্রামানুজ 'মনোগত সমুদায় কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক' এই হইতে চারিটি শ্লোকে চরিপ্রকার জ্ঞাননিষ্ঠা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্বটি হইতে পর পরটি সাধিত হইয়া থাকে। ৫৮।

বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের নিবৃত্তি জড়, আতুর ও উপবাসপরায়ণদিগেরও হইতে পারে, সুতরাং কেবল ইন্দ্রিয়নিবৃত্তি হইলেই কৃতার্থতা হয় না, ইহাই আচার্য্য বলিতেছেন :—

বিষয়াবিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। ৫৯।

নিরাহার দেহীর [বাহিরে] ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু [ভিতরে] তৎপ্রতি অভিলাষের নিবৃত্তি হয় না, উহা বিষয়ের অতীত আত্মাকে দর্শন করিলে নিবৃত্ত হয়।

ভাব—জড়, আতুর, বা অনাহারে কাতর ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ, সুতরাং তাহাদিগের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, শব্দাদি বিষয় হইতে তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যাহৃত হইয়াছে, কিন্তু একথা বলা যাইতে পারে না যে, তাহাদিগের সেই সেই বিষয়ের অভিলাষ নিবৃত্ত হইয়াছে। যাঁহারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিশগণকে নিবৃত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের তখনও অভিলাষ নিবৃত্ত হয় নাই, সে অভিলাষের নিবৃত্তি বিষয়ের অতীত আত্মার স্বরূপ অনুভব করিলে তবে হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য শ্লোকস্থ 'পর' শব্দে পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্ম, শ্রীধরস্বামী পরমাত্মা, এবং মধুসূদন সরস্বতী পুরুষার্থ অর্থ করিয়াছেন। ৫৯।

ইন্দ্রিয়সংযম বিনা স্থিতপ্রজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না ; ইন্দ্রিয়সংষম সামান্য যত্নে সাধিত হয় না ; অতএব ইন্দ্রিয়সংযমে অতিমাত্র যত্ন কর্ত্তব্য, আচার্য্য এই কথা বলিতেছেন :—

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ। ৬০।

যত্নশীল জ্ঞানী ব্যক্তিরও মন ইন্দ্রিয়গণ হরণ করিয়া থাকে, উহারা একান্ত চাঞ্চল্যবর্দ্ধক।

ভাব—হে কৌন্তেয়, যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ লাভ করিয়াছেন, বিষয় ও আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা বিষয়ের দোষ দর্শনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ যত্ন করিলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের মন হরণ করে এবং তাঁহাদিগের চিত্তকে বিকারগ্রস্ত ও বিষয়প্রবণ করিয়া তুলে। যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা এরূপ বিকারগ্রস্ত হন কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইন্দ্রিয়গণ নিরতিশয় বলবান্, উহারা চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত করে এবং বিবেকলব্ধ জ্ঞান বিনষ্ট করে। দস্যুগণ যেরূপ প্রভুকর্ত্তৃক নিযুক্ত রক্ষককে পরাভূত করিয়া চক্ষুর সম্মুখেই ধন হরণ করিয়া লয়, ইন্দ্রিয়গণও সেইরূপ আত্মা কর্ত্তৃক নিযুক্ত রক্ষক মনকে পরাভূত করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠাসম্পদ্ হরণ করিয়া থাকে। ৬০।

ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া কি করিতে হইবে এবং তাহার ফলই বা কি এখন তাহাই আচার্য্য বলিতেছেন :—

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬১।

সমুদায় ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক যোগী ব্যক্তি একমাত্র আমায় আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে। ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশে থাকে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভাব—শ্লোকস্থ মৎপরশব্দসম্বন্ধে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন "আমি বাসুদেব, সকলের অন্তরাত্মা, আমিই যাহার একমাত্র আশ্রয়, সেই ব্যক্তি মৎপর ; সেই ব্যক্তি হইতে আমি ভিন্ন নই, এই ভাবে সে আমাতে অবস্থিতি করে ;" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "আমি চিত্তের শুভ আশ্রয়, আমাতে মন স্থাপন করিয়া সমাহিত হইয়া সে অবস্থান করে ;" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন "সর্ব্বাত্মা বাসুদেব আমিই যাহার একমাত্র উৎকৃষ্ট উপাদেয় বিষয়, সেই একান্তভক্তই মৎপর।" "বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ আমাকে পাইয়া থাকে। বাসুদেবই সব, এরূপ [জ্ঞানবিশিষ্ট] মহাত্মা ব্যক্তি সুদুর্লভ *," আচার্য্য এরূপ বলাতে দেখা যাইতেছে যে, স্বনামেই তিনি আপনাকে উপাস্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন, অথচ অনুগীতায় তিনি আপনাকে জীবরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন,—"আমার এই মনকেই ব্রাহ্মণ জানিবে এবং আমার এই বুদ্ধিকেই ব্রাহ্মণী জানিবে, যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকে, হে ধনঞ্জয়, তিনিই আমি †।" "হে ভারত, সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে ‡" এই উক্তি অনুসারে "চারিদিকে যাঁহার হস্ত ও পদ, চারিদিকে যাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, চারিদিকে যাঁহার কর্ণ, তিনিই সমুদায় আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, §" এই যে জগৎ-ও জীব-শরীরে প্রকাশিত ব্রহ্ম,—যিনি মহাপুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন,—তিনিই এই ক্ষেত্রজ্ঞ একথা বলা যাইতে পারে না, কেন না যোগের অবস্থায় উপদেষ্টাতে এই মহাপুরুষের প্রকাশ হইয়া থাকে। এস্থলে যোগাবস্থা নাই, এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন, "আরতো তাহা সে রূপ করিয়া সমগ্র বলা যাইতে পারিবে না, কারণ যোগযুক্ত হইয়া আমি সেই পরম বেদ বলিয়াছিলাম। সেই ভাবার্থপ্রকাশক পুরাতন ইতিহাস এক্ষণে বলিতেছি ¶।" এস্থলে নিজের অযোগাবস্থা স্বীকার করিয়া পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলেন, এখন ইতিহাস হইয়া গিয়াছে, তাহাই বলিতেছেন, এরূপ বলাতে গীতা হইতে অনুগীতার কত প্রভেদ তাহা তিনি আপনি দেখাইয়াছেন। কৈবল্য-

---

* গীতা ৭ অ, ১৯ শ্লোক। † অনুগীতা ৩৪ অ, ১২ শ্লোক। ‡ গীতা ১৩ অ, ২ শ্লোক।
§ গীতা ১৩ অ, ১৩ শ্লোক। ¶ অনুগীতা ১৬ অ, ১৩ শ্লোক।

লাভের উদ্দেশে উপদেষ্টাতে ব্রহ্মদর্শন করা এদেশে মহাভারতের সময়ের পূর্ব্ব হইতে পরম্পরাগত রীতি ছিল, অন্যথা শিশুপাল ভীষ্মকে ভৎর্সনা করিবার সময়ে যে বলিয়াছেন, “এই দুরাত্মা ভোজপালিত ব্যক্তিতে তুমি কেন কৈবল্যলাভের বাসনায় সমুদায় জগতের সমাবেশ করিতেছ, *” একথা সমঞ্জস হয় না। অহো! আচার্য্যগণ কেনই বা শিষ্যগণসন্নিধানে আপনাদিগকে ব্রহ্মরূপে উপস্থিত করিয়াছেন! দেখ, কপিল আপনার পিতাকে বলিয়াছেন, “আমা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে, এখন আমাতে সমুদায় কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক যথা ইচ্ছা গমন কর, দুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃতত্ব লাভের জন্য আমাকে ভজনা কর। আমি আত্মা, স্বয়ং জ্যোতিঃ, আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করি, তুমি আত্মাতে আত্মাকে অবলোকনপূর্ব্বক শোকশূন্য হইয়া অভয় লাভ করিবে †।” ঋষভ তাঁহার পুত্রগণকে বলিয়াছেন, “আমি ঈশ্বর। আমাতে যে সকল ব্যক্তি সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়াছে, তাহারা দেহের ভরণপোষণাদি ব্যাপারে, জনসকলে, গৃহে, জায়াতে, আত্মজসকলেতে ও ধন সম্পদে প্রীতিযুক্ত নয়; ইহলোকে শরীররক্ষার্থ যাহা প্রয়োজন কেবল তাহাতেই পরিতুষ্ট ‡।” তিনি আপনার বাসুদেবত্বও স্পষ্ট বাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন;—“আমি বাসুদেব, আমাতে যত দিন প্রীতি না হয় তত দিন জীব দেহ হইতে বিমুক্ত হয় না §।” বাসুদেব কে? “সর্ব্বত্র ইনি বাস করেন, সমস্ত ইঁহাতে বাস করে, এজন্য পণ্ডিতেরা ইঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন ¶।” আচার্য্যগণের আপনাদিগকে উপাস্যরূপে উপস্থিত করিবার তত্ত্ব কি? ব্রহ্মসূত্র এবং তাহার ভাষ্যে ইহার তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যথা “শাস্ত্রদৃষ্টিতে বামদেবের ন্যায় উপদেশ [হইয়া থাকে] ||।” শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, “ইন্দ্রদেবতা আপনার আত্মার পরমাত্মত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া, ‘আমিই পরব্রহ্ম,’ ঋষিগণের দৃষ্টিতে যথাশাস্ত্র আপনাকে এইরূপে দেখিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন, ‘আমাকে জান’; ঋষি বামদেবও এইরূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্য হইয়াছিলাম।’ ইন্দ্রও সেইরূপ বলিয়াছেন, কেন না শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, ‘যে ব্যক্তি যে দেবতার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, সে ব্যক্তি তৎস্বরূপ হইয়া থাকে।’ আবার যে ‘আমাকেই জান’ বলিয়া ইন্দ্র শরীরধারিগণের ধর্ম্মস্বীকারপূর্ব্বক ত্বাষ্ট্রবধাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দোষ পরিহার করিতে হইতেছে। দোষপরিহারার্থ এই কথা বলা যাইতে পারে যে, এখানে ত্বাষ্ট্রবধাদির বিষয় যে উল্লেখ হইয়াছে তাহা আপনার দেবদেহের প্রশংসার জন্য তিনি উল্লেখ করেন নাই। এ প্রশংসার এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, যেহেতুক ঈদৃশ কর্ম্ম

---

* সভাপর্ব্ব ৪৪ অ, ২৬ শ্লোক। † ভাগবত ৩য় স্ক, ২৪ অ, ৩৮। ৩৯ শ্লোক।

‡ ভাগবত ৫ স্ক, ৫ অ, ৩ শ্লোক। § „ ৫ স্ক, ৫ অ, ৬ শ্লোক।

¶ বিষ্ণুপুরাণ ১ অং, ২ অ, ১২ শ্লোক। || বেদান্তসূত্র ১ অ, ১ পাদ, ৩০ সূত্র।

করিয়াছি অতএব আমাকে জান, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ প্রশংসা দ্বারা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের স্তুতি হইতেছে। সেই জন্যই অগ্রে ত্বাষ্ট্রবধাদি সাহসিক কার্য্যের উল্লেখ করিয়া তৎপর তিনি এইরূপে [ব্রহ্ম] বিজ্ঞানস্তুতি করিয়াছেন, 'ঐ কার্য্যে আমার একটি লোমেরও হানি হয় নাই। যে ব্যক্তি আমাকে জানে তাহার কোন কর্ম্মদ্বারা তাহার [প্রাপ্য] লোকের কোন ক্ষতি হয় না।' একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া আমি ক্রূর কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়াও আমার একটি লোমেরও যখন হানি হয় নাই, তখন আমাকে যে জানে তাহার কোন কর্ম্মদ্বারাই [তৎপ্রাপ্য] লোকের বিনাশ উপস্থিত হইতে পারে না। এস্থলে ব্রহ্মই জানিবার বিষয়, কারণ পরে বলা হইয়াছে, 'আমি প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ', সুতরাং এ বাক্যের লক্ষ্য ব্রহ্মই।" শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য এ সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—"ইন্দ্র যে জীবভাবাপন্ন, ইহা সকলেরই জানা আছে; তবে যে তিনি 'আমাকে জান' 'আমাকে উপাসনা কর', এইরূপ বলিয়া উপাস্য ব্রহ্মই যেন তিনি আপনি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অন্য কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নহে, কিন্তু আপনার আত্মদৃষ্টি এবং শাস্ত্রসিদ্ধ আত্মদৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া। এখানে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে,—'এই জীব সহকারে আপনি প্রবেশ করিয়া নামরূপ ব্যক্ত করিব' 'এসমুদায়ই এতৎস্বরূপ' 'সর্ব্বাত্মা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জনগণকে শাসন করেন' 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়াও আত্মা হইতে স্বতন্ত্র, যাঁহাকে আত্মা জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি স্বতন্ত্র থাকিয়া আত্মাকে শাসন করিয়া থাকেন, ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, ইহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি দিব্য একমাত্র দেব নারায়ণ' ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবাত্মা পরমাত্মার শরীর, ইহা অবগত হইয়া এবং জীবাত্মবাচক অহং ত্বং ইত্যাদি শব্দ পরমাত্মাতেই পর্য্যবসন্ন হয় ইহা জানিয়া, 'আমা-কেই জান' 'আমাকেই উপাসনা কর,' এইরূপ আপনার আত্মা, যে পরমাত্মার শরীর, সেই পরমাত্মাকেই বামদেবের ন্যায় উপাস্যরূপে ইন্দ্র উপদেশ করিয়াছিলেন; ঋষি বামদেব যেরূপ, পরব্রহ্ম সকলের অন্তরাত্মা, সকলেই তাঁহার শরীর এবং শরীরবাচক যত-গুলি শব্দ আছে সে সকলের শরীরেতেই পর্য্যবসান হয়, ইহা দেখিয়া, অহংশব্দে—আপ-নার আত্মা যে পরব্রহ্মের শরীর—তাঁহাকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহার সহিত এক হইয়া আপনাকে মনু ও সূর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—'ঋষি বামদেব এইরূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম, আমি বিপ্র কক্ষিবান্ ঋষি হইয়াছিলাম' ইত্যাদি; যেরূপ প্রহ্লাদও বলিয়াছিলেন 'অনন্ত যখন সর্ব্বগত, তখন তিনিই অহংরূপে অবস্থিত। আমা হইতেই সকল আমিই সকল, নিত্যকাল স্থায়ী আমাতেই সকল'।" দ্বৈতবাদী শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন "ভাগবতে—'[তিনিই] সংবিৎ (জ্ঞান), শাস্ত্র ও পরমপদ' পদ্মপুরাণে—'বিষ্ণুই সকল শাস্ত্রের হেতু (প্রবর্ত্তয়িতা), এজন্য সেই সেই

শাস্ত্রের (প্রবর্ত্তয়িতার) নামে তিনি আহূত হইয়া থাকেন, সেই পুরুষোত্তম ভিন্ন কোথাও কোন নাম নাই।' [এবং শ্রুতিতে] 'আমিই মনু এবং আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম' [উল্লিখিত আছে], সুতরাং [সূত্রস্থ] শাস্ত্র [শব্দে] অন্তর্য্যামী [বুঝাইতেছে]।" এই সূত্র উপলক্ষ করিয়া শ্রীমজ্জীব গোস্বামীও বলিয়াছেন, "'আমিই পুরুষ আমিই প্রাণ' এইরূপে ইন্দ্র যে আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন তাহা 'তুমিই সেই' (তত্ত্বমসি) ইত্যাদি অভেদ প্রতিপাদক শাস্ত্রানুসারে সম্ভব হয়। জ্ঞানে একাকারতা, অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতা, অথবা শরীর ও শরীরীর একই শব্দে উল্লেখবশতঃ [এই অভেদ ভাব ঘটিয়া থাকে]; বামদেবও এজন্যইবলিয়াছিলেন 'আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্য হইয়াছিলাম' ইত্যাদি।" শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ—অপর নাম গোবিন্দকান্ত—বেদান্তস্যমন্তকে ইহার তত্ত্ব বলিয়াছেনঃ—"অস্মদর্থে সেই পরমাত্মা হরিকেই বুঝাইয়া থাকে। 'হে গুড়াকেশ, আমিই আত্মা' ইত্যাদি স্থলে আত্মা ও অহম্, এ দুই শব্দ অভেদভাবে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়।" "যাহাতে যখন ব্রহ্মের আবির্ভাব হয়, তাহাকে তখন ব্রহ্মের সহিত ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিলে [সে ব্যক্তি] নিন্দিত হয়।" "চতুর্থধ্যান অবলম্বন করিয়া, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, আপনি আর তাহা হইতে বাহির হন নাই, [আপনি আবার ধ্যান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া] আমার মন বিস্মিত হইয়াছে *," যুধিষ্ঠিরের এই কথায় দেখিতে পাওয়া যায়, আচার্য্য নিয়ত ব্রহ্মেতেই স্থিতি করিতেন, এরূপ স্থলে কখন যোগযুক্তত্ব কখন অযোগযুক্তত্ব, এরূপ কেন তাঁহাতে আরোপ করা হয়? এরূপ আরোপ করিবার কারণ এই যে, ধ্যানকালে তিনি তুরীয় ব্রহ্মেতে স্থিতি করিতেন, ব্যবহারকালে স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থায় মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গোচরে স্থিতি করিতেন, সুতরাং তাঁহাতে ধ্যানাবস্থা ও অধ্যানাবস্থা, এ দুইয়ের অত্যন্ত পার্থক্য ছিল। যুধিষ্ঠিরের কথার তিনি যে উত্তর দেন, তাহাতে এই পার্থক্য প্রকাশ পাইয়াছে; কেন না ঐস্থলে লিখিত আছে, "অনন্তর মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে আপনার গোচরে রাখিয়া ভগবান্ উপেন্দ্র ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।" † স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থায় অবস্থানকালে স্বরূপের একতাবশতঃ পরব্রহ্মের সহিত যোগ হয় বটে, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত আছি, এরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান উহাতে জন্মায় না, এজন্য যোগ এখানে পরিস্ফুট নয়; কিন্তু যে সময়ে ব্রহ্মেতে চিত্ত সমাধান করা হয়, সে সময়ে তৎসহ যোগ পরিস্ফুট, এস্থলে এই ভেদ বুঝিতে হইবে। 'যোগী ব্যক্তি একমাত্র আমায় আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে' এস্থলে যোগী কি ভাবে থাকেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, অনেকে বলেন। অভ্যাসবশতঃ যাঁহার সমুদায় ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিয়াছে। এস্থলে কেবল আত্মাবলোকনরূপ যোগে কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য, 'আমি' 'আমার'

* শান্তিপর্ব্ব ৪৬ অ, ২ শ্লোক।

† শান্তিপর্ব্ব ৪৬ অ, ১০ শ্লোক।

'আমাতে' ইত্যাদি শব্দে অথবা ব্রহ্মশব্দে, এ ছয় অধ্যায়ের মধ্যেও আচার্য্য কোথাও কোথাও অন্তর্য্যামী পুরুষকে উপস্থিত করিয়াছেন, ইহাতে প্রথম ছয় অধ্যায়ে অধ্যাত্ম যোগ বলা হইবে এ প্রতিজ্ঞার হানি হয় নাই, কারণ অন্তর্য্যামীর সহিত অভিন্ন ভাবে স্থিতি করিলে তবে অধ্যাত্মযোগ সিদ্ধ হয়, না করিলে কখন হয় না। অধিকন্তু যে শাস্ত্রে সমন্বয় প্রধান, সে শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি, এ যোগত্রয়ের মিলনভূমি অবশ্য দৃষ্ট হইবে। ৬১।

মন নিগ্রহ করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় সকল সংযত করিলেও তাহাতে কোন কৃতার্থতা হয় না, তাহাই আচার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন :—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।৬২।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। ৬৩।

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে আসক্তি হয়; আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ জন্মায়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হইয়া থাকে, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়।

ভাব—শব্দাদি বিষয়সকল চিন্তা করিতে করিতে সে সকলেতে সুখবোধ উপস্থিত হয়; সেই সুখবোধ হইতেই তৎপ্রতি প্রীতি জন্মায়; এই প্রীতি হইতে তৎপ্রতি অভিলাষ ও তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অভিলাষের বিষয় পূর্ণ করিতে গিয়া কোন ব্যক্তি হইতে বাধা পাইলে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে মানুষ কার্য্যাকার্য্যবিবেক শূন্য হইয়া পড়ে। কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হইলে ইন্দ্রিয়জয়াদিসম্বন্ধে কিরূপ যত্ন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের উপদেশ হইতে যাহা কিছু অবগত হওয়া হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। স্মৃতি বিলুপ্ত হইলে আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে অধ্যবসায় থাকে না, কোন্‌টি করণীয় কোন্‌টি অকরণীয় তাহা পৃথক্ করিয়া দেখিবার যোগ্যতা চলিয়া যায়। এইরূপ পৃথক্ করিয়া দেখিবার যোগ্যতা চলিয়া গেলে, সে ব্যক্তির পুরুষার্থলাভে আর যোগ্যতা থাকে না, পুনরায় সে বিষয়ভোগে নিমগ্ন হয়। পুনরায় বিষয় ভোগে নিমগ্ন হওয়াই বুদ্ধিনাশ। পূর্ব্ব শ্লোক হইতে 'মৎপর' এই বিশেষণটি এই শ্লোকে সংযুক্ত করিয়া সেই বিশেষণের ভাবানুসারে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, "যাহার বিষয়ানুরাগ নিরস্ত হয় নাই, আমাতে [সর্ব্বান্তর্য্যামীতে] মনের অভিনিবেশ হয় নাই, সে ব্যক্তি যদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও স্থিতি করে, অনাদিপাপবাসনাবশতঃ সে বিষয়চিন্তা বর্জ্জন করিতে পারে না।" ৬২। ৬৩।

বিষয়চিন্তা হইতে অনর্থ ঘটে ইহা বলিয়া, এখন মোক্ষের কারণ আচার্য্য বলিতেছেন :—

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি। ৬৪।

ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষশূন্য হইয়া আত্মার বশীভূত হয়, তখন মনও বশীভূত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়যোগে বিষয় ভোগ করিয়াও যোগী প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন।

ভাব—রাগ ও দ্বেষ স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তির হেতু। রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আত্মার বশীভূত হয়, এই অবস্থায় অনিষিদ্ধ এবং অপরিহার্য্য অশনপানাদি ভোগ করিয়াও বশবর্ত্তী অন্তঃকরণ প্রসন্নতা, স্বাস্থ্য, বিমলতা, শান্তি লাভ করিয়া থাকে। মন বশীভূত হইলে রাগ ও দ্বেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, রাগ ও দ্বেষ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলে তদধীন ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি হইতে যে সকল দোষ ঘটিয়া থাকে, সে সকল ঘটিতে পারে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়যোগে বিষয় ভোগ করিলেও শুদ্ধতার কোন ব্যাঘাত হয় না। [ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল] 'গ্রহণ করা কিরূপ' ? এই প্রশ্নের উত্তরে এখানে বলা হইল, বশীভূত ইন্দ্রিয়গণযোগে আত্মার বিষয় ভোগ হইয়া থাকে। ৬৪।

প্রসন্নতা উপস্থিত হইলে কি হয়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে। ৬৫।

প্রসন্নতা উপস্থিত হইলে সমুদায় দুঃখ বিদূরিত হয়। যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহার বুদ্ধি স্থিরতা লাভ করে।

ভাব—প্রকৃতির সঙ্গে যোগবশতঃ আত্মার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক দুঃখ সকল উপস্থিত হয়। প্রসন্নতা উপস্থিত হইলে সেই সকল দুঃখের তিরোধান হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত প্রসন্ন (নির্ম্মল) হইয়াছে, আত্মদর্শনের বিরোধী যে সকল দোষ আছে তাহা তাহার চলিয়া যায়, এবং আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পাওয়াতে বুদ্ধি নিশ্চল হয়। ৬৫।

কি না হইলে কি হয় না প্রদর্শন করিয়া আচার্য্য উপরি উক্ত বিষয়টি দৃঢ় করিতেছেন :—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ।৬৬।

ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশে নাই, তাহার বুদ্ধি নাই, সে ধ্যানও করিতে পারে না। যে ধ্যান করিতে পারিল না তাহার শান্তি হইবে কিরূপে? যে শান্ত হইতে পারিল না তাহার সুখই বা কোথা হইতে হইবে?

ভাব—যাহার অন্তঃকরণ সমাহিত হয় নাই, তাহার আত্মস্বরূপবিষয়ক প্রজ্ঞা থাকে না। অসমাহিতান্তঃকরণ ব্যক্তির আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ হয় না, যাহার আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ নাই, তাহার বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না; যাহার বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নাই, তাহার আত্মাতে আনন্দলাভের সম্ভাবনা কোথায়? ৬৬।

যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ সমাহিত হয় নাই, তাহার আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা কেন থাকে না, তাহাই আচার্য্য বলিতেছেন :—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি। ৬৭।

ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়ে বিচরণ করে, তখন মন অবশভাবে যাহার অনুসরণ করে তাহাই বায়ুর ন্যায় জলস্থ নৌকাসদৃশ প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

ভাব—ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব স্ব বিষয়ে বিচরণ করে, তখন তাহাদিগের মধ্যে চক্ষু হউক বা শ্রোত্র হউক, যে কোন একটি ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া মন প্রবর্ত্তিত হয়। সকলগুলির কথা দূরে থাকুক, সেই এক ইন্দ্রিয়ই,—যে প্রজ্ঞা আত্মা কি, অনাত্মা কি, পৃথক্ করিয়া দেখাইয়া দেয়,—জলস্থ নৌকাকে বায়ু যেরূপ ঘুরায়, সেইরূপ সেই প্রজ্ঞাকে, বিষয়াকর্ষণে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। ৬৭।

"যত্নশীল জ্ঞানী ব্যক্তিরও মন ইন্দ্রিয়গণ হরণ করিয়া থাকে," এই হইতে আরম্ভ করিয়া একই বিষয় বিবিধ প্রকারে বলিয়া আচার্য্য এখন উপসংহার করিতেছেন :—

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬৮।

হে মহাবাহু, সে জন্যই বলি, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে যে ব্যক্তি সর্ব্বথা নিগৃহীত করিয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভাব—মনের অসমাহিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ প্রজ্ঞা হরণ করে, এ জন্য শব্দাদিবিষয় হইতে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বথা নিবৃত্ত করিয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৬৮।

সমাহিত ও অসমাহিত চিত্ত ব্যক্তির প্রভেদ প্রদর্শন করিবার জন্য সিদ্ধ ও অসিদ্ধ অবস্থা আচার্য্য বলিতেছেন :—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।৬৯।

সমুদায় ভূতগণের পক্ষে যাহা নিশা, তাহাতে সংযমী জাগ্রৎ থাকেন, যাহাতে ভূতগণ জাগ্রৎ থাকে, তাহা তত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশা।

ভাব—দুই প্রকারের বুদ্ধি,—আত্মনিষ্ঠ ও বিষয়নিষ্ঠ। সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি সমুদায় ভূতগণের নিকটে ঘোর রজনীর মত রজনী, কেন না উহা তাহাদিগের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন, উহা হইতে তাহাদিগের নিকট আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায় না; অথচ জিতেন্দ্রিয় যোগী আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধিতেই জাগ্রৎ অর্থাৎ নিয়ত আত্মাকেই অবলোকন করিয়া থাকেন। অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির বিষয়নিষ্ঠ বুদ্ধিতে ভূতগণ জাগ্রৎ অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু যিনি আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই মননশীল ব্যক্তির নিকটে উহা ঘোর রজনীর ন্যায় রজনী, কেন না তাঁহার নিকটে ভোগের বিষয় কিছুই প্রকাশ পায় না। ৬৯।

শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে অবস্থান করিবে, এইরূপ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এরূপ বলা কি, সমুদায় ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত হইবার উদ্দেশে, অথবা বিষয়াসক্তিবিরহিত হইয়া অবিকারী হইতে হইবে এই অভিপ্রায়ে, তাহাই আচার্য্য বিষদরূপে বলিতেছেন :—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে, স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।৭০।

নদীসকল সমুদ্রে জল ঢালে, অথচ সমুদ্র যেমন কখন বেলা উল্লঙ্ঘন করে না, পুনরায় নূতন জল আসিয়া উহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ কামনার বিষয় সমুদায় যাঁহাতে প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি শান্তিলাভ করেন, ভোগকামনাশীল নহে।

ভাব—নদীর জল প্রবেশ করিয়া সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই করিতে পারে না, ক্রমান্বয়ে তাহাতে বৃষ্ট্যাদি জন্য জল আসিয়া প্রবেশ করিতে থাকে, অথচ তাহা যেরূপ

সেই রূপই থাকে, তদ্দ্বারা বিশেষ কিছু হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তিতে সর্ব্বপ্রকার কামনার বিষয় প্রবেশ করে, অথচ তাঁহাকে বিকারগ্রস্ত করিতে সমর্থ হয় না, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি কামনার বিষয় সকল কামনা করে, সে বিকারের অধীন হয়, সুতরাং শান্তি পায় না। ৭০।

কামনার বিষয়ভোগে বিকারগ্রস্ত না হইলে কি হয়, তাহাই আচার্য্য বলিতেছেন :—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ সশান্তিমধিগচ্ছতি। ৭১।

যে ব্যক্তি কামনার বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করে, সেই ব্যক্তি শান্তি লাভ করে।

ভাব—কামনার বিষয়সমূহে অভিনিবেশত্যাগই কামনাত্যাগ; 'ইহা আমার' এইরূপ অভিমানত্যাগই নির্ম্মমত্ব; বিদ্যাবত্তাদি জন্য আপনাকে বড় বলিয়া মনে না করাই নিরহঙ্কার। [ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল] গ্রহণ করা কিরূপ? এ প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। ৭১।

স্থিতপ্রজ্ঞতার প্রশংসা করিয়া আচার্য্য উপসংহার করিতেছেন :—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি। ৭২।

ইহাকেই ব্রহ্মে স্থিতি বলে, ইহা প্রাপ্ত হইয়া জীব আর মোহ প্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুকালেও ইহাতে স্থিতি করিয়া সে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভাব—শঙ্করমতে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, রামানুজমতে ব্রহ্মপ্রাপক, মধুসূদনমতে ব্রহ্মবিষয়ক, নীলকণ্ঠমতে ব্রহ্মবিৎসম্পর্কীয় স্থিতিই ব্রহ্মে স্থিতি। স্থিতপ্রজ্ঞতাতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়। স্বরূপে অবস্থান হইলেই ব্রহ্মের স্বরূপের সহিত একতা হইয়া থাকে। 'ব্রহ্মে স্থিতি', এ বাক্যের যে সকল ব্যাখ্যান উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মেতে স্থিতি বুঝায় না। অতএব এই স্থিতপ্রজ্ঞতা ব্রহ্মের স্বরূপের সহিত একতাবশতঃ ব্রহ্মভাবাপন্ন, ব্রহ্মবিষয়ক, ব্রহ্মপ্রাপক স্থিতি, ইহাই

দাঁড়াইতেছে। 'সমাধি সুষুপ্তি ও মোক্ষেতে ব্রহ্মরূপতা [হয়] *" এই সাংখ্যসূত্র এই অর্থই প্রদর্শন করে। সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, "বুদ্ধিবৃত্তির লয় হইয়া যখন ঔপাধিক (conditional) খণ্ডভাব চলিয়া গিয়া স্বস্বরূপে [আত্মার] পূর্ণভাবে স্থিতি হয়, তখন উহাকে ব্রহ্মরূপতা বলিয়া থাকে।......এই সাংখ্যশাস্ত্রে ব্রহ্মশব্দে সাধারণতঃ ঔপাধিক খণ্ডভাব ও মালিন্যাদিবিরহিত পূর্ণচেতন বুঝাইয়া থাকে, ব্রহ্মমীমাংসাতে ব্রহ্মশব্দে যে ঈশ্বররূপী পুরুষ বুঝাইয়া থাকে তাহা নহে, এই পার্থক্য বুঝিতে হইবে।" হে পার্থ, এই ব্রহ্মেতে স্থিতি লাভ করিলে আর জীব সংসারমোহ প্রাপ্ত হয় না। অন্তিম বয়সে মৃত্যুকালেও ব্রহ্মেতে স্থিতি হইলে ব্রহ্মেতে নির্বৃতি, ব্রহ্মেতে সুখ এবং ব্রহ্ম সহ একতা লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্বলদেব এই অধ্যায়ের এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন, "নিষ্কাম কর্ম্মযোগে জ্ঞানী ব্যক্তি হরিকে স্মরণ করিয়া বিচরণ করিবেন অন্যথা বিঘ্ন ঘটিবে, দ্বিতীয়াধ্যায়ের অর্থনির্ণয় এই।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "জ্ঞান, জ্ঞানের সাধন, কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির ফল জ্ঞাননিষ্ঠা, এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।" "অর্জ্জুনের মোহশান্তির জন্য দ্বিতীয়াধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্বরূপ সাংখ্যবুদ্ধি, আসক্তিশূন্যকর্ম্মানুষ্ঠানরূপ কর্ম্মযোগ এবং স্থিতপ্রজ্ঞতা কথিত হইয়াছে," শ্রীমদ্‌যামুন মুনিকৃত এই গীতার্থসংগ্রহ অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "আত্মা নিত্য এইরূপ বুদ্ধি সাংখ্যবুদ্ধি; আত্মা নিত্য এই বুদ্ধি সহকারে আসক্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক যে কর্ম্মানুষ্ঠান, উহাই কর্ম্মযোগবিষয়ক বুদ্ধি; যোগসাধনসম্ভূত স্থিতপ্রজ্ঞতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।" সমগ্র অধ্যায় আলোচনা করিয়া এ উক্তি যে সমীচীন, সহজ বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। ৭২।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমন্বয়ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

* সাংখ্যসূত্র ৫ অ, ১১৬ সূত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিবিধ নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে, জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা। আচার্য্য সে দুইয়ের একতা প্রদর্শন করেন নাই। অপিচ "এই ধর্ম্মের অল্প কিছু অনুষ্ঠান করিলেও মহাভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, *" এই কথা বলিয়া কর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়াছেন, তৎপর আবার বেদবিহিত কর্ম্মনিষ্ঠগণের এক বিষয়ে অভিনিবেশবিশিষ্ট বুদ্ধির অভাব, এবং বুদ্ধির বহুশাখাবিশিষ্টত্ব ঘোষণা করিয়া "বুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায় সে সমুদায়ই হয় †" এই কথা বলিয়া জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। অধিকন্তু "বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ‡" এই বলিয়া কর্ম্ম নিন্দা করিবার পর, "সেই বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন সমাধিতে অচল হইয়া অবস্থিতি করিবে, তখন যোগ লাভ করিবে §" এইরূপ বলিয়াছেন, এবং এতদ্দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার সর্ব্বোত্তমত্বস্থাপনপূর্ব্বক অধ্যায়পরিসমাপ্তিপর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠারই আচার্য্য প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং মধ্যে যে তিনি বলিয়াছেন, "সমত্বকেই যোগ বলিয়া থাকে ¶" "যোগ কর্ম্মে কৌশল, $" উহা অপ্রধান ভাবেই গ্রহণ আচার্য্যের অভিপ্রেত, ইহা মনে করিয়া অর্জ্জুন সখ্যভাবে অনুযোগপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব। ১।
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্। ২।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন, যদি তোমার মতে কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে কেন হে কেশব, আমায় ক্রূর কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ? তুমি যেন ব্যামিশ্র [সন্দেহোৎপাদক] বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মুগ্ধ করিতেছ! এ দুইয়ের মধ্যে যেটিতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, সেইটি নিশ্চয় করিয়া বল।

ভাব—নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে আত্মতত্ত্ববিষয়ক বুদ্ধি যদি প্রশস্যতর হয়, তবে হিংসাত্মক কর্ম্মে কেন তুমি আমায় নিয়োগ করিতেছ? কর্ম্মপ্রশংসা এবং জ্ঞান-প্রশংসারূপ সন্দেহোৎপাদক বাক্যে যেন আমার বুদ্ধি যেন মুগ্ধ করিতেছ। এস্থলে

---

* গীতা ২ অ, ৪০ শ্লোক। † গীতা ২ অ, ৪৩ শ্লোক। ‡ গীতা ২ অ, ৪৯ শ্লোক।
§ " " " ৫৩ "। ¶ " " " ৪৮ "। $ " " " ৫০ "।

যেন শব্দ থাকাতে সন্দেহ উৎপাদন করা অভিপ্রেত নয়, অল্পবুদ্ধি বশতঃ আমার নিকটে সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছে বুঝাইতেছে। 'বুদ্ধি যেন মুগ্ধ করিতেছ' এ কথা বলা বুদ্ধি বিমোহিত করা আচার্য্যের অভিপ্রেত নয়, বিষয় বিভাগ করিয়া বুঝিবার সামর্থ্য নাই, এজন্যই মনে হইতেছে, বুদ্ধি যেন মুগ্ধ করিতেছ।

এস্থলে সমুচ্চয়বাদী ও অসমুচ্চয়বাদিগণ* পরস্পরের মত লইয়া বিবাদ করেন। যদিও তাঁহাদের বিবাদের বিষয় বিচার করিবার জন্য আমাদের কৌতূহল নাই, তথাপি আচার্য্যের মত বিচার করিয়া দেখা উচিত, যদি তাহা না করা হয় তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। তাঁহার নিজের বাক্য আশ্রয় না করিয়া আমরা তাঁহার মত ব্যক্ত করা অনুমোদন করি না, এজন্য তাঁহারই বাক্যে তাঁহার মত নির্ণয় করিতে আমরা যত্ন করিব। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরদানকালে তিনি যে বলিয়াছেন, "হে অনঘ, ইহলোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি †" এতদ্দ্বারা তিনি নিষ্ঠাদ্বয়কে ভিন্ন করিতেছেন না, কেবল লোকে এইরূপ ভিন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন ; অন্যথা এই লোকপ্রসিদ্ধির অযুক্ততা দেখাইবার জন্য তিনি বলিতেন না "কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলেই যে নৈষ্কর্ম্ম্য (জ্ঞান) লাভ হয় তাহা নহে, কর্ম্মার্পণেই যে সিদ্ধি হয় তাহাও নহে ‡।" একথা বলিতে পারা যায় না যে, নৈষ্কর্ম্ম্যলাভে কর্ম্মারম্ভ উপায়, এজন্যই আচার্য্য এরূপ বলিয়াছেন। যদি সেইরূপই হইবে, তবে তিনি পঞ্চমাধ্যায়ে কখন এরূপ বলিতেন না, "বালকেরাই সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা বলেন না। এ দুইয়ের মধ্যে একটি সম্যক্ আশ্রয় করিলেও উভয়েরই ফল লাভ করে। সাংখ্য দ্বারা যে স্থান লাভ করা যায়, কর্ম্মযোগদ্বারাও সেই স্থানলাভ হয়। সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে যে এক দেখে সেই দেখে §।" এস্থলে সাংখ্য ও কর্ম্মযোগের অপৃথকত্ব ও একত্ব বলা উদ্দেশ্য নয়, উহাদের ফলে অপৃথকত্ব ও একত্ব বলাই উদ্দেশ্য, এরূপ বলা সমীচীন নয় ; কেন না তাহা হইলে 'পণ্ডিতেরা সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ পৃথক্ বলেন না' 'সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ একই' এরূপ বলা নিরর্থক হয়। সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ এক, এজন্যই তাহাদের ফলে একতা সিদ্ধ হয়, যদি তাহারা পৃথক্ হইত, ফলও পৃথক্ হইত। এ দুয়ের আরম্ভে একত্ব প্রতিভাত হয় না, পার্থক্য প্রতিভাত হয়। যখন কর্ম্ম বা জ্ঞান সম্যক্ অনুষ্ঠান করাতে সিদ্ধি উপস্থিত হয়, তখন তাহারা যে পৃথক্ নয় এক, ইহা প্রতিভাত হইয়া থাকে। এজন্যই আচার্য্য কহিয়াছেন 'এ দুইয়ের একটি সম্যক্ আশ্রয় করিলেও দুইটিরই ফললাভ হয়।' ষষ্ঠাধ্যায়ে আচার্য্য এই কথাই দৃঢ়

* যাঁহারা জ্ঞান কর্ম্মের যুগপৎ এক ব্যক্তিতে স্থিতি সম্ভব মনে করেন, তাঁহারা সমুচ্চয়বাদী ; যাঁহারা তাহা মনে করেন না, তাঁহারা অসমুচ্চয়বাদী।

† গীতা ৩ অ, ৩ শ্লোক। ‡ গীতা ৩ অ, ৪ শ্লোক। § গীতা ৫ অ, ৪।৫ শ্লোক।

করিয়াছেন, "যাহাকে সন্ন্যাস [কর্ম্মত্যাগ] বলে জ্ঞানীরা তাহাকেই কর্ম্মযোগ বলেন ; কেন না সঙ্কল্প ত্যাগ না করিয়া কেহ যোগী হইতে পারে না *।" জ্ঞান ও কর্ম্ম এ দুইয়ের একটি হইতে আর একটির ফললাভ এই প্রকারে হইয়া থাকে,— যখন কোন ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানে শিথিল যত্ন হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে রত হন, তখন তাঁহাতে নিবৃত্তিযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। নিবৃত্তিযোগে সিদ্ধ হইলে পুনরায় ভগবদারাধনে এবং জীবের দুঃখহরণে প্রবৃত্তি উদিত হয়, যেমন শুকাদির হইয়াছিল। অপিচ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তির যখন ভগবানে কর্ম্মার্পণ সিদ্ধ হয়, তখন "আমি যাহা যে পরিমাণ [অর্থাৎ ক্ষুদ্র বা মহৎ] সে তাহা তত্ত্বতঃ জানিতে পারে †" এই ন্যায়ে তাঁহাতে ভগবদ্‌জ্ঞান উপস্থিত হয়। ভগবদ্‌জ্ঞান উপস্থিত হইলে নিবৃত্তিপূর্ব্বকই ভগবদারাধনে ও জীবগণের দুঃখহরণে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এইরূপে আপাত-বিরোধিবৎ প্রতীয়মান বিষয়দ্বয়ের সম্যক্ বিকাশ হইলে, উহাদের বিরোধ চলিয়া যায় এবং উহাদের অন্তর্নিহিত একত্ব পরিস্ফুট হয়। এ ব্যাপার যাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন নাই, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না। এজন্যই তাঁহারা জ্ঞান বা কর্ম্মের আশ্রয় করিয়া বিবাদ করিয়া থাকেন। যেমন, বৈরাগ্যপথাশ্রয়িগণ এবং অনুরাগপথাশ্রয়িগণ। আরম্ভে বৈরাগ্য ও অনুরাগের একত্ব প্রতিভাত হয় না। যখন পরম বৈরাগ্যে ভগবানে অনুরাগ উপস্থিত হয়, তখন কেবল ভগবানেতেই যে সেই ভিন্ন পথাশ্রয়িগণের একতা হয় তাহা নহে, কিন্তু জীবেতেও সেই একতা হয়। "অতি গুরুতর বিষয়সমূহে [ভজনশীল ব্যক্তির] অনুরাগও প্রায় বিলীন হয় ‡" এই যুক্ত্যনুসারে অনুরাগপথাবলম্বিগণের পরম বৈরাগ্যের উদয় হয়। এখন তাঁহারা সেই উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন যাহাতে বৈরাগ্যপথাশ্রয়িগণের সহিত তাঁহাদের একতা ঘটে। "কর্ম্মসন্ন্যাসাপেক্ষা কর্ম্মযোগ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ §" আচার্য্যের এ উক্তি যে কর্ম্মযোগে পক্ষপাতবশতঃ, এরূপ সংশয় অকিঞ্চিৎকর। আচার্য্য সর্ব্বত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের একতা সম্পাদন করিয়াছেন ; কর্ম্ম বিনা অপর যোগদ্বয় মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না, বা উদ্ভূত হয় না, ইহা দেখাইবার জন্য এরূপ বলিয়াছেন, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। জ্ঞানপক্ষপাতিগণ জ্ঞান, ভক্তিপক্ষপাতিগণ ভক্তি, কর্ম্মপক্ষ-পাতিগণ কর্ম্ম, এই শাস্ত্রের মুখ্যপ্রতিপাদ্য, এই বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রকার সংস্কারজনিত দোষ পরিহার করিয়া যদি তাঁহারা আচার্য্যের উক্তি সকল পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে ঐ বিরোধ, সূর্য্য উদিত

* গীতা ৬ অ, ২ শ্লোক। † গীতা ১৮ অ, ৫৫ শ্লোক। ‡ হরিভক্তিরসামৃত সিন্ধু।
§ গীতা ৫ অ, ২ " ।

হইলে যে প্রকার অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেই প্রকার তিরোহিত হইবে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া আমরা তাঁহার কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ এইটি বিবেচনা করিতে হইতেছে,—দ্বিতীয়াধ্যায় হইতে যোগোপদেশের আরম্ভ। আরম্ভে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের সূচনা হইয়াছে, ভক্তিযোগের সূচনা হয় নাই। অতএব এ শাস্ত্রে যোগত্রয়ের সমন্বয় অভিপ্রেত, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। "সমুদায় ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক যোগী ব্যক্তি আমাতে অবস্থিতি করিবে *" এই কথা বলাতে ভক্তিযোগের সূচনা হইয়াছে। তত্ত্বপর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, কেবল একটি বিশেষণে ভক্তিযোগের সূচনা হইয়াছে, এ কথা বলা সাহসিকতা নয়। 'তৎ' এই শব্দে পরোক্ষ ব্রহ্ম, এবং 'ত্বম্' ও 'অহম্' শব্দে অপরোক্ষ ব্রহ্ম আচার্য্যেরা উপদেশ দিয়া থাকেন। "হে অর্জ্জুন, সকল ভূতের হৃদয়দেশে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন; তিনি যন্ত্রারূঢ়বৎ তাহাদিগকে নিজ শক্তিযোগে ভ্রমণ করাইতেছেন। সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং শাশ্বত স্থান লাভ করিবে,†" এ স্থলে তৎ শব্দে পরোক্ষ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "ইহাতে সকল জগতের সমাবেশ করিতেছ" (৬৬ পৃঃ) এই উক্তির যুক্তি অনুসারে অর্জ্জুন উপদেষ্টাতে নিখিল জগৎ ও তাহার অন্তর্য্যামীকে দর্শন করিয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মবাচক ত্বংশব্দে স্তব করিয়াছেন, যথা "তুমিই আদিদেব, পুরাণপুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের পরম আধার। তুমিই বেত্তা, তুমিই বেদ্য, তুমিই পরম ধাম, হে অনন্তরূপ তোমাকর্ত্তৃকই বিশ্ব ব্যাপ্ত ‡।" "চরাচর লোকের তুমিই পিতা, তুমিই ইহার পূজ্য গুরু ও শ্রেষ্ঠ, হে অপ্রতিমপ্রভাব, ত্রিলোকে তোমার সমানও কেহ নাই, তোমা হইতে অধিকও বা কোথায় কে আর আছে §?" আত্মাতে অর্জ্জুন সর্ব্বান্তর্য্যামীকে দেখেন নাই, স্বয়ং আচার্য্য দেখিয়াছেন, কেন না তিনি তখন যোগে তুরীয় ¶ ব্রহ্মগোচরে ছিলেন। অহংশব্দে অপরোক্ষ ব্রহ্মোপদেশ সকল ভক্তিশাস্ত্রের শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, "আমি পরমধাম ব্রহ্ম, ব্রহ্ম পরম পদ অহম্,

---

* গীতা ২ অ, ৬১ শ্লোক। † গীতা ১৮ অ, ৬১। ৬২ শ্লোক। ‡ গীতা ১১ অ, ৩৮ শ্লোক।
§ গীতা ১১ অ, ৪৩ শ্লোক।

¶ তুরীয় ব্রহ্ম—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থায় যে চেতনার ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাই অবলম্বন করিয়া, জাগ্রদাবস্থায় যে চেতনা দ্বারা বাহ্যবিষয় জানা যায় উহাকে বহিঃপ্রজ্ঞ (বৈশ্বানর), স্বপ্নাবস্থায় যে চেতনাদ্বারা বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষ মানসগ্রাহ্য বিষয় জানা যায় উহা অন্তঃপ্রজ্ঞ (তৈজস), এবং সুষুপ্তাবস্থায় যে চেতনাদ্বারা আনন্দানুভব হয় উহাকে প্রজ্ঞানঘন (প্রাজ্ঞ) বলিয়া থাকে। এ তিনের অতীত শান্ত, শিব ও অদ্বৈত পরমাত্মা, তুরীয় ব্রহ্ম। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাহাকে প্রজ্ঞানঘন বা প্রাজ্ঞ বলে উহা জীবচৈতন্য; অন্তঃপ্রজ্ঞ ও বহিঃপ্রজ্ঞ এই জীবচৈতন্যেরই অবস্থাদ্বয়মাত্র।

এইরূপ দেখিয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ আত্মাতে স্থাপন করিলে তক্ষক পায়ে দংশনই করুক বা বিষাননে লেহনই করুক, শরীর ও জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখিতে পাইবে না *।" এই অপরোক্ষ জ্ঞানোপদেশ এ শাস্ত্রেও আছে, যথা, "যোগাভ্যাসে যাহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি জন্মিয়াছে, সে ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বভূতে, সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে। যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করে, এবং আমাতে সমুদায় দেখে, তাহার নিকটে আমি অদর্শন হই না, সে আমার নিকটে অদর্শন হয় না †।" এখানে এইটি বিচার্য্য বিষয়,—জ্ঞানযোগাশ্রয়ে যোগী প্রথমতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাতে সর্ব্বভূত, এবং সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে দর্শন করেন। এইরূপে সর্ব্বভূতের সহিত আত্মার একতা অনুভব করিয়া অহংশব্দবাচ্য বিশ্বের কর্ত্তা তুরীয় ব্রহ্মেতে সমুদায় দেখেন, সমুদায়েতে তাহাদিগের অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকেন। "বাসুদেবই সব, এরূপ [জ্ঞানযুক্ত] মহাত্মা সুদুর্ল্লভ ‡" এই শ্লোকে 'বাসুদেব' এই শব্দ পরোক্ষবাচক, এবং 'সব' এই শব্দ অপরোক্ষবাচক ব্রহ্ম প্রদর্শন করিতেছে, কারণ "সকল ভূতের হৃদয়দেশে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন" এই পরোক্ষ-বাচক হৃদয়স্থ ঈশ্বরের সহিত বাসুদেব শব্দের সম্বন্ধ; কেন না "বাসুদেব শব্দে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, সেই অন্তঃকরণে আবরণ উন্মুক্ত হইয়া পরমপুরুষ প্রকাশিত হন §।" বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকাশমান পরমাত্মাই বাসুদেবশব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। কেবল হৃদয়াধিষ্ঠিত নিয়ন্তা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া কৃতার্থতা হয় না। তিনি সমুদায় জগৎ ও জীবকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান, ইহা প্রত্যক্ষ করা চাই। অতএব "যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করে এবং আমাতে সমুদায় [সব] দেখে," ইহার সঙ্গে 'সব' এই পদ সম্বন্ধ দেখাইতেছে। একথা বলা যাইতে পারা যায় না, এই বাক্যে আচার্য্য আপনাকে উপাস্যরূপে উপস্থিত করিতেছেন; যদি তাহাই হইত, ভাগবতে এ উক্তি কখন থাকিত না, "আমি, তোমরা, এই আর্য্য, এই সমুদায় দ্বারকাবাসী, হে যদুশ্রেষ্ঠ, এইরূপে চরাচর সকল ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। আত্মা এক, স্বয়ং জ্যোতি, গুণবিরহিত, আত্মসৃষ্ট গুণযোগে আত্মকৃত ভূতসমূহে বহুভাবে প্রকাশমান। তৎকৃত আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও পৃথিবীতে আধারস্বভাবানুসারে প্রকাশিত হন, তিরোহিত হন, অল্প হন, সেই একই নানাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ¶।" অধিক বলিবার প্রয়োজন করে না, যে ব্যক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে তুরীয় ব্রহ্মের সন্নিধানে স্থিতি করেন, তাঁহারই ভক্তি হইয়া থাকে। যখন সেই ঈশ্বরকে বাহিরে দেখা যায়,

---

* ভাগবত ১২ স্ক, ৫ অ, ১১।১২ শ্লোক।

† গীতা ৬ অ, ২৯। ৩০ শ্লোক।

‡ গীতা ৭ অ, ১৯ শ্লোক।

§ ভাগবত ৪ স্ক, ৩ অ, ২৩ „ ।

¶ ভাগবত ১০ স্ক, ৮৫ অ, ২৩—২৫ শ্লোক।

তখন তাঁহাকে ত্বং শব্দে, যখন ভিতরে দেখা যায় তখন অহং শব্দে ভক্ত নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পরোক্ষদর্শনে ভক্তি গৌণ (অপ্রধান), অপরোক্ষদর্শনে ভক্তি মুখ্য জানিতে হইবে। এ শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তি কথিত হইয়াছে। এজন্য ইহাতে সর্ব্বত্র অপরোক্ষ ব্রহ্মবাচক অহং শব্দে ভজনীয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। "অস্মৎশব্দের অর্থে সেই পরমাত্মা হরি বুঝিতে হইবে," এই বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত আমাদের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন নহে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হইল; এখন অন্যান্য অধ্যায়ে ত্রিবিধ যোগের উল্লেখ আছে কি না, বিচার করিয়া দেখা যাউক। তৃতীয়াধ্যায়ে আচার্য্য বলিয়াছেন, "অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম, নির্ম্মম, এবং শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর *।" ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "আমি বসুদেব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর, আমাতে সমুদায় কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক বিবেকবুদ্ধিতে অর্থাৎ কর্ত্তা ঈশ্বরের উদ্দেশে আমি ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করি এই বুদ্ধিতে, ত্যক্তাভিলাষ, মমত্বভাবশূন্য, বিগতসন্তাপ ও বিগতশোক হইয়া যুদ্ধ কর।" এখানে ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, এ তিনেরই সম্মিলন দেখা যাইতেছে। এই তিনের মিলনবিষয়ে যে আচার্য্যের নির্ব্বন্ধাতিশয় ছিল না, একথা বলা যাইতে পারে না। যদি তাহা না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখন এরূপ বলিতেন না, "দোষদৃষ্টি পরিহারপূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে সকল লোক আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্ম্মবিমুক্ত হয়। যাহারা দোষদর্শী হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, তাহারা অবিবেকী, সর্ব্বপ্রকার ভজনবিষয়ে বিমূঢ়। জানিও তাহারা নষ্ট পাইয়াছে †।" আচ্ছা, "যে মানব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাহার করিবার কিছু নাই, কর্ম্ম করিবারও তাহার কোন প্রয়োজন নাই, না করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। সমুদায় ভূতমণ্ডলী মধ্যে তাহার কোন প্রয়োজনের ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না ‡," যখন আচার্য্য এরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—তখন "যাহারা আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না" এরূপ বলা অজ্ঞানিগণের পক্ষে মানিতে হইবে। যদি তাঁহার এরূপই অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে হৃদয়াধিষ্ঠিত ঈশ্বরের নিয়োগানুসরণপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মকরা হয় না § এই ন্যায় অবলম্বন করিয়া আচার্য্য কখন বলিতেন না, "সে জন্য অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে সতত কর্ম্মানুষ্ঠান কর। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকে ¶।" এ কথা বলিতে পারা যায় না অর্জ্জুনের অজ্ঞানিত্ব দেখিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন 'অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর,' যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে জনকাদি তত্ত্বদর্শিগণের দৃষ্টান্ত এবং আত্মদৃষ্টান্ত কখন আচার্য্য

* গীতা ৩ অ, ৩০ শ্লোক। † গীতা ৩ অ, ৩১।৩২ শ্লোক। ‡ গীতা ৩ অ, ১৭।১৮ শ্লোক।
§ গীতা ৪ অ, ১৮ শ্লোক। ¶ গীতা ৩ অ, ১৯ শ্লোক।

দিতেন না। এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কেবল লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশে, উহা যে জ্ঞানী ব্যক্তিগণকে অবশ্য অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ একথা বলিয়াছেন, "কিসে শ্রেয়ঃসাধন হয় জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা জানিয়া অজ্ঞানীব্যক্তিকে কর্ম্মোপদেশ করেন না। রোগী যদিও কুপথ্য অভিলাষ করে, শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক কখন তাহাকে তাহা দেন না"*। মূল বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করাতেই এরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। 'কর্ম্মোপদেশ করেন না,' এ কোন্ প্রকারের কর্ম্ম? "ভগবদ্ভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্য" †, এতদানুসারে ভগবানে অনর্পিত কর্ম্মই এই কর্ম্ম, অন্যথা ভাগবতে কর্ম্মসমর্পণ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত না। লোকসংগ্রহব্যাপারটি কি, যাহাতে জ্ঞানাভিমানিগণের এত অনাদর! লোকসংগ্রহ কাহাকে বলে, জনকের নিজের বাক্যে তাহা শ্রবণ করুন, "ইহলোকে সমুদায় কর্ম্মেতে যে সকল অবস্থা উপস্থিত হয়, সে সকল ক্ষরিষ্ণু, এজন্যই যাহা কিছু হউক তাহাতে 'আমার এটি,' এরূপ আমি অনুভব করি না। 'এটি কাহার, কাহার সম্পত্তি', এইরূপ বেদবাক্য আছে, সেজন্য যে কোন বিষয় হউক আমি বুদ্ধিযোগে 'আমার এটি', এ বলিয়া গ্রহণ করি না। এই বুদ্ধি আশ্রয় করিয়াই আমি মমত্ববর্জ্জন করিয়াছি। সেই বুদ্ধির বিষয় শ্রবণ করুন, যে বুদ্ধি লাভ করিয়া সবই আমার নিজস্ব বিষয় হইয়াছে। ঘ্রাণগত গন্ধ আমি আমার জন্য ইচ্ছা করি না, সুতরাং ক্ষিতি আমাদ্বারা নির্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা আমার বশে অবস্থিত।" ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বিষয়-সমূহের আত্মবশে স্থিতি বর্ণন করিয়া এইরূপে তিনি উপসংহার করিয়াছেন,—"দেবগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, ও অতিথিগণের উদ্দেশে এ সমুদায়, এই ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান হইয়া থাকে ‡।" জনকের লোকসংগ্রহ তবে পরাত্মতা—পরের জন্য জীবনধারণ। জ্ঞানিগণ কখন পরাত্মতার অনাদর করিতে পারেন না, তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞানবত্তাই থাকে না। "পুণ্যশ্লোক ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ আপনার জন্য নয়, কিন্তু লোকের কল্যাণ, স্থিতি, উন্নতির জন্য জীবন ধারণ করেন, পরের জন্য যে শরীর, সে শরীরকে ইনি (পরিক্ষিত) নির্ব্বেদবশতঃ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন" §। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণের পরার্থ জীবনধারণ কাহার মন না হরণ করে?

চতুর্থধ্যায়ে, "অনেকে আমায় আশ্রয়পূর্ব্বক অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য এবং জ্ঞান ও তপস্যাযোগে পবিত্র হইয়া আমার সঙ্গে একত্ব লাভ করিয়াছে" ¶

---

* ভাগবত ৬ স্ক ৯ অ, ৫০ শ্লোক। † ভাগবত ১ স্ক, ৫ অ, ১২ শ্লোক।

‡ অনুগীতা ৩২ অ, ১৫।২৪ „। § ভাগবত ১ স্ক, ৪ অ, ১২ „।

¶ গীতা ৪ অ, ১০ শ্লোক।

এ স্থলে ভক্তি, জ্ঞান, এবং তপঃশব্দে কায়, বাক্ ও মনঃশুদ্ধিকর কর্ম্ম, একত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানই তপ, এরূপ ব্যাখ্যা ভাল নহে, "যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক না, এ সকল কর্ত্তব্য, কেন না যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিবেকিগণের চিত্ত-শুদ্ধিকর"* ; এখানে স্বয়ং আচার্য্য কর্ম্মের অন্তর্গতরূপে তপঃশব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। তপস্যা যে কর্ম্ম তাহা সপ্তদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে "দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা এই গুলিকে শারীরিক তপস্যা বলে। সত্য, প্রিয়, হিতজনক, অনুদ্বেগকর বাক্য এবং স্বাধ্যায়াভ্যাস বাঙ্ময় তপস্যা কথিত হয়। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, ইহাকে মানস তপস্যা বলে †।" অতএব শ্রীমচ্ছ্রীধরস্বামী জ্ঞান ও তপঃশব্দ দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবে যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহারই অনুমোদন করি। প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই অধ্যায়েতেই "যাহা দ্বারা আহুতি দান করা হয় তাহা ব্রহ্ম, যাহা আহুত হয় তাহা ব্রহ্ম, ‡ ইত্যাদিতে দ্রব্যময় যজ্ঞের ব্রহ্মপ্রাপকতা সিদ্ধ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। এক জ্ঞানেতেই নিখিল কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয় §।' ইহাতে দ্রব্যময়যজ্ঞের পরিসমাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং নিখিল কর্ম্ম পরিত্যাগই আচার্য্যের অভিপ্রেত। না, তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় নহে, এতদ্দ্বারা আচার্য্য বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি সিদ্ধ করিয়াছেন, অন্যথা অধ্যায়ের শেষে তিনি কখন বলিতেন না, "যোগে যে ব্যক্তি কর্ম্মার্পণ করিয়াছে, যে জ্ঞানদ্বারা ছিন্নসংশয় হইয়াছে, সেই আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্ম্ম কখন বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব অজ্ঞানসম্ভূত, আপনার হৃদয়স্থ সংশয় জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছেদন করিয়া যোগানুষ্ঠান কর, উঠ ¶।" এসম্বন্ধে আচার্য্যের নির্ব্বন্ধাতিশয় দৃষ্ট হয়, অন্যথা তিনি অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরদানকালে কখন বলিতেন না, "সন্ন্যাস (কর্ম্মার্পণ) ও কর্ম্মযোগ উভয়েতেই শ্রেয়োলাভ হয়, এ দুইয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাপেক্ষা কর্ম্মযোগই বিশেষ $।"

পঞ্চমাধ্যায়ে "আমি যজ্ঞ ও তপস্যার রক্ষক, সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদ্, আমাকে জানিয়া সুখ লাভ হয় ‖।" এই অন্তিম শ্লোক সুস্পষ্ট কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির একত্ব প্রদর্শন করে। 'যজ্ঞ ও তপস্যার রক্ষক' এ অংশে যজ্ঞ ও তপস্যায় কর্ম্ম ;— শ্রীমচ্ছ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "আমার ভক্তগণ আমাতে যে যজ্ঞ ও তপস্যা সমর্পণ করে যদৃচ্ছাক্রমে আমি সে সকলের পরিচালক।"—'আমাকে জানিয়া' এ অংশে, জ্ঞান ; 'সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদ্, এতদ্দ্বারা

---

* গীতা ১৮ অ, ৫ শ্লোক। † গীতা ১৭ অ, ১৪—১৬ শ্লোক। ‡ গীতা ৪ অ, ২৪ শ্লোক।
§ গীতা ৪ অ, ৩৩ „ । ¶ গীতা ৪ অ, ৪১।৪২ „ । $ গীতা ৫ অ, ২ „ ।
‖ গীতা ৫ অ, ২৯ „ ।

ভজনীয়ের উল্লেখে ভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। "কায়, মন, বুদ্ধি এবং কেবল ইন্দ্রিয়যোগে আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক আত্মশুদ্ধির জন্য যোগিগণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন *।" এস্থলে আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার যে কথা আছে, উহা "মনে মনে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করত···আত্মবশে সুখে স্থিতি করিতেছে, †" এতদ্দ্বারা অন্যথা করা হয় নাই, যদি তাহাই হইত তাহা হইলে ষষ্ঠাধ্যায়ের আরম্ভে কখন নির্ব্বন্ধসহকারে আচার্য্য বলিতেন না, "কর্ম্মফল আশ্রয় না করিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া যে কার্য্য করে, সেই সন্ন্যাসী, সেই যোগী, সে নিরগ্নি নয়, সে অক্রিয় নয়। যাহাকে সন্ন্যাস বলে, জানিও তাহাকেই যোগ বলে, কেন না সঙ্কল্প ত্যাগ না করিয়া কেহ যোগী হইতে পারে না ‡।" "কিছুই না করিয়া কিছুই না করাইয়া $" এই যে বলা হইয়াছে, উহা "আমি কিছু করিতেছি না ¶" "ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় অনুবর্ত্তন করিতেছে ⊙" এই যুক্তিতে যুক্তিসঙ্গত। শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামী এই প্রকারে অধ্যায়ের অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, "যোগ ও সাংখ্যের একটি বা ওটি অনুষ্ঠেয় এরূপ আশঙ্কা অপনয়ন করিয়া ক্রমে এ দুইয়ের সমুচ্চয় যিনি উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ গুরুকে নমস্কার করি।"

ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্তিম দুটি শ্লোকে, "তপস্বিগণ হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদিগের হইতে কর্ম্মীদিগের হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ, অতএব অর্জ্জুন তুমি যোগী হও। সমুদায় যোগী মধ্যে যাহারা মদ্গতচিত্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার ভজনা করে, সেই আমার মতে যোগযুক্তগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ∴।" ব্রহ্মসংস্পর্শসুখপ্রদ সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনরূপ যোগের প্রশংসা করিয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার ভজনা, তাঁহার সেবা, তাঁহার উপাসনা যে সর্ব্বোত্তম, ইহা আচার্য্য প্রতিপাদন করিতেছেন, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যোগত্রয়ের মিলনে কোন হানি হইতেছে না। "প্রশান্তচিত্ত এবং ভয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মচারিব্রতে অবস্থিতিপূর্ব্বক মনঃসংযম করত মচ্চিত্ত মৎপরায়ণ হইয়া যোগযুক্ত হইবেক ∠।" এস্থলে যোগত্রয়ের মিলন সুস্পষ্ট।

সপ্তমাধ্যায় পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে আচার্য্য বলিয়াছেন, জরা মরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যাহারা আমায় আশ্রয় করিয়া কার্য্যশীল হয়, তাহারাই সেই ব্রহ্মকে জানে, আত্মতত্ত্ব জানে, সমুদায় অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম জানে △" ইহাতে স্পষ্ট যোগত্রয়ের সমন্বয় হইতেছে, কেন না হৃদয়ে অধিষ্ঠিত অন্তর্য্যামী ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মশীল হন, তিনি পরব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, আত্মবিষয়ক জ্ঞান, এবং নিখিল করণীয় কর্ম্ম

---

* গীতা ৫ অ, ১১ শ্লোক। † গীতা ৫ অ, ১৩ শ্লোক। ‡ গীতা ৬ অ, ১।২ শ্লোক।
$ গীতা ৫ অ, ১৩ „। ¶ গীতা ৫ অ, ৮ „। ⊙ গীতা ৫ অ, ৯ „।
∴ গীতা ৬ অ, ২৬।২৭ „। ∠ গীতা ৬ অ, ১৪ „। ▽ গীতা ৭ অ, ২৯ „।

জানিতে পান, এখানে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে যোগ ও ভক্তির অনুসরণরীতি সদ্বাদ স্বীকার করিয়াই আচার্য্য বলিয়াছেন, যথা—"ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আট প্রকারে বিভক্ত আমার প্রকৃতি জানিও, এ অপেক্ষা আর একটি আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, সেটী জীবপ্রকৃতি। এই জীবপ্রকৃতির দ্বারা সমুদায় জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। এই দুই প্রকৃতি হইতে সমুদায় ভূতের উৎপত্তি জানিও, আমিই সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণিসকল গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই সমুদায় গ্রথিত আছে *। "অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায়-জগৎপরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাতে সমুদায় ভূত স্থিতি করিতেছে। আমি ভূতগণেতে স্থিতি করিতেছি না, ভূতগণ আমাতে স্থিতি করিতেছে না, এই আমার ঐশ্বরিক যোগ অবলোকন কর। আমি ভূতগণকে ধারণ করি, ভূতগণকে পালন করি, অথচ আমার আত্মা ভূতস্থ নহে †।"

অষ্টমাধ্যায়ে, "এই জন্য সকল সময়ে আমায় স্মরণ কর, এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে নিঃসংশয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ‡।" এ স্থলে ভগবৎস্মরণ, তাঁহাতে মনোবুদ্ধি অর্পণ, এবং স্বধর্ম্মানুসরণ, যোগত্রয়ের একত্র সন্নিবেশ প্রদর্শন করিতেছে। মনোবুদ্ধিসমর্পণ বলাতে কর্ম্মসমর্পণের ন্যায় জ্ঞানসমর্পণও বুঝাইতেছে। জ্ঞানসমর্পণে জ্ঞানসম্বন্ধীয় অভিমান নিরসন হইয়া নিঃসংশয়িত্ব উপস্থিত হয়।

নবম অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে, "মন্মনা হও, মদ্ভক্ত হও, আমার যজনশীল হও, আমায় নমস্কার কর। মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে আত্মসমাধানপূর্ব্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবে §।" এ স্থলে 'মন্মনা' এই বিশেষণে জ্ঞান, 'মদ্ভক্ত' এই বিশেষণে ভক্তি, 'যজনশীল' এই বিশেষণে কর্ম্ম একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্লোকটিতেই আচার্য্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের উপসংহার করিবেন।

দশমাধ্যায়ে, "আমিই সকলের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতেই সকল প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতেরা ইহা জানিয়া [ভক্তি] ভাবযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন। আমাতে তাঁহাদিগের চিত্ত অর্পিত, আমাতে তাঁহাদিগের প্রাণ প্রবিষ্ট, তাঁহারা পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝান, আমার কথা কীর্ত্তন করেন, প্রতিদিন এইরূপ করিয়া পরিতুষ্ট হন, আমোদিত হন। নিরন্তর আমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিয়া তাঁহারা প্রীতিসহকারে আমার ভজনা করেন, তাই আমি সেই বুদ্ধিযোগ অর্পণ করি যে বুদ্ধিযোগে আমায় তাঁহারা লাভ করেন। তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ

---

* গীতা ৭ অ, ৪—৭ শ্লোক। † গীতা ৯ অ, ৪।৫ শ্লোক। ‡ গীতা ৮ অ, ৭ শ্লোক।
§ গীতা ৯ অ, ৩৪ ,, ।

করিবার জন্যই [তাঁহাদিগের] বুদ্ধিবৃত্তিতে আমি স্থিতি করি এবং সেখানে থাকিয়া দীপ্যমান জ্ঞানদীপযোগে আমি তাঁহাদিগের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করি *।" এখানে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও ভগবানের অনুকম্পাদি যথাক্রমে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ে, "যিনি আমার অভিপ্রেত কর্ম্ম করেন, একমাত্র আমারই আশ্রিত, আমার ভক্ত ও আসক্তিশূন্য, সর্ব্বভূতে বৈরিভাববিহীন, হে পাণ্ডব, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন †।" এই চরম শ্লোকে যদিও জ্ঞান সুস্পষ্ট বিন্যস্ত হয় নাই, তথাপি যখন ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে "আমায় যথাযথ দেখিতে ও জানিতে ‡" এই কথায় জ্ঞান-নিবিষ্ট আছে, তখন এ শ্লোকেও উহার অনুবৃত্তি হইতেছে।

দ্বাদশাধ্যায়ে, "যাহারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত [ভক্তি] যোগে আমার ধ্যান করত উপাসনা করে, আমাতে নিবিষ্টচিত্ত, সেই সকল ব্যক্তিকে অচিরে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে আমি উদ্ধার করিয়া থাকি। আমাতে মন স্থাপন কর, আমাতে মন নিবিষ্ট কর, দেহান্তে নিঃসংশয় আমাতেই নিবাস করিবে $।" এ স্থলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সন্নিবেশ অতি সুস্পষ্ট।

প্রকৃতিপুরুষবিবেক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিষয়। ইহাতে "অনন্যযোগে আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জনদেশসেবা, জনসমাজের প্রতি অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠত্ব, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন ¶" ইত্যাদিতে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম তিনেরই অবিসংবাদিতা প্রকাশ পাইতেছে। 'জনসমাজের প্রতি অরতি' এ কথায় নৈষ্কর্ম্ম্য অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বাস্তবিক কথা এই, 'নির্জ্জনদেশসেবা' এই কথায়—ভগবানের ভজনক্রিয়া যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে সাধকের জনসঙ্গবর্জ্জন প্রকাশ পাইতেছে, সকল কর্ম্ম পরিহার নহে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বিষয় গুণত্রয়বিভাগ। ইহাতে "যে ব্যক্তি আমাকে অব্যভিচারী ভক্তিযোগে ভজনা করে, সে এই সকল গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের সহিত একতা লাভ করে ⊙।" যদিও এখানে গুণাতীত্বসাধনের নিমিত্ত ভক্তিরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, কেন না ভক্তিতেই অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শনের প্রাধান্য, তথাপি যখন ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভজনীয়ের জ্ঞান ও ভজনরূপ কর্ম্ম নিত্য বর্ত্তমান থাকে, তখন এ দুইয়ের সঙ্গে ভক্তির সম্বন্ধ একান্ত অপরিহার্য্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে "যে ব্যক্তি বিমূঢ়মতি না হইয়া আমায় এইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ করিয়া সমগ্রভাবে আমারই ভজনা করিয়া থাকে ∴।"

---

* গীতা ১০ অ, ৮—১১ শ্লোক। † গীতা ১১ অ, ৫৫ শ্লোক। ‡ গীতা ১১ অ, ৫৪ শ্লোক।
$ গীতা ১২ অ, ৬—৮ „। ¶ গীতা ১৩ অ, ১০।১১ „। ⊙ গীতা ১৪ অ, ২৬ „।
∴ গীতা ১৫ অ, ১৯ শ্লোক।

এখানে 'জ্ঞানে' 'সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ করিয়া' এতদ্দ্বারা জ্ঞান, 'সমগ্রভাবে' এতদ্দ্বারা ভক্তি, 'ভজনা করিয়া থাকে' এতদ্দ্বারা কর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে। কেবল শ্রবণ কীর্ত্তনাদিই যে ভক্তির অন্তর্গত তাহা নহে, আজ্ঞাপালনও উহার অন্তর্গত। হরিভক্তি-বিলাসে উদ্ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনে উহা স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে, যথা "হে হরি, আমি এই নিবেদন করিতেছি যে, তুমি জান, যে কিছু উৎসবাদি কর্ম্ম তাহা তোমার প্রেরণায় করিব। হে বিষ্ণো, হে হৃষীকেশ, তুমি প্রাতঃকালে আমায় জাগ্রৎ করিলে, হে ঈশ, তুমি যাহা করাও তোমার আজ্ঞায় তাহা করি। হে ত্রৈলোক্যের চৈতন্যময় আদিদেব, হে শ্রীনাথ, হে বিষ্ণু, তোমার আজ্ঞায় প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া তোমার সন্তোষার্থ সংসারযাত্রা অনুবর্ত্তন করিব। হে শ্রীনৃহরে, হে অন্তরাত্মন্, যখন তোমার আজ্ঞায় সংসারযাত্রা অনুবর্ত্তন করি, তখন যেন, হে ভূমন্, স্পর্দ্ধা, তিরস্কার, কলহ, প্রমাদ ও ভয় আমায় অভিভূত না করে। আমি ধর্ম্ম কি জানি, অথচ আমার তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, আমি অধর্ম্ম কি জানি অথচ তাহা হইতে নিবৃত্তি নাই। হে হৃষীকেশ, তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া যেরূপ নিযুক্ত কর, আমি তেমনই করি।" এখানে ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্ত্তমান। "হে অর্জ্জুন, সকল ভূতের হৃদয়দেশে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন *" "সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, †" এ আত্মনিবেদন এই কথার অনুগামী।

দেবাসুরসম্পদ্বিভাগবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ে যদিও যোগত্রয় কথিত হয় নাই, তথাপি "অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে স্থিতি ‡" ইত্যাদিতে সেই যোগত্রয় ভাবান্তরে প্রকাশ পায়। এইরূপ শ্রদ্ধাবিভাগবিষয়ক সপ্তদশাধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এ অধ্যায়েও যোগত্রয়ের অনুকূল বিষয় কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌যামুনমুনির মতানুযায়ী শ্রীমদ্রামানুজ ষোড়শাধ্যায়ের এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন, "তত্ত্বানুষ্ঠান এবং সাক্ষাৎ জ্ঞানের স্থায়িত্ববিধানজন্য ষোড়শাধ্যায়ে অগ্রে দেবাসুরের বিভাগ বলিয়া পরে শাস্ত্রের আনুগত্য উক্ত হইয়াছে।" শ্রীমচ্ছ্রীধরস্বামী সপ্তদশ অধ্যায়ের এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন, "রজ ও তমোময়ী শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি সত্ত্বময়ী শ্রদ্ধা আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হয়, সপ্তদশে এইটি দাঁড়াইয়াছে।"

পূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহার উপসংহারস্বরূপ অষ্টাদশ অধ্যায়ে যোগত্রয়ের সমন্বয় অতি স্পষ্ট। প্রথমে কর্ম্মত্যাগবিষয়ে অপরের মত কি তাহার উল্লেখ করিয়া আচার্য্য আপনার মত বলিয়াছেন :—"কোন কোন পণ্ডিত দোষযুক্ত বলিয়া

---

* গীতা ১৮ অ, ৬১ শ্লোক। † গীতা ১৮ অ, ৬২ শ্লোক।

‡ গীতা ১৬ অ, ১ শ্লোক।

কর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকেন, কোন কোন পণ্ডিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকর্ম্ম পরিত্যাজ্য নয় বলেন। হে ভরতসত্তম, ত্যাগবিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। ত্যাগ [সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক ভেদে] ত্রিবিধ কথিত হইয়া থাকে। যজ্ঞ দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, এ সকল কর্ত্তব্য। কেন না যজ্ঞ দান ও তপস্যা বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধিকর। আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, হে পার্থ, এই আমার নিশ্চিত উত্তম মত। নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ কখন হইতে পারে না। মোহবশতঃ নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ তমোগুণসম্ভূত কথিত হইয়া থাকে *।" কে ত্যাগী ? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন, "শরীরধারী ব্যক্তি কখন সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকেই ত্যাগী বলা যায় †।" যেখানেই আচার্য্য নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির কথা বলিয়াছেন, সেখানেই যোগত্রয়ের সমন্বয় কথিত হইয়াছে, এই শ্লোকগুলিতে তাহা সুব্যক্তভাবে প্রকাশ পায় :—"সর্ব্বত্র যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য-বুদ্ধি, নিরহঙ্কার, স্পৃহাশূন্য, সেই ব্যক্তি সংন্যাসযোগে পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা, এই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় সংক্ষেপে বলিতেছি বোঝ। বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধারণাযোগে আপনাকে সংযত করিয়া শব্দাদিবিষয় পরিত্যাগ, অনুরাগ ও দ্বেষ পরিহার, শুচিদেশে অবস্থান, লঘু আহার ভোজন, এবং কায়, মন ও বাক্য সংযমপূর্ব্বক বৈরাগ্যা-শ্রয় করত নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ হইবে। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করত শান্ত ও নির্ম্মম হইয়া ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়া যায়। ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়, শোক করে না, সমুদায় ভূতেতে সমত্ব উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি পরম ভক্তি লাভ করে। ভক্তি দ্বারা আমি যাহা যে পরিমাণে (ক্ষুদ্র বা মহৎ) তত্ত্বতঃ জানিতে পারে, তৎপর তত্ত্বতঃ আমায় জানিয়া তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করে ‡।" একথা বলিয়া বিবাদ করা উচিত নহে যে, এখানে জ্ঞানযোগেরই প্রাধান্য, কর্ম্মযোগতো এখানে পরিত্যক্তই হইয়াছে, ভক্তিযোগ দ্বারা কেবল জ্ঞানেরই পরিপুষ্টি হইয়াছে। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ কি, যাহা লইয়া ঈদৃশ বিরোধ ?

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এ তিনের একটিও উপেয় (প্রাপ্তির বিষয়) নহে, সকলগুলিই উপায়। যথা ভাগবতে আচার্য্য উদ্ধবকে বলিয়াছেন, "মনুষ্যগণের শ্রেয় হয় এই উদ্দেশে আমি তিনটি যোগ বলিয়াছি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, এ তিন ব্যতীত আর

---

* গীতা ১৮ অ, ৩—৭ শ্লোক। † গীতা ১৮ অ, ১১ শ্লোক।

‡ গীতা ১৮ অ, ৪৯—৫৫ শ্লোক।

কোন উপায় নাই *।" উপেয় সেই পরব্রহ্ম যাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে না। এ নির্দ্দিষ্ট পথ কি? তৎপ্রদত্ত স্বভাব। সুতরাং জীবের স্বভাবানুযায়ী তৎপ্রাপ্তির উপায়ও তিনটি। ঈশ্বরে যেমন "স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া আছে, †" জীবেও সেইরূপ আছে, এবং সেই জন্যই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ তাহাতে নিয়তই থাকিবে। পরব্রহ্ম রসস্বরূপ, এজন্য ভক্তিও জীবেতে স্বাভাবিক। যথা ভাগবতে, "বেদবিহিতকর্ম্মানুরক্ত, বিষয়সমূহযোগে প্রকাশমান ইন্দ্রিয়গণের ভগবানেতে যে স্বাভাবিক এক মনোবৃত্তি আছে, উহা অহৈতুকী ভাগবতী ভক্তি, সিদ্ধি অপেক্ষাও উহা শ্রেষ্ঠ ‡।" "আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ¶" এস্থলে 'জিজ্ঞাসু' এই শব্দ, ভগবান্‌কে জানিবার অভিলাষ, অভিলাষময় হৃদয় ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, এই জন্য আচার্য্য উপসংহারে বলিয়াছেন "ভক্তি দ্বারা আমি যাহা যে পরিমাণ তত্ত্বতঃ সে জানিতে পারে।" এস্থলে জ্ঞানপক্ষাবলম্বিগণ জ্ঞানকেই প্রধানরূপে বর্ণন করেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর লিখিয়াছেন, 'নিষ্ক্রিয় আত্মা ও ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে সমুদায় কর্ম্ম অপসৃত হইয়াছে, সুতরাং তদ্ভাবাপন্ন মানুষ কর্ম্মহীন। এই কর্ম্মহীনতার ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য, সেই নৈষ্কর্ম্ম্যই সিদ্ধি; অথবা নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য—নিষ্কর্ম্মতাই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি। কর্ম্মজনিত সিদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র সদ্যোমুক্তিতে অবস্থানরূপ এই সিদ্ধি সন্ন্যাস অর্থাৎ সম্যগ্‌দর্শন বা সম্যগ্‌দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস দ্বারা প্রাপ্ত হয়।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "কর্ম্ম করিয়াও পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ইহার অর্থ—জ্ঞানযোগের ফলস্বরূপ ধ্যাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন, "যদিও আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানও কর্তৃত্বাভিনিবেশ না থাকাতে নৈষ্কর্ম্ম্যই বটে……তথাপি…… 'মনে মনে সমুদায় কর্ম্মসমর্পণ করিয়া আত্মাতে সুখে অবস্থিতি করিতেছেন' এই লক্ষণাক্রান্ত পরমহংসের আচরিত পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি সন্ন্যাসদ্বারা প্রাপ্ত হয়।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "আপনার আনন্দের আস্বাদলাভের পক্ষে যে সকল কর্ম্ম বিক্ষেপ উপস্থিত করে, সেই সকল কর্ম্ম সংন্যাস অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণ পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" বলদেব এই শ্লোকের ব্যাখ্যার আরম্ভে বলিয়াছেন, 'অগ্রে জ্ঞানগর্ভ কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা আপনার স্বরূপ অনুভূত হইলে পরে স্বরূপতঃ কর্ম্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবে।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "নিষ্কর্ম্ম (নিষ্ক্রিয়) ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান নৈষ্কর্ম্ম্য; কর্ম্মজনিত সিদ্ধি পরমসিদ্ধি নহে, উহার ফলস্বরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যে পরম সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।" 'ভক্তিদ্বারা আমাকে জানে' এস্থলে শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন "ভক্তিদ্বারা জানে

* ভাগবত ১১ স্ক, ২০ অ, ৬ শ্লোক।

† শ্বেতাশ্বর উপনিষৎ ৬।৮।

‡ ভাগবত ৩ স্ক, ২৫ অ, ৩২ ,, ।

§ গীতা ৭ অ, ১৬ শ্লোক।

এরূপ বলাতে যদি জ্ঞানকে প্রধান মনে করা হয় তাহা নহে, জ্ঞান দ্বারা ভক্তির সাহায্য হইয়া থাকে *।" শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন "জানিয়া তাহার পর [আমাতে] প্রবেশ করে', এ স্থলে জানা ও তাহার পর প্রবেশ করা এ দুইয়ের ভিন্নতা দেখান অভিপ্রেত নহে, [জ্ঞান ভিন্ন] ফলান্তরের যখন অভাব, তখন জ্ঞানমাত্রই অভিপ্রেত।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন "আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তদনন্তর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পর ভক্তিতে আমাতে প্রবেশ করে। ইহার অর্থ এই যে, [আমার] স্বরূপ, স্বভাব, গুণ ও বিভূতি এই সকল দর্শনের পর যে আসক্তিশূন্য অসীম নিরতিশয় ভক্তি উপস্থিত হয়, সেই ভক্তিতে আমায় পায়।" শ্রীমচ্ছ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন,"তদনন্তর অর্থাৎ জ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে পর আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হয়।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন "প্রবেশ করে ইহার অর্থ এই যে, অজ্ঞান ও তাহার ক্রিয়া নিবৃত্ত হইলে সমুদায় উপাধি (condition) চলিয়া যায়, সমুদায় উপাধি চলিয়া গেলে [সাধক] মৎস্বরূপ হয়। 'তদনন্তর' এ শব্দের অর্থ এই যে, যে প্রারব্ধ কর্ম্ম আছে তাহা ভোগ করিয়া দেহপাত হইলে (সাধক আমাতে প্রবেশ করে) জ্ঞান হইবামাত্রই নহে।"

এইরূপে দেখা যাইতেছে, শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িগণ জ্ঞান, শ্রীমদ্রামানুজ ধ্যানলক্ষণাক্রান্ত ভক্তি, শ্রীমদ্বলদেব অন্য কথায় সেই ধ্যানলক্ষণাক্রান্ত ভক্তি এবং শ্রীমচ্ছাণ্ডিল্য পরম অনুরাগলক্ষণা ভক্তি উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্ম কেহই অনুমোদন করেন নাই, এক শ্রীমদ্রামানুজকৃত ব্যাখ্যানে ধ্যানলক্ষণ কর্ম্ম আছে। জ্ঞান ও ভক্তিকে যদি ইঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিলেন, তাহা হইলে অপর উপায় কর্ম্মকে কেন তাঁহারা উপেক্ষা করিলেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের উত্তর এই, এরূপ করিবার কারণ পূর্ব্বসংস্কারদোষ। অন্যথা আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য হয়, আচার্য্যের এই অভিপ্রায় দেখিয়াও "মনে মনে সমুদায় সমর্পণ করিয়া আত্মবশে সুখে অবস্থিতি করিতেছেন †" এই মাত্র উক্তির পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ তাঁহারা কখন অনুমোদন করিতেন না। আচার্য্যের এরূপ অভিপ্রায় নয়; যদি এইরূপই অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে, "বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধারণাযোগে আপনাকে নিয়মিত করিয়া শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ, অনুরাগ ও দ্বেষপরিহার, শুচিদেশে অবস্থান, লঘু আহার ভোজন, এবং কায় মন ও বাক্য সংযম এবং বৈরাগ্যাশ্রয়পূর্ব্বক নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ হইবে," এই সকল কথা বলিয়া ধ্যানযোগের অনুকূল সমুদায় অনুষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিতেন না, এবং "এইরূপ বেদবিহিত বহুবিধ যজ্ঞ আছে, সে সকল গুলিকে কর্ম্মজন্য জানিয়া তুমি বিমুক্ত হইবে ‡;" এই যুক্তিতে, আচার্য্য কখন এস্থলে কর্ম্ম অনুমোদন

* শাণ্ডিল্য সূত্র ১৫ সূত্র। † গীতা ৫ অ, ১৩ শ্লোক। ‡ গীতা ৪ অ, ৩২ শ্লোক।

করিতেন না, এবং নবমাধ্যায়োক্ত "মন্মনা হও, মদ্ভক্ত হও ও আমাকেই যাজনা কর, আমায় নমস্কার কর *" এই শ্লোকার্দ্ধ অষ্টাদশাধ্যায়ে যথাযথ গ্রহণ করিয়া কখনই বলিতেন না, "তুমি আমার প্রিয়, সত্যই আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে †।"

আচার্য্য যে কেবল জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় মুখে মাত্র বলিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার তদনুযায়ী নিত্যানুষ্ঠান মহাভারতে ‡ সংক্ষেপে আছে, ভাগবতে উহার বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, "ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান করিয়া কৃষ্ণ বারি স্পর্শ পূর্ব্বক প্রসন্ন-চিত্তে অন্ধকারের অতীত সেই পরমাত্মার ধ্যান করিলেন, যিনি ব্রহ্মনামে প্রসিদ্ধ, এক, স্বয়ং জ্যোতি, নিরুপাধি (Unconditioned), অব্যয়, আপনার সত্তাতে যিনি নিত্য সমস্ত পাপ নিরস্ত করেন, এবং এই জগতের উদ্ভব ও বিনাশ শক্তিতে যাঁহার সত্তা ও আনন্দ পরিলক্ষিত হয়। অনন্তর নির্ম্মল জলে যথাবিধ স্নান করিয়া বসন ও উত্তরীয় পরিধানপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিলেন। [সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে] অগ্নিতে আহুতিদানপূর্ব্বক সংযতবাক্ হইয়া গায়ত্রী জপ করিলেন। উদয়োন্মুখ সূর্য্যের নমস্কার বন্দনা করিয়া আত্মার অংশভূত দেব ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন এবং আপনাতে আপনি স্থিতিপূর্ব্বক বৃদ্ধ ও বিপ্রগণের অর্চ্চনা করিলেন। স্বর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গ, মৌক্তিকমালাভূষিত রূপ্যখুরাগ্র, উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী, সুন্দর বস্ত্রাচ্ছাদিত সবৎসা সদ্যপ্রসূতা ধেনু এবং কৃষ্ণবর্ণ ও শুক্লদন্ত মৃগ, পট্টবস্ত্র, অজিন (চর্ম্ম), ও তিল সহ, অলঙ্কৃত বিপ্রগণকে গৃহে গৃহে প্রদান করিলেন। আপনার বিভূতি গো, বিপ্র, দেবতা, বৃদ্ধ, গুরু ও সমুদায় ভূতগণকে নমস্কার করিয়া মঙ্গলবস্তু স্পর্শ করিলেন §।" এইরূপে আপনার অনুষ্ঠিত আচরণ দ্বারা আপনার মত অপরকে গ্রহণ করাইয়া আচার্য্য আপনার আচার্য্যত্বের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, শ্রীমচ্ছ্রীধরস্বামী এইরূপে গীতার অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন "ঈশ্বরের প্রসাদে ও আত্মজ্ঞানে ভগবানে ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির সুখ হয়, বন্ধনমুক্তি হয়, ইহাই গীতার অর্থ সংগ্রহ।" শ্রীমচ্ছ্রীধরস্বামী ভক্তিপথের পক্ষপাতী। ইনি পূর্ব্বে যোগ ও সাংখ্যের সমুচ্চয় উল্লেখ করিয়াছেন, এস্থলে অজ্ঞাতসারে গীতার্থ সংগ্রহ দ্বারা যোগত্রয়ের সমন্বয় সাধিত করিয়াছেন, ইহা সত্যেরই মহিমা। এই সংগ্রহশ্লোকে ভগবদ্ভজনার অন্তর্ভূতরূপে কর্ম্ম অবস্থান করিতেছে। ১। ২।

আচার্য্য অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ;—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ।৩।

---

* গীতা ৯ অ, ৩৪ শ্লোক। † গীতা ১৮ অ, ৬৫ শ্লোক।
‡ উদ্যোগ পর্ব্ব ৮৮।৯৩ অ। § ভাগবত ১০ স্ক, ৭০ অ, ৪—১০ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সাংখ্যগণের জ্ঞানযোগ এবং যোগিগণের কর্ম্মযোগভেদে ইহলোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ভাব—পূর্ব্বাধ্যায়ে যে নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে, উহা একই, কিন্তু ইহলোকে নিষ্ঠা দ্বিবিধ। যাহা একই তাহা কি প্রকারে দ্বিবিধ হয়? একই নিষ্ঠা দ্বিবিধ হইবার কারণ এই যে, নিষ্ঠা এক সত্ত্বেও যাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি জ্ঞানপ্রধান তাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহাদিগের জ্ঞানযোগে, আর "তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান (ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ) ক্রিয়াযোগ" * এতদানুসারে যাঁহারা ক্রিয়াযোগপরায়ণ তাঁহাদিগের কর্ম্মযোগে প্রবৃত্তি হয়। শ্রীমচ্ছঙ্করের অভিপ্রায় এই যে, "দুই নিষ্ঠা ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের অনুষ্ঠেয়, সুতরাং একই ব্যক্তি জ্ঞান ও কর্ম্ম যুগপৎ অনুষ্ঠান করিবে গীতাশাস্ত্রের এ অর্থ কখন ভগবানের অভিপ্রেত হইতে পারে না!" দুই নিষ্ঠা বলা শোভা পায় না, কেন না এক নিষ্ঠাই গ্রাহকভেদে ভিন্নভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। নিষ্ঠা এক কেন বলা হইতেছে? শ্লোকে নিষ্ঠাশব্দ একবচনান্ত আছে এই জন্য। শ্রীমচ্ছ্রীধর বলেন, "দুয়েতে একই ব্রহ্মনিষ্ঠা কথিত হইয়াছে; কেন না প্রধান ও অপ্রধান এ দুইয়ের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ পায় না।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "সাধ্য [জ্ঞান] সাধন [কর্ম্ম] এই দ্বিবিধ অবস্থাভেদে একই নিষ্ঠা দুই প্রকার, দুই স্বতন্ত্র নিষ্ঠা নহে, ইহাই বলিবার জন্য নিষ্ঠাশব্দ একবচনান্ত। 'সাংখ্য ও যোগে যে এক দেখে সেই দেখে' [আচার্য্য এজন্য] এইরূপ বলিবেন।" শ্রীমদ্বলদেবও এই প্রকার বলিয়াছেন। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "অধিকারিভেদে একই নিষ্ঠা দুই প্রকার বলা হইয়াছে।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা এই যে নিষ্ঠার দ্বিবিধত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, উহা পূর্ব্বাবস্থা ও পরের অবস্থা ভেদবশতঃ।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "বিষয়ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তিগণের কর্ম্মযোগে অধিকার, অব্যাকুলচিত্তগণের জ্ঞানযোগে অধিকার।" 'কর্ম্মে তোমার অধিকার' † ইত্যাদিতে কর্ম্মযোগ, "যে সময়ে সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করে" ‡ ইত্যাদিতে জ্ঞানযোগ বিধিসিদ্ধ করা হইয়াছে। এইরূপে সহসা প্রতিভাত হয় যে, আচার্য্যের বাক্যে যদিও কর্ম্মের অপরিহার্য্যত্ব সর্ব্বত্র অতি স্পষ্ট, তথাপি ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কর্ম্মযোগের অপরিহার্য্যত্ব কেহই স্বীকার করেন না। এ স্থলে এইটি বিবেচনা করিতে হইতেছে,—সংসারিগণ নিয়ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারে প্রবৃত্ত, তাহারা চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে না, তাহাদিগের প্রতি জ্ঞানযোগের উপদেশ মিথ্যা। "যাঁহা হইতে ভূতগণের চেষ্টা সমুপস্থিত হয়, যিনি এই সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিজ কর্ম্মদ্বারা

* পাতঞ্জল সূত্র ২।১। † গীতা ২ অ, ৪৭ শ্লোক। ‡ গীতা ২ অ, ৫৫ শ্লোক।

তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে, *" এই প্রমাণ আশ্রয় করিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা হয় এই বুদ্ধি যে সকল ব্যক্তিতে উপস্থিত হয়, তাহারা কর্ম্মযোগে অধিকারী হইল। সময়ে এই কর্ম্মযোগেই তাহাদের অব্যাকুল-চিত্ততা সিদ্ধ হয়, এবং জ্ঞানযোগে তাহারা প্রবেশ করে। যাহাদের আরম্ভেই চিত্ত শমপ্রধান, চিত্তশুদ্ধির জন্য যে সকল কর্ম্ম করিতে হয় সে সকলের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া তাহাদের জ্ঞানযোগে অধিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। যখন এইরূপই হইল, তখন পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া পরে যদি জ্ঞানযোগীর কর্ম্মযোগে এবং কর্ম্মযোগীর জ্ঞানযোগে প্রবেশ না ঘটিত, তাহা হইলে পূর্ব্বতন ব্যাখ্যা সকল সমীচীন হইত বৈ কি? কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগে প্রবেশ প্রথমতঃ জ্ঞানযোগীর কর্ম্মবৈমুখ্য জন্মায় বটে, কিন্তু অচিরেই ভগবৎপ্রেরণায় সেই জ্ঞানযোগই সেই জ্ঞানযোগীকে দুষ্কর কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত করে, যদি তাহাই না হইত তাহা হইলে ইদানীন্তন কালের শ্রীমচ্ছঙ্কর প্রভৃতির জীবহিতের জন্য মহান্ প্রয়াস উপস্থিত হইত না, এবং এই মহাপ্রয়াসে তাঁহাদিগের অকালে শরীরপাত ঘটিত না। কর্ম্মযোগিগণেরও জ্ঞানবৈমুখ্য কখন সম্ভবপর নহে, কেন না ভগবানের অর্চ্চনায় রত থাকিয়া তাঁহা-দিগের উত্তরোত্তর ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি অপরিহার্য্য। "এ দুইয়ের একটি সম্যক্ আশ্রয় করিলেও উভয়েরই ফললাভ করে, †" আচার্য্যের এই উক্তিতে, এই তত্ত্ব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। নিষ্ঠা যখন এক তখন ব্যামিশ্র [সন্দেহোৎপাদক] বাক্যের অবকাশ কোথায়, আচার্য্যের এই অভিপ্রায়। ৩।

"যদি তোমার মতে কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ," এই প্রশ্নে জ্ঞাননিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ এই যে সংশয় প্রকাশ পাইতেছে তাহা নিরসন করিবার জন্য, এবং "সেইটি নিশ্চয় করিয়া বল" এই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি। ৪।

কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলেই যে কোন ব্যক্তির নৈষ্কর্ম্ম্য (জ্ঞান) লাভ হয় তাহা নহে, কর্ম্মার্পণেই যে সিদ্ধি হয় তাহা নহে।

ভাব—কর্ম্ম না করিলেই যে কর্ম্মশূন্যতা, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা, আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্বস্বরূপে স্থিতি লাভ হয় তাহা নহে। নিখিল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই যে নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠা উপস্থিত হয় তাহা নহে। এই সন্দেহ যে কেবল অর্জ্জুনেরই

---

* গীতা ১৮ অ, ৪৬ শ্লোক। † গীতা ৫ অ, ৪ শ্লোক।

উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নহে, সে কালে অপর অনেকেরই এ প্রকার সন্দেহ ছিল, তাই তাহা নিরসন করিবার জন্য আচার্য্য এরূপ বলিয়াছেন। ৪।

জ্ঞাননিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ, ইহা যখন সিদ্ধ হইতেছে, তখন আচার্য্য এরূপ কেন বলিলেন, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন ;—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ। ৫।

কেহ কদাপি মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিকগুণে সকলেই অবশ হইয়াও কর্ম্ম করিয়া থাকে।

ভাব—জ্ঞানীই হউন, আর অজ্ঞানীই হউক, কোন ব্যক্তিই মুহূর্ত্তের জন্য কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেন? এই জন্য যে সকল লোকেই পরাধীনভাবে সত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করে। ৫।

সত্ব রজ ও তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অবশভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করা জ্ঞানিগণসম্বন্ধে কখন সম্ভবপর নহে, এরূপ স্থলে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানিগণ সমান ইহা কিরূপে সিদ্ধ হয়? এই জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ, কর্ম্মের অপরিহার্য্যত্ববিষয়ে উভয়ে সমান হইলেও অজ্ঞানী হইতে জ্ঞানিগণের মহৎ পার্থক্য কি, "কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলকে কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিয়া" "যে ব্যক্তি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়নিচয়কে সংযত করত" এই পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে দেখাইতেছেন :—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।৬।

কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলকে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে বিরত রাখিয়া যে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়নিচয়কে ভাবে, সে অতি বিমূঢ়চিত্ত, তাহাকে মিথ্যাচার বলা যায়।

ভাব—মিথ্যাচার—কপটাচার, পাপাচার। দাম্ভিকতাবশতঃ* কর্ম্মত্যাগ করে বলিয়া ঈদৃশ ব্যক্তি দাম্ভিক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। ৬।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে। ৭।

যে ব্যক্তি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়নিচয়কে সংযত করত অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়যোগে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই বিশিষ্ট।

ভাব—ঈদৃশ ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বলিবার কারণ শ্রীমদ্রামানুজ এই প্রকার প্রদর্শন

---

* কেবল দাম্ভিকতা নহে, লোকে আমাকে যোগী বলিয়া জানুক এরূপ নীচ অভিলাষও ইহার মধ্যে আছে।

করিয়াছেন "কর্ম্মযোগে প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ হইতে [কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি] বিশিষ্ট।" শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গ "মিথ্যাচাররূপ অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ" এইরূপ বলিয়াছেন। "কর্ম্মে কৌশল যোগ *" ইত্যাদি বাক্যে আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করা এ শাস্ত্রে সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতে ব্যবস্থাপিত আছে, অপিচ "নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ কখন হইতে পারে না। স্বেচ্ছাবশতঃ নিত্যকর্ম্ম-ত্যাগ তমোগুণসম্ভূত কথিত হইয়া থাকে, †" এইরূপ আচার্য্যের আপনার মুখে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়, এজন্য শ্রীমদ্রামানুজকৃত ব্যাখ্যাই আমরা অনুমোদন করি। ৭।

কর্ম্ম ও জ্ঞান এক, সুতরাং কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, অর্জ্জুনের এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক প্রতিপাদন করিয়া এখন কর্ম্ম না করা হইতে কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ। ৮।

নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। তুমি কর্ম্ম না করিয়া শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না।

ভাব—শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য এ শ্লোকের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "নিয়ত শব্দের অর্থ ব্যাপ্ত। প্রকৃতির সহিত সংসর্গবশতঃ কর্ম্ম [সকল জীবে] ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনাদিবাসনার সহিত [জীবের] নিত্যসম্বন্ধজন্য প্রকৃতির সহিত সংসর্গ ঘটিয়া থাকে। কর্ম্ম সহজে করা যাইতে পারে এবং উহাতে প্রমাদের সম্ভাবনা নাই, এজন্য 'কর্ম্মই কর ; অকর্ম্ম হইতে—জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।' '[কর্ম্ম না করিলেই] নৈষ্কর্ম্ম্য (জ্ঞান) লাভ হয় না' এই কথায় [প্রশ্নের উত্তর] আরম্ভ করাতে অকর্ম্মশব্দে জ্ঞাননিষ্ঠাই উক্ত হইয়াছে। [জ্ঞাননিষ্ঠা] পূর্ব্ব হইতে অভ্যস্ত নয়, নিয়ত [স্বভাবসিদ্ধ] নয়, সহজসাধ্য নয়, প্রমাদসম্ভাবনাসঙ্কুল, এই সকল কারণে জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারীর পক্ষেও জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে কর্ম্মনিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ। আত্মার যথার্থস্বরূপ কি, তাহা জানিয়া সেই জ্ঞানযোগে আমি যে কর্ত্তা নই এই চিন্তা কর্ম্মানুষ্ঠান কালে নিয়ত উপস্থিত থাকা সমুচিত, ইহাই আচার্য্য [সম্প্রতি] বলিবেন। অতএব আত্মজ্ঞান যখন কর্ম্মযোগের অন্তর্গত, তখন সেই কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম হইতে জ্ঞাননিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব তখনই জানা যায়, যখন জ্ঞাননিষ্ঠাতে অধিকার জন্মিয়াছে এটি প্রতিপন্ন হয়। যদি সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞাননিষ্ঠা অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্মহীন জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞাননিষ্ঠার পক্ষে অত্যাবশ্যক

* গীতা ২ অ, ৫০ শ্লোক। † গীতা ১৮ অ, ৭ শ্লোক।

শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবার নহে। যত দিন সাধন পরিসমাপ্ত হয় নাই, তত দিন শরীরধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। ন্যায়ার্জ্জিত ধনের দ্বারা মহাযজ্ঞাদি করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট অশনে শরীরধারণ কর্ত্তব্য। 'আহারশুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিতে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি [উপস্থিত হয়]' শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন। '[যাহারা আপনার জন্য পাক করে] তাহারা পাপ আহার করে' এইরূপ (আচার্য্য) বলিবেন। এজন্য জ্ঞাননিষ্ঠেরও কর্ম্ম [যজ্ঞাদি] না করিয়া দেহযাত্রা সিদ্ধ হইবার নহে। জ্ঞাননিষ্ঠেরও যখন শরীরধারণ এবং সাধনসমাপ্তিপর্য্যন্ত মহাযজ্ঞাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য; কর্ম্মযোগে যখন আপনার অকর্তৃত্বভাবনা এবং আপনার যথাযথ স্বরূপানুসন্ধান অন্তর্ভূত রহিয়াছে এবং [যাবতীয়] প্রকৃতিসংসৃষ্ট মনুষ্যের কর্ম্মযোগ সহজসাধ্য, প্রমাদশূন্য, তখন জ্ঞাননিষ্ঠযোগীর জ্ঞানযোগাপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর, [আচার্য্যের] এই অভিপ্রায়।" এই মত আমাদের অনুমোদিত কেন, পূর্ব্বেই আমরা তাহা বলিয়াছি। ৮।

কর্ম্ম বন্ধন হইয়া পড়ে, অতএব কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নয়, এ মত আচার্য্য নিবারণ করিতেছেন :—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর। ৯।

যে কর্ম্ম দ্বারা যজ্ঞ হয় না সেই কর্ম্ম দ্বারা লোকের বন্ধন হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়, তুমি নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

ভাব—"যজ্ঞই বিষ্ণু" ব্রাহ্মণবিভাগে উদ্ধৃত এই শ্রুতি অনুসারে ঈশ্বরের আরাধনা যজ্ঞ। যদ্দ্বারা সর্ব্বব্যাপী ভগবানের আরাধনা হয়, সে কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কর্ম্মে লোক যদি প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। অতএব, হে কৌন্তেয়, ঈশ্বরের আরাধনা উদ্দেশে ফলের অভিলাষ পরিহার করিয়া কর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান কর। ৯।

পরমেশ্বরের আরাধনারূপ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি প্রজাপতির বাক্য অনুসরণপূর্ব্বক বৈদিকযজ্ঞানুষ্ঠান করা যে কর্ত্তব্য তাহাই আচার্য্য বলিতেছেন :—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্। ১০।

যজ্ঞের অধিকারী করিয়া প্রজাগণকে সৃজন করত প্রজাপতি পূর্ব্বে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, যজ্ঞদ্বারা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হউক, ইহা তোমাদিগকে অভীষ্ট দান করিবে। ১০।

যজ্ঞ কেন অভীষ্ট দান করিবে, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবাভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ। ১১।

তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর, তাঁহারা তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপ পরস্পরকে সংবর্দ্ধিত করিয়া পরমশ্রেয়োলাভ করিবে। ১১।

দেবগণকে সংবর্দ্ধিত না করিলে কি দোষ হয়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবাদাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যোযোভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ। ১২।

যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে ইষ্টভোগ দান করিবেন। তাঁহারা যাহা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ব্যক্তি সে সমুদায় ভোগ করে সে নিশ্চয় চোর।

ভাব—তাঁহাদিগকে না দিয়া তাঁহাদিগের প্রদত্ত ভোগসমূহে যে ব্যক্তি আপনার দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করে সে ব্যক্তি চোর, একথা বলা উপলক্ষমাত্র। কেন না মনুষ্যগণের দ্বারা মানুষ যখন নিয়ত বিবিধ উপকার পাইতেছে, তখন আপনার দেহভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাই আপনার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট দ্বারা সকলের সেবা করা সমুচিত। যে সকল ব্যক্তি দ্বারা এক জন উপকৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া যদি সে আপনার ভোগের জন্য সমুদায় ব্যয় করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি চোর, শাসনার্হ। ভাগবত এইরূপই বলিয়াছেন, "দেহিগণের যতটুকু হইলে উদরপূর্ত্তি হয় ততটুকুতে তাহাদিগের অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক যে ব্যক্তি আপনার বলিয়া মনে করে, সে চোর দণ্ডার্হ *।" ১২।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। ১৩।

যে সকল সজ্জনব্যক্তি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া থাকেন তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যে পাপাচারিগণ কেবল আপনাদের জন্য [অন্ন] পাক করে, তাহারা পাপ আহার করে। ১৩।

এই জগচ্চক্র এক কর্ম্মদ্বারা চলিতেছে, অতএব সকলেরই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

* ভাগবত ৮ স্ক, ১৪ অ, ৮ শ্লোক।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যোযজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। ১৪।
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্। ১৫।
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামোব্যর্থং পার্থ সজীবতি। ১৬।

অন্ন হইতে জীবসকল উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে অন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেঘ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে হইয়া থাকে। কর্ম্ম ব্রহ্ম [বেদ] হইতে এবং বেদ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এইরূপ কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। এ সংসারে এই চক্র যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন করে না, তাহার আয়ু নিষ্ফল, সে কেবল ইন্দ্রিয়যোগে আমোদ লাভ করে, তাহার ব্যর্থ জীবন ধারণ হয়।

ভাব—অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে বেদ উদ্ভূত। শ্রীমদ্রামানুজ এ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—"'কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত' এস্থলে ব্রহ্মশব্দে প্রকৃতির পরিণামরূপ শরীরকে বুঝায়। 'সেই এই ব্রহ্মই নাম, রূপ ও অন্ন হইয়া থাকে', এস্থলে ব্রহ্মশব্দে প্রকৃতি বুঝাইতেছে। 'এই মহৎ ব্রহ্ম [প্রকৃতি] আমার যোনি' এই গীতাতেও বলা হইয়াছে। অতএব 'কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত' এই বাক্যে ইহাই প্রকাশ পায় যে, শরীর প্রকৃতির পরিণাম, কর্ম্ম সেই শরীর হইতে উদ্ভূত। 'ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উদ্ভূত' এস্থলে অক্ষরশব্দে জীবাত্মা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্নপানাদিদ্বারা তৃপ্ত জীবাধিষ্ঠিত শরীর কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। কর্ম্ম করিবার উপায়স্বরূপ শরীর অক্ষর হইতে উদ্ভূত। সুতরাং 'সর্ব্বগত ব্রহ্ম' অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার [কর্ম্মে] অধিকারী [ব্যক্তিগণের] শরীর নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যজ্ঞের মূল।" ১৪—১৬।

এইরূপে যাবজ্জীবন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। প্রজাপতির বাক্যানুসারে উল্লিখিত কর্ম্ম বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা, ইহাই দাঁড়াইতেছে। এরূপ হইলে, আত্মাকে আশ্রয় করা হইল না, সুতরাং পুনঃ পুনঃ শরীরগ্রহণ এবং একেবারে বন্ধন নষ্ট না হওয়ারূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে। এই অনিষ্ট দেখিয়াই আচার্য্য অনুগীতায় বলিয়াছেন, "কোন কোন অল্পবুদ্ধি লোকে কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। যাঁহারা বর্ষীয়ান্ মহাত্মা তাঁহারা কর্ম্মের প্রশংসা করেন না। কর্ম্মজন্যই জীব ভূতেন্দ্রিয়াদি-

ষোড়শপদার্থসম্ভূত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। জ্ঞান পুরুষকে গ্রাস করে অর্থাৎ অশরীরী করে, সুতরাং অমৃতত্বাকাঙ্ক্ষী প্রাণিগণের তাহাই গ্রহণীয় *।" আত্মাশ্রয়ী ব্যক্তিগণের যজ্ঞের দ্বারা অঋণী হইবার কোন প্রয়োজন নাই, এ বিষয়ে তাঁহারা স্বাধীন। ভাগবতে এজন্যই বলিয়াছেন, "হে রাজন্, সমুদায় কর্ত্তব্য পরিহার করিয়া সমগ্র হৃদয়ে যে ব্যক্তি শরণাগতবৎসল ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, দেবগণ, ঋষিগণ, ভূতসকল, আপ্ত ব্যক্তিগণ, পিতৃগণ, ইঁহাদের তিনি কিঙ্করও নন, ঋণীও নন †।" এজন্যই আচার্য্য বলিতেছেন :—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। ১৭।

যে মানব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার করিবার কিছু নাই।

ভাব,—যে ব্যক্তির আত্মাতেই অনুরাগ, বিষয়ে নহে; আত্মাতেই তৃপ্তি, অন্নপানাদিতে নহে; যিনি আপনাতেই সন্তুষ্ট, বাহিরের কোন প্রকার ভোগের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার করণীয় বৈদিক অনুষ্ঠান কিছুই নাই। এই কথাই আচার্য্য চতুর্থাধ্যায়ে বলিয়াছেন, "দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, এক জ্ঞানেতে নিখিল কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয় ‡।" একথা বলার উদ্দেশ্য যে নিখিল কর্ম্ম পরিত্যাগ করা নহে, তাহা "যোগে যে ব্যক্তি কর্ম্মার্পণ করিয়াছে §" "অতএব অজ্ঞানসম্ভূত ¶" ইত্যাদি শ্লোকে অতি সুস্পষ্ট। এ অধ্যায়েতেও দেখিতে পাওয়া যায়, "সে জন্য অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে সতত কর্ম্মানুষ্ঠান কর $।" ১৭।

যে ব্যক্তি ধনজনাদি কিছু চায় না, ধনজনাদির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বৈদিক অনুষ্ঠানে তাহার কোন প্রয়োজন নাই, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ। ১৮।

কর্ম্ম করিবারও তাহার কোন প্রয়োজন নাই, না করিবারও তাহার কোন প্রয়োজন নাই। সমুদায় ভূতমণ্ডলীমধ্যে তাহার কোন প্রয়োজনে ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না।

ভাব—'না করিবারও কোন প্রয়োজন নাই' এস্থলে প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্ববর্ত্তী 'অর্থ' (প্রয়োজন) শব্দের অনুবৃত্তি না করিয়া অনর্থ শব্দ উহ্য করিয়াছেন,

* অনুগীতা ৫১ অ, ৩১।৩২ শ্লোক।
† ভাগবত ১১ স্ক, ৫ অ, ৫১ শ্লোক।
‡ গীতা ৪ অ, ৩৩ শ্লোক।
§ গীতা ৪ অ, ৪১ শ্লোক।
¶ গীতা ৪ অ, ৪২ শ্লোক।
$ গীতা ৩ অ, ১৯ শ্লোক।

এবং 'কর্ম্ম না করিয়া কোন অনর্থ [প্রত্যবায়] হয় না' এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ইহা ঠিক শ্লোকের অন্বয়ানুরূপ ব্যাখ্যা নহে। এস্থলে অন্বয়ানুরূপ ব্যাখ্যা করাই ভাল, কেন না তাহা হইলে "তুমি কর্ম্মফলের কারণ হইও না, কর্ম্ম না করিবার পক্ষেও যেন তোমার অভিনিবেশ না হয় *" আচার্য্যের এই বাক্যের সহিত অন্বয়ানুরূপ ব্যাখ্যার ঐক্য হয়; আর এ শ্লোকের অব্যবহিত পরেই যে কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয়। আচ্ছা আচার্য্যের যদি কর্ম্ম করা অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আত্মাকে আশ্রয় করিবার পক্ষে ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। না, ব্যাঘাত হইবার কারণ নাই, কেন না "যদ্দ্বারা আহুতি প্রদান করা হয় তাহা ব্রহ্ম †" এই উক্তি অনুসারে যজ্ঞের উপাদান সকলেতে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ তাঁহারাও নিত্য অনুষ্ঠেয় উপাসনাদি এবং ইন্দ্রিয়ব্যাপারে যজ্ঞক্রিয়া দর্শন করিয়া ক্রিয়াবান্। যথা অনুগীতায়—"বৈশ্বানর অগ্নি সাত প্রকারে দীপ্তি পায়; প্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি এই সাতটি বৈশ্বানরাগ্নির রসনা। ঘ্রেয়, দৃশ্য, পেয়, স্পৃশ্য, শ্রাব্য, মন্তব্য ও বোদ্ধব্য এই সাতটি যজ্ঞের ইন্ধন। ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা, এই সাতটি পরম ঋত্বিক্। ঘ্রেয়, পেয়, দৃশ্য, শ্রব্য, মন্তব্য ও বোদ্ধব্য, এই সপ্তপ্রকার হব্যসামগ্রী। হে সুভগে, সপ্ত জন হোতা সপ্ত অগ্নিতে সপ্তপ্রকারে হবন করিতেছেন ‡।" দেবমানবাদির মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গে আত্মাশ্রয়ী ব্যক্তির প্রয়োজন লইয়া কোন সম্বন্ধ নাই; আত্মাকে আশ্রয় করাতে তিনি সর্ব্বথা অন্যনিরপেক্ষ। ১৮।

বৈদিক অনুষ্ঠান না করিবার যখন কোন প্রয়োজন নাই, তখন আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ। ১৯।

সে জন্য অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্মানুষ্ঠান কর। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকে।

ভাব—এখানে শ্রীধর প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণ বলিয়াছেন, অর্জ্জুনের জ্ঞানে অধিকার নাই দেখিয়া তাঁহাকে আচার্য্য কর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন। এরূপ বলাতে তাঁহারা আচার্য্যের প্রতিই অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, কেন না অকালে উপদিষ্ট কথাগুলি অর্জ্জুন ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহা দেখিয়াও স্বয়ং আচার্য্য তাঁহাকে উচ্চতম জ্ঞানাপন্ন

* গীতা ২ অ, ৪৭ শ্লোক। † গীতা ৪ অ, ২৪ শ্লোক।

‡ অনুগীতা ২০ অ, ১৯—২৩ শ্লোক।

অধিকারী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যথা অনুগীতায় "হে পার্থ, বিশেষজ্ঞানবিরহিত, দ্বৈধভাবাপন্ন, অপরসে রসিক, অজিতচিত্ত, মানুষ ইহা বুঝিতে পারে না। যাহা তোমায় বলিলাম, ইহা দেবগণের পক্ষেও পরম রহস্য। কখন কোন মানুষ এ কথা এখানে শোনে নাই। তোমা বিনা, হে অনঘ, আর কোন মনুষ্য শুনিবার যোগ্য নয়। দ্বৈধভাবাপন্ন চিত্তে ইহা কেহ আজও বুঝিতে পারে না *।" ১৯।

কর্ম্মানুষ্ঠানে আচার্য্য কারণান্তর দেখাইতেছেন :—

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাজনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি। ২০ ;

জনকাদি পূর্ব্ববর্ত্তিগণ কর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা লোকদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা হইবে, ইহা দেখিয়াও কর্ম্মানুষ্ঠান উচিত।

ভাব—জনকাদি কর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি জ্ঞানযোগে অধিকারী তাহারও আত্মদর্শনজন্য কর্ম্মযোগই শ্রেয়স্কর, এই জন্যই জ্ঞানিগণের অগ্রেসর জনকাদি রাজর্ষি কর্ম্মযোগেই সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।" আত্মসাক্ষাৎকারলাভের পর জনকাদি রাজর্ষি রাজ্যপালনাদিবিষয়ে বিমুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর ভগবদাজ্ঞায় তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, যোগবাশিষ্ঠাদিপাঠে ইহা জানিতে পারা যায়। জনকাদি ক্ষত্রিয় ছিলেন, এজন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করেন নাই, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। ভরতঋষভাদি রাজর্ষি ক্ষত্রিয় হইয়াও কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। যখন আমি আত্মাকে আশ্রয় করিয়াছি, তখন আমি দেবগণ, পিতৃগণ, ভূতগণের কাহারও নিকট ঋণী নহি, কাহারও কিঙ্কর নহি, অর্জ্জুন, এরূপ যদি তুমি মনে কর, তথাপি সদ্দৃষ্টান্তদ্বারা লোকদিগের কল্যাণ সাধন, তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবার জন্য তোমার কর্ম্ম করা সমুচিত। লোকদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিবার জন্য স্পৃহা যে পরাত্মতা হইতে উদ্ভূত হয়, জনকের দৃষ্টান্তদ্বারা আমরা অধ্যায়ের আরম্ভেই প্রতিপাদন করিয়াছি। এই পরাত্মতা কি? ভাগবতের এই বাক্যেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে ;—"সর্ব্বদা পরের জন্য সকল চেষ্টা, যাহা কিছু আপনার সকলই পরের জন্য। এই পরাত্মতা বৃক্ষ ও পর্ব্বতের নিকটে [মনুষ্য] শিক্ষা করিবে †।" ২০।

যিনি উচ্চ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার আচরণের সঙ্গে অপর ব্যক্তিগণের কল্যাণ ও অকল্যাণ চিরসংযুক্ত রহিয়াছে, সেই কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি উপেক্ষা করিলে অপরাধী হইতে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কাহারও নিকটে ঋণী নয়, কাহারও

---

* অনুগীতা ১৯ অ, ৫৬—৫৮ শ্লোক।

† ভাগবত ১১ স্ক, ৭ অ, ৩৮ শ্লোক।

কিঙ্কর নয়, লোকদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মাচরণে কি সে উচ্চধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় না? এ বিতর্ক কিছুই নহে, দেখাইবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে। ২১।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতর জনেরা তাহাই আচরণ করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রমাণ করেন, লোক সকল তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

ভাব—সমগ্র শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা এবং তদনুসরণে অনুষ্ঠানবশতঃ যিনি প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যাহা যাহা আচরণ করেন, যাহারা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নহে তাহারা তাহাই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। লৌকিক বা বৈদিক বিষয়ে তিনি যাহা প্রমাণ মনে করেন, লোকেরা তাহাই অনুবর্ত্তন করে। ২১।

সর্ব্বপ্রকারের সংশয় নিরসন করিবার জন্য আচার্য্য আপনার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছেন :—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মণি। ২২।

পার্থ, তিন লোকের মধ্যে আমার কিছু কর্ত্তব্য নাই, অপ্রাপ্য পাইবার নাই, অথচ আমিও কর্ম্মানুবর্ত্তন করিয়া থাকি।

ভাব—অনন্তব্রহ্মকে যিনি অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার আর অপ্রাপ্ত বিষয় কি আছে যে তাহা পাইবার জন্য অভিলাষ থাকিবে। আচার্য্যের কর্ম্মের প্রতি ঈদৃশ সমাদর কেন তাহা তিনি স্বয়ংই উদ্যোগ পর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছেন :—"যে সকল জ্ঞান কর্ম্ম সাধন করে, সেই সকল জ্ঞান সফল অন্য জ্ঞান নিষ্ফল। দেখ কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল পান কর, তখনই তৃষ্ণার শান্তি হইবে। কর্ম্মযোগেই বিধি নিবদ্ধ হইয়া থাকে, বিধানমাত্রেই কর্ম্ম আছে। বিধানে কর্ম্ম ছাড়া আর কিছু যে ভাল মনে করে, সে ব্যক্তি দুর্ব্বল, তাহার কথা নিষ্ফল। পরলোকে দেবগণের দীপ্তি কর্ম্মে। ইহলোকে ধর্ম্মে বায়ু চলিতেছে, অহোরাত্র হইতেছে, অতন্দ্রিত ভাবে সূর্য্য নিয়ত উদিত হইতেছে, মাস, অর্দ্ধমাস বা নক্ষত্রগণেতে চন্দ্র অতন্দ্রিত ভাবে গতায়াত করিতেছে, অগ্নি অতন্দ্রিত ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া প্রজাগণের ক্রিয়াসাধন করিতেছে; পৃথিবী অতন্দ্রিত ভাবে সবলে এই গুরুভার বহন করিতেছে; অতন্দ্রিত ভাবে নদী সকল সর্ব্বভূতের তৃপ্তি সাধন করিয়া দ্রুতবেগে জল বহন করিতেছে; অন্তরিক্ষ ও দিক্ সকল নিনাদিত করিয়া মহাতেজা ইন্দ্র অতন্দ্রিত ভাবে জল বর্ষণ করেন, দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য তিনি অতন্দ্রিত ভাবে ব্রহ্মচর্য্য

আচরণ করিয়াছিলেন। সুখ ও মনের প্রিয় বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া দেব শক্র কর্ম্মাচরণ দ্বারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। অপ্রমত্ত ভাবে সত্য ও ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক, দম, তিতিক্ষা, সমতা ও প্রিয়ভাব, এই সমুদায় সেবা করিয়া ইন্দ্র মুখ্য দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমাহিতমনা ও আত্মপরায়ণ হইয়া যথাযথ বৃহস্পতি ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়াছিলেন। সুখ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিয়া দেবগণের মধ্যে তিনি গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কর্ম্মের জন্যই নক্ষত্র সকল পরলোকে দীপ্তিমান্, বিশ্বমধ্যে রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর সকলেই দীপ্তি পান; ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য, এবং কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ঋষিগণ পরলোকে দীপ্তিমান্ হন।" *। ২২।

ব্রহ্ম সহ একতা লাভ করিয়াও কেন তুমি অসম্পন্নের ন্যায় কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, এই প্রশ্ন উত্থাবন করিয়া আচার্য্য তাহার উত্তর দিতেছেন :—

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ২৩।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ। ২৪।

যদি নিরলস হইয়া কর্ম্মানুবর্ত্তন না করিতাম, সর্ব্বথা লোক সকল আমার পথানুসরণ করিত। আমি যদি কর্ম্ম না করি, লোক সকল উৎপন্ন হইয়া যায়; আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হই, আমিই প্রজাদিগকে বিনাশ করি।

ভাব—কর্ম্মদ্বারাই সমুদায় জগৎ এবং মানবসমাজ যথাবৎ স্থিতি করিতেছে। আলস্য উপস্থিত হইলে স্বভাব বিকৃত হয়, স্বভাব বিকৃত হইলে ধর্ম্মলোপ হয়, ধর্ম্মলোপ হইলে সীমা উলঙ্ঘন হইয়া থাকে, সীমা উলঙ্ঘন হইলে জনক্ষয় উপস্থিত হয়, এই দেখিয়া জ্ঞানিগণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এই জন্য ধ্যানযোগীকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন, "যথোপযুক্ত কর্ম্মে চেষ্টাশীল" †। ২৩। ২৪।

প্রাপ্তব্য কোন বিষয় না থাকিলেও পরের কল্যাণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গিয়া অন্তে উহা বন্ধনের কারণ না হয়, এ জন্য ফলাভিসন্ধিপরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম কর্ত্তব্য, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যাবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাং স্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্। ২৫।

---

* উদ্যোগ পর্ব্ব ২৮ অ, ৭—১৬ শ্লোক। † গীতা ৬ অ, ১৭ শ্লোক।

অজ্ঞানিগণ আসক্ত হইয়া যে প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে, জ্ঞানি-গণ লোকদিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত রাখিবার জন্য অনাসক্ত হইয়া সেইরূপ কর্ম্ম করিবেন। ২৫।

এ বিষয়ে এত আগ্রহ কেন? আগ্রহ এই জন্য যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আচারের প্রবর্ত্তক। আচার্য্য এই কথাই বলিতেছেন :—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্। ২৬।

কর্ম্মাসক্ত লোকদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি যোগযুক্ত হইয়া সমুদায় কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইবে।

ভাব—শ্রীমজ্জীবগোস্বামী ক্রমসন্দর্ভে "স্বয়ং জ্ঞানী কিসে কল্যাণ হয় জানিয়া কর্ম্ম উপদেশ করেন না" এই ভাগবত বচন আশ্রয় করিয়া যে সংশয় উত্থাপিত করিয়াছেন, সে সংশয়ের বিষয় অধ্যায়ের আরম্ভে বিচার করা গিয়াছে। শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "যাহারা [জ্ঞানে] অনধিকারী তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া বুদ্ধি বিচলিত করিলে কর্ম্মেতে তাহাদিগের শ্রদ্ধা চলিয়া গেল, অথচ জ্ঞান জন্মিল না, ইহাতে তাহারা উভয় [পথ] পরিভ্রষ্ট হইল। এই জন্যই কথিত হইয়াছে, অজ্ঞ, অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি 'সকলই ব্রহ্ম' এই উপদেশ দান করিবেন, তিনি তদ্দ্বারা [তাহাকে] মহানিরয়জালে নিক্ষেপ করিবেন।" 'সকলই ব্রহ্ম' এ কথা বলার যে কি বিষময় ফল তাহা ভারতের বিবিধ স্থানে প্রত্যক্ষ হইতেছে। যাঁহারা বলেন, আচার্য্য রাজধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া যে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন উহা উচ্চধর্ম্মের অনুমোদিত নহে, তাঁহাদের সেই কথা লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য বলিয়াছেন, "যাহারা দোষদর্শী হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, তাহারা অবিবেকী সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিষয়ে বিমূঢ় *।" তাহারা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বিষয়ে বিমূঢ় কেন? এই জন্য যে "জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও আপনার প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, †" সুতরাং জ্ঞানবান্ই হউন, আর অজ্ঞানীই হউক, কেহই সর্ব্বথা ক্রিয়াহীন হইতে পারেন না। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে সেই পন্থা অবলম্বন করা সমুচিত যাহাতে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মজনিত বন্ধন না হয়। অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ জ্ঞানাভিমানিগণ কর্ম্মের অপরিহার্য্যত্ব বিবেচনা না করিয়া, কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী সৎ ও অসৎ ফলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না, 'সকলই ব্রহ্ম' এই মত

---

* গীতা ৩ অ, ৩২ শ্লোক।

† গীতা ৩ অ, ৩৩ শ্লোক।

আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের সকল ভেদ বিলুপ্ত করিয়া ফেলে এবং প্রবৃত্তি ও বাসনাবশতঃ অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এরূপে তাহারা আত্মবিনাশ সাধন করে। জ্ঞানিগণ কর্ম্মের অরিহার্য্যত্ব জানিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানপরিত্যাগপূর্ব্বক সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যদ্দ্বারা লোকসকলের কল্যাণ হয়, আপনাদেরও তদনুসরণে প্রবৃত্তি ও বাসনা হইতে বিমুক্তি হয়। অতএব পরাত্মবান্ ব্যক্তিগণের লোকসকলকে স্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিবার অভিলাষ উচ্চতম ধর্ম্মের বিরোধী নহে, প্রত্যুত উচ্চতম ধর্ম্মের অনুমত ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। বিবিধ প্রকারের কর্ম্ম আছে, জনগণের কল্যাণার্থ তাহার কোন্‌গুলি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে ইহাই বলিতে হয়, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের প্রেরণা অনুসরণই এ স্থলে শ্রেয়স্কর, এরং যুক্তিযুক্ত মীমাংসা। এই উদ্দেশেই শ্লোকে 'যোগযুক্ত' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ২৬।

কর্ত্তৃত্বাভিমানই বন্ধনের কারণ, অজ্ঞানিগণেতে সেই অভিমান নিয়ত বিদ্যমান। অতএব জ্ঞানিগণ হইতে এই লক্ষণে তজ্ঞানিগণের ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন :—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। ২৭।

সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণ (ইন্দ্রিয়সমূহ) কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়, অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ততাপ্রযুক্ত আমি করি, লোকে ইহা মনে করে।

ভাব—স্বত্ব রজ ও তমোগুণ হইতেই প্রকৃতির বিকার। ইহারাই প্রধান হইয়া কার্য্য ও কারণরূপী শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। বিবেকজ্ঞানশূন্য লোকেরা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে অহংবুদ্ধিবশতঃ আমি কর্ত্তা, শরীরাদি আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া একা আমি কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি, এইরূপ মনে করে। সুতরাং মিথ্যাদৃষ্টিনিবন্ধন কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগের বন্ধন হইয়া থাকে ।২৭।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কি মনে করেন তাহাই আচার্য্য বলিতেছেন :—

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে। ২৮।

যিনি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগতত্ত্ব জানেন, তিনি গুণই গুণানুবর্ত্তন করিতেছে জানিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না।

ভাব—গুণশব্দে সত্ত্ব রজ ও তমঃপ্রধান শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ, এবং তাহাদিগের দর্শন স্পর্শন ক্ষয় বৃদ্ধ্যাদি কর্ম্ম। গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ কি? গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি

কর্তৃক অধিকৃত অংশ, এবং তাহাদিগের ক্রিয়াকর্তৃক অধিকৃত অংশ। যদিও ইন্দ্রিয়াদি হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে তথাপি ক্রিয়া উৎপন্ন হইবার পর তদ্দ্বারা শরীরাদিতে বিকার উৎপন্ন হয়। এই বিকার জন্য উহার ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সেই বিকার ও ফলে শরীরাদিতে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ উদ্রিক্ত হয়, এবং এই বিকারের ফল সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের উদ্রেককররূপে শরীরাদিতে থাকিয়া যায়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া চলে বলিয়া অবিচ্ছেদে জীবনপ্রবাহ চলিতে থাকে। 'গুণ গুণানুবর্ত্তন করিতেছে' অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহাদের বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, কিন্তু আত্মা এরূপ নয়; ইহা জানিয়া তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি কর্তৃত্বাভিনিবেশ করেন না। শ্রীমচ্ছঙ্করমতে 'গুণকর্ম্মবিভাগের তত্ত্ববিৎ—গুণবিভাগের ও কর্ম্মবিভাগের তত্ত্ববিৎ।' শ্রীমদ্রামানুজমতে 'গুণকর্ম্মবিভাগ—সত্ত্বাদি গুণ বিভাগ ও সত্ত্বাদিগুণের ক্রিয়ার বিভাগ, এ দুইয়েতে তত্ত্ববিৎ।' শ্রীমচ্ছ্রীধর মতে, ' "আমি গুণাত্মক নই", এইরূপে গুণ হইতে আত্মার বিভাগ, আমি কর্ম্মাত্মক নই, এই বলিয়া কর্ম্ম হইতে আত্মার বিভাগ, এইরূপ গুণ কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ব যিনি জানেন।' শ্রীমন্মধুসূদন মতে 'অহঙ্কারের আস্পদ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ—গুণ; আমার ইত্যাকার অভিমানের বিষয় দেহাদির ক্রিয়া—কর্ম্ম, —(দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবে) গুণকর্ম্ম। সমুদায় বিকারী জড়পদার্থসমূহকে প্রকাশ করিয়া স্বপ্রকাশ অসঙ্গ আত্মা আপনি [তাহাদিগের হইতে] পৃথক্ হয়, এজন্য বিভাগ [শব্দে আত্মা]। গুণ-কর্ম্ম ও বিভাগ (দ্বন্দ্ব), এ দুইয়ের অর্থাৎ ভাস্য ও ভাসক, জড় ও চৈতন্য, বিকারী ও নির্ব্বিকারীর তত্ত্ব—মাহাত্ম্য যিনি জানেন।' শ্রীমদ্বলদেবমতে 'যিনি গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ এবং বৈধর্ম্ম্য পর্য্যালোচনা করিয়া আমি গুণ ও কর্ম্মের অধীন নহি, এইরূপ গুণ ও কর্ম্মের যে বিভাগ অর্থাৎ ভেদ তাহার তত্ত্ব, তাহার স্বরূপ জানেন, তিনিই গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগের তত্ত্ববিৎ।' শ্রীমন্নীলকণ্ঠ মতে 'যিনি তত্ত্ববিৎ, তিনি "গুণ সকল গুণানুবর্ত্তন করিতেছে, ইহা জানিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না" অর্থাৎ গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগে অভিনিবিষ্ট হন না……। বুদ্ধি, অহঙ্কার, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং বিষয়রূপ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিভাগ অর্থাৎ বিভক্তাবস্থ হইয়া স্থিতিতে নিবিষ্ট হয় না অর্থাৎ আমিই এই, এরূপ মনে করে না।' শ্রীমদ্বিশ্বনাথ মতে, সত্ত্ব, রজ ও তম—গুণবিভাগ; সত্ত্বাদির কার্য্যভেদ দেবতা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়—কর্ম্মবিভাগ।' শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার হইতে আত্মার ভেদ ও পার্থক্য এই সমুদায় ব্যাখ্যানে প্রতিপাদন করে। ২৮।

যে সকল ব্যক্তি গুণকর্ম্মের বিভাগ জানে না তাহাদের প্রতি কি কর্ত্তব্য আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

প্রকৃতেগু'ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ। ২৯।

মূঢ়েরা প্রাকৃতিক গুণে বিমূঢ় হয় বলিয়া গুণ ও তৎসম্ভূত ক্রিয়াতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। তাহারা অসমগ্রদর্শী, সমগ্রদর্শী তাহাদিগকে বিচলিত করিবেন না।

ভাব—দেহাদি বিকার দ্বারা বিমোহিত হইয়া অসমগ্রদর্শিগণ দেহাদিব্যাপারে অভিনিবিষ্ট হয়, ফলের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করে। সম্যগ্দর্শী অল্পপ্রজ্ঞব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। তিনি আপনি কর্ম্ম আচরণ করিয়া কর্ম্ম উপদেশ দিয়া কর্ম্মদ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা হয় ইহা বুঝাইয়া, তাহাদিগকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধিভাজন করিবেন, আচার্য্যের ইহাই অভিপ্রায়। ২৯।

এইরূপে যোগী আত্মাকে প্রকৃতির ব্যাপার হইতে পৃথক্ করিয়া আপনাতে স্থিতি করিবেন, ভগবদ্ভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্মের অনুমোদন করিবেন না, সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মাকে অপরোক্ষ ভাবে আপনার গোচরে স্থাপন করিবেন, তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম সমর্পণ করিবেন, তাঁহারই দ্বারা নিয়োজিত হইয়া তিনি এই সকল করিতেছেন, সেই সকল কর্ম্মসম্পাদনে তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিতেছেন, বিশ্বাস করিবেন। এইরূপে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মসমন্বিত যোগে যোগী কৃতকৃত্য হন, এই নূতন মত আচার্য্য বিবৃত করিতেছেন :—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ। ৩০।

অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম, নির্ম্মম, এবং শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর।

ভাব—অন্তর্য্যামী অপরোক্ষ পরমাত্মা আমি, আমাতে সমুদায়কর্ম্মসমর্পণপূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে চিত্তকে স্বতন্ত্র করিয়া নিয়ত উহাকে আত্মাতে স্থাপন করিলে বিবেক বুদ্ধি উপস্থিত হয়। সেই বিবেকবুদ্ধিতে আজ্ঞাপালনমাত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন; ইহা বুঝিতে পারিয়া ফলের প্রতি আর কোন স্পৃহা থাকে না; আমি এই কর্ম্ম করিতেছি, আমার অনুষ্ঠিত এই কর্ম্ম আমায় ফল দিবে, ঈদৃশ মমত্ববুদ্ধি চলিয়া যায়। সুতরাং এইরূপে নিষ্কাম, নির্ম্মম, সন্তাপরহিত হইয়া স্বভাবানুরূপ ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। তুমি স্বয়ং আচরণ করিয়া আত্মদৃষ্টান্তে অপর ব্যক্তিগণকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতে রত কর।

এই অধ্যায়ের আরম্ভে শ্রীমচ্ছঙ্করকৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্রামানুজ এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"জ্ঞানযোগাধিকারীর জ্ঞানযোগ অপেক্ষাও কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব যাঁহাকে এই সকল উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তিনি স্বয়ং লোকদিগকে স্বকর্ম্মে স্থাপন জন্য এইরূপ করুন। প্রকৃতি হইতে

পৃথক্ করিয়া আত্মার স্বভাব নিরূপণপূর্ব্বক গুণসমূহে কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া কি প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা কথিত হইয়াছে। 'গুণসমূহে কর্তৃত্ব দর্শন এইরূপে হইয়া থাকে :—আত্মার নিজস্বরূপ হইতে এই কর্তৃত্ব উপস্থিত হয় না, [স্বত্ব রজ ও তম] গুণসহ সম্বন্ধজন্য হইয়া থাকে। আত্মাতে স্বরূপকৃত কর্তৃত্ব ঘটে বা ঘটে না, এইটি বিচার করিয়া দেখিলে আত্মার কর্তৃত্ব গুণকৃত স্থির হয়। সকল আত্মা পরমপুরুষের শরীর, সুতরাং উহারা তাঁহার নিয়মনাধীন। এখন গুণকৃত কর্তৃত্ব সর্ব্বভূতের আত্মভূত ভগবান্ পুরুষোত্তমে আরোপ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, 'আমাতে অর্পণ', এই বলিয়া তাহাই বলিতেছেন। আমি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, আমাতে অধ্যাত্মচিত্তে—আত্মাতে যে চিত্ত [স্থাপিত] তাহাই অধ্যাত্মচিত্ত, সেই চিত্তে অর্থাৎ আত্মস্বরূপবিষয়ক শ্রুতিশতসিদ্ধ জ্ঞানে—অর্পণপূর্ব্বক নিস্পৃহ, নির্ম্মম ও বিগত-সন্তাপ হইয়া যুদ্ধাদি সমুদায় কর্ম্ম কর। 'জনগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সর্ব্বাত্মা শাসন করিয়া থাকেন,' 'অন্তঃপ্রবিষ্ট এই কর্ত্তাকে' 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়াও আত্মা হইতে স্বতন্ত্র, যাঁহাকে আত্মা জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি স্বতন্ত্র থাকিয়া আত্মাকে শাসন করেন, সেই আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃত', এইরূপ শ্রুতিসকল এই আত্মাকে পরমপুরুষ কর্তৃক প্রবর্ত্ত্য শরীর এবং পরমপুরুষকে প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া থাকেন। 'সকলের শাস্তাকে' ইত্যাদি স্মৃতিও ঐ কথাই বলিয়া থাকে। 'আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত' 'হে অর্জ্জুন, সকল ভূতের হৃদয়দেশে ঈশ্বর স্থিতি করিতে-ছেন ; তিনি যন্ত্রারূঢ়বৎ তাহাদিগকে নিজশক্তি যোগে ভ্রাম্যমাণ করিতেছেন,' এইরূপ এই গ্রন্থে পরে বলা হইবে। অতএব আত্মা আমার শরীর এজন্য আমাকর্তৃক উহা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত, আত্মার এই স্বরূপ অবগত হইয়া সমুদায় কর্ম্ম আমিই করিয়া থাকি এই জ্ঞানে সে সমুদায় পরমপুরুষ আমাতে সমর্পণ কর এবং সে সকলকে কেবল আমার আরাধনাব্যাপার করিয়া লইয়া তৎফলে নিস্পৃহ হও। এই নিস্পৃহত্ব হইতে কর্ম্মে মমতারহিত ও বিগতসন্তাপ হইয়া যুদ্ধাদি কর। সকলের চরম সর্ব্বেশ্বর পরম পুরুষ আপনি কর্ত্তা হইয়া আপনার ইন্দ্রিয়গণদ্বারা, আপনার আরাধনার জন্য নিজের কর্ম্ম করাইয়া লন, এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক, মমতা রহিত হইয়া, পুরাতন অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত, অনন্ত পাপসমূহ যখন আছে, তখন আমি কিরূপে তরিব, এরূপ আন্তরিক সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, কর্ম্মদ্বারা আরাধিত পরম পুরুষই বন্ধন মোচন করিবেন এই স্মরণে সুখী হইয়া কর্ম্মযোগ কর, ইহাই ভাবার্থ।" ভক্তিতে ভগবদাভিমুখ্য এবং ভগবদুপলব্ধি নিত্য আছে, এই কথা ভক্তিশাস্ত্রের মীমাংসাকার শ্রীম-জ্জীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন :—"কোন কোন জীবে শাস্ত্রের অর্থানুভব বিলীনভাবে অবস্থান করে, সুতরাং তাহারা সংসারী হইয়া পড়ে, কেবল যে সকল জীব সাধুগণের কৃপাদৃষ্টি প্রভৃতি পায়, তাহারা পরমতত্ত্বলক্ষণাক্রান্ত [নিত্য] সিদ্ধবস্তুর

উপদেশ শ্রবণ আরম্ভকরিবামাত্রই যুগপৎ ভগবানের সান্মুখ্য লাভ করে, এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপলব্ধি করে, যেমন [ভাগবতে] কথিত হইয়াছে, 'সুকৃতিমান্ [ভাগবত] শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ কর্তৃক ঈশ্বর সদ্যই হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন, এরূপ কি অপর [শাস্ত্র] দ্বারা হয়?' তবে ইচ্ছাক্রমে উপদেশান্তর শ্রবণ তাঁহার লীলাশ্রবণের ন্যায় তৎসম্পর্কীয় রসোদ্দীপক, যেমন প্রহ্লাদাদির হইয়াছিল ;" । ৩০ ।

এইরূপে যে মতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় হইয়াছে, সেই মতে মোক্ষ হয় এবং জ্ঞান ও ভক্তি একত্র সংযুক্ত থাকাবশতঃ কর্ম্মবন্ধন বিনষ্ট হয়, আচার্য্য ইহাই উপদেশ করিতেছেন :—

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তোমুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ । ৩১ ।

দোষদৃষ্টিপরিহারপূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে সকল লোক আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করে তাহারা কর্ম্মবিমুক্ত হয় ।

ভাব—যে সকল ব্যক্তির ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস, এবং তিনি আমাকে দুঃখাত্মক কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছেন পরমকারুণিক পরমেশ্বরে এরূপ দোষার্পণ যাহারা করে না, যাহারা আমার এই মত নিত্য অনুবর্ত্তন করে, তাহারাই যখন মুক্ত হইবে, তখন প্রথম এই উপদেশশ্রবণকারী তুমি যে মুক্ত হইবে একথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না । ৩১ ।

মত গ্রহণ না করিলে কি হয় তাহাই আচার্য্য বলিতেছেন :—

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তোনানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ । ৩২ ।

যাহারা দোষদর্শী হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, তাহারা অবিবেকী, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিষয়ে বিমূঢ় । জানিও তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে ।

ভাব –'বিনষ্ট হইয়াছে,'—সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে । ৩২ ।

তাহারা এ মতের কেন অনুসরণ করে না আচার্য্য তাহার কারণ বলিতেছেন :—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি । ৩৩ ।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও আপনার প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, জীবগণ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে, এরূপ স্থলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কে করিবে ?

ভাব—ভূতগণ আপন আপন প্রকৃতি অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে । এরূপ করিও না

ঈদৃশ শাসনে কিছু হয় না। শাসন বা ক্ষণিক বৈরাগ্যে কোন ফলোদয় হয় না, এজন্য সংগ্রামবিমুখ অর্জ্জুনকে স্বয়ং আচার্য্য বলিয়াছেন "যদি অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না এরূপ মনে কর, এ নির্ব্বন্ধ তোমার মিথ্যা হইবে, প্রকৃতি তোমায় যুদ্ধে নিয়োগ করিবে। হে কুন্তীতনয়, স্বভাবজাত স্বকর্ম্মে তুমি বদ্ধ রহিয়াছ; মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অবশ হইয়াও তাহা করিবে *।" অতএব এখানে একটু পরেই বলিবেন, "পরধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তদপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেয়। পরধর্ম্ম ভয়াবহ, স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়স্কর †।" আচার্য্য কেন বলিলেন, বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না' ‡ 'সম্যগ্‌দর্শী মন্দপ্রজ্ঞব্যক্তিদিগকে বিচলিত করিবেন না' § তাহার কারণ এখানে দেখা যাইতেছে। সকল লোকেই আপনার আপনার প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, সহসা স্বাভাবিক কর্ম্ম হইতে বিচলিত করা তাহাদের পতনের কারণ হয়, উন্নতির কারণ হয় না। অতএব "যাঁহা হইতে ভূতগণের চেষ্টা সমুপস্থিত হয়, যিনি এই সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিজ কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে, ¶" এই ন্যায়ানুসারে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তাহাদিগের স্বাভাবিক কর্ম্মগুলিকে ভগবানের অর্চ্চনারূপে নিয়োগ করাইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মজন্য সিদ্ধিভাজন করিবেন। যাঁহারা আজন্ম নিস্পৃহ তাঁহারা কি প্রথম হইতেই নৈষ্কর্ম্ম্য আশ্রয় করিতে পারেন না? তাঁহাদিগেরও স্বাভাবিক ধ্যানশীলতাদি আছে। সুতরাং ধ্যানাদিকর্ম্মের দ্বারা তাঁহাদিগেরও আচার্য্যের মতানুসরণ কল্যাণের জন্য, যদি তাহা না করেন, তাঁহাদিগেরও অনিষ্টপাত অবশ্যম্ভাবী। ৩৩।

যদি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেই প্রকৃতির অধীন হইলেন, তাঁহাদের কেহই যদি বিধি ও নিষেধ অনুসরণে সমর্থ না হইলেন, তাহা হইলে শাস্ত্রোপদেশে কি ফল? এই সংশয় আপনি উদ্ভাবন করিয়া আচার্য্য তাহার মীমাংসা করিতেছেন :—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ। ৩৪।

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ বা দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। সাধক সেই অনুরাগ বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইবেন না, কেন না উহারাই ইঁহার শত্রু।

ভাব—শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধে এবং বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বচনাদিতে রাগ ও দ্বেষ—অনুকূল ও প্রতিকূল ভাব—ইন্দ্রিয়গণের

* গীতা ১৮ অ, ৫৯.৬০ শ্লোক। † গীতা ৩ অ, ৩৫ শ্লোক। ‡ গীতা ৩ অ, ২৬ শ্লোক।
§ গীতা ৩ অ, ২৯ শ্লোক। ¶ গীতা ১৮ অ, ৪৬ শ্লোক।

স্ব স্ব স্বভাবানুসারে হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির যেরূপ প্রকৃতি, তাহার সেই প্রকৃতি অনুসারে অনুরাগ ও দ্বেষ প্রতিনিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইবেন না, তাহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইবেন না, কিন্তু সেই রাগ ও দ্বেষকেই বিবেকের অনুগত করিয়া লইবেন। এরূপ করিতে হইবে কেন? ইহারা মুমুক্ষু ব্যক্তির কল্যাণের বিঘ্নকারী। আচ্ছা, যদি এইরূপই হইল, তবে ইহার পরেই যে বলা হইয়াছে, "পরধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তদপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেয়ঃ। পরধর্ম্ম ভয়াবহ, স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়স্কর," ইহা কিরূপে সিদ্ধ পায়? স্বধর্ম্ম কাহাকে বলে? স্বভাববিহিত ধর্ম্ম। "স্বভাববিহিত কর্ম্ম *" "হে কৌন্তেয়, স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম" † "হে কৌন্তেয়, স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা" ‡ এই সকলেতে উহা সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়। যদি স্বভাববিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করাই আচার্য্যের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে স্বভাবানুগত রাগ ও দ্বেষ সংযত করিবার জন্য আচার্য্যের নির্ব্বন্ধ কেন? তাঁহার এরূপ নির্ব্বন্ধের যথার্থতত্ত্ব কি শ্রবণ করুন।

স্বভাব সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণবিমিশ্র; অতএব তাহাতে তমোগুণসম্ভূত জড়-স্বভাব, রজ ও তমোগুণবিমিশ্র পশুস্বভাব, রজোগুণসম্ভূত মানবস্বভাব এবং সত্ত্বগুণ-সম্ভূত দেবস্বভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বভাব কোথাও অবিমিশ্র নাই, সুতরাং অন্তর্নিহিত নিগূঢ় দেবস্বভাব—বিবেকের দ্বারা জড়স্বভাব, পশুস্বভাব ও মানব-স্বভাবকে নির্জ্জিত করিলে যোগ লাভ হয়। ইহা দেখিয়াই, স্বভাববিহিত রাগদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে তাহাদের অধীন না হয়, তজ্জন্য যত্ন করা হইবে, এই উদ্দেশে আচার্য্য উপদেশ দিয়াছেন "সেই অনুরাগ বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইবে না।" এখানে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে "কর্ম্ম হইতে যাহাদিগের পরিপুষ্টি হইয়াছে, তাহারা কর্ম্মের বিপরীত (২৫ পৃ)," ইত্যাদি দ্বারা তিনি তাহা বিষদ করিয়াছেন। এইরূপে যখন স্বভাবকে শোধিত করা হয়, তখন সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়। সেই সত্ত্বগুণের উদ্রেকে স্বকর্ম্মদ্বারা ভগবানের আরাধনা সিদ্ধ হয়। "স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম সদোষ হইলেও পরিত্যাগ করিবেক না। যেমন অগ্নি ধূমে আবৃত হয়, তেমনি সকল প্রকারের অনুষ্ঠানই দোষে আবৃত হইয়া থাকে §।" এ স্থলে জড়স্বভাব ইন্ধনস্থানীয়, পশু ও মানবস্বভাব ধূমস্থানীয়, দেবস্বভাব অগ্নিস্থানীয়। রজ ও তমোগুণ দ্বারা অপরাজিত দেবস্বভাব সত্ত্বগুণদ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্বত্বে উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধসত্ত্বত্ব উপস্থিত হইলে পরমপুরুষ অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকেন। যথা ভাগবতে [প্রবৃত্তি ও প্রকাশরহিত] "পার্থিব কাষ্ঠ হইতে যে প্রকার [প্রবৃত্তিস্বভাব] ধূম, ধূম

---

* গীতা ১৮ অ, ৪৭ শ্লোক। † গীতা ১৮ অ, ৪৮ শ্লোক।
‡ গীতা ১৮ অ, ৬০ শ্লোক। § গীতা ১৮ অ, ৪৮ শ্লোক।

হইতে যে প্রকার [কর্ম্মবহুল] বেদবিহিত অগ্নি, সেইরূপ [ব্রহ্মের অপ্রকাশক] তম হইতে [কিঞ্চিৎ প্রকাশক] রজ, রজ হইতে সত্ত্ব, যে সত্ত্ব গুণে, ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে *। বাসুদেব শব্দে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, সেই অন্তঃকরণে আবরণ উন্মুক্ত হইয়া পরমপুরুষ প্রকাশিত হন †।” সৎ—ব্রহ্ম, ব্রহ্মভাব—সত্ত্ব, অতএবই সত্ত্বেতে ব্রহ্মপ্রকাশ হইয়া থাকে। এ জন্যই আচার্য্য ইতঃপূর্ব্বে ‘নিত্যসত্ত্বস্থ’ ‡ হইবার জন্য অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন।

ভজনক্রিয়া বিনা তম ও রজোগুণ পরাভূত হওয়া সম্ভবপর নহে। এজন্যই “যাঁহা হইতে ভূতগণের চেষ্টা সমুপস্থিত হয় $” এই রীতিতে অধ্যাত্মজ্ঞান সহকারে ভগবানের অর্চ্চনা এ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভাগবতে ঈশ্বরতত্ত্বশ্রবণ উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছে। এই শ্রবণদ্বারা চিত্ত রজ ও তমোগুণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইতে পারে না। “যাঁহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন অতি পবিত্র, সেই সাধুগণের সুহৃৎ ভগবানের কথা যাঁহারা শ্রবণ করেন, তিনি তাঁহাদের হৃদয়স্থ হইয়া সকল প্রকারের অকল্যাণ বিদূরিত করেন। নিত্য ভগবৎপ্রতিপাদ্য শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অকল্যাণ যখন প্রায় নষ্ট হইয়াছে, তখন উত্তমশ্লোক ভগবানে নিষ্ঠাভক্তি উপস্থিত হয়। তখন রজ ও তমোগুণসম্ভূত কামলোভাদি দ্বারা চিত্ত অভিভূত হয় না, সত্ত্বগুণে চিত্ত উপশম লাভ করে ¶।

আচার্য্যসম্মত পথ আশ্রয় করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির সাধন এইরূপ হইয়া থাকে :— ‘স্বভাব সদোষ হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না’ এই অনুশাসন অনুসারে তমঃস্বভাব জড়ত্বকে, জড়ভরতের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্ব্বক, ভোগ্যবিষয়ে নিয়োগ করিয়া সাধক ভোগ্যবিষয়ে উদাসীন ভাবে অবস্থান করিবেন ও তদনন্তর নিরতিশয় উৎসাহরূপ রজঃস্বভাবকে ঋষি বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্ব্বক, আত্মতত্ত্বলাভবিষয়ে নিয়োগ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞতা উপার্জ্জন করিবেন, তৎপর স্থিতপ্রজ্ঞতা দ্বারা সিদ্ধি ও অসিদ্ধি দুইয়েতে সমভাব আশ্রয় করত সত্ত্বস্বভাব বিবেকজ্ঞানকে, বশিষ্ঠ ঋষির দৃষ্টান্তে, অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শনবিষয়ে নিয়োগ করিবেন, এবং তাহাতে কৃতকৃত্য হইয়া এবং ভগবৎপ্রেরণা একমাত্র সম্বল করিয়া ভগবৎসর্ব্বস্ব নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করিবেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ আপনারা এইরূপ সাধন অবলম্বনপূর্ব্বক তম ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া, স্বদৃষ্টান্তে অপর জনগণকে ঈদৃশভাবে কর্ম্মে নিয়োগ করিবেন, যাহাতে তাহারা স্ব স্ব প্রকৃতির অনুসরণপূর্ব্বক তম ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ করিতে পারে।

---

* ভাগবত ১ স্ক, ২ অ, ২৪ শ্লোক। † ভাগবত ৪ স্ক, ৩ অ, ২৩ শ্লোক।

‡ গীতা ২ অ, ৪৫ শ্লোক। $ গীতা ১৮ অ, ৪৬ শ্লোক।

¶ ভাগবত ১ স্ক, ২ অ, ১৭—১৯ শ্লোক।

এই অবস্থাতে "সর্ব্ববিধ অসারল্য মৃত্যুর কারণ সারল্য ব্রহ্মলাভে হেতু, ইহাই জ্ঞানের বিষয়, প্রলাপে কি ফল * ;" আচার্য্যের এই উক্তি সাধকের জীবনে স্ফূর্ত্তি পায়। ৩৪।

রাগ ও দ্বেষ স্ববশে আনয়ন করিয়া কি করিতে হইবে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ। ৩৫।

পরধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তদপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেয়ঃ। পরধর্ম্ম ভয়াবহ, স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়স্কর।

ভাব—স্বধর্ম্ম—নিজ স্বভাববিহিত ধর্ম্ম। পরধর্ম্ম—পরস্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। নিজের স্বভাবানুগত ধর্ম্মের অনুসরণ না করিয়া পরের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম আচরণ করিলে "প্রকৃতি তোমায় নিয়োগ করিবে" এই ন্যায়ানুসারে পতন অবশ্যম্ভাবী। হৃদয় স্বভাবের অনুগত, স্বভাবানুগত হৃদয়ে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইলে হৃদয়াধিষ্ঠিত ঈশ্বরে চিত্তের অভিনিবেশ হয় না, সুতরাং পতন হয়। পরধর্ম্মানুসরণ এজন্যই ভয়াবহ। এরূপ হয় কেন? " [ঈশ্বর ভিন্ন] দ্বিতীয় পদার্থে চিত্তাভিনিবেশ করাতে ভয় হয় *।" ইহার তত্ত্ব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৩৫।

"বিষয়চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে আসক্তি হয় †" এস্থলে ভাবতঃ পাপাচরণের কারণ উক্ত হইয়াছে। সেই পাপাচরণের কারণ অতিক্রম করিবার জন্য "অনুরাগ বা দ্বেষশূন্য হইয়া আত্মার বশীভূত হয় ‡" এই যে বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা "ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ বা দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী" একথার মূল উহার মধ্যেই বিন্যস্ত রহিয়াছে। তথাপি এই অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহার পক্ষে উহার উপযোগিতা আছে, এজন্যই আচার্য্য এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অর্জ্জুনও বিষদভাষায় পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের নূতন নিয়োগ বুঝিবার অভিলাষে প্রশ্ন করিতেছেন :—

অর্জ্জুন উবাচ— অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ। ৩৬।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্য ইচ্ছা না করিলেও যেন কেহ বলপূর্ব্বক তাহাকে পাপে নিয়োগ করিয়া থাকে? বল কাহার প্রেরণায় মানুষ পাপ করিয়া থাকে? ৩৬।

---

* অশ্বমেধপর্ব্ব ১১ অ, ৪ শ্লোক। † ভাগবত ১১ স্ক, ২ অ, ৩৭ শ্লোক।
‡ গীতা ২ অ, ৬২ শ্লোক। § গীতা ২ অ, ৬৪ শ্লোক।

প্রশ্নোত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনোমহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্। ৩৭।

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, রজোগুণসম্ভূত এই কাম, এই ক্রোধ দুষ্পূর, মহাপাপ, ইহাকে শত্রু বলিয়া জান।

ভাব—দুঃখ, প্রবৃত্তি ও বল রজোগুণের ধর্ম্ম। এই রজোগুণ হইতেই কাম ও ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়ে অভিলাষ কাম, আর সেই কাম [বিষয়াভিলাষ] পূর্ণ করিতে গিয়া যদি অপর কেহ তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা হইলে হৃদয়-জ্বালায় ক্রোধ উৎপন্ন হয়। কাম হইতে এইরূপে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, এই জন্য কাম ও ক্রোধকে এক ও অভিন্ন করিয়া 'ইহাকে শত্রু বলিয়া জান' এইরূপ কথিত হইয়াছে।

আত্মার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কামের (অভিলাষের) অভিব্যক্তি হয়। যথা "আত্মা অগ্রে একই ছিল, সে কামনা করিল আমার জায়া হউক, আমার সন্ততি হউক, আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম্ম করি, এই গুলি কামের বিষয়। ইচ্ছা করুক আর না করুক ইহা হইতে আর সে অধিক পায় না *।" সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সংসর্গ বিনা আত্মার যখন অভিব্যক্তি হয় না, তখন ক্রিয়াপ্রধান-রজোগুণসম্ভূত কামে আত্মার কোন ক্ষতি হয় না, যদি উহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু না চায়। এ জন্যই শ্রুতি আত্মার প্রকৃতিস্থতায় উহার কামনার বিষয় পরিমিত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। 'ইহা হইতে অধিক পায় না' এরূপ বলাতে ইহাই দেখায় যে, জায়া, পুত্র, বিত্ত ও কর্ম্মাতিরিক্ত বস্তুতঃ কামনার বিষয় নাই, এইগুলিকে লইয়াই উহার দুষ্পূরত্ব। "কামনার বিষয় সকল উপভোগের দ্বারা কদাপি কামের (অভিলাষের) শান্তি হয় না, অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন উহা বর্দ্ধিত হয়, তেমনি বর্দ্ধিত হয় † ;" এই ন্যায়ে ভোগদ্বারা কেবল উহার বৃদ্ধিই হয়। বৃদ্ধি কামের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা স্বয়ং আচার্য্যই বলিয়াছেন :—"শরীরে ব্যাধি জন্মায়, তদ্দ্বারা শরীর বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। মানসিক ব্যাধি জন্মে, জন্মিয়া মন বিপন্ন হয়। শীত [কফ], উষ্ণ [পিত্ত], ও বায়ু, হে রাজন্ এইগুলি শারীরিক গুণ। এই সকল গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন স্বাস্থ্যলক্ষণ [প্রকাশ পায়]। উষ্ণ দ্বারা শীত, শীত দ্বারা উষ্ণ নিবারিত হয়। সত্ত্ব, রজ ও তম, আত্মার এই তিনটি গুণ। এই গুণ-ত্রয়ের যখন সমতা থাকে, তখন স্বাস্থ্যলক্ষণ [জানিতে হইবে]। সেই গুণসকলের কোন একটি বাড়িয়া উঠিলে, এইরূপ তাহার প্রতিবিধানের উপদেশ দেওয়া হয় ;—হর্ষ দ্বারা শোক, শোক দ্বারা হর্ষ অবরুদ্ধ হয়। কেহ কেহ যখন দুঃখ পান তখন [পূর্ব্ব] সুখ

* বৃহদারণ্যক ১। ৪। ১৭।

† মনু ২ অ, ৯৪ শ্লোক।

স্মরণ করিতে অভিলাষ করেন, কেহ যখন সুখ পান তখন [পূর্ব্ব] দুঃখ স্মরণ করিতে অভিলাষী হন। হে কৌন্তেয়, তুমি দুঃখী হইয়া সুখ, ও সুখী হইয়া দুঃখ স্মরণ করিতে অভিলাষ কর না, ইহা দুঃখজনিত ভ্রান্তি বিনা আর কি * ?" অতএব স্মরণই কাম [অভিলাষ] উদ্দীপনের মূল, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব ; স্মরণেই উহার বৃদ্ধি হয়। কাম স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য, এজন্য ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা উহাকে বশীভূত করিয়া স্ববিষয়ে নিয়োগ করাই শ্রেয়। স্বয়ং আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়াছেন, "সেই জন্য তুমি সেই কামকে বিবিধপ্রকার দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞদ্বারা তোমার ধর্ম্মে [নিয়োগ] কর, তাহা হইলে সে তোমারই হইবে †।" কামের অপরিহার্যাত্ব প্রদর্শন জন্য তিনি কামের উক্তি কামগীতাখ্য এই গাথা বলিয়াছেন,—"বিনা উপায়ে কোন ব্যক্তি আমাকে হনন করিতে পারে না, এজন্য যে ব্যক্তি যে অস্ত্রে আমাকে হনন করিতে যত্ন করে, তাহার সেই অস্ত্রের বল জানিয়া তাহাতেই আমি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকি। যে ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি বিবিধদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞদ্বারা আমাকে হনন করিতে যত্ন করে, গতিশীল জীবে যে প্রকার, সেই প্রকার সেই যজ্ঞেতেই আমি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকি। যে ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি বেদবেদাঙ্গ সাধন দ্বারা আমাকে হনন করিতে যত্ন করে, স্থাবরে যেরূপ, সেইরূপ সেই সাধনে আমি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকি। যে সত্যপরাক্রম ব্যক্তি ধারণাযোগে আমাকে হনন করিতে যত্ন করে, আমি তাহার [হৃদয়ে] ভাব হই, সে আমায় বুঝিতে পারে না। যে ব্রতধারী ব্যক্তি আমাকে তপস্যা দ্বারা হনন করিতে যত্ন করে, তাহার তপস্যাতেই আমি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকি। যে পণ্ডিত ব্যক্তি মোক্ষ আশ্রয় করিয়া আমাকে হনন করিতে যত্ন করে, আমি তাহার মোক্ষানুরাগ হইয়া তাহাকে নাচাই ও হাসাই। আমি নিত্যকাল স্থায়ী একমাত্র সর্ব্বভূতের অবধ্য ‡।"

যদি এইরূপই হইল, তবে কেন আচার্য্য বলিয়াছেন, "জ্ঞান বিজ্ঞাননাশী এই পাপকে সংহার কর §।" কামত্যাগই উহার সংহার, কেন না সেই স্থলেই বলিয়াছেন, "কামাত্মা ব্যক্তিকে কেহ প্রশংসা করে না, ইহলোকে অকাম কোন প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার কাম [অভিলাষ] মনের অঙ্গীভূত। চিন্তা করিয়া পণ্ডিতব্যক্তি সেগুলিকে সংহরণ করেন। পুনঃ পুনঃ জন্ম ও অভ্যাসযোগে যে যোগী ব্যক্তি যোগই সারমার্গ জানিয়া দান, বেদাধ্যয়ন, তপ, কাম্য বৈদিক কর্ম্ম, ব্রত, যজ্ঞ, নিয়ম ও ধ্যানযোগ জ্ঞানলাভপূর্ব্বক কামনা সহকারে অনুষ্ঠান করেন না [তিনি পণ্ডিত]। যাহা যাহা এ ব্যক্তি কামনা করেন, তাহা ধর্ম্ম নহে। যাহা ধর্ম্ম, তাহার মূল নিয়ম ¶।" এ নিয়ম কি ? অহঙ্কারপরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানে সমুদায় কামনার

* অশ্বমেধপর্ব্ব ১২ অ, ২—৭ শ্লোক। † অশ্বমেধপর্ব্ব ১৩ অ, ২০ শ্লোক।
‡ " ১৩ অ, ১৩—১৯ শ্লোক। § গীতা ৩ অ, ৪১ শ্লোক।
¶ অশ্বমেধপর্ব্ব ১৩ অ, ৯—১১ শ্লোক।

বিষয় সমর্পণ; কামনার বিষয় সমর্পণে কামনা হইতে বিমুক্তি হয়। এই জন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন, "যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু হবন কর, যাহা কিছু দাও, তপস্যারূপে যাহা কিছু কর, সে সমুদায় আমায় সমর্পণ কর *।" এইরূপ ভাগবতেও কথিত হইয়াছে যথা, "দেহ, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা বা স্বভাবানুসরণে যাহা যাহা [সাধক] করেন, সে সকলই সর্ব্বগত ভগবানেই সমর্পণ করিবেন †;" "দুইটি অক্ষরে মৃত্যু ঘটে, তিনটি অক্ষরে শাশ্বত ব্রহ্মলাভ হয়। 'মম' (আমার) এই জ্ঞানে মৃত্যু, 'ন মম' (আমার নয়) এই শব্দে শাশ্বত [ব্রহ্মলাভ]," ‡ আচার্য্যের এ উক্তি অহঙ্কার পরিত্যাগ করাতে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৭।

কাম বৈরী কেন দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন :—

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শোমলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্। ৩৮।

ধূম দ্বারা যেমন বহ্নি, মালিন্য দ্বারা যেমন দর্পণ, গর্ভবেষ্টন চর্ম্মে যেরূপ গর্ভ আবৃত হয়, সেইরূপ এই জ্ঞান তদ্দ্বারা আবৃত।

ভাব—শ্রীমন্মধুসূদন এই শ্লোকটি অতি নিপুণতা সহকারে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"শরীর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অন্তঃকরণের ক্রিয়া হইতে পারে না, সুতরাং এক সময়ে কাম সূক্ষ্মাকারে শরীরারম্ভক ক্রিয়ার সহিত বিদ্যমান থাকে। তৎপর স্থূলশরীর উৎপন্ন হইয়া অন্তঃকরণের ক্রিয়া উপস্থিত হইলে সূক্ষ্ম কাম স্থূল হয়। বিষয়চিন্তার অবস্থায় সেই কাম উদ্রিক্ত হইয়া স্থূলতর হইয়া উঠে। তাহার পর যখন বিষয়ভোগের অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন অত্যন্ত উদ্রিক্ত হইয়া স্থূলতম হইয়া পড়ে। প্রথমাবস্থাতে দৃষ্টান্ত,—স্বভাবতঃ অপ্রকাশরূপ ধূম, কেন না উহা প্রকাশস্বরূপ অগ্নিকে আবৃত করিয়া রাখে; দ্বিতীয়াবস্থাতে দৃষ্টান্ত, দর্পণ, কেন না স্বভাবতঃ মালিন্য নাই, উহার উৎপত্তির পর আগন্তুক মালিন্যে উহা আবৃত হয়; তৃতীয়াবস্থাতে দৃষ্টান্ত—গর্ভাবেষ্টন চর্ম্ম, কেন না উহা অতি স্থূল, চারিদিকে রোধ করিয়া গর্ভকে আবৃত করে। এই তিন প্রকার ভাবে কাম [জ্ঞানকে] আবৃত করিয়া থাকে। এস্থলে অগ্নি ধূমদ্বারা আবৃত হইলেও দাহাদিলক্ষণ স্বকার্য্য করিয়া থাকে; আদর্শের কার্য্য প্রতিবিম্ব গ্রহণ, মালিন্য দ্বারা আবৃত হইলে উহা আর আপনার কাজ করিতে পারে না। এখানে আদর্শের স্বচ্ছগুণ একেবারে তিরোহিত হয় না, এজন্য স্বচ্ছতা দ্বারা উহা আদর্শ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। গর্ভাবেষ্টন চর্ম্মে আবেষ্টিত গর্ভ হস্তপদাদি প্রসারণরূপ আপনার কার্য্য করিতে পারে না, উহার স্বরূপও উপলব্ধির বিষয় হয় না, এই বিশেষ।" ৩৮।

---

* গীতা ৯ অ; ২৭ শ্লোক। † ভাগবত ১১ স্ক, ২ অ, ৩৬ শ্লোক।

‡ অশ্বমেধপর্ব্ব ১৩ অ, ৩ শ্লোক।

আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করিতেছেন :—

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনোনিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ। ৩৯।

এই কামরূপ দুষ্পূর অনল নিত্য শত্রু, ইহা দ্বারা জ্ঞানীর জ্ঞান আবৃত হয়।

ভাব—"বিষে যে সকল গুণ আছে মদ্যেও সেই সকল গুণ আছে" এতদানুসারে মদ্য বিষস্বরূপ। এই মদ্য হইতে মদাত্যয় প্রভৃতি অপ্রতিবিধেয় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু মদ্য যখন লোকে পান করে, আশু তাহা হইতে আমোদ লাভ করিয়া থাকে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি তখন প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, কামনার বিষয়ভোগও সেইরূপ। অন্তে দুঃখ উপস্থিত করে বলিয়া জ্ঞানী উহাকে নিত্যই শত্রু বলিয়া জানেন, অজ্ঞানী তাহা জানে না, কেন না আশু সুখে তাহাদের চিত্ত অপহৃত হয়। এই চিরশত্রু কাম অনলসদৃশ। অনলের যেরূপ পর্য্যাপ্তি নাই, ইহারও পর্য্যাপ্তি নাই, অনল যেরূপ সন্তাপ জন্মায়, ইহাও সেইরূপ সন্তাপ উৎপাদন করে। পুনঃ পুনঃ বিষয় সেবা করিতে করিতে উহা বাড়িয়া উঠে, জ্ঞান আবৃত হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্রামানুজ মতে, এই জ্ঞান আত্মবিষয়ক ; শ্রীমন্মধুসূদন মতে, জ্ঞান অন্তঃকরণ বা বিবেকজনিত প্রত্যক্ষজ্ঞান ; শ্রীমন্নীলকণ্ঠ মতে, জ্ঞান অন্তঃকরণের মূল। ৩৯।

বিনা আশ্রয়ে কাম কখন আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। কামের আশ্রয় কি জানিয়া তাহাকে বশীভূত করিতে পারিলেই সহজে কামকে জয় করিতে পারা যায়, এজন্য আচার্য্য কামের অধিষ্ঠানভূমি বলিতেছেন :—

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনাম্। ৪০।

ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান স্থান। এই সকল দ্বারা জ্ঞান আবৃত করিয়া কাম দেহীকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

ভাব— চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, সঙ্কল্পাত্মক মন, অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, এই কামের আশ্রয়। বিষয় দর্শন, বিষয় শ্রবণ, বিষয় স্পর্শন বিষয়সম্বন্ধে সঙ্কল্প বিষয়সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়, এই সকলের দ্বারা কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সুতরাং এই সকল উহার আলম্বন। এই সকল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদন করিয়া কাম দেহীকে বিষয়প্রবণ ও আত্মজ্ঞানবিমুখ করিয়া তুলে। ৪০।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্। ৪১।

অতএব তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান-বিনাশী এই পাপকে সংহার কর।

ভাব—শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিত জ্ঞান—জ্ঞান; অপরোক্ষ জ্ঞান—বিজ্ঞান। শাস্ত্র ও আচার্য্যগণ যে উপদেশ দেন, তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপলব্ধি করাকে বিজ্ঞান বলে। অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞাননাশক এই পাপকে সংহার কর, শ্রীমচ্ছঙ্কর মতে পরিত্যাগ কর, শ্রীমদ্রামানুজ মতে বিনাশ কর, শ্রীমচ্ছ্রীধর মতে হনন কর, শ্রীমন্মধুসূদন মতে পরিত্যাগ কর, অথবা সর্ব্বতোভাবে মারিয়া ফেল। "সর্ব্বপ্রকার কাম মনের অঙ্গীভূত, চিন্তা করিয়া সে গুলিকে পণ্ডিত ব্যক্তি সংহার করেন" * আচার্য্যের এই উক্তিতে শ্লোকস্থ 'প্রজহি' শব্দের অর্থ সংহরণ,—অন্তর্হিত করিয়া দেওয়া। "কূর্ম্ম যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সংহরণ করে—সম্যক্ প্রকারে ভিতরে আকর্ষণ করিয়া লয় †" এখানকার সংহরণ ক্রিয়ার প্রয়োগ স্মরণ করিলে এইরূপ অর্থ সিদ্ধ হয়। নাশ অর্থ করিলেও, নাশ দৃষ্টিপথের অতীত হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। কাম স্বাভাবিক, উহার অদর্শন কি প্রকারে সম্ভবে? সাধকের আপনার অভিলাষ তিরোহিত হইয়া যখন ভগবানের ইচ্ছা অভিলাষের নিয়ামক হয়, তখনই কামের তিরোধান হইল। কেবল এক ইন্দ্রিয়সংযমেই কি উহা সিদ্ধ হয়? নিয়ম্য আত্মা যখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত কামকে পরিহার করিয়া আপনার স্বরূপে অবস্থান করে, তখন সেই স্বরূপে অবস্থান দ্বারা নিয়ন্তার সহিত তাহার ঐক্য হয়, এবং গূঢ় ভাবে আত্মা তখন নিয়ন্তা পরমাত্মার প্রেরণাধীন হয়। 'ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি' পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়া আচার্য্য কেন এ শ্লোকে এক ইন্দ্রিয়ের কথা বলিলেন, এই উপলক্ষ করিয়া শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "তাহাদিগকে (ইন্দ্রিয়গণকে) বশীভূত করিলেই মন ও বুদ্ধিও বশীভূত হয়, কেন না বাহেন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি দ্বারাই, সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় অনর্থ উৎপাদন করে—অথবা তাহাদিগেরও (মন ও বুদ্ধিরও) ইন্দ্রিয়ত্ববশতঃ [ইন্দ্রিয় শব্দে] তাহাদিগকেও বুঝাইতেছে।" "ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ বা দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। সাধক সেই অনুরাগ বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইবেন না, কেন না উহারাই ইঁহার শত্রু, ‡" এই শ্লোকের রাগ ও দ্বেষ কাম ও ক্রোধের অনুরূপ। মন ও বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়গণের অন্তর্ভূত করিয়া এখানে যেমন রাগ ও দ্বেষ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এ শ্লোকেও তাহাই করা হইয়াছে, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। ৪১।

যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে কাম আবৃত করে, তাহার সকল হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা কামসংহরণ কর্ত্তব্য, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

* অশ্বমেধপর্ব্ব ১৩ অ, ১১ শ্লোক। † গীতা ২ অ, ৫৮ শ্লোক।

‡ গীতা ৩ অ, ৩৪ শ্লোক।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ। ৪২।

দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ সেই দেহী।

ভাব—দেহাদি স্থূল, ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম, সুতরাং দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; মনের অনুসরণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি হয়, এজন্য ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ; সঙ্কল্প হইতে অধ্যবসায় শ্রেষ্ঠ, এজন্য মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কেন না সঙ্কল্পাত্মক মানসিক বৃত্তি নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা ক্রিয়াশীল হয়। শ্রীমদ্রামানুজ মতে কাম, আর সকলের মতে আত্মা বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ। 'দেহীকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকে' এই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকাংশ হইতে দেহী শব্দের এখানে অনুবৃত্তি হইয়াছে। এখানকার কথা গুলি কঠশ্রুতির অনুরূপ, যথা "ইন্দ্রিয় সকল হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ *। শ্রীমদ্বলদেব এই শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে, এজন্য ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ। বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকলের ব্যবহারের মূল মন, এজন্য বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ। নিশ্চয় করিয়া তবে বিষয়ভোগ হইয়া থাকে এজন্য সংশয়াত্মক মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি ভোগের উপকরণ, সুতরাং তদপেক্ষা ভোক্তা জীব শ্রেষ্ঠ। সেই জীব আত্মা, উহা দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের স্বামী। জীবই গুণসংসর্গী মহান্, কারণ সেই প্রকৃতির অধীন। এজন্যই কঠশ্রুতি বলিয়াছেন, "মহৎ হইতে অব্যক্ত (প্রধান) শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ।" † । ৪২।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। ৪৩।

এইরূপে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ দেহীকে জানিয়া আপনাকে আপনি নিশ্চল করত কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বিনাশ কর।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যা যাংযোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভাব—বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ আত্মা, শ্রীমদ্রামানুজমতে কাম। ৪৩।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়।

---

* কঠোপনিষৎ ১।৩।১০।

† কঠোপনিষৎ ১।৩।১১।

চতুর্থ অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে যোগত্রয়ের উপক্রম হইয়াছে, "অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম, নির্ম্মম, এবং শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর *" এই বাক্যে তাহার একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। এখন জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিসমন্বিত এই যোগ নিত্যসিদ্ধ, অথবা নিজের প্রতিভাকল্পিত মূলশূন্য, এই সংশয় নিরসন করিবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে ব্রবীৎ। ১।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই অক্ষয় যোগ আমি আদিত্যকে বলিয়াছিলাম, আদিত্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ভাব—সাধারণ লোকদিগের দৃষ্টিতে পৃথগ্‌রূপে প্রতিভাত যোগত্রয়ের ঐক্যস্থল এই যোগ অবিনাশী নিত্যকালস্থায়ী। পূর্ব্বে যে সকল আচার্য্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনাদিকালসিদ্ধ গুরু আমি—অন্তর্য্যামী—সূর্য্যবংশপ্রবর্ত্তক বিবস্বান্‌কে [সূর্য্যকে] এই যোগ বলিয়াছিলাম। "ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন, দক্ষের কন্যা অদিতি, অদিতি হইতে বিবস্বান্, বিবস্বান্ হইতে মনু, মনু হইতে ইক্ষাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগ, (তৎপিতা) নেদিষ্ট, করুষ, পৃষধ্রনামা পুত্র হইয়াছিলেন †;" সূর্য্যবংশের এই ক্রম। বিবস্বান্ আপনার পুত্র মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে এই যোগোপদেশ দেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পুরুষ প্রথমে বিবস্বান্‌কে যোগ বলিয়াছিলেন, সবিতার (সূর্য্যের) অন্তর্য্যামিরূপে তিনি বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন এই দেখিয়াই এ কথা বলা হইয়াছে। যথা "আমরা সবিতা দেবতার সেই বরেণ্য জ্যোতি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন ‡।" স্মার্ত্তধৃত যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের বচন যথা—"ব্রহ্মবাদিগণ সবিতা দেবের অন্তর্গত ভর্গ অর্থাৎ জ্যোতি অতিব্যাপক ও বরণীয় বলিয়াছেন, সেই জ্যোতিকে ধ্যান করি।" আরও বলিয়াছেন, "আমরা জ্যোতি চিন্তা করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে পুনঃ পুনঃ বুদ্ধিবৃত্তি [প্রবৃত্ত হয়]।" বিবস্বৎপুত্র এই যোগ প্রাপ্ত

---

* গীতা ৩ অ, ৩০ শ্লোক। † বিষ্ণুপুরাণ ৪ অং, ১ অ, ৫ শ্লোক। ‡ ঋক্‌সংহিতা ৩।৬২।১০।

হইয়াছিলেন। ইনি সপ্তম মনু। আদি মনু আপনার পিতা স্বয়ম্ভু হইতে যে শাস্ত্র প্রাপ্ত হন, তাহাই পরম্পরাক্রমে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া অপরাপর মনু কর্ত্তৃক প্রজাশাসনের জন্য আশ্রিত হইয়াছিল। এইরূপে বৈবস্বতমনুপ্রোক্ত শাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্য না থাকায় ঋষিসম্প্রদায় হইতে সমাগত বর্ত্তমান মনুসংহিতায় এই যোগের নিদর্শন আছে কি না? এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে। নিদর্শন আছে, যথা, "যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, সকলের শাস্তা, স্বর্ণকান্তি, স্বপ্নে যেরূপ কেবল মনের দ্বারা বস্তু দর্শন হয় সেইরূপ কেবল মনের দ্বারা যিনি অধিগম্য, তাঁহাকেই পরম পুরুষ জানিবে *।" "এইরূপে যিনি সর্ব্বভূতে আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি সকলের সঙ্গে সমতা লাভ করিয়া পরমপদ ব্রহ্মকে লাভ করেন †।" প্রশ্ন হইতেছে, মনু সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ বলিয়াছেন, এ শাস্ত্রে তো সেরূপ নাই, যথা "হে দ্বিজোত্তম, যে সকল কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া, শম, আত্মজ্ঞান, ও বেদভ্যাসে তিনি যত্নবান্ হইবেন ‡।" এখানে সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ কোথায়? যদি তাহাই হইত বেদাভ্যাস থাকিত না। পাতঞ্জলসূত্রের ভাষ্যে যোগসিদ্ধির জন্য কথিত হইয়াছে, "স্বাধ্যায়ের পর যোগানুষ্ঠান করিবে, যোগের পর স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবে। স্বাধ্যায় ও যোগ সম্পত্তি দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশ পান।" স্বাধ্যায় [বেদাধ্যয়ন] অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন স্বাধ্যায়ত্যাগ কখনই বিধিসিদ্ধ নহে। বেদবিহিত দ্রব্যময় যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া চরম বয়সে সন্ন্যাসী জ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ হইবেন, মনুর মতেও সন্ন্যাসধর্ম্মে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, "সমুদায় কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মদোষ অপনয়ন করত নিয়ত বেদাভ্যাস করিয়া পুত্রের ঐশ্বর্য্যে সুখে বাস করিবে §।" মনুর উক্তিতে ভক্তিযোগের মূল আছে কি না? "সমুদায় ভূতে আত্মাকে আত্মাতে সমুদায় ভূতকে সমভাবে দর্শন করিয়া আত্মযাজী ব্যক্তি ব্রহ্ম সহ একত্ব লাভ করেন ¶।" ইত্যাদিতে ভক্তির মূল আছে। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণসংসর্গে জীবের উৎপত্তি, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে জীবের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি প্রাপ্তি, জগৎ ও জীবের সত্যত্ব মনু অনুমোদন করিয়াছেন।

এ শাস্ত্রে সর্ব্বত্র যোগত্রয়ের সমন্বয় আছে তৃতীয়াধ্যায়ের আরম্ভে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। শ্রীমচ্ছঙ্কর যোগত্রয়ের সমন্বয়ে অনাদর করিয়া বলিয়াছেন, "অধ্যায়দ্বয়ে জ্ঞাননিষ্ঠানলক্ষণ যে যোগ উক্ত হইয়াছে, উহাই সন্ন্যাস, উহারই উপায় কর্ম্মযোগ। এই যোগে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিলক্ষণ বৈদিক যজ্ঞের প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হইয়াছে, সমগ্র গীতাতে এই [জ্ঞাননিষ্ঠা] যোগই ভগবানের অভিপ্রেত।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন,

---

* মনু ১২ অ, ১২২ শ্লোক। † মনু ১২ অ, ১২৫ শ্লোক। ‡ মনু ১২ অ, ১২ শ্লোক।
§ মনু ৬অ, ৯৫ ,, ¶ মনু ১২ অ, ৯১ ,,

"জ্ঞানযোগাধিকারীরও আমি কর্ত্তা নই, এই জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর, ইহা যুক্তি সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষরূপে তাঁহার কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। নিখিল জগতের উদ্ধারের জন্য মন্বন্তরের আদিতে কর্ম্মযোগ উপদেশ করা হইয়াছে, ইহা বলিয়া এই কর্ম্মযোগের অবশ্যকর্ত্তব্যতা দৃঢ় করিয়া এখন এই চতুর্থাধ্যায়ে কর্ম্মযোগের অন্তর্গত হইয়া যখন জ্ঞান আছে, তখন কর্ম্মযোগের জ্ঞানযোগাকারতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কর্ম্মযোগের স্বরূপ, কর্ম্মযোগের ভেদ, কর্ম্মযোগে জ্ঞানাংশের প্রাধান্য উক্ত হইতেছে।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে উক্ত জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের ফলের একতায় একত্ব সাধন করিয়া সেই যোগদ্বয়ের বংশ * কীর্ত্তন করিতেছেন।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "অধ্যায়দ্বয়ে নিষ্কামকর্ম্মসাধ্য জ্ঞানযোগের প্রশংসা করিতেছেন।" ১।

"কেহ কেহ কর্ম্মদ্বারা পরলোকে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয় বলেন, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধি হয় বলেন" † "কেহ কেহ আহার ইচ্ছা করে, কেহ কেহ অনশনব্রতে রত; কেহ কেহ কর্ম্মের প্রশংসা করে, কেহ কেহ কর্ম্মনিবৃত্তি প্রশংসা করে" ‡ ইত্যাদি দ্বারা জানিতে পারা যায়, আচার্য্যের অভ্যুদয়কালে বহুবিধ বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হইয়াছিল; এজন্যই পরম্পরাগত এই যোগ বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই লুপ্তযোগের পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহার অবতরণ। আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়োবিদুঃ।
সকালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপঃ। ২।

এইরূপে পরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন। অনেক দিন গত হওয়াতে এই যোগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

ভাব—ইক্ষ্বাকু, নিমি, নাভাগাদি রাজর্ষি। রাজা ও ঋষি এইরূপ সমাস করিলে জনক বশিষ্ঠাদি ঋষিও বুঝায়। ২।

কালে বিলুপ্ত এই যোগ আমায় কেন বলিতেছ, আমার পূর্ব্বে অন্যকে কেন বল নাই, অর্জ্জুনের এই হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া আচার্য্য বলিতেছেন :—

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্। ৩।

---

* যোগদ্বয়ের বংশ কীর্ত্তন, ইহার অর্থ এই যে, প্রথমতঃ যিনি যোগ শিক্ষা করিলেন, তিনি উহা অপরকে শিক্ষা দিলেন, তিনি আবার আর এক জনকে শিক্ষা দিলেন, এইরূপে যে সকল ব্যক্তি শিক্ষা পাইলেন, তাঁহারাই সে যোগসম্বন্ধে একবংশের লোক হইলেন, এবং তাঁহাদিগকেই সে যোগের বংশ বলা হইয়া থাকে।

† উদ্যোগ পর্ব্ব ২৮ অ, ১৬ শ্লোক। ‡ অনুগীতা ৪৯ অ, ৭ শ্লোক।

তুমি আমার ভক্ত, তুমি আমার সখা, তাই তোমাকে আজ আবার সেই পুরাতন যোগ বলিলাম, এ উৎকৃষ্ট রহস্য।

ভাব—অন্যকে এই পরম রহস্যটি কেন বলা হয় নাই? তাহার কারণ এই যে, যে সকল মতের সামঞ্জস্য হয় নাই সেই সকল মত এবং পূর্ব্বসংস্কার দ্বারা তাহাদিগের বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং তাহাদিগকে এই যোগ বলিলে তাহারা কেবল উহাকে গ্রহণ করিবে না তাহা নহে, পরন্তু এক সময়ে এক ব্যক্তিতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অনুষ্ঠান অসম্ভব, এইরূপ বিতর্ক তুলিয়া উপহাস করিবে। আমার কি বুদ্ধিভেদ ঘটে নাই, যদি না ঘটিবে তবে কেন বলিয়াছি "তুমি যেন ব্যামিশ্র [সন্দেহোৎপাদক] বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মুগ্ধ করিতেছ *।" তুমি যে সখা, তুমি যে ভক্ত, "যাঁহার দেবতায় পরম ভক্তি, যেমন দেবতায় তেমনি গুরুতে ভক্তি, সেই মহাত্মার নিকটে এই কথিত বিষয়ের অর্থ প্রকাশ পায় †;" এই যুক্ত্যনুসারে সখ্য ও ভক্তিবশতঃ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দ্বারা বিশোধিত হৃদয়ে আমার বাক্য সকল স্থান পাইবে, এই জন্য তোমায় বলিতেছি। ৩।

"আদিত্যকে এই যোগ বলিয়াছিলাম," এই কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বকালের আদিত্যকে পরসময়ের তুমি কি প্রকারে উপদেশ দিলে, এই সংশয়বশতঃ অর্জ্জুন বলিতেছেন :—

অর্জ্জুন উবাচ—অপরং ভবতোজন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি। ৪।

অগ্রে আদিত্যের জন্ম তদনন্তর তোমার জন্ম। আমি কি করিয়া জানিব যে তুমি অগ্রে এই যোগ বলিয়াছিলে।

ভাব—অর্জ্জুন এ প্রকার সংশয় কেন করিলেন? তিনিই তো আচার্য্যকে ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি পুরাকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সায়ংগৃহ মুনি হইয়া দশ সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়াছিলে। দশ সহস্র দশ শত বর্ষ পূর্ব্বে তুমি কেবল জলপান করিয়া পুষ্করে বাস করিয়াছিলে। বিশাল বদরিকাশ্রমে উর্দ্ধবাহু হইয়া, বায়ু ভক্ষণ করিয়া শত বর্ষ এক পদে অবস্থান করিয়াছিলে। উত্তরীয়বস্ত্রহীন, কৃশ, শিরাবশেষ হইয়া, হে কৃষ্ণ, সরস্বতীতটে দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে তুমি অধিষ্ঠিত ছিলে। পুণ্যজনোচিত প্রভাসতীর্থ আশ্রয় করিয়া লোকরক্ষাহেতু নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক দিব্য সহস্রবর্ষ একপদে যেরূপে তুমি ছিলে, ব্যাসমুখে আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি। হে কেশব, তুমি সর্ব্বভূতের [অন্তরস্থ] ক্ষেত্রজ্ঞ, তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি তপোনিধি,

* গীতা ৩ অ, ২ শ্লোক। † শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৬।২৩।

তুমিই সনাতন *।” “হে পরন্তপ, তুমিই নারায়ণ হইয়া হরি হইয়াছিলে। তুমিই ব্রহ্মা, সোম, সূর্য্য, ধর্ম্ম, ধাতা, যম, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী, দিক্, অজ, চরাচর গুরু, তুমিই স্রষ্টা পুরুষোত্তম †।” “যুগের আদিতে, হে বার্ষ্ণেয়, তোমারই নাভিকমল হইতে, এ সকল জগৎ যাঁহার সেই চরাচর গুরু ব্রহ্মা, জন্মিয়াছিলেন। ভয়ঙ্কর দৈত্য মধুকৈটভ তোমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের এই ব্যতিক্রম দর্শন করিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে, আর তোমার ললাট হইতে শূলপাণি ত্রিলোচন শম্ভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সমুদায় দেবগণের প্রভু ব্রহ্মা ও শিব, তোমারই শরীর হইতে উৎপন্ন ‡।” আচার্য্য তাঁহার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া এইরূপে অনুমোদন করিয়াছিলেন ;—“তুমি আমার, আমি তোমার, যাহারা আমার তাহারা তোমার। যে ব্যক্তি তোমাকে দ্বেষ করে, সে আমাকে দ্বেষ করে। যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করে, সে আমার অনুসরণ করে। হে দুর্দ্ধর্ষ, তুমি নর, আমি হরি নারায়ণ। আমরা নরনারায়ণ ঋষি যথাকালে ইহলোকে আসিয়াছি। তুমি আমা হইতে অপৃথক্। আমি তোমা হইতে অপৃথক্। হে ভরতর্ষভ, আমাদের দুজনের ভেদ কেহই জানিতে সমর্থ নহে §।” একি নিতান্ত আশ্চর্য্য নয় যে, ঈদৃশ অলৌকিক বিশ্বাস স্থিরসৌহৃদাসত্ত্বেও ত্রয়োদশ বৎসরান্তে বিস্মৃতিসাগরে বিলুপ্ত হইয়া গেল। অর্জ্জুন কি নিরতিশয় বিমূঢ়চিত্ত ছিলেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আচার্য্য অস্থানে আপনার হৃদয় স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং ইহাতে তাঁহারও মূঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। যথার্থ তত্ত্ব কি? অর্জ্জুন যখন আচার্য্যের প্রশংসাবাদ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ক্রোধশান্তির জন্য তাঁহার জীবত্ব দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া, তুরীয় ব্রহ্ম সহ তাঁহার যে ঐক্য ছিল তাহাই নিরূপণপূর্ব্বক তৎসহ একত্বনিবন্ধন তাঁহার আত্মস্বরূপ কি তাহাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। যথা “শ্রীকৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সেই সত্যকীর্ত্তি, মহাত্মা সত্যস্বরূপ, অমিততেজা, প্রমাণাতীত, প্রজাপতির পতি, সর্ব্বব্যাপী, লোকনাথ, ধীমান্ পুরুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন অর্জ্জুন তাহাই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ¶।” শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন,—“ভগবান্ বসুদেবতনয়কে পার্থ জানিতেন। জানিয়াও না জানার মত প্রশ্ন করার অভিপ্রায় এই ;—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সত্যসঙ্কল্প, সমস্ত অভিলষণীয় বিষয় যাঁহাতে পূর্ণ পরিমাণে আছে ; যত কিছু তুচ্ছ তাহার কিছুই যাঁহাতে নাই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণগুণ যাঁহাতে

---

* বনপর্ব্ব ১২ অ, ১১—১৭ শ্লোক। † বনপর্ব্ব ১২ অ, ২০।২১ শ্লোক।

‡ বনপর্ব্ব ১২ অ, ৩৭—৩৯ শ্লোক। § বনপর্ব্ব ১২ অ, ৪৪—৪৬ শ্লোক।

¶ বনপর্ব্ব ১২ অ, ৯।১০ শ্লোক।

বিদ্যমান, তাঁহার সে জন্ম কি প্রকারে হয় যে জন্ম বাসনা ও কর্ম্মবশতঃ মনুষ্যাদির হইয়া থাকে? এ জন্ম কি ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা, না সত্য? যদি সত্য হয় তাহা হইলে জন্মের প্রকার কি? দেহই বা কিংস্বরূপ? জন্মের কারণই বা কি? কখন জন্ম হয়? কি জন্যই বা জন্ম হয়? এই সকলের উত্তর পাইলেই তত্ত্ব ব্যক্ত হইবে।" একথা ঠিক হয় নাই। "অগ্রে আদিত্যের উৎপত্তি, তদনন্তর তোমার জন্ম" এই সংশয়ের মীমাংসার জন্য যখন অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, "আমি কি করিয়া জানিব যে তুমি অগ্রে এই যোগ বলিয়াছিলে," তখন "চতুর্থ ধ্যানমার্গ অবলম্বন করিয়া, হে পুরুষর্ষভ, তাহা হইতে বিনিঃসৃত হও নাই, *" এ বিশ্বাস তাঁহাতে ছিল না, ইহাই দেখা যাইতেছে। অর্জ্জুন যে বলিয়াছেন, "আপনি পরব্রহ্ম, পরম জ্যোতি, পরম পবিত্র, সমুদায় ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস, এবং স্বয়ং আপনিও আপনাকে জন্মরহিত, সর্ব্বগত, আদিদেব, নিত্য দিব্য পুরুষ বলেন, †" তাহা তাঁহার স্বরূপাবির্ভাব উপলব্ধি করিয়াই বলিয়াছেন। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে তৎপরেই বিশ্বরূপদর্শন কখন সম্ভবপর হইত না। "কৃষ্ণই লোকের উৎপত্তি ও গতি, কৃষ্ণেরই জন্য সমুদায় ভূত ও এই চরাচর বিশ্ব ‡" এই ভীষ্মবচন উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমদ্রামানুজ যে বলিয়াছেন, "সমগ্র জগৎ, কৃষ্ণেতেই পর্য্যবসন্ন;" তাহা কৈবল্যোদ্দেশ্যে ভীষ্ম আচার্য্যে সমুদায় জগতের সমাবেশ করিয়াছিলেন, ইহা পর্য্যালোচনা না করিয়াই বলিয়াছেন। ভীষ্ম যে এইরূপ করিয়াছিলেন শিশুপালের বাক্যেই (৬৬পৃ,) তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। আচার্য্যে জীববুদ্ধিই অর্জ্জুনের নিয়ত থাকিত, তাঁহাতে স্বরূপাবির্ভাবদর্শন কখন কখন হইত, বিশ্বরূপ দর্শনান্তর অর্জ্জুন যে কাতরোক্তি করিয়াছেন, তাহাতেই ইহা প্রকাশ পাইতেছে,—"সখা মনে করিয়া হঠাৎ, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা এই যে বলিয়াছি, তাহা তোমার এই মহিমা না জানিয়া ভ্রম বা প্রণয়-বশতঃ বলিয়াছি, একা থাকিবার সময়ে অথবা তোমার সমক্ষে থাকিয়াই হউক, বিহারশয্যা, আসন ও ভোজনে হাস্য পরিহাসে তোমার যে অসম্মাননা করিয়াছি, হে প্রমাণের অতীত, তোমার নিকটে আমি তজ্জন্য ক্ষমা চাই §।"। ৪।

তুরীয় ব্রহ্মগোচরে অবস্থিত আচার্য্য ব্রহ্ম সহ আপনার অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। ৫।

অর্জ্জুন, তোমার আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে। সে সকল জন্মের কথা আমি জানি, তুমি জান না।

---

* শান্তিপর্ব্ব ৪৬ অ, ২ শ্লোক। † গীতা ১০ অ, ১২—১৩ শ্লোক।
‡ সভাপর্ব্ব ৩৮ অ, ২৩ শ্লোক। § গীতা ১১ অ, ৪১।৪২ শ্লোক।

ভাব—অন্তর্য্যামী পরমগুরুর সহিত আপনার অভিন্নতা দর্শন করিয়া, অধর্ম্ম-নাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যখন যখনই লোকাতীত পুরুষে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই আবির্ভাব এক অন্তর্য্যামী পরম গুরুরই, এই জানিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন, "তোমার আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে।" যখনই পরমগুরুর আবির্ভাব হয়, তখনই তাঁহার উপদেশগ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিগণেরও জন্ম হইয়া থাকে। যে অখণ্ড জীবস্বরূপ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণজন্য মালিন্য অপনয়ন করে, এবং ভগবানের বাক্যই একমাত্র আশ্রয়, এই ভাব প্রকাশ করে, সেই অখণ্ড জীবস্বরূপসম্পর্কীয় জ্ঞান যে পর্য্যন্ত লোকাতীত পুরুষের সংসর্গবশতঃ সে সকল ব্যক্তিতে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, সে স্বরূপের সহিত যোগও তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না, অর্জ্জুনেতে তাহাই ঘটিয়াছিল, এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছিলেন "আমি জানি তুমি জান না *।" ৫।

সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পুরুষের কদাপি জন্ম সম্ভবপর নহে। তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বাতীত। যাহার অন্তরে থাকিয়া তিনি শাসন করেন সেও তাঁহাকে জানে না, সুতরাং তাঁহার সহিত সেই ব্যক্তির ভেদও বুদ্ধির বিষয় হয় না। এরূপ হইলে, অন্যে জানিতে পারিয়াছে এরূপ অনেকগুলি জন্ম আমার হইয়া গিয়াছে, অন্তর্য্যামীর একথা কিরূপে সিদ্ধ পায়? কিরূপে সিদ্ধ পায়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। ৬।

আমি জন্মরহিত অব্যয়, ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও আপনার প্রকৃতি অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি।

ভাব—অব্যয়—জ্ঞান, শক্তি ও স্বভাবে ক্ষয়রহিত। জীবসম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে না। জীব জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন বটে, কিন্তু দেহে যখন উহা অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন সেই দেহগত ক্ষীণশক্তি ও ক্ষীণজ্ঞানানুসরণ করিয়া দেহী ক্ষীণজ্ঞান ও ক্ষীণশক্তি হইয়া পড়ে, সর্ব্বান্তর্য্যামিসম্বন্ধে সেরূপ হয় না। ভূতগণের ঈশ্বর—ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতগণের নিয়ন্তা। 'আপনার প্রকৃতি'—আপনার স্বভাব, আপনার স্বরূপ।

---

* লোকাতীত পুরুষ ও সাধারণ ব্যক্তিগণের প্রভেদ এই যে, লোকাতীত পুরুষগণ এক দিকে সর্ব্বাত্মা ভগবানের সহিত একত্ব অনুভব করেন, অপর দিকে এক অখণ্ড জীবের (Humanityর) সহিত একত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকের ভিতরে শেষোক্ত যোগানুভব প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। যখন এই বৈশ্বজনীন (universal) ভাবসম্পন্ন কোন লোকাতীত পুরুষের সংসর্গ হয়, তখন এই অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন যোগ আমার তোমার ন্যায় সাধারণ লোকেরও বুদ্ধির বিষয় হয়। অর্জ্জুনসম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছিল।

'অধিষ্ঠানপূর্ব্বক'—স্বরূপ হইতে বিচ্যুত না হইয়া, 'আত্মমায়ায়'—অঘটন ঘটনপটীয়সী আত্মজ্ঞানশক্তিতে, 'জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি,'—কোন লোকাতীত পুরুষে আত্মজ্ঞান প্রকাশ করিয়া জনচক্ষুর গোচর হই। পূর্ব্ব ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার সঙ্গে এ ব্যাখ্যার মিল আছে, না ইহা স্বকপোলকল্পিত, ইহা দেখাইবার জন্য তাঁহাদের ব্যাখ্যানের অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন 'ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সমুদায় ভূতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা হইয়াও যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া [ভূতগণ] আপনার আত্ম-স্বরূপ বাসুদেবকে জানে না সেই প্রকৃতিকে—আমার ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়াকে—অধিষ্ঠানপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করি দেহবানের মত হই।' শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, 'আপনার প্রকৃতি অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আত্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, ইহার মর্ম্ম—প্রকৃতি স্বভাব; আপনার স্বভাব অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আপনারই রূপে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।......আত্মমায়ায়, আপনার মায়ায়। এখানে "মায়া মায়া, বয়ুন, জ্ঞান" এই জ্ঞান-পর্য্যায়ান্তর্গত মায়াশব্দ। "প্রাচীন শুভাশুভ সর্ব্বদা মায়ায় জানেন" প্রতিবাদিগণের এ প্রয়োগে মায়া—আপনার জ্ঞান আপনার সঙ্কল্প।' শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন, 'আপনার মায়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি—জ্ঞান, বল, বীর্য্যাদি শক্তি হইতে একটুও বিচ্যুত না হইয়া জন্মে।' শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, 'এখানে প্রকৃতিশব্দ স্বরূপ ও স্বভাব পর্য্যায়ের অন্তর্গত। আপনার প্রকৃতি—আপনার স্বরূপ—অধিষ্ঠানপূর্ব্বক—অবলম্বনপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, আবির্ভূত হইয়া থাকি।......জন্মরহিতাদিগুণযুক্ত সর্ব্বব্যাপী ঘনীভূত জ্ঞান ও সুখরূপ যে রূপ, সেইরূপে আমি অবতরণ করি, অর্থাৎ নিজস্বরূপেই জন্মিয়া থাকি, ইহাই একথার বিবৃতি। সূর্য্যের ন্যায় তাদৃশ অভিব্যক্তিই জন্ম, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার জন্ম সাধারণ লোকের মত নহে।' শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন 'জন্ম ও বিনাশরহিত, সকলের প্রকাশক, সকলের কারণ মায়াতে অধিষ্ঠানবশতঃ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও আমি নিজের স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক দেহ ও দেহিভাব বিনাও দেহীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রকৃতি মায়া নহে, সচ্চিদানন্দঘনৈকরস স্বভাব। "সেই ভগবান্ কাহাতে অবস্থিত? আপনার মহিমাতে" এই শ্রুতি অনুসারে উহা ভগবানের নিজের স্বরূপ। তবে দেহশূন্য সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপে দেহত্ব প্রতীত হয় কেন? তাহার উত্তরে [আচার্য্য] বলিয়াছেন, আত্মমায়ায়। গুণাতীত, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরসঘন, আমি ভগবান্ বাসুদেব, আমাতে দেহদেহিভাব নাই, তবে যে সেরূপ প্রতীতি হয়, "উহা মায়ামাত্র।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে প্রকৃতি আপনার নয়, তেজ জল ও অন্নস্বরূপা বা পঞ্চভূতাত্মিকা, সেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া জীব সকল জন্মাদি লাভ করিয়া থাকে, আমি কিন্তু অন্য উপাদান আশ্রয় করিয়া নহে, আপনার স্বপ্রকাশত্ব হইতে অভিন্ন প্রকৃতিকে—স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে—অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মমায়ায় প্রকাশ হইয়া থাকি,......আমি কূটস্থ, চিন্মাত্র, ইন্দ্রিয়াতীত, আপনার

মায়াতে চিন্ময় আপনার শরীর সৃজন করিয়া থাকি।' এই সকল ব্যাখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে উপরে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা এ সকলের বিরুদ্ধ নয় স্পষ্ট প্রতীত হয়। তবে এ সকল ব্যাখ্যার মধ্যে 'কোন লোকাতীত পুরুষে আত্মজ্ঞান প্রকাশ করিয়া জনচক্ষুর গোচর হই' এ অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর স্থলের ব্যাখ্যা হইতে এ অংশও সিদ্ধ পায়। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তাচত্বারিংশ সর্গে একত্রিংশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন: 'ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে "লোকসৃষ্টির অভিলাষে মহদাদি (মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র) নিষ্পন্ন, ষোড়শ-কলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত) যুক্ত পৌরুষরূপ ভগবান্ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।" ইত্যাদি বিরাড়্রূপ উল্লেখ করিয়া "এই বিরাড়্রূপ নানা অবতারের নিধান বীজ ও অব্যয়; দেব তির্য্যক্ নরাদি ইঁহারই অংশাংশে সৃষ্ট হইয়া থাকে," এই কথা বলাতে এ সকল অবতার এই বিরাটেরই অংশ বুঝায়। ইহাতে এই বলা হইয়াছে বিরাড়্রূপ নিধান অর্থাৎ কর্ম্মাবসানে প্রবেশস্থান, বীজ অর্থাৎ উদ্গমস্থান, অব্যয় অর্থাৎ স্বয়ং চিরস্থায়ী। উহা কেবল অবতারসকলেরই নহে, কিন্তু সকলেরই বীজ। যদ্যপি বিরাট্ জীবই, তথাপি জীবের যিনি অন্তর্য্যামী তাঁহার উপাসনার জন্য এইরূপ বলা হইয়াছে।' শ্রীমদ্ভাগবতে দেবনরাদিদেহ আশ্রয়পূর্ব্বক লীলা করা উল্লিখিত হইয়াছে :—"এক অগ্নি যেমন আপনার উৎপত্তিস্থানে নিহিত হইয়া থাকে, তেমনি বিশ্বাত্মা পরমপুরুষ ভূত সকলে নানারূপে প্রকাশ পান। ভূত, সূক্ষ্ম ভূত, ইন্দ্রিয়-গণ ও মন, সত্ত্ব রজ ও তমোগুণময় পদার্থ দ্বারা নিজনির্ম্মিত ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের গুণসকলকে তিনি ভোগ করেন। এই লোকপালক দেব তির্য্যক্ ও নরাদিতে লীলা করিতে অনুরক্ত হইয়া সত্ত্বগুণ দ্বারা লোকসকলকে পালন করেন *।" ৬

নিত্য লীলাবান্ ভগবানের নিরূপিত কোন আবির্ভাবকাল দৃষ্ট হয় না। কোন্ সময়ে তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন।—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। ৭।

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃজন করিয়া থাকি।

ভাব—যে ধর্ম্ম হইতে প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও শ্রেয় সাধিত হয়, সেই ধর্ম্মের যখন হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখন আমি আমাকে সৃজন অর্থাৎ ব্যক্ত করিয়া থাকি। ভগবানের জন্ম ও আপনাকে সৃজন করা কি? শ্রীমৎসনাতন গোস্বামী

* ভাগবত ১স্ক, ২অ, ৩২—৩৪ শ্লোক।

তাহা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'ভগবানের জীববৎ জন্ম হয় না, অতএব ব্যক্ত হওয়াই ভগবানের জন্ম। শ্রীমাধ্বাচার্য্যধৃত তন্ত্রভাগবতবচনে সেইরূপই আছে,— "নিত্য, অব্যয়, উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বোত্তম ভগবানের যে রূপ, সেইরূপই তাঁহার প্রকাশ পায়। মূঢ়গণ বুঝিতে পারে, এজন্য এই প্রকাশকেই জনবিমর্দ্দন ভগবান্ ঈশ্বর কৃষ্ণরামাদি তনু গ্রহণ করিলেন, সৃজন করিলেন এইরূপ [শাস্ত্রে] পঠিত হইয়া থাকে॥" ৭।

ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হইলে ভগবানের আপনাকে প্রকাশ করিবার কারণ কি, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ৮।

সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি।

ভাব—ধর্ম্মনিরতগণের পরিত্রাণের জন্য, সাক্ষাৎসম্বন্ধ দ্বারা তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য, শ্রীমদ্রামানুজ মতে 'আমার স্বরূপ, চেষ্টা, অবলোকন ও আলাপাদির অবকাশ দিয়া তাঁহাদিগের পরিত্রাণের জন্য,' 'লালনে ও তাড়নে মাতার নিষ্কারুণ্য হয় না,' এই যুক্তিতে ধর্ম্মবিপ্লবকারিগণের বিনাশের জন্য, দুষ্কৃতি উচ্ছেদের জন্য, ধর্ম্মপথ উপদেশের দ্বারা শিথিলমূল ধর্ম্মকে দৃঢ় করিবার জন্য আবির্ভাব, তিরোভাবের পর আবার আবির্ভাব, এইরূপে আমি সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমগুরু জন্মিয়া থাকি অর্থাৎ প্রকাশ পাইয়া থাকি।

ভগবানের অবতরণের প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা এস্থলে ব্যক্ত করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ঋক্‌সংহিতায় এ সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়,—"হে বাস্তোম্পতে [গৃহপালক], রোগসকলের বিনাশক হইয়া তুমি বিবিধ রূপে [দেহে] প্রবেশ পূর্ব্বক, আমাদের সখা হও, অতীব সুখকর হও*।" "যে যে রূপ ইচ্ছা করেন, দেবগণ সেই সেই রূপে প্রবেশ করেন †;" ইহাই বৈদিক অবতারবাদ। আধুনিকগণ ইহাকেই আবেশাবতারবাদ বলিয়া থাকেন। "পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে দেব ও অসুরগণের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে অতি বলবান্ অসুরগণ কর্তৃক দেবগণ পরাজিত হইয়া তাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করেন; অনাদিনিধন সকল জগতের পরমাশ্রয় নারায়ণ বলিলেন, আমি তোমাদের অভিলাষ জানি, কিসে সেই অভিলাষ পূর্ণ হইবে শ্রবণ কর। শশাদ নামা রাজর্ষির তনয় পরঞ্জয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার শরীরে আমি অংশে স্বয়ং অবতরণ করিয়া সেই সকল অসুরকে বিনাশ করিব।......দেবগণের কর্তৃক

---

* ঋক্ সংহিতা ৭ ম, ৫৫ সূ, ১ঋক্। † নিরুক্ত ১০। ১৭।

প্রার্থিত হইয়া পরঞ্জয় বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে শতক্রতু ইন্দ্র সকল ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর, আমি তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তোমাদের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব। যদি সেরূপ হয়, আমি তোমাদের সহায় হইব।······তদনন্তর শতক্রতু বৃষভরূপ ধারণ করিলেন। [পরঞ্জয়] সেই বৃষের ককুদোপরি উপবেশন করিয়া হৃষ্ট হইলেন; চরাচর গুরু ভগবান্ অচ্যুতের তেজ দ্বারা পূর্ণ হইয়া দেব ও অসুরগণের সংগ্রামে সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করিলেন *।" এস্থলে 'তাহার শরীরে আমি [ভগবান্] অংশে স্বয়ং অবতরণ করিব', এই কথা বলিয়া সমরকালে আপনার তেজে পরঞ্জয়কে পূর্ণ করা কি বৈদিক অবতারবাদের অনুরূপ নয়? অন্যত্রও সেইরূপ আছে; যথা—"হে মহামুনি, ভগবান্ পরমেশ্বর এইরূপে স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ দুই গাছি কেশ তুলিয়া লইলেন এবং দেবগণকে বলিলেন, এই আমার কেশদ্বয় ভূতলে অবতরণ করিয়া ভূমির ভার ও ক্লেশ ক্ষয় করিবে †।" "বসুদেবের দেবোপমা দেবকী নাম্নী যে পত্নী, হে দেবগণ, আমার এই কেশ তাঁহার অষ্টমগর্ভে জন্মিবে ‡।" শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে উদ্ধৃত নৃসিংহপুরাণের বচনে কেশশব্দের স্থলে যে শক্তিশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে—যথা, "শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ আমার শক্তি যদুকুলে বসুদেব হইতে দেবকীতে অবতরণ করিয়া কংসাদিকে বিনাশ করিবে।" অপিচ, "আমার যে সকল কিরণ প্রকাশ পায়, তাহারই নাম কেশ। হে মুনিসত্তম, সর্ব্বজ্ঞগণ সেই জন্য আমাকে কেশব বলিয়া থাকেন," সহস্রনামে উল্লিখিত এই যে বচন শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে কেশশব্দের রূপকত্ব অংশতঃ অপহৃত হইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা অনন্ত পরব্রহ্ম ও অনন্ত বেদের সমগ্র প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া অংশ, অংশাংশ কলা ও কেশাদি শব্দের দ্বারা আবির্ভূতস্বরূপ মহাত্মাদিগের এবং তাঁহাদের প্রচারিত বাক্যসকলের অসমগ্রত্বই সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিয়া থাকে। বেদের অনন্তত্ব বিষ্ণুপুরাণে এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, "তিনি বেদময় হইয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যান; তিনি বহু প্রকারে ভিন্ন শাখাবিশিষ্ট বেদ উৎপাদন করেন। জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ অনন্তই শাখা সকলের প্রণেতা, তিনিই সমস্ত শাখা §। একথা বলিতে পারা যায় না যে, এ নির্দ্ধারণ ভাগবতের অনুমোদিত নয়। "অসুরগণের সৈন্য দ্বারা বিমর্দ্দিত পৃথিবীর ক্লেশাপনয়ন জন্য [ভগবৎ] কলাতে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ জন্মিয়াছেন। জনগণ তাঁহার কার্য্যপ্রণালী বুঝিতে অসমর্থ, আপনার মহিমা হইতে যে সকল কর্ম্ম হয়, তিনি সেই সকল কর্ম্ম করিবেন ¶।" "ভক্তগণের অভয়প্রদ বিশ্বাত্মা ভগবান্ অংশভাগে বসুদেবের মনে

---

* বিষ্ণুপুরাণ ৪ অং, ২অ, ৮—১২ শ্লোক।　　† বিষ্ণুপুরাণ ৫ অং, ১ অ, ৫৯।৬০ শ্লোক।

‡ „ ৫ অং, ১ অ, ৬৩ শ্লোক।　　§ „ ৩ অং, ৩ অ, ৩০ শ্লোক।

¶ ভাগবত ২ স্ক, ৭ অ, ২৬ শ্লোক।

প্রবেশ করিলেন। দীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় সেই পরমপুরুষের জ্যোতি ধারণ করিয়া তিনি ভূতগণের দুঃসহ অতি দুর্দ্ধর্ষ হইলেন। অনন্তর জগতের মঙ্গলকর সেই অচ্যুতের অংশ বসুদেব কর্ত্তৃক [দেবকীতে] সমাহিত হইল। সকলের আত্মস্বরূপ সুতরাং তাঁহার আত্ম-ভূত সেই অংশকে—প্রাচী দিক্ যেমন চন্দ্রকে ধারণ করে—দেবী সেইরূপ মনের দ্বারা ধারণ করিলেন *।" পরশুরামের শরীরে, এখানে মনে ভগবানের শক্তির আবির্ভাব হইয়া-ছিল এই বিশেষ। 'অংশভাগেন' ইহার অর্থ অংশভাগ সহ, 'অচ্যুতাংশ' ইহার অর্থ অংশের ন্যায় অংশ, এরূপ ব্যাখ্যা ভাল নহে, কেন না "তাঁহার অংশ বাসুদেব কর্ম্ম শেষ করিয়া [তাঁহাতে] প্রবেশ করিলেন" † এস্থলে নারায়ণের ইনি অংশ, নারায়ণে প্রবেশ করিলেন স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে বামনাবতারের আখ্যায়িকায় অসন্দিগ্ধ বাক্যে অবতারবাদের তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—"অপত্য-গণের রক্ষার্থ পয়োব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করিয়াছ, সেই ব্রতে আমিও পরিতৃপ্ত হইয়াছি। মরীচিপুত্র কশ্যপের তপস্যায় অধিষ্ঠান করিয়া নিজ অংশে তোমার পুত্র হইয়া তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করিব। কল্যাণি, পাপহীন পতি প্রজাপতির সমীপবর্ত্তিনী হও। এইরূপে অবস্থিত আমায় পতিতে চিন্তা কর ‡।" "কৃতকৃত্যের ন্যায় তিনি পরম ভক্তি সহকারে পতির সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। সত্যদৃষ্টি কশ্যপ সমাধি-যোগে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাতে হরির অংশ প্রবিষ্ট হইয়াছে। সমাহিতমনা হইয়া তপস্যা দ্বারা চিরসঞ্চিত রেত, বায়ু যেমন কাষ্ঠে অগ্নি আধান করে, সেইরূপ অদিতিতে আধান করিলেন §।" পিতা মাতার ভগবৎপরায়ণত্ব হইতে ভগবানের আবির্ভাবোপযোগী শরীর উৎপন্ন হয় এই তত্ত্ব এখানে অতি সুস্পষ্ট। "তাঁহার আবির্ভাব হইলে ভেদ ভাবে যে গ্রহণ করে সে নিন্দিত হয়" "পরমেশ্বরেতে কদাপি দেহদেহী ভেদ নাই" এই বৈষ্ণবগণের মীমাংসা অনুসরণ করিয়া যে শরীরে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে সেই শরীরেরও ভগবত্ত্বনির্দ্দেশ উহার লোকাতীত উপযোগিতাবশতই হইয়া থাকে। "কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্" ¶ এস্থলে স্বয়ং শব্দ থাকাতে ইহার অংশত্বে কোন বাধা উপস্থিত হইতেছে না, কেন না সর্ব্বত্র স্বয়ং শব্দের এই ভাবেই প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "বিষ্ণুপুরাণের রীতিতেই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, 'ইহারা পরমপুরুষের অংশ ও কলা, কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্।' 'ইহারা' এই শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অবতার সকল এবং ঋষিগণ গৃহীত হইতেছে। সে স্থলে পুরুষরূপ পরমেশ্বরের অবতারসকল অংশ, ঋষিপ্রভৃতি কলা। 'সেখানে অংশে অবতীর্ণ

---

* ভাগবত ১০ স্ক, ২ অ, ১৭—১৮ শ্লোক। † স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৫ অ, ২৩ শ্লোক।

‡ ভাগবত ৮ স্ক, ১৭ অ, ১৮। ১৯ „। § ভাগবত ৮ স্ক, ১৭ অ, ২২।২৩ „।

¶ ভাগবত ১স্ক, ১ অ, ২৮ শ্লোক।

বিষ্ণুর বিক্রম সকল আমাদিগকে বল' ইত্যাদি স্থলে দশমস্কন্ধের শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে, কেন না 'হে মহামুনি, আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ দুগাছি কেশ তুলিয়া লইলেন,' বিষ্ণুপুরাণাদিতে এইরূপ উল্লিখিত আছে, এবং ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে এবং মহাভারতেও সেইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও কৃষ্ণ অংশ বটেন, তথাপি তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলার কারণ এই যে, যে যে কারণে অবতারগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে সে সকল নাম তাঁহাতে পাওয়া যায়, এবং বহুল পরিমাণে তিনি অজ্ঞানকর্ম্মের অভিনয় করিয়াছেন, এবং শঙ্খ চক্রাদি তাঁহাতে প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে *।" শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে উল্লিখিত হইয়াছে "অল্প শক্তির প্রকাশ হইলে বিভূতি, মহাশক্তির প্রকাশ হইলে আবেশ, এই ভেদ। প্রাকৃতিক বৈভবে [পাঞ্চভৌতিক জগতে] অবতরণ অবতার, ইহাই বুঝিতে হইবে।"

'বামদেব্যসামোপাসনা' † সমুচিত ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী কুৎসিত ব্রত যে সকল পৌরাণিকেরা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কুৎসা হইতে আচার্য্যের চরিত্র রক্ষা আবশ্যক, অন্যথা তাঁহার আচার্য্যত্ব সিদ্ধ হয় না। মহাভারতে হরিবংশে বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে তাঁহার চরিত্রের স্খলন দেখিতে পাওয়া যায় না। "ভীষ্ম, যে ব্যক্তি গোঘ্ন, স্ত্রীঘাতী, সে কি প্রকারে স্তবনীয় হইবে, ‡" মহাভারতে শিশুপালমুখে এইরূপ নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়, ব্যভিচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, ইহা আশ্চর্য্য নহে; কেন না বালকে সেরূপ পাপের সম্ভাবনা কোথায়? রাস লইয়াই তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ। "সেখানে [ব্রজে] একাদশ বৎসর বলরাম সহকারে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল §; এ কথায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ক্ষত্রিয়গণের উপনয়নকালের পূর্ব্বে তিনি ব্রজে ছিলেন, তাহার পরে ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর তখন রাসক্রীড়া হয়। একি সম্ভব যে, একজন নয় বৎসরের বালক সেরূপ অনুচিত ব্যবহার করিয়াছিল? যদি তাহাই হইবে, তবে "কিশোর বয়সের সম্মাননা রাখিয়া তিনি তাহাদিগের [গোপীগণের] সঙ্গে আমোদ করিলেন, ¶" এ কথা বলা সঙ্গত হয় নাই। তিনি কি একা গোপ কন্যাগণের সঙ্গে আমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অথবা গোপবালকগণ তাঁহার সঙ্গে ছিল? "রজনীতে চন্দ্রের নবীন যৌবন [পূর্ণিমা], এবং মনোহর শারদীয় নিশা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আমোদে প্রবৃত্ত হইতে মন হইল। শুষ্কগোময়পরিলেপিত ব্রজের পথে বিক্রমশালী তিনি অতি গর্ব্বিত বৃষে বৃষে এবং বলশালী গোপবালকে গোপবালকে সংগ্রাম বাধাইয়া দিলেন। বনমধ্যে গো সকলকে তিনি কুম্ভীরের মত

---

* অরণ্যকাণ্ড ৪৭ সর্গ, ৩১ শ্লোকের টীকা। † "ন কাঞ্চন পরিহরেত্তদ্‌ব্রতম্" (ছা, উ, ২।১৩।২)

‡ সভাপর্ব্ব ৪১ অ, ১৬ শ্লোক। § ভাগবত ৩স্ক, ২অ, ২৬ শ্লোক।

¶ হরিবংশ ৭৬ অ, ১৭ শ্লোক।

ধরিতে লাগিলেন। রাত্রিতে গোপকন্যাগণকে একত্র করিয়া কালজ্ঞ কৃষ্ণ কিশোর বয়সের সম্মান রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে আমোদ করিলেন *।” যখন তিনি মধুর সঙ্গীতে গোপীদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তখন বলদেব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। “নারীগণের অতীব প্রিয় নানাতন্ত্রীসমুত্থিত সুমধুর সঙ্গীত বলদেব সহকারে তিনি গান করিয়াছিলেন †।” একজন গোপীকে লইয়া তিনি বিজনভূমিতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এ কথা হরিবংশে নাই। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে আছে বটে, কিন্তু তাহাও যখন তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এরূপ সম্ভব মনে হয়। যাহাই হউক, বিজনভূমিতে পুষ্পচয়নাদি ব্যতীত অন্য কোন অনুচিত ব্যবহারের লেশমাত্র ঘটে নাই। “বালকশূন্য ক্রোড় দেখিয়া ‡” ইত্যাদি কথায় এক জন দুইবর্ষবয়সের বালকেতে কদর্য্য ব্যবহার বর্ণন অনুচিত গোঁড়াম বিনা কেহই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। “তিনি সত্যকাম, অবলাগণ তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত, সুতরাং তিনি শরৎকালের কাব্যকথারসের আশ্রয় শশাঙ্ককিরণপরিশোভিত সমগ্র রজনী এইরূপ সর্ব্ববিধবিকারশূন্য হইয়া সম্ভোগ করিলেন, §” এই কথায় সর্ব্বপ্রকার অনুচিত প্রলাপ নিরস্ত হইতেছে। স্বামী এ শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া গোস্বামিশ্রেষ্ঠ সনাতন এ অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “তাঁহাদের সুরতসম্পর্কীয় হাবভাবাদি, সমুদায় বহিরিন্দ্রিয় হইতে আনিয়া, মনের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।” প্রীতি সন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে, “সুরতসম্বন্ধীয় হাবভাবাদি বহিরিন্দ্রিয় হইতে আনিয়া মনের মধ্যে অবরোধপূর্ব্বক শরৎকালসম্পর্কীয় যত প্রকারের কাব্যকথা সম্ভবপর তাহার সকলই সম্ভোগ করিলেন।” যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে “রতিপতিকে উত্তম্ভিত করিয়া ক্রীড়া বিহার করিলেন, ¶” এ কথার কি গতি হইবে? ব্যাখ্যার দোষে দোষ ঘটিয়াছে, সদ্ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা অপনীত করিতে হইবে। উৎপূর্ব্বক স্তম্ভ ধাতুর অর্থ কোথাও উদ্দীপন নাই, যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে ‘উদ্দীপয়ন্’ এই প্রসিদ্ধ শব্দেইতো শ্লোক গ্রথিত হইতে পারিত? এখানে ‘অবরোধ’ অভিপ্রেত, সুতরাং তদ্বাচক উত্তম্ভনশব্দে শ্লোক গ্রথিত হইয়াছে। প্রীতিসন্দর্ভে এজন্য ‘বাহু প্রসারণ’ ইত্যাদি ভাবব্যঞ্জক এই শ্লোকটিকে ভাবাভিব্যক্তির উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই শ্লোকের পদগুলিতে যে তৃতীয়া বিভক্তি আছে, উহা যদি সহার্থক করা যায়, তাহা হইলে হাবভাবাদির অবরোধ পর্য্যন্ত বুঝায়। আচ্ছা তাই হউক, স্বয়ং শুকদেব কেন রাসে পরদারাভিমর্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন? এরূপ করিবার বিশিষ্ট কারণ

---

* হরিবংশ ৭৬ অ, ১৫—১৭ শ্লোক। † বিষ্ণুপুরাণ ৫ অং, ১৩অ, ১৬ শ্লোক।

‡ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ১৫ অ, ১৭১ শ্লোক। § ভাগবত ১০ স্ক, ৩৩ অ, ২৬ „ ।

¶ ভাগবত ১০ স্ক, ২৯ অ, ৪১ শো।

আছে। সে কালে নৃত্য ছিল বটে, কিন্তু পরস্ত্রী স্পর্শ করিয়া নৃত্য ছিল না। সেরূপ হইলেই পরদারাভিমর্ষণ ঘটিত। হরিবংশে নিজ নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া নৃত্য বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, "কাদম্বরী পানে নিতান্ত প্রমত্ত হইয়া অতীব শোভমান বলদেব মধুর সমতানে হাতে তালি দিয়া আপনার ভার্য্যা রেবতরাজপুত্রী সহ কূর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাকে কূর্দ্দনে প্রবৃত্ত দেখিয়া মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া বলরামের হর্ষোৎপাদনজন্য সত্যাকে সঙ্গে লইয়া কূর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। পার্থ সমুদ্র যাত্রায় আগমন করিয়াছিলেন তিনি সুগঠিতাঙ্গ সুভদ্রাকে লইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে কূর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন *।" আচার্য্য এ সীমা উল্লঙ্ঘন করিলেন কেন? গোপগণের ব্যবহার তিনি তৎকালে অনুসরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা ক্ষমার যোগ্য। গোপজাতিমধ্যে যখন তিনি বাস করিতেছিলেন, সে সময়ে তিনি ব্রহ্মচর্য্য অস্খলিত রাখিয়া তাহাদিগের আচরণ যে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা এই কথাতেই প্রকাশ পায়,—"আমরা বনচর গোপজাতি, গোধন আমাদিগের জীবিকার উপায়। গো, গিরি ও বনসমূহ আমাদিগের দেবতা জানিও †।" গোপগণের যাহা স্বাভাবিক কর্ম্ম দেবদৃষ্টিতে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে, বাল্যকালে তিনি ইহা উপদেশ দিয়াছিলেন, আপনিও তাহার অনুকরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যরক্ষণোচিতকালে স্বপ্নেও যদি চিত্তবিকার ঘটিত, সে সময়ে দোষের মধ্যে পরিগণিত হইত; উষার বাক্যে তাহা প্রকাশ পায়। উষা বলিয়াছিলেন, "নিশাতে জাগ্রদবস্থার ন্যায় কে আমায় ঈদৃশ দশাপন্ন করিল। কন্যা এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া কিরূপে জীবিত থাকিতে উৎসাহী হইবে। কুলের নিন্দার কারণ হইয়া কুলাঙ্গার ও নিরাশ্রয় হইয়া সাধ্বীগণের সম্মুখে কিরূপে জীবিত থাকিতে সে স্পৃহা করিবে ‡।" কচ ও দেবযানীর যে সংবাদ মহাভারতে আছে তাহাতেও এইরূপ প্রকাশ পায়। যে সময়ে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি ঈদৃশ পক্ষপাত ছিল, সে সময়ে শুক এবং পরিক্ষিৎ যে পরস্ত্রীগণ সহ নৃত্য করিলে, উহাকে পরদারাভিমর্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? আচার্য্যের সত্যনিষ্ঠত্বাদিবিষয়েও সন্দেহ নাই। দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যখন তিনি যান, তখন তিনি দুর্য্যোধন কর্তৃক আতিথ্যগ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, হেতু বা লোভ বশতঃ আমি কখন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। প্রীতিতে ভোজন বা আপদে অন্নভোজন হইয়া থাকে। রাজন্, তুমি আমার প্রীতিও উৎপাদন করিতেছ না, আমি বিপদাপন্নও হই নাই। হে রাজন্, তুমি বিনা কারণে জন্ম হইতে পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করিয়া আসিতেছ, তাহারা তোমার প্রিয় অনুবর্ত্তী ভাই, সর্ব্বগুণসমন্বিত। বিনা কারণে

---

* হরিবংশ ১৪৬ অ, ১৬—১৮ শ্লোক। † হরিবংশ ৭২ অ, ২ শ্লোক।

‡ হরিবংশ ১৭৪ অ. ৪১। ৪২ শ্লোক।

তাহাদিগকে দ্বেষ করা শোভা পায় না। পাণ্ডবপুত্রগণ ধর্ম্মে অবস্থিত, তাহাদিগের বিরুদ্ধে কেহই কিছু বলিতে পারে না। তাহাদিগকে যে ব্যক্তি দ্বেষ করে, সে আমাকে দ্বেষ করে, যে ব্যক্তি তাহাদিগের অনুসরণ করে, সে আমার অনুসরণ করে। ধর্ম্মাচরণশীল পাণ্ডবগণের সঙ্গে আমাকে একাত্মা জানিও। কামক্রোধের অনুবর্ত্তী হইয়া যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিরোধ করিতে অভিলাষ করে, গুণবান্ ব্যক্তিকে যে দ্বেষ করে, তাহাকে পণ্ডিতগণ পুরুষাধম বলিয়া থাকেন। কল্যাণগুণসম্পন্ন জ্ঞাতিগণকে যে ব্যক্তি মোহ ও লোভের দৃষ্টিতে দেখিতে অভিলাষ করে, সে ব্যক্তির আত্মজয় হয় নাই, ক্রোধজয় হয় নাই, সে কখন চিরদিন শ্রীসম্পন্ন থাকে না। হৃদয়ের অপ্রিয় হইলেও গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে যে প্রিয়াচরণ দ্বারা বশীভূত করে, তাহার চিরকাল যশে স্থিতি হয়। দুষ্টকার্য্যসংমিশ্র এ সকল অন্ন ভোজন করা সমুচিত নয়। এক বিদুরের অন্ন ভোজনযোগ্য ইহা আমার মনে লয় *।" সদ্যপ্রসূত অচেতন পরিক্ষিৎকে যখন তিনি সচেতন করেন, তখন উত্তরাকে বলিয়াছিলেন "হে উত্তরে, আমি মিথ্যা বলিতেছি না, সত্যই বলিতেছি, সকল প্রাণীর দৃষ্টির সম্মুখে এই আমি ইহাকে সঞ্জীবিত করিতেছি। যেখানে মিথ্যা বলিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, সেখানেও আমি কখন পূর্ব্বে মিথ্যা বলি নাই, যুদ্ধ হইতে আমি কখন পরাঙ্মুখ হই নাই, সে জন্য এই সন্তান জীবিত হউক। ধর্ম্ম আমার প্রিয়, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ আমার প্রিয়, সে জন্যই মৃতজাত অভিমন্যুর সন্তান জীবিত হউক। অর্জ্জুনের সঙ্গে এক দিনও আমি বিরোধ জানি না, সেই সত্যের জন্য এই মৃত শিশু জীবিত হউক। সত্য ও ধর্ম্ম আমাতে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, অভিমন্যুজাত এই মৃত শিশু সে জন্যই জীবিত হউক। কংস ও কেশীকে আমি ধর্ম্মার্থ নিহত করিয়াছি, সেই সত্যের জন্য এই বালক পুনরায় জীবিত হউক †।" এখানে দেখা যাইতেছে, সত্য ও ধর্ম্ম, এবং যাঁহারা সত্য ও ধর্ম্মশীল তাঁহাদিগের সহিত একাত্মতা, তাঁহার বল ছিল। 'যেখানে মিথ্যা বলিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে সেখানে মিথ্যা বলি নাই,' এ কথায় এই দেখা যাইতেছে যে, মনু যে যে স্থলে মিথ্যা কহিতে স্বাধীনতা ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন সেখানেও তিনি কদাপি মিথ্যা বলেন নাই। যুদ্ধকালে তিনি সেই যুধিষ্ঠিরকে অসত্যকথনে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, যিনি অসত্যভাষণ অতিক্রম করিয়া তাহার ঊর্দ্ধ ভূমিতে আরোহণ করেন নাই। এজন্যই তিনি জ্ঞাতিবধে শোকাকুল তাঁহাকে পরসময়ে বলিয়াছিলেন, "তোমার কর্ম্মও স্থিরতা লাভ করে নাই, তোমার শত্রুও জয় হয় নাই। তোমার আপনার শরীরেই শত্রু রহিয়াছে তুমি কেন বুঝিতেছ না ‡।"

* উদ্যোগপর্ব্ব ৯০ অ, ২৪—৩২ শ্লোক। † অশ্বমেধপর্ব্ব ৬৯ অ, ১৮—২৩ শ্লোক।

‡ অশ্বমেধপর্ব্ব ১১ অ, ৬ শ্লোক।

ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পক্ষপাতী আচার্য্য সংগ্রামে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, এখনকার অনেক লোকে ইহা অনুমোদন করেন না। তিনি ক্ষত্রিয় এই বুদ্ধিতে আমরা সে সম্বন্ধে তাঁহাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখি। তিনি ছদ্মবেশে রাজা জরাসন্ধের দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এস্থলে আমরা তাঁহার অনুকূলে কি বলিতে পারি? তাঁহার অনুকূলে বলিবার উপায় আছে। যদিও তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন তথাপি তিনি আপনাকে ভীমার্জ্জুনকে এমন বেশে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন যে, সে বেশে ব্রাহ্মণ দেখায় না, ক্ষত্রিয়ই দেখায়। সে কারণেই জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অবধারণ করিয়া যখন অনেক প্রকার অনুচিত আচরণের কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "হে নরাধিপ, তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া কেন অবধারণ করিতেছ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এ তিনই তো স্নাতক ব্রত ধারণ করিয়া থাকে। স্নাতকগণের বিশেষ ও অবিশেষ কতকগুলি নিয়ম আছে। ক্ষত্রিয় যদি বিশেষ নিয়ম আশ্রয় করে, তাহা হইলে সে শ্রীলাভ করিয়া থাকে। পুষ্পধারণ করিলে নিশ্চয় শ্রীলাভ হয়, সেই জন্য আমরা পুষ্প ধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয়গণের বল বাহুবল, তাহাদের বাক্যবল নহে *।" "অদ্বার দিয়া রিপুর গৃহে এবং দ্বার দিয়া সুহৃদের গৃহে ধীরব্যক্তিগণ প্রবেশ করিয়া থাকেন, ধর্ম্মানুসারে ইহাই প্রবেশের দ্বার। আমরা কার্য্যোপলক্ষে শত্রুর গৃহে আসিয়াছি, আমরা শত্রু হইতে পূজা গ্রহণ করিব না, জানিও ইহাই আমাদিগের নিত্য কালের ব্রত †।" জরাসন্ধ কোন অপরাধ করেন নাই, নিরপরাধীর প্রতি তাঁহাদের শত্রুতা কেন এ কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "হে রাজন্, নানা দেশের ক্ষত্রিয়গণকে আনিয়া বদ্ধ রাখিয়াছ। ঈদৃশ ক্রূর অপরাধের কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া তুমি কি প্রকারে আপনাকে নিরপরাধী মনে করিতেছ?"‡। "মনুষ্য বলিদান কখন দৃষ্ট হয় না। তবে কেন মনুষ্যবলিতে শঙ্করের পূজা করিতে ইচ্ছা কর। স্বজাতীয় স্বজাতীয়গণকে বলির জন্য পশু করিবে, জরাসন্ধ, তুমি নিতান্ত কুবুদ্ধি, তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও এরূপ করিতে দেখা যায় না §।" একথায় এই অনুমান হয় যে সে সময়ে নরমেধের সর্ব্বথা অন্তর্ধান হয় নাই। নরমেধে বলির জন্য ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়স্ত্রীশূদ্রাদি সর্ব্ববিধ মানবমানবীতে একশত আশিটি বলি গৃহীত হইত এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতীক্ষা পর্য্যন্ত যে যে দেবতার উদ্দেশে সেই সকল বলি অর্পিত হইত, তন্মধ্যে রুদ্র বা শঙ্করের উল্লেখ নাই, তাই আচার্য্য বলিয়াছেন, 'শঙ্করকে পূজা করিতে ইচ্ছা কর।' সত্যকথনে কৌশিক নরকে গমন করিয়াছিলেন এই দৃষ্টান্ত

* সভাপর্ব্ব ২১ অ, ৫০—৫২ শ্লোক।
† সভাপর্ব্ব ২১ অ, ৫৪। ৫৫ শ্লোক।
‡ „ ২২ অ, ৮ „ ।
§ „ ২২ অ, ১১। ১২ „ ।

উপস্থিত করিয়া * যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত অর্জ্জুনকে যে তিনি বুঝাইয়াছিলেন, প্রাণীর প্রাণবিনাশবারণ সত্য অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ইহা এখনকার কালের নীতিবিদ্‌গণ অমীমাংসিত বিষয়রূপে উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু ঈদৃশ স্থলে নিজের প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা থাকিলেও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সত্য রক্ষা করা অনুমোদন করি। আচার্য্য আপনার জীবনে সর্ব্বত্র সত্য পালন করিয়াছেন, ইহাতে এই দেখায় যে, তিনি মতে না হউক জীবনে কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়াছিলেন। কোন স্থলে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘিত হইতেছে, ইহা দেখিলে তাঁহার যে ক্রোধের উদ্রেক হইত, ইহা নিন্দনীয় নহে, কেন না ক্ষত্রিয়োচিত ক্রোধের উহাই উপযুক্ত প্রকাশস্থল। স্বভাবতঃ তিনি জিতক্রোধই ছিলেন, অন্যথা দুর্ব্বাসা ঋষি বিবিধ প্রকারের অত্যাচার করিয়াও যখন তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপন করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে তিনি বলিয়াছিলেন, "হে মহাবাহু কৃষ্ণ, তুমি স্বভাবতই জিতক্রোধ †।" সমরপ্রধানসময়ের সঙ্গে বহুদারপরিগ্রহ নিত্য সংযুক্ত থাকে, সে দোষ আচার্য্য অতিক্রম করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তৎকথিত "চারিদিক্ হইতে নদী সকল আসিয়া জল ঢালিলেও সমুদ্র বেলা উল্লঙ্ঘন করে না" স্থিতপ্রজ্ঞত্বের এ লক্ষণ যে তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান ছিল, রুক্মিণীকে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়;—"হে সুভ্রূ, যে সকল ব্যক্তির পথ লোকে বুঝিতে পারে না, যাঁহারা লৌকিক পথ অনুসরণ করেন না, তাঁহাদের পথ অবলম্বন করিয়া প্রায়ই নারীগণ অবসন্ন হইয়া পড়েন। আমরা অকিঞ্চন, অকিঞ্চনগণ আমাদের প্রিয় আমরা অকিঞ্চনগণের প্রিয়, এই জন্যই, হে সুমধ্যমে, প্রায়ই ধনিগণ আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন না ‡।" আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া সূত ভালই বলিয়াছেন, "অজ্ঞ ব্যক্তি আপনার মত অন্য মানবকেও বিষয়াসক্ত মনে করিয়া থাকে, এজন্যই লোকে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) অনাসক্ত হইলেও তাঁহাকে আসক্ত মনে করিত। ভগবদাশ্রিতবুদ্ধি যেরূপ প্রকৃতিসংযুক্ত থাকিয়াও সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সহিত সংযুক্ত থাকে না, সেইরূপ ঈশ্বরভাবাপন্নের ঈশ্বরত্ব এই যে তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন না। বুদ্ধি যেমন ঈশ্বরতত্ত্ব জানে না, সেইরূপ মূঢ় অবলাগণ ভর্ত্তার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না থাকায় নির্জ্জনে তাঁহাদিগের অনুগত বলিয়া মনে করিত §।" 'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষয় মধ্যে বাস করিয়াও বিষয় মধ্যে বাস করেন না,' ¶ এ বাক্যের সত্যত্ব বুদ্ধিযোগসম্পন্ন ব্যক্তিতে নিত্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

---

* একদল দস্যু কতকগুলি লোকের পশ্চাতে ধাবিত হয়। কৌশিক সত্যানুরোধে তাহাদের সন্ধান বলিয়া দেন ও তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইয়া নিরয়গামী হন। কর্ণপর্ব্ব ৬৯ অধ্যায়।

† অনুশাসন পর্ব্ব ১৫৯ অ, ৩৭ শ্লোক। ‡ ভাগবত ১০ স্ক, ৬০ অ, ১৩।১৪ শ্লোক।

§ ভাগবত ১ স্ক, ১১অ, ৩৭—৩৯ ,, । ¶ শান্তিপর্ব্ব ২৯৮ অ, ৬ ,, ।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যোবেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

এইরূপ আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম তত্ত্বতঃ যে ব্যক্তি জানে দেহ-ত্যাগ করিয়া তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, হে অর্জ্জুন, সে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভাব— সাধুগণের পরিত্রাণাদির জন্য ঈশ্বরসম্বন্ধে যে জন্ম ও কর্ম্ম বর্ণিত হয়, তাহা প্রাকৃতিক বা লৌকিক নহে। এ সম্বন্ধে সাধারণের যে ভ্রম আছে, সে ভ্রম চলিয়া গিয়া যখন তত্ত্বতঃ তাঁহাকে লোকে জানে, তখন আর তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না, অন্তর্য্যামী পুরুষকে সে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "মূঢ় ব্যক্তিরা মানুষ মনে করিয়া ভগবানেতে গর্ভবাসাদিরূপ জন্ম, এবং আপনার ভোগের জন্য কর্ম্ম তাঁহাতে আরোপ করিয়াছে, বস্তুতঃ ভগবান্ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন এই জানিয়া সে ভাব অপনয়নপূর্ব্বক অজ হইয়াও তিনি জন্ম অনুকরণ করিয়াছেন, অকর্ত্তা হইয়াও পরের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ কর্ম্ম অনুকরণ করিয়াছেন, এইরূপ যে ব্যক্তি জানে [তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না]।" "আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্ত-ভাবাপন্ন মনে করে! আমি অব্যয় ও অনুত্তম এই পরমভাব না জানাতেই এরূপ করিয়া থাকে *," আচার্য্যের এ উক্তিতে এই দেখা যাইতেছে যে, অন্তর্য্যামী পুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নিত্য বিদ্যমান। তিনি সদা একইরূপ, নিত্য পূর্ণ, তাঁহার পরম ভাব না জানিয়াই অতত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ মনে করে যে, তিনি পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিলেন, এখন লোকাতীত পুরুষে প্রকাশ পাইয়াছেন। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে, 'জন্মও কর্ম্ম' একথা বলা হইল কেন? এইজন্য এরূপ বলা হইয়াছে যে, আপনি আপনার প্রকাশানুরূপ তনুতে পূর্ব্ব হইতেই সন্নিহিত থাকিয়াই আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। এইরূপে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলে তিনি সাধুজনগণের চক্ষুর গোচর হন। এই চক্ষুর গোচর হওয়াকেই জন্ম বলে, এবং সাধুজনগণকে যে ধর্ম্মোপদেশাদি দান করিয়া থাকেন তাহাই তাঁহার কর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবাচার্য্য-গণও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "মথুরা—যেখানে ভগবান্ হরি নিত্য সন্নিহিত †" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন, "নিত্যসন্নিহিত এই শব্দে এই প্রকাশ পাইতেছে যে, স্বয়ং ভগবান্ নিরতিশয় পূর্ণ, তিনি আপনার ধামে আপনি বিদ্যমান থাকিয়াই আবির্ভূত হইয়া প্রপঞ্চগোচর হইয়া থাকেন, বৈকুণ্ঠাদি কোন স্থান হইতে আগমন করিয়া অবতরণ করেন না।"। ৯।

* গীতা ৭ অ, ২৪ শ্লোক।

† ভাগবত ১০ স্ক, ১অ, ২৮ শ্লোক।

"অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম, নির্ম্মম, এবং শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর" * এখানে যে যোগ উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ের আরম্ভে "এই অক্ষয় যোগ আমি আদিত্যকে বলিয়াছিলাম" † ইহা বলিয়া সেই যোগের সঙ্গে এ যোগের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। "আমার দিব্য জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ যে ব্যক্তি জানে" এস্থলে সেই যোগের প্রাপ্য সর্ব্বান্তর্যামী পরমপুরুষকে অপরোক্ষ ভাবে জানিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলে কৃতার্থতা হয়, আচার্য্য ইহাই অভিপ্রায় করিয়াছেন, অন্যথা পূর্ব্ব ও পর এ দুইয়ের সম্বন্ধ রক্ষা পায় না। 'জন্ম ও কর্ম্ম' এস্থলে যাহা অপরিস্ফুট ছিল, তাহাই প্রাচীন দৃষ্টান্ত দ্বারা আচার্য্য পরিস্ফুট করিতেছেন :—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০॥

অনেকে আমায় আশ্রয়পূর্ব্বক অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য মদেকপরায়ণ এবং জ্ঞান ও তপস্যাযোগে পবিত্র হইয়া মদ্ভাবাপন্ন হয়।

ভাব—"যজ্ঞ, দান ও তপ কর্ম্ম," ‡ "দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা" § ইত্যাদি আচার্য্যের উক্তিতে তপস্যা কর্ম্মমধ্যে গণ্য, সুতরাং 'জ্ঞান ও তপস্যা' ইহার অর্থ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগে যাঁহারা মালিন্যবিরহিত হইয়াছেন, তাঁহারাই ভক্তি-মান্ হইয়া মদ্ভাবাপন্ন হন, অর্থাৎ আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত, আমার সাক্ষাৎকার লাভে কৃতার্থ হন, আমাতে তাঁহাদের স্থিতি হয়। অনুরাগ ভয় ও ক্রোধশূন্য—এস্থলে শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "অনুরাগ, তাহার ফল তৃষ্ণা; সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানমার্গে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব, এরূপ ত্রাসই ভয়; এই জ্ঞানমার্গ যখন সমুদায় বিষয়ের উচ্ছেদক, তখন উহা কি প্রকারে হিতকর হইবে এই বলিয়া উহার প্রতি দ্বেষই ক্রোধ। বিবেকবশতঃ এই সকল অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ যাঁহাদিগের চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য শুদ্ধসত্ত্ব।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "বিষয়সমূহে প্রীতি—অনুরাগ, নিজের উচ্ছেদাশঙ্কা—ভয়, আপনার ও পরের পীড়াহেতু উদ্দীপ্তভাব—ক্রোধ, এ তিন যাঁহাদিগের নাই, তাঁহারা অনুরাগ ভয় ও ক্রোধশূন্য।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "নিত্যতত্ত্বিরোধী বিষয়সমূহে যাঁহারা অনুরাগাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা [অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য]", শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "কুমত লইয়া যাহারা বাগাড়ম্বর করে তাহাদের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি নাই, ভয় নাই,

---

* গীতা ৩ অ, ৩০ শ্লোক। † গীতা ৪ অ, ১ শ্লোক।
‡ গীতা ১৮ অ, ৫ „ । § গীতা ১৭ অ, ১৪—১৬ „ ।

ক্রোধ নাই, সেই সকল আমার ভক্ত।" মদেকপরায়ণ (মন্ময়)—শ্রীমচ্ছঙ্কর—ঈশ্বরের সহিত 'অভেদদর্শী ব্রহ্মবিৎ', শ্রীমচ্ছ্রীধর—'মদেকচিত্ত', শ্রীমদ্বলদেব—'মদেকনিষ্ঠ,' শ্রীমন্মধুসূদন—'আমি পরমাত্মা তৎপদার্থের বাচক, সেই পদার্থকে অভেদভাবে যাঁহারা সাক্ষাৎ করিয়াছেন, অথবা মদেকচিত্ত'; শ্রীমন্নীলকণ্ঠ—'আমি যাহাদিগের একমাত্র প্রধান বিষয়'; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ—'আমার জন্ম এবং কর্ম্মের যাঁহারা অনুধ্যান, মনন, শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রত।' আমাকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে—শ্রীমচ্ছঙ্কর—"আমি পরমেশ্বর, আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়াছে', শ্রীমদ্বলদেব—'যাহারা আমার সেবানিরত', শ্রীমন্মধুসূদন—'একান্ত প্রেম ভক্তি সহকারে, আমি ঈশ্বর, আমার যাহারা শরণাপন্ন হইয়াছে।' জ্ঞান তপস্যা যোগে পবিত্র—শ্রীমচ্ছঙ্কর—'পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানই তপস্যা, সেই জ্ঞান তপস্যাদ্বারা পূত অর্থাৎ শুদ্ধিপ্রাপ্ত'; শ্রীমদ্রামানুজ—'আমার জন্মকর্ম্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানাখ্য তপস্যা দ্বারা পূত এইরূপে অনেকেই হইয়াছেন'; শ্রীমচ্ছ্রীধর—'যে আত্মজ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা স্বধর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করে সেই আত্মজ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ, অর্থাৎ অজ্ঞানতা ও তজ্জনিত মালিন্য যাহাদিগের তিরোহিত হইয়াছে'; শ্রীমদ্বলদেব—'আমার জন্মাদির নিত্যত্ববিষয়ক যে জ্ঞান, সেই দুর্ব্বোধ্য জ্ঞান শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয় উহাই তপ, অথবা সেই জ্ঞানে যে বিবিধ প্রকারের কুমত ও কুতর্ক উপস্থিত হয়, উহা নিবারণের জন্য যে প্রযত্ন তাহাই তপ, সেই তপস্যা দ্বারা পূত অর্থাৎ যাঁহাদের অবিদ্যা নিরাকৃত হইয়াছে।' মদ্ভাবাপন্ন—শ্রীমচ্ছঙ্কর—'ঈশ্বরভাবরূপ মোক্ষ যাঁহারা সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়াছেন;' শ্রীমচ্ছ্রীধর—'আমার সাযুজ্য যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন'; শ্রীমদ্বলদেব—'আমাতে ভাব অর্থাৎ প্রেম, বিদ্যমানতা অথবা মৎসাক্ষাৎকার যাঁহারা লাভ করিয়াছেন;' শ্রীমন্মধুসূদন—'আমার রূপ অর্থাৎ বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন মোক্ষ যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন;' শ্রীমন্নীলকণ্ঠ—'আমাতে যাঁহারা তদ্ভাবাপন্নতা লাভ করিয়াছেন'। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বিবিধ ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে যোগত্রয়ের সমন্বয় সাধিত হয় নাই। যদিও শ্রীমচ্ছ্রীধরের ব্যাখ্যাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তথাপি তিনি এখানে একমাত্র ভক্তিমার্গ অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহার কৃত গীতার্থসংগ্রহেও যে এইরূপ আছে তাহা তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে যে যোগত্রয়ের সমন্বয় হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১০।

সকল লোকের এই পরম যোগে মতি হয় না, বুদ্ধির বিচিত্রতাবশতঃ তাহারা ভিন্ন পথগামী হয়। কেহ জ্ঞানে রত, কেহ কর্ম্মে রত, কেহ ভক্তিতে রত, কেহ কামনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। যাঁহারা তাঁহাকে অনন্যভাবে আরাধনা করেন, ঈশ্বর যদি তাঁহাদিগকেই অনুগ্রহ করেন তাহা

হইলে তাঁহাতে বৈষম্য উপস্থিত হয়। বৈষম্য না হউক এই ভাবে তিনি যদি যাঁহারা যে ভাবেই আরাধনা করুক সকলকে একই প্রকার সিদ্ধি দান করেন, তাহা হইলেও তাঁহাতে বৈষম্য দোষ ঘটে। যাঁহারা যে প্রকার অনুষ্ঠান করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সেই প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং এখানে কোন বৈষম্যের অবকাশ নাই, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ১১।

যে আমাকে যে ভাবে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি, হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

ভাব—শ্লোকস্থ পথশব্দের অর্থ—শ্রীমচ্ছঙ্কর—ঈশ্বরের পথ, শ্রীমদ্রামানুজ—আমারই স্বভাব, শ্রীমচ্ছ্রীধর—ভজনপন্থা, শ্রীমন্নীলকণ্ঠ—ভক্তি ধ্যান ও প্রণিধানরূপ পন্থা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ—জ্ঞান কর্ম্মাদি সকলই আমার স্বরূপ, সুতরাং আমার পথ। পথ এই শব্দ একবচনরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাই দেখাইতেছে যে পথ একই, কেবল লোকের চিত্তের অবস্থানুসারে উহা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাত হইয়া থাকে। একই ঈশ্বরকে যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান-প্রধান তাঁহারা জ্ঞানযোগে জ্ঞানময়রূপে, যাঁহারা প্রবৃত্তিপ্রধান তাঁহারা কর্ম্মযোগে শক্তিময়রূপে, যাঁহারা ভাবপ্রধান তাঁহারা ভক্তিযোগে প্রিয়রূপে, যাঁহারা কামনাপরবশ তাঁহারা ফলের আকাঙ্ক্ষায় অভীষ্টফলদাতৃরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন। বৈদিক ঋষিগণ বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে উপনিষদুক্ত অদ্বিতীয় পরম পুরুষরূপে দেখিতেন কি না, এই সংশয় নিরসন করিবার জন্য সেই সকল দেবতার স্বরূপ ও সম্বন্ধাদি এখানে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) জ্ঞানবান্—"অন্তরীক্ষচারী পক্ষিগণের যিনি পথ জানেন, সমুদ্রগামী তরণী-সকলের পথ যিনি জানেন *।" "যিনি বিস্তীর্ণ কমনীয় ও মহৎ বায়ুর পথ জানেন †।" "জ্ঞানী ব্যক্তি ইহার জন্য সমুদায় অদ্ভুত ব্যাপার এবং যাহা কিছু করা হইয়াছে বা যাহা করা হইবে সকলই দেখিয়া থাকেন ‡।" "জলের অধিপতি বরুণ লোকদিগের সত্য-মিথ্যার দ্রষ্টা হইয়া মধ্যম লোকে গমন করিয়া থাকেন $।" "অগ্নি সমুদায় সেই বিশ্ব ভুবনকে জানেন ¶।"

* ঋগ্বেদ ১ম, ২৫ সূ, ৭ ঋক। † ঋগ্বেদ ১ম, ২৫ সূ, ৯ ঋক।
‡ ,, ১ম, ২৫ ,, ১১ ,, । $,, ৭ম, ৪৯ ,, ৩ ,, ।
¶ ঋগ্বেদ ৩ম, ৫৫ সূ, ১০ ঋক।

(২) শক্তিমান্—“ইন্দ্র দিব্যলোক ও পৃথিবীর সম্রাট্ * ” “দেবগণ বা মনুষ্যগণ বা জলসমূহ যে দেবতার বলের অন্ত পায় নাই † ” “তিনি সচল পর্ব্বতসকল স্বীয় বলে স্থাপন করিয়াছেন ; তিনি জলরাশিকে নিম্নগামী করিয়াছেন ; তিনি বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে স্বীয় বলে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি প্রজ্ঞাবলে দ্যুলোককে পতন হইতে রক্ষা করিতেছেন ‡ ।”

(৩) মঙ্গলময়—“হে রাজন্ বরুণ, তোমার শত সহস্র ঔষধ আছে, তোমার সুমতি প্রশস্ত ও গভীর হউক, অমঙ্গলকে পরাঙ্মুখ করিয়া দূরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখ। আমাদের কৃতপাপ হইতে আমাদিগকে মোচন কর § ।” “হে পুরুহূত, বৃক্ষের শাখাসমূহের ন্যায় তোমার বিবিধ রক্ষণকার্য্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে ‖ ।”

(৪) স্রষ্টা পাতা নিয়ন্তা নেতা—“সর্ব্বজ্ঞ দীপ্তিমান্ বরুণ দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, পৃথিবীর বিস্তারের পরিমাণ করিয়াছেন, সম্রাট্ হইয়া সমুদায় বিশ্ব অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন ; বরুণের এই সকল কার্য্য অনেক” ; :: “মেধাবী রাজা বরুণ অন্তরীক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় সূর্য্যকে দীপ্তির জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন ¶” “রাজা বরুণ সূর্য্যের জন্য উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথ বিস্তার করিয়াছেন $” “জগতের ধারক অদিতিপুত্র প্রকৃষ্টরূপে জল সৃষ্টি করিয়াছেন, বরুণের মহিমায় নদীসকল প্রবাহিত হয় / ।” “বরুণ সূর্য্যের জন্য পথ দিয়াছেন, নদী সকলকে অন্তরীক্ষোৎপন্ন জল দিয়াছেন ⊥ ।” “প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বরুণ দেবের এই মহতী প্রজ্ঞার কেহই খণ্ডন করিতে পারে না, সেই প্রজ্ঞাবশতঃ শুভ্র বারিমোক্ষণকারী নদীসমূহও বারি দ্বারা একমাত্র সমুদ্রকে পূরণ করিতে পারে না ∴ ।” “ঐ যে নক্ষত্রগণ উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে এবং রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয় এবং দিবাভাগে কোথায় চলিয়া যায় ? বরুণের কার্য্যসমূহ অপ্রতিহত, রজনীতে চন্দ্রমা তাঁহারই আজ্ঞায় দীপ্তিমান্ হইয়া উদিত হয় ∵ ।” “তোমরা রজ্জুহীন বন্ধনেতে (পাপীগণকে বন্ধন করিয়া থাক) ⊙ ।” “তাঁহারা (আদিত্যগণ) সমুদায় ভুবনের রক্ষক ∠” “বরুণ মিত্র অর্য্যমা সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন △ ।” “তোমরা সত্যবান্, সত্যসমুৎপন্ন, সত্যের বর্দ্ধক, অসত্যের ভীষণ দ্বেষকারী ÷ ।” “হে মিত্র

* ঋগ্‌বেদ ১ম, ১০০ সূ, ১ ঋক।
† ঋগ্‌বেদ ১ম, ১০০ সূ, ১৫ ঋক।
‡ " ২ম, ১৭ " ৫ " ।
§ " ১ম, ২৪ " ৯ " ।
‖ " ৬ম, ২৪ " ৩ " ।
:: " ৮ম, ৪২ " ১ " ।
¶ " ৭ম, ৮৭ " ৫ " ।
$ " ১ম, ২৪ " ৮ " ।
/ " ২ম, ২৮ " ৪ " ।
⊥ " ৭ম, ৮৭ " ১ " ।
∴ " ৫ম, ৮৫ " ৬ " ।
∵ " ১ম, ২৪ " ১০ " ।
⊙ " ৭ম, ৮৪ " ২ " ।
∠ " ২ম, ২৭ " ৪ " ।
△ " ১০ম, ১২৬ " ৪ " ।
÷ " ৭ম, ৬৬ " ১৩ " ।

বরুণ, অমর দেবগণও তোমাদের স্থিরতর কার্য্যসকলের উচ্ছেদ করিতে পারে না *।” “হে ইন্দ্র, তুমি মনুষ্যগণের এবং দেবগণের অগ্রগামী †।”

(৫) সমুদায় পরিবর্ত্তনের মূল—“নিজের সামর্থ্য দ্বারা অচেতনের চেতনা সম্পাদন করেন ‡।” “পথে গমনকারী ব্যক্তি যেমন পদদ্বয়ের একটি অগ্রবর্ত্তী ও আর একটিকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করে, সেইরূপ তিনি নিজ প্রজ্ঞাবলে এক জনকে পরবর্ত্তী ও আর এক জনকে অগ্রবর্ত্তী করেন §।” “প্রবল শত্রু দমন করিয়া এবং এক জনকে আর এক জনের অগ্রবর্ত্তী করিয়া ইন্দ্র বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন, উদ্ধত ব্যক্তিগণের দ্বেষকারী, উভয়বিধ ধনের অধীশ্বর এই ইন্দ্র আপনার লোকদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন ‖।”

(৬) তাঁহার সহিত বিবিধ সম্বন্ধ – (ক) রাজা—“হে দীপ্তিমান্ বরুণ, দেবতাই হউক বা মর্ত্তই হউক, তুমি সকলের রাজা ¶;” (খ) পরিত্রাতা—“রজ্জুর ন্যায় যে পাপ তাহা হইতে আমাকে বিমোচন কর $।” (গ) অমরত্বদাতা—“হে অগ্নি, তুমি সেই মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট অমরত্বে স্থাপন করিয়া থাক /।” (ঘ) রক্ষক—“তুমি যাহাকে রক্ষা কর তাহাকে কেহ বিনাশ বা পরাভব করিতে পারে না, পাপ দূর হইতে বা নিকট হইতে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।” (ঙ) সখা—“তোমার সখ্য অতি সুমিষ্ট, তোমার প্রণয় অতি সুমিষ্ট ∴। (চ) পিতা ও পিতৃতম—“তুমি সখা, তুমি পিতা, তুমি পিতৃগণের মধ্যে পিতৃতম ∴।” (ছ) মাতা—“হে নিবাসভূমি শতক্রতু, তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা ⊙।” (জ) সর্ব্বস্ব—“তুমি আমাদের আমরা তোমার ∠।” (ঝ) উপায়—“তুমি বশবর্ত্তীকে প্রবর্ত্তিত কর △।” (ঞ) সহায়—হে ইন্দ্র, তোমা ভিন্ন অন্য সুখদাতাকে বলের আকর মনে করি না ÷।” (ট) বক্তা—সেই ইন্দ্র আমাদের রক্ষক, তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়া থাকেন –।” (ঠ) বল—“তোমাতেই আমাদের ক্রিয়াশালিত্ব =।” (ড) দুর্গ—“হে ইন্দ্র দৃঢ় হও তুমি দুর্গ হও ::।” (ঢ) আশুতোষ—“সেই রক্ষক, অভীষ্টদাতা, বীর ইন্দ্র সহজে আহ্বান শ্রবণ করেন, প্রত্যেক যজ্ঞে আমি তাঁহাকে আহ্বান করি +।” (ণ) প্রার্থনা শ্রবণকারী—“আমি

---

* ঋগ্বেদ ৫ম, ৬৯ সূ, ৪ ঋক। † ঋগ্বেদ ৩ম, ৩৪ সূ, ২ ঋক।
‡ „ ৭ম, ৬০ „ ৬ „। § „ ৬ম, ৪৭ „ ১৫ „।
‖ „ ৬ম, ৪৭ „ ১৬ „। ¶ „ ২ম, ২৭ „ ১০ „।
$ „ ২ম, ২৮ „ ৫ „। / „ ১ম, ৩১ „ ৭ „।
⊥ „ ৩ম, ৫৯ „ ২ „। ∴ „ ৮ম, ৬৮ „ ১১ „।
∵ „ ৪ম, ১৭ „ ১৭ „। ⊙ „ ৮ম, ৯৮ „ ১১ „।
∠ „ ৮ম, ৯২ „ ৩২ „। △ „ ৮ম, ৮০ „ ৩ „।
÷ „ ৮ম, ৮০ „ ১ „। — „ ৮ম, ৯৬ „ ২০ „।
= „ ৭ম, ৩১ „ ৫ „। :: „ ৮ম, ৮০ „ ৭ „।

\+ ৬ম, ৪৭ সূ, ১১ ঋগ্বেদ।

যে সকল স্তব প্রস্তুত করি এবং যে সকল স্তব অতি সুন্দর ভাবযুক্ত এবং যে সকল হৃদয়কে স্পর্শ করে মনের সহিত সেই সকল স্তোত্র দূতের ন্যায় ইন্দ্র সমীপে গমন করিতেছে *।" "হে ইন্দ্র তুমি বধির নহ, তুমি শ্রবণ করিয়া থাক, আমরা তোমাকে রক্ষার্থ আহ্বান করি †।" (ত) ভাবগ্রাহী—"অবিপ্র বা বিপ্র যে তোমার স্তব করে সে তোমার অনুগ্রহে নিরতিশয় আনন্দিত হয় ‡।" (থ) নানা রূপে প্রকাশিত—"দেবগণের প্রতিনিধি ইন্দ্র বিবিধ রূপ ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপে তিনি প্রকাশিত হন। ইন্দ্র বিবিধ প্রজ্ঞাযোগে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া আগমন করিয়া থাকেন §।"

(৭) একত্ব—"বিপ্রগণ ইহাকেই ইন্দ্র মিত্র বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট সুন্দর গতিশীল। পণ্ডিতেরা এই এককেই বহুরূপে বর্ণন করেন, ইহাকেই অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলেন ¶।" "বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ সেই একই সুপর্ণকে বাক্য দ্বারা বহুরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন ‖।"

(৮) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে বিশ্বকর্ম্মা, পুরুষ, বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ এবং অথর্ব্ববেদের ১০ম কাণ্ডে স্তম্ভ, ব্রহ্মা, অনন্ত ও সূত্রাত্মা বর্ণিত রহিয়াছেন।

(৯) সৎ ও অসৎ—"সে কালে অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না, পৃথিবীও ছিল না, অতি বিস্তৃত আকাশও ছিল না ⊙।"

(১০) অপরোক্ষভাবে অহংরূপে গ্রহণ ঋগ্বেদের বহুস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা "আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম, আমি মেধাবী কক্ষিবান্ ঋষি হইয়াছিলাম, আমি অর্জ্জুনীর পুত্র কুৎসকে অলঙ্কৃত করিয়াছি, আমি কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর ⊥;" "আমি রুদ্র ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি" এই হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় বিশ্ব নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমি বায়ুর ন্যায় ভ্রমণ করি, আমার মহিমা এত বড় হইয়াছে যে তাহা দিব্যধামকে অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে" ইত্যাদি ∠।

'আমার পথ আমারস্বভাব' এবং 'জ্ঞান কর্ম্মাদি সকলই আমার স্বরূপ সুতরাং আমার পথ' এইরূপ যে উক্ত হইয়াছে তাহা 'এ নির্দ্দিষ্ট পথ কি? তৎপ্রদত্ত স্বভাব' এই স্থলে (৮৮ পৃ) যুক্তিসহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১১।

---

* ঋগ্বেদ ১০ ম, ৪৭ সূ, ৭ ঋক। † ঋগ্বেদ ৮ম, ৪৫ সূ, ১৭ ঋক।
‡ " ৮ম, ৬১ " ৯ "। § " ৬ম, ৪৭ " ১৮ "।
¶ " ১ম, ১৬৪ " ৪৬ "। ‖ " ১০ম, ১১৪ " ৫ "।
⊙ " ১০ম, ১২৯ " ১ "। ⊥ " ৪ম, ২৬ " ১ "।
∠ " ১০ম, ১২৫ " ১—৮ "।

সকাম বৈদিক কর্ম্ম যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগের সিদ্ধি, বুদ্ধির বিচিত্রতা প্রদর্শন জন্য, আচার্য্য উদাহরণস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন :—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা। ১২।

যাহারা কর্ম্মজনিত সিদ্ধি লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা দেবতা যাজনা করে। তাহাদিগের শীঘ্র মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি হয়।

ভাব—যাহারা বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া পশু পুত্র বিত্তাদি ফললাভের প্রার্থী হয়, তাহারা ইহলোকে যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে। তাহারা পরলোকগমনের পূর্ব্বেই ইহলোকেই ফল লাভ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন 'মনুষ্যলোকশব্দে স্বর্গাদি লোক প্রদর্শন করিয়া থাকে, কেন না এ সকল লোকই লৌকিক।' মনুষ্যলোকশব্দে যদিও মরণধর্ম্মশীল লোকমাত্রকেই বুঝায়, তথাপি শ্লোকে শীঘ্র এই শব্দের প্রয়োগ আছে এজন্য বুঝাইতেছে যে, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে ব্যক্তি পশু আদির কামনা করে সে ইহলোকেই ঐসকল লাভ করিয়া থাকে। যদি এরূপ না হয় তাহা হইলে ইহলোকে পুত্র পশু আদি লাভের জন্য বেদে যে সকল উক্তি আছে তাহা বিফল হইয়া যায়। আচার্য্য এ জন্যই বলিয়াছেন পশু পুত্র অন্নাদি লাভরূপ কর্ম্মজনিত সিদ্ধি হইয়া থাকে। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের এই শ্রুতিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'অনন্তর যে ব্যক্তি ইনি এবং আমি স্বতন্ত্র এই ভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেবতাগণের পশুস্বরূপ' *। শ্রীমচ্ছঙ্কর ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যে কোন ব্রহ্মবিৎ আত্মাতিরিক্ত যে কোন দেবতাকে স্তুতি, নমস্কার, যাগ, বলি উপহার, প্রণিধান ও ধ্যানাদি যোগে উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনি সেই দেবতার গুণ ও ভাব লাভ করিয়া অবশেষে 'এ দেবতা আমার আত্মা নহেন, ইনি আমা হইতে পৃথক্, আমি ইহা হইতে পৃথক্, আমি ইহার অধীন, অতএব অধমর্ণের ন্যায় ইহার সেবা করিতে হইবে, এই বিশ্বাসে তিনি উপাসনা করেন। যাঁহার এইরূপ বিশ্বাস তিনি যে এইরূপে কেবল অজ্ঞানাদি দোষে দোষী তাহা নহে কিন্তু গো আদি পশু যেরূপ বহন দোহনাদি দ্বারা পালকের ভোগের বিষয় হয় সেইরূপ সেই ব্যক্তি যজ্ঞাদি বিবিধ ব্যাপারের দ্বারা সেই দেবগণের প্রত্যেকের ভোগের বিষয় হন। অতএব যে কোন উদ্দেশে সে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহাতে সে দেবগণের পশু

* বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩।৪।১০।

হইয়া থাকে।” যাহারা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, আত্মজ্ঞানবিমূঢ়, ও ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার যজনপরায়ণ, তাহাদিগের ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থে অভিনিবেশবশতঃ ভয়ব্যাকুলতা এবং পশুবৎ অন্ধতা উপস্থিত হয়; সুতরাং শ্রীমচ্ছঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহা ভালই। ১২।

অন্যদেবতার অনুসরণ করিলেও ‘আমার পথ অনুবর্ত্তন করে’ একথা আচার্য্য কেন বলিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন :—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি চারি বর্ণের সৃজন করিয়াছি, যদিও আমি সেই বিভাগের কর্ত্তা, তথাপি আমায় অকর্ত্তা ও বিকাররহিত বলিয়া জান।

ভাব—সত্ত্ব রজ ও তম—গুণ, সেই সকল গুণ হইতে শম দম তপ উৎসাহ শৌর্য্য তেজ ধনোপার্জ্জন শুশ্রূষা ইত্যাদি কর্ম্ম; গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগানুসারে আমি সর্ব্বান্তর্য্যামী চারিটি বর্ণপ্রবর্ত্তিত করিয়াছি। এরূপ কেন বলা হইল? মহাভারত, হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় বর্ণসকলের কোনও প্রকার ভেদ নাই, যথা,—“সমুদায় জগৎ ব্রহ্মসমুৎপন্ন, সুতরাং বর্ণসকলের কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মকর্ত্তৃক পূর্ব্বে একই বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল, কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়া গিয়াছে” *। বর্ণ মানুষে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে যথা—“গৃৎসমদের পুত্র শৌনক চারিবর্ণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন †।” পাপাচারবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়াছে যথা—“পৃষধ্র, গুরু ও গোবধজন্য, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ‡।” কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ ভেদ হইয়াছে যথা—“মহাবল করুষের পুত্রগণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন §।” “নেদিষ্টের পুত্র নাভাগ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ‖।” অপিচ এক বর্ণ হইয়াও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়া গিয়াছে এরূপ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, যথা—“কাম, ভোগপ্রিয়তা, উগ্রস্বভাব, ক্রোধ ও সাহসপরায়ণতাবশতঃ দ্বিজগণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রক্তবর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। গোচারণ ও কৃষিজীবিকা অবলম্বন করিয়া যে সকল দ্বিজ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই তাঁহারা পীত বর্ণ হইয়া বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হিংসা, মিথ্যাপ্রিয়তা, লোভ এবং উপজীবিকার্থ সকল প্রকার বৃত্তি অবলম্বন, এই সকল দ্বারা শৌচপরিভ্রষ্ট এবং কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া দ্বিজ সকল শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন” ¶।

* শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অ, ১০ শ্লোক।
† বিষ্ণুপুরাণ ৪ অং, ৮অ, ১০ শ্লোক।
‡ বিষ্ণুপুরাণ ৪ অং, ১ অ, ১৩ শ্লোক।
§ বিষ্ণুপুরাণ ৪ অং, ১অ, ১৪ শ্লোক।
‖ " ৪ অং, ১ অ, ১৫ শ্লোক।
¶ শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অ, ১১—১৩ শ্লোক।

শৌনক চারিবর্ণ প্রবর্ত্তিত করিবার পর চারিবর্ণ চরিত্রমূলক ছিল যথা—"হে যক্ষ, শ্রবণ কর, কুল, বেদাধ্যয়ন, অথবা বহুশাস্ত্রজ্ঞান দ্বিজত্বের কারণ নহে, চরিত্রই দ্বিজত্বের কারণ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। চরিত্র যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে হইবে; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের চরিত্র রক্ষণীয়। যাহার চরিত্র দুর্ব্বল হয় নাই সে দুর্ব্বল নহে, যাহার চরিত্র বিনষ্ট হইয়াছে সে আপনিও বিনষ্ট হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্র পাঠ করে তাহারা পাঠকমাত্র, যাহারা শাস্ত্রানুশীলন করে তাহারা সকলেই ব্যসনাসক্ত ও মুর্খ, যে ব্যক্তি ক্রিয়াবান্ সেই পণ্ডিত। চারি বেদ পাঠ করিয়া যদি দুর্বৃত্ত হয় সে শূদ্র হইতে কিছুতেই শ্রেষ্ঠ নহে, যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রপরায়ণ সংযতেন্দ্রিয় সেই ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ জানিতে হইবে *।" একথা বলা যাইতে পারে না যে, শূদ্রের কখনও ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না,—"শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে †।" টীকাকারগন এই শ্লোকের অর্থান্তর করিয়াছেন, করুন, এই শ্লোকেরত আর তাঁহারা অর্থান্তর করিতে পারিবেন না :—"শূদ্র যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সদ্‌গুণের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়; সারল্যে অবস্থিতি করিলে ব্রাহ্মণত্ব হইয়া থাকে। এই সমুদায় গুণের বিষয় কথিত হইল আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ‡।" ভাগবতেও কথিত হইয়াছে—"পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যাহার যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, অন্যত্রও যদি তাহা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই লক্ষণ দ্বারাই বর্ণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে §।"

আচার্য্য কেন এরূপ বলিলেন তাহার কারণ বলা যাইতেছে :—সত্ত্ব রজ ও তমোগুণানুসারে স্বভাবতঃ যে ভেদ উপস্থিত হয় তাহা অপরিহার্য্য। "যে সকল ভাব, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, সে গুলিকে আমা হইতেই উৎপন্ন জানিও; কিন্তু সে গুলিতে আমি নাই, আমাতে সে গুলি নাই' ‖; এই কথা বলাতে স্বয়ং সর্ব্বান্তর্য্যামীই গুণসকলের উৎপত্তির কারণ ও নিয়ন্তা ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। শৌনক যে চারি বর্ণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহা অন্তর্য্যামী পুরুষকে অতিক্রম করিয়া নহে, তাঁহার প্রেরণাই বর্ণপ্রবর্ত্তনের মূল, এই জন্যই এখানে কথিত হইয়াছে আমি অন্তর্য্যামী চারিবর্ণের সৃজন করিয়াছি। এই প্রকার ভেদ যে স্বাভাবিক তাহা অনুশাসন পর্ব্বে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—"হে দেবি, ব্রাহ্মণত্ব দুষ্প্রাপ্য; স্বভাবতই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, স্বভাবতই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়, এই আমার ধারণা ¶" "বর্ণাভিব্যঞ্জক যাহার যে লক্ষণ" এই যে ভাগবতের বচন উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে উহার ব্যাখ্যা শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামী এইরূপ করিয়াছেন—"শমাদি গুণ দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি

---

* বনপর্ব্ব ৩১২ অ, ১০৬—১০৯ শ্লোক।
† মনু ১০ অ, ৬৫ শ্লোক।
‡ বনপর্ব্ব ২১১ অ, ১১। ১২ শ্লোক।
§ ভাগবত ৭ স্ক, ১২ অ, ৩৫ শ্লোক।
‖ গীতা ৭ অ, ১২ শ্লোক।
¶ অনুশাসনপর্ব্ব ১৪৩ অ, ৬ শ্লোক।

ব্যবহার মুখ্য, জন্মমাত্র দ্বারা নহে ইহাই বলিতেছেন :—যদি বর্ণান্তরেও (শমাদি লক্ষণ) দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণান্তর সেই লক্ষণানুসারেই নির্দেশ করিতে হইবে জন্মানুসারে নহে।" শ্রীধর ভালই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেন না অনুশাসন পর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও বংশ দ্বিজত্বের কারণ নহে, চরিত্রই দ্বিজত্বের কারণ। ইহলোকে সকলেই চরিত্রের জন্য ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে; চরিত্রে স্থিতি করিলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। হে কল্যাণি, সর্ব্বত্র সমজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বভাব। সেই গুণাতীত নির্ম্মল ব্রহ্ম যাঁহাতে স্থিতি করেন তিনিই দ্বিজ" *। অতএব শ্রীমচ্ছঙ্কর যে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইতেছে :—"গুণকর্ম্মবিভাগ—গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ। গুণ—সত্ত্ব, রজ, ও তম। ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান সাত্ত্বিক, শম দম তপ ইত্যাদি তাঁহার কর্ম্ম; ক্ষত্রিয় সত্ত্বগুণবিমিশ্র রজোগুণপ্রধান, শৌর্য্য ও তেজ প্রভৃতি তাঁহার কর্ম্ম। বৈশ্য তমোবিমিশ্র রজোগুণপ্রধান, কৃষি আদি তাঁহার কর্ম্ম।" শূদ্র রজোবিমিশ্র তমোগুণ প্রধান, শুশ্রূষা তাহার কর্ম্ম।"

সেই সৃষ্টিব্যাপারের প্রবর্ত্তক হইয়াও আমি অব্যয় অর্থাৎ সমভাবাপন্নতাবশতঃ আত্মস্বরূপ হইতে কখন বিচ্যুত হই না। অব্যয়—শ্রীমচ্ছঙ্কর—অসংসারী, শ্রীমচ্ছ্রীধর—আসক্তিরহিত জন্য শ্রমরহিত, শ্রীমদ্বলদেব—সমত্ববশতঃ ব্যয় (রূপান্তর) হই না, শ্রীমন্মধুসূদন—নিরহঙ্কারত্ববশতঃ অক্ষুণ্ণমহিমা, শ্রীমন্নীলকণ্ঠ—অবিকারী। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণানুসারে চারি বর্ণ প্রবর্ত্তিত করাতে অকর্ত্তা অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য আমায় জানিবে। চাতুর্ব্বর্ণ্য এই পদটি হিতার্থ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন করিয়া শ্রীমন্নীলকণ্ঠ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, দ্রব্যদেবতাদিরূপ গুণ, সাধারণ ও অসাধারণ বিভাগ—বিভাগ। যথা—দানদয়াদি সর্ব্বসাধারণ, অগ্নিহোত্র তিন বর্ণের অনুষ্ঠেয় শূদ্রের নহে, রাজসূয়াদি কেবল রাজার অপরের নহে।" চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি এরূপ বলা উপলক্ষ মাত্র, এই বলিয়া শ্রীমদ্রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "চারিবর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ সত্ত্বাদি গুণবিভাগ এবং সেই গুণানুসারে শমাদি কর্ম্মবিভাগে বিভক্ত করিয়া আমি সৃজন করিয়াছি।" ১৩।

কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, এই যে বিরোধ প্রতীত হইতেছে সেই বিরোধ ব্যাখ্যা দ্বারা আচার্য্য অপনয়ন করিতেছেন :—

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪॥

---

* অনুশাসনপর্ব্ব ১৪৩ অ, ৫০—৫২ শ্লোক।

কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করে না, আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। যে ব্যক্তি আমায় এইরূপে জানে সে কখন কর্ম্মে বদ্ধ হয় না।

ভাব—পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি আমাতে কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না। সংশ্লিষ্ট কেন হয় না, তাহার কারণ এই যে আমি পূর্ণকাম, আমার কর্ম্মফলে কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। যেখানে অভাব থাকে সেইখানেই অভিলাষ থাকে। অন্তর্য্যামী পরম পুরুষের কোন অভাব নাই যে, সেই অভাব দ্বারা নিপীড়িত হইয়া তিনি জড় ও জীবের কল্যাণার্থ তাহাদিগকে নিয়মাধীন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব পরের জন্য তিনি যে কার্য্য করেন, সে কার্য্য করিয়াও অভিমানশূন্যতাবশতঃ কর্ত্তা নামে অভিহিত হন না। আমি অন্তর্য্যামী এইভাবাপন্ন, ইহা যে ব্যক্তি জানে সে আমার পথানুসরণ করিয়া কামনাবিরহিত হয়, কর্ম্ম তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। শ্রীমদ্রামানুজ এ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "এই বিচিত্র সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম যে আমায় লিপ্ত করে না, তাহার কারণ এই যে, দেবমনুষ্যাদি বিচিত্র সৃষ্টিতে তাহাদের পাপ ও পুণ্যানুসারে আমি তাহাদিগকে নিয়মাধীন করিয়া থাকি। কোন্‌টি আমার সম্বন্ধে খাটে কোন্‌টি আমার সম্বন্ধে খাটে না, এইটি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, আমি বিচিত্র সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা নহি। ক্ষেত্রজ্ঞগণ সৃষ্টিকালে ইন্দ্রিয় ও কলেবর লাভ করিয়া থাকে। ফলের প্রতি আসক্তিবশতঃ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে তাহারাই সৃষ্টিলব্ধ ভোগ্যসমূহ ভোগ করে। সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মফলের সহিত তাহাদিগেরই সম্বন্ধ তাহাতে আমার কোন স্পৃহা নাই। এজন্যই সূত্রকার বলিয়াছেন '[ঈশ্বরেতে] বৈষম্য ও নিষ্কারুণ্য উপস্থিত হয় না, কেন না [তাঁহার জীবসৃষ্টি জীবের কর্ম্ম-] সাপেক্ষ।' ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন, 'সৃজ্যগণের সৃষ্টিকার্য্যে ইনি [ভগবান্] নিমিত্তমাত্র। সৃজ্যশক্তি সকলই [সৃষ্টির] প্রধান কারণ। নিমিত্তমাত্র বলিবার পর আর কিছু বলিবার থাকে না। হে তপস্বিগণের শ্রেষ্ঠ, স্বশক্তিতেই বস্তুর বস্তুত্ব সাধিত হইয়া থাকে।' এই পরমপুরুষ সৃজ্য ক্ষেত্রজ্ঞগণের সৃষ্টির কারণমাত্র। প্রাচীনকর্ম্মশক্তিসকলই সৃজ্য ক্ষেত্রজ্ঞগণের দেবাদিবৈচিত্র্য হইবার প্রধান কারণ। অতএব সৃষ্টির কর্ত্তা পরমপুরুষকে নিমিত্তমাত্র বলিবার পর এই ক্ষেত্রজ্ঞগণের দেবাদি-বৈচিত্র্যলাভবিষয়ে আর কোন কারণের অপেক্ষা থাকে না অর্থাৎ আত্মাতে যে প্রাচীন কর্ম্মশক্তি আছে তদ্দ্বারাই তাহাদের দেবাদিভাব উপস্থিত হয়। উক্ত প্রকারে আমি সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মফলে আসক্তি নাই, এইরূপে আমাকে যে ব্যক্তি জানে সে কর্ম্মযোগারম্ভের বিরোধী ফল ও আসক্তির হেতু প্রাচীন কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয় না, মুক্ত হয়।"

সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পুরুষের পথানুবর্ত্তন করিতে আধুনিক লোকদিগকে উপদেশ করিয়া আচার্য্য অসম্ভব সম্ভব করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অর্জ্জুনের এই সংশয় নিরসন করিবার জন্য বলিতেছেন :—

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্। ১৫।

পূর্ব্বকালের মুমুক্ষু জনেরা এইরূপ জানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব তুমিও পূর্ব্বকালের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেই কর্ম্ম কর।

ভাব—'আমি কর্ম্মে লিপ্ত হই না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই' প্রাচীন মুমুক্ষু জনকাদি ইহা জানিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব বিবস্বান্ মনু প্রভৃতি পূর্ব্বকালে যাহা করিয়াছেন, তুমিও তাহাই কর। ১৫।

সকল লোকেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জীবন ধারণ করে, এস্থলে কর্ম্মোপদেশ লৌকিক পথকে আর অতিক্রম করিল কোথায়? এই সংশয় আচার্য্য নিরসন করিতেছেন :—

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ। ১৬।

কর্ম্ম কি অকর্ম্ম কি পণ্ডিতেরাও ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সে জন্য তোমায় কর্ম্ম বলিতেছি, যাহা শুনিয়া তুমি অশুভ হইতে বিমুক্ত হইবে।

ভাব—অকর্ম্ম—শ্রীমদ্রামানুজ—কর্ত্তার আপনার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান, শ্রীমচ্ছ্রীধর—কর্ম্ম না করা, শ্রীমদ্বলদেব—কর্ম্ম ছাড়া তাহার অন্তর্গত জ্ঞান। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম কাহাকে বলে পণ্ডিতেরাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। 'পূর্ব্বকালের মুমুক্ষুজনেরা এইরূপ জানিয়া' এস্থলে কর্ম্মবিষয়ক যে বিশেষ জ্ঞান উপদেশ করা হইয়াছে, উহা পণ্ডিত ব্যক্তিরাও অবগত নহেন; এজন্যই সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পুরুষকে অনুসরণ না করিয়া গতানুগতিক ভাবে অন্ধের ন্যায় সকলে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সুতরাং কর্ম্ম হইতে যে বন্ধন উপস্থিত হয়, তাহা অপরিহার্য্য, একথা সর্ব্বত্র সকলেই বলিয়া থাকে। যে কর্ম্মের অন্তর্ভূত জ্ঞান আছে, সেই কর্ম্মের বিষয় তোমায় বলিব এবং সেই কর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়া অশুভ সংসার হইতে মোক্ষ লাভ করিবে। শ্লোকস্থ 'তে কর্ম্ম' হইতে অকার প্রশ্লিষ্ট করিয়া কর্ম্ম অকর্ম্ম এ দুইই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং তোমায় কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বলিব, এই ব্যাখ্যা হইতে পারে। ১৬।

কর্ম্ম ও অকর্ম্ম লোকে প্রসিদ্ধই আছে, তবে কেন উহা বুঝাইবার জন্য তোমার এত প্রয়াস, অর্জ্জুনের এই হৃদ্গত ভাব উদ্ভাবন করিয়া আচার্য্য বলিতেছেন :—

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ। ১৭।

(বিহিত) কর্ম্মেরও গতি বোঝা আবশ্যক, অবিহিত কর্ম্মেরও (বিকর্ম্মের) গতি বোঝা আবশ্যক, কর্ম্ম করিয়াও যে কর্ম্ম করা হয় না (অকর্ম্ম), তাহারও গতি বোঝা আবশ্যক, কেন না কর্ম্মের গতি অতি দুর্ব্বোধ্য।

ভাব—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসম্বন্ধেও এমন তত্ত্ব আছে, যাহা জানা প্রয়োজন, বিকর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মেরও এরূপ তত্ত্ব আছে, যাহা জানা প্রয়োজন। অকর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা পরে বলা হইতেছে। সেই অকর্ম্মসম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে। কর্ম্মের গতি অতি দুর্ব্বোধ্য, এ জন্য এরূপ বলা হইতেছে।

কর্ম্মের তত্ত্ব কি, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। ১৮।

কর্ম্মেতে যে ব্যক্তি অকর্ম্ম, অকর্ম্মেতে যে ব্যক্তি কর্ম্ম দর্শন করে, মনুষ্যগণ মধ্যে সেই বুদ্ধিমান্, সেই যোগী, সেই কর্ম্মানুষ্ঠাতা।

ভাব—শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "আত্মা কর্ম্মহীন, সুতরাং কর্ম্মহীন আত্মাতে কর্ম্মের বিপরীত ভাব (অকর্ম্ম) দর্শন নিতান্ত স্বাভাবিক, যেহেতু দেহাদি হইতে যে কর্ম্ম উপস্থিত হয় সেই কর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া আমি কর্ত্তা, আমার এই কর্ম্ম, আমি এই কর্ম্মফল ভোগ করিব লোকে মনে করে; অপিচ আমি তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিতেছি এবং এই রূপে আয়াসশূন্য ও কর্ম্মহীন হইয়া আমি সুখী হইব, এই ভাবে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে যে ব্যাপার উপস্থিত হয় তাহাকে কর্ম্মই বলিতে হইবে, কেন না এইরূপ করিলে সুখী হইব এই জ্ঞানে সেই সুখ আত্মাতে আরোপ করিয়া যে কর্ম্ম করে না এবং তুষ্ণীম্ভাবে সুখে আছি এই রূপ যে লোকে মনে করিয়া থাকে, তাহা প্রযত্নসাধ্য।" শ্রীমদ্রামানুজ এ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"'আত্মজ্ঞানে বর্ত্তমান থাকিয়া অকর্ম্মেতে যে ব্যক্তি কর্ম্ম দর্শন করে' একথা বলাতে কি বলা হইল? যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে তন্মধ্যে আত্মার যথার্থ-স্বরূপ অনুসন্ধানপূর্ব্বক সেই কর্ম্মকে যিনি জ্ঞানাকারে অবলোকন করিয়া থাকেন, আবার সেই জ্ঞানকে কর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া যিনি কর্ম্মাকারে দর্শন করেন, সেই ব্যক্তি-সম্বন্ধে উপরিউক্ত কথা বলা হইয়াছে।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন—"পরমেশ্বরের

আরাধনারূপ কর্ম্মেতে এটি কর্ম্ম নয় এইরূপ যিনি দর্শন করেন, তাঁহার জ্ঞানবশতঃ বন্ধন উপস্থিত হয় না ; এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ যাহা বিহিত তাহা না করাতে কর্ম্ম করা হইল, ইহা যে ব্যক্তি দর্শন করেন, এবং বিহিত কর্ম্ম না করাতে যে প্রত্যবায় উপস্থিত হয় সেই প্রত্যবায় বন্ধনের কারণ হয় ইহা যে ব্যক্তি অবগত আছেন, সে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠায়ী মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্।” পক্ষান্তরে,—“দেহেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ কর্ম্মে বিদ্যমান থাকিয়াও……অকর্ম্ম অর্থাৎ স্বাভাবিক নৈষ্কর্ম্ম্য যে ব্যক্তি অবলোকন করেন এবং দুঃখ উপস্থিত হইবে এই ভাবিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করে তাহার সেই কর্ম্মত্যাগ প্রযত্নসাধ্য ; সুতরাং [প্রযত্নসাধ্যব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াও আমি কিছু করিতেছি না মনে করাতে] যে ব্যক্তি মিথ্যাচারী হইল তাহার তাদৃশ জ্ঞানরহিত অকর্ম্মেতে যে ব্যক্তি কর্ম্ম দর্শন করেন, সেই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সকল মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্।” শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, “তুমি যে মনে করিতেছে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, অতএব আমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া সুখে অবস্থান করিব ইহা মিথ্যা, কারণ যদি কর্তৃত্বাভিমান না থাকে তাহা হইলে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না……আর কর্তৃত্বাভিমান থাকিলে আমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিব এই যে তোমার ঔদাসীন্যের অভিমান উহাই কর্ম্ম এবং তোমার বস্তুতত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞান নাই এজন্য উহাই বন্ধনের হেতু। কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম, এ তিনের ঈদৃশ তত্ত্ব অবগত হইয়া বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম এ দুইকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধানবিবর্জ্জিত হইয়া বিহিতকর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, এই অভিপ্রায়।” শ্রীমন্নীলকণ্ঠ শ্রীমন্মধুসূদনসহ এক বাক্য হইয়া স্বামিকৃত ব্যাখ্যানের এইরূপ দোষোদ্ভাবন করিয়াছেন—“পরমেশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না এজন্য তাহাকে অকর্ম্মরূপে যিনি দেখেন, অপিচ নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান না করারূপ অকর্ম্মে প্রত্যবায় জন্মে এজন্য তাহাকে কর্ম্মরূপে যিনি দেখেন তিনি বুদ্ধিমান্, এই যে বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গত নহে। নিত্যকর্ম্মে অকর্ম্ম এরূপ জ্ঞান কথনও অকল্যাণ হইতে বিমুক্তিলাভের কারণ নহে, কেন না ঐটি মিথ্যা জ্ঞান, সুতরাং অকল্যাণকর। ঈদৃশ মিথ্যাজ্ঞান কথনও বুঝিবার উপযুক্ত বিষয় নহে ; সুতরাং ঈদৃশ জ্ঞানে বুদ্ধিমত্তাদির প্রশংসাও সিদ্ধ হয় না!” শ্রীমন্মধুসূদন প্রভৃতি এ শ্লোক অসদ্বাদপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—“যাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,—কর্ম্ম—জ্ঞানের ক্রিয়া ; তাহাই দৃশ্যমান জড়পদার্থ, সেই জড়ে সদ্রূপে বা স্ফুরণরূপে অনুস্যূত সমুদায় ভ্রমের অধিষ্ঠান—অকর্ম্মকে অর্থাৎ জ্ঞানাতীত স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে পরমার্থ দৃষ্টিতে যিনি অবলোকন করেন ; অপিচ অকর্ম্ম অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বস্তুতে পরিকল্পিত কর্ম্ম অর্থাৎ মায়াময় দৃশ্যকে পরমার্থ সৎ নহে এইরূপ যিনি অবলোকন করেন, তিনি পরমার্থদর্শী সুতরাং বুদ্ধিমান্ তাঁহার বাস্তবিক

গুণেরই প্রশংসা করা হইয়াছে * ;—তাঁহাদের ব্যাখ্যাও সঙ্গত নহে, কেন না 'কর্ম্ম কর' 'কর্ম্ম বলিব' এইরূপে যে স্থানে কর্ম্মানুষ্ঠানেরই প্রস্তাব হইয়াছে, সেখানে তত্ত্বজ্ঞানের কথা উঠিতে পারে না।" যদ্যপিও এই পদ্যে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই দুইটি পদ ন্যস্ত হইয়াছে, তথাপি পূর্ব্ব শ্লোক হইতে বিকর্ম্ম শব্দটিও ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকে আনিয়াছেন ; কেন না তাঁহাদিগের ধারণা এই যে, একই কর্ম্ম অধিকারিভেদে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম হইয়া থাকে। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ইহার উদাহরণ এইরূপ দিয়াছেন :—"কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মরূপ কর্ম্মেতে, অকর্ম্ম ও তাহার বিপরীত [কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম] শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠানের যাহা কিছু করে তাহা করিয়াও করা হয় না, সুতরাং সে কর্ম্ম অকর্ম্মেতে পর্য্যবসন্ন হয়, কিন্তু দাম্ভিকের অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম বিকর্ম্মে (নিষিদ্ধ কর্ম্মে) পর্য্যবসন্ন হয়···এবং ঔদাসীন্য অকর্ম্ম হইলেও শক্তিসত্ত্বে আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণ না করা প্রযুক্ত সেই অকর্ম্ম বিকর্ম্মে পর্য্যবসন্ন হয় ; দীক্ষিত ব্যক্তির অথবা ভগবদ্‌জ্ঞানাসক্ত ব্যক্তির উপযুক্ত কালে যাগ যজ্ঞাদি না করা···কর্ম্মেতেই পর্য্যবসন্ন হয়, কেন না সে ব্যক্তির নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে যাগাদি যে কোন কর্ম্মে প্রত্যবায় হইতে পারে সেই অবিহিত কর্ম্ম এস্থলে করা হয় নাই। এইরূপ হিংসা বিকর্ম্ম হইলেও···যজ্ঞে তাহা কর্ম্ম মধ্যেই গণ্য, সেই হিংসাই বৃথা পশুবধ করিলে কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হয় না, কেন না বেদবিধির ইহাতে অনুসরণ করা হয় নাই। ইহাকে বিকর্ম্মও বলা যাইতে পারে না কেন না কামনাবশতঃ উহা করা হয় নাই ; পরন্তু পরিশেষে উহা করিয়াও করা হয় নাই এজন্য অকর্ম্মে পর্য্যবসন্ন হয়।" যাহা কিছু কামনাবশতঃ করা হইয়াছে তাহাই বিকর্ম্ম, যাহা কামনাবশতঃ করা হয় নাই তাহাই কর্ম্ম, এরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বত্র সমীচীন নহে, কেন না বিকর্ম্মমাত্রেরই কামনাবশতঃ অনুষ্ঠান অপরিহার্য্য। জ্ঞানি-কৃত বিকর্ম্ম, এজন্য উহা বিকর্ম্ম নহে, এরূপ নির্ব্বন্ধও ভ্রান্তিসম্ভূত,—"এই কামরূপ দুষ্পূর অনল নিত্য শত্রু ইহা দ্বারা জ্ঞানীর জ্ঞান আবৃত হয়" † আচার্য্য এইরূপ বলাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, জ্ঞানিগণও এই বাক্যের বিষয়। "যে পণ্ডিত ব্যক্তি মোক্ষ আশ্রয় করিয়া আমাকে বিনাশ করিতে যত্ন করে তাহার সেই মোক্ষের প্রতি অনুরাগই তাহাকে হাসায় এবং কাঁদায় ‡" এই কামোক্তিতে সর্ব্বদা কামনা অপরিহার্য্য প্রকাশ

---

* শ্রীমন্মধুসূদন যাহা বলিয়াছেন, তাহা সহজ ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ;—এই দৃশ্যমান জড়জগৎ জ্ঞানের ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং শ্লোকস্থ কর্ম্মশব্দটির জ্ঞান-ক্রিয়া এই অর্থ করিয়া কর্ম্মশব্দে তিনি দৃশ্যমান জড়পদার্থ স্থির করিয়াছেন। আত্মা স্বয়ং জ্ঞান, জ্ঞানের ক্রিয়া নহেন ; যখন জ্ঞানের ক্রিয়া নহেন তখন তিনি অকর্ম্ম। এইরূপে কর্ম্মশব্দে জড়পদার্থ এবং অকর্ম্মশব্দে স্বপ্রকাশ জ্ঞান নিষ্পন্ন করিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জড়পদার্থে প্রকাশমান জ্ঞানকে যিনি সত্য বলিয়া অবধারণ করেন এবং জ্ঞানবস্তুতে ভ্রান্তিবশতঃ যে জড়পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাকে অসৎ বলিয়া যিনি জানেন, তিনি বুদ্ধিমান্।

† গীতা ৩ অ, ৩৯ শ্লোক।

‡ অশ্বমেধপর্ব্ব ১৩ অ, ১১ শ্লোক।

পাইতেছে। "যে সত্য বচনাদিতে অপরের প্রাণ হানি হয় তাহাকে বিকর্ম্ম এবং যে মিথ্যা বচনাদিতে অপরের প্রাণদান হয় তাহাকে অকর্ম্ম বুঝিতে হইবে" এই সিদ্ধান্ত যদিও আচার্য্য শাস্ত্রানুসারে অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি তাঁহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্মোচিত কৌশল অনুসরণ যখন ক্ষমার যোগ্য, তখন তাহা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সত্যপরায়ণ জীবনই আমাদিগের অনুসরণীয়, কেন না তদ্দ্বারা তিনি প্রাচীন ব্যবহার ও শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া তাহার ঊর্দ্ধ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৮।

কর্ম্মেতে যে ব্যক্তি অকর্ম্ম, অকর্ম্মেতে যে ব্যক্তি কর্ম্ম দর্শন করে, এই যে বলা হইয়াছে, আচার্য্য পাঁচটী শ্লোকে তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণঃ তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ। ১৯।

যাঁহার সমুদায় অনুষ্ঠান কামনা ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত, জ্ঞানাগ্নি-যোগে যাঁহার সমুদায় কর্ম্ম দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন।

ভাব—কামনা—ফলতৃষ্ণা; সঙ্কল্প—আমি করি এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান; জ্ঞানাগ্নি—কর্ম্মেতে অকর্ম্ম দর্শনরূপ জ্ঞানানল। ১৯।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি আচার্য্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মাণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ। ২০।

যিনি নিত্যতৃপ্ত, সুতরাং যাঁহার কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না, তিনি কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না।

ভাব—নিত্যতৃপ্ত—আকাঙ্ক্ষাবিরহিত; আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না—অপ্রাপ্ত বিষয় পাইবার জন্য এবং প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষার জন্য তাঁহার কোন আশ্রয় প্রয়োজন নাই, কেন না স্বভাবতঃ যাহা অস্থিরপ্রকৃতি তাহাকে আশ্রয় বলিয়া তিনি মনে করেন না; কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছু করেন না—কর্ম্ম তাঁহার সম্বন্ধে অকর্ম্ম হইয়া যায়। ২০।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১॥

যে ব্যক্তি নিরাকাঙ্ক্ষ, সংযতদেহমনা, সকল প্রকারের পরি-

গ্রহবর্জ্জিত, তিনি কেবল শরীরসম্পর্কীয় কর্ম্ম করিয়া পাপভাজন হয় না।

ভাব—নিরাকাঙ্ক্ষ—বাসনারহিত, তৃষ্ণাবর্জ্জিত; পরিগ্রহ—ভোগের উপকরণ; শরীরসম্পর্কীয় কর্ম্ম—শরীররক্ষার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম; পাপ—বন্ধনের হেতু। ২১।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টোদ্বন্দ্বাতীতোবিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবদ্ধ্যতে ॥ ২২ ॥

যাহা আপনা হইতে আইসে তাহাতেই যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট, সুখদুঃখাদির অতীত, মাৎসর্য্যশূন্য, সিদ্ধিতে অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি, সে কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হয় না।

ভাব—মাৎসর্য্যশূন্য—বৈরিতাশূন্য, অন্যে উৎপীড়ন করিলেও যিনি শত্রুতা করেন না; সমবুদ্ধি—হর্ষবিষাদরহিত। ২২।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য, মুক্ত এবং জ্ঞানে নিবিষ্ট চিত্ত, তাঁহার যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত সমুদায় কর্ম্ম বিলীন হয়।

ভাব—আসক্তিশূন্য কর্ম্মফলে আসক্তি বিরহিত; জ্ঞানে—আত্মবিষয়ক জ্ঞানে; কর্ম্ম বিলীন হয়—কর্ম্ম অকর্ম্ম হইয়া যায়।

নিষ্কাম কর্ম্ম যদি ভগবদ্ভাববিহীন হইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সেই কর্ম্ম বন্ধনেরই কারণ হয়। কি ভাবে সেই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বন্ধনের কারণ হয় না, আচার্য্য তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা। ২৪।

যদ্দ্বারা আহুতি দান করা হয় তাহা ব্রহ্ম, যাহা আহুত হয় তাহা ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কর্ত্তৃকই ব্রহ্মাগ্নিতে উহা আহুত হয়, এইরূপে ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছে তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

ভাব—ব্রহ্মরূপ কর্ম্ম—ব্রহ্মদৃষ্টিপ্রধান কর্ম্ম। যজ্ঞীয় উপকরণসকলকে প্রতীক অর্থাৎ ব্রহ্মাবির্ভাবের স্থলরূপে গ্রহণ করিয়া সেই সকলেতে ব্রহ্মদৃষ্টি করা এবং যজ্ঞকর্ত্তাকে অহংগ্রহ অর্থাৎ আত্মাতে অভিন্নভাবে ব্রহ্মদর্শন করা, এই উপাসনাদ্বয়ের এই প্রভেদ বুঝিতে হইবে। প্রতীকসকল কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না, কেন না

তাহারা নিকৃষ্ট। সেই সকলেতে ব্রহ্মকে দেখিয়া তাহাদিগের উৎকর্ষ সাধন করা প্রতীকোপাসনার নিয়ম ; এজন্যই বেদান্তসূত্রে লিখিত হইয়াছে, [প্রতীক অর্থাৎ ব্রহ্মের আবির্ভাবস্থল মনঃপ্রভৃতিকে] ব্রহ্মদৃষ্টিতে [উপাসনা করিতে হইবে], কারণ ব্রহ্ম [যখন] উৎকৃষ্ট, [তখন রাজপুরুষে রাজদর্শনের ন্যায় নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টকে দেখাই যুক্তি-যুক্ত]*। যাঁহাকে তুমি এই শব্দে সম্বোধন করা হয় সেই সর্ব্বান্তরাত্মাকে সমুদায় পদার্থে দর্শন করা প্রতীকোপসনার উদ্দেশ্য। সেই সকল পদার্থ ব্রহ্ম নহে কিন্তু ব্রহ্মসত্তাতে তাহাদিগের সত্তা, এই সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিকৃষ্ট পদার্থে উৎকৃষ্টকে দেখিতে হইবে। উৎকৃষ্টে নিকৃষ্ট দেখা সমুচিত নয়, প্রতীকোপাসনার এ যুক্তির কখনও ব্যতিক্রম হয় না। প্রতীকসকলের ব্রহ্মনিরপেক্ষ সত্তা নাই, ব্রহ্মের সত্তা কিন্তু তাহাদিগের সত্তা-সাপেক্ষ নহে, এজন্যই প্রতীক অবলম্বন করিয়া যখন উপাসনা করা হয় সে সময়ে প্রতীকসকলের প্রতীকত্ব কখনও বিলুপ্ত হয় না। প্রতীক হইতে দৃষ্টি তিরোহিত করিয়া তুমি এই শব্দে যে ব্রহ্মকে সম্বোধন করা হইতেছে তাঁহাতে দৃষ্টি স্থাপন করিলে "যাহাতে ব্রহ্মের আবির্ভাব হয় তাহা হইতে ব্রহ্মকে ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা নিন্দনীয়" এ যুক্তি সিদ্ধ হয়। এই প্রতীকোপাসনা আধিভৌতিক (objective) যোগের অনুকূল। কেবল আধিভৌতিক যোগে কখনও চরিতার্থতা হয় না এজন্য "ব্রহ্মকর্তৃকই ব্রহ্মাগ্নিতে উহা আহুত হয়," এই কথাদ্বারা অন্তর্য্যামী সহ যোগের পক্ষে অনুকূল অহংগ্রহ উপাসনাও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। নিজের অহংভাব সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষকে অহংশব্দে গ্রহণ করা ও তৎসহ যোগযুক্ত হওয়া সম্ভবপর হয়। আপনার অহংভাব পরিত্যাগ করা কি সত্যানুমোদিত ? অহং কি কখনও অহং নয় হইতে পারে ? এ সংশয় সাধকগণকে সর্ব্বথা দূরে পরিহার করিতে হইবে, অন্যথা অন্তর্য্যামী সহ যোগে পূর্ণ কৃতকৃতার্থতালাভের সম্ভাবনা নাই। অহংগ্রহ উপাসনা যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে 'যোগে পূর্ণ কৃতকৃতার্থতালাভের' জন্য সংশয় 'পরিহার করিতে হইবে' এই যুক্তিশূন্য বিধিবাক্য কেহ অনুসরণ করিবে না ; অতএব এখানে কি যুক্তি আছে তাহার অনুসন্ধান করা যাইতেছে। অহংশব্দে কর্ত্তা বুঝায়। সকল ক্রিয়াতেই কর্ত্তারূপে অহং অনুস্যূত থাকে। যখন সর্ব্বত্র সর্ব্বান্তর্য্যামীর কর্তৃত্ব দর্শন করিয়া আপনার কর্তৃত্বাভিমান তিরোহিত হয়, বাস্তবিক কর্ত্তা কে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন কর্তৃত্ববাচক অহংশব্দ সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষে নিত্য প্রয়োগকরা যুক্তিযুক্ত, এই জানিয়া তাঁহাকেই সাধক অহংশব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এজন্যই অহংগ্রহ উপাসনা অসত্যে প্রতিষ্ঠিত নয় ইহা জানিয়া সকল কালের যোগিগণই তৎপ্রতি আদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রতীকোপাসনা, স্থিতপ্রজ্ঞতা, অহংগ্রহোপাসনা এই তিনটিতে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং

* বেদান্ত সূত্র ৪ অ, ১ পা, ৫ সূ।

আধ্যন্তর্য্যামিক (অন্তর্য্যামীকে আশ্রয় করিয়া) যোগ, আচার্য্য একত্র সমঞ্জসভাবে স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে তিনি যে সর্ব্বসমন্বয় সাধন করিয়াছেন তাহা এখানে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্থিতপ্রজ্ঞতা ব্যবহারিক অবস্থার উপযোগী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "অশিরস্ক হকারের ন্যায় যিনি অশেষ আকারে অবস্থিত এবং অজস্র 'আমি আছি' উচ্চারণ করিতেছেন, সেই সর্ব্বান্তরাত্মাকে আমরা উপাসনা করি *।" এস্থলে উপরিউক্ত যোগের তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে ; কারণ অশিরস্ক হকার অর্থাৎ লুপ্ত অকার যেরূপ ককারাদি অশেষ আকারে (বর্ণে) নিগূঢ় ভাবে স্থিতি করিয়াও সেই অকার আপনাকে নিরবচ্ছিন্ন উচ্চারণের বিষয় করে, সেইরূপ অশেষ পদার্থে বিলীন ভাবে অবস্থান করিয়া সর্ব্বান্তরাত্মা অজস্র "আমি আছি" এই কথা উচ্চারণ করেন এবং এইরূপে সর্ব্বত্র তিনি যে কর্ত্তা তাহা প্রকাশ করেন। "সূত্রে যে প্রকার মণি সকল গ্রথিত থাকে সেইরূপ আমাতে এই সকল গ্রথিত রহিয়াছে †" ইত্যাদি শ্লোকে এই তত্ত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'যদ্দ্বারা আহুতি দান করা হয়' এরূপ বলা উপলক্ষ-মাত্র, যোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির আহারাদি সমুদায় ব্যাপারে ব্রহ্মকে দেখা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হইয়াছে তাঁহার এরূপ দর্শন স্বাভাবিক। এই অধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞপ্রধান, অতএব 'যদ্দ্বারা আহুতি দান করা হয় যাহা আহুত হয়' ইত্যাদিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত নয় ; কেন না সেরূপ করিলে প্রতীক ও ব্রহ্ম এ দুইয়ের প্রভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এই উক্তির প্রতি আমরা কেনই বা আদর প্রদর্শন করিতে পারি না তাহার কারণ আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। তাঁহার উক্তির প্রতি আদর করিলে "ভূতময় জগৎ সত্য" আচার্য্যের এই উক্তির প্রতি অনাদর করা হয়। "আমি কিছু করি না" ইত্যাদি আচার্য্যের উক্তি অহংগ্রহ উপাসনায় সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিয়া আপনার কর্ত্তৃত্ব বিলোপ করাতেই সিদ্ধ হয় ; অতএব আমরা যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি তাহাতে কোন দোষ ঘটিতেছে না। জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম বিলোপ করা হইতেছে শ্রীমচ্ছঙ্কর যে এইরূপ মনে করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অনবধানতা প্রকাশ পাইয়াছে, কেন না আচার্য্য "অতএব অজ্ঞানসম্ভূত আপনার হৃদয়স্থ সংশয় জ্ঞানাসিদ্বারা ছেদন করিয়া [কর্ম্ম] যোগানুষ্ঠান কর" এই কথা কহিয়া অধ্যায় শেষ করিয়াছেন, সমুদায় কর্ম্ম বিলোপ করে ঈদৃশ অসম্ভব জ্ঞানের উপদেশ দ্বারা শেষ করেন নাই। ২৪।

যজ্ঞের উপকরণ সকলেতে ব্রহ্মদৃষ্টি এবং যজ্ঞকর্ত্তাতে অহংগ্রহ উপাসনা উপদেশ করিয়া তদনন্তর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় বিবিধ কর্ম্ম সম্প্রতি বলিবার জন্য আচার্য্য উপক্রম করিতেছেন :—

---

* যোগবাশিষ্ঠ ১৮ অ, ২৩ শ্লোক।

† গীতা ৭ অ, ৭ম শ্লোক।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি। ২৫।

কোন কোন যোগী দেবতা আশ্রয় করিয়া যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ যজ্ঞকে উপায় করিয়া ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞ সমাধান করেন।

ভাব—কোন কোন কর্ম্মযোগী ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনারূপ দর্শপূর্ণমাস জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ঘৃতাদি যজ্ঞীয় উপকরণে ব্রহ্মস্বরূপদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞসাধন স্রুবাদিযোগে হোম করিয়া থাকেন। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িগণ সত্যজ্ঞানানন্দরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞ অর্থাৎ আপনি যজ্ঞকে অর্থাৎ আপনাকে (জীবাত্মাকে) হবন করিয়া থাকে অর্থাৎ আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপরূপে দর্শন করিয়া থাকে, এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ তাঁহাদিগেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া অধিকন্তু যজ্ঞশব্দে প্রণবরূপ মন্ত্র বলিয়াছেন। ২৫।

আচার্য্য অন্য যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন :—

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি। ২৬।

কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয়কে সংযমরূপ অগ্নিতে হবন করেন, কেহ কেহ শব্দাদিবিষয়নিচয়কে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হবন করেন।

ভাব—কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সেই সেই ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে হবন করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে নিরুদ্ধ করিয়া সংযমপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করেন। কেহ কেহ "যে ব্যক্তি যথোপযুক্ত আহার বিহারে প্রবৃত্ত, যথোপযুক্ত কর্ম্মে চেষ্টাশীল, যথোপযুক্ত নিদ্রা ও জাগরণশীল *" এই নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক শব্দাদি বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হবন করেন অর্থাৎ ভগবানের আজ্ঞাপরায়ণ হইয়া যথোপযুক্ত বিষয়-সমূহের সেবা করেন। বিষয়সেবাও যে যজ্ঞ তাহা অনুগীতায় এইরূপে কথিত হইয়াছে,—"দেহের মধ্যদেশে সপ্তপ্রকারে দীপ্যমান্ হইয়া বৈশ্বানর অগ্নি আছেন, ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, মন, বুদ্ধি এই সাতটী সেই বৈশ্বানরাগ্নির জিহ্বা। ঘ্রেয়, দৃশ্য, পেয়, স্পৃশ্য, শ্রাব্য, মন্তব্য ও বোদ্ধব্য এই সাতটি যজ্ঞকাষ্ঠ। ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বোদ্ধা এই সাতটি পরম শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক্। এই সাত জন হোতা সপ্ত অগ্নিতে ঘ্রেয়, পেয়, দৃশ্য, স্পৃশ্য, শ্রব্য, মন্তব্য, বোদ্ধব্য,

* গীতা ৬ অ ১৭ শ্লোক।

এই সাতটী হবনসামগ্রী হবন করিয়া থাকেন *।" সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক কর্ম্ম এই যোগিগণ যজ্ঞরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। ২৬।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে। ২৭।

আর কেহ কেহ সমুদায় ইন্দ্রিয়কর্ম্মকে এবং প্রাণকর্ম্মকে, জ্ঞানোদ্দীপিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে, হবন করিয়া থাকেন।

ভাব—শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের শ্রবণদর্শনাদি কর্ম্ম; বাক্ পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের বচন গ্রহণ প্রভৃতি কর্ম্ম; এবং আকুঞ্চন, প্রসারণ, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণের কর্ম্ম। আত্মজ্ঞান দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনঃসম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। ধ্যেয়বিষয়ের সহিত এই আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধ। আত্মজ্ঞানে বিবেক ও বিজ্ঞান (অপরোক্ষ জ্ঞান) উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বিবেক ও জ্ঞান দ্বারা উজ্জ্বলভাবাপন্ন মনঃসংযমরূপ যোগাগ্নিতে এই সকল ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়াসকলকে কোন কোন যোগী হবন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ মনের দ্বারা [illegible] ও প্রাণসকলের বিরুদ্ধগতিনিবারণের জন্য যত্ন করেন। ২।

এইরূপে সংযমযজ্ঞের বিষয় বলিয়া আচার্য্য পঞ্চবিধ যজ্ঞের উল্লেখ করিতেছেন :—

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। ২৮।

যত্নশীল ও তীক্ষ্ণব্রতধারী কেহ কেহ দ্রব্য যজ্ঞ, কেহ কেহ তপস্যা যজ্ঞ, কেহ কেহ বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানযজ্ঞ অবলম্বন করেন।

ভাব—দ্রব্যযজ্ঞ—দান; তপোযজ্ঞ—কৃচ্ছ্রসাধন ব্রত উপবাসাদি; যোগযজ্ঞ—আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান; স্বাধ্যায়যজ্ঞ—যথাবিধি বেদাভ্যাস; জ্ঞানযজ্ঞ—শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞান। তীক্ষ্ণব্রতধারী—দৃঢ়সঙ্কল্প। ২৮।

প্রাণনিরোধক প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞের বিষয় আচার্য্য বলিতেছেন :—

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি। ২৯॥

কেহ কেহ অপানে প্রাণকে, প্রাণে অপানকে হবনপূর্ব্বক প্রাণ

* অনুগীতা ২০ অ, ১৯—২৩ শ্লোক।

ও অপানের গতি অবরোধ করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। অপরে আহারসংযমপূর্ব্বক প্রাণকেই প্রাণেতে হবন করেন।

ভাব—অপান অধোগামী, প্রাণ উর্দ্ধগামী। অপানে প্রাণকে হবন করার অর্থ এই যে বাহির হইতে শ্বাস আনয়নপূর্ব্বক ভিতরে ধারণ; তদনন্তর অধোগামী অপানকে উর্দ্ধগামী প্রাণে হবন করার অর্থ এই যে, শ্বাস বহির্নিঃসারণ, উর্দ্ধগামী ও অধোগামী প্রাণ ও অপানের গতি অবরোধ করার অর্থ 'প্রাণ ও অপানকে নাসার অভ্যন্তরে সমভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া *।' প্রাণায়াম শব্দের অর্থ প্রাণের (প্রাণবায়ুর) গতিবিরাম। প্রাণায়াম কাহাকে বলে? "শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিবিরাম প্রাণায়াম †।" ইহার অর্থ এই যে "বাহিরের বায়ু ভিতরে গ্রহণ শ্বাস; ভিতরের বায়ু বহির্নিঃসারণ প্রশ্বাস, এ দুইয়ের গতিবিরাম অর্থাৎ উভয় গতির অভাব প্রাণায়াম ‡।" "বাহ্য, অভ্যন্তর ও স্তম্ভনব্যাপার দেশ কাল ও সংখ্যাদ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উহা (অভ্যাসক্রমে) দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয় §।" "সেই প্রাণায়ামের বাহ্য ব্যাপার রেচক; অভ্যন্তর ব্যাপার পূরক, ভিতরে স্তম্ভন ব্যাপার কুম্ভক; এই ত্রিবিধ ব্যাপার দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ দেশে, ছত্রিশমাত্রাদি কালে এবং এত বার শ্বাস উর্দ্ধে উত্তোলন করা হইয়াছে এই সংখ্যায় যখন লক্ষিত হয়, তখন সেই প্রাণায়াম দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম নামে অভিহিত হয় ‖। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই প্রাণায়াম-ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা "যোগে যত্নশীল ব্যক্তি, প্রাণবায়ুকে প্র[illegible] করিয়া যখন প্রাণের ক্রিয়া ক্ষীণ হয়, তখন নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ক[illegible] এই কথা জ্ঞানী ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া মনকে দুষ্টাশ্বযুক্ত রথের ন্যায় ধারণ করিবেন ¶।" আচার্য্য স্বাভাবিক পথ অনুসরণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন, অথচ এই প্রাণায়াম ব্যবস্থা করাতে তিনি কি আপনার মত পরিহার করিয়া বিপথে গমন করেন নাই? অনেক ব্যক্তি প্রাণায়ামাভ্যাসে রত হইয়া যদি বিকৃত মার্গে গমন করিয়া থাকেন, অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন, চরিত্র হইতে স্খলিত হইয়া থাকেন, তাহা বলিয়া যাঁহারা স্বাভাবিক পথে অবস্থিত তাঁহাদিগের বিপথে গমন সম্ভবপর নহে এবং আচার্য্য অস্বাভাবিক পথ অনুমোদন করিতেছেন তাঁহার সম্বন্ধে এ নিন্দাও ঘটিতেছে না। "শ্বাস ত্যাগ ও শ্বাসধারণ এ দুইয়ের দ্বারায় নিরোধ অর্থাৎ মন বশীভূত হয়" $ "এই সাংখ্য সূত্র, এবং "শ্বাসত্যাগ ও শ্বাসধারণ দ্বারা প্রাণের গতিবিরাম করা

---

* গীতা ৫ অ, ২৭ শ্লোক।

† পাতঞ্জল সূত্র ২ পা, ৪৯ সূত্র।

‡ পাতঞ্জল সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

§ " " ২ পা, ৫০ "।

‖ যোগচন্দ্রিকা।

¶ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২। ৯।

$ সাংখ্য সূত্র ৩ অ, ৩৩ সূত্র।

প্রাণায়াম *" এই পাতঞ্জল সূত্র দ্বারা স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের সংযম করাই অভিপ্রেত। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে আত্মচিন্তা বা পরমাত্মচিন্তা করিলে স্বভাবতঃ তাহাদিগের যে গতির বিরাম হয় তাহাই প্রাণায়াম্। চিন্তা যখন নিতান্ত প্রগাঢ় হয় তখন শ্বাস প্রশ্বাস নাসার অভ্যন্তর পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে বা বাহিরে প্রসৃত হয় না। দেশ, কাল এবং সংখ্যানুসারে দ্বাদশাঙ্গুলিপরিমিত দেশ ও ষট্ত্রিংশৎ মাত্রাদি যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে একান্তই যে তাহা অনুসরণ করিতেই হইবে তাহা নহে; এজন্যই ভাষ্যকার সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন, "(শ্বাসনিয়মনে বাহ্য, অভ্যন্তর ও স্তম্ভ) এই তিনটি (ব্যাপার)—ইয়ৎ পরিমাণ দেশ ইহাদের অধিকারে, এইরূপে দেশে; কত সময় লাগিল তাহা অবধারণ পূর্ব্বক বিভাগ, এইরূপে কালে; এই পরিমাণ শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারায় প্রথম উদ্ঘাত, সেইরূপে পুনরায় শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মন দ্বারা দ্বিতীয় উদ্ঘাত, সেইরূপ আবার তৃতীয় উদ্ঘাত, এইরূপ মৃদু মধ্য এবং তীব্র উদ্ঘাতরূপ সংখ্যায়,—পরিলক্ষিত হয় এবং এইরূপে প্রাণায়ামাভ্যাস দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে †।" এস্থলে বাস্তবিক তত্ত্ব কি? জীবসকলের চিন্তা দেশ ও কালে বদ্ধ, সুতরাং চিন্তা দেশ ও কাল আশ্রয়পূর্ব্বক উপস্থিত হয় দেখিয়া তাহার আরম্ভ ও বিরাম দ্বারা সংখ্যা গণনায় কাল ও সংখ্যার আধিক্য হইলে তাহাকে দীর্ঘ বলে; যখন স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা প্রসৃত হয় তখন তাহাকে সূক্ষ্ম বলে, ভাষ্যকার এইরূপ নির্ণয় করিয়াই উপরিউক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। এই গীতাশাস্ত্রে অথবা পাতঞ্জল সূত্রে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়

দক্ষিণ নাসাপুট অঙ্গুলি দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া বাম নাসাপুটে যথাশক্তি ভিতরে লইয়া যাইবে; তদনন্তর দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ বাম নাসাপুট অঙ্গুলি দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু ভিতরে লইয়া যাইবে, তদনন্তর যথাশক্তি বামনাসাপুটে বায়ু পরিত্যাগ করিবে।" চিন্তা করিতে গিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের যে স্বাভাবিক গতির বিরাম হইয়া থাকে প্রাণায়াম তাহারই অনুকরণ। এই প্রাণায়াম দ্বারা কৃতার্থতার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত রোগোৎপত্তি এবং লক্ষ্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে।

---

* পাতঞ্জলসূত্র ২ পা, ৫০ সূত্র।

† দেশ, কাল ও সংখ্যানুসারে প্রাণায়াম দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, যথা—নাসা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ অঙ্গুলি আদি পরিমিত বাহ্য স্থানকে দেশ বলে, ষট্ত্রিংশৎ মাত্রাদি পরিমিত কালকে কাল বলে। নাভিমূল হইতে প্রাণবায়ুকে মস্তক পর্য্যন্ত উত্তোলন করিলে যে আঘাত অনুভূত হয় তাহাকে উদ্ঘাত বলে। প্রাণবায়ুকে এইরূপে উত্তোলন করিলে প্রতিবারে যে উদ্ঘাত অনুভূত হয়, তাহা ১ম ২য় ৩য় এইরূপ গণনা করাকে সংখ্যা বলে। দেশ কাল ও সংখ্যার আধিক্য হইলে তাহাকে দীর্ঘ বলে। যখন প্রাণায়ামে সমধিক নিপুণতা উপস্থিত হয় তখন বিনা প্রয়াসে এই ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় বলিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম বলে।

অপর ব্যক্তিগণ আহারসংযমপূর্ব্বক প্রাণবৃত্তির বিরুদ্ধপথে গতি অবরুদ্ধ করেন। এই অবরুদ্ধগতি প্রাণবৃত্তিতে তাঁহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ প্রাণসমূহকে হবন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সেই সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বিরুদ্ধগতি পরিহার করিয়া, আত্মার সহিত যে একতা লাভ করে, সেই একতালাভকেই হোমক্রিয়া বলিয়া তাঁহারা পরিগণনা করেন। শ্রীমদ্রামানুজ এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গ, 'নিয়তাহার' এই বিশেষণটি ত্রিবিধ প্রকার প্রাণায়ামের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মধুসূদন "বাহ্য ব্যাপার ও আভ্যন্তর ব্যাপার [রেচক ও পূরক] এ দুইকে অপেক্ষা না করিয়া চতুর্থ (প্রকার প্রাণায়াম হইয়া থাকে) *," এই সূত্র এখানে যোজনা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তর ব্যাপারনিরপেক্ষ হইয়া, অথবা সর্ব্ববিধ প্রক্রিয়া অপেক্ষা না করিয়া, স্তম্ভনরূপ গতিবিরাম হইয়া থাকে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। আত্মাতে অথবা ভগবানে গাঢ় অনুরাগ উপস্থিত হইলে ইহা স্বভাবতই হইয়া থাকে। ২৯।

এইরূপে দ্বাদশপ্রকার যজ্ঞের উল্লেখ করিয়া সেই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণের কি ফললাভ হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্মসনাতনম্। ৩০।

ইঁহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্; যজ্ঞযোগে ইঁহাদিগের পাপ-বিনষ্ট; ইঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করেন, ইঁহারা সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

ভাব—ব্রহ্মচিন্তাপ্রধান যজ্ঞদ্বারায় এই সকল অনুষ্ঠাতৃগণের পাপক্ষয় হয় এবং পাপ-ক্ষয় হইলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ৩০।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম। ৩১।

হে কুরুসত্তম, যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে না তাহার ইহলোকই হয় না, পরলোক কিপ্রকারে হইবে? ৩১।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণোমুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে। ৩২।

এইরূপ বেদবিহিত বহুবিধ যজ্ঞ আছে। সে সকলগুলিকে কর্ম্মজ বলিয়া জান, এইরূপ জানিয়া তুমি বিমুক্ত হইবে।

ভাব—শ্লোকস্থ "ব্রহ্মণোমুখে" এই বাক্যান্তর্ভূত ব্রহ্মশব্দের অর্থ বেদ, সকল

* পাতঞ্জল সূত্র ২পা, ৫১ সূত্র।

ব্যাখ্যকারই করিয়াছেন, কেবল 'পিশাচ' ভাষ্যকার শ্রীমদ্ধনুমান্ ব্রহ্মের মুখে—পরমাত্মার মুখে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কর্ম্মজ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মসমুৎপন্ন; জানিয়া—কর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া। ৩২।

আত্মানুসন্ধান বিনা দ্রব্যময় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই এজন্য আচার্য্য জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন :—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। ৩৩।

হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ, এক জ্ঞানেতে নিখিল কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয়।

ভাব—বিবিধ বাহ্য উপকরণ দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় তাহাকে দ্রব্যময় যজ্ঞ বলে। "আত্মাকেই দেখিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, নিরবচ্ছিন্ন অনুধ্যান করিতে হইবে * এতদনুসারে দর্শন-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনপ্রধান আত্মানুসন্ধানরূপ যজ্ঞ—জ্ঞানযজ্ঞ। জ্ঞানে নিখিলকর্ম্ম সমগ্র কর্ম্মাঙ্গ সহকারে পূর্ণ হয়। কারণ এই যে, বৈদিক কর্ম্মসকল প্রথমতঃ কামনাবশতঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তখন আর ব্রহ্মানুসন্ধান বিনা উহা অনুষ্ঠিত হয় না। জ্ঞানোদয় হইবার পূর্ব্বে কর্ম্ম সকল বন্ধনের হেতু হয়, কেন না আত্মকর্তৃত্ববর্জ্জিত ভগবদাজ্ঞা-পালনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য সে সময়ে জানা থাকে না। "জ্ঞানাসি দ্বারা আপনার সংশয় ছেদন করিয়া (কর্ম্ম) যোগ অনুষ্ঠান কর" আচার্য্যের এই উক্তি স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে, আত্মজ্ঞানালোকিত অন্তঃকরণে কর্ম্ম অবশ্য
। ৩৩

আচার্য্য সেই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন :—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। ৩৪।
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি। ৩৫।

প্রণিপাত, প্রশ্ন, এবং সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান অবগত হও। যে জ্ঞান জানিয়া আর তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইবে না, যে জ্ঞানে তুমি সমুদায় ভূতগণকে আপনাতে এবং আমাতে দর্শন করিবে, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমায় সেই জ্ঞান উপদেশ দিবেন।

* বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫।

ভাব—দেহেতে আত্মাভিমান এবং সেই আত্মাভিমানবশতঃ দেহের প্রতি মমতা —মোহ। এই মোহ কিরূপে অপনীত হইবে? যে জ্ঞানে পিতৃপুত্রাদি অশেষ জীব আত্মাতে দৃষ্ট হইবার পর সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমপুরুষেতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানই এই মোহ অপনয়নের হেতু। এই জ্ঞান জন্মিলে কোন আত্মার সহিত কোন সময়ে বিচ্ছেদ হয় না ইহা জানিয়া তুমি স্বস্থ চিত্ত হইবে। ৩৪। ৩৫।

আত্মা ও সর্ব্বান্তর্য্যামীতে সকল প্রাণীকে দর্শন করিলে কেবল বিচ্ছেদজনিত শোকাপনয়ন হয় তাহা নহে, পাপ হইতেও বিমুক্তি হয় আচার্য্য এই কথা বলিতেছেন :—

অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি। ৩৬।

যদি সকল পাপী হইতেও অতীব পাপকারী হও, তথাপি এক জ্ঞানপ্লবযোগে সর্ব্ববিধ পাপ তরিয়া যাইবে।

ভাব—আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে আর পুনরায় পাপের প্রতি স্পৃহা থাকে না, বিষয়বাসনা নিবৃত্ত হয়। এই জন্যই কথিত হইয়াছে "বিষয়ের প্রতি অতীব অনুরাগ থাকিলেও ভগবানের প্রতি অনুরাগ উপস্থিত হইলে তাহা বিলীন হইয়া যায় *।" এ অবস্থাতে অনুতাপ দ্বারা পূর্ব্ব পাপ এবং নিস্পৃহত্ব দ্বারা ভবিষ্যৎ পাপ তিরোহিত হয়। ৩৬।

কর্ম্মেতে যে বন্ধন উপস্থিত হয় তাহা জ্ঞানদ্বারাই বিনষ্ট হয় আচার্য্য এই কথা বলিতেছেন :—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। ৩৭।

যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জ্জুন, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে।

ভাব—"যে কর্ম্ম দ্বারা যজ্ঞ হয় না সেই কর্ম্ম দ্বারা লোকের বন্ধন হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়, তুমি নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর †।" এস্থলে ভগবানের আরাধনা এবং তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্ম অভিপ্রেত নহে, কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম অভিপ্রেত যে সকল কর্ম্ম রাগ দ্বেষ ও কামনা হইতে উপস্থিত হয়। এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, শাস্ত্র যখন জ্ঞানিব্যক্তিদিগের বিষয়ই বলিয়া থাকেন, তখন এখানে রাগদ্বেষকৃত কর্ম্ম কেন বলা হইল? "জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও আপনার প্রকৃতির

* হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু। † গীতা ৩অ, ৯ শ্লোক।

অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, জীবগণ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে, এরূপ স্থলে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কে করিবে *?" এস্থলে জ্ঞানিগণও যে রাগদ্বেষের অধীন তাহা স্বয়ং আচার্য্যই বলিয়াছেন। 'সমুদয় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে' এ কথা বলাতে ভগবানের আরাধনা এবং তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্মও ইহার অন্তর্ভূত এরূপ মনে করা যাইতে পারে না; কেন না এই শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মে ভগবানের আরাধনা এবং তাঁহার আজ্ঞাপালন হয় তাহা নিত্য অনুসরণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই গীতাশাস্ত্রে যে ভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই এই শ্লোকে উল্লিখিত। ৩৭।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। ৩৮।

এ সংসারে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি কালে আপনাতে সেই জ্ঞান স্বয়ং লাভ করিয়া থাকেন।

ভাব—জ্ঞান—আত্মজ্ঞান, পবিত্র—শুদ্ধিকর, যোগসিদ্ধ—কর্ম্মযোগে সিদ্ধ, জ্ঞানাকার কর্ম্মযোগে সংসিদ্ধ—শ্রীমদ্রামানুজ। এই জ্ঞানাকার কর্ম্মযোগ কি? "গুণই গুণাবর্ত্তন করিতেছে জানিয়া (১০৫ পৃষ্ঠা) †" সর্ব্বান্তর্যামী পরম পুরুষে "অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সমুদায় কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম নির্ম্মম হইয়া ‡" অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল জ্ঞানাকার কর্ম্মযোগ-বলিয়া আখ্যাত হইবার উপযুক্ত। যে সকল কর্ম্মে ঈদৃশ জ্ঞান নাই সে সকল কর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান বা পরমাত্মজ্ঞান কদাপি পরিস্ফুট হইতে পারে না। অতএব কর্ম্মযোগ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্রামানুজ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বত্র আদরণীয়। জ্ঞান পরিস্ফুট হইলেও যে কর্ম্মকে পরিহার করে না তাহা এই অধ্যায়ের অন্তে সুস্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে। ৩৮।

এই জ্ঞান কে লাভ করিয়া থাকেন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি। ৩৯।

জ্ঞাননিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়; জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরম শান্তি লাভ করে।

ভাব—"দোষদৃষ্টিপরিহারপূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে সকল লোক আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করে §" এই স্থলে আচার্য্যমতে শ্রদ্ধাবান্ কে তাহা দেখা

---

* গীতা ৩অ, ৩৩ শ্লোক।
† গীতা ৩অ, ২৮ শ্লোক।
‡ গীতা ৩অ, ৩০ শ্লোক।
§ গীতা ৩অ, ৩১ শ্লোক।

যাইতেছে। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মযোগ যিনি উপদেশ দেন তাঁহাতে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিই শ্রদ্ধাবান্। শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিরও পতন দেখা গিয়া থাকে; এজন্যই আচার্য্য জ্ঞাননিষ্ঠ এই বিশেষণ দিয়াছেন। জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেও ইন্দ্রিয়গণ সেই জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির মূঢ়তা উপস্থিত করিতে পারে, এজন্যই তিনি যুসংযতেন্দ্রিয় এ বিশেষণ সংযুক্ত করিয়াছেন। সমুদয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণ নিবৃত্ত হইলে আর মূঢ়তার সম্ভাবনা থাকে না। জ্ঞান লাভ করিয়া—আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া। শান্তি—মোক্ষ। ৩৯।

জ্ঞানলাভযোগ্য লক্ষণসকল বলিয়া এখন জ্ঞানলাভের অযোগ্য কে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০॥

অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান্, সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই।

ভাব—"যাহারা দোষদর্শী হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না—তাহারা অবিবেকী, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিষয়ে বিমূঢ় *" অজ্ঞশব্দে তাদৃশ ব্যক্তিকেই বুঝাইতেছে। "তাহারা কর্ম্মবিমুক্ত হয় †" এইকথার প্রতি যাহারা সংশয়বান্ তাহারা বিনষ্ট হয়। এ জন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন "জানিও তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে ‡।" সংশয়াকুলচিত্ত ব্যক্তির ইহলোকে ভোগসুখেও কৃতার্থতা হয় না, পরলোকের স্বর্গসুখও তাহার সম্বন্ধে সম্ভবপর নহে। ৪০।

আচার্য্য অধ্যায়ের অন্তে এই গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয় করিতেছেন :—

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। ৪১।

যোগে যে ব্যক্তি কর্ম্মার্পণ করিয়াছে, জ্ঞান দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্ম্ম কখন বদ্ধ করিতে পারে না।

ভাব—যোগে কর্ম্মার্পণ—ভক্তি; জ্ঞান—আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানে যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে এবং অন্নপানাদি হইতে আত্মাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করাতে যে ব্যক্তি আত্মবান্ হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও কর্ম্মজনিত অনিষ্টফল ভোগ করেন না। ৪১।

---

* গীতা ৩অ, ৩২ শ্লোক। † গীতা ৩অ, ৩১ শ্লোক। ‡ গীতা ৩অ, ৩২ শ্লোক।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত। ৪২।

অতএব, হে ভারত, অজ্ঞানসম্ভূত, আপনার হৃদয়স্থ সংশয়কে জ্ঞানাসিদ্বারা ছেদন করিয়া যোগানুষ্ঠান কর, উঠ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগোনাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ভাব—সংশয়—ভগবানের আরাধনা এবং তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্মে মুক্তি হয় না এইরূপ সন্দেহ; যোগ—কর্ম্মযোগ; উঠ—যে সমর আপনি উপস্থিত হইয়াছে তাহার জন্য গাত্রোত্থান কর।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যের চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

"এক জ্ঞানেতে নিখিল কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয় *" এই কথায় নিখিল কর্ম্মের পরিসমাপ্তির উল্লেখ করিয়া পুনরায় অধ্যায়ান্তে আচার্য্য বলিয়াছেন, "যোগে যে ব্যক্তি কর্ম্মার্পণ করিয়াছে, জ্ঞান দ্বারা ছিন্নসংশয় হইয়াছে, সে আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্ম্ম কখন বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব অজ্ঞানসম্ভূত, আপনার হৃদয়স্থ সংশয় জ্ঞানাসি দ্বারা ছেদন করিয়া যোগানুষ্ঠান কর, উঠ †।" ইহাতে কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থাপন করা হইতেছে কি না এ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, এজন্যই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

অর্জ্জুন উবাচ—সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছে..য় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্। ১।

অর্জ্জুন বলিলেন, কর্ম্মসন্ন্যাসও বলিতেছ, আবার কর্ম্মযোগও বলিতেছ, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি শ্রেয় তাহাই আমায় নিশ্চিত করিয়া বল।

ভাব—কর্ম্মসন্ন্যাস—কর্ম্মত্যাগ। "যোগে যে ব্যক্তি কর্ম্মার্পণ (সন্ন্যাস) করিয়াছে" আচার্য্য এই কথা বলাতে তিনি সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিয়াছেন এরূপ বলা অনবধানতা, কেন না সেই শ্লোকেই 'কর্ম্ম কখন বদ্ধ করিতে পারে না' এইরূপ বলা হইয়াছে। "সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ (ন্যাস) পূর্ব্বক ‡" এইরূপ বলাতেই বুঝা যাইতেছে সংন্যস্ত শব্দের অর্থ সমর্পিত। "দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ §" এস্থলে বৈদিক দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করিয়া সেই বৈদিক যজ্ঞের পরিসমাপ্তিই আচার্য্যের অভিপ্রেত ইহা হঠাৎ বুদ্ধিতে প্রতিভাত না হইবার কারণ এই যে "নিখিল কর্ম্ম সমুদায়"—এস্থলে 'নিখিল' ও 'সমুদায়' এই দুইটি বিশেষণ দেওয়াতে বৈদিক অবৈদিক সর্ব্ববিধ কর্ম্মই বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। ভাষার এই অপরিস্ফুটতানিবন্ধন সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগই অভিমত এই মনে করিয়া অর্জ্জুন 'কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়' এই প্রশ্ন করিয়াছেন। "মিথ্যাজ্ঞান

---

* গীতা ৪ অ, ৩৩ শ্লোক।
† গীতা ৪ অ, ৪১। ৪২ শ্লোক।
‡ গীতা ৩ অ, ৩০ „ ।
§ গীতা ৩ অ, ৩৩ „ ।

হইতে কর্ম্মযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে—যিনি আত্মবিদ্ তাঁহার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কর্ম্মযোগ অসম্ভব" এই উক্তি এবং এই উক্তির উপযোগী যুক্তির আমরা আদৌ আদর করিতে পারি না। ১।

সাধনের আরম্ভে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা জ্ঞানযোগে কেহ বা কর্ম্ম-যোগে সাধন আরম্ভ করে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কোন একটি সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠান করিলে আর একটি আপনি উপস্থিত হয়, তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ইহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি (৭৭ পৃষ্ঠা)। প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ আচার্য্য যে **নবীনতর কর্ম্মযোগ** বলিয়াছেন, তাহাকেই তিনি 'বিশেষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, এই নবীনতর কর্ম্মযোগ বিনা জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ তিষ্ঠিতেও পারে না উদিত হইতেও পারে না, ইহাও আমরা উল্লিখিত স্থলে প্রদর্শন করিয়াছি। আচার্য্যবাক্যেই উহা এখন পরিষ্কার প্রকাশ পাইবে :—

শ্রীভগবানুবাচ—সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে। ২।

আচার্য্য বলিলেন, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েতেই শ্রেয় লাভ হয়, এ দুইয়ের মধ্যে সন্ন্যাসাপেক্ষা কর্ম্মযোগই বিশেষ।

ভাব—সন্ন্যাস—কর্ম্মসন্ন্যাস, জ্ঞানযোগ। শ্রেয়—মোক্ষ। এই দুইয়েতেই মোক্ষ লাভ হয় তাহার কারণ এই যে ইহার কোন একটির অনুষ্ঠান করিলেই অপরটিরও ফললাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বথা কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে। যদি কেহ কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াছে মনে করে অথচ আহার পানাদিরূপ কর্ম্ম না করিয়াও থাকিতে পারে না, তাহা হইলে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করিতেছে না এই প্রকার ভাণ করাতে তাহার কপটাচার উপস্থিত হয়; জ্ঞান ও ভক্তিযোগ কর্ম্ম বিনা সজীব থাকিতে পারে না; কর্ম্ম ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে উহাই যখন সন্ন্যাসনামে অভিহিত হয়, তখন কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ যে বিশেষ তাহাতে আর সংশয় কি? ইহার পর আচার্য্য যে সকল কথা বলিয়াছেন এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে তাহার মিল আছে। যাঁহারা এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে 'কেবলমাত্র কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ বিশেষ' '(অর্জ্জুন) অনধিকারী এই জন্য (তাঁহার পক্ষে) কর্ম্মসন্ন্যাসাপেক্ষা কর্ম্মযোগবিশেষ' তাঁহাদিগের এ প্রকার উক্তি তাঁহাদেরই সংস্কারদোষ প্রকাশ করে। শ্রীমচ্ছঙ্করের অনুগামী শ্রীমদ্ধনুমান্ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "সে দুইয়ের মধ্যে কর্ম্মত্যাগরূপ কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃসাধক; কারণ কর্ম্মসকলেরই ফলস্বরূপ জ্ঞান ইহাতেই কর্ম্মের বিশেষত্ব;— (এই জন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন) 'নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য

সিদ্ধিলাভ করে।' আচার্য্যোক্ত এই নবীনতর কর্ম্মযোগ বিশেষ কেন তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রদর্শন করা যাইবে। ২।

কর্ম্মযোগের সহিত আচার্য্য সন্ন্যাসের অভিন্নতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩॥

হে মহাবাহু, তাহাকেই সন্ন্যাসী জানিবে যে দ্বেষ করে না ও আকাঙ্ক্ষা করে না। ঈদৃশ ব্যক্তি সুখদুঃখাদির অতীত বলিয়া সহজে বন্ধনমুক্ত হয়।

ভাব—যে ব্যক্তি ভগবানের আজ্ঞাপালনে অনুরক্তচিত্ত তিনি অনভিলষিত কর্ত্তব্য কর্ম্মকেও দ্বেষ করেন না; তিনি কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে যে আনন্দ অনুভব করেন তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া সেই কর্ত্তব্যকর্ম্মব্যতীত আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না। সুতরাং যখন তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ঈদৃশ যোগী যখন রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্ববিরহিত তখন তিনি যে অনায়াসে মুক্ত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি। শ্রীমচ্ছঙ্কর এস্থলে কর্ম্মযোগীর রাগদ্বেষ নাই বলিয়া তাঁহার সন্ন্যাসিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া শ্রীমদানন্দগিরি, কর্ম্মযোগীর 'আমি সন্ন্যাসী' এই জ্ঞান কাহারও বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া আশঙ্কা হয় এই ভাবিয়া, তন্নিবারণজন্য বলিয়াছেন, 'রাগদ্বেষবিরহিত কর্ম্মী যে সন্ন্যাসী, ইহা জানা উচিত।'

আচার্য্য কর্ম্মযোগের বিশেষত্ব কেন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে কি প্রণালীতে জ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে তাহার পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। এই জনসমাজ কোন সময়ে অন্তর্য্যামী পরমপুরুষের ক্রিয়াবিরহিত ছিল না। সংহিতাকালে স্তোত্রসমূহে যে অন্নাদি কামনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অন্তর্য্যামীর প্রেরণা বিনা উদিত হইয়াছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। বাল্যকালে ক্ষুৎপিপাসাদি দৈহিক অভাবনিপীড়িত বালকেরা যে তজ্জন্য রোদন করিয়া থাকে তাহা কখন অস্বাভাবিক নহে; বৈদিক ঋষিগণসম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। যে সময়ে তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল সে সময়ে তাঁহারা বাল্যোচিত ভাবের প্রতি কুটিল কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। এই জন্যই ব্রাহ্মণবিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়,—"আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ। দেবযাজী ও আত্মযাজী এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি আত্মযাজী যিনি জানেন, 'এটি [এই উপকরণ] আমার, ইহার দ্বারা অঙ্গসংস্কার হয়; এটি আমার, ইহা দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদিত হয়।' সর্প যেমন তাহার নির্ম্মোক (খোলোষ) হইতে বিমুক্ত হয়; তেমনি সে ব্যক্তি এই মর্ত্ত্য শরীর হইতে, পাপ হইতে বিমুক্ত হন; তিনি ঋঙ্ময়, যজুর্ম্ময়, সামময় ও আহুতিময় হইয়া স্বর্গলোকে

জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই ব্যক্তি দেবযাজী যিনি দেবতাদিগকেই জানেন; 'আমি এই যজ্ঞ করিতেছি, দেবতাদিগকে সমর্পণ করিতেছি,' এইরূপ বলিয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অধম ব্যক্তি যেরূপ উপহার অর্পণ করে, বৈশ্য যেরূপ রাজাকে উপহার দেয়, সেইরূপ সেই দেবযাজী [দেবগণকে বলি অর্পণ করে]। আত্মযাজী ব্যক্তি যে সকল লোককে জয় করে, এ ব্যক্তি সে সকল লোককে জয় করিতে পারে না *"। বেদান্তসময়ে বেদবিহিত অনুষ্ঠানসমুদায়কে অধঃকরণপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানই সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, যথা—"যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানতায় অবস্থিত অথচ আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত মনে করে, তাহারা বিমূঢ়চিত্ত হইয়া অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধগণের ন্যায় বিবিধ কুটিল পথে গমন করে। ধনমোহে বিমূঢ়, ভ্রান্ত বালকগণের নিকটে পরলোকপ্রাপ্তির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা প্রতিভাত হয় না। কেবল ইহলোকই আছে পরলোক নাই, এইরূপ চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার (মৃত্যুর) বশতাপন্ন হয়। অনেকে যাঁহাকে শ্রবণ করিতেও পায় না, অনেকে শুনিয়াও যাঁহাকে বুঝিতে পারে না, ইহার বক্তা আশ্চর্য্য, ইহার লব্ধা সুনিপুণ, সুনিপুণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ইহাকে যে ব্যক্তি জানে সেও আশ্চর্য্য †"। "নানাপ্রকার অজ্ঞানতায় অবস্থিতি করিয়াও বালকেরা মনে করে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। কর্ম্মিগণ আসক্তি-বশতঃ প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করে না, এইজন্য তাহারা দুঃখার্ত্ত হইয়া লোক লোকান্তরে অবস্থিতিযোগ্য পুণ্যক্ষয় হইলে সেই সেই লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। বিমূঢ় ব্যক্তিগণ যজ্ঞ ও কূপ খননাদি কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহা হইতে যে আর কিছু শ্রেষ্ঠ আছে তাহা জানে না। পুণ্যলব্ধ স্বর্গের উপরিভাগে সুখ ভোগ করিয়া ইহলোক বা ইহা হইতে হীনতর লোকে প্রবেশ করে ‡"। যাঁহারা আত্মজ্ঞানপক্ষপাতী তাঁহারা,—"জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অমরত্বকে জানিয়া অনিত্য বস্তু মধ্যে অনিত্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না" § এই শ্রুতির ভাবাপন্ন হইয়া অনিত্য বিষয়ের প্রার্থনা করেন না এবং সেই অনিত্য বিষয়-লাভের উপায় কর্ম্মসকলেরও আদর করেন না। কোন কালে জনসমাজ বা জনসমাজস্থ কোন ব্যক্তি কর্ম্মশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। এজন্যই বেদান্তবাদিগণ কর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেও সেকালে বহু ব্যক্তি কর্ম্মনিরত ছিলেন। যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মের দোষ দেখিতেন তাঁহারা অধমজ্ঞানে কর্ম্মীদিগকে নিয়ত নিন্দা করিতেন। এইরূপে বিবাদপরায়ণ কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের একতাসম্পাদনজন্য আচার্য্য যোগনামধেয় কর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন। এই যোগে তিনি যে কেবল কর্ম্মই উপদেশ করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান দ্বারা বিশেষভাবাপন্ন যোগনামে অভিহিত কর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন। এই কর্ম্মেতে প্রতিব্যক্তির স্বভাব অতিক্রম না

* শতপথ ব্রাহ্মণ ১১। ২। ৬। ১৩।

† কঠোপনিষৎ ২। ৭।

‡ মুণ্ডকোপনিষৎ ১। ২। ৯। ১০।

§ কঠোপনিষৎ ৪। ২।

করিয়া ভগবানের আরাধনা এবং তাঁহার আজ্ঞাপালন হইয়া থাকে। এইরূপে তিনি বেদে দেববিষয়ক যে ভক্তি ছিল তাহার রূপান্তর সাধন করিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমপুরুষে উহা নিয়োগপূর্ব্বক কর্ম্ম,জ্ঞান ও ভক্তির অভিন্ন ভাব সাধন করিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিসমন্বিত কর্ম্মযোগ যে বিশেষ অর্থাৎ সর্ব্বথা নূতন ব্যাপার তাহাতে আর সন্দেহ কি। আচার্য্যজীবনের ইহাই চিরন্তন কীর্ত্তিস্তম্ভ, গীতাশাস্ত্রপ্রণয়নের ইহাই লক্ষ্য। ৩।

কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের একত্ব কেন, আচার্য্য তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন:—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্। ৪।

বালকেরাই সাংখ্য ও যোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা বলেন না। এ দুইয়ের একটি সম্যক্ আশ্রয় করিলেও (সাধক) উভয়েরই ফললাভ করেন।

ভাব—সাংখ্য—জ্ঞান, যোগ—কর্ম্মযোগ; এ দুই কেন পৃথক্ নহে ইহার কারণ এই যে একটিকে সম্যক্ আশ্রয় করিলে দুইটির ফললাভ হয়। শ্রীমদ্ধনুমান্ এ দুইয়ের স্বরূপে ঐক্যবশতঃ ফলে ঐক্য হয় বলিয়াছেন যথা—"যোগের সন্ন্যাসযোগত্ববশতঃ স্বরূপৈক্যজন্য ফলে ঐক্য হয়।" তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ইহার তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে (৭৬। ৭৭ পৃষ্ঠা)। ৪।

কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের একত্ব দর্শনই তত্ত্বজ্ঞান আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

যৎ সাংখ্যৈ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ৫।

সাংখ্য দ্বারা যে স্থান লাভ করা যায়, কর্ম্মযোগ দ্বারাও সেই স্থান লাভ হয়। সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে যে ব্যক্তি এক দেখে সেই দেখে।

ভাব—স্থান—মোক্ষ। জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের কোন একটি সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে অপরটির তৎসহ একত্ববশতঃই স্বরূপ এবং ফলেও এক হয়, এই জন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন 'সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে যে ব্যক্তি এক দেখে সেই দেখে' অর্থাৎ সেই ব্যক্তি সম্যগ্দর্শী। ৫।

কর্ম্মসন্ন্যাসের কর্ম্মযোগ জীবনস্বরূপ, আচার্য্য ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নাচিরেণাধিগচ্ছতি। ৬।

হে মহাবাহু, কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান না করিলে সন্ন্যাস লাভ

কষ্টকর, যোগযুক্তব্যক্তি মননশীল হইয়া অচিরেই ইহা লাভ করিয়া থাকেন।

ভাব—কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি অচিরেই আত্মা ও পরমাত্মাকে লাভ করেন ইহার কারণ কি? কারণ এই যে কর্ম্মনিরপেক্ষ জ্ঞানাভ্যাস কদাপি সম্ভবপর নহে। স্বাভাবিক পান-ভোজনাদি, জ্ঞানসাধন শ্রবণমননাদি, বিক্ষেপ বারণের জন্য মনঃসংযমাদি, এ সকলই কর্ম্মমধ্যে গণ্য; সুতরাং জ্ঞানাভ্যাস কোন কালে কর্ম্মনিরপেক্ষ হইতে পারে না। যাহারা এই তত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা করিয়া 'আমি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি' এই অভিমান করে, তাহারা মিথ্যাচারী; এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন "মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্মত্যাগ তমোগুণসম্ভূত কথিত হইয়া থাকে *।" যদি কর্ম্মত্যাগ মোহজনিতই হইল তাহা হইলে তাহা হইতে জ্ঞান সিদ্ধ হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে, যাঁহারা কেবল জ্ঞানাভ্যাসে যত্ন করিবেন তাঁহাদিগের সে যত্ন শ্রমমাত্রে পর্য্যবসন্ন হইবে। আচার্য্য এজন্যই বলিয়াছেন 'কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান না করিলে সন্ন্যাসলাভ কষ্টকর।" একথা বলা যাইতে পারে না যে, বহুব্যক্তিকে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত দেখিতে পাওয়া যায়,তাঁহারা সেই কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে জ্ঞানলাভ করেন না; অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন ফল নাই। যে সকল কর্ম্ম কামনা বা অজ্ঞানতা-বশতঃ অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইতে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া যোগাখ্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় জ্ঞান তাহার অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দ্বারা জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য সাধিত হয়। 'মননশীল' এই বিশেষণ দ্বারা আচার্য্য তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি কেহ বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানও করেন, তথাপি "যদ্দ্বারা আহুতি দান করা হয় তাহা ব্রহ্ম, যাহা আহুত হয় তাহা ব্রহ্ম,ব্রহ্ম কর্ত্তৃকই ব্রহ্মাগ্নিতে উহা আহুত হয়" আচার্য্যনির্দ্দিষ্ট এই ব্রহ্মদৃষ্টি ও অহংগ্রহ তন্মধ্যে নিবিষ্ট থাকাতে, সেই বৈদিক কর্ম্ম দ্বারাও জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। মোহবশতঃ কর্ম্মত্যাগ করিয়া যাহারা সন্ন্যাসী হয় তাহাদিগের ভ্রষ্টাচারিত্ব অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই বার্ত্তিককারগণ বলিয়াছেন "সন্ন্যাসিগণকেও ভ্রান্তচিত্ত, বহির্মুখ, খল, কলহপ্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার কারণ এই যে, দৈবকর্ত্তৃক তাহা-দিগের চিত্ত দূষিত হইয়াছে"। ৬।

সমুদায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া একমাত্র জ্ঞানে নিষ্ঠাবান্ হইলে সন্ন্যাস উপস্থিত হয়। এই সন্ন্যাস নিয়ত উদ্যমশীল কর্ম্মযোগ দ্বারা কিরূপে উৎপন্ন হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। ৭।

যোগযুক্ত ব্যক্তির আত্মা বিশুদ্ধ হয়, আত্মা বিশুদ্ধ হইলে দেহ

* গীতা ১৮ অ, ৭ শ্লোক।

ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়া পড়ে। সে সময়ে সে সর্ব্বভূতের আত্মভূত হইয়া যায়। এ অবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সে তাহাতে লিপ্ত হয় না।

ভাব—যোগযুক্ত—কর্ম্মযুক্ত, আত্মজ্ঞানোৎপাদক পরমপুরুষের আরাধনারূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত; সর্ব্বভূতের আত্মভূত—সর্ব্বভূতের প্রেমাস্পদ, অথবা "বিভক্ত সর্ব্বভূতে যে জ্ঞানের দ্বারা এক নির্ব্বিকার অবিভক্ত ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে *" আচার্য্যের এই উক্তি অনুসারে যিনি প্রেমে এবং জ্ঞানে সর্ব্বভূতের আত্মার সহিত একাত্মা হইয়া গিয়াছেন। 'কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না' ইহার অর্থ এই যে, নিরভিমানবশতঃ তিনি করিয়াও কিছু করেন না, সুতরাং তাঁহারই সন্ন্যাস যুক্তিযুক্ত; ইহার বিপরীত যে ব্যক্তি মনে করে 'আমি কিছু করিতেছি না, সুখে মৌনভাবে অবস্থান করিতেছি', সে ব্যক্তি বৃথাভিমান করিয়া মিথ্যাচারী হইতেছে। জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূত সহ একাত্মা হওয়ার অর্থ ইহা নহে যে, সকল ভূতের সহিত ভেদজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয়, যদি তাহাই হইত তাহা হইলে আচার্য্য "বিভক্তেতে অবিভক্ত" এরূপ কখনও বলিতেন না। বিভক্তত্ব অবাস্তবিক নহে; সেই বিভক্তত্ব যখন জ্ঞানে সম অর্থাৎ এক বলিয়া প্রতীত হয়, তখন এক আত্মা বই আর আত্মা নাই এ মত উপস্থিত হয় না। সমদর্শন যে এইরূপই তাহা আচার্য্য, "বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালকে, গো হস্তী এবং কুক্কুরকে পণ্ডিতেরা সমান দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন †," ইত্যাদি শ্লোকে আপনি বলিয়াছেন। "যোগাভ্যাসে যাহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি জন্মিয়াছে, সে ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বভূতে, সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে, ‡" এই শ্লোকে একাত্মতা যোগ কি, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ৭।

কিরূপে "কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও লিপ্ত হয় না" তাহাই আচার্য্য শ্লোকদ্বয়ে বিবৃত করিতেছেন :—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্। ৮।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্। ৯।

যোগযুক্ত তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণগ্রহণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাসত্যাগ, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, নেত্র-নিমীলন উন্মীলন করিয়াও, ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় অনুবর্ত্তন

---

* গীতা ১৮ অ, ২০ শ্লোক। † গীতা ৫ অ, ১৮ শ্লোক। ‡ গীতা ৬ অ, ২৯ শ্লোক।

করিতেছে এইরূপ ধারণা করিয়া, আমি কিছু করিতেছি না এরূপ মনে করেন।

ভাব—যোগযুক্ত—কর্ম্মযোগপরায়ণ, তত্ত্ববিদ্—আমি কর্ত্তা নহি এইরূপ সম্যক্ জ্ঞানবান্। চক্ষু দ্বারা দেখিয়া, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়া, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করিয়া, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া, রসনা দ্বারা রসাস্বাদ করিয়া, পদ দ্বারা গমন করিয়া, শ্রান্তিজন্য বাহিরের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া, অন্তঃকরণ দ্বারা নিদ্রা অনুভব করিয়া, প্রাণবায়ু দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিয়া, বাক্যযোগে আলাপ করিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয়যোগে ক্লেদাদি পরিত্যাগ করিয়া, হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া, নিমেষাদির সহায় প্রাণবায়ুযোগে নেত্র নিমীলন উন্মীলন করিয়া ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ের অনুবর্ত্তন করিতেছে এই প্রকার আলোচনাপূর্ব্বক 'আমি কিছু করি না,' তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। 'চক্ষু দ্বারা দেখিয়া' ইত্যাদি বলাতে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আপনার কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিতেছেন বুঝাইতেছে। এরূপ স্থলে জ্ঞানানুসন্ধান দ্বারা আপনার কর্ত্তৃত্ব পরিহারপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত রহিয়াছে এরূপ মনে করিয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়কর্ম্মে তাঁহার নির্লিপ্ততা সিদ্ধ হইল কোথায়? ইন্দ্রিয়গণ চেতনবস্তু দ্বারা প্রেরিত না হইয়া কখন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। নিমেষ উন্মেষ শ্বাস প্রশ্বাসাদি যদিও স্বয়ং হইতেছে আপাততঃ এইরূপ প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু মৃতব্যক্তিতে যখন আর সে সকল সম্ভবপর থাকে না, তখন ইহাই সহজে বোধগম্য হয় যে সে সকলেরও এক জন প্রেরয়িতা আছে। অতএব আত্মা অথবা তৎসদৃশ আর কাহারও প্রেরণা বিনা ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বা প্রাণক্রিয়া সম্ভবপর নহে ইহা তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইয়া, সেই প্রেরয়িতা কে, ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ আত্মাই প্রেরয়িতা এইরূপ নির্ণয় হইয়া থাকে, যথা ঐতরেয়োপনিষদে—"সে আত্মা কে, যদ্দ্বারা রূপবৎ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা শব্দ শ্রবণ করা যায়, যদ্দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করা যায়, যদ্দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করা যায়; যদ্দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু জানা যায় *" ইত্যাদি। এই গীতাশাস্ত্রে কামকেই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির প্রেরয়িতা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, যথা "ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠানস্থান। এই সকল দ্বারা জ্ঞান আবৃত করিয়া কাম দেহীকে মুগ্ধ করিয়া থাকে †।" এই শ্লোকের জ্ঞান—বিবেকজ্ঞান, প্রজ্ঞা, অথবা আত্মা। আচ্ছা, আত্মা যখন কামমোহিত হয় তখনই কাম প্রেরয়িতা হইতে পারে; যখন সে কামমোহিত নয়, তখন আত্মাইতো প্রেরয়িতা, এরূপ স্থলে আত্মারই কর্ত্তৃত্ব সত্য ইহা মানিতে হইবে। যদি আত্মারই কর্ত্তৃত্ব সত্য হইল, তাহা হইলে আত্মা কর্ত্তা নয় এই জ্ঞান অসত্য, সুতরাং যাহা অসত্য তাহা অবলম্বন করিয়া নির্লিপ্ততাসাধন মিথ্যাচার হইতেছে। "যিনি আত্মাতে অবস্থান

* ঐতরেয়োপনিষৎ ৩। ১।

† গীতা ৩অ, ৪০ শ্লোক।

করিয়া আত্মা হইতে স্বতন্ত্র, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীরস্বরূপ, যিনি স্বতন্ত্র থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই এই সেই পরমাত্মা অন্তর্য্যামী ও অমৃত ;" এই শ্রুতি অনুসারে আত্মার প্রেরয়িতা—অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই। তিনি ইন্দ্রিয়াদি সকলের প্রেরক, তাঁহার অধীনে থাকিয়া আত্মার কর্ত্তৃত্ব। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে কামের প্রেরয়িতৃত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে ? যখন আত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষের প্রেরণাধীন না থাকে, তখনই কামের অধীন হয় ইহাই আমরা বলিয়া থাকি। জ্ঞানকে আবৃত করাই কামের ক্রিয়া, যখন উহা জ্ঞানকে আবৃত করে তখন অন্তর্য্যামী সহ উহার একতা থাকে না। যদি একতাই থাকিবে তবে আচার্য্য কখন এরূপ বলিতেন না যে "আমি জীবগণেতে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম *।" যে স্থলে কাম ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ সেখানে তাহার প্রেরয়িতা স্বয়ং অন্তর্য্যামীই। একস্থলে (ঐতরেয়োপনিষদে) আত্মা প্রেরয়িতা, অন্যস্থলে (গীতায়) কাম প্রেরয়িতা, আর এক স্থলে (বৃহদারণ্যকে) পরমাত্মাই প্রেরয়িতা ; এরূপ বিরোধস্থলে যথার্থ তত্ত্ব কি ? আত্মা যখন পরমাত্মার অধীন থাকে তখন তাঁহারই অধীনতায় তাহার প্রেরয়িতৃত্ব এবং ধর্ম্মে স্থিতি হয়, যখন সেই আত্মা কামাধীন হয় তখন কামের অধীনতায় তাহার প্রেরয়িতৃত্ব ঘটে এবং পাপে অভিনিবেশ হয়। পরমাত্মার অধীনতাতেই আত্মার অমৃতত্ব লাভ হয়, যথা "আত্মা এবং তাঁহার প্রেরয়িতাকে অবগত হইয়া সেই প্রেরয়িতা সহ মিলিত হইলেই আত্মা অমৃতত্ব লাভ করে †।" আত্মা যখন যোগযুক্তাবস্থা লাভ করে তখন সে পরমাত্মাধীন থাকিয়া স্থিতপ্রজ্ঞত্বভাবে সকলপ্রকার ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, এবং অন্তর্য্যামী পুরুষকে ইন্দ্রিয়গণের প্রেরয়িতা জানিয়া ধর্ম্মের অবিরুদ্ধভাবে ভগবানের প্রেরণাতেই বিষয় সকলের সেবা করে। সে স্থলে আত্মা আর আপনার কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পায় না ; সুতরাং কর্ম্ম করিয়াও তাহার নির্লিপ্ততা সিদ্ধ হয়। ৮। ৯।

আমরা উপরে যে তত্ত্ব উল্লেখ করিলাম স্বয়ং আচার্য্য তাহা পরিস্ফুটরূপে বলিতেছেন :—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। ১০।

ব্রহ্মেতে সমুদয় কর্ম্ম অর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি আসক্তিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করে, জলের সঙ্গে পদ্মপত্র যে প্রকার লিপ্ত হয় না সেই প্রকার সে পাপে লিপ্ত হয় না।

ভাব—ব্রহ্ম—পরমাত্মা, সর্ব্বান্তর্য্যামী। আসক্তি—কর্ম্মফলে আসক্তি। পাপে লিপ্ত হয় না—আপনাতে কিছুমাত্র কামগন্ধ নাই বলিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বান্তর্য্যামীর প্রেরণাধীন হইয়া

* গীতা। ৭ অ, ১১ শ্লোক। † শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ১। ৬।

কার্য্য করে সে ব্যক্তিকে পাপ স্পর্শ করিবে কি প্রকারে। শ্রীমদ্রামানুজ এবং তাঁহার অনুগামী শ্রীমদ্বলদেব "এই বৃহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার যোনি *" আচার্য্যের এই উক্তি অনুসারে ব্রহ্মশব্দে ত্রিগুণান্বিত প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়া তাহাতেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দর্শনাদি ক্রিয়া আরোপপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা "সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়, অহঙ্কারবিমূঢ়-চিত্ততাপ্রযুক্ত আমি করি, লোকে ইহা মনে করে। যিনি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগতত্ত্ব জানেন, তিনি গুণই গুণানুবর্ত্তন করিতেছে জানিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না †" "স্বভাবই (কর্ত্তৃত্বাদিরূপে) প্রবৃত্ত হয় ‡" আচার্য্যের এই সকল উক্তির অনুবর্ত্তন করিতেছে এবং ইহা বিরুদ্ধ নহে। প্রকৃতির প্রেরয়িতা যখন সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা তখন তত্ত্বালোচনা করিলে যখন তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব অবধারিত হয়, তখন যে সকল ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাদিগেরই ব্যাখ্যা ঠিক, ইহা জানিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। ১০।

অন্তর্য্যামী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যোগী কর্ম্মানুষ্ঠান করত কামকৃত বৈগুণ্য পরিহার করেন, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। ১১।

কায়, মন ও বুদ্ধি এবং কেবল ইন্দ্রিয়যোগে আসক্তিত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধির জন্য যোগিগণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

ভাব—আত্মশুদ্ধির জন্য—আত্মগত কামকৃত বৈগুণ্য পরিহার জন্য। কাম আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পায় কদাপি অন্তর্হিত হয় না, অতএব ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ভাবে সেই কামকে অন্তর্য্যামী পুরুষের বশবর্ত্তী করিয়া কামকৃতবৈগুণ্য অপনয়ন করা কর্ত্তব্য; যদ্যপি তাহাকে অন্তর্য্যামী পুরুষের বশবর্ত্তী করা না হয় তাহা হইলে সে বন্ধনের কারণ হয়। ইহার কারণ কি এই জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রাচীনগণ বলেন, জীবের প্রাক্তনকর্ম্মনিবন্ধন সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণের সহিত সম্বন্ধই উহার কারণ; আধুনিকগণ বলিয়া থাকেন, পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি হইতে সমাগত দৈহিক ও মানসিক গুণসমূহের সংক্রামণই উহার কারণ। ভগবানেতে যে বৈষম্য দোষ উপস্থিত হয় সেই দোষ নিরসনের জন্য প্রাক্তন কর্ম্ম স্বীকার করা বিফল, ইহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এইরূপে বলিয়াছেন—"হীন মধ্যম ও উত্তম ভাবে প্রাণী সৃষ্টি করায় ঈশ্বরেতে রাগদ্বেষাদি দোষ উপস্থিত হয় এবং আমাদের মত তিনি অনীশ্বর হইয়া যান। প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে তিনি তাঁহাদিগকে হীন মধ্যম ও উত্তম করিয়াছেন, অতএব তাঁহার কোন দোষ নাই একথা

---

* গীতা ১৪ অ, ৩ শ্লোক। † গীতা ৩ অ, ২৭।২৮ শ্লোক। ‡ গীতা ৫অ, ১৪ শ্লোক।

বলিলেও দোষ অপনীত হয় না; কেন না এক দিকে কর্ম্ম (স্বয়ং জড়), তাহাকে ঈশ্বর প্রবৃত্ত না করিলে সে কিছুই করিতে পারে না, অন্য দিকে ঈশ্বর কর্ম্মদ্বারা প্রবর্ত্তিত না হইলে সৃষ্টি করিতে পারেন না। সুতরাং এস্থলে পরস্পরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হইতেছে। যদি বল অনাদিকাল হইতে এইরূপ চলিয়া আসিয়াছে তাহাতেও দোষ অপনীত হয় না, কেন না বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ পরস্পরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয় সেইরূপ অতীত কালেও সেই দোষ ঘটে, বিশেষতঃ ইহাতে অন্ধপরম্পরাদোষ ঘটিতেছে অর্থাৎ এক অন্ধ আর এক জন অন্ধকে লইয়া যায় এ কথা বলা যেমন অসঙ্গত, জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম ঈশ্বরকে সেইরূপ চালায় ইহা বলাও তেমনি অসঙ্গত *।" ঈশ্বরের সম্বন্ধে ভূত বা ভবিষ্যৎ নাই, তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিত্য বিদ্যমান এবং তাঁহার সাক্ষাৎ বিদ্যমান প্রেরণা দ্বারাই জীবগণকে তিনি উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধ ভূমিতে আরূঢ় করিয়া থাকেন, তাহাদিগের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে কামকৃত বৈগুণ্য অপনয়ন করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাতে বৈষম্য বা নিষ্কারুণ্য দোষ কোন প্রকারে ঘটিতে পারে না। কামের উদয় হয় কেন, এ জিজ্ঞাসা বৃথা। কাম ক্রিয়ার মূল, তাহার নিজের কোন দোষ নাই। কাম হইতে যে বিবিধ প্রকারের দুঃখোৎপত্তি হয় তাহা কেবল ভগবৎপ্রেরণাবিমুখ ব্যক্তিগণকে সৎপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য এবং তদ্দ্বারাই অন্তিমে জীবের চৈতন্যোদয় হয়। ১১।

আচার্য্য যোগযুক্ত এবং অযোগযুক্ত এ দুইয়ের প্রভেদ প্রদর্শন করিতেছেন :—

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে। ১২।

যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। অযোগিগণ কামনাবশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়। ১২।

আমি এইরূপ করি বা করাই, ঈদৃশ কর্ত্তৃত্বভাববিরহিত যোগী সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির প্রেরয়িতা ইহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণপূর্ব্বক সুখে দেহে বাস করেন, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্। ১৩।

মনে মনে সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করত কিছুই না করিয়া কিছুই না করাইয়া দেহী এই নবদ্বারপুরে আত্মবশে সুখে স্থিতি করিতেছে।

* বেদান্তসূত্র ভাষ্য ২ অ, ২ পা ৩৭ সূত্র।

ভাব—মনে মনে—বিবেকবুদ্ধিযোগে। সমুদয় কর্ম্ম—দর্শন-স্পর্শনাদি এবং অপরাপর অনুষ্ঠেয় বিষয়। সমর্পণ করত—সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষে অর্পণপূর্ব্বক। নবদ্বারে পুরে—চক্ষুঃকর্ণাদি নয়টি দ্বারযুক্ত দেহে। কিছুই না করিয়া কিছুই না করাইয়া—আমি করিতেছি ও করাইতেছি এই অভিমান পরিবর্জ্জন করিয়া। শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গ বলেন, এই শ্লোকে সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগই উল্লিখিত হইয়াছে, অথচ তাঁহাদিগের কতকগুলি কথা এমন আছে যাহাতে তাঁহাদিগের সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ বলা প্রতিপন্ন হয় না; যথা—শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন—"সর্ব্ববিধ কর্ম্মকে, মন অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিযোগে, কর্ম্মাদিতে অকর্ম্ম দর্শন দ্বারা ত্যাগ করিয়া……তিনি স্থিতি করিতেছেন।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন—"অভিমান না থাকাতে তিনি স্বয়ং দেহ দ্বারা কিছু করেন না, 'ইহারা আমার' এ ভাব না থাকাতে কাহাকেও করান না।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন—'আত্মা বিকারশূন্য, অজ্ঞানতা তাঁহাতে দেহাদির ক্রিয়া আরোপ করিয়া থাকে, যখন এই অজ্ঞানতা জ্ঞান দ্বারা প্রতিহত হয় তখন সর্ব্ববিধ কর্ম্ম অর্পিত হইল এই প্রকার কথিত হইয়া থাকে।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"এই শরীররূপ পুরে অনেকগুলি কর্ম্মসাধনের উপায় রহিয়াছে, পুরীর অধিপতি যে প্রকার রাজকর্ম্ম অপরের উপরে ন্যস্ত করিয়া সুখে অবস্থান করেন তেমনি তিনিও সর্ব্ববিধ কর্ম্ম অর্পণ করিয়া সুখে (দেহে) অবস্থিতি করেন।" এই সকল বাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রকৃতিকৃত কর্ম্মসকল আত্মাতে আরোপ না করিয়া দেহী সুখে অবস্থান করে, কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, 'গমনব্যাপার ত্যাগ করিলে গমনকারী ব্যক্তির গমনের আর যেমন সম্ভাবনা রহিল না' সেইরূপ কর্ম্মার্পণে কর্ম্মনিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, গমনব্যাপার থাকিলেও 'দেহই গমন করিতেছে আমি গমন করিতেছি না" এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করাতে আত্মার অকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। আচার্য্যেরা যে এইরূপই অভিপ্রায় তাহা—"সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয় *।" "প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহা যে ব্যক্তি দেখে, সে আপনাকে অকর্ত্তা দেখে †।" ইত্যাদি বাক্যে—সুস্পষ্টতররূপে প্রতিভাত হয়। এক দিকে প্রকৃতির প্রেরয়িতা সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষকে, অন্য দিকে অন্তর্য্যামিপ্রেরিত প্রকৃতির, সেই অন্তর্য্যামীর অধীনে, কর্তৃত্ব অবলোকন পূর্ব্বক, 'করিয়াও না করা, করাইয়াও না করান' এই যে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয় তাহাতে কেবল কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগই প্রতিপন্ন হয়, তদ্ভিন্ন ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে, প্রেরয়িতা সর্ব্বান্তর্য্যামীর সঙ্গে অভিন্নভাবে মিলিত ব্যক্তি সর্ব্বথা ভগবানের আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। এজন্যই শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "প্রকৃতিতে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ উক্ত হইয়াছে।"

* [illegible]

† গীতা ১৩ অ, ২৯ শ্লোক।

শ্রীমধুসূদনদেব বলিয়াছেন, "দেহাদি দ্বারা বাহিরে সকল প্রকার কর্ম্ম করিয়াও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক সুখে অবস্থান করেন ;" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "দেহাদির পরিচালনা দ্বারা বাহিরে কর্ম্ম করিয়াও মনে মনে সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সুখে স্থিতি করেন।" ১৩।

যদি আত্মা করে না বা করায় না, তবে কে করে বা করায়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে। ১৪।

প্রভু লোকসম্বন্ধে কর্তৃত্বও সৃজন করেন না, কর্ম্মও সৃজন করেন না, কর্ম্মফলসংযোগও সৃজন করেন না, স্বভাবই প্রবৃত্ত হয়।

ভাব—প্রভু—প্রভবিষ্ণু, দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী আত্মা ; লোকসম্বন্ধে—কর্তৃত্বাভিমান-যুক্ত ব্যক্তিসম্বন্ধে, সৃজন করেন না—আপনি কারণ হইয়া উৎপাদন করেন না ; স্বভাবই প্রবৃত্ত হয়—কর্তৃত্বাদিরূপে ক্রিয়া প্রকাশ করে। শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামী প্রভুশব্দে ঈশ্বর অর্থ করিয়াছেন। জীবের প্রকৃতিপরতন্ত্রতা এবং স্বতন্ত্রতা দ্বারা মুক্ত ও অমুক্ত, ভাব উপলব্ধি করিবার জন্য কর্তৃত্ব, কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ইহা নির্ণীত হওয়া যুক্তিযুক্ত। সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ব্যাপারে দেহেরই প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে আত্মার তাহাতে কিছুই হয় না, দেহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন প্রকৃতির কর্তৃত্বাধীন, এজন্য দেহ ও ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইতে উৎপন্ন কর্ম্ম ও তাহার ফল স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয় ইহা নির্ণয় করিয়া, আচার্য্য আত্মার অকর্তৃত্ব এবং সে যে কর্ম্ম ও তাহার ফল উৎপাদন করে না, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৪।

স্বয়ং বিকারশূন্য পরমাত্মা জীবগণের পাপে রুষ্ট হন, পুণ্যে পরিতুষ্ট হন, অজ্ঞানিগণ এইরূপে তাঁহার উপরে যে বিকার আরোপ করে, উহা ভ্রমসম্ভূত আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। ১৫।

বিভু কাহাকেও পাপেও প্রবৃত্ত করেন না, সুকৃতেও প্রবৃত্ত করেন না, অজ্ঞান দ্বারা জীবগণের জ্ঞান আবৃত, তাই তাহারা মোহ প্রাপ্ত হয়।

ভাব—বিভু—অনন্তশক্তিপূর্ণ ঈশ্বর। ঈশ্বর যদি কাহাকেও পাপে বা পুণ্যে প্রবৃত্ত না করেন তাহা হইলে লোকসকল তাঁহার কোপভয়ে কেন ভীত হয়, তাঁহার সন্তোষবোধে কেন প্রফুল্লচিত্ত হয়? অজ্ঞান দ্বারা জীবের জ্ঞান আবৃত তাই তাহাদিগের এ প্রকার মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি পাপ ও পুণ্যে সর্ব্বান্তরাত্মা পরমেশ্বরে

আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য উপস্থিত না হয় তাহা হইলে পাপ পুণ্যের কোন প্রভেদ রহিল না, শাস্ত্রও ব্যর্থ হইয়া গেল। নির্ব্বিকার পরমাত্মাতে বিকারের সম্ভাবনা নাই। পাপ পুণ্যে যদি তাঁহার আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি আমাদের মত হইলেন। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে পাপের অপরিহার্য্য ফল দুঃখ এবং পুণ্যের অপরিহার্য্য ফল আনন্দই বা কেন? যদি পাপে দুঃখ ও পুণ্যে আনন্দ অজ্ঞানতা জন্যই হইত তাহা হইলে জ্ঞানিগণ পাপ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন, পুণ্যে ভোগ-সঙ্কোচ হয় বলিয়া দুঃখ অনুভব করিতেন। এস্থলে বাস্তবিক তত্ত্ব কি? পাপী বা পুণ্যাত্মা এ দুই সম্বন্ধে পরমাত্মার কোন বৈষম্য নাই। সূর্য্য করণাদি সাধুগণেরই সেবা করে অসাধুগণের করে না এরূপ নহে। প্রকৃতির প্রেরয়িতা পরমেশ্বর প্রকৃতি-নিহিত ধর্ম্মানুসারে তাহাকে নিয়োগ করিয়া থাকেন, এজন্যই পরমেশ্বরে বৈষম্য না থাকিলেও প্রকৃতির ক্রিয়ার জন্য প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জীবের সুখ ও দুঃখ উপস্থিত হয়। শৈলশিখর হইতে নিপতিত হইলে পুণ্যশীল বলিয়া তাহার অস্থিচূর্ণ হইবার কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না, এবং প্রকৃতিগত ধর্ম্ম অনুসরণ করিলে অপুণ্যবানেরও শারীরিক স্ফূর্ত্তির কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। জীবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ধর্ম্মানুসারে ভগবানের আজ্ঞা পালন করিলে সুখ এবং তাঁহার আজ্ঞা উলঙ্ঘন করিলে দুঃখ জীবের পক্ষে অপরিহার্য্য। ভগবান্ হইতে বিমুখ হইয়া শ্রেষ্ঠ জীবপ্রকৃতি যদি অশ্রেষ্ঠ (জড়) প্রকৃতির অধীন হয়, তাহা হইলেই সেই অধীনতা পাপের কারণ হয়; আর যদি জীবপ্রকৃতিকে স্ববশে রাখিয়া ভগবানের অধীন হয়, তাহা হইলে উহা পুণ্যের কারণ হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ প্রকৃতির ধর্ম্মসকল কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? অশ্রেষ্ঠ প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ "সেগুলিকে আমা হইতেই (উৎপন্ন) জানিও *" এই কথা বলাতে তাহারা যে সর্ব্বান্তর্য্যামী হইতেই উৎপন্ন ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। "আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি †" ইত্যাদিতে জীবের বুদ্ধি আদিও যে তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জীবপ্রকৃতিতে স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা যদি না থাকে তাহা হইলে প্রাক্তনকর্ম্মবশতঃ বুদ্ধি আদির ভিন্নতা হওয়া কখন সম্ভব নহে। এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন "স্বভাবই (কর্ত্তৃত্বাদিরূপে) প্রবৃত্ত হয় ‡।" এই স্বভাব কি? সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টাতে যে সকল সৃজ্যশক্তি বিদ্যমান ছিল সেই সকল শক্তির অন্তর্নিহিত ভাবই স্বভাব। "এই আট প্রকারে বিভক্ত আমার প্রকৃতি §।" "আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি জানিও ‖।" "আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি ¶।" "সেগুলিকে আমা হইতেই (উৎপন্ন জানিও ⊙।"

---

* গীতা ৭ অ, ১২ শ্লোক। † গীতা ৭অ, ১০ শ্লোক। ‡ গীতা ৫ অ, ১৪ শ্লোক।
§ গীতা ৭অ, ৪ " । ‖ গীতা ৭অ, ৫ " ।
¶ গীতা ৭অ, ১০ " । ⊙ গীতা ৭অ, ১২ " ।

ইত্যাদি উক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে যে, ভগবানের অন্তরঙ্গ সৃষ্টিশক্তি, সৃষ্টিশক্তির অন্তরঙ্গ সৃজ্যশক্তি। এজন্যই শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "কারণের আত্মভূত—শক্তি, শক্তির আত্মভূত—কার্য্য *।" বিষ্ণুপুরাণে—"নির্গুণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ, অমলাত্মা ব্রহ্মের স্বর্গাদি কর্তৃত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয় † ?" মৈত্রেয়কৃত এই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর বলিয়াছেন, "সমুদায় পদার্থের শক্তি চিন্তা ও জ্ঞানের অতীত, এজন্যই ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদির কারণ যে সমস্ত পদার্থশক্তি, হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেমন দাহকত্বাদি শক্তি, সেইরূপ ‡।" 'অগ্নির যে প্রকার দাহিকা শক্তি স্বভাবতঃ আছে, তেমনি যে সকল শক্তি হইতে সৃষ্ট্যাদি হইয়া থাকে তাহারাও স্বভাবসিদ্ধ' এবং সেই সকল শক্তি হইতে যে সকল সৃজ্যশক্তি প্রকাশ পায় তাহারাও সেই প্রকার স্বভাবিক। এজন্যই মনুর এই উক্তি সিদ্ধ হইতেছে, "সেই প্রভু যাহাকে যে কর্ম্মে প্রথমে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সে যখন পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয় তখন সেই কর্ম্মই লাভ করিয়া থাকে §।" "সেই ব্রহ্ম কর্ম্ম সহকারে মহাভূতসমূহে প্রবিষ্ট হন ¶।" এস্থলে যে কর্ম্মশব্দ রহিয়াছে তাহা সৃজ্যশক্তিই। সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সৃজ্যশক্তিসমূহ অভিন্ন, সৃষ্টিশক্তির সত্তাতেই সৃজ্যশক্তিসকলের সত্তা। এইরূপে জীবসকলের পাপ পুণ্য তাহাদিগের স্বাভাবিক ভাব হইতেই সিদ্ধ হইতেছে। জীবগত পাপ পুণ্যে পরমাত্মার বিকার উপস্থিত হয় এ প্রকার চিন্তা অজ্ঞানসম্ভূত ইহা দেখিয়াই আচার্য্য বলিয়াছেন 'অজ্ঞান দ্বারা জীবগণের জ্ঞান আবৃত তাই তাহারা মোহ প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে আমরা দেখিতেছি আচার্য্য উপরে যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা দোষশূন্য। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন 'যাহাকে ইনি এই সকল লোক হইতে উর্দ্ধে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে ইনি সাধুকর্ম্ম করান, যাহাকে ইনি অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে ইনি অসাধু কর্ম্ম করান' এই শ্রুতিতে পরমেশ্বরই করান এই বুঝা যাইতেছে। তবে কেন বলা হইল, স্বভাবই (কর্তৃত্বাদিরূপে) প্রবৃত্ত হয়। ইহারই উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন, কোন ব্যক্তির পাপও ইনি গ্রহণ করেন না, কোন ব্যক্তির সুকৃতও ইনি গ্রহণ করেন না; কেন না ইনি কারয়িতা নহেন, যেহেতু ইনি বিভু—ব্যাপক, সুতরাং নিষ্ক্রিয়। যিনি সক্রিয় তিনি অন্যকে প্রবর্ত্তিত করেন এবং তাহার পাপ পুণ্যভাজন হন; ইনি সেরূপ নহেন। ইনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশকমাত্র। সুতরাং ইনি যাহাদিগকে প্রকাশ করেন তাহাদিগের কর্ম্মসহকারে সম্বদ্ধ হন না। তবে তাঁহার কারয়িতৃত্ব সূর্য্যের ন্যায় সত্তামাত্র, যেমন ঘট প্রকাশ পায়, সূর্য্য ঘটকে প্রকাশিত করে। সুতরাং উপরে যে শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সহিত কোন বিরোধ ঘটিতেছে না।...'আমি ব্রহ্ম' এই প্রমাণানুসারে যাহারা আপনাদিগের ব্রহ্মভাব অবগত নহে,

* বেদান্তসূত্রভাষ্য ২ অ, ১ পা। ২৮ সূত্র। † বিষ্ণুপুরাণ ১ অং, ৩অ, ১ শ্লোক।
‡ বিষ্ণুপুরাণ ১ অং, ৩অ, ২ শ্লোক। § মনু ১অ, ২৮ শ্লোক। ¶ মনু ১অ, ১৮ ,,।

ঈশ্বর হইতে আত্মাকে পৃথক্ মনে করে, তাহারা ঈশ্বর এবং আত্মার সেব্য সেবক ভাব দর্শন করিয়া মোহপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন 'অনন্তর যে ব্যক্তি ইনি আমা হইতে অন্য এই ভাবে অন্য দেবতা র উপাসনা করে সে যথার্থ তত্ত্ব জানে না; সে ব্যক্তি দেবগণের পশু।' 'ইনি সাধুকর্ম্ম করান' এশ্রুতিও ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ব্যবহারবিষয়ক।"—শ্রীমন্নীলকণ্ঠের এই ব্যাখ্যা—"ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরয়িতাকে জানিয়া *", "ইনি প্রভু মহান্ পুরুষ, ইনি চিত্তের প্রবর্ত্তক †" "যিনি পৃথিবীতে স্থিতি করিয়া পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র, যাঁহাকে পৃথিবী জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীরস্বরূপ, যিনি স্বতন্ত্র থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মন করেন ‡"—এই প্রকার শ্রুতিসকলের বিরোধী। "যাঁহা হইতে ভূতগণের চেষ্টা সমুপস্থিত হয় §" তাঁহার কেবল সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশকত্ব হইতে পারে না, কেন না যাহারা প্রকাশিত হইল তাহাদিগের স্বভাবও তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই স্বতঃ বুদ্ধিগম্য হয়। তিনি সত্যসঙ্কল্প; সুতরাং তাঁহা হইতে উদ্ভূত স্বভাবের কদাপি উচ্ছেদ হওয়া সম্ভবপর নহে। সৃষ্টগণের যাহার যে স্বভাব তদনুসারে তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রেরণা করেন, এই জন্য প্রেরয়িতাতে কখন বৈষম্য উপস্থিত হয় না। সূর্য্যাদি পদার্থ যে স্বভাব লাভ করিয়াছে সে স্বভাবকে তাহারা অতিক্রম করে না, জীব কামকৃতবিকারবশতঃ স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয় এজন্যই তাহাতে বিকারের সম্ভাবনা। জীব যখন স্বভাবে স্থিতি করে তখন তাহাতে পুণ্য উপস্থিত হয়। এরূপ হয় কেন? স্বভাবে স্থিতি করিলে ভগবানের স্বরূপের সহিত একতা হয়, স্বরূপের সহিত একতা হইলে ভগবানের আবির্ভাব অনুভূত হয়, সেই আবির্ভাব অনুভবে শুদ্ধসত্ত্বত্ব জন্মে, আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বতন শ্লোকে জীবে যে প্রভুশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা জীবে ঈশ্বরের স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে এই ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রেরয়িতা সহ জীব মিলিত হইলে প্রকৃতি জীবের বশতাপন্ন হয়, এজন্যই তাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ আবির্ভূত হইয়া থাকে। ১৫।

অজ্ঞানতাজনিত মোহের বিষয় বলিয়া আচার্য্য এখন তত্ত্বদর্শনোপযোগী জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন :—

জ্ঞানেন তু তজ্জ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্। ১৬।

যাহা দিগের আত্মার অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদিগের আদিত্যবৎ জ্ঞান পরমজ্ঞানকে প্রকাশ করে।

---

* শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ১। ১২।
† শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩। ১২।
‡ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ৫ ৭। ৩।
§ গীতা ১৮ অ, ৪৬ শ্লোক।

ভাব—যাহাদিগের আত্মজ্ঞান দ্বারা পরমপুরুষে বিকারিত্বদর্শনরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের সেই জ্ঞান, 'বিভু কাহাকেও পাপ পুণ্যে প্রবৃত্ত করেন না স্বভাবই [কর্তৃত্বাদিরূপে] প্রবৃত্ত হয়, এই পরমার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করে। ১৬।

"প্রভু মহান্ পুরুষ, চিত্তের ইনি প্রবর্ত্তক *" এই শ্রুতি অনুসারে স্বভাবের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ রোষাদির অধীন নহেন জানিলে কি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ। ১৭।

তাঁহাতে যাঁহাদিগের বুদ্ধি, তিনিই যাঁহাদিগের আত্মা, তাঁহাতে যাঁহাদিগের নিষ্ঠা, তিনি যাঁহাদিগের পরমাশ্রয়, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদিগের পাপ বিদূরিত হয়, আর তাঁহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না।

ভাব—তাঁহাতে যাঁহাদিগের বুদ্ধি—সেই বিভুতে যাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি অবস্থান করে, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্র গমন করে না। অন্যত্র চিত্ত গমন না করিবার কারণ এই যে তাঁহারা জানেন তাঁহা ব্যতীত যাহা কিছু সকলই অনিশ্চয়াত্মক; তাঁহাতে স্থিতি করিলে সকলই তাঁহাদিগের আয়ত্ত হয়। তিনিই যাঁহাদিগের আত্মা—সেই বিভুই যাঁহাদিগের আত্মা অর্থাৎ তাঁহারা পরমাত্মাকে পরমাত্মীয় ও প্রিয়রূপে গ্রহণ করেন আর কাহাকে সেরূপভাবে গ্রহণ করেন না। তাঁহাতে যাঁহাদিগের নিষ্ঠা—সেই বিভুই যাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ও অভিনিবেশের বিষয়, তাঁহারা তাঁহাকে ব্যতীত আর কিছুতেই অভিনিবিষ্টচিত্ত হন না, তাঁহাতে নিরন্তর স্থিতি করেন। তাঁহাদিগের জ্ঞানদ্বারা পাপ বিদূরিত হয়—ঈশ্বরেতে কোন বৈষম্য নাই এই জ্ঞানদ্বারা তৎপ্রতি বৈমুখ্যভাব যাঁহাদিগের বিদূরিত হইয়াছে। অপুনরাবৃত্তি—মুক্তি, স্বরূপে অবস্থিতি। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানে এরূপ হয় কি প্রকারে এরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে তত্ত্ব আলোচনা করিলেই তাহার উত্তর বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। ঈশ্বর যদি আমাদিগের ন্যায় রাগদ্বেষপরবশ হন আমাদের বুদ্ধি তাঁহাতে কখন স্থিরতা লাভ করিতে পারে না, কেন না সকল লোকই জানে যে, "অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তির প্রসন্নতাও ভয়াবহ।" ভ্রমপ্রমাদপরবশ জীব কখনও ভ্রমে নিপতিত হইবে না ইহা সম্ভবপর নহে; সুতরাং ধর্ম্মাত্মা সাধুও তাঁহাতে নিরবচ্ছিন্ন আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। এইরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঈশ্বর রাগদ্বেষবিরহিত এ জ্ঞান জন্মিলে তবে তাঁহাকে পরমাত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়া তন্নিষ্ঠ বা তৎপরায়ণ হওয়া যাইতে পারে। ১৭।

---

* শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩। ১২।

ঈশ্বরের সমভাব যখন যোগীতে সংক্রামিত হয় তখন তাঁহার ব্রহ্মভাবাপন্নত্ব সিদ্ধ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ব্রহ্মভাবাপন্নতার লক্ষণ কি, দুইটি শ্লোকে আচার্য্য তাহা প্রদর্শন করিতেছেন :—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। ১৮।
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ। ১৯।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালকে, গো হস্তী এবং কুক্কুরকে পণ্ডিতেরা সমান দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের মন এই প্রকার সাম্যে অবস্থিত তাঁহারা ইহলোকেই সংসার জয় করেন। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ এবং সমভাবাপন্ন, তাই সেই সমদর্শিগণ ব্রহ্মে অবস্থিত।

ভাব—বিদ্যা—আত্মবোধ, ব্রহ্মবিদ্যা ; বিনয়—নিরহঙ্কারত্ব, অনৌদ্ধত্য। এই অনৌদ্ধত্য—"বিষ হইতে লোকে যে প্রকার উদ্বিগ্ন হয়, সম্মান হইতে ব্রাহ্মণ সেইরূপ নিত্য উদ্বিগ্ন হইবেন, অপমানকে নিয়ত অমৃতের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিবেন * ;" এই উক্তির অনুরূপ। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল কর্ম্মেতে সমান নহে, গো হস্তী ও কুক্কুর জাতিতে সমান নহে। যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মার যথার্থ তত্ত্ব জানেন তাঁহারা ঈদৃশ বৈষম্য স্থলেও যে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন,তাহার কারণ এই যে, বাহিরে ব্রাহ্মণ কুক্কুরাদির যে বিশেষ বিশেষ আকার প্রকাশ পায় তাহা প্রকৃতিসম্ভূত; আত্মা কিন্তু জ্ঞানাকারে সর্ব্বত্র সমান ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদিগের এরূপ দর্শনের অন্য কারণও আছে। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সদ্রূপে ভাসমান। তিনি সকলেতে আছেন এই দৃষ্টিতে সমানভাবে তাঁহারা সকলকে দেখিয়া থাকেন। যাঁহারা এই প্রকার সমদৃষ্টিতে দেখেন তাঁহারা ইহলোকেই সংসারকে আপনাদের বশে স্থাপন করিতে সমর্থ হন। এরূপ সমর্থ হইবার কারণ এই যে, ব্রহ্ম যেরূপ সমভাবে সকলকে দেখিয়া থাকেন তাহাতে যে প্রকার কোন বৈষম্য নাই, সেইরূপ তাঁহারাও ব্রহ্মের গুণ লাভ করিয়া অচঞ্চলচিত্ত হইয়াছেন। ব্রহ্ম স্বয়ং নির্দ্দোষ, সর্ব্ববিধবিকারশূন্য, রাগ দ্বেষ ও বৈষম্যবিরহিত। এই সকল পণ্ডিতও তাঁহার ন্যায় রাগ-দ্বেষবিরহিত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়াতে ব্রহ্মের সমভাব লাভ করত ব্রহ্মেতেই নিয়ত স্থিতি করেন ; সুতরাং সংসার তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অনায়াসে জিত হয়। এস্থলে একটি বিবেচনা করিতে হইতেছে, যাহারা সমান নহে তাহাদিগের প্রতি সমান ব্যবহার শাস্ত্রে নিন্দিত। যে সকল আসন, বসন ও ভূষণ দ্বারা চণ্ডালকে সম্মানিত করা

* মনু ২ অ, ১৬২ শ্লোক।

হইল, সেইরূপ আসন বসন ও ভূষণ দ্বারা যদি সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্রহ্মবেত্তাকে সম্মানিত করা হয়, তাহা হইলে কেবল যে সম্মানিত ব্যক্তির যেরূপে সম্মান করা উচিত তাহার ব্যতিক্রম হইল তাহা নহে, জ্ঞান ধর্ম্মাদির অবমাননা ও বিষম ব্যবহার হইল। বিষম ব্যবহার হইল কেন? চণ্ডালগণের, তাহাদিগের যোগ্য আসন বসন ও ভূষণ দ্বারা, এবং ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞগণের, তাঁহাদিগের যোগ্য আসন বসন ও ভূষণ দ্বারা সম্মাননা হইয়া থাকে, এই সত্যকে অনাদর করিয়া যে ব্যতিক্রমসাধন করা হইয়াছে তাহা বিষমব্যবহার ভিন্ন আর কি? "সমান ব্যক্তি যদি বিষমভাবে এবং অসমান ব্যক্তি সমভাবে পূজা করে" এই যে গোতমবচন ব্যাখ্যাকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় আমরা যাহা বলিলাম তাহাই। যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে 'পণ্ডিতগণ সমদর্শী' 'ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন' একথা সিদ্ধ হইল কোথায়? জ্ঞানে সে কথা সিদ্ধ হয়। জ্ঞান-দৃষ্টিতে চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ এ দুইয়েতে কোন প্রভেদ নাই; এই অভেদদৃষ্টিতে যে ব্যবহার উপস্থিত হয় তাহাতেও সমত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমত্বে চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ এ উভয়ে যাহা পাইবার যোগ্য তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না; কিন্তু সেই সমত্ব তাহাদিগের উভয়ের প্রাপ্তিযোগ্য বিষয় অবলম্বন করিয়াই বাহিরে প্রকাশ পায়। লোক-দিগের গ্রহণযোগ্যতানুসারে পরব্রহ্ম তাহাদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্য বিষয় দান করিয়া থাকেন এবং সেইরূপ দানেই তাঁহার সমত্ব প্রকাশ পায়। জল বায়ু অগ্নি সূর্য্যকিরণ প্রভৃতি আচণ্ডাল সকল লোকেরই সমান প্রয়োজন, যোগানন্দাদি সেরূপ নহে। সেই যোগানন্দাদি সাধক ও অসাধক সকলকেই সমান ভাবে যদি দান করা হয়, তাহা হইলে দাতার বিষম ব্যবহার হইল। যাহাকে ভগবান্ যাহা দান করুন না কেন, সে দান যখন এক করুণা হইতেই উপস্থিত হয়, তখন ভগবানেতে বৈষম্য হইল না। এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, করুণা সমান হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে তারতম্য হয় কেন? এস্থলে বাস্তবিক করুণার কোন তারতম্য হইতেছে না, করুণা অখণ্ড বিকারশূন্য, অনন্ত। যাঁহারা সেই করুণা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদিগের গ্রহণশক্তির তার-তম্যবশতঃ, ঐ করুণার তারতম্য লক্ষিত হয়, সুতরাং করুণায় কোন দোষ পড়িতেছে না। ভগবান্ চৈতন্যমাত্র, তাঁহাতে আমাদিগের ন্যায় প্রেমাদি কেন আরোপিত হইতেছে? তাঁহাতে প্রেম আরোপিত হইতেছে না, এক অখণ্ড চিৎস্বরূপ ভগবানের জীবের সহিত সম্বন্ধ আলোচনা করিলে সেই চিৎস্বরূপকেই প্রেমাদিস্বরূপে গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী; এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন "আমি এই জগতের পিতা মাতা ধাতা পিতামহ *" "আমি স্বামী, প্রভু, সাক্ষী, গতি, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ †।" যিনি আমার এই সংসারে আগমনের পূর্ব্বে আমার অভাবনিচয় জানিয়া সেই অভাবপূরণের জন্য সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করিয়াছেন তাঁহার সেই জ্ঞান আমার নিকটে প্রেমরূপেই

* গীতা ৯অ, ১৭ শ্লোক।

† গীতা ৯অ, ১৮ শ্লোক।

প্রতিভাত হয় এবং সেই কারণেই পিতা, মাতা, সুহৃৎ প্রভৃতি সম্বন্ধ যথাযথ ভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি অশক্ত, তিনি আপনার শক্তিতে আমায় নিয়ত শক্তিসম্পন্ন করিতেছেন, ইহাতে করুণা, কৃপা, অনুগ্রহ, প্রসন্নতা ইত্যাদি যে তাঁহাতে বিদ্যমান ইহা আর কে অস্বীকার করিতে পারে? আচার্য্য এই জন্যই বলিয়াছেন "তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রসাদে পরম শান্তি এবং শাশ্বত স্থান লাভ করিবে *।" ১৮। ১৯।

সমদর্শনরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে কিরূপ লক্ষণ হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ। ২০।

প্রিয় বস্তু পাইয়াও হৃষ্ট হইবেন না, অপ্রিয় বিষয় লাভ করিয়াও উদ্বিগ্ন হইবেন না, ব্রহ্মবিৎ স্থিরবুদ্ধি এবং অবিমুগ্ধ থাকিয়া ব্রহ্মেতে স্থিতি করিবেন।

ভাব—যদিও এই শ্লোকে বিধির আকারে লক্ষণগুলি নিবিষ্ট রহিয়াছে, তথাপি এই সকল লক্ষণ দ্বারাই সাধকের ব্রহ্মে স্থিতিও বুঝিতে পারা যায়। ২০।

সমদর্শনের ঈদৃশ লক্ষণ কেন হয় আচার্য্য তাহার কারণ বলিতেছেন :—

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে। ২১।

বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে যাঁহার চিত্ত অনাসক্ত, তিনি আত্মাতেই যে সুখ তাহাই লাভ করেন, ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সেই ব্যক্তি অক্ষয় সুখ ভোগ করিয়া থাকেন।

ভাব—আত্মাতে—আপনার স্বরূপে। ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা—যোগে যাঁহার আত্মা ব্রহ্মেতে একতা লাভ করিয়াছে। ২১।

যে বিষয়ভোগের পরিণামে দুঃখ উপস্থিত হয় জ্ঞানবান্ তাহাতে কদাপি আমোদ লাভ করেন না আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ। ২২।

হে কৌন্তেয়, বিষয়সম্ভূত ভোগ হইতে দুঃখই উৎপন্ন হয়, বিশেষ উহাদের আরম্ভ আছে শেষ আছে, পণ্ডিত ব্যক্তি কখন তাহাতে আমোদিত হন না।

ভাব—বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যে সকল ভোগ উপস্থিত হয় তাহারা দুঃখের

* গীতা ১৮ অ, ৬২ শ্লোক।

কারণ, কেন না উহা হইতে রাগ দ্বেষাদি উৎপন্ন হইয়া হৃদয়ে নরকের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। আচ্ছা যদি সেরূপও হয় তথাপি ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগের কোন কারণ নাই, কেন না এ সংসারে জীব কোথাও অবিমিশ্র সুখ লাভ করে না। এই মিথ্যাযুক্তি নিরসন করিবার জন্য আচার্য্য 'উহাদের আরম্ভ আছে শেষ আছে' এইরূপ একটি বিশেষণ দিয়াছেন। আরম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় ভোগসুখ নিতান্ত ক্ষণিক এবং উহার সঙ্গে দ্বেষাদি সংযুক্ত থাকাতে নিতান্ত দুঃখকর, অন্তেও উহা সম্যক্ প্রকারে দুঃখেই পর্য্যবসন্ন হয়, সুতরাং দুঃখকর; সাত্ত্বিক সুখ এপ্রকার নহে, এইজন্য আচার্য্য বলিয়াছেন "যে সুখ আরম্ভে বিষের মত পরিণামে অমৃতোপম, সেই সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলে, এই সুখ আত্মবুদ্ধির নির্ম্মলতা হইতে উপস্থিত হয় *।" সাত্ত্বিক সুখ সংযমাদি ক্লেশে আরম্ভ হয়, এইজন্য আরম্ভে উহা বিষের ন্যায় বলা হইয়াছে। এ ক্লেশের মধ্যেও সুখ নিহিত আছে, অন্যথা বিষয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া সংযমাদিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইত না। রোগজনিত ক্লেশের উপশম হইলে যে প্রকার একটী শান্তি অনুভব হয়, ভোগত্যাগ করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভোগসংযুক্ত দুঃখের যে অপনয়ন হয় তাহাতেও সেইরূপ শান্তি অনুভূত হইয়া থাকে, সকল যোগানুষ্ঠায়ীরাই এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব শান্তিরূপ সুখে সংযমাদির আরম্ভ হয়, সুতরাং ইহার আরম্ভেও সুখ, অন্তে সাক্ষাৎ আনন্দ লাভ হওয়াতে ইহা অমৃতোপম। ২২।

"রজোগুণসম্ভূত এই কাম, এই ক্রোধ দুষ্পূর, মহাপাপ †" ইত্যাদিতে কাম ক্রোধের একত্ব উল্লেখ করিয়া তাহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশ করে এজন্য আচার্য্য তাহাদিগকে পরম শত্রু বলিয়াছেন। সেই পরম শত্রু হইতে যে সকল উদ্দীপ্ত ভাব উপস্থিত হয় তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করিয়া যিনি যাবজ্জীবন জিতক্রোধ হন তিনি কৃতার্থ, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ। ২৩।

শরীর পরিত্যাগের পূর্ব্বে ইহলোকেই যে ব্যক্তি কাম ক্রোধের আবেগ সহ্য করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সমাহিত, সেই ব্যক্তি সুখী।

ভাব—কাম ও ক্রোধকে জয় করাতে সাধক আপনি যোগিত্ব ও সুখিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন, অপরেও তাঁহাকে সেইরূপ জানিতে পায়। যাহাদিগের কাম ক্রোধ পরাজিত হয় নাই তাহারা যোগী নহে সুখী নহে আপনারাও অনুভব করে, অপরেও তাহাদিগকে সেইরূপ জানে। ২৩।

* গীতা ১৮অ, ৩৭ শ্লোক।

† গীতা ৩অ, ৩৭ শ্লোক।

কাম ক্রোধ নিরুদ্ধ করিলে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মযোগ সিদ্ধ হয় না। সেই ব্রহ্মযোগ কখন সিদ্ধ হয়. আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি। ২৪।

যাহার অন্তরেই সুখ, অন্তরেই আরাম, অন্তরেই জ্যোতি, সেই যোগী ব্রহ্মেতে অবস্থিত, এবং ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।

ভাব—আরাম—ক্রীড়া; অন্তরেই জ্যোতি—অন্তরাত্মাতে জ্ঞানপ্রকাশ, যিনি অন্তর্দৃষ্টিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তত্ত্ব অনুভব করেন; ব্রহ্মেতে অবস্থিত—ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত। নির্ব্বাণ—নির্বৃতি, মোক্ষ। ২৪।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। ২৫।

যে সকল ব্যক্তির পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, দ্বৈধ ছিন্ন হইয়াছে, আত্মা সংযত হইয়াছে, সর্ব্বভূতের হিতে রত, সেই সকল সম্যগ্দর্শিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

ভাব—পাপ ক্ষীণ—ভগবানের প্রতি বৈমুখ্যরূপ পাপক্ষয় পাইয়াছে; দ্বৈধ—সংশয়, শ্রীমদ্রামানুজ মতে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব; সম্যগ্দর্শিগণ—সূক্ষ্মবস্তুবিবেচনসমর্থগণ। ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ—ব্রহ্মে নির্বৃতি মোক্ষ। ২৫।

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্। ২৬।

যাঁহারা কামক্রোধবিমুক্ত হইয়াছেন, সংযতচিত্ত হইয়াছেন, আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের (জীবন মরণ) দুই দিকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বিদ্যমান। ২৬।

ভাব—সম্যক্ জ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে স্থিতি করিলেই যোগিত্ব উপস্থিত হয়। যোগবিচ্ছিন্ন না হয় এজন্য সাধনের প্রয়োজন, সাধন না করিলে বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ-বশতঃ যোগ হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়া অপরিহার্য্য, এই জন্য পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আচার্য্য ধ্যান-যোগের বিষয় বলিয়াছেন। সম্যক্ জ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে স্থিতি হইলে আর সাধনে প্রয়োজন কি, লোকদিগের এই প্রকার কুমতি হয় জানিয়া আচার্য্য এই অধ্যায়েই সম্যক্ জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন ধ্যানযোগ সূত্রাকারে তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন :—

স্পর্শান্‌কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরেভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ। ২৭।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ। ২৮।

বাহ্যবিষয়সমূহকে বাহিরে এবং চক্ষুকে ভ্রূমধ্যে রাখিয়া নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান ও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করত যে মননশীল মোক্ষপরায়ণ ব্যক্তি ইচ্ছাভয়-ক্রোধশূন্য হইয়াছেন তিনি নিরন্তর মুক্ত।

ভাব—বাহ্য শব্দাদি বিষয়সমূহ চিন্তাযোগে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। সেই সকলের সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ করিলেই তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল এবং সমুদয় বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপার নিবৃত্ত হইল। চক্ষুকে ভ্রূর মধ্যদেশে স্থাপন করিয়া নাসাভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণ এবং অপান বায়ুকে, শ্বাস ও প্রশ্বাসকে মন্দ করিয়া, সমভাবাপন্ন করা হইল। অনন্তর মোক্ষপরায়ণ যোগার্থী, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিলেন। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত হওয়াতে ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইল। ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে অন্তরে ভগবচ্চিন্তনে আর কোন ব্যাঘাত রহিল না। তখন যোগার্থী মুক্ত হইলেন। ২৭। ২৮।

এইরূপে যোগযুক্ত ব্যক্তি কাহাকে অবগত হইয়া মোক্ষলাভ করেন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি। ২৯।

আমি যজ্ঞ ও তপস্যার রক্ষক, সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, আমাকে জানিয়া শান্তি লাভ হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
কর্ম্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ভাব আমাকে—অন্তর্যামীকে ; শান্তি—মোক্ষ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

"বাহ্য বিষয়সমূহকে বাহিরে এবং চক্ষুকে ভ্রূমধ্যে রাখিয়া *" ইত্যাদি বাক্যে ধ্যানযোগ পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে সূচনা করা হইয়াছে, উহাই বিস্তারিতরূপে বলিবার জন্য ষষ্ঠাধ্যায়ের আরম্ভ। সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগের একত্ব এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। কি জানি বা ধ্যানযোগকে সর্ব্বোচ্চতম অনুধাবন করিয়া সেই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সর্ব্বপ্রথমে স্পষ্ট বাক্যে আচার্য্য সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের অবতারণা করিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ। ১।

কর্ম্মফল অবলম্বন না করিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী, তিনি নিরগ্নি নন, তিনি অক্রিয় নন।

ভাব—কর্ম্মফল অবলম্বন না করিয়া—কর্ম্মের ফলতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া। যিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করিলেন তিনি সন্ন্যাসী, যাঁহার ফলতৃষ্ণাজনিত চিত্তের বিক্ষেপ হয় না তিনি সেই জন্য যোগী। নিরগ্নি—যে সকল কর্ম্ম অগ্নি দ্বারা সাধিত হয় সেই সকল কর্ম্মত্যাগী ; অক্রিয়—যে সকল কর্ম্ম অগ্নি দ্বারা সাধিত হয় না সেই সকল কর্ম্মত্যাগী। "যদ্দারা আহুতি দান করা হয় তাহা ব্রহ্ম, যাহা আহুত হয় তাহা ব্রহ্ম †" ইত্যাদি, প্রণালীতে ব্রহ্মদৃষ্টি ও অহংগ্রহে যে সকল অগ্নি-দ্বারা-সাধিত কর্ম্ম পূর্ব্বে উপদিষ্ট হইয়াছে সেই গুলি অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম, তপস্যাদি অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম। শ্রীমদ্বলদেব ও বিশ্বনাথ বলেন দৈহিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে থাকিলেই যোগী হয় না। শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, 'জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাবলোকনরূপ যে যোগ অভ্যাস করা হইয়া থাকে তাহারই বিধি (এস্থলে) উল্লিখিত হইয়াছে।' ধ্যানযোগে গৃহীর অধিকার নাই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা স্বয়ং আচার্য্যই যখন গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহার আচরণই যখন তাহার প্রতিবাদ করিতেছে, তখন এস্থলে তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের জন্য বিচারের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। "যোগী সতত নির্জ্জনে একাকী স্থিতি করিয়া চিত্তও আত্মাকে সংযমপূর্ব্বক নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া আত্মার সমাধান করিবেন, ‡" "মনে মনে সমুদয় কর্ম্ম

* গীতা ৫অ, ২৭। ২৮ শ্লোক। † গীতা ৪ অ, ২৪ শ্লোক। ‡ গীতা ৬অ, ১০ শ্লোক।

সমর্পণ করত কিছুই না করিয়া কিছুই না করাইয়া দেহী…সুখে স্থিতি করিতেছে, *" "…মৌনী, যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট-বাসস্থান-শূন্য ও স্থিরচিত্ত †," "যে ব্যক্তি কামনার বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করে ‡," "সর্ব্ব-প্রকারের উদ্যম পরিত্যাগ করিয়াছেন, §" এই সকল প্রমাণ দ্বারা গৃহীর যোগে অনধিকারিত্ব যে সিদ্ধ হয় না সেই সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখিলেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে।১।

যোগী কি প্রকারে সন্ন্যাসী হন আচার্য্য তাহার কারণ বলিতেছেন :—

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন। ২।

হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে, জানিও তাহাকেই যোগ বলে; কেন না সঙ্কল্প ত্যাগ না করিয়া কেহ যোগী হইতে পারে না।

ভাব—সন্ন্যাস—কর্ম্মত্যাগ; যোগ—কর্ম্মযোগ। সন্ন্যাস কর্ম্ম না করা, কর্ম্মযোগ কর্ম্ম করা, এ দুইয়ের একত্ব হইল কি প্রকারে, আচার্য্য তাহার কারণ এই বলিয়াছেন যে, সঙ্কল্প পরিহার না করিয়া, ফলাভিসন্ধান পরিত্যাগ না করিয়া কেহ কখন যোগী হইতে পারে না, এবং ফলতৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যখন এ শাস্ত্রে কর্ম্ম না করা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন এই কর্ম্মযোগই সন্ন্যাস। ফলতৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমানে চিত্তের বিক্ষোভ জন্মে, ফলতৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিলে চিত্তের বিক্ষোভ নিরুদ্ধ হয়। চিত্তের বিক্ষোভ নিরোধই যোগ, সুতরাং ফলতৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান-বিরহিত কর্ম্মযোগই যোগ। এইরূপে সঙ্কল্পত্যাগে সন্ন্যাস ও যোগের একতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ২।

কর্ম্মই ধ্যানযোগের প্রথম উৎপত্তির কারণ, কর্ম্ম বিনা ধ্যানযোগের উদয় হয় না। যখন ধ্যানযোগ উপস্থিত হইল তখন নিবৃত্তি সেই যোগের অবিচ্ছিন্ন স্থিতির কারণ হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে। ৩।

যে মননশীল ব্যক্তি যোগারূঢ় হইতে অভিলাষী, কর্ম্মই তাঁহার (যোগারোহণে) কারণ। যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে নিবৃত্তি (জ্ঞান-পরিপাকে) কারণ।

ভাব—"যাঁহারা সমুদয় অনুষ্ঠান কামনা ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত ‖" এই উক্তি অনুসারে যে

---

* গীতা ৫অ, ১৩ শ্লোক। † গীতা ২অ, ১১ শ্লোক।
‡ গীতা ২অ, ৭১ শ্লোক। § গীতা ১২ অ, ১৬ শ্লোক। ‖ গীতা ৪অ, ১৯ শ্লোক।

কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠিত হয় সেই কর্ম্মযোগ, ধ্যানযোগে আরোহণ করিবার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তির ধ্যানযোগ উৎপাদনে সাধনস্বরূপ হয়; কেন না তাদৃশ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তবৃত্তির বিক্ষোভ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যখন সর্ব্বথা বিক্ষোভনিবৃত্তি হয় তখন সাধকে যোগারূঢ়াবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে; এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন, যোগে আরোহণ করিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত হইলে তাঁহাতে যোগারূঢ়াবস্থা উপস্থিত হয়। ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইবার কারণ তৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমানের বিরাম। সুতরাং সেই বিরাম যোগা-রূঢ়াবস্থার উৎপাদক। যোগারূঢ়াবস্থায় সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় সকল ব্যাখ্যাকার-গণই এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে সমুদয় কর্ম্মের নিবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না এবং সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তি আচার্য্যমতেরও বিরোধী। সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্ম পরিত্যাগের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারাও 'আমি কিছু করি না' ঈদৃশ উক্তি অভিমানমূলক অজ্ঞানতা বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। ৩।

যোগারূঢ় ব্যক্তির কি লক্ষণ আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে। ৪।

যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার যখন ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে ও কর্ম্মেতে আসক্তি হয় না, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়।

ভাব—শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এবং সেই সকল বিষয়ের অনুসরণই কর্ম্ম। যিনি সর্ব্ববিধ সঙ্কল্প ও ফলাভিসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার সে সকলেতে কোন প্রকার আসক্তি উপস্থিত হয় না; সুতরাং তাঁহাকে ত্যাগশীল ও যোগারূঢ় বলা যায়। "সঙ্কল্প ত্যাগ না করিয়া *" এস্থলে 'ফলাভিসন্ধানকে' সঙ্কল্পশব্দের অর্থ করিয়া 'সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পপরিত্যাগের' অর্থ—'সকল প্রকার কামনা এবং কামনাজনিত সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্ম পরিত্যাগ'—করা অতীব আশ্চর্য্য। আপনার মত ও সংস্কারের অনুসরণপূর্ব্বক একই শব্দ বা বিশেষণের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিষ্পাদন করিয়া প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করা কখনই নীতিসঙ্গত নয়। ৪।

যোগারূঢ় ব্যক্তি আপনি আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, সকলের পক্ষে উহাই কর্ত্তব্য আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। ৫।

---

* গীতা ৬অ, ২ শ্লোক।

আপনি আপনাকে উদ্ধার করিবে, কখন আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করিবে না। আপনি আপনার বন্ধু, আপনি আপনার শত্রু।

ভাব—আপনি আপনাকে উদ্ধার করিবে—বিবেকযুক্তচিত্তে জীব আপনাকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিবে; আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করিবে না—সংসারসাগরে আপনাকে নিমগ্ন করিবে না। আপনি আপনার উদ্ধারের জন্য যদি কেহ যত্ন না করে তাহা হইলে কখন তাহার নিজের উদ্ধার হইতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি আপনি আপনাকে উদ্ধার করিতে যত্ন করে সেই আপনার বন্ধু, আর যে ব্যক্তি সংসারে মগ্ন হইয়া থাকে সে আপনার শত্রু। ৫।

আত্মার বন্ধুই বা কি প্রকার, আত্মার শত্রুই বা কি প্রকার আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন:—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি জয় করিয়াছে সেই আপনি আপনার বন্ধু। যে আপনি আপনাকে জয় করিতে পারে নাই, সে শত্রুর ন্যায় আপনি আপনার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

আত্মাকে জয় করিলে কি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন:—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

যে আপনাকে জয় করিয়াছে ও প্রশান্ত হইয়াছে তাহার আত্মা শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ এবং মানাপমানে নিরতিশয় অবিচলিত থাকে।

ভাব—যাঁহার মন বশীভূত হইয়াছে, যিনি রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়াছেন, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মানাপমানে যাঁহার চিত্ত অতিমাত্র অচঞ্চল হইয়াছে, তিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন। শ্লোকস্থ 'পরং' শব্দের কেবল অর্থ করিলে যিনি রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়াছেন কেবল তাঁহারই আত্মা যোগারূঢ় হইয়াছে আর কাহারও নহে এরূপ বুঝায়। ৭।

যোগারূঢ় ব্যক্তির আর কি লক্ষণ হইয়া থাকে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন:—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞান ও বিজ্ঞানে চিত্ত পরিতৃপ্ত হওয়াতে যে যোগযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধি, তাঁহাকেই যোগারূঢ় বলা যায়।

ভাব—জ্ঞান—উপদেশসমুৎপন্ন জ্ঞান; বিজ্ঞান—সাক্ষাৎ অনুভূত জ্ঞান; নির্ব্বিকার—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের সহিত সংসর্গ হইলেও বিকারশূন্য, অচঞ্চল, সকল কালেই একই স্বভাবে অবস্থিত; জিতেন্দ্রিয়—রাগদ্বেষ দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের উপরে তাঁহার জয় লাভ হইয়াছে, এজন্যই ভোগ্য বিষয়ের প্রতি তাঁহার আর আসক্তি নাই, মৃৎপিণ্ড, পাষাণ ও সুবর্ণ তাঁহার নিকটে সমান হইয়া গিয়াছে। ৮।

যোগারূঢ়াবস্থার বিশেষ লক্ষণ আচার্য্য বলিতেছেনঃ—

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯॥

সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু, পাপী, এ সকলেতে যে ব্যক্তি সমবুদ্ধি তিনিই বিশিষ্ট।

ভাব—সুহৃৎ—শ্রীমচ্ছঙ্করমতে কোন প্রত্যুপকার অপেক্ষা না করিয়া যিনি উপকার করেন, শ্রীমদ্রামানুজমতে বয়োনির্ব্বিশেষে যিনি হিতৈষী, শ্রীমচ্ছ্রীধরমতে স্বভাবতঃ যিনি হিতকারী, শ্রীমন্মধুসূদনমতে কোন প্রত্যুপকার অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব স্নেহ বা সম্বন্ধ বিনা যিনি উপকার করেন। মিত্র—শ্রীমচ্ছঙ্করমতে স্নেহবান্, শ্রীমদ্রামানুজমতে সমবয়স্কের প্রতি হিতৈষী; অরি—শত্রু, বিনা কারণে অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষাকারী, তাহার কোন অপকার করা হয় নাই অথচ স্বাভাবিক ক্রূরতাবশতঃ অপকারকারী, ঘাতক। উদাসীন—বিবদমান উভয় ব্যক্তির প্রতি যাহার উপেক্ষা; মধ্যস্থ—বিবদমান উভয় ব্যক্তির হিতাকাঙ্ক্ষী; দ্বেষ্য—আপনার অপ্রিয়, অপকার করিয়াছে বলিয়া দ্বেষার্হ, নিজে কি অপকার করিতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে ব্যক্তি অপকার করে। বন্ধু—জন্ম ও সম্বন্ধবশতঃ যিনি হিতৈষী, সম্বন্ধবশতঃ উপকারকারী। সাধু—যিনি শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করেন, সদাচারী ও ধার্ম্মিক। পাপী—শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠানকারী, দুরাচারী, অধার্ম্মিক; সমবুদ্ধি রাগদ্বেষশূন্যবুদ্ধি; বিশিষ্ট—যোগারূঢ়গণের মধ্যে তিনিই উত্তম। শ্লোকে 'বিশিষ্যতে' এস্থলে 'বিমুচ্যতে' এইরূপ পাঠান্তর আছে, তাহার অর্থ—ঈদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি বিমুক্ত হয়েন। ৯।

যোগারূঢ়ত্বের লক্ষণ ও ফল বলিয়া এখন সকল যোগাঙ্গ সহকারে যোগোপদেশ করিতেছেনঃ—

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০॥

যোগী সতত নির্জ্জনে একাকী স্থিতি করিয়া চিত্ত ও দেহ

সংযমপূর্ব্বক নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া আত্মসমাধান করিবেন।

ভাব—যোগী—কর্ম্মযোগনিষ্ঠ। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর 'একাকী' এই বিশেষণ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গৃহী ব্যক্তির ধ্যানযোগে অধিকার নাই। তিনি অন্যত্র যে ভাষ্য লিখিয়াছেন এরূপ সিদ্ধান্ত তাহার বিরোধী। ছান্দোগ্য উপনিষদের উপসংহারে লিখিত আছে, "আচার্য্যকুলে যথাবিধান গুরুশুশ্রূষা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিত তাহাতে বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক সমাবর্ত্তনানন্তর কুটুম্বে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে যিনি স্থিতি করেন; পবিত্র দেশে বেদ অধ্যয়ন এবং পুত্র ও শিষ্যাদিগণকে ধর্ম্মযুক্ত করিয়া আপনাতে ইন্দ্রিয়গণকে সংযমপূর্ব্বক বেদবিহিত স্থলভিন্ন অন্যত্র যিনি সর্ব্বভূতের পীড়া না জন্মান, তিনি যতকাল জীবিত থাকেন এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, আর ফিরিয়া আসেন না, আর ফিরিয়া আসেন না *" শ্রীমচ্ছঙ্কর ইহার ভাষ্য এইরূপ লিখিয়াছেন—"আচার্য্যকুলে বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক—অর্থ সহকারে বেদ অধ্যয়ন করিয়া; যথাবিধান—শ্রুতিতে যে সকল নিয়ম উক্ত আছে, সেই সকল নিয়মযুক্ত হইয়া; উপনীত ব্যক্তির প্রতি স্মৃত্যুক্ত সর্ব্বপ্রকারের বিধি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হইলেও গুরুশুশ্রূষার প্রাধান্য প্রদর্শন জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, গুরুর সম্বন্ধে যে কর্ত্তব্য তাহা করিয়া যে সময়ে আর কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই সেই অবশিষ্ট কালে বেদ অধ্যয়ন করিবে। এইরূপে নিয়মপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান এ উভয়ের ফলই লাভ হইয়া থাকে, অন্য প্রকারে অধ্যয়ন করিলে হয় না, শ্রুতির ইহাই অভিপ্রায়। সমাবর্ত্তনানন্তর অর্থাৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা সমাপনানন্তর গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যথান্যায় দারপরিগ্রহপূর্ব্বক কুটুম্বে স্থিতি করেন অর্থাৎ যথাবিহিত গার্হস্থ্য কর্ম্মের তিনি অনুষ্ঠান করেন। সেই সকল গার্হস্থ্যবিহিত কর্ম্ম-সকলের মধ্যে বেদাধ্যয়নের প্রাধান্য প্রদর্শনের জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, নির্জ্জনে অমেধ্যাদি-বরহিত স্থানে যথানিয়ম আসীন হইয়া তিনি বেদাধ্যয়ন করেন, যথাশক্তি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি এবং ঋগ্বেদাদি বেদ আবৃত্তিপূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যগণকে ধার্ম্মিক করেন অর্থাৎ তাহাদিগকে এরূপ নিয়মের অধীন করিয়া রাখেন যে তাহারা ধার্ম্মিক হয়। আপনার হৃদয়ে অর্থাৎ হৃদয়স্থ ব্রহ্মেতে সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদিগকে তিনি সংযত করেন। সমুদায় ইন্দ্রিয় একথা বলাতে কর্ম্ম সমর্পণও বুঝাইতেছে। স্থাবরজঙ্গমাদি সমুদায় ভূতগণকে হিংসা করেন না—তাহাদের পীড়া উৎপাদন করেন না। ভিক্ষানিমিত্ত ভ্রমণাদিতেও পরপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে এজন্যই কথিত হইয়াছে তীর্থ অর্থাৎ শাস্ত্রে যে সকল বিষয়ে অনুজ্ঞা আছে সেই সকল বিষয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হিংসা করেন না। সকল আশ্রমিগণের পক্ষে এ নিয়ম সমান। তীর্থ

* ছা, উ, ৮।১।১৫।

ব্যতীত অন্যত্র হিংসা করিবেন না কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন। কুটুম্বে অর্থাৎ গার্হস্থ্যে যিনি এই সকল অনুষ্ঠান করেন তিনিই বিকারশূন্য হইয়া উক্ত প্রকারে যাবজ্জীবন অবস্থানপূর্ব্বক দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, শরীর গ্রহণের জন্য আর তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না। এস্থলে যে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আছে তাহারই প্রতিষেধ করা হইতেছে। অর্চ্চিরাদিপথে কর্ম্মোপার্জ্জিত ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক যে কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকের স্থিতি সেই কাল পর্য্যন্ত তথায় স্থিতি করেন; কর্ম্মানুষ্ঠায়ী আর পুনরাবৃত্ত হন না।" 'আপনার হৃদয়ে অর্থাৎ হৃদয়স্থ ব্রহ্মে সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া' স্থিতি, যখন তিনি নিজকৃত ভাষ্যে অনুমোদন করিয়াছেন, তখনই তিনি গৃহস্থের ধ্যানযোগে অধিকার আপনিই প্রদর্শন করিয়াছেন। যে সময়ে গৃহী ব্যক্তি বেদাধ্যয়নের জন্য ব্রহ্মচারী ছিলেন তখনই তিঁনি যোগাভ্যাস করিয়াছেন; যথা মনু, "ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত এবং মনকে সংযত করিয়া যোগে শরীরকে ক্ষীণ না করিয়া সর্ব্ব প্রকার উদ্দেশ্য (ব্রহ্মচারী) সাধন করিবেন।*" গৃহস্থের কোন সময়ে যোগাভ্যাসের বিরতি হয় নাই, কেন না আচার্য্য এবং জনক-বশিষ্ঠ-রামাদির নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্যের মধ্যে যোগ অন্তর্ভূত দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুপুত্রগণের মহাপ্রস্থানসময়ে লিখিত রহিয়াছে, "মহাত্মা (পাণ্ডবগণ) ত্যাগধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক যোগযুক্ত হইয়া বহু দেশ, সরিৎ ও সাগর অতিক্রম করিয়া চলিলেন;" † এস্থলে পাণ্ডুতনয়গণ গৃহে অবস্থানকালে যদি যোগযুক্ত না থাকিতেন, তাহা হইলে মহাপ্রস্থান-কালে তাঁহাদিগের যোগযুক্ত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভাগবতে যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষভাবে এইরূপ কথিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, "সেখানে দুকূল বলয়াদি সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, অশেষবন্ধনশূন্য হইয়া মনেতে বাক্যকে, প্রাণেতে মনকে, প্রাণকে অপানে, অপানকে তাহার ক্রিয়াসহকারে মৃত্যুতে, মৃত্যুকে দেহে,আর দেহকে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণে, আর সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতিকে আত্মাতে, আত্মাকে পরব্রহ্মে মননশীল তিনি (যুধিষ্ঠির) হবন করিলেন। চীরবসনপরিহিত, নিরাহার, বাঙ্‌নিরুদ্ধ, মুক্তকেশ হইয়া আপনাকে জড়ের ন্যায় উন্মত্তের ন্যায় পিশাচের ন্যায় দেখাইলেন; অনুজাদির প্রতীক্ষা না করিয়া বধিরের ন্যায় কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পূর্ব্ব মহাত্মারা যে উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন, যে দিক হইতে আর কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, সেই উত্তর দিকে হৃদয়ে পরমব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে তিনি গমন করিলেন ‡।" আত্মাতে বা পরব্রহ্মে চিত্তসমাধানকালে একাকিত্ব এবং নির্জ্জনপ্রদেশে স্থিতি প্রয়োজন, গৃহে তাহা

---

* মনু ২ অ, ১০০ শ্লোক। † মহাপ্রস্থান পর্ব্ব ১ অ, ৩০ শ্লোক।

‡ ভাগবত ১ স্ক, ১৫ অ, ৪০—৪৪ শ্লোক।

কখন সম্ভবপর নহে এরূপ যাঁহারা বলিয়াছেন, গৃহে অবস্থান করিয়া যাঁহারা নিত্য যোগাভ্যাস করিয়াছেন, কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করিয়াছেন, সেই সকল যোগানুষ্ঠাতৃগণের যোগাভ্যাস তাঁহাদিগের কথার প্রতিবাদ করিতেছে। গৃহাবস্থান অনুসরণ করিয়াই আচার্য্য যোগের রীতি বলিয়াছেন, যথা "একান্তশীল ব্যক্তি যোগ কি প্রকারে লাভ করেন তাহা শ্রবণ কর। যে দিক্ তিনি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, যে পুরীতে তিনি অবস্থান করিতেছেন সেই পুরীতে সেই দিক্ চিন্তা করিয়া মনকে সেই পুরী মধ্যেই স্থাপন করিবেন বাহিরে নহে; সেই পুরীর অভ্যন্তরে অবস্থানপূর্ব্বক যে গৃহে তিনি বাস করেন, সেই গৃহে মনকে ধারণ করিবেন তাহার বাহিরে নহে, সেই গৃহের সমগ্রবিষয় চিন্তা করিয়া যে কালেতে তিনি অবস্থান করিতেছেন সেই কালেতে মনকে স্থাপন করিবেন তাহার বাহিরে নহে। ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া নিঃশব্দে নির্জ্জনবনে দেহের সমগ্র বিষয় একাগ্র হইয়া চিন্তা করিবেন, দন্ত, তালু, জিহ্বা গলদেশ, গ্রীবা, হৃদয় ও হৃদয়গ্রন্থি, চিন্তা করিবেন।*" আত্মদর্শনরীতি সেখানেই আচার্য্য বলিয়াছেন, "পুরুষ স্বপ্নে দর্শন করিয়া যেমন এই দেখিতেছি মনে করেন, সেইরূপ যোগযুক্ত ব্যক্তি আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। মুঞ্জা হইতে কাশতৃণকে যে প্রকার পৃথক্ করিয়া দেখায়, যোগী সেই প্রকার দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া দেখেন।†" যোগ সর্ব্ববিধ বাহ্যাবলম্বননিরপেক্ষ, যথা দক্ষ বলিয়াছেন, "অরণ্যে বাস করিলে বা অনেক গ্রন্থ চিন্তা করিলে যোগ হয় না। ব্রত, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা কাহারও যোগ হয় না। পদ্মাসন করিলেই যোগ হয় না, নাসার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিলেও কাহারও যোগ হয় না। শাস্ত্রে যেরূপ বিহিত আছে তাহার অতিরিক্ত শৌচ অবলম্বন করিলেও কখন যোগ হয় না। মৌনাবলম্বন, মন্ত্র, কুহক এবং অনেক প্রকারের সৎকর্ম্মানুষ্ঠানযোগে লোকযাত্রা হইতে বিযুক্ত হইলে কাহারও যোগ হয় না। নিরতিশয় উদ্যম, অভ্যাস, এক বিষয়ে নিশ্চয়, পুনঃ পুনঃ নির্ব্বেদ, এই সকলেতে যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে অন্য প্রকারে নহে। আত্মচিন্তায় আমোদ, শৌচাচারে ক্রীড়া, সর্ব্বভূতে সমত্ব, এই সকলেতে যোগসিদ্ধি হয় অন্যরূপে হয় না; যিনি আত্মাতে রত, নিত্য আত্মাতে ক্রীড়াশীল, আত্মনিষ্ঠ, স্বভাবতঃ আত্মাতেই নিয়ত অনুরক্ত, আপনাতেই পরিতুষ্ট, এবং তুষ্ট হইয়া অন্যদিকে আর যাঁহার মন যায় না আপনাতেই পরিতৃপ্ত তাঁহারাই যোগসিদ্ধ হইয়া থাকে। তিনি সুপ্তই হউন বা জাগ্রৎই থাকুন, তিনি যোগযুক্তই থাকেন। ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে ঈদৃশ চেষ্টাশীল ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ।‡" যোগেতে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বর্ণের কোন অপেক্ষা নাই, নারীগণও

---

* অনুগীতা ১৯ অ, ৩৩—৩৭ শ্লোক।   † অনুগীতা ১৯ অ, ২১।২২ শ্লোক।

‡ দক্ষসংহিতা ৭ অ, ৩—১০ শ্লোক।

ইহাতে অধিকারী, যথা—"অতি নিকৃষ্ট বর্ণই হউক, বা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী নারীই হউন, তাঁহারাও এই পন্থা (যোগ) আশ্রয়পূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিবেন *।" প্রাণায়ামাদি প্রয়াসসাধ্য ব্যাপার নারীগণের উপযোগী নহে এই বলিয়া যাঁহারা বিতর্ক উপস্থিত করেন তাঁহারা এই মহাভারতের বচনে অবধারণ করুন স্বভাবতঃ মনের ধারণাই যোগে প্রধান উপায়—"হে রাজন্, মনের ধারণা এবং প্রাণায়াম, মনের একাগ্রতা এবং প্রাণায়াম, এ দুইয়ের মধ্যে প্রাণায়াম সগুণ, মনকে ধারণকরা নির্গুণ। হে মৈথিলসত্তম, প্রাণবায়ুকে মোচনপূর্ব্বক যে যে বিষয় প্রাপ্ত হয় তাহাতে বাতাধিক্য হইয়া থাকে এজন্য উহা আচরণ করিবে না †।" আচার্য্য এই জন্যই বলিয়াছেন—"ধারণাদ্বারা বশীকৃত মনকে বুদ্ধিযোগে আত্মাতে সংস্থাপনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হইবেক, তখন আর কিছুই চিন্তা করিবেক না। অস্থির চঞ্চল মন যে যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করত আত্মাতে বশ করিয়া রাখিবে ‡।" প্রাণায়ামে বাতাধিক্য হয় প্রাচীনগণ বলেন, স্নায়ুবিকার হয় আধুনিকগণ বলিয়া থাকেন। যোগিশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের পত্নী দাক্ষায়ণী যোগাবলম্বনপূর্ব্বক যখন তনু ত্যাগ করেন তখন তাঁহাতে প্রাণায়ামাদিপ্রয়াসও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"হে ক্রোধাদিরিপুহারী, এই প্রকারে যজ্ঞস্থলে দক্ষের কথার উত্তর দান করিয়া তিনি ভূতলে উত্তর দিকে নির্ব্বাক্ হইয়া উপবেশন করিলেন, জলস্পর্শ করিয়া পীতবসন দ্বারা আবৃত হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক যোগপথে প্রবিষ্ট হইলেন, প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমানাবস্থ করিয়া আসনজয়পূর্ব্বক নাভিচক্র হইতে উদানবায়ুকে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে বুদ্ধিবৃত্তি সহকারে উহাকে স্থাপনপূর্ব্বক অনিন্দিতা তিনি উহাকে কণ্ঠে, কণ্ঠ হইতে ভ্রূমধ্যে, লইয়া গেলেন। এইরূপে মহতো মহীয়ান্ (মহেশ্বর) যে দেহকে আদরে ক্রোড়ে স্থাপন করিতেন, দক্ষের প্রতি রোষবশতঃ সেই শরীরকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়া মনস্বিনী সর্ব্বাঙ্গে অনিলাগ্নিধারণা ধারণ করিলেন। তদনন্তর আপনার ভর্ত্তা জগদ্‌গুরুর চরণাম্বুজমধু চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিষ্পাপ সতী আর কিছু দেখিলেন না। সদ্যই সেই দেহ সমাধিজাত অগ্নিদ্বারা জলিয়া গেল §।" ১০।

আচার্য্য আসনসম্বন্ধে নিয়ম বলিতেছেন :—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্। ১১।
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে। ১২।

---

* শান্তিপর্ব্ব ২৩১ অ, ৩৪ শ্লোক।
† শান্তিপর্ব্ব ৩১৬ অ, ১০ শ্লোক।
‡ গীতা ৬অ, ২৫।২৬ শ্লোক।
§ ভাগবত ৪ স্ক, ৪ অ, ২৪—২৭ শ্লোক।

শুচি দেশে আপনার নিশ্চল আসন স্থাপন করিবেক, এই আসন অতি উচ্চ না হয়, অতি নীচ না হয়, অগ্রে কুশাসন তদুপরি চর্ম্ম তদুপরি চেলখণ্ড থাকিবেক। চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সংযমপূর্ব্বক মন একাগ্র করত [যোগার্থী] সেই আসনে বসিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করিবেক।

ভাব—আপনার—পরের নহে; একাগ্র—বিক্ষেপরহিত; আত্মশুদ্ধির জন্য—অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতালাভের জন্য; যোগাভ্যাস করিবেক—প্রবৃত্তিপ্রবাহনিরোধের জন্য আত্মাবলোকন করিবেক। ১১। ১২।

সম্প্রতি শরীরধারণাদিবিষয়ে আচার্য্য বলিতেছেন :—

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরম্।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্। ১৩।
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তোযুক্ত আসীত মৎপরঃ। ১৪।

[যোগার্থী] দেহ, মস্তক, গ্রীবা সোজা রাখিয়া নিশ্চল ভাবে ধারণ করিবেক, আর কোন দিকে না তাকাইয়া স্থির হইয়া নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন করিবেক, প্রশান্তচিত্ত এবং ভয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মচারিব্রতে অবস্থিতিপূর্ব্বক মন সংযত করত মচ্চিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগযুক্ত হইবেক।

ভাব—নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন—অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন; ব্রহ্মচারিব্রত—ভিক্ষান্নভোজনাদি; মচ্চিত্ত—আমি অন্তর্য্যামী আমাতে চিত্তবৃত্তি ধারাবাহিকরূপে স্থাপন; মৎপরায়ণ—আমি অন্তর্য্যামী যাহার পরম পুরুষার্থ ও প্রিয়; যোগযুক্ত—সমাহিত, যে চিত্তবৃত্তি নিরন্তর বিষয় চিন্তায় ব্যাপৃত, সেই চিত্তবৃত্তি একমাত্র ভগবচ্চিন্তনে অনুরক্ত। 'ব্রহ্মচারিব্রতে অবস্থিতিপূর্ব্বক' এই কথা বলাতে গৃহী ব্যক্তির এই যোগে অধিকার নাই এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগের গৃহস্থোচিত ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম শাস্ত্রে কিরূপ উক্ত হইয়াছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য—"এই সকল নিয়ম গৃহস্থ এবং যতি, এ দুইয়ের সম্বন্ধেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আচার্য্যসেবাসম্বন্ধে ভিন্নতা আছে। গৃহস্থ ব্যক্তিসম্বন্ধে এইটি বিশেষ যে, তিনি ঋতু কালাভিগামী *।" "গৃহস্থ নহেন এরূপ বৃহদ্ব্রতধারী ব্যক্তি প্রমদা ও তৎসম্পর্কীয় গাথা পরিত্যাগ করিবেন †। এস্থলে ব্রহ্মচর্য্যব্রতবিষয়ে

* ভাগবত ৭ স্ক ১২ অ, ১১ শ্লোক।

† ভাগবত ৭স্ক ১২ অ, ৭ শ্লোক।

গৃহস্থসম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আচার্য্যের জীবনে "নদীসকল সমুদ্রে জল ঢালে অথচ সমুদ্র যেমন কখনও বেলা উল্লঙ্ঘন করে না *" এই নিয়ম যেমন সিদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ যাঁহার কামনাপরিশূন্যতা উপস্থিত হইয়াছে তিনি গৃহী হইলেও ধ্যানযোগের ফল যে অন্তর্য্যামীর সহিত একতা তাহা তাঁহার সম্বন্ধে অবশ্যম্ভাবী। ১৩।১৪।

এইরূপে ভগবানেতে চিত্তবৃত্তি একান্ত একতা লাভ করিলে কি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি। ১৫।

সংযতমনা যোগী এইরূপে সর্ব্বদা আত্মসমাধান করত আমাতে স্থিতিরূপ নির্ব্বাণপ্রধান শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।

ভাব—আমাতে স্থিতি—আমার স্বরূপ পরম আনন্দ, সেই পরম আনন্দে স্থিতি। শ্রীমন্মধুসূদন মহান্ প্রযত্ন সহকারে পতঞ্জলি যে যোগ বলিয়াছেন সেই যোগের এস্থলে নিয়োগপূর্ব্বক এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন—"'এইরূপে আত্মসমাধান করত' এস্থলে একাগ্রভূমিতে সম্প্রজ্ঞাতসমাধি উক্ত হইয়াছে। 'সংযতমনা' এস্থলে সেই সম্প্রজ্ঞাতসমাধির ফলস্বরূপ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি নিরোধভূমিতে উক্ত হইয়াছে। 'শান্তি' এস্থলে নিরোধসমাধি হইতে যে সংস্কার সমুপস্থিত হয় তাহার ফলস্বরূপ প্রশান্তবাহিতা (উক্ত হইয়াছে)। 'নির্ব্বাণপ্রধান' এস্থলে ধর্ম্মমেঘনামা সমাধি হইতে যে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয় সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কৈবল্যলাভের হেতু (উক্ত হইয়াছে)। 'আমাতে স্থিতি' এস্থলে উপনিষদের অভিমত কৈবল্য প্রদর্শিত হইয়াছে।" বিক্ষেপ চলিয়া গিয়া চিত্ত যখন একাগ্রভাবে চিন্তনীয় বিষয়ে অবস্থান করে তখন সেই একাগ্রতার অবস্থাতে সম্প্রজ্ঞাতসমাধি উপস্থিত হইয়া থাকে, চিন্তনীয় বিষয়ের সঙ্গে এক [illegible] মানসিক বৃত্তি যখন নিরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে তখন নিরোধের অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি উপস্থিত হয়। এই সমাধির ফল প্রশান্তবাহিতা। কাষ্ঠ বিরহিত হইলে অগ্নির যেরূপ প্রশম হয় সেইরূপ চাঞ্চল্যবিরহিত হইয়া চিত্ত স্থির হইলে তাহাকে প্রশান্তবাহিতা বলে। এইরূপ স্থৈর্য্য লাভ হইলে বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান উদিত হয়। সেই আত্মজ্ঞানে যে ব্যক্তির ফলের প্রতি স্পৃহা নাই তাহার চিত্তে অন্য কোন প্রবৃত্তির উদয় না হওয়াতে বিবেক পরিপুষ্টি লাভ করে। সেই বিবেকপরিপুষ্টি হইতে ধর্ম্মমেঘনামা সমাধি উপস্থিত হয়। 'পরম পুরুষার্থসাধক অশুক্ল অকৃষ্ণ প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম সিঞ্চন করে এজন্য ইহার নাম ধর্ম্মমেঘ—'শ্রীমদনন্ত। 'সমুদায় জানিবার উপযুক্ত ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া উহা বর্ষণ করে এজন্য ধর্ম্মমেঘ—' শ্রীমদ্বাচস্পতি। 'জীব ও ব্রহ্মের একতা প্রত্যক্ষকরারূপ ধর্ম্ম সিঞ্চন করে এজন্য

* গীতা ২ অ, ৭০ শ্লোক।

তত্ত্বসাক্ষাৎকারের হেতু ধর্ম্মমেঘ'—শ্রীমন্মধুসূদন। ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইতে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়। তদনন্তর জ্ঞান সকল প্রকার আবরণশূন্য হয় এবং চিচ্ছক্তির স্বরূপমাত্র অবস্থানরূপ কৈবল্য সিদ্ধ হয়। এখানে যে কৈবল্য উক্ত হইয়াছে উহা উপনিষৎসম্মত ব্রহ্মেতে স্থিতি শ্রীমন্মধুসূদনের এই অভিপ্রায়। ১৫।

যোগাভ্যাসে রত ব্যক্তির আহারবিহারাদির নিয়ম আচার্য্য বলিতেছেন :—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন। ১৬।

হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি অধিক আহার করে তাহার যোগ হয় না, যে ব্যক্তি একান্ত অনাহারে থাকে তাহারও যোগ হয় না, যে ব্যক্তি অধিক ঘুমায় তাহারও যোগ হয় না, যে ব্যক্তি জাগিয়া থাকে তাহারও যোগ হয় না।

ভাব—পরিমাণাতিরিক্ত আহার করা, একেবারে অভুক্ত থাকা, অধিক পরিমাণে নিদ্রালু হওয়া বা জাগিয়া থাকা এসকল যোগসিদ্ধির পক্ষে অন্তরায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়াছেন, "যখন উদর স্ফীত, যোগী ক্ষুধিত, শ্রান্ত এবং ব্যাকুলচিত্ত, এ অবস্থায়, হে রাজেন্দ্র, যে যোগীর সিদ্ধির প্রতি সমাদর আছে তিনি যোগ করিবেন না। যে সময়ে অত্যন্ত শীত অথবা অত্যন্ত উষ্ণ এবং যে সময়ে কখন শীত কখন উষ্ণ, যে সময় বায়ুপ্রধান, সে সময়েতে ধ্যানতৎপর ব্যক্তি যোগানুষ্ঠান করিবেন না" *। ১৬।

কি প্রকার অবস্থায় যোগ হয় না তাহা বলিয়া এক্ষণে আহারাদিবিষয়ে কি কি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করিলে যোগী হওয়া যায় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা। ১৭।

যে ব্যক্তি যথোপযুক্ত আহার বিহারে প্রবৃত্ত, যথোপযুক্ত কর্ম্মে চেষ্টাশীল, যথোপযুক্ত নিদ্রা ও জাগরণশীল, যোগ তাহারই দুঃখ হরণ করে।

ভাব—যথোপযুক্ত—একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারে। নিদ্রা ও জাগরণের নিয়ম শান্তিপর্ব্বে এইরূপ কথিত হইয়াছে; "পূর্ব্ব রাত্রে এবং রাত্রির অপরার্দ্ধে মন আত্মাতে ধারণ করিবে †।" 'যথোপযুক্ত কর্ম্মে চেষ্টাশীল' এই কথায় যোগের স্বাভাবিকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বাক্যাদিতে চাপল্য প্রকাশ পায় তাহা হইলে বিকৃত ভাবই হইল; কিন্তু ভগবানের আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্মেতে যোগের কোন ক্ষতি হয় না। "এক যোজনের

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৯ অ, ৪৭। ৪৮ শ্লোক। † শান্তিপর্ব্ব ২৩৪ অ, ১৪ শ্লোক।

অধিক গমন করিবে না” এইটি বিহারের নিয়ম। চারি ক্রোশকে যোজন কহে। “কুক্ষি ভাগের দুই ভাগ অশন দ্বারা, এক ভাগ জল দ্বারা পূরণ করিবেক; চতুর্থভাগ বায়ু সঞ্চরণের জন্য অবশিষ্ট রাখিবে,” এইটি আহারের নিয়ম। কাল এবং দেশের উপযুক্ত রূপে যোগাচরণ করা যোগের স্বাভাবিক পন্থা। এই জন্যই দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন,—“হে ভূপাল, নিশ্চয় জানিও স্থান ও কালের প্রভাবে দৃঢ়তা ও সিদ্ধি উৎপন্ন হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই *।” দেশকালের বিপরীতাচরণ করিলে রোগোৎপত্তি হয় তিনিই বলিয়াছেন যথা—“কালদেশাদিবিষয়ে অনভিজ্ঞ যোগীর বধিরতা, জড়তা, স্মৃতিশক্তির বিলোপ, মূকত্ব, অন্ধতা এবং সদ্য জ্বর হইয়া থাকে †।” অন্যান্য রোগও যে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা সেখানেই উক্ত হইয়াছে যথা—“বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত, উদরী, বায়ুপ্রকোপ, বাতগ্রন্থি, এই সকলের প্রশান্তিজন্য যবাগু পান করিবেক ‡।” হঠযোগোক্ত প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানে রোগোৎপত্তি হয় আমরা নিজে বহু ব্যক্তিতে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই সেই রোগে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, কেহ কেহ রোগাতুর হইয়া আজও জীবন ধারণ করিতেছেন। ১৭।

যোগ নিষ্পন্ন হইলে কি লক্ষণ হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা। ১৮।

যে সময়ে চিত্ত সংযত হইয়া আত্মাতে স্থিতি করে, সমুদয় কামনার বিষয়ে সাধক নিস্পৃহ হন, তখন যোগ যুক্ত হইয়াছে বলা যায়।

ভাব—বিষয়গ্রহণের সামর্থ্যসত্ত্বেও চিত্ত যখন কেবল আত্মাতেই অবস্থান করে, অন্য কোন কামনার বিষয়ে তৃষ্ণাযুক্ত হয় না, তখনই সমাহিতচিত্ততা উপস্থিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ১৮।

উপমাদ্বারা সমাহিত চিত্তের লক্ষণ আচার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন :—

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ। ১৯।

যে যোগী ব্যক্তি চিত্তসংযমপূর্ব্বক আত্মসমাধানযোগ অভ্যাস করেন, তাঁহার সহিত সেই দীপের উপমা যে দীপ নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিতি জন্য বিচলিত হয় না। ১৯।

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৯ অ. ৫২ শ্লোক। † মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৯ অ, ৫৪ শ্লোক।
‡ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৯ অ, ৫৫ শ্লোক।

যোগ কি তাহাই আচার্য্য চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন :—

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি। ২০।
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ। ২১।
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে। ২২।
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা। ২৩।

তাহাকেই যোগনামে অভিহিত বলিয়া জানিবেক, যাহাতে যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া নিবৃত্ত হয় এবং আপনি আপনাকে দর্শন করিয়া আপনাতেই পরিতুষ্ট হয়, বুদ্ধি গ্রাহ্য অতিন্দ্রিয় যে আত্যন্তিক সুখ তাহাই [সাধক] উপলব্ধি করেন এবং সেই সুখে অবস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। যাহা লাভ করিয়া তদপেক্ষা আর অধিক লাভ কিছুই মনে হয় না, যাহাতে অবস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও আর বিচলিত করিতে পারে না, দুঃখের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; নিশ্চয় অক্ষুণ্ণ চিত্তে সেই যোগ অভ্যাস করা সমুচিত।

ভাব—যে স্থলে যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত এইরূপ নিরুদ্ধ হয় যে, আর কোন বিষয়ের দিকে উহা ধাবিত হয় না; কোন এক বিষয়ের দিকে চিত্ত প্রবাহিত হইলে যে একাগ্রতা উপস্থিত হয় সে একাগ্রতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় চিত্ত উপশম হয়, এবং এই অবস্থাই অতিশয় সুখের অবস্থা ইহা অবধারণ করিয়া তাহাতেই চিত্ত আনন্দিত হয় এবং সকল বৃত্তির নিরোধরূপে উহা পরিণত হয়; যে স্থলে এইরূপে যোগ পরিপাক হইলে সমাধিপরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা পরমাত্মার সহিত একতাপ্রাপ্ত, সর্ব্বপ্রকারবিকল্পশূন্য প্রত্যক্‌ চৈতন্য আত্মাকে দর্শনপূর্ব্বক যোগী দেহেন্দ্রিয়াদি বা তাহার ভোগ্য বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনার আত্মাতেই পরিতুষ্ট হন; যে যোগে যে অন্তঃকরণের সমুদায় বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে সেই অন্তঃকরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর নিরতিশয় সুখ সাক্ষাৎসম্বন্ধে যোগী অনুভব করেন,—এ সুখ বিষয়জনিত সুখ নহে, সুষুপ্তিতে বুদ্ধির লয় হইয়া থাকে, এই সুষুপ্তি যখন যোগীর আয়ত্তাধীন হয় তখন বুদ্ধি সমাধিতে পরিশুদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া অবিকৃত ভাবে অবস্থান করে, এ সুখ এই সমাধিপরিশুদ্ধ

দ্বারাই অনুভূত হইয়া থাকে, যোগে মূর্চ্ছা কদাপি আদরণীয় নহে কেন না সে মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তি বস্তুতঃ একই প্রকার; যে যোগে অবস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে আর বিচলিত হয় না; নিরতিশয় আত্মসুখব্যঞ্জক যে যোগ লাভ করিয়া তদপেক্ষা আর কিছুই লাভ বলিয়া মনে হয় না; যে সুখাত্মক যোগে স্থিতি করিলে গুণবৎ-পুত্রবিয়োগাদিরূপ দুঃখেও মন অভিভূত হয় না, দুঃখের সহিত সংযোগের বিয়োগ-সাধক ইহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। এই যোগ অক্ষুণ্ণ চিত্তে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কষ্টকর মনে করিয়া কখনও যত্নের শৈথিল্য উপস্থিত হইতে দিবে না। কষ্ট দেখিয়া পশ্চাত্তাপ করিবে না, অতিশয় উৎসাহ সহকারে এই যোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। গৌড়পাদ বলিয়াছেন—"কুশাগ্রে এক এক বিন্দু জল গ্রহণ করিয়া সমুদ্রের জলসেচন যেরূপ সেইরূপ খেদশূন্য হইয়া [যোগাভ্যাস] করিলে মনের নিগ্রহ হইতে পারে।" গৌড়পাদের এই উক্তি দেখাইয়া দেয়, যোগে কি প্রকার যত্নে অশৈথিল্য প্রয়োজন। অনন্ত পরমাত্মাকে আত্মস্থ করিতে হইলে ঈদৃশ অধ্যবসাই শোভা পায়। শ্রীমন্মধুসূদন ভালই বলিয়াছেন "এইরূপে * খেদবিরহিত হইয়া মনোনিরোধরূপ পরমধর্ম্মে স্থিতি করিলে ঈশ্বর যোগীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।" ২০—২৩।

কি রীতিতে যোগ করিতে হইবে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

> সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
> মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ। ২৪।
> শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
> আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। ২৫।

সঙ্কল্প হইতে কামনাসমুহ উপস্থিত হয়, সেই কামনাগুলিকে নিঃশেষরূপে পরিহার করিবে, এবং চারিদিক হইতে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া ধারণা দ্বারা বশীকৃত বুদ্ধিযোগে মনকে আত্মাতে সংস্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হইবেক, তখন আর কিছুই চিন্তা করিবেক না।

ভাব—সঙ্কল্প—আমার এই প্রকার হউক ঈদৃশ চিত্তের অভিলাষ; কামনাগুলিকে

---

* একটি আখ্যায়িকা আছে যে কোন একটি পক্ষীর অণ্ড সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গযোগে হরণ করিয়াছিল। সেই পক্ষী শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিল যে সে আপনার চঞ্চুযোগে এক এক বিন্দু জল উত্তোলন করিয়া সমুদ্রের জল শোষণ করিবে। সেই পক্ষীর ন্যায় অধ্যবসায় সহকারে যোগীকে যোগে নিরত হইতে হইবে দেখাইবার জন্য উপরিউদ্দিত গৌড়পাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমন্মধুসূদন 'এইরূপে খেদবিরহিত হইয়া' ইত্যাদি কথা গুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন

পরিহার করিবে—পুত্র পৌত্রাদি সকলকে স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না, অতএব তাহারা সকলেই অনিত্য এই প্রকার চিন্তার দ্বারা তাহাদিগকে মন হইতে অপসারণ করাই কামনা পরিত্যাগ; ধারণা—ধৈর্য্য, অখিন্নভাব; বুদ্ধি—কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার বৃত্তি; ধীরে ধীরে—অভ্যাসক্রমে, বলপ্রয়োগপূর্ব্বক নহে; নিবৃত্ত হইবে—নিবৃত্তিযোগের অনুষ্ঠান করিবে; আর কিছুই চিন্তা কবিবেক না—আত্মাতেই নিশ্চল ভাবে নির্ব্বৃতি সহকারে অবস্থান করিবে। ধীরে ধীরে কিরূপে বিরত হইতে হইবে শ্রুতি তাহা এইরূপে বলিয়াছেন, যথা :—"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনেতে বাক্য সংযত করিবে, সেই মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে সংযত করিবে, জ্ঞানকে মহানে সংযত করিবে সেই মহান্‌কে বিকারশূন্য আত্মাতে সংযত করিবে" *। শ্রীমন্মধুসূদন এই শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"লৌকিক এবং বৈদিক বাক্যকে ক্রিয়াবান্ মনেতে—শ্রুতিতে মনসি স্থলে মনসী ছান্দস—সংযত করিবে,কারণ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে'বহু শব্দ চিন্তার বিষয় করিবেক না, কেন না তদ্দ্বারা বাক্যের গ্লানি উপস্থিত হয়।' বাগ্‌বৃত্তি নিরোধ হইলে মন সত্তামাত্রে অবস্থান করে এবং এই ভূমিতে চক্ষুরাদির নিরোধও হইয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহকারী নানাবিধ বিকল্পের হেতু সেই মনকে—জানে এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে জ্ঞানশব্দে জ্ঞাতা—জ্ঞাতা আত্মা অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব উপাধিবিশিষ্ট অহঙ্কারে সংযত করিবে। এইরূপে মনের ব্যাপারসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কারমাত্র অবশেষ রাখিবে। তদনন্তর সেই জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব উপাধিবিশিষ্ট অহঙ্কারকে সর্ব্বব্যাপক মহান্ আত্মা অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে সংযত করিবে। অহঙ্কার দুই প্রকার, বিশেষ ও সামান্য। আমি ইহার পুত্র এইরূপ অভিমান যেখানে প্রকাশ পায় সেখানে বিশেষ ব্যক্তিগত অহঙ্কার; 'আমি' এইমাত্র যেখানে অভিমান সেখানে সামান্য সমষ্টিগত অহঙ্কার। এই সমষ্টিগত অহঙ্কার সকলের সহিত অনুস্যূত রহিয়াছে, এজন্য উহাকে হিরণ্যগর্ভ মহান্ আত্মা বলিয়া থাকে। এই দুই প্রকার অহঙ্কার হইতে যিনি ভিন্ন, উপাধিশূন্য, শান্ত আত্মা, সকলের অতীত, একমাত্র চিৎস্বরূপ, তাঁহাতে এই মহান্ আত্মা সমষ্টিবুদ্ধিকে সংযত করিবে এবং তাহার কারণ অব্যক্তকেও সংযত করিবে। তদনন্তর উপাধিশূন্য ত্বম্পদ দ্বারা লক্ষিত শুদ্ধ আত্মা সাক্ষাৎসম্বন্ধে দৃষ্ট হন। শুদ্ধ চিদেকরস প্রত্যগাত্মাতে জড়-শক্তিরূপ অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি—উপাধি; সেই প্রকৃতি প্রথমতঃ সামান্য অহঙ্কাররূপ মহত্ত্ব নাম ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, তদনন্তর তাহার বাহিরে বিশেষ অহঙ্কাররূপে, তাহার বাহিরে মনোরূপে, তাহার বাহিরে বাগিন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।" এইরূপে উপরতির চারিটী ভূমি উক্ত হইয়াছে এবং তিনিই তাহা এইরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন;—(১) "গো আদির ন্যায় বাঙ্‌নিরোধ প্রথম ভূমি,

* কঠোপনিষৎ ৩।১৩

(২) বালক ও মূঢ়াদির ন্যায় ক্রিয়াশূন্য মন দ্বিতীয় ভূমি, (৩) তন্দ্রাদিতে যেরূপ সেইরূপ অহঙ্কাররাহিত্য তৃতীয় ভূমি, (৪) সুষুপ্তিতে যেমন তেমনই বুদ্ধির ক্রিয়া-রাহিত্য চতুর্থ ভূমি।" সর্ব্বপ্রকার মানসবৃত্তি নিবৃত্ত হইলেও আত্মচৈতন্যের নিবৃত্তি হয় না একথাও তিনি বলিয়াছেন—"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাস দ্বারা ঘট ও দুঃখাদি অনাত্মবিষয় নিবারিত হইলেও বিনা কারণে যে চৈতন্য প্রকাশ পায় তাহাকে বিরত করা যাইতে পারে না।" ২৪—২৫।

কিরূপে "ধীরে ধীরে বিরত হইবে" আচার্য্য তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ। ২৬।

অস্থির চঞ্চল মন যে যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত করত আত্মাতে বশ করিয়া রাখিবে।

ভাব—অস্থির—একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে অক্ষম।

মনকে আত্মাতে স্থাপন করিলে কি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্। ২৭।

রজোগুণ নিবৃত্ত হইলে যোগীর মন প্রশান্ত হয়, মন প্রশান্ত হইলে নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভূত হইয়া তিনি উত্তম সুখ লাভ করেন।

ভাব—রজোগুণ নিবৃত্ত—অন্য বিষয়ে অভিনিবেশ রজোগুণের গুণ, ইহাকে বিক্ষেপ বলে, সেই বিক্ষেপশূন্য; প্রশান্ত মন—আত্মাতে স্থাপিত মন; নিষ্পাপ—পুণ্যকর্ম্মক্ষয়ের কারণ তমোগুণ, এই তমোগুণ রজোগুণের সঙ্গে থাকিয়া লয় অর্থাৎ অনভিনিবেশ জন্মায়, সেই অভিনিবেশশূন্য; সুখ—স্বরূপানুভব জন্য আনন্দ। ২৭।

আত্মসাক্ষাৎকার ও তজ্জনিত সুখানুভবের পর কি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে। ২৮।

যোগী এইরূপে আত্মসমাধান করত পাপশূন্য হন এবং সহজে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

ভাব—পাপশূন্য—ব্রহ্মযোগের অন্তরায় অন্ধকারসদৃশ পাপ যাঁহার অপনীত হইয়াছে। ২৮।

এইরূপে যোগ সিদ্ধ হইলে প্রথমতঃ যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করেন তাঁহার অন্তরে বাহিরে আত্মার সহিত একত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, আচার্য্য তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। ২৯।

যোগাভ্যাসে যাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি জন্মিয়াছে, তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন।

ভাব—সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি—জ্ঞানেতে সকলের সহিত একাকার জন্য সকলকে আপনার স্বরূপের সহিত এক, যোগী দর্শন করেন; সমাহিত—প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিমুক্ত; আত্মাকে সর্ব্বভূতে—জ্ঞানাকারে আপনাকে সর্ব্বভূতে। শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন,"ব্রহ্ম ও আত্মা, এ দুই একই বিষয় এইরূপ যাঁহার দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিয়াছে তিনি সমদর্শন।" শ্রীমদ্রামানুজ এস্থলে এইরূপ বিশেষ বলিয়াছেন,—"আপনার আত্মা এবং অপর ভূতগণকে প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত করিয়া লইলে এক জ্ঞানাকারে তাহাদিগের সাম্য উপস্থিত হয়, বৈষম্য কেবল প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ জন্য হইয়া থাকে। যিনি যোগযুক্ত হইয়াছেন তিনি প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত আত্মা; সকলেতে তিনি এক জ্ঞানাকার সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন, এজন্য তিনি সমদর্শন। সর্ব্বভূতস্থ আপনার আত্মাকে ও সর্ব্বভূতকে আপনার আত্মাতে তিনি দেখেন অর্থাৎ আপনার আত্মাকে সকল ভূতের সমানাকার এবং সমুদয় ভূতকে আপনার আত্মার সমানাকার তিনি দেখিয়া থাকেন। সকলেরই আত্মা বস্তু সমান, সুতরাং এক আত্মা দৃষ্ট হইলেই সর্ব্ববস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে।" শ্রীমদ্রামানুজ বলেন 'সর্ব্বভূতস্থ' এই হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটি শ্লোকে চারি প্রকার উত্তরোত্তর যোগের বিপাকাবস্থা উক্ত হইয়াছে। ২৯।

সর্ব্বান্তর্য্যামী সহকারে অন্তরে ও বাহিরে যোগে একতা ও তৎফল আচার্য্য এখন প্রদর্শন করিতেছেন :—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি। ৩০।

যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করে এবং আমাতে সমুদয় দেখে, তাহার নিকটে আমি অদর্শন হই না, সে আমার নিকটে অদর্শন হয় না।

ভাব—সর্ব্বান্তর্য্যামী আমাকে যে ব্যক্তি আপনার আত্মাতে এবং সর্ব্বভূতেতে দর্শন করে এবং আপনার আত্মা ও সর্ব্বভূতকে আমাতে অবলোকন করে সেই যোগীর সন্নিধানে আমি কখন অপ্রত্যক্ষ হই না অদৃশ্য হই না, সে যোগীও সর্ব্বান্তর্য্যামী আমার নিকটে অপ্রত্যক্ষ হয় না, অদৃশ্য হয় না। আচার্য্য এই কথা বলিয়া আত্মা ও পরমাত্মার

নিরন্তর পরস্পর সাক্ষাৎকার হয় ইহাই বলিয়াছেন। মুক্তি হইলেও স্বরূপের একতা-বশতঃ জীব ও ঈশ্বরের একত্র স্থিতি হয় আচার্য্যের ইহাই আপনার মত। ৩০।

"সমুদয় বাসুদেব এরূপ (জ্ঞানযুক্ত) মহাত্মা সুদুর্লভ *," এই ভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বান্তর্য্যামীকে দর্শন করিবার ফল আচার্য্য বলিতেছেন :—

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে। ৩১।

সর্ব্বভূতস্থ আমায় যে একত্ব অবলম্বন করিয়া ভজনা করে, সে যে অবস্থায় থাকুক, সে যোগী আমাতে বর্ত্তমান।

ভাব—সর্ব্বভূতস্থ অন্তর্য্যামী আমাকে প্রতিভূতে ভিন্নভাবে অবলোকন না করিয়া যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, সেই যোগী ভগবদাজ্ঞাবশতঃ যে কোন অবস্থায় কেন অবস্থিতি করুক না,—কখন সে কর্ম্মই করুক, কখন সে কর্ম্ম নাই করুক, কখন সে ধ্যাননিমীলিতনয়ন হইয়া থাকুক, কখন বা ধ্যানশূন্য হইয়াই থাকুক—অন্যে ভ্রান্তিবশতঃ সংসারে বাস করিতেছে দেখিলেও সে কখন সংসারে বাস করে না, আমাতেই বাস করে। এখানে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ যে বলিয়াছেন, "দত্তাত্রেয়াদির ন্যায় নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকিলেও.........আমাতেই স্থিতি করে" তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ তাদৃশ যোগি-গণের যখন রাগদ্বেষ তিরোহিত হইয়াছে তখন নিষিদ্ধ কর্ম্মে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি কোন প্রকারে হওয়া সম্ভব নহে, অপিচ দত্তাত্রেয়ের উপদেশে নিষিদ্ধ কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-ত্যাগই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"মান অপমান যাহা অন্য লোকের পক্ষে নিরতিশয় উদ্বেগকর যোগীর পক্ষে তাহা বিপরীত, কেন না উহা যোগসিদ্ধির হেতু। যাহাকে মান এবং অপমান বলে তাহাকেই বিষ ও অমৃত বলা যায়। অপমান অমৃত, মান বিষম বিষ। চক্ষু দ্বারা শোধন করিয়া পাদনিক্ষেপ করিবে, বস্ত্র দ্বারা শোধন করিয়া জল পান করিবে, সত্য দ্বারা পবিত্র করিয়া কথা বলিবে, বুদ্ধিদ্বারা পবিত্র করিয়া চিন্তা করিবে" † ইত্যাদি। যদি কোথাও দত্তাত্রেয়ের নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুসরণ বর্ণিত থাকে, লোকের সম্মানে উদ্বিগ্ন হইয়া আত্মগোপনের জন্য এমন কর্ম্মের তিনি অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন যাহা দেখিতে নিষিদ্ধ কর্ম্মের ন্যায় প্রতীত হয়; অন্যথা তিনি যখন যোগযুক্ত তখন তাঁহাতে কখন নিষিদ্ধ কর্ম্ম সম্ভবপর নহে। ইহার পর 'সুখ দুঃখ বিষয়ে আপনার যেমন' ইত্যাদি যে শ্লোকটি আছে তাহা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ কর্ম্মের বিরোধী। ৩১।

"সে যে অবস্থায় থাকুক" একথায় যথেচ্ছাচারের অনুমোদন হইতেছে না আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ। ৩২।

* গীতা ৭ অ, ১৯ শ্লোক। † মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪১ অ, ২।৩ শ্লোক।

সুখদুঃখবিষয়ে আপনার যেমন (প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ), তেমনি আর সকলেতেও যে ব্যক্তি সমভাবে দেখে, সেই আমার অভিমত শ্রেষ্ঠ যোগী।

ভাব—আপনার যাহাতে সুখ ও দুঃখ হয়, অপরেরও তাহাতেই সুখ ও দুঃখ হইয়া থাকে। সুখ যেমন আপনার অভিলষিত দুঃখ অনভিলষিত, সেইরূপ নিজ দৃষ্টান্তে অপর জীবদিগেরও সুখ দুঃখ অভিলষিত ও অনভিলষিত যিনি দেখিয়া থাকেন, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী, তিনি এরূপ জানিয়া পরপীড়াতে প্রবৃত্ত হন না, প্রত্যুত সকলের সুখই বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। ৩২।

চিত্তের চাঞ্চল্যবশতঃ আচার্য্য যে যোগ বলিলেন তাহাতে আপনার চিত্তের স্থৈর্য্য অবলোকন না করিয়া এ যোগ যে নিতান্ত দুষ্কর, অর্জ্জুন তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন :—

অর্জ্জুন উবাচ—যোহয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্। ৩৩।
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্। ৩৪।

অর্জ্জুন বলিলেন, (মনের) সাম্যাবস্থাজনিত যে যোগ তুমি বলিলে, চাঞ্চল্যবশতঃ ইহার নিশ্চল স্থিতি আমি দেখিতে পাইতেছি না। হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ক্ষোভকর, দৃঢ় ও সবল, বায়ুকে ধরিয়া রাখা যে প্রকার দুষ্কর, মন নিগ্রহ করাও আমার নিকট সেইরূপ দুষ্কর মনে হয়।

ভাব—চিত্তগত রাগদ্বেষাদি বিষম দৃষ্টি উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই সকল অপনয়নপূর্ব্বক জ্ঞানে সকলের সহিত একাকারতা ও পরস্পরের সহিত সমভাব উপস্থিত হয়, তখন চিত্ত হিংসাশূন্য হয় এবং আপনার সুখদুঃখের উপমায় পরের সুখ দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে। আপনি এই যে সমত্বসম্পর্কীয় যোগ বলিলেন, এই যোগে স্থিরতর ভাবে স্থিতি আমি দেখিতে পাইতেছি না। ৩৩। ৩৪।

মন নিরুদ্ধ করা দুষ্করই বটে, আচার্য্য ইহা স্বীকার করিয়া উহা কিরূপে নিরুদ্ধ হইতে পারে তাহার উপায় বলিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। ৩৫।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, কৌন্তেয়, মন চঞ্চল, তাহাকে নিগ্রহ

করা সুকঠিন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, তবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যযোগে ইহাকে বশে আনা যাইতে পারে।

ভাব—মন নিতান্ত চঞ্চল, সুতরাং উহার নিগ্রহ করা সুকঠিন। উহাকে বলপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করা যাইতে পারে না, কিন্তু একই প্রকারের প্রতীতির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি-রূপ অভ্যাস এবং বিষয়বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য দ্বারা উহার নিগ্রহ হইতে পারে। এ বিষয়ে পতঞ্জলি বলিয়াছেন "অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়" * এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—"অনন্তর এই সকলের (চিত্ত বৃত্তিসকলের) নিরোধের উপায় কি? চিত্তরূপ নদী দুই দিক দিয়া বহমান—কল্যাণের দিকে বহিতেছে, পাপের দিকে বহিতেছে। যে বিবেক কৈবল্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ তাহার নিম্ন দিয়া যেটি বহিতেছে তাহা হইতে কল্যাণ প্রবাহিত হয়; যে অবিবেক সংশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ তাহার নিম্ন দিয়া যেটি প্রবাহিত, তাহা হইতে পাপ প্রবাহিত হয়। বৈরাগ্যে বিষয়ের স্রোত নিরুদ্ধ হয়, বিবেক ও দর্শনের অভ্যাসে কল্যাণের স্রোত উদ্ঘাটিত হয়। অতএব চিত্তবৃত্তিনিরোধ এই উভয়ের অধীন।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "এখানে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে চিত্তবৃত্তি যে বলপূর্ব্বক নিগ্রহ করা সম্ভবপর নহে তাহাই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ক্রমে ক্রমে যে নিগ্রহ হওয়া সম্ভব তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। বলপূর্ব্বক এবং ক্রমে ক্রমে এই দুই প্রকারের চিত্তনিগ্রহ করিবার প্রণালী। চক্ষু শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত পদ বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, তাহাদিগের যন্ত্রগুলি অবরোধ করিলেই হঠাৎ সে সকলের নিগ্রহ হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তে মনও হঠাৎ নিগ্রহ করা যাইতে পারে মূঢ় ব্যক্তির এইরূপ ভ্রান্তি হয়। সেরূপে কখন মন নিগ্রহ করা যাইতে পারে না, কেন না তাহার নিবসতিস্থান হৃদয়কমলকে নিরোধ করা যাইতে পারে না। অতএব ক্রমে ক্রমে নিগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত।" আত্মাতে বা পরমাত্মাতে পুনঃ পুনঃ চিত্ত স্থাপন দ্বারা যে স্থৈর্য্য লাভ হয় তাহা অভ্যাসসাধ্য। বাসনা পরিত্যাগ না করিলে কেবল অভ্যাস দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারা যায় না। এজন্য বৈরাগ্য বাসনা-পরিত্যাগে প্রধান উপায়। তত্ত্বালোচনা ও সাধু সঙ্গাদি এই দুইয়েরই অন্তর্ভূত, কেন না সেই সকল দ্বারা এ দুয়ের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। পরম বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি সর্ব্বথা নিরোধই যোগ, এ মতে চিত্তের কোনই বৃত্তি থাকে না। যদি চিত্তবৃত্তি না থাকিল তাহা হইলে আত্মার স্বরূপানুভবে আনন্দই বা কি প্রকারে হইবে এবং ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত সুখানুভবই বা কিরূপে হইবে, এ সংশয়ের সমাধান করা সহজ। আমি সুখ অনুভব করিতেছি এই যে মনের বিকল্প উপস্থিত হয় তাহাই সুখস্বাদে কারণ, সেই বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যখন চিত্তবৃত্তি শূন্য হইল, তখন মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় শুদ্ধাত্মা নিজ স্বরূপে

* পাতঞ্জল সূত্র ১। ১২।

উদিত হইল, সেই শুদ্ধাত্মার উদয়ে স্বরূপের একতাবশতঃ পরমাত্মা তাহার সন্নিধানে প্রকাশ পাইলেন। পরমাত্মা স্বয়ং আনন্দ, সুতরাং আত্মার ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত সুখলাভ সহজে হয়। যোগেতে চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয় প্রাচীনগণ বলেন, আধুনিকগণ যোগে আত্মা অহং-মম-বর্জ্জিত হয় বলিয়া থাকেন, এ দুইবস্তুতঃ একই। যোগেতে অহম্ ও অস্মিতা (আমিত্ব) নিরোধের বিষয়; সুতরাং প্রাচীন ও নবীন পথদ্বয়ের সাতিশয় প্রভেদ নাই। ৩৫।

যোগ কাহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য এবং কেই বা উপায়াবলম্বনে সিদ্ধ হইতে পারেন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ। ৩৬।

যাহার চিত্ত সংযত হয় নাই আমার মতে যোগ তাহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। যাহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে সে যত্ন করিলে এই উপায়ে যোগ লাভ করিতে পারে।

ভাব—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হয় নাই তাহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ বশীভূত হইয়াছে সে যদি আরও যত্ন করে তাহা হইলে ভগবানের আরাধনা ও তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্মযোগ—শ্রীমন্মধুসূদন মতে পুরুষকার—অবলম্বন করিয়া এই সমদর্শনরূপ যোগ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৩৬।

এইরূপে যোগমার্গের সাধ্যাতীতত্ব দেখিয়া যোগ হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়া অপরিহার্য্য, এইটি মনে করিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন :

অর্জ্জুন উবাচ—অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি। ৩৭।
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি। ৩৮।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগারম্ভ করত পশ্চাৎ শিথিলযত্ন হওয়াতে যদি কেহ যোগ হইতে বিচলিতমনা হয়, তবে যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া তাহার কি গতি হইয়া থাকে? সে কি (কর্ম্মযোগের ফল ও ভগবৎসাক্ষাৎকার) উভয়বিভ্রষ্ট হইয়া আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়ে এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয়।

ভাব—যোগে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত সুখ হয়, এই বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। দৃঢ়তর অভ্যাসরূপ যত্নে ত্রুটীবশতঃ প্রযত্নশৈথিল্য উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই যোগ হইতে চিত্ত বিচলিত হয়, পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয় এবং বৈরাগ্য ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এইরূপে অভ্যাস ও বৈরাগ্যে শিথিলতা হওয়াতে যোগের ফল সম্যক্ দর্শন লাভ না করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে বিক্ষিপ্ত, অপ্রতিষ্ঠিত, নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব হইয়া উভয়বিভ্রষ্ট অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিবিরহিত হইয়া কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করত সেই কর্ম্মযোগের ফল হইতে এবং আত্মসাক্ষাৎকার ও ভগবানের উপলব্ধি হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং এইরূপে ভ্রষ্ট হইয়া মেঘ যেরূপ বৃহৎ মেঘ খণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপর বৃহৎ মেঘ খণ্ডকে না পাইয়া মধ্যপথে বিনষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ কি হয়? ৩৭—৩৮।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে। ৩৯।

তুমি আমার এই সংশয় সর্ব্বথা ছেদন করিয়া দেও, তোমা বিনা সংশয় ছেদন করে এমন আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। ৩৯।

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আচার্য্য বলিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। ৪০।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে সে ব্যক্তির কোথায়ও বিনাশ নাই। হে তাত, যে ব্যক্তি কল্যাণানুষ্ঠান করে, সে কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। ৪০।

যদি দুর্গতি প্রাপ্ত না হয় তবে তাহার কি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। ৪১।

পুণ্যানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের লোকে গমন করিয়া সেখানে বহুবর্ষ বাস করত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি শুচি শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে।

ভাব—পুণ্যানুষ্ঠায়িগণের লোক তারকাসমূহ। এ সম্বন্ধে যাহা তত্ত্ব তাহা দ্বিতীয়াধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। সেখানে যাহা কথিত হইয়াছে তদ্দ্বারা আচার্য্যের মত পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে ইচ্ছা করিলে—"আচার্য্য প্রাচীনগণের

পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক মৃতগণের প্রয়াণবশতঃ যদিও চক্রভ্রমিবৎ পরিবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তিনি যখন গুণানুসারে উর্দ্ধ, মধ্য ও অধোগতি; সত্বাদিগুণত্রয়ের বিমিশ্র ভাব; এবং পরাকালে মৃতব্যক্তিগণের নীচোচ্চমধ্যমাবস্থায় স্থিতি নির্ণয় করিয়াছেন, তখনই তিনি সেই ভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, যে ভূমিতে বেদ ও বেদান্তের ভিন্ন মতের একতাসম্পাদন হয়" "অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, 'অনেকে এরূপ না জানিয়া অপরের নিকট শুনিয়া উপাসনা করে। যাহা শুনে তৎপ্রতি ঐকান্তিকতাবশতঃ তাহারাও মৃত্যু অতিক্রম করে।' 'যাহারা নিকৃষ্ট জাতি, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে।' এই নবীন মতের অবতারণা দ্বারা আচার্য্য আবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া পরলোকে স্থিতি সিদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেই পরকালে নীচ, উচ্চ ও মধ্যমাবস্থা স্বীকার করাতে বেদান্তের সহিত উহার একতাও হইতেছে," এই দুইটি বাক্য—'পুণ্যানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের লোকে গমন করিয়া সেখানে বহুবর্ষ বাস করত যোগভ্রষ্ঠ ব্যক্তি শুচি শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে'—এই বাক্যের সঙ্গে কিরূপে সমঞ্জস হয় তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যদি পুণ্যানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের লোক হইতে পতনই হয় তাহা হইলে আচার্য্য কেন বলিলেন 'পরলোকে তাহার বিনাশ নাই।' যদি বল ইহলোকে জন্ম কালে তাহার স্বরূপবিচ্যুতি হয় না এজন্যই আচার্য্য ওরূপ বলিয়াছেন, তাহা হইলে পরলোকে বিনাশ হয় না একথা বলা বিফল হয়। যদি বল, পরলোকে ভোগই হয় জন্ম হয় না এজন্যই 'বহুবর্ষ বাস করত' এই বলিয়া পরকালে ভোগ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহার পরে বলা হইয়াছে 'শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে;' তুমি এরূপ বলিতে পার না, কেন না যদি পরলোকে জন্মই না হইবে তাহা হইলে ব্রাহ্মণবিভাগে কেন কথিত হইল "পরলোকে জন্মগ্রহণ করে, *" "এই পুরুষ কর্ম্মময়, সে যেরূপ কর্ম্ম করিয়া ইহলোক হইতে গমন করে সেই কর্ম্মানুসারে পরলোকে গমনপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করে। †" যদি পরলোকেই 'শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে. তাহা হইলে কেন 'বহুবর্ষ বাস করিয়া' এ কথা বলা হইল? "শত বৎসর সেই কালবাপী অনন্ত জীবন অমর ভাব ‡" এই যুক্তি অনুসারে দীর্ঘকাল পরলোকে অসম্পন্ন ধ্যানযোগের ফল ভোগ করিয়া যে কিঞ্চিৎ ফল অবশিষ্ট থাকে সেই ফলে পরলোকেই শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে আমরা এই কথা বলিতেছি। যদি এইরূপই হইবে তবে আচার্য্য কেন বলিলেন "পুণ্য ক্ষয় হইলে মর্ত্তলোকে প্রবিষ্ট হয় §?" এখানে মর্ত্ত্যলোক সেই সকল লোক অভিপ্রায় করিয়া বলা হইয়াছে যেগুলিতে মরণ আছে, পরিবর্ত্তন আছে,

* শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।১।৮।৬।

† শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।২।২।২৭।

‡ শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।১।৫।৪।

§ গীতা ৯ম ২১ শ্লোক।

অহোরাত্র আছে। "সে লোক হইতে কর্ম্ম করিবার জন্য পুনরায় এ লোক আইসে *" বেদান্তসমুচিত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া পৌরাণিক সময়ে "ইহলোকে যে কর্ম্ম করা হয় পরলোকে উহার ভোগ হয়, হে ব্রহ্মন্, ইটি কর্ম্মভূমি সেটি ফলভূমি †" এই যে মত প্রচলিত হইয়াছে ব্রাহ্মণবিভাগের কথায় তাহার অর্থান্তর সাধন করা উচিত নয়। এমন কি ব্রাহ্মণবিভাগেও কুরুক্ষেত্রে দেবগণের যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় ‡ এবং তজ্জন্যই কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ; অতএব কর্ম্মসাধনের জন্য ইহলোকে পুনরাবর্ত্তন করা ব্রাহ্মণবিভাগের অনভিমত এরূপ বলা যাইতে পারে না। দেবগণ স্বর্গলোকে নিশ্চেষ্ট হইয়া স্থিতি করেন না; সেখানেও অসুরগণের সহিত সংগ্রাম এবং অন্যান্য প্রযত্নসাধ্য কার্য্য করেন, ব্রাহ্মণবিভাগে বর্ণিত আছে। তবে যে তাঁহারা মানুষের ন্যায় যজ্ঞসাধনের জন্য কুরুক্ষেত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা ফলবিশেষলাভের জন্য, দেবগণ নিত্যই কুরুক্ষেত্র আশ্রয় করেন তাহা নহে। বস্তুতঃ ঋক্সংহিতায় যে উক্ত হইয়াছে, "দেবতা ও মর্ত্তগণের দুইটি পথ আমি পিতৃগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি; সেই দুই পথে সমুদয় বিশ্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে বিশ্ব পিতা ও মাতা (দ্যুলোক ও ভূলোক) এই দুইয়ের মধ্যে §।" সেই ঋক্ ব্রাহ্মণবিভাগে এবং বেদান্তে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং প্রকারান্তরে পুরাণও উহার অনুমোদন করিয়াছেন; সুতরাং এই ঋকেই সর্ব্বসামঞ্জস্য হয়। "কর্ম্ম করিবার জন্য এ লোকে" "ইটি কর্ম্মভূমি" এই যে বলা হইয়াছে, তাহা ভোগের পর পৃথিবীধর্ম্মাক্রান্ত মর্ত্তলোক প্রাপ্ত হওয়া অভিপ্রায় করিয়াই কথিত হইয়াছে; কেন না পরে যে শ্রুতি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে 'সমুদয় লোকে কামনানুসারে ব্যবহার করিতে পারে না" এস্থলে লোকশব্দের উত্তর যে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতেই বুঝা যাইতেছে পরলোকেও মর্ত্ত্যলোক অনেকগুলি। যদি বল ইহা কখন সম্ভব নহে যে, আচার্য্য সর্ব্বথা কালদেশের প্রভাব অতিক্রম করিয়াছিলেন, আচ্ছা তাহাই হউক, কিন্তু এখানে যথার্থ সত্য প্রকাশের জন্য আমরা অন্তর্য্যামীরই মহিমা দেখিতেছি, কেন না তিনি আচার্য্যের মুখে 'পরলোকে বিনাশ (স্বরূপবিচ্যুতি) নাই' এই কথা ঘোষণা করিয়া সত্যতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে আমাদিগকে অবকাশ দান করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যায়—"তোমাদের সহিত কখন সর্ব্বথা আমার বিয়োগ হয় না"—"আমার সহিত তোমাদের যে এই বিয়োগ তাহা আমার সর্ব্ববিধ প্রকাশের সহিত নহে, কিন্তু একটী প্রকট লীলাতে আমার যে প্রকাশ বিরাজমান তৎসহ বিয়োগ হইলে আর একটী অপ্রকট লীলার ¶ প্রকাশের সহিত তোমাদের যোগ হয়," শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের এই বচনের

* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৬।৪।৬। † বনপর্ব্ব ২৬০ অ, ৩৫ শ্লোক।

‡ শতপথ ব্রাহ্মণ ৪।১।৫।১৩। § ঋক্বেদ ১০ ম, ৮৮ সূ, ১৫ ঋক্।

¶ ভগবান্ যখন এক সময়ে কোন এক জগতে প্রকাশ্যভাবে লীলা করেন, তখন তাঁহার

ভাবানুসরণ করিয়া শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তৎকৃত রাগবর্ত্মচন্দ্রিকাতে সকল কালেই প্রকট লীলা বিদ্যমান আছে ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলিয়াছেন, সাধনসিদ্ধ ব্যক্তির দেহ-ভঙ্গ হইলে সে সময়ে যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট লীলা বিদ্যমান সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের আশ্রিত হইয়া তিনি গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এই কথা—"অনেকে এইরূপ না জানিয়া অপরের নিকটে শুনিয়া উপাসনা করে। যাহা শুনে তৎপ্রতি ঐকান্তিকতা-বশতঃ তাহারাও মৃত্যু অতিক্রম করে *" "যাহারা নিকৃষ্ট জাতি, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে †"—আচার্য্যের এই উক্তির অনুসরণ করিতেছে। এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, আচার্য্যের এই উক্তি অত্যুক্তিমাত্র। অগ্নিই বিদ্যা, অগ্নিই কর্ম্ম এই জ্ঞানে যদি অমৃতত্ব লাভ হয় তাহা হইলে পরমাত্মজ্ঞানে কেন তাহা হইবে না? শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, "এই অগ্নিই সেই এই বিদ্যা, এই অগ্নিই সেই এই কর্ম্ম, যাহারা এইরূপ জানে, যাহারা এই কর্ম্ম করে, তাহারা মরিয়া জন্মগ্রহণ করে, যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহারা অমৃতত্বেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ‡।" ঋগ্বেদে যে নিখিলবিশ্বভ্রমণের কথা লিখিত আছে, তাহা এইরূপে নিজ নিজ প্রতিপত্তি অনুসারে সিদ্ধ হইতেছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে অনাত্মযাজী এবং আত্মযাজীর গতি এইরূপে লিখিত হইয়াছে;—"কর্ম্মোপার্জ্জিত লোক যে প্রকার ক্ষয় পায়, সেইরূপ পুণ্যোপার্জ্জিত লোকও ক্ষয় পায়। যাহারা ইহলোকে আত্মাকে না জানিয়া পরলোকে গমন করে, তাহাদের যে সকল কামনা থাকে, সেই সকল কামনানুসারে সেই সকল লোকে তাহারা বিচরণ করিতে পারে না; অথচ যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে আত্মাকে জানিয়া পরলোকে গমন করেন, তাঁহাদের যে সকল কামনা থাকে সেই কামনানুসারে তাঁহারা সেই সকল লোকে বিচরণ করেন। §" আত্মযাজী ব্যক্তিগণের কামনানুসারে বিচরণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্র তাঁহার পিতৃগণ সমুপস্থিত হন, এবং পিতৃলোকসম্পন্ন হইয়া তিনি মহিমান্বিত হন। অনন্তর তিনি যদি মাতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্র তাঁহার মাতৃগণ আসিয়া উপস্থিত হন এবং তিনি মাতৃলোকসম্পন্ন হইয়া মহিমান্বিত হন।" এইরূপে ভ্রাতৃলোক, ভগ্নীলোক, সখিলোক, গন্ধমাল্যলোক, অন্নপানলোক, গীতবাদিত্রলোক, নারীলোক কামনা করিয়া সেই সেই লোকে সম্পন্ন ও গৌরবান্বিত হওয়া বর্ণনপূর্ব্বক সংক্ষেপে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

সেখানে প্রকট লীলা হয়; সেসময়ে যেখানে তিনি প্রকাশ্য ভাবে লীলা করেন না, সেখানে অপ্রকট লীলা বুঝিতে হইবে, বৈষ্ণবগণের ইহা একটি বিশেষ মত।

* গীতা ১৩ অ, ১৫ শ্লোক। † গীতা ৯অ, ৩২ শ্লোক।

‡ শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৪।৩।৯।১০। § ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।৬।১।

"যে যে প্রদেশাভিমুখে তাঁহার কামনা ধাবিত হয়, যে যে প্রদেশ তিনি কামনা করেন সেই সেই প্রদেশ সঙ্কল্পমাত্র নিকটবর্ত্তী হয় এবং তৎপ্রদেশসম্পন্ন হইয়া তিনি মহিমান্বিত হন *।" শ্রীমন্মাধ্বপ্রণীত গীতাভাষ্যের † প্রারম্ভে ভাষ্যকার "তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন" এই শ্রুতি উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভাষ্যের মধ্যভাগে মুক্তগণের অপ্রাকৃত শরীর স্বীকার করিয়াছেন, যথা "'সশরীরের এরূপ হয় না' ইত্যাদি সহকারে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতেছে না, কেন না সে সকল শরীর এ সকল শরীরের মত নহে। সে সকল শরীর ভৌতিক নহে, ঈশ্বরশক্তিতে নিত্যোপাদাননির্ম্মিত সেই সকল শরীর। নারায়ণরামকল্পে সেইরূপই কথিত হইয়াছে—'ষোড়শ কলায় তাঁহাদের শরীর জন্মিয়া থাকে।' 'অপ্রহর্ষ' 'অনানন্দ' 'সুখ-দুঃখ-বাহ্য' ইত্যাদিতে লৌকিক হর্ষাদি হইতে অন্যরূপ জন্যই অভাবাত্মক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এ শরীরের মত নয় বলিয়াই সে সকল শরীর নহে, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 'সে শরীর অশরীর হইল।' 'সৃষ্টি কালেও জন্মায় না, প্রলয়েও বিনষ্ট হয় না' ইত্যাদি বলাতে সেই সকল (অপ্রাকৃত শরীর) কখন শীর্ণ হয় না।" শ্রীমদ্ভাগবতে বৈকুণ্ঠবাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, "বৈকুণ্ঠবাসিগণের দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই, প্রাণ নাই ‡।" এস্থলে স্বামী বলিয়াছেন "প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ জন্মের কারণ, সে সকল তাঁহাদের নাই, শুদ্ধসত্ত্বময় তাঁহাদিগের দেহ।" মনের ভাবানুসারে প্রকৃতির সহিত যে সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, তাহাই শরীর গ্রহণ, ইহা দেখিয়া আচার্য্য ঠিকই বলিয়াছেন, "এই মানবীয় তনু পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ তনু সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে নির্ব্বেদ করা সমুচিত নয় §।" ৪১।

অল্পকাল যোগাভ্যাস করিলে যে গতি হয় আচার্য্য তাহা বলিয়া দীর্ঘকাল যোগাভ্যাস করিলে যে সত্বর গতি হয় তাহাই বলিতেছেন :—

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্। ৪২।

অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণের গৃহে জন্মে। লোকে ঈদৃশ জন্ম দুর্ল্লভতর।

ভাব—অথবা পুণ্যানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের লোকে না গিয়া যে সকল ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের প্রকট লীলা বা অপ্রকট লীলা বিদ্যমান সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে বিবেকজ্ঞানযুক্ত যোগসম্পৎ-সম্পন্ন যোগিগণের কুলে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। লোকে অর্থাৎ লোকলোকান্তরে যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করা প্রাকৃত ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্ল্লভ হইতেও দুর্ল্লভতর। ৪২।

---

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।১০।২। † গীতা ২ অ, ৫০ শ্লোক।
‡ ভাগবত ৭ স্ক, ১ অ, ৩৩ শ্লোক। § অনুগীতা ১৯ অ, ৩১ শ্লোক।

ঈদৃশ উভয়বিধ জন্মের দুর্ল্লভত্ব কেন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন। ৪৩।

হে কুরুনন্দন, এই জন্মে পূর্ব্ব দেহে যে বুদ্ধি ছিল তাহা সে প্রাপ্ত হয় এবং সিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নশীল হয়।

ভাব—"এই পুরুষ কর্ম্মময়" এই যুক্ত্যনুসারে পূর্ব্বদেহে যতটুকু যোগভূমি অধিকার করিয়া বুদ্ধিলাভ হইয়াছিল যোগী সেই বুদ্ধিময়। "এরূপ কর্ম্মযুক্ত হইয়া পরলোকে গমনপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করে" এই যুক্ত্যনুসারে কোন অনুষ্ঠানের নাশ নাই, সুতরাং যোগানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি এখানে যোগানুষ্ঠানে যে বুদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সেই বুদ্ধি লইয়াই পরলোকে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর সেই অধিকৃত যোগভূমি হইতেই সে ব্যক্তি সিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্ন করিয়া থাকেন। ৪৩।

পূর্ব্বদেহে যে বুদ্ধি ছিল তাহা লাভ করিয়া কি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে। ৪৪।

সে ব্যক্তি পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ অবশভাবে যোগাভ্যাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যোগ জানিবার অভিলাষী হইয়াছে সেও বেদ অতিক্রম করিয়াছে।

ভাব—যদি কোন প্রকার বিঘ্নবশতঃ যোগাভ্যাসে ইচ্ছাও না থাকে তথাপি পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ যোগের প্রতি সে ব্যক্তি আকৃষ্ট হয়। ধনজনাদির কামনায় বেদবিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং যোগ জানিবার অভিলাষীও কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৪৪।

যোগিত্ব শ্রেষ্ঠ কেন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন : —

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্। ৪৫।

যে ব্যক্তি যত্নসহকারে ক্রমে যোগাভ্যাস করিতে করিতে পাপ-বিমুক্ত হইয়াছে, সে তো অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়ই।

ভাব—অনেক জন্ম যোগাভ্যাস করিতে করিতে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, সেই পুণ্যবশতঃ সম্যক্ দর্শন উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই সম্যক্ দর্শনে মুক্তি লাভ হয়। ৪৫।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি যোগপ্রধান এজন্য উঁহারা শ্রেষ্ঠ। যে যোগের জন্য উঁহাদের প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা সেই যোগই শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ইহা বলিতেছেন :—

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন। ৪৬।

তপস্বিগণ হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদিগের অপেক্ষা কর্ম্মীদিগের অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ, অতএব, অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

ভাব—ব্রহ্মের সহিত যোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যোগী। যাঁহারা কৃচ্ছ্র সাধনাদি দ্বারা লোকসকল জয় করিব, এরূপ মনে করিয়া তপস্যায় নিরত, তাঁহাদিগের হইতে তিনি অবশ্য শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা শাস্ত্র ও বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ, তাঁহারা জ্ঞানী। যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিকানুষ্ঠাননিরত তাঁহারা কর্ম্মী। এ দুই অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ, এজন্যই আচার্য্য পরমাত্মার সহিত যোগাকাঙ্ক্ষী হইবার জন্য অর্জ্জুনকে অনুরোধ করিতেছেন। ৪৬।

কেবল যোগাভ্যাসে কৃতার্থতা হয় না এজন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। ৪৭।

সমুদায় যোগী মধ্যে যে ব্যক্তি মদ্গত চিত্তে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার ভজনা করে, সেই আমার মতে যোগযুক্তগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ভাব—এই অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রকার যোগী বর্ণিত হইয়াছেন; প্রথম যিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখেন, দ্বিতীয় যিনি সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দেখেন, তৃতীয় যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামীকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন, চতুর্থ যিনি সকলকে সর্ব্বান্তর্য্যামীতে দর্শন করেন *। যাঁহারা এইরূপে আত্মা ও পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পরমাত্মাতে সমাহিতচিত্ত হন এবং

---

* আপাততঃ শুনিতে মনে হয়, যোগিগণকে এইরূপে চারিশ্রেণীতে বিভাগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু সাধকগণের জীবনের ক্রমিক গতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, সর্ব্বপ্রথমে সাধক সকল পদার্থে জ্ঞানের বিদ্যমানতা অনুভব করিতে প্রবৃত্ত হন। যখন এইরূপে সর্ব্বত্র জ্ঞানের বিদ্যমানতা জাজ্বল্যমানরূপে তিনি দেখিতে লাগিলেন, তখন সেই জ্ঞানে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান, ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। ফলতঃ প্রথমতঃ সর্ব্বগতরূপে আত্মা ও পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ না করিলে সর্ব্বাতীতরূপে এ উভয়কে দর্শন করা কখন সম্ভবপর নহে, কেন না সাবলম্ব সাধন বিনা নিরবলম্ব সাধনে কখন পৌঁছান যাইতে পারে না। যখন সর্ব্বগতরূপে আত্মা ও পরমাত্মাকে দেখা হয়, তখন একটি অবলম্বন থাকে, যখন এ উভয়কে সর্ব্বাতীতরূপে দেখা হয়, তখন নিরবলম্বরূপে স্বয়ং আত্মা ও পরমাত্মা দর্শনের বিষয় হন।

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন দ্বারা তাঁহার ভজনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই যোগি-শ্রেষ্ঠ। 'মদ্গতচিত্ত' এই বিশেষণে জ্ঞান, এবং সে জ্ঞান যে ঈশ্বরভাববর্জ্জিত নহে তাহা 'মদ্গত' এই বিশেষণেই প্রতিপন্ন হইতেছে। 'শ্রদ্ধাবান্' এই বিশেষণ এবং 'ভজনা করে' এই ক্রিয়াতে ভক্তি ও কর্ম্ম উভয়ই একত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। সুতরাং এস্থলে যোগত্রয়ের সমাবেশ হইতেছে। শ্রীমচ্ছঙ্কর ও মধুসূদন বলেন, সমুদায় যোগী বলিতে 'রুদ্র আদিত্যাদি ধ্যানপরায়ণ যোগী' বুঝায়। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলেন, 'কোন কোন যোগী দেবতা আশ্রয় করিয়া যজ্ঞ করেন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থাধ্যায়ে যে দ্বাদশ প্রকারের কর্ম্মযোগ বলা হইয়াছে, 'সমুদায় যোগী' বলিতে সেই কর্ম্মযোগানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণকে বুঝিতে হইবে। 'সমুদায় যোগী মধ্যে' এস্থলে মূলে যে ষষ্ঠী বিভক্তি আছে, তাহা পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী করিয়া শ্রীমদ্রামানুজ, বলদেব ও বিশ্বনাথ এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন যে, ভজনশীল যোগী তপস্যাদিপরায়ণ যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ।

ছয় ছয় অধ্যায়ে তিন ভাগে বিভক্ত এই শাস্ত্রের যাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের মত নির্ব্বাচন করিতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেরই সিদ্ধান্ত এই, জ্ঞানেতে মুক্তি হয়। শ্রীমদ্রামানুজের মত যাঁহারা অনুসরণ করেন তাঁহাদের মতে, জ্ঞান ও কর্ম্মসংসৃষ্ট ধ্যানপ্রধান ভক্তিতে মুক্তি হয়। কেবল ভক্তিতে মুক্তি শ্রীমচ্ছাণ্ডিল্য প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। শ্রীমদ্বলদেব একটু বিশেষ এই বলিয়াছেন যে, "কর্ম্মানুষ্ঠানে হৃদয় শুদ্ধ হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তি হয়। যদি এরূপই হইল তাহা হইলে ভক্তি আর বিশেষ কি ? বিশেষ এই যে, সেই জ্ঞানই কিছু বিশেষ (রূপান্তরিত) হইলেই ভক্তি হয়।" বেদান্তস্যমন্তকে তিনি আরও বলিয়াছেন, "শব্দজনিত [জ্ঞান] পরোক্ষ, হ্লাদিনীর [আনন্দের] সার [প্রেম, তৎ-]-সমবেত সংবিৎ (জ্ঞান)—অপরোক্ষ [জ্ঞান], যে অপরোক্ষজ্ঞানকেই ভক্তিশব্দে অভিহিত হইতে দেখা যায়।" শ্রীমন্মাধ্ব বলেন, ভগবানের প্রসাদে [অনুগ্রহে] মুক্তি হয়, কেন না তৎকৃত গীতা ভাষ্যে (২।২৪) লিখিত আছে, "মোক্ষ মহাপুরুষার্থ.........সে মোক্ষ বিষ্ণুর প্রসাদে সিদ্ধ হইয়া থাকে।"

ভাষ্যের আরম্ভে শ্রীমদ্বলদেব গীতার বিষয়বিভাগ এইরূপ করিয়াছেন—"জীব ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বর অংশী ; এই শাস্ত্রের প্রথম ছয় অধ্যায়ে অংশ জীবের অংশী ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করিবার উপযোগী স্বরূপ আছে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞান অন্তর্গত আছে এরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা [সাধকের] ভক্তিতে উপযোগিতা জন্মে, ইহা [এই ছয় অধ্যায়ে] নিরূপিত রহিয়াছে। মধ্যে [মধ্য ছয় অধ্যায়ে] যে ভক্তি দ্বারা পরম-প্রাপ্য ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, সেই ভক্তির মহিমা অগ্রে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া ভক্তিযোগের কথা বলা হইয়াছে। অন্ত্য [ছয় অধ্যায়ে] পুর্ব্বে যে ঈশ্বরাদির স্বরূপ কথিত হইয়াছে তাহারই পরিশোধন করা হইয়াছে। তিনটি ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে এই যে বলা হইয়া থাকে তাহার কারণ এই, সেই সেই স্থলে সেই সেই গুলির

প্রাধান্য। যেমন কোন একটী রত্নপেটিকার উপরিতন ভাগে [তন্নিহিত] বস্তুসূচক লিপি থাকে, তদ্রূপ চরম [ছয় অধ্যায়ে] [গীতানিহিত বস্তুসূচক] ভক্তি ও ভক্তিপ্রতিপাদক বিষয়ের উল্লেখ আছে।" শ্রীমন্মধুসূদন এইরূপ বিষয়বিভাগ করিয়াছেন, "গীতা শাস্ত্রের প্রথম কাণ্ডে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগপ্রণালী দ্বারা ত্বংশব্দবাচ্য বিশুদ্ধ আত্মা প্রমাণপ্রয়োগসহকারে নিরূপিত হইয়াছে; দ্বিতীয় কাণ্ডে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠাবর্ণনপ্রণালীতে তচ্ছব্দবাচ্য পরমানন্দ ভগবান্ অবধারিত হইয়াছেন; তৃতীয় কাণ্ডে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে ত্বং ও তৎ এ দুইয়ের ঐক্যই পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে *; এই শাস্ত্রে কাণ্ডত্রয়ের এইরূপ পরস্পরসম্বন্ধ।" "কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিন কাণ্ডাত্মক এই শাস্ত্র"— শ্রীমন্নীলকণ্ঠ এইরূপ বিষয় বিভাগ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ এইরূপ বিষয় বিভাগ করেন। "প্রথম ছয়টিতে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ছয়টিতে ভক্তিযোগ, তৃতীয় ছয়টিতে জ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। ভক্তিযোগকে এই জন্য মধ্যবর্ত্তী করা হইয়াছে যে, উহা পরম রহস্য, জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবনসঞ্চার করে বলিয়া অত্যন্ত আদরণীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ। ভক্তি না থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান বিফল হইয়া যায়, এজন্য ভক্তিমিশ্র জ্ঞান ও কর্ম্ম এ শাস্ত্রে অভিপ্রেত"।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয় ভাষ্যে ষষ্ঠধ্যায়।

---

* 'তত্ত্বমসি' এই বেদান্তবাক্যে 'তৎ' ব্রহ্মবাচক, 'ত্বং' জীবাত্মবাচক 'অসি' এই ক্রিয়া এ উভয়ের ঐক্যসূচক। অদ্বৈতবাদিগণ এই ঐক্যে জীবের তিরোধান হয় কেবল ব্রহ্ম থাকেন এইরূপ বলেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদি- ও দ্বৈতবাদিগণ স্বরূপে ঐক্য স্বীকার করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

আচার্য্য দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভজনীয়ের স্বরূপ ও ভজনপ্রণালী বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের শেষভাগে "যাহারা মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার ভজনা করে" এই কথায় তিনি উহার সূত্রপাত করিয়াছেন। এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "পরমপ্রাপ্য পরব্রহ্মের······প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ উপাসনা বলিবার উদ্দেশে প্রথম ছয় অধ্যায়ে সেই উপাসনার অঙ্গীভূত আত্মজ্ঞানপূর্ব্বককর্ম্মানুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে, এবং এতদ্দ্বারা যে জীবাত্মা ভগবান্‌কে লাভ করিবে তাহার যথাযথ স্বরূপ কথিত হইয়াছে। এখন মধ্যবর্ত্তী ছয়টি অধ্যায়ে পরব্রহ্ম পরমপুরুষের স্বরূপ ও ভক্তিশব্দবাচ্য তাঁহার উপাসনা কথিত হইতেছে।······'চিত্তশুদ্ধি হইলে নিশ্চলা স্মৃতি ও সকল প্রকার গ্রন্থির ছেদ হয়' 'হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়' ইত্যাদি কথাগুলির সঙ্গে অর্থে এক ধ্যানকেই উপাসনা-শব্দের অভিধেয় বুঝিতে হইবে, কেন না এই ধ্যান আকারে অবিচ্ছেদ স্মৃতিস্বরূপ, প্রত্যুত ব্রহ্মদর্শনের সমান। অপিচ······এই অবিচ্ছেদ স্মৃতি বিশেষ ভাবে ভগবৎপরায়ণ আত্মার অতি আদরের বিষয়, [কেবল আদরের বিষয় নহে] যিনি স্মরণের বিষয় তিনি যখন অতিমাত্র প্রিয় তখন তাঁহারই জন্য উহা অতিমাত্র প্রিয়ও। সুতরাং এই অবিচ্ছেদ স্মৃতিই যে উপাসনা, ইহাই স্থির হইতেছে। 'পণ্ডিতগণ প্রীতি সহকারে অনুধ্যানকেই ভক্তি বলিয়া থাকেন' এই বচনানুসারে তাদৃশ উপাসনাই ভক্তিনামে অভিহিত।" শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন, "অতীত অধ্যায়গুলিতে প্রধানতঃ সাধনের বিষয় কথিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী ছয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ [আচার্য্য] ভগবানের মাহাত্ম্য বলিতেছেন।" সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমপুরুষকে না জানিয়া কখন তাঁহার ভজন সম্ভবপর নহে। এজন্য প্রথমে তৎসম্বন্ধে কি প্রকারে জ্ঞানলাভ হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ।—ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু। ১।

আমাতে আসক্তমনা হইয়া আমায় আশ্রয় করিয়া যোগাভ্যাস-পূর্ব্বক নিঃসংশয়ভাবে আমায় কিপ্রকারে সমগ্র জানিবে শ্রবণ কর।

ভাব—আসক্তমনা—যাহার মন অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, নিবদ্ধ হইয়াছে, অতিমাত্র নিরত হইয়াছে; আমায় আশ্রয় করিয়া—আমি, সর্ব্বান্তর্য্যামী আমার শরণাপন্ন হইয়া; যোগাভ্যাস—পরমপুরুষের সহিত একতালাভের জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন; সমগ্র - বিভূতি, বল, শক্তি ও ঐশ্বর্য্যাদি গুণে সমগ্র। ১।

যে জ্ঞানের কথা বলা হইতেছে আচার্য্য তাহার মহিমা বর্ণন করিতেছেন :—

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে। ২।

আমি তোমায় সমগ্রভাবে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান বলিতেছি, যাহা জানিয়া আর তোমার কিছুই জানিবার অবশেষ থাকিবে না।

ভাব—বিজ্ঞান—নিজের অনুভূতিপ্রধান অপরোক্ষ জ্ঞান; জ্ঞান—শাস্ত্রীয় পরোক্ষ জ্ঞান : শ্রীমন্মধুসূদন বলেন, শাস্ত্রীয় জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞানই বটে, কিন্তু প্রতিবন্ধকবশতঃ উহা পরোক্ষ জ্ঞান হইয়া গিয়াছে। এই জ্ঞান জানিয়া সর্ব্বথা কৃতার্থতা লাভ হইবে এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন 'আর কিছুই জানিবার অবশেষ থাকিবে না।' ২।

ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান যে দুর্ল্লভ আচার্য্য তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ। ৩।

সহস্র মানুষের মধ্যে দুই এক জন সিদ্ধির জন্য যত্ন করে। আর যাহারা সিদ্ধির জন্য যত্ন করে তাহাদের মধ্যে এক আধ্ জন আমায় তত্ত্বতঃ জানে।

ভাব—সিদ্ধি—জ্ঞানোৎপত্তি। যাঁহাদের জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তি ভগবান্ ঠিক যেরূপ সেরূপ ভাবে তাঁহাকে জানিয়া থাকেন। জানা এস্থলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শন। যাহারা সাধারণ লোক তাহারা সর্ব্বদা বিষয়নিরত, সুতরাং তাহারা চিন্তা করিয়া দেখে না যে, তাহাদেরও ব্রহ্মবিজ্ঞানে অধিকার আছে। যাঁহারা জ্ঞানানুশীলনপরায়ণ তাঁহারা সেই পরমতত্ত্ব জ্ঞানের অতীত ইহা চিন্তা করিয়া তৎসাক্ষাৎকারে যত্ন করেন না। 'আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া জানি এরূপ মনে করি না' * এই যুক্তিতে সেই অনন্ত পরব্রহ্মের নিঃশেষ জ্ঞান যদিও সম্ভবপর নহে, তথাপি 'না জানি যে তাহাও নহে' † এ যুক্তিতে যতটুকু তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হইলে মোক্ষ হয় তাহা জানা অবশ্যই সম্ভব, যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করেন, তিনিই কেবল পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিজ্ঞানে যে বিশ্বাসের সাম্রাজ্য তাহা—"বাক্য দ্বারা, মনের দ্বারা অথবা চক্ষুর দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারা যায় না; যে ব্যক্তি বলিল যে, এই তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন?"‡—এই শ্রুতিতে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ৩।

বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান বলিব আচার্য্য এই অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখন প্রথমতঃ তিনি শাস্ত্রসিদ্ধ জ্ঞান বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন :—

---

* তলবকারোপনিষৎ। ১০। † তলবকারোপনিষৎ। ১০। ‡ কঠোপনিষৎ ৬। ১২।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। ৪।

ভূমি, জল, অগ্নি বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আট প্রকারে বিভক্ত আমার প্রকৃতি।

ভাব—ভূমি আদি পাঁচটি মহাভূত, আর মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আটটিতে ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি বিভক্ত। ভূমিপ্রভৃতিশব্দে স্থূল মহাভূত গ্রহণ না করিয়া অনেক ব্যাখ্যাকারগণ ভূমি আদি শব্দে, গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র, এই পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূত গ্রহণ করিয়াছেন। গন্ধাদি পৃথিবী আদির গুণ এজন্য আচার্য্য পৃথক্ করিয়া তাহাদের উল্লেখ করেন নাই। "পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ [তন্মাত্র]" * এস্থলে গন্ধাদি পাঁচটিকে 'ইন্দ্রিয়গোচর' বলাতে পৃথিবী আদিতে তাহাদিগের উপলব্ধি হইয়া থাকে আচার্য্য ইহাই অভিপ্রায় করিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্রের সহিত আচার্য্যের উক্তির একতাসাধন জন্য, ব্যাখ্যাকারগণ ভূমি আদি শব্দে তাহাদের প্রকৃতি [উৎপত্তিস্থান] তন্মাত্রগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্র প্রকৃতি ও বিকৃতি—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আটটী প্রকৃতি ও ষোলটী বিকৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। অব্যক্ত, প্রধান ও প্রকৃতিনামে অভিহিত মূলপ্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। এই মূল প্রকৃতির গুণবৈষম্য হইতে বুদ্ধি, অন্তঃকরণ ও চিত্ত নামে খ্যাত মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এইরূপে মহত্তত্ত্ব মূলপ্রকৃতির বিকৃতি হইয়াও অহঙ্কারতত্ত্বের প্রকৃতি। অহঙ্কারতত্ত্ব যদিও এইরূপে মহত্তত্ত্বের বিকৃতি তথাপি উহার মধ্যে অপ্রকাশাত্মক যে তমোগুণ আছে তাহার বিকার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, এবং প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণের বিকার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপাদন করে, এজন্য উহা উহাদের প্রকৃতি। সত্ত্ব ও তমোগুণের সঙ্গে রজোগুণ মিশ্রিত হইয়া তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকারিত্ব উপস্থিত করে। পঞ্চতন্মাত্রগুলি বিকৃতি হইলেও উহারা পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের প্রকৃতি। এই পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহান্ ও অব্যক্ত এই আটটী প্রকৃতি। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটী কাহারও প্রকৃতি নহে, সুতরাং কেবল বিকৃতি। এই ষোলটী বিকৃতি ষোড়শ বিকারনামে খ্যাত। গন্ধস্পর্শাদির কোন উল্লেখ না করিয়া আচার্য্য কেন ভূমি আদি স্থূল ভূতকে প্রকৃতিরূপে বিন্যস্ত করিলেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সহজ উত্তর এই যে, যে গুলিকে অবলম্বন করিয়া এই সকল তত্ত্ব অনুমান করিয়া লইতে হইয়াছে তাহাদিগকেই আচার্য্য প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন ;—ভূম্যাদি পঞ্চ মহাভূতময় স্থূল জগৎ দর্শন করিয়া তাহার উৎপত্তির কারণ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্তি হয়।

---

* গীতা ১৩ অ, ৫ শ্লোক।

স্থূল পঞ্চভূতে গন্ধাদি গুণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভূম্যাদি গন্ধাদিময় এরূপ অনুমান করিয়া,তাহারাই এই ভূম্যাদিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অতএব তাহারাই এ সকলের কারণ এইরূপ অবধারণপূর্ব্বক ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়যোগে উপলভ্যমান গন্ধাদি সূক্ষ্মাংশকে তন্মাত্র বলিয়া অনুমান করিয়া লওয়া হয়। মনের লক্ষণ মনন করা, সেই মনের দ্বারা এই জগৎ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, সুতরাং মন বিনা জগৎ থাকিতে পারে না, এজন্যই মনকে প্রকৃতিমধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই এক মনের দ্বারাই চক্ষুঃশ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংগ্রহ হইয়াছে, কারণ আচার্য্য বলিয়াছেন, "চক্ষু, শ্রোত্র, স্পর্শ, রসনা ঘ্রাণ ও মন অধিষ্ঠান করিয়া জীব বিষয় সেবা করে।" * মননপূর্ব্বক 'আমি দেখিতেছি' এইরূপ অভিমান হয়, তাহার পর ক্রিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, এজন্য অহঙ্কার দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিরও গ্রহণ হইয়াছে। মন বিকৃতিমাত্র, ইহা দেখিয়া পূর্ব্বব্যাখ্যাকারগণ মনঃশব্দে মনের কারণ অহঙ্কার গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ গ্রহণ আচার্য্যের অভিপ্রেত কি না তদ্বিষয়ে আমাদের মহান্ সংশয় আছে। কেন না তিনি স্পষ্ট অহঙ্কারশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাখ্যাকারগণ এই অহঙ্কার শব্দে 'অব্যক্ত' ধরিয়া লইয়াছেন। আমাদের নিকটে উহা ভালবোধ হয় না। 'আমার এক প্রকৃতি অষ্টপ্রকারে ভিন্ন' এই কথা বলাতেই মহান্ ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি যে অব্যক্ত তাহা বুঝা যাইতেছে, আর বৃথা কষ্টকল্পনা করিবার কি প্রয়োজন? শারীরকসূত্রভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্কর ভালই বলিয়াছেন, "যখন এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়, তখন শক্ত্যবশেষ লয় প্রাপ্ত হয় এবং আবার সেই শক্তি হইতেই উৎপন্ন হয়, অন্যথা আকস্মিকত্ব উপস্থিত হয়" † "যদি আমরা জগতের কোন স্বতন্ত্র পূর্ব্বাবস্থা কারণরূপে স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে প্রধান (প্রকৃতি) কারণবাদ উপস্থিত হইত। আমরা পরমেশ্বরাধীন জগতের পূর্ব্বাবস্থা স্বীকার করি, স্বতন্ত্র নহে। এইরূপই ইহা স্বীকার করিতে হইবে; উহার অর্থবত্তা আছে। কেন না উহা বিনা পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না; শক্তিরহিত হইলে তাঁহার [জগৎসৃষ্টিতে] প্রবৃত্তি সম্ভবে না।" ‡ এ শক্তি কখন মহান্ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন, এ জন্যই আচার্য্য 'আমার প্রকৃতি' বলিয়াছেন। এ শক্তির অব্যক্ত নাম কেন হইল? জগতের পূর্ব্বাবস্থা কাহারও দৃষ্টিপথের পথিক হয় না, এজন্যই উহা অব্যক্তসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। কোথা হইতে এই অব্যক্ত অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে? অব্যক্তাবস্থা হইতে। সমুদায় জীব ও পদার্থের পূর্ব্বাবস্থা অব্যক্ত, সেই অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্ত হইলেই উহা ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

আচ্ছা এ সকল এইরূপই হউক, কিন্তু মন যখন অহঙ্কারের বিকৃতি তখন তাহাকে প্রকৃতি বলিয়া কেন গ্রহণ করা হইল? মন এখানে মনন, বস্তু নির্দ্ধারণাত্মক বুদ্ধিরূপ

* গীতা ১৫ অ, ৯ শ্লোক। † বেদান্তসূত্র ১ অ, ৩পা, ৩০ সূত্রভাষ্য।
‡ বেদান্ত সূত্র ১অ, ৪ পাদ ৩ সূত্রভাষ্য।

মহত্তত্ত্বের কার্য্য, কারণ সাংখ্যসূত্রে কথিত হইয়াছে—"মহত্তত্ত্বের যে আদি কার্য্য উহা মন", * "উহার চরম কার্য্য অহঙ্কার" †। যৎকালে জগৎ দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে মনন উপস্থিত হয় তখন বুদ্ধিসমুৎপন্ন প্রথম কার্য্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মন, এবং তৎপর 'আমি দেখিতেছি' 'আমি শুনিতেছি' এই প্রকার অভিমান হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অহঙ্কার, অনুমিত হইয়া থাকে। "একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র যাহার কার্য্য" ‡ এই সূত্রের সহিত যে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে তাহা সেই শাস্ত্রেরই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষার জন্য ক্ষমা করিতে হইবে। রূপ দেখিতেছি, রস আস্বাদন করিতেছি, শব্দ শুনিতেছি, ইত্যাদি দ্বারা তন্মাত্র সকল অনুমিত হইয়া থাকে। 'আমি দেখিতেছি' ইত্যাদিতে বস্তুনিশ্চয়াত্মকবৃত্তি অনুভূত হইয়া থাকে, এই বস্তুনিশ্চয়াত্মক বৃত্তি বিনা অহঙ্কার কদাপি থাকিতে পারে না। এই বৃত্তির নাম বুদ্ধি ও মহান্। বুদ্ধি যে সকল বিষয় নিশ্চয় করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখ ও মোহের সম্বন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। তাহা হইতেই সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ অনুমিত হয়। তাহাদের মূল অন্বেষণ করিতে গিয়া মূলহীন মূলপ্রকৃতি বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইয়া থাকে; এবং তাহার পর অনুসন্ধানের নিবৃত্তি হয়। এই প্রকৃতি মহান্ ঈশ্বরের শক্তি, তাঁহা হইতে অভিন্ন। এই শক্তি দ্বারা পুরুষের ভোগ্যবিষয়সকল উৎপন্ন হয়। সেই সকল বিষয়, তাহাদের গুণ, পুরুষসহ তাহাদের সম্বন্ধ, তাহাদের স্থিতিকাল, আচার্য্য অনুগীতাতে বলিয়াছেন। যথা—"এস্থলে বিষয় ও বিষয়ী এই সম্বন্ধ উক্ত হইয়া থাকে। পুরুষ বিষয়ী, সত্ত্ব অর্থাৎ দ্রব্যমাত্র বিষয়। মশক ও উডুম্বরের যেমন [ভোগ্য ও ভোক্তৃসম্বন্ধ], সেইরূপ সম্বন্ধ পুরাকালে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সত্ত্ব অচেতন, তাহাকে ভোগ করা হইতেছে, অথচ সে তাহা জানিতে পারে না,—যিনি এইরূপ জানেন তিনিই জানেন, যে ভোগ করে এবং যে ভোগের বিষয় হয়। পণ্ডিতগণ সত্ত্বকে সুখদুঃখাদিযুক্ত বলিয়া থাকেন। ক্ষেত্রজ্ঞ সুখদুঃখাদিশূন্য, অখণ্ড, নিত্য, গুণাতীত, বিকারশূন্য, নামানুসারে সর্ব্বত্র অভিহিত। জল যেমন পদ্মপত্রের সহিত লিপ্ত হয় না, সেই ভাবে তিনি সত্ত্বকে ভোগ করিয়া থাকেন। সত্ত্বাদি সমুদায় গুণের সঙ্গে মিলিত থাকিয়াও জ্ঞানী ব্যক্তি লিপ্ত হন না। পদ্মপত্রস্থ চঞ্চল জলবিন্দু যে প্রকার, পুরুষ যে সেই প্রকার অসংযুক্ত তাহাতে কোন সংশয় নাই। পুরুষের [সহিত সম্বন্ধ] দ্রব্যমাত্রই সত্ত্ব। কর্ত্তা ও দ্রব্যের যে সম্বন্ধ পুরুষ ও সত্ত্বের সেইরূপ সম্বন্ধ। লোকে অন্ধকারে যেরূপ প্রদীপ লইয়া গমন করে, সেইরূপ পরমার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ সত্ত্বপ্রদীপ লইয়া গমন করিয়া থাকেন। দ্রব্যের গুণ যত দিন থাকে প্রদীপও তত দিন প্রকাশ পায়। দ্রব্য ও গুণ

---

* সাংখ্যসূত্র ১অ, ৭১ সূত্র। † সাংখ্যসূত্র ১অ, ৭৩ সূত্র।

‡ সাংখ্যসূত্র ২অ, ১৩ সূত্র।

ক্ষীণ হইলে দীপজ্যোতিও অন্তর্হিত হইয়া যায়। এইরূপে দ্রব্যের গুণ ব্যক্ত, পুরুষ অব্যক্ত বুঝিতে হইবে।" * । ৪ ।

জড়প্রপঞ্চের উপাদানভূত প্রকৃতির কথা বলিয়া এখন জীবপ্রকৃতির বিষয় বলিতেছেন :—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। ৫ ।

এটী অপরা প্রকৃতি, জানিও, এ অপেক্ষা আর একটী আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, সেটী জীবপ্রকৃতি। এই জীবপ্রকৃতি দ্বারা সমুদায় জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

ভাব—পূর্ব্বে যে অষ্টবিধ প্রকৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে উহা অচেতন। উহার নিকৃষ্টত্বের কারণ জড়ত্ব ও পরের ব্যবহারযোগ্যত্ব। জীবপ্রকৃতি এই জন্য শ্রেষ্ঠ যে উহা চেতন এবং সমুদায় জগতের প্রাণধারণের কারণ। সমুদায় জগতে জীবপ্রকৃতি অন্তঃপ্রবিষ্ট না হইয়া থাকিলে জগৎ স্বকারণে বিলীন হইয়া যায়। এজন্য 'জীব প্রকৃতি দ্বারা সমুদায় জগৎ বিধৃত রহিয়াছে' এইরূপ আচার্য্য বলিয়াছেন। "এই জীবাত্মাকে লইয়া প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করি †" এস্থলে জীবশব্দে 'প্রাণধারণকর্ত্তা' এইরূপ উক্ত হওয়াতে প্রতিপন্ন হইতেছে, জীবশক্তির প্রথমাভিব্যক্তি প্রাণশক্তির রঙ্গভূমি এই সমুদায় জগৎ, এই প্রাণশক্তি বিনা এ সকল জগদাকারে কখন পরিণত হইতে পারে না। এ সকল সেই এক জীবশক্তিরই বিবিধ প্রকারের অভিব্যক্তি। "জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া ‡" এই যুক্তিতে মৃৎপাষাণাদিতে বলরূপে, প্রাণিসমূহে প্রাণরূপে, এবং জীবগণেতে জ্ঞানরূপে এই জীবপ্রকৃতি অনুভূত হইয়া থাকে। ৫ ।

এই রূপে প্রকৃতিদ্বয় প্রদর্শন করিয়া সেই প্রকৃতিদ্বয়ের দ্বারা পরব্রহ্ম নিখিল জগতের কারণ আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। ৬ ।

এই দুই প্রকৃতি হইতে সমুদায় ভূতের উৎপত্তি জানিও। আমিই সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান।

ভাব—চিৎ ও অচিৎ এই দুইয়ের মিশ্রণে স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দুই প্রকৃতি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত। সকলই যদি এই

* অনুগীতা ৫০ অ, ৮—১৭ শ্লোক। † ছান্দোগ্যপনিষৎ। ৬। ৩। ২।
‡ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬। ৮।

প্রকৃতিদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা হইলে পরব্রহ্মে কি প্রয়োজন? পরব্রহ্মের কর্তৃত্ব বিনা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্রষ্টৃত্বাদি সম্ভবপর নহে, কেন না কেবল ক্ষেত্রজ্ঞের অধিষ্ঠানে অচেতন ক্ষেত্রের যদি জগদ্রূপে পরিণত হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞই নিয়ন্তা ও ঈশ্বর হইলেন, ক্ষেত্র দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান আবৃত হইবার সম্ভাবনা রহিল না। দুগ্ধ যেমন বৎস দর্শনে আপনি ঝরে, তেমনি ক্ষেত্রজ্ঞদর্শনে ক্ষেত্রের প্রবৃত্তি হয় যদি এ কথা বলা হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, এ প্রবৃত্তিও আনুপূর্ব্বিক নিয়মানুসরণ করিয়া হইয়া থাকে। কোন নিয়মের অনুসরণ দেখাইয়া দেয়, যে অনুসরণ করিতেছে সে আপনি চেতন, যদি চেতন না হয়, অন্য কোন চেতনের অধীন। এরূপ হইলে সাংখ্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ক্ষেত্র চেতন নহে বা চেতনের অধীন নহে, সে প্রতিজ্ঞা খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। প্রতিজ্ঞা খণ্ডিত হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই ক্ষেত্রই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অধীন। ক্ষেত্রের আনুপূর্ব্বিক নিয়ম অনুসরণ করা যখন সাংখ্যমতে সিদ্ধ হইতেছে না, তখন "যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি স্বতন্ত্র থাকিয়া পৃথিবীকে শাসন করেন তিনি অন্তর্য্যামী আত্মা অমৃত *" ইত্যাদি অন্তর্য্যামিশ্রুতি ক্ষেত্রের নিয়ন্তাকে দেখাইয়া দিতেছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করও বলিয়াছেন, "অবাধে নামরূপ প্রকাশ করা ব্রহ্ম ছাড়া অন্যত্র সম্ভবে না। 'এই জীবাত্মাকে লইয়া প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ প্রকাশ করি' এস্থলে ব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব শুনা যাইতেছে। আচ্ছা, জীবেরও নামরূপ-প্রকাশকত্ব শুনিতে পাওয়া যায়। হাঁ, শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেখানে ব্রহ্মসহ অভিন্ন ভাবে জীবকে গ্রহণ করা হইয়াছে †।" ক্ষেত্রজ্ঞের স্রষ্টৃত্বাদিও সম্ভবে না, কেন না ক্ষেত্রজ্ঞ যখন ক্ষেত্র দ্বারা আবৃত, তখন তাঁহার অল্পজ্ঞত্বাদি অপরিহার্য্য। যখন তিনি আপনার দোষই আপনি পরিহার করিতে অসমর্থ, তখন জগৎস্থষ্ট্যাদিতে তাঁহার সামর্থ্য আছে ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কালে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে যখন তাঁহার বিবেকোদয় হইবে, তখন তাঁহার দোষ পরিহার হইবে একথা বলা মূলশূন্য। সে শাস্ত্রই বা কি, সে উপদেশই বা কি, আত্মদোষ পরিহার করিবার জন্য যাহা তিনি স্বীকার করিবেন? সাংখ্যের মতে ক্ষেত্রজ্ঞ বিনা আর কাহারও শাস্ত্রপ্রণয়নে বা উপদেশদানে কর্তৃত্ব নাই। ক্ষেত্র দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান যখন আবৃত রহিয়াছে, তখন অন্যের অনুগ্রহে তাহার জ্ঞান অনাবৃত না হইলে তাহার শাস্ত্রপ্রণয়নে বা উপদেশ-দানে সামর্থ্য কোথায়? যদি শাস্ত্র আপনি আপনাকে প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রেরই শাস্তৃত্ব জন্য ঈশ্বরত্ব হইল এবং তাহারই অনুশাসন অনুসরণ করিয়া চলাতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নিয়মপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া চেষ্টাশীল হইল। শাস্ত্রের প্রভুতা মোক্ষ-

---

* বৃহদারণ্যকউপনিষৎ ৫। ৭। ৬। † বেদান্তসূত্র ১অ, ৩পা, ৪১ সূত্রভাষ্য

বিষয়ে স্রষ্টৃত্বাদিতে নহে যদি এ কথা বল, তবে দেখ ক্ষেত্র অচেতন, ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান আবৃত, এরূপ অবস্থায় মোক্ষোপযোগী ব্যাপারসাধনের জন্য অপরের প্রেরণা বিনা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রবৃত্তিই সম্ভবে না। বন্ধনজন্য দুঃখেই ক্ষেত্রজ্ঞের মোক্ষের জন্য প্রবৃত্তি উপস্থিত হইবে, এস্থলে অন্যের প্রেরণার প্রয়োজন কি? চিরদিন যে বদ্ধ আছে, অপরের উপদেশ বিনা তাহার বন্ধনজ্ঞানই উপস্থিত হয় না। সুখের জ্ঞান স্বাভাবিক, সেই স্বাভাবিক জ্ঞানেই দুঃখপরিহার ও নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভের জন্য চেষ্টা হইবে। উপায়জ্ঞান বিনা উহা সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রই উপায় প্রদর্শন করিবে। যদি শাস্ত্রই এস্থলে একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে অনেক শাস্ত্রজ্ঞগণের উপায়ানুসরণে প্রবৃত্তি হয় না কেন? পরন্তু শাস্ত্রের আপনা হইতে প্রাদুর্ভাব সম্ভবপর নহে। এরূপ স্থলে প্রকৃতি পুরুষ বিনা আর কোন তত্ত্ব স্বীকার না করার প্রতিজ্ঞা থাকিতেছে না। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার হৃদয়ে শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল একথা বলিলে সেই প্রাদুর্ভাবের প্রাদুর্ভাবক কে? প্রকৃতি পুরুষ বিনা এস্থলে অন্য কোন প্রাদুর্ভাবক স্বীকার করিলে পূর্ব্ববৎ প্রতিজ্ঞাহানি হইতেছে; এই প্রাদুর্ভাবক অবশ্য তত্ত্বান্তর হইতেছেন।

এইরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অতীত কোন এক নিয়ন্তা পুরুষ স্বীকার না করিয়া তাঁহাদের জগদ্যোনিত্ব সিদ্ধ হয় না, এ জন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন, আমি সর্ব্বান্তর্য্যামী সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। 'অপরা ও পরা প্রকৃতি আমার' এই কথা বলাতে শ্রীমদ্রামানুজ এ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"চেতন ও অচেতন এ উভয়ের সমষ্টিরূপ আমার প্রকৃতিদ্বয়, ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত উচ্চ নীচ ভাবে অবস্থিত চেতনাচেতনমিশ্র সমুদায় ভূতের উৎপত্তি স্থান এবং ইহারা সকলে আমারই জানিও। যখন আমার প্রকৃতিদ্বয় তাহাদের উৎপত্তিস্থান, তখন তাহারা আমার তো হইবেই। এইরূপে সমুদায় জগতের উৎপত্তি স্থান প্রকৃতিদ্বয়, এবং সেই প্রকৃতিদ্বয়ের উৎপত্তি স্থান আমি এবং প্রকৃতিদ্বয় আমারই, সুতরাং সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান আমিই, এবং আমিই শেষ থাকি জানিও। চেতনাচেতনের সমষ্টিভূত প্রকৃতি পুরুষেরও উৎপত্তিস্থান পরমপুরুষ, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে।" প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর অধীন, ইহাই তত্ত্ব। ৬।

প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্ম, ইহার অতিরিক্ত কিছু নাই আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব। ৭।

আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। সূত্রে যেমন মণিসকল গ্রথিত থাকে তেমনি আমাতে এই সমুদায় গ্রথিত রহিয়াছে।

ভাব—সর্ব্বান্তর্য্যামী আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন কারণান্তর নাই। 'সূত্রে যেমন

মণিগণ' এইরূপ দৃষ্টান্তে বুঝাইতেছে, প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট, জগৎ ও জীব হইতে স্বতন্ত্র। "স্বতন্ত্র থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে শাসন করেন *" একথায় তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। "যিনি সেই বিস্তৃত সূত্রকে জানেন যাঁহাতে এই সকল প্রজা গ্রথিত রহিয়াছে; যিনি সূত্রের সূত্রকে জানেন তিনি মহৎ ব্রহ্মকে জানেন †।" এস্থলে 'সূত্রের সূত্র' এইরূপ বিশেষণ দেওয়াতে পরব্রহ্ম জগজ্জীবগত হইয়াও জগজ্জীবের অতীত ইহাই সূচিত হইতেছে। "আমাতে সমুদায় ভূত স্থিতি করিতেছে, আমি ভূতগণেতে স্থিতি করিতেছি না ‡" ইত্যাদি পরে আচার্য্য বলিবেন। অতএব জগৎ বা জীব তাঁহার শরীর বা উপাধি নহে, তবে যে শ্রুতিতে পৃথিব্যাদিকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তত্তৎপদার্থগতত্ব জন্য। কেন না সেই সকল শ্রুতিতে যেমন তদ্গতত্ব বর্ণিত আছে তেমনি তদতীত্বও বর্ণিত আছে। আচ্ছা, জীব শরীরী হইয়াও শরীরের অতীত, কেন না উহা শরীরাতীত দূরতম পদার্থসকলও গ্রহণ করিয়া থাকে। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু জীব শরীরস্থ বলিয়া তাহাতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক আছে, সেরূপ প্রতিবন্ধক অন্তর্য্যামী পুরুষে কদাপি সম্ভবপর নহে, সুতরাং তাঁহার শরীর নাই। "তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, লোহিতও নহেন, স্নেহও নহেন, ছায়াও নহেন, অন্ধকারও নহেন, বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন, তিনি অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, তাঁহার চক্ষু নাই, শ্রোত্র নাই, বাক্ নাই, মন নাই, তিনি তেজ নহেন, তিনি প্রাণ নহেন, তাঁহার মুখ নাই, তাঁহার পরিমাণ নাই, তিনি অন্তরও নহেন, বাহিরও নহেন §।" "তিনি সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, কায়, ব্রণ ও শিরারহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ¶" ইত্যাদি শ্রুতি সেই কথাই স্পষ্ট ঘোষণা করিতেছেন। আচ্ছা তবে কেন শ্রীমন্মাধ্বকৃত গীতাভাষ্যে কথিত হইয়াছে :—"ব্রহ্মেতে শরীর নাই এজন্য এরূপ কল্পনা করা হইতেছে তাহা নহে; কেন না 'আনন্দরূপ অমৃত' 'সুবর্ণজ্যোতি,' 'ক্ষুদ্র ইহাতে অন্তরাকাশ' ইত্যাদি স্থলে তাঁহার শরীরের উল্লেখ আছে। যদি রূপ না থাকিত, 'আনন্দ' বলা হইত 'আনন্দরূপ' বলা হইত না ; অরূপের সুবর্ণরূপত্ব কিরূপে হইবে ? কিরূপেই বা ক্ষুদ্রত্ব হইবে। হৃৎপদ্মস্থসম্বন্ধে 'কেহ কেহ স্বদেহে হৃদয়ের অবকাশে' এইরূপ বলিয়া রূপবান্ বলা হইয়াছে। 'সহস্রশীর্ষ পুরুষ' 'সুবর্ণ বর্ণ কর্ত্তা' 'অন্ধকারের অতীত স্থলে ত- বর্ণ' 'চারিদিকে পাণিপাদ' 'চারিদিকে চক্ষু' এই সকল বলাতে এবং বিশ্বরূপাং হইতে [পরব্রহ্ম] রূপবান্ ইহাই সিদ্ধ হইতেছে।"

রূপবান্ বলিবার কারণ কি পরে বলা যাইতেছে। অগ্রে তিনি বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে তাঁহার নিজের এই সকল কথার বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা যাউক।

* বৃহদারণ্যক ৫।৭।৩। † অথর্ব্ববেদ ১০।৮।৩৭। ‡ গীতা ৯ অ, ৪ শ্লোক।
§ বৃহদারণ্যক ৫।৮।৮। ¶ বাজসনেয় সংহিতা ৮।

"ব্রহ্ম অরূপই, কেন না [শ্রুতিতে] তাহাই [অরূপত্বই] প্রধান *" এই ভাষ্যের সূত্রে তিনি বলিয়াছেন "রূপবত্ত হইলে অনিত্যত্ব হয়, এজন্য বলিতেছেন, ব্রহ্ম যখন প্রকৃত্যাদির প্রবর্ত্তক, এবং তাঁহার পরে যখন প্রকৃত্যাদি হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম রূপবান্ নহেন।" "[যে স্থলে রূপবত্তা উক্ত হইয়াছে সেখানে তত্তদ্বস্তুতে তত্তদাকারে প্রকাশমান] আলোকের ন্যায় নিরর্থক নহে †।" এস্থলে তিনি ভাষ্যে লিখিয়াছেন "'যখন জীব সেই সুবর্ণবর্ণ, কর্ত্তা, শাস্ত্র ও বেদের উৎপাদক পুরুষকে দর্শন করেন' 'সেই সুবর্ণজ্যোতি শ্যামবর্ণ বিমিশ্র হয়' ইত্যাদি শ্রুতি বিফল নহে, কেন না সাধারণ রূপ হইতে এগুলি অন্য প্রকার।" সেইরূপ অন্যপ্রকার কি তাহা [শ্রুতি] "চিন্মাত্র বলিয়াছেন ‡" এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান ও আনন্দময়ত্বই সেইরূপের অন্য প্রকারত্ব।" "শ্রুতি দেখাইতেছেন, স্মৃতিতেও আছে §।" ইহার ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"'সাক্ষাৎ জ্ঞানযোগে ধীরগণ তাঁহাকে দেখেন যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পান।' এই শ্রুতিতে তাঁহার আত্মস্বরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে আছে 'শুদ্ধস্ফটিকোপম নিরঞ্জন বাসুদেবকে জ্ঞানরূপ হরি ভিন্ন অন্যরূপে যতি চিন্তা করেন না।'" এত দূর বলিয়া তিনি নিবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নহে "সেইরূপ অন্য [বস্তু] নিষিদ্ধ হইয়াছে ¶।" এস্থলে তিনি ভাষ্যে বলিয়াছেন "ধ্যানকালে চিত্তে যাহা দৃষ্ট হয় তাহাই ব্রহ্মরূপ, তবে কেন অব্যক্ত বলা হইতেছে, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে, জীবের আনন্দাদি হইতে যেমন ব্রহ্ম স্বতন্ত্র তেমনি উপাসনাতে যাহা প্রতিভাত হয় তাহা হইতেও তিনি ভিন্ন, কেন না 'যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না, যিনি মনের সকল মনন জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, এই যাহা উপাসনা করিতেছ, ইহা ব্রহ্ম নহে' এই বলিয়া শ্রুতি নিষেধ করিতেছেন।" "অন্তবত্তা বা অসর্ব্বজ্ঞতা হয় ‖" এস্থলে শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন, "দেহবান্ হইলে অন্তবান্ হয় অথবা অজ্ঞান হয়, শরীরীরই জ্ঞানোৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।" পৃথিবী আদি ভগবানের শরীর ইহা তিনি স্বীকার করেন নাই। যথা "অধিদেবতাদিতে যে অন্তর্য্যামী [বর্ণিত হইয়াছেন] তাঁহাতে ঈশ্বরের ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে $" এস্থলে তিনি বলিয়াছেন, "পৃথিবী আদি বিষ্ণুর শরীর স্বীকৃত হইতেছে না, এজন্য বলিয়াছেন 'যাঁহাকে পৃথিবী জানে না, যিনি পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র।'" তবে যে জগতে শরীরত্ব আরোপ সে কেবল অন্তর্য্যামিরূপে জগতে তিনি বিরাজমান এই জন্য। এ বিষয়ে তিনি "এই জগতে যিনি বিহার করেন এই জন্য জগৎ তাঁহার শরীর" এই প্রমাণ দিয়াছেন। যদি এইরূপই তাঁহার মত হয়, তাহা হইলে তিনি কেন বলিলেন, "ব্রহ্মেতে শরীর নাই

* বেদান্তসূত্র ৩অ, ২পা, ১৪ সূত্র।
† বেদান্তসূত্র ৩অ, ২পা, ১৫ সূত্র।
‡ " ৩অ, ২পা, ১৬ "।
§ " ৩অ, ২পা, ১৭ "।
¶ " ৩অ, ২পা, ৩৬ "।
‖ " ৩অ, ২পা, ৪১ "।
$ বেদান্তসূত্র ১অ, ২পা, ১৮ সূত্র।

এজন্য এরূপ কল্পনা করা হইতেছে তাহা নহে, তাঁহারও শরীর আছে শ্রুতিতে পাওয়া যায়' 'ব্রহ্ম রূপবান্ই সিদ্ধ হইতেছে'।" শরীর ও রূপবত্তা অবধারণ করার মূল পুরুষসূক্ত। "অগ্নি-বৈশ্বানরশব্দ পরমেশ্বরাদিবাচক নহেন এজন্য বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহেন এরূপ বলিতে পার না, কেন না সেইরূপে দেখিবার যে উপদেশ আছে, এবং পুরুষাকারে যে তাঁহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বিফল হয় *।" এস্থলে তিনি বলিয়াছেন, "সকল বেদশাস্ত্র, আগম, তন্ত্র, যামল ও পুরাণাদিতে পুরুষসূক্তের বিষয় যে বিষ্ণু ইহা সূচিত হইয়াছে।" পুরুষসূক্তের প্রথমাংশ এই, "পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ। তিনি চারিদিকে ভূমি আচ্ছাদন করিয়া দশাঙ্গুল অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন †।" এই পুরুষ হইতে বিরাটের উৎপত্তি, যথা "তাঁহা হইতে বিরাট্ উৎপন্ন হইলেন। সেই বিরাট্‌কে অধিকার করিয়া পুরুষ অবস্থিত। সেই বিরাট্ জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্র পশ্চাতে ভূমিকে অতিক্রম করিলেন ‡।" "এই অদ্বিতীয় জগৎ ভজনীয়, কেন না সমুদায় তাঁহারই স্বরূপ। ৮৫।" এই শাণ্ডিল্যের উক্তি অনুসারে জগদ্রূপ পুরুষ ভজনীয়রূপে গৃহীত হইয়াছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের মীমাংসাকার শ্রীমজ্জীব ইহা 'সর্ব্বসংবাদিনীতে' স্বীকার করিয়াছেন :—"সেই জন্য তাঁহাতে (পরমাত্মাতে) স্থূলরূপে বা সূক্ষ্মরূপে বিশ্বের নিত্য ভগবদ্রূপত্ব আছে।" বৃহৎ ভাগবতামৃতে স্বরূপকৃত রূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে,—"আপনাতে সেরূপ প্রকৃতি না থাকিলেও তিনি নিত্যৈশ্বর্য্য প্রকাশের জন্য বহুতর বিশেষ (রূপ) বিস্তার করেন।" ইহার টীকায় কথিত হইয়াছে, "পরব্রহ্মরূপ স্বভাবতঃ নির্ব্বিশেষ হইলেও বিচিত্র অবতার-রূপে যেমন, তেমনি পরমাত্মাদিরূপে [প্রকাশ হইয়া থাকে]।" রূপবত্তা বস্তুতঃ স্বরূপকৃত, যথা শ্রীমন্মাধ্বধৃত শ্রুতি §—"ভগবান্ যৎস্বরূপ তৎস্বরূপ তাঁহার প্রকাশ। ভগবান্ কি স্বরূপ? তিনি জ্ঞানস্বরূপ, ঐশ্বর্য্যস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ।" বৈষ্ণব সিদ্ধান্তকারগণের মতে স্বরূপত্বই মূর্ত্তিমত্তা, যথা ভগবৎসন্দর্ভে "'সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দমাত্রৈকরসই যাঁহাদিগের মূর্ত্তি, তাঁহাদিগের ভূরি মাহাত্ম্য উপনিষদ্দর্শিগণের অস্পৃষ্ট।' সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দমাত্রৈকরস যে ব্রহ্ম তিনিই যাঁহাদিগের মূর্ত্তি।" বিশিষ্টভাববশতই ভগবত্ত্ব ভগবৎসন্দর্ভে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, "সেই (অদ্বয় জ্ঞান) বিশিষ্ট ভাব বিনা উপলব্ধ হইলে ব্রহ্মনামে অভিহিত হন, বিশিষ্টভাবসহকারে অনুভূত হইলে ভগবান্ এই [নামে অভিহিত হন]।" শ্রীমদ্বলদেব প্রমেয়রত্নাবলীতে ইহার তত্ত্ব বলিয়াছেন, "ধর্ম্মীর ধর্ম্ম ভিন্ন নহে, বিশেষভাবে দেখিলে ভেদ বলিয়া মনে হয়। যেমন 'কাল সর্ব্বদা আছে' পণ্ডিতদেরও [এরূপ বোধ হয়]। নারদপঞ্চরাত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 'নির্দ্দোষপূর্ণ গুণই তাঁহার বিগ্রহ, তিনি আত্মতন্ত্র, নিশ্চেতনাত্মক শরীরগুণ তাঁহাতে

---

* বেদান্ত সূত্র ১অ, ২পা, ২৬ সূত্র।

† ঋকৃবেদ ১০ অ, ৯০ ম, ১ঋক্।

‡ ঋকৃবেদ ১০অ, ৯০ম ৫ ঋক্।

§ বেদান্ত সূত্র ২অ, ২পা, ৪১সূত্র।

নাই; কর, পদ, মুখ, উদরাদি আনন্দমাত্র; তিনি সর্ব্বত্র স্বগতভেদবিবর্জ্জিত * আত্মা।" "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস †" ইত্যাদি শ্রুতিতে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তত্ত্ব ভগবৎসন্দর্ভের বাক্যে সুস্পষ্ট হইবে। যথা—"তাঁহার শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, সকল গুণ গুলিরই সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপত্ব সাধিত হইয়াছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সন্তুষ্ট হন নাই, "আদিত্যের অভ্যন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, তাঁহার নখপর্য্যন্ত সকলই সুবর্ণ", এখানকার কথাগুলির সত্য উদ্ভাসিত করিবার জন্য "যে নারী তোমার পদাব্জমকরন্দের আঘ্রাণ পায় নাই সে বিমূঢ়, সে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশে আবৃত, ভিতরে মাংস অস্থি, রক্ত, ক্রিমি, মল, ও কফ-পিত্ত-বায়ুযুক্ত, জীবিত শবকে কান্ত মনে করিয়া সেবা করিয়া থাকে" ‡ ভাগবতের এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীমজ্জীব বলিয়াছেন, "শ্রীভগবানের যে কেশাদির কথা শুনা যায়, সেগুলি আনন্দরূপ, জীবের সেগুলি প্রাকৃতিক, এস্থলে সুস্পষ্ট।" 'সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপত্ব' দ্বারা কদাপি সাকারত্ব সাধিত হয় না। এজন্য সাক্ষাদ্দর্শন হৃদয়েই হয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন। যথা বৃহদ্ভাগবতামৃতে "কখনও যদি ভক্তবাৎসল্যবশতঃ তিনি চক্ষুর গোচর হন, তাহা হইলে জ্ঞানদৃষ্টিতেই দৃশ্য হয়েন, যেন চক্ষুর দৃশ্য হইলেন এইরূপ অভিমান হয়। তাঁহার কারুণ্যশক্তিতে তিনি যদি বাহ্য চক্ষুরও দৃশ্য হন, তাহা হইলেও নিজ আবাসভূমি [ভক্ত] হৃদয়েই দর্শনজনিত আনন্দ হয়।" "ইহার রূপ চক্ষুর দৃশ্য নয়, কেহ ইহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখে না, হৃদয় দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা মনের দ্বারা ইনি অনুভূত হন। যাঁহারা ইহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত লাভ করেন, §" এ সম্বন্ধে এই সকল শ্রুতি। ৭।

কি কি ভাবে সর্ব্বান্তর্য্যামীতে এই সকল গ্রথিত রহিয়াছে চারিটি শ্লোকে সংক্ষেপে আচার্য্য তাহা বলিতেছেন :—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ॥
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮॥

হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস, চন্দ্র ও সূর্য্যে প্রভা, সমুদায় [বেদে] প্রণব, আকাশে শব্দ, মনুষ্যে পুরুষত্ব।

ভাব—জলে রস—রস বিনা জলের জলত্ব সম্ভবে না, যাহাতে জলের জলত্ব তাহাই আমি। পরবর্ত্তী শ্লোকে গন্ধশব্দের সঙ্গে অবিকারিত্বসূচক 'পুণ্য' এই বিশেষণটি

---

* সমগ্র বৃক্ষ একটি, শাখাপল্লবাদি তাহার ভিতরের প্রভেদ। সেইরূপ দেহ একটি, তাহার ভিতরের প্রভেদ মুখনাসিকাদি। ঈশ্বরেতে এরূপ স্বগত ভেদ নাই।

† ছান্দোগ্যপনিষৎ ৩।২।

‡ ভাগবত ১০ স্ক, ৬০ অ, ৪৩ শ্লোক।

§ [illegible]নিষৎ ৬।৯

প্রয়োগ করা হইয়াছে, এস্থলে তাদৃশ কোন বিশেষণের প্রয়োজন নাই, কেন না রস-শব্দেই অবিকারিত্ব বুঝায়, রসের বিকার জন্মিলে তাহার আর রসত্ব থাকে না। চন্দ্রের চন্দ্রত্ব সূর্য্যের সূর্য্যত্ব প্রভাতে, এজন্য 'প্রভা আমি' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মপ্রতিপাদক প্রণব সমুদায় বেদের সার, এই জন্য 'আমি প্রণব' এইরূপ বলিয়াছেন। পুরুষত্ব—শৌর্য্যবীর্য্যাদি। ৮।

পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯॥

আমি পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বভূতে জীবন; তপস্বিগণেতে তপ।

ভাব—পুণ্যগন্ধ—বিশুদ্ধ, অবিকৃত গন্ধ। পুণ্য এই বিশেষণ কেন প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "গন্ধাদির অবিশুদ্ধত্ব অজ্ঞানতা ও অধর্ম্মাদি জন্য হইয়া থাকে, [এই অজ্ঞানতা ও অধর্ম্মাদি] সংসারিগণের প্রাণিবিশেষের সহিত সংসর্গবশতঃ হয়।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ ইহারা স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও অবিকৃত। প্রাণিগণের অধর্ম্মবিশেষের জন্য তাহাদের অবিশুদ্ধতা উপস্থিত হয়; স্বভাবতঃ তাহাদের অবিশুদ্ধতা নাই বুঝিতে হইবে।" উপনিষদেও দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতা ও অসুরগণের ভাবের প্রবেশবশতঃ বস্তুর সুগন্ধত্ব ও দুর্গন্ধত্বাদি হইয়াছে। যথা "দেব ও অসুর উভয়েই প্রজাপতির সন্তান, তাঁহাদের ভিতরে সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইহাতে দেবগণ উদ্গীথ [ওঁকার] দ্বারা অসুরগণকে পরাভব করিব এই মনে করিয়া ইহাকে আশ্রয় করিলেন। তাঁহারা উদ্গীথকে নাসিকাস্থ প্রাণের সহিত এক করিয়া উপাসনা করিলেন, অসুরগণ সেই নাসিকাস্থ প্রাণকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল, এজন্যই নাসিকা পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সুগন্ধি ও দুর্গন্ধি উভয় ঘ্রাণই লয়। অনন্তর দেবগণ উদ্গীথকে বাক্যের সহিত এক করিয়া উপাসনা করিলেন। অসুরগণ বাক্যকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল, এজন্য বাক্ পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সত্য ও মিথ্যা উভয়ই বলে। অনন্তর দেবগণ চক্ষুর সহিত এক করিয়া উদ্গীথকে উপাসনা করিলেন, অসুরগণ তাহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল, এজন্যই চক্ষু পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয়ই দর্শন করে। অনন্তর দেবগণ উদ্গীথকে শ্রোত্রের সহিত এক করিয়া উপাসনা করিলেন, অসুরগণ তাহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল, এজন্যই শ্রোত্র পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া শ্রবণীয় ও অশ্রবণীয় উভয়ই শ্রবণ করে। অনন্তর দেবগণ উদ্গীথকে মনের সহিত এক করিয়া উপাসনা করিলেন, অসুরগণ তাহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল, মন পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সঙ্কল্পনীয় ও অসঙ্কল্পনীয় উভয়ই সঙ্কল্প করে। অনন্তর যেখানে মুখ্যপ্রাণ তৎসহ এক করিয়া দেবগণ উদ্গীথের উপাসনা

করিলেন। খননাশক্য প্রস্তরকে আঘাত করিয়া [মৃৎপিণ্ড] যেমন ধ্বংস হয় তেমনি অসুরগণ তাহাকে আঘাত করিতে গিয়া ধ্বংস হইল। যাঁহার এ বিষয়ে জ্ঞান আছে তিনি খননাশক্য প্রস্তর। তাঁহার সম্বন্ধে যে ব্যক্তি পাপ কামনা করে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে হিংসা করে, সে ব্যক্তি খননাশক্য প্রস্তরকে আঘাত করিয়া [মৃৎখণ্ড] যেমন বিনষ্ট হয় তেমনি বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই মুখ্যপ্রাণ দ্বারা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ জানা যায় না; ইনি অপহতপাপ, ইনি যাহা ভোজন ও পান করেন তদ্দ্বারা সমুদায় প্রাণের পরিতুষ্টি হইয়া থাকে *।"

এস্থলে এই তত্ত্ব বিবেচনা করিতে হইতেছে। প্রকৃতিতে যে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ; সত্য ও মিথ্যা, দর্শনীয় ও অদর্শনীয়, শ্রবণীয় ও অশ্রবণীয়, সঙ্কল্পনীয় ও অসঙ্কল্পনীয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে কেবল আমাদের গ্রহণসামর্থ্যের তারতম্যবশতঃ হইয়া থাকে ইহা বলিতে পারা যায় না। সেই দুই দুইটির মধ্যে একটি একটি আমাদের গ্রহণীয় আর একটি একটি আমাদের পরিহার্য্য, ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। যেটি গ্রহণীয় সেটি গ্রহণ করাতে আমাদিগেতে দেবভাব উপস্থিত হয়, যেটি পরিহার্য্য সেটি গ্রহণ করাতে আসুরভাব উপস্থিত হয়, উপনিষদের এই গূঢ় অভিপ্রায়। যদি এই অভিপ্রায় না হইত, তাহা হইলে নাসা বাক্ চক্ষুরাদির দেবভাব ও অসুরভাব দ্বারা আবিদ্ধত্ব কখন উপনিষৎ বলিতেন না। প্রকৃতিতে যে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ আছে, তাহা বিকৃতি নহে, কেন না সেই সকল দ্রব্যের মাহাত্ম্যে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। বিষের যে উৎকট গন্ধ তাহা জীবগণ উহাকে পরিহার করিবে তজ্জন্য, অথচ সেই বিষের অসাধ্য-রোগাপনয়নসামর্থ্য উহার কল্যাণকরত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করে। স্বাস্থ্যাবস্থাতে বিষগ্রহণে যেমন আসুরিক ভাব প্রকাশ পায়, অস্বাস্থ্যাবস্থায় গ্রহণে কখন সে ভাব প্রকাশ পায় না। অতএব একেরই গ্রহণভেদে সুখ ও দুঃখ যখন উপস্থিত হয়, তখন তাহা যে বিকৃত ইহা কখন মনে করা যাইতে পারে না। প্রাণিগণের অধর্ম্মবশতঃ অজ্ঞানতাজন্য বিকৃতত্ব ঘটিয়া থাকে, প্রাচীনগণ যে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমাদিগের উহা আদরণীয়। প্রকৃতিতে সত্য ও মিথ্যা কিরূপে সম্ভব, এ সংশয় অপনীত হওয়া সমুচিত। "সত্য হইতে ভূতগণের উৎপত্তি" আচার্য্যের এ কথায় সর্ব্বত্র সত্যেরই সাম্রাজ্য মিথ্যার নহে, ইহাই দেখায়। এস্থলেও অজ্ঞানতাবশতঃ সত্যেতে মিথ্যাদর্শন হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। জ্ঞানদৃষ্টি অবিশুদ্ধ হইলে বাক্ সত্যমিথ্যাবিমিশ্রিত হয়, এই জন্য উপনিষৎ বলিয়াছেন "সত্য মিথ্যা উভয়ই বলে।" দেবতাগণ সত্যবাক্ মনুষ্যগণ মিথ্যাবাক্, ব্রাহ্মণবিভাগের এ সিদ্ধান্ত দেখাইয়া দেয়, সত্যবাক্ হইলে দেবত্ব, সত্যমিথ্যাবিমিশ্রবাক্ হইলে মনুষ্যত্ব। সত্যে মিথ্যাদর্শন কি প্রকারে হইয়া থাকে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে তাহা বুদ্ধিগোচর হইবে। ঈশ্বর আছেন, এ জ্ঞান সকলেরই সাধারণ। ঈশ্বরসম্পর্কীয় বিশেষ জ্ঞানে

* ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১।৩।২।১—৯১।

কেবল তারতম্য উপস্থিত হয় তাহা নহে, তাঁহার স্বরূপের অনুপযোগী এই জন্য সে জ্ঞান মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। দ্বেষহিংসাদিপরবশ ঈশ্বর কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না, অথচ বিশেষ জ্ঞানের অভিমানে অনেক অজ্ঞানী তাঁহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, আজও গ্রহণ করিতেছে। এইরূপে সিদ্ধ হইতেছে প্রকৃতিতে শব্দাদি সকলই বিশুদ্ধ, বিকৃতত্ব কেবল প্রাণিগণের অধর্ম্মবশতঃ হইয়া থাকে।

অগ্নিতে তেজ—দীপ্তি, দহনশক্তি। দীপ্তি ও দহনশক্তি বিনা অগ্নির অগ্নিত্বই থাকে না। তেজঃশব্দের পরে মূলে 'চ'শব্দ থাকাতে শ্রীমদ্বলদেব ও মধুসূদন এস্থলে 'বায়ু' গ্রহণ করিয়া 'শীতস্পর্শ আমি' এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। সর্ব্বভূতে জীবন—প্রাণধারণসামর্থ্য, যদ্দ্বারা জীবিত থাকা যায় তাহা জীবন। তপস্বিগণেতে তপ—শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিবহনসামর্থ্য। এখানে মূলে 'চ' থাকাতে তাঁহারা 'বাহ্য ও আভ্যন্তরিক নিগ্রহ-সামর্থ্য' এস্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে। ৯।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্। ১০।

আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জান, আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ।

ভাব—সনাতন—নিত্য, কারণান্তর দ্বারা অব্যবহিত, উত্তরোত্তর সমুদায় কার্য্যে অনুস্যূত, প্রতি ব্যক্তিতে ভিন্ন নহে। বীজ—কারণ। কারণপরম্পরা চিন্তা করিলে অনবস্থাদোষ * অপরিহার্য্য। সকল কার্য্যে একই কারণ অনুস্যূত এরূপ সিদ্ধান্তে আর সে অনবস্থা দোষ ঘটে না। সনাতন এই বিশেষণ দ্বারা ব্যাখ্যাতৃগণ সেই দোষ অপনয়ন করিয়াছেন। এক কার্য্যের দ্বারা অন্য কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইহাতে কার্য্যেরও কার্য্যান্তরোৎপত্তিতে সামর্থ্য আছে দেখিয়া লৌকিক ব্যাপার সাধনের জন্য সাধারণ লোকে সেই কার্য্যকেই কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে। 'বিভক্তেতে অবিভক্ত' + যাঁহাদের এরূপ জ্ঞান আছে তাঁহারা এরূপ কারণনির্ণয় ঠিক মনে করেন না। ইঁহাদেরই দৃষ্টি যথার্থ দৃষ্টি, এজন্য ইঁহারা দার্শনিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি—বিবেকশক্তি, তত্ত্বাতত্ত্ববিবেকসামর্থ্য। তেজস্বীদিগের তেজ—প্রাগল্‌ভ্য, পরাভিভবসামর্থ্য ও পরকর্ত্তৃক অনভিভবনীয়ত্ব। ১০।

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১॥

---

* কারণের কারণ তাহার কারণ এইরূপ কারণান্বেষণ করিতে গিয়া চিন্তার শেষ হয় না, ইহাকেই অনবস্থা দোষ বলে।

+ গীতা ১৮ অ, ২০ শ্লোক।

দৃশ্যমান জগৎ একান্ত বিভক্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এক জ্ঞানেতে সেই বিভক্ত জগৎ যাঁহারা এক ও অভিন্ন ভাবে দর্শন করেন, তাঁহারাই বিভক্তেতে অবিভক্ত দেখেন।

আমি বলবানদিগের কামরাগবিবর্জ্জিত বল, আমি জীবগণেতে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ অভিলাষ। ১১।

ভাব—কাম—অসন্নিকৃষ্ট বিষয়ে তৃষ্ণা, রাগ—প্রাপ্ত বিষয়ে অত্যাসক্তি, ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ—শাস্ত্র ও অন্তর্য্যামী কর্ত্তৃক যাহা অপ্রতিষিদ্ধ তাহাই ধর্ম্মের অনুকূল।

এখানে এইটি বিবেচনা করিতে হইতেছে। পরমাত্মশক্তি বিনা কোথাও শক্তির প্রকাশ সম্ভবে না। বল শক্তিরই প্রকাশ। কাম ও রাগ যদি চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেস্থলে শক্তির প্রকাশ হইতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যখন শক্তির প্রকাশ হইতেছে তখন পরমেশ্বর হইতে তাহা প্রসৃত হইতেছে, এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। এরূপ স্থলে আচার্য্য কেন বলিলেন, 'আমি কামরাগবিবর্জ্জিত বল'। অভিলাষাত্মক কাম ও রাগে যে বল প্রকাশ পায়, তাহা ঈশ্বর হইতেই। অভিলাষ নিজে কখন দোষ বলিয়া গণ্য নহে। অভিলাষ শুদ্ধ হইলেও পুরুষ কর্ত্তৃক নিয়োগানুসারে উহা ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের হেতু হয়। যেখানে ভগবান্ নিষেধ করিলেও নিষেধ না শুনিয়া নিষিদ্ধ বিষয়ে মানুষ অভিলাষ নিয়োগ করে, সেখানে সেই অভিলাষই তাহার বলবর্দ্ধনের কারণ না হইয়া বলক্ষয়ের কারণ হয়। কাম বা রাগের চরিতার্থতাসাধনের জন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে বলহীনতা এবং ভগবানের আজ্ঞাপালনের জন্য প্রবৃত্ত হইলে উত্তরোত্তর বলশালিত্ব উপস্থিত হয়। আচার্য্য তজ্জন্যই বলিয়াছেন, 'আমি বলবান্‌দিগের কামরাগবিবর্জ্জিত বল।' 'ধর্ম্মানুকূল কাম আমি' এ উক্তি এই রূপেই সমঞ্জস হয়। 'ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম আমি' একথা বলাতেই 'কামরাগবিবর্জ্জিত' এস্থলে যে কাম ও রাগ শব্দ আছে, তাহা যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ নয় ইহা বুঝাইতেছে। ১১।

এইরূপে সূত্রাত্মা অন্তর্য্যামী পুরুষ কর্ত্তৃক কি ভাবে সমুদায় ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে তাহা বলিয়া এক্ষণে আচার্য্য তাঁহার সর্ব্বাতীতত্ব প্রদর্শন করিতেছেন :—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্তএবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তমসিক যে সকল ভাব, সেগুলি আমা হইতে (উৎপন্ন) জানিও, কিন্তু সে গুলিতে আমি নাই, আমাতেও সেগুলি নাই।

ভাব—সাত্ত্বিক ভাব—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শম, দম প্রভৃতি ও দেবাদি ; রাজসিক ভাব - হর্ষ, দর্প, লোভ প্রবৃত্তি আদি ও মানব প্রভৃতি ; তামসিক ভাব—শোক, মোহ ও আলস্যাদি, নরভোজী ও মূঢ়াদি। সে গুলিতে আমি নাই—জীবগণের ন্যায় আমি তাহাদের অধীন নহি, তাহারাই আমার বশে অবস্থিত। "সত্ত্ব রজ ও

তম, এ তিন গুণ জীবের আমার নহে" * ভাগবতের এবাক্য জীবেরই সত্ত্বাদিগুণের অধীনতা ভগবানের নহে, ইহাই দেখাইতেছে। "যিনি ইন্দ্রিয় সকলের গ্রাহ্য নহেন, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময়, এবং অচিন্ত্য তিনি স্বয়ং প্রকাশ পাইলেন" † এস্থলে মনু যে সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মার সর্ব্বভূতময়ত্ব বলিয়াছেন তাহা তাঁহার সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ববশতঃ সিদ্ধ পাইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বান্তর্ভাবক [all including] এজন্যই সর্ব্বাতীত। "সেই প্রভু প্রথমে যাহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিলেন, সে পুনঃ পুনঃ সৃজ্যমান হইয়া সেই কার্য্যই আপনি অনুসরণ করিতে লাগিল, হিংস্র অহিংস্র, মৃদু ক্রূর, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য মিথ্যা, সৃষ্টিকালে যাহাকে তিনি যাহা দিলেন, তাহাকে উহা আপনি অধিকার করিল।" ‡ সত্ত্বাদিগুণ যে পরমাত্মা হইতে প্রবর্ত্তিত একথা গুলি তাহাই দেখাইয়া দেয়। পরমাত্মা হইতে সত্ত্বাদিগুণ প্রবর্ত্তিত হইলে যে দোষের সম্ভাবনা মনে হয়, গুণত্রয়বিভাগাধ্যায়ে তাহা বিচারিত হইবে। ১২।

পরমাত্মা যে সর্ব্বাতীত সর্ব্বান্তর্ভাবক মোহবশতঃ জীব তাহা জানিতে পারে না, আচার্য্য তিনটি শ্লোকে ইহাই বলিতেছেন:—

ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩॥

ত্রিগুণময় ভাবে এই সমুদায় জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে, তাই আমি যে এই সকলের অতীত অব্যয় বস্তু তাহা জানে না।

ভাব—ত্রিগুণময় ভাব—রাগ দ্বেষ মোহাদি; সমুদায় জগৎ—স্থিরচর প্রাণিসমূহ; মোহিত—আচ্ছাদিতবিবেকজ্ঞান; অতীত—সেই সকল দ্বারা অস্পৃষ্ট, অব্যয়—সমুদায় বিকারের অতীত। "যিনি আত্মাতে থাকিয়া আত্মা হইতে স্বতন্ত্র" এস্থলে বিশেষ দৃষ্টি বিনা জীবের পরমাত্মদর্শন কখন হয় না এই যে কথিত হইয়াছে, তাহারই তত্ত্ব আচার্য্য এখানে পরিস্ফুট করিতেছেন। জীব বাহ্য বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াতে মন তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হয়, সুতরাং হৃদয়স্থ, সকলের অন্তরস্থ পরমাত্মাকে সে দেখিতে পায় না। এই বহির্দৃষ্টি ভগবদ্বৈমুখ্যরূপ মোহ। "পশ্চিমে যে বস্তু আছে পূর্ব্বদিকে গেলে কি সে বস্তু পাওয়া যায়" এই যুক্ত্যনুসারে বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তর্দৃষ্টির ভেদ বুঝিতে হইবে। ভগবান্ এ মোহ হইতে দেন কেন, এ প্রশ্ন বৃথা। উত্তরোত্তর পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের বৃদ্ধি বিনা বালক যেমন বৃদ্ধের ন্যায় জ্ঞানী হইতে পারে না, তেমনি আত্মা ও প্রকৃতি এই দুইয়ের সম্বন্ধবশতঃ উত্তরোত্তর উভয়ঘটিত জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়া প্রকৃতির সঙ্গে ও আত্মার সঙ্গে পরিচয় উপস্থিত হয়, সেই প্রকৃতিপরিচয় ও আত্মপরিচয় বিনা ব্রহ্ম-

---

* ভাগবত ১১ স্ক, ২৫ অ, ১২ শ্লোক। † মনু ২অ, ৭ শ্লোক।
‡ মনু ১অ, ২৮। ২৯ শ্লোক।

পরিচয় কখন সম্ভবপর নহে। আচার্য্য এই ক্রমের অনুমোদন করিয়াই আপনার সুহৃৎ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, অল্প একটু আলোচনা করিলেই ইহা প্রতিভাত হয়। কৃপাবশতঃ একবার যে ভগবানের দর্শন ঘটে, উহা তাঁহার প্রতি অভিলাষ উদ্দীপনের জন্য, ইহাতে পরিচয় হয় না। ১৩।

"অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি *" এই কথা দেখায় যে সৃষ্টির অন্তরালে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষের আবরণ তাঁহার সৃষ্টিশক্তি। ভগবানে ভক্তি জন্মিলে সেই ভক্তিতে সমুদায় আবরণ ভেদ করিবার সামর্থ্য উদ্ভূত হয়। এই সামর্থ্যে সমুদায় স্বচ্ছ হইয়া যায়। তৎপর "আমাতে সমুদায় ভূত স্থিতি করিতেছে আমি ভূতগণেতে স্থিতি করিতেছি না †" এই ভাবে ভক্ত অন্তর্য্যামী পরমপুরুষে চরাচর প্রাণিসমূহকে দেখেন। "ভূতগণ আমাতে স্থিতি করিতেছে না ‡" এই ভাবে সেই সর্ব্বাতীত পুরুষ ভূতগণ কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট, ভূতভাবনস্বরূপে তিনি বিরাজমান, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। ১৪।

এই আমার দৈবী গুণময়ী মায়া অনতিক্রমণীয়া। যাহারা আমার আশ্রয় করে তাহারাই কেবল ইহা হইতে উত্তীর্ণ হয়।

ভাব—আমার দৈবী গুণময়ী মায়া—আমি অন্তর্য্যামী দেব, আমার দৈবী সত্ত্ব রজ ও তমোময়ী মায়া আমার স্বরূপভূতা বিচিত্রশক্তি; ইহা হইতে উত্তীর্ণ হয়—ইহাকে অতিক্রম করে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাকে দেখে। এই মায়া কি? "তত্ত্বপ্রকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া অতত্ত্ব প্রকাশের কারণ, আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিযুক্তা অবিদ্যা"—শ্রীমন্মধুসূদন; "ইন্দ্রজালাদির ন্যায় মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের প্রকাশিকা [মায়া]"—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। যে জ্ঞানশক্তি কার্য্যোন্মুখ হইলে বিচিত্র শক্তি প্রকাশ পায়, সেই জ্ঞানশক্তিই দৈবী মায়া। মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত তামসী মায়া আসুরী, ইহা দৈবী মায়া হইতে ভিন্ন। যথা—"তিনি বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং [মায়ায়] প্রজ্ঞাবলে দ্যুলোককে পতন হইতে রক্ষা করিতেছেন" § "হে মিত্রাবরুণ, দ্যুলোক তোমাদের [মায়া] প্রজ্ঞা আশ্রয় করিয়া আছে, তোমাদের বিচিত্র আয়ুধস্বরূপ সূর্য্য জ্যোতিতে বিচরণ করে" ¶। প্রজ্ঞা বিচিত্র শক্তি, এই বিচিত্র শক্তিতে দেবগণ বিবিধরূপ ধারণ করেন যথা, "ইহার সেইরূপ দেখাইবার জন্য রূপভেদে ইনি তত্তদ্রূপ হন। ইন্দ্র তাঁহার বিবিধ [মায়া] প্রজ্ঞাযোগে বিবিধরূপ হইয়া [যজমানগণের নিকটে] আগমন করেন; তাঁহার রথে দশ শত

---

* গীতা ৯অ, ৪ শ্লোক। † গীতা ৯অ, ৪ শ্লোক। ‡ গীতা ৯অ, ৫শ্লোক।
§ ঋগ্‌বেদ ২ম, ১৭ সূ, ৫ ঋক্। ¶ ঋগ্‌বেদ ৫ম, ৬৩ সূ. ৪ ঋক্।

অশ্ব যোজিত রহিয়াছে" *। "হে ইন্দ্র, যখন তুমি [সূর্য্যের] অধঃস্থিত স্বর্ভানুর মায়া [অন্ধকারোৎপাদক আসুরী প্রজ্ঞা] দূরে অপসারণ করিলে †।" ব্রাহ্মণে যথা—"যে পাপ মায়াযোগে [আসুরী প্রজ্ঞায়] ইহার নিকটবর্ত্তী হয়, সে ইহাকে পরাভব করিতে পারে না ‡।" এইরূপে দৈবী ও আসুরী এই দুই প্রকার মায়ার ভেদ দর্শন করিয়া 'দৈবী' ও 'গুণময়ী' এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা আচার্য্য মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত তামসী প্রজ্ঞা আসুরী মায়া নিরসন করিয়াছেন। "কেত, কেতু, চেতঃ, চিত্ত, ক্রতু, অসু, ধী, শুচী, মায়া, বয়ুন, অভিখ্যা এই একাদশটি প্রজ্ঞার নাম §।" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বিনা অন্য কয়েক খানিতে মায়াশব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃহদারণ্যকে "রূপং রূপং" এই ঋকটী উদ্ধৃত করিয়া [মায়া] প্রজ্ঞাযোগে বিবিধরূপ ধারণ, এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ইনিই অশ্বসকল, ইনিই দশ, ইনিই সহস্র, ইনিই বহু, ইনিই অনন্ত, ইনিই সেই ব্রহ্ম, ইহার পূর্ব্ব নাই পর নাই" ইহার অন্তরাল নাই, ইহার বাহির নাই, ইনিই আত্মা ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সকলের অনুভব কর্ত্তা ¶।" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "মায়াধিপতি এই বিশ্ব সৃজন করেন, অন্যে (জীবাত্মা) তাহাতে (মায়াতে) সম্যক্ বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন ‖।" ইহার পরে মায়াধিপতি কে, মায়াই বা কি, ইহা জানাইবার জন্য কথিত হইয়াছে, "মায়াকে প্রকৃতি জানিবে এবং মায়াধিপতিকে মহেশ্বর জানিবে $।" "যিনি এক এবং বর্ণরহিত এবং যিনি জীবদিগের প্রয়োজনানুসারে বিবিধ শক্তিযোগে অনেক প্রকারের বস্তু বিধান করেন, যাঁহার আদ্যন্ত মধ্যে সমুদায় বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই দীপ্যমান্ ঈশ্বর, তিনিই আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দান করুন ∠।" অধ্যায়ের আরম্ভে এইরূপ বলিয়া অধ্যায়ের অন্তে কথিত হইয়াছে, 'ইঁহার বিবিধ পরাশক্তি শুনিতে পাওয়া যায় এবং সেই শক্তি স্বাভাবিক এবং তাহাতে জ্ঞানের ও বলের ক্রিয়া বিদ্যমান্ ∴ " "তাঁহারা ধ্যানযোগের অনুগত হইয়া আপনার গুণে নিগূঢ় (পরম) দেবতা আত্মশক্তি অবলোকন করিয়াছিলেন ÷;" এস্থলে দৈবী মায়াই বর্ণিত হইয়াছে। "একমাত্র অজ (জীবাত্মা) তাঁহাকে (প্রকৃতিকে) সেবা করিয়া তাঁহাতেই অনুরক্ত হইয়া অবস্থান করেন, অপর অজ (জীবাত্মা) ভোগাবসানে ইঁহাকে পরিত্যাগ করে △" "তাঁহার অনুধ্যানে তাঁহার সহিত যোগে এবং তাঁহার ভাবাপন্ন হইয়া পুনরায় অন্তে সমুদায় মায়ার নিবৃত্তি হয় ⊙।" এস্থলে "তাহারাই কেবল

* ঋগ্‌বেদ ৬ম, ৪৭ সূ, ১৮ ঋক্।

† ঋগ্‌বেদ ৫অ, ৪০ সূ, ৬ ঋক্।

‡ শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।১।৬।১২।

§ নিরুক্ত ৩ অ, ৯ খণ্ড।

¶ বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৯।

‖ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৪।৯।

$ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৪।১০।

∠ " " ৪।১।

∴ " " ৬।৮।

÷ " " ১।৩।

△ " " ৪।৫।

⊙ " " ১।১০।

এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়” এই উক্তির অনুরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়। “উর্ণনাভ যে প্রকার স্বভাবতঃ আপনার তন্তুযোগে আপনাকে আবৃত করে, সেইরূপ যে একমাত্র দেবতা প্রকৃতিজাত তন্তুযোগে আপনাকে আবৃত করেন, সেই দেবতা আমাদিগকে ব্রহ্মের সহিত একতা অর্পণ করুন *।” এই শ্রুতিতে সৃষ্টি যে আবরণ করে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীমন্মধুসূদন মায়ার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি এখানে যে বর্ণন করিয়াছেন উহার অন্তর্নিহিত সত্য “মোহিত হইয়া আমাকে জানিতে পারে না †” আচার্য্যের এই উক্তিতে পরিস্ফুট হইতেছে। সৃষ্টিতে আপনার কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং অভিনিবেশবশতঃ আবরণ ও বিক্ষেপ হইয়া থাকে। অভিনিবেশ কিন্তু অভিলাষ-বশতই হয়। এই কাম (অভিলাষ) আত্মার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে ‡। বিষয়চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে আসক্তি হয়; আসক্তি হইতে কাম উৎপন্ন হয় §” এস্থলে কামের প্রাবল্য বুঝাইতেছে, অন্যথা কামের প্রথমাবস্থা আসক্তি, পূর্ব্বে কাম না থাকিলে কিছুতেই সম্ভবে না। এইরূপে আবরণ ও বিক্ষেপ যে সত্য তাহা সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু এই শ্লোকের ব্যাখ্যা স্থলে শ্রীমন্মধুসূদন যে বলিয়াছেন “পরমেশ্বর বিম্বস্থানীয় কোন প্রকার উপাধিদোষে আক্রান্ত নহেন,” “প্রতিবিম্বস্থানীয় জীব উপাধিদোষে আক্রান্ত;” এবং শ্রীমন্নীলকণ্ঠ যে বলিয়াছেন “মিথ্যাময় প্রপঞ্চ” ইহা কিরূপে সিদ্ধ হয়?

কিরূপে সিদ্ধ হয় বলা যাইতেছে, আকাশ ও দিক্ আদির ন্যায় নিরবয়ব বস্তুর কখন প্রতিবিম্ব পড়ে না; সুতরাং শ্রীমন্মধুসূদনোক্ত ব্রহ্মের বিম্বত্ব এবং জীবের প্রতিবিম্বত্ব কখনও তত্ত্বসঙ্গত নহে। এইরূপ উক্তি দার্শনিক নহে আলঙ্কারিক। জীব ও ব্রহ্মের জ্ঞানাদি-স্বরূপে একতা প্রদর্শনের জন্য ওরূপ বলা হইয়াছে, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। এই জগৎ অজ্ঞান-কৃত ইহা বলিয়া প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধে সিদ্ধ হয় না। বেদান্তশাস্ত্রে কোথাও সেরূপ বর্ণনা নাই। শ্রীমৎস্বপ্নেশ্বর ভালই বলিয়াছেন, “‘সত্য সঙ্কল্প’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পরমেশ্বরের সৃষ্টির নিরতিশয় সত্যত্বই কথিত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ কোন সূত্রে সংসার অজ্ঞানকল্পিত ইহা বলেন নাই, বরং স্বপ্নসৃষ্টি নিরাকরণ করিয়া জাগ্রৎ সৃষ্টির সত্যত্বই (উল্লেখ করিয়াছেন)।” এই জগৎ যদি অজ্ঞানকৃত হয়, তবে সেই অজ্ঞানতা ব্রহ্মে, না জীবে অবস্থিত? অজ্ঞানতা ব্রহ্মেতে স্থিতি করিতে পারে না, কেন না জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মে অজ্ঞানতা কদাপি সম্ভবপর নহে। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে তাঁহার শুদ্ধচৈতন্যত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। অজ্ঞানতা জীবেতেও অবস্থান করিতে পারে না, কেন না অজ্ঞানতার কার্য্যের পূর্ব্বে জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্ম ভিন্ন

* শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬। ১০। † গীতা ৭ অ, ১৩ শ্লোক।

‡ ১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। § গীতা ২ অ, ৬২ শ্লোক।

অপর বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। বস্তুতঃ বেদান্তে যে অবিদ্যার কথা উক্ত হইয়াছে সেই অবিদ্যা জীবসম্বন্ধে সিদ্ধ হয়, কেন না জীব যে অজ্ঞ এবং অল্পশক্তি, "জ্ঞান ও অজ্ঞান, শক্তিসম্পন্ন ও অশক্তিসম্পন্ন, এ দুইই জন্মরহিত *" এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। জীব আপনার কল্পনায় মিথ্যাসৃষ্টি উদ্ভাবন করিয়া তদ্দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। সেই মিথ্যাসৃষ্টি কি? এই সৃষ্টি ভগবানের স্বরূপরূপ বিভবের রস অনুভব করিবার ভূমি, ইহাকে নিজের কল্পনায় কামকৃতবিকারচরিতার্থতা করিবার ভূমি মনে করিয়া লওয়াই মিথ্যাসৃষ্টি। আর যাঁহারা সমুদায় অসৎ স্থির করিয়াছেন এবং যাঁহারা যোগেতে সমুদায় উড়াইয়া দেন, তাঁহাদিগের মত, এই মিথ্যাসৃষ্টি স্বীকার করিয়া লইয়াই, সিদ্ধ হয়। এই সত্যটি মহর্ষি পতঞ্জলি—"অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ, অনাত্মবস্তুকে আত্মা মনে করাই অবিদ্যা"—এই সূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। "সত্য হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে ভূতময় জগৎ সত্য †" এই কথা আচার্য্য ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। ঈশ্বরের শক্তি কদাপি তাঁহার আবরণ হইতে পারেন না। 'আমি' 'আমার' এই অভিমানবশতঃ জীবের যে ভগবদ্‌বৈমুখ্য উপস্থিত হয়, সেই বৈমুখ্য কথঞ্চিৎ অপনীত হইলেই ভগবানের স্বরূপবিভবরসানুভবের ভূমি ঈশ্বরশক্তিই জীবের সহায় হইয়া থাকেন, শ্রুতি এই কথা ভঙ্গীতে বলিয়াছেন। "ব্রহ্ম দেবতাদিগের নিমিত্ত (অসুরগণকে) জয় করিলেন। ব্রহ্মের সেই বিজয়ে দেবগণ মহিমান্বিত হইলেন; তাঁহারা কিন্তু দেখিলেন এ জয় আমাদেরই, এ মহিমা আমাদেরই। ব্রহ্ম তাঁহাদিগের এই (অভিমান) জানিলেন; জানিয়া তাঁহাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইলেন। এই পূজনীয় বস্তু কি তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন, হে জাতবেদা, এই পূজনীয় বস্তু কে, তুমি জানিয়া আইস। আচ্ছা, এই কথা বলিয়া অগ্নি তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। তিনি অগ্নিকে বলিলেন, তুমি কে? অগ্নি উত্তর দিলেন আমি অগ্নি, অথবা আমি জাতবেদা। (তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,) তোমাতে কি শক্তি আছে? (অগ্নি উত্তর করিলেন,) এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে এসকলই আমি দগ্ধ করিতে পারি। তিনি তাঁহার সম্মুখে একগাছি তৃণ রাখিয়া বলিলেন এইটি দহন কর, অগ্নি তাঁহার সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়া সেই তৃণকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না, তিনি তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। (আসিয়া বলিলেন,) এই যে পূজনীয় বস্তু ইহাকে আমি জানিতে পারিলাম না। অনন্তর বায়ুকে তাঁহারা বলিলেন, হে বায়ু, এই পূজনীয় বস্তু কে, তুমি জানিয়া আইস। আচ্ছা, এই বলিয়া বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তিনি বায়ুকে বলিলেন তুমি কে? বায়ু উত্তর দিলেন, আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা।

---

* শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ১।৯।

† মনুসংহিতা ৩৫ অ, ৩৫ শ্লোক।

(তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,) তোমাতে কি শক্তি আছে? (বায়ু উত্তর দিলেন,) এ পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে এ সকলই আমি উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারি। তিনি তাঁহার সম্মুখে একগাছি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, ইহাকে উড়াইয়া লও। বায়ু তাঁহার সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়া তৃণকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু উহাকে উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। (আসিয়া বলিলেন,) এই যে পূজনীয় বস্তু ইহাকে আমি জানিতে পারিলাম না। অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, হে মঘবন্, আপনি জানিয়া আসুন এই পূজনীয় বস্তু কে? আচ্ছা, এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। ইন্দ্র নিকটে যাইবামাত্র তিনি অন্তর্হিত হইলেন। সেই আকাশে স্ত্রীরূপিণী বহু শোভমানা হৈমবতী উমা আগমন করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই পূজনীয় বস্তু কে? তিনি উত্তর দিলেন, ব্রহ্ম; তোমরা ব্রহ্মের বিজয়েই মহিমান্বিত হও। তদনন্তর ইন্দ্র জানিলেন ইনি ব্রহ্ম *।" জগৎ এবং জীব এ দুইয়ের আশ্রয় সত্য। জগৎ ও জীবের আশ্রয় সত্য বলিয়া যদি উহারা সত্য হয় তাহা হইলে এ শ্রুতির কি গতি হইবে?—"যেখানে দ্বৈতের মত কিছু আছে সেখানে একটি আর একটিকে দেখে······যেখানে ইহার [ব্রহ্মজ্ঞের] সকলই আত্মা হইয়া যায় সেখানে কে কাহাকে দেখে †?" 'দ্বৈতের মত' এই রূপ বলাতেই সমাধির অবস্থায় এইরূপ অবস্থা হয় বুঝা যাইতেছে। কেন না সেই শ্রুতিতেই কথিত আছে—"প্রিয় বনিতা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে যেমন অন্তর ও বাহ্যের কোন জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ যখন জীবাত্মা পরমাত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হন, তখন তাঁহার অন্তর ও বাহ্যের কোন জ্ঞান থাকে না ‡।" ১৪।

তুমি অন্তর্য্যামী, তোমায় আশ্রয় করিলে যদি মায়ার আবরণ এবং নিজের অভিমান-জনিত বিক্ষেপ হইতে লোকে মুক্তি লাভ করে তবে কেন মনুষ্যগণ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে না, এই প্রশ্ন উদ্ভাবন করিয়া আচার্য্য তাহার কারণ বলিতেছেন :—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ। ১৫।

দুষ্কৃতী নরাধম মূঢ়েরা আমায় আশ্রয় করে না, তাহাদিগের জ্ঞান মায়া কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে এবং তাহারা আসুরিক ভাব আশ্রয় করিয়াছে।

ভাব—যাহারা দুরাচার তাহারা বিবেকজ্ঞানশূন্য, এজন্যই তাহারা মনুষ্যগণের মধ্যে নিকৃষ্ট; এবং এই নিকৃষ্টতাবশতই জগদ্রূপে ভাসমান আমার শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত-

---

* তবলকার উপনিষদ ১৪—২৬। † বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬।৪।৫ ১৫।
‡ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬।৩।২১।

জ্ঞান হইয়া আসুরিক ভাব আশ্রয় করে; "তাহারা এই জগৎকে অসত্য, ব্যবস্থাশূন্য ও ঈশ্বরশূন্য বলিয়া থাকে *" ইত্যাদি আচার্য্যের উক্তিতে যে কুতর্ক ও কুমার্গের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে সেই কুতর্ক ও কুমার্গ আশ্রয় করিয়া তাহারা অন্তর্যামীর শরণ লয় না। শ্রুতিও বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি দুরাচার হইতে বিরত হয় নাই, শান্ত ও সমাহিত হয় নাই, মন যাহার চাঞ্চল্যশূন্য হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারায় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। †" চরিত্র শুদ্ধ না হইলে জ্ঞান যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এই শ্রুতিতে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীমদ্বলদেব এই শ্লোকটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"শাস্ত্রেতে পারদর্শী অথচ দুষ্টাচারী ব্যক্তিই দুষ্কৃতী। সেই কুপণ্ডিতগণ আমাকে আশ্রয় করে না।......সেই দুষ্কৃতিগণ চতুর্ব্বিধ; তাহাদিগের এক শ্রেণী মায়াতে বিমূঢ়, কর্ম্মানুষ্ঠানে জড়বৎ। আমি যে বিষ্ণু আমাকেও ইন্দ্রাদিদেবতার ন্যায় কর্ম্মের অঙ্গ এবং জীববৎ কর্ম্মের অধীন মনে করিয়া থাকে। আর এক শ্রেণী বিপ্রাদিকুলে জন্ম লাভ করিয়া নরোত্তম হইয়াও মায়াবশতঃ নরাধম হইয়া অসৎ কার্য্যের প্রতি আসক্তিবশতঃ নিতান্ত পামর হইয়াছে। আর এক শ্রেণী সাংখ্যাদিমত অবলম্বনপূর্ব্বক মায়াতে অপহৃতজ্ঞান; তাহারা আমার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নত্ব, সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব, মুক্তিদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ শ্রুতি সহস্রে প্রসিদ্ধ থাকিলেও আমায় ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রকৃতিকেই সর্ব্বস্রষ্ট্রী ও মোক্ষদাত্রী বলিয়া কল্পনা করে। এই সম্বন্ধে তাহারা যে শত শত কুটিল কুযুক্তি উদ্ভাবন করে, উহার কারণ মায়া। কেহ কেহ মায়াতে আসুরভাব আশ্রয় করিয়া নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রবাদ আশ্রয় করে। অসুরগণ যে প্রকার নিখিল আনন্দকর আমার দেহ শর দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহারাও সেইরূপ দৃশ্যত্বাদি হেতু ‡ প্রদর্শন করিয়া নিত্যচৈতন্যস্বরূপ শ্রুতিপ্রসিদ্ধ আমার তনু খণ্ডন করে। তাহাদিগের এরূপ বুদ্ধি উৎপাদনের কারণ মায়াই।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ মূলতঃ এই ব্যাখ্যারই অনুসরণ করিয়াছেন। এস্থলে নির্ব্বিশেষবাদিগণের সম্বন্ধে যে নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায় উহা এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ভক্তিসন্দর্ভে লিখিত আছে "অনন্তর বিশিষ্ট ও সবিশেষ ভক্তি সমান হইলেও শ্রীবিষ্ণুরূপ যথেষ্ট মনে না করিয়া উপাসনার্থ কেহ নিরাকার ঈশ্বর বা অন্যাকার ঈশ্বর মানিয়া থাকেন, উহাও নিন্দিত। কারণ 'আত্মা নিত্য শুদ্ধ অব্যয়' ইত্যাদি বচনে এবং 'ইচ্ছাক্রমে সেই অব্যয় পরমাত্মা এই সকলকে সৃজন করিয়াছেন' ইত্যাদি হিরণ্যকশিপুর উক্ত ঐতিহাসিক বাক্যে, এবং সে যে ব্রহ্মের স্তব করিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, তাহারও ব্রহ্মজ্ঞান ও নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞান ছিল"। ১৫।

---

* গীতা ১৬ অ, ৮ শ্লোক। † কঠোনিষদ্ ২।২৪।

‡ ঈশ্বরের সাকাররূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদিগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, দৃশ্য পদার্থমাত্রই বিনাশী, সুতরাং ঈশ্বরে সাকাররূপ কল্পনা করা মায়িক ও মিথ্যা।

সেই সকল সুকৃতী ব্যক্তি কাহারা যাঁহারা সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষের ভজনা করিয়া থাকেন, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। ১৬।

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু অর্থপ্রার্থী এবং জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতী লোকে আমার ভজনা করে।

ভাব—আর্ত্ত—রোগবিপদাদি দ্বারা অভিভূত; জিজ্ঞাসু—আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী; অর্থপ্রার্থী—ধনকামী; জ্ঞানী—ভগবান্‌কে পাইবার অভিলাষী, ভগবানের তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করাই জ্ঞান, সেই জ্ঞানে নিত্য যুক্ত; সুকৃতী—পুণ্যকর্ম্মশীল। বসনাকর্ষণে বিপদ্‌গ্রস্তা দ্রৌপদী আর্ত্তভক্ত, শৌনকাদি জিজ্ঞাসু, ধ্রুবাদি অর্থপ্রার্থী, শুকাদি জ্ঞানী। এই চারিটি ভক্তের মধ্যে তিনটি সকাম, এক জ্ঞানীই কেবল নিষ্কাম। শান্তিপর্ব্বে অর্জ্জুনকে আচার্য্য বলিয়াছেন—"চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি আমার ভক্ত ইহা তুমি শুনিয়াছ। কর্ম্মানুষ্ঠায়িগণের মধ্যে যাহারা একান্তী, অন্য দেবতার আশ্রিত নয়, অন্যাভিলাষশূন্য, আমিই যাহাদিগের একমাত্র গতি, তাহারাই শ্রেষ্ঠ; অবশিষ্ট যে ত্রিবিধ ভক্ত তাহারা ফলকামী, তাহারা সকলেই পতনাধীন। যে ব্যক্তি জ্ঞানী সেই শ্রেষ্ঠতাভাজন *।" এস্থলে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"ভক্তির অধিকারী চারি প্রকার ভক্ত নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আদিম তিনটিতে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, অন্তিম চতুর্থটিতে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। 'সমুদায় দ্বার সংযত করিয়া' পরবর্ত্তী অধ্যায়স্থ এই শ্লোকে যোগমিশ্রা ভক্তি কথিত হইবে। জ্ঞান কর্ম্মাদি অবিমিশ্র কেবলাভক্তি সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'হে পার্থ আমাতে আসক্তমনা' এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, পুনরায় অষ্টম অধ্যায়ে 'অনন্যচেতা হইয়া সতত' এবং নবম অধ্যায়ে 'হে পার্থ, মহাত্মা সকল আমাকে' এই দুই শ্লোকে, অপিচ 'অনন্য হইয়া যাহারা আমাকে চিন্তা করে' ইহার দ্বারা নিরূপিত হইবে। প্রধানীভূত এবং কেবলা এই দুই প্রকারের ভক্তি এই মধ্যম ছয় অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন। গুণীভূত তৃতীয় প্রকারের ভক্তি কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগীতে কর্ম্মাদির ফলসিদ্ধির জন্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার প্রাধান্য নাই এইজন্য উহাকে ভক্তি বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগ এইরূপ বলা যাইতে পারে এবং যাঁহাদিগের সেই কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগ আছে তাঁহাদিগকে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী বলা যাইতে পারে, ভক্ত বলা যাইতে পারে না।" এই শ্লোকে 'জ্ঞানী' এই শব্দে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে; ষষ্ঠাধ্যায়ে 'তপস্বিগণ হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদিগের ও কর্ম্মীদিগের হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ' † এস্থলে জ্ঞানকে যোগের দ্বারায় অধঃকরণ করা হইয়াছে; 'এ সংসারে

* শান্তিপর্ব্ব ৩৪১ অ, ৩৩। ৩৪ শ্লোক।

† গীতা ৬অ, ৪৬ শ্লোক।

জ্ঞানসদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই, যোগসিদ্ধ ব্যক্তি কালে আপনাতে সেই জ্ঞান স্বয়ং লাভ করিয়া থাকে' *, চতুর্থ অধ্যায়ের এই শ্লোকে পুনরায় যোগ হইতেও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব আচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, এই মনে করিয়া কোন কোন অর্ব্বাচীন ব্যক্তি আচার্য্যের মতের কোন স্থিরতা নাই এই দোষ তাঁহার উপরে আরোপ করেন। পূর্ব্বাপর বিচার না করাই এরূপ বালোচিত প্রলাপের মূল। এস্থলে যে জ্ঞানী উল্লিখিত হইয়াছেন তিনি ভজনশীল, সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনপরায়ণ; যেথানে জ্ঞানী হইতেও যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে সেথানে জ্ঞানী শাস্ত্র ও বিজ্ঞানবিদ্, অপরোক্ষজ্ঞানবিশিষ্ট ভক্ত নহেন। 'জ্ঞানসদৃশ পবিত্র কিছুই নাই' এস্থলে যে যোগের উল্লেখ রহিয়াছে উহা পূর্ব্বোদিত কর্ম্মযোগ ধ্যানযোগ নহে, সুতরাং ওরূপ বলাতে আচার্য্যের কোন মতের অস্থিরতা প্রকাশ পাইতেছে না। এইরূপ অন্যান্য স্থলে তাঁহারা যে প্রলাপোক্তি করিয়াছেন তাহার কোন মূল নাই বুঝিয়া লইতে হইবে। ১৬।

'চতুর্ব্বিধ সুকৃতী লোক আমার ভজনা করে' একথা বলাতে ইঁহাদিগের সকলেই সমান এইরূপ বুঝাইতেছে তাহা ঠিক নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। ১৭।

তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র আমাতে ভক্তিমান্ নিত্য যোগযুক্ত জ্ঞানীই বিশেষ। আমি জ্ঞানীর অতীব প্রিয়, সেও আমার প্রিয়।

ভাব—নিত্যযোগযুক্ত—নিয়ত ভগবানের সহিত যোগযুক্ত, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানবান্। যাঁহারা অর্থাদির কামনা করেন তাঁহারা বিষয়ান্তর দ্বারা আকৃষ্টহৃদয় হন বলিয়া নিত্য যোগযুক্ত জ্ঞানীর সদৃশ নহেন। একমাত্র আমাতে ভক্তিমান্—একমাত্র ভগবানে ভক্তিমান্ ব্যক্তির অনুরাগ ভগবানেতেই, অন্য ত্রিবিধ ভক্তের যদ্দ্বারা অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় তাহাতেই অনুরাগ। অন্তর্য্যামী পরম পুরুষ যে জ্ঞানীর অতিমাত্র প্রিয় তাহা "স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক এসকলই সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, †" ইত্যাদি জ্ঞানী ভক্তগণের অন্তঃকরণের অবস্থাসূচক বাক্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। "আমাকে যে যে ভাবে আশ্রয় করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি ‡" এই যুক্ত্যনুসারে কেবল আমি অন্তর্য্যামীই যে তাহার প্রিয় তাহা নহে সেও আমার প্রিয়। ১৭।

তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী অতিমাত্র প্রিয় এই কথা বলিয়া যদিও অন্য ভক্তগণও

---

* গীতা ৪ অ, ৩৮ শ্লোক। † ভাগবত ৬ স্ক, ১৭অ, ২৮ শ্লোক

‡ গীতা ৪ অ, ১১ শ্লোক।

যে প্রিয় তাহা অস্বীকার করা হয় নাই, তথাপি তৎসম্বন্ধে ভ্রান্তির সম্ভাবনা দেখিয়া আচার্য্য সেইটি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন :—

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্। ১৮।

ইহারা সকলেই উদার, কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মা—এই আমার অভিমত; কেন না সে সমাহিত চিত্ত হইয়া আমাকেই উত্তম গতি বলিয়া আশ্রয় করিয়াছে।

ভাব—উদার—উৎকৃষ্ট, মহান্, কেন না দেবতান্তর পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়স্থ ঈশ্বরের ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানী আমার আত্মা—ধনাদির কামনাকে ব্যবধান না করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইনি ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন, এজন্য আমার পরম অন্তরঙ্গ। এরূপ অন্তরঙ্গ হইবার কারণ কি? কারণ এই যে তিনি যোগযুক্ত হইয়া যাঁহা হইতে আর কেহ সর্ব্বোত্তম গতি হইতে পারেন না সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। 'আমি ভগবান্ বাসুদেব, এইরূপ অভেদ দৃষ্টিতে সেই যোগযুক্ত ব্যক্তি আমাতে সমাহিতচিত্ত' এরূপ বলা যে যুক্তিযুক্ত নয় শ্রীমদ্বলদেব ভঙ্গ্যন্তরে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন—"'সে আমার আত্মা' একথা বলিয়া জ্ঞানী জীব তাঁহার সহিত অভেদ, ভগবান্ এরূপ বলিয়াছেন বলা যাইতে পারে না, কেন না তাহা হইলে জ্ঞানীর ভক্তত্ব সিদ্ধ হয় না এবং ভক্ত চতুর্ব্বিধ এ কথাও বলা যাইতে পারে না। ভেদভাব মোক্ষাবস্থার নিতান্ত বিরোধী, সুতরাং সেরূপ মোক্ষ উপস্থিত হইলে চতুর্ব্বিধ ভক্ত রহিল কোথায়।" ১৮।

জ্ঞানীকে আপনার আত্মা বলিয়া ভগবান্ কেন গ্রহণ করেন, আচার্য্য তাহা বলিতেছেন :—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ। ১৯।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহুজন্মের পর আমায় লাভ করিয়া থাকে, সমুদায় বাসুদেব এরূপ (জ্ঞানযুক্ত) মহাত্মা সুদুর্ল্লভ।

ভাব—বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যসঞ্চয়ের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনপরায়ণ হইয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরম পুরুষই সমুদায় জগৎ ও জীবকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া বিদ্যমান এরূপ ভাবে অন্তর্য্যামীর ভজনা করিয়া থাকেন এজন্যই তিনি সুদুর্ল্লভ; কেন না সহস্র লোকের ভিতরেও এরূপ এক জন ব্যক্তিকে অতি কষ্টে পাওয়া যায়। 'সমুদায় বাসুদেব' ইহার ব্যাখ্যায় 'সর্ব্বাত্মা'—শ্রীমচ্ছঙ্কর, 'বাসুদেবই আমার পরমপ্রাপ্য

এবং প্রাপক, আমার মনোরথবর্ত্তী আর যাহা কিছু সে সমুদায় আমার তিনিই'—শ্রীমদ্রামানুজ, 'চরাচর সকলই বাসুদেব'—শ্রীমচ্ছ্রীধর, 'শ্রীকৃষ্ণই সকল অর্থাৎ সকল বস্তুর স্বরূপ স্থিতি ও প্রবৃত্তি তাঁহার আয়ত্তাধীন……সকল বস্তু বাসুদেব কর্তৃক পরিব্যাপ্ত অতএব বাসুদেবই সকল'—শ্রীমদ্বলদেব, 'আমি ও ইহা সকলই বাসুদেব'—শ্রীমন্মধুসূদন, 'সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী'—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ। শ্রীমদর্জ্জুনের স্তোত্রে আমরা শুনিতে পাই—"সম্মুখে তোমাকে নমস্কার, পশ্চাতে তোমাকে নমস্কার, হে সর্ব্ব, সকল দিকে তোমাকে নমস্কার। তুমি অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রম, সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ এজন্য তুমি সমুদায় *।" ছান্দগ্যোপনিষদে কথিত হইয়াছে—"আত্মাই নিম্নে, আত্মাই উপরে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এ সমুদায় এইরূপে দেখিয়া, মনে করিয়া এবং জানিয়া, ইনি আত্মাতেই রমণ করেন, আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েন, আত্মাতেই আনন্দলাভ করেন, আত্মাতেই বিরাজ করেন; সকল লোকেতে ইনি যথেচ্ছ বিহার করেন †।" বাসুদেব শব্দে হৃদয়াধিষ্ঠিত পরমেশ্বর; সমুদায় এই শব্দে "যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করে এবং আমাতে সমুদায় দেখে ‡" এইটি গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে সর্ব্বশব্দে 'জগৎ ও জীবকে আপনাতে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া বর্ত্তমান,' এই যে উপরে ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃত প্রমাণের সহিত অসমঞ্জস নহে। ১৯।

ধনকামনাদি ব্যবধান করিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের ভজনা করেন তাঁহারা উদার কেন, আচার্য্য তাহার কারণ বলিতেছেন :—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া। ২০।

নানাবিধ কামনা দ্বারা যাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ প্রকৃতিপরতন্ত্র হইয়া বিশেষ বিশেষ নিয়ম আশ্রয়পূর্ব্বক অন্য দেবতা সকলের শরণাপন্ন হয়।

ভাব—বিশেষ নিয়ম—উপবাসাদি ব্রত, অন্য দেবতা—ইন্দ্রাদি দেবতা। ২০।

ঐ সকল ব্যক্তি যে সকল দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে শ্রদ্ধা উৎপাদনে তাহাদিগের কোন সামর্থ্য নাই; অতএব সেই সেই দেবতার পূজাতে যাহারা প্রবৃত্ত তাহাদিগের সেই সেই দেবতাতে শ্রদ্ধা আমি অন্তর্য্যামীই উৎপাদন করি, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

---

* গীতা ১১ অ, ৪০ শ্লোক। † ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭। ২। ২৫।
‡ গীতা ৬অ, ৩০ শ্লোক।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১।

যে যে ভক্ত যে যে তনু (মূর্ত্তি) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করে, আমি তাহাদিগকে সেই তনুসম্পর্কীয় অচলা শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া থাকি।

ভাব—এখানে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে, ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনাকালে স্বয়ং অন্তর্য্যামী শ্রদ্ধা কেন উৎপাদন করেন? অন্য দেবতার্চ্চনারূপ নিম্ন ভূমি হইতে উচ্চ ভূমিতে আরোহণ হইবে অন্তর্য্যামী ইহা জানেন; সুতরাং সেই সেই স্থলে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া ক্রমে বিবেকজ্ঞান অর্পণ করেন, ইহাতে তাঁহার জীববাৎসল্যই প্রকাশ পাইতেছে, মোক্ষলাভ না হয় তৎপক্ষে উৎসাহদান প্রকাশ পাইতেছে না। ২১।

অন্তর্য্যামী যে কেবল শ্রদ্ধাই উৎপাদন করেন তাহা নহে তাঁহা হইতেই তাহাদের কামনালাভ হইয়া থাকে ইন্দ্রাদি দেবতা হইতে নহে, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্। ২২।

সে তখন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই তনুর আরাধনাতে যত্ন করে এবং তাহা হইতে আমি যে সকল কামনার বিষয় বিধান করিয়াছি তাহা লাভ করিয়া থাকে। ২২।

যদি তুমি অন্তর্য্যামী তাহাদিগের আরাধনের ফলদাতা হইলে, তাহা হইলে তোমার ভক্তেরা আর কি বিশেষ হইলেন, আচার্য্য ইহারই উত্তর দিতেছেন :—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি। ২৩।

সেই সকল অল্পজ্ঞান ব্যক্তি ক্ষয়িষ্ণু ফল লাভ করে, কারণ যাহারা দেব যাজনা করে, তাহারা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, যাহারা আমায় ভক্তি করে তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

ভাব—যাহারা দেবযাজনা করে তাহাদিগের বিবেকজ্ঞান আবৃত, সুতরাং তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় না। 'আমাকেই' এইরূপ বলাতে ভক্তদিগের সৌভাগ্য এবং অপরের তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যে নিতান্ত দুর্ল্লভ তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ২৩।

তাহারা সর্ব্বান্তর্য্যামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবমূর্ত্তির কেন আরাধনা করিয়া থাকে তাহার কারণ আচার্য্য বলিতেছেন :—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌। ২৪।

আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে। আমি অব্যয় ও অনুত্তম, আমার এই পরম ভাব না জানাতেই তাহারা এরূপ করিয়া থাকে।

ভাব—অব্যয়—প্রপঞ্চাতীত, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সকলের কারণ; অজ্ঞানী—অবিবেকী, সাধারণ লোক; ব্যক্তভাবাপন্ন—মনুষ্যাদিভাবাপন্ন; অব্যয়—নিত্য, সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনরহিত, নিয়ত একই রূপ; অনুত্তম—সর্ব্বোত্তম, নিত্যপূর্ণ; পরমভাব—পরমাত্মস্বরূপ। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন—"[শরীর গ্রহণের পূর্ব্বে] অব্যক্ত অপ্রকাশ; এক্ষণে [লীলাবিগ্রহপরিগ্রহের অবস্থায়] নিত্যপ্রসিদ্ধ ঈশ্বর আমি আমাকে ব্যক্তভাবাপন্ন অর্থাৎ প্রকাশপ্রাপ্ত তাহারা মনে করে;" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—"আমি সকলের আশ্রয়, এজন্য আমি আমার স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি, এই আমার অব্যয় অনুত্তম পরম ভাব না জানিয়া আমাকে সাধারণ রাজতনয়-সমান এবং ইতঃপূর্ব্বে অনভিব্যক্ত ছিলাম ইদানীং কর্ম্মানুসারে জন্মবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্তভাবাপন্ন হইয়াছি, অজ্ঞানীরা আমাকে এইরূপ মনে করে;" শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন,—"অব্যক্ত প্রকৃতিসমুৎপন্ন দেহাদিবর্জ্জিত......ব্যক্তভাবাপন্ন প্রাকৃতিক দেহাদিসম্পন্ন। ইহাই কথিত হইয়াছে—'সৎ ও অসতের অতীত,' 'তাঁহার দেহাদি নাই,' 'তাঁহার কর নাই চরণ নাই,' 'আনন্দময়দেহ পুরুষকে প্রাকৃতিক দেহযুক্ত তাহারা মনে করে'।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন—"আমি অব্যক্ত প্রপঞ্চাতীত, অল্পবুদ্ধি লোকেরা আমাকে ব্যক্ত অর্থাৎ মনুষ্য-মৎস্য-কূর্ম্মাদি-ভাবাপন্ন মনে করে......আমি পরমেশ্বর, জগতের রক্ষার জন্য লীলাতে নানাপ্রকার বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মূর্ত্তি ধারণ করি, সেই সকল মূর্ত্তি অন্যান্য দেবতার ন্যায় কর্ম্মনির্ম্মিত ভৌতিক দেহ মনে করিয়া আমাকে তাহারা আদর করে না; প্রত্যুত যে সকল দেবতা শীঘ্র ফলদান করে তাহাদিগেরই ভজনা করে।" এইরূপ অন্য ব্যাখ্যাকারগণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরিপূর্ণ ভগবান্‌ বৈকুণ্ঠাদি কোথা হইতেও আগমন করিয়া অবতরণ করেন না, ভাগবতশ্লোকের * ব্যাখ্যায় এই কথা বলিয়া শ্রীমদ্বিশ্বনাথ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "তাঁহার আবির্ভাবসময়ে বৈকুণ্ঠ শ্বেতদ্বীপাদি হইতে তাঁহার অংশ সকল আগমন করিয়া আবির্ভাবস্থানে মিলিত হইয়া থাকেন, লীলা-শেষে সেই অংশসকলই পুনরায় সেই সেই স্থানে গমন করিয়া থাকেন, বৈকুণ্ঠাদি হইতে অবতরণ এবং বৈকুণ্ঠাদিতে আরোহণ তাঁহাদিগেরই সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জানিতে

* ভাগবত ১০ স্ক, ১ অ, ২৬ শ্লোক।

হইবে।” পূর্ব্বসংস্কারজনিত-দোষ-শূন্য বুদ্ধিতে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ এখানে যাহা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই শ্লোকের অর্থ সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইবে। সর্ব্বত্র নিয়তবিদ্যমান পরম পুরুষ মনুষ্যাদিরূপে ক্ষুদ্র হইয়া আপনার অনন্তত্বপরিহারপূর্ব্বক কখনও আকার গ্রহণ করেন না এই সরল সিদ্ধান্ত এই শ্লোকে আচার্য্য বিবৃত করিয়াছেন। যদি ইহাই হইবে তবে তিনি কেন বলিলেন, “আমি ভূতগণের অধীশ্বর, আমার পরম ভাব জানিতে না পারিয়া মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া মূঢ়েরা আমায় অবজ্ঞা করে * ?” ‘ভূতগণের অধীশ্বর’ এই বিশেষণ দেখাইতেছে অন্তর্য্যামিরূপে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য কোন এক লোকাতীত পুরুষে আপনার জ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিমূঢ় ব্যক্তিগণ সেই জ্ঞান সেই মনুষ্যের, পরম দেবতার নহে, এই মনে করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না ; অতএবই আচার্য্য বলিয়াছেন ‘আমাকে অবজ্ঞা করে।’ যদি এ সিদ্ধান্ত অনাদর করা হয় তাহা হইলে “অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি, আমাতে সমুদায় ভূত স্থিতি করিতেছে †” ইত্যাদিতে যে ঐশ্বরিক যোগ উক্ত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হয় না। ২৪।

কেন তাহারা জানে না আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্। ২৫।

আমি যোগমায়া দ্বারা আবৃত, সুতরাং সকলের নিকট আমি প্রকাশ নই। আমি যে জন্মরহিত এবং নিত্য, মূঢ় লোকেরা তাহা জানে না।

ভাব—যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত—স্বজ্ঞাশক্তিসকলের সম্মিলন যোগ, সেই যোগই প্রকাশভাবাপন্না প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি দ্বারা আমি অন্তর্য্যামী আবৃত হইয়া সকল লোকের নিকটে প্রকাশ পাই না। এজন্যই বিবেকজ্ঞানশূন্য লোকে জন্মরহিত, নিয়ত একই রূপে অবস্থিত, আমাকে জানে না। যোগ—শ্রীমচ্ছঙ্করের মতে ‘সত্ত্ব রজ তম গুণসমূহের একত্র মিলন,’ শ্রীমদ্রামানুজের মতে ‘মনুষ্যাদিরূপে সংস্থান,’ শ্রীমন্মাধ্বমতে ‘সামর্থ্যরূপ উপায়’, শ্রীমচ্ছ্রীধরমতে ‘অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিভবপ্রকাশ’, শ্রীমদ্বলদেবমতে ‘ভগবানের প্রতি বিমুখগণের মোহোৎপাদকত্ব’ (যোগমায়া), শ্রীমন্মধুসূদন মতে ‘সঙ্কল্প’, শ্রীমন্নীলকণ্ঠ মতে ‘হে যোগী’, শ্রীমদ্ধনুমান্ মতে ‘গুণসহকারে যোগই মায়া’, শ্রীমন্মাধ্বধৃত পদ্মপুরাণের বচনে “সেই মহেশ্বর লোকদিগের চিত্তের প্রকৃতিসম্ভূত বন্ধন আপনার সামর্থ্যে ও মায়াযোগে করিয়া থাকেন” এই যে কথা আছে তাহাতে সামর্থ্যই যে যোগ তাহা

* গীতা ৯ অ, ১১ শ্লোক। † গীতা ৯অ, ৪ শ্লোক।

প্রকাশ পায়। আমরা কিন্তু সৃজ্যাশক্তিসকলের সম্মিলনকেই যোগ মনে করিয়া থাকি। ইহার কারণ এই যে, যখন ভগবানের চিচ্ছক্তি মায়া সৃষ্টি করিবার জন্য উন্মুখ হন, তখনই তাঁহা হইতে সৃজ্যাশক্তিসকল প্রাদুর্ভূত হয়, এবং তাহাদিগেরই সম্মিলনে প্রকৃতির কার্য্য জগৎ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হইয়া উহাই ব্রহ্মের আবরক হয়; অতএব সৃজ্যাশক্তির সম্মিলনরূপ মায়া ভগবানের প্রজ্ঞা; উহা ভগবানেতে অবস্থিত জন্য তাঁহাকে আবরণ করে। ভগবান্ জগদ্গত হইয়াও জগতের অতীত জ্ঞানীরাই ইহা দেখিয়া থাকেন, সাধারণ লোকে ইহা দেখিতে পায় না। ২৫।

যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত এই কথা বলাতে তোমারও জ্ঞান কি তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে, সেই সংশয় নিরসনের জন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন। ২৬।

হে অর্জ্জুন, আমি অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভূতসমূহকে জানি, আমায় কিন্তু কেহ জানে না।

ভাব—চরাচর সকলকে আমি জানি আমাকে কেহ জানে না, এজন্যই ভজনা করে না। ২৬।

তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তোমায় কেন তাহারা জানে না, ইহার কারণ আচার্য্য বলিতেছেন :—

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ। ২৭।

শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখাদিতে ইচ্ছা বা দ্বেষবশতঃ যে মোহ সমুপস্থিত হয়, সেই মোহে সমুদায় জীব উৎপত্তিকালে মুগ্ধ হইয়া পড়ে।

ভাব—সুখ দুঃখাদি—সুখ দুঃখ, শোভন অশোভন, সত্য অসত্য, নিত্য অনিত্য, আত্মা অনাত্মা; উৎপত্তিকালে—সৃষ্টি বিষয়ে—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ, জন্মে—শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং অপরাপর, জগৎসৃষ্টির আরম্ভকালে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ; সৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে, কেন না শরীর জন্মিলেই ইচ্ছাদি হয়। তাহার পূর্ব্বে কেবল অজ্ঞানতা থাকে—শ্রীমন্মাধব। মুগ্ধ হইয়া পড়ে—মোহ, মূঢ়তা, অবিবেক প্রাপ্ত হয়। ব্যাখ্যাকারগণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার এইরূপে সামঞ্জস্য হয় :—সুখে দুঃখ, দুঃখে সুখ, শোভনে অশোভন, অশোভনে শোভন, সত্যে অসত্য, অসত্যে সত্য, নিত্যে অনিত্য, অনিত্যে নিত্য, আত্মাতে অনাত্মা, অনাত্মাতে আত্মা, এইরূপ ইচ্ছাদ্বেষজনিত সৃষ্টিবিষয়ে লোকদিগের মিথ্যাজ্ঞান হইয়া

থাকে। ইহাতেই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, কোথা হইতে এ মিথ্যাজ্ঞানের আরম্ভ? —শরীরের আরম্ভ হইতে। উপাদাননিরপেক্ষ হইয়া শরীর উৎপন্ন হয় না। যদি উপাদানে মিথ্যাজ্ঞান না থাকে তাহা হইলে শরীরে উহা কোথা হইতে সংক্রামিত হইল? যদি পিতা ও মাতা হইতে সংক্রামিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগেতে কোথা হইতে উহা সংক্রামিত হইয়াছে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। পরম্পরাক্রমে সংক্রামিত হইয়াছে উত্তর দিলে, আদিতে উহা কোথা হইতে সংক্রামিত হইল ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, জগৎসৃষ্টির আরম্ভ হইতেই মিথ্যাজ্ঞান জীবে বিদ্যমান আছে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। "জ্ঞান অল্পজ্ঞান, শক্তি অল্পশক্তি, এ দুইই জন্মরহিত *" এই শ্রুতি অনুসারে আরম্ভ হইতেই অজ্ঞানতা জীবে আছে সিদ্ধ হয়। আরম্ভ হইতে জীবে অজ্ঞানতা কেন আছে, এ জিজ্ঞাসা নিষ্ফল; কেন না জীব যখন ঈশ্বর নহে তখন তাহাতে অনন্ত জ্ঞান কখনও সম্ভবে না, যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে দুই ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইত। তাহা অসম্ভব, কেন না দুই অনন্ত কখনও থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ সৃষ্টিবিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান স্রষ্টা ঈশ্বরের, সৃষ্ট জীবের নহে। যে সময়ে প্রকৃতির সহিত আত্মার সংসর্গ হইয়াছে সেই সময় হইতেই কাম [অভিলাষ] তাহাতে স্থিতি করে ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কাম কখনও তাহার বিপরীত অকাম বিনা থাকিতে পারে না। যে কোন বিষয় লইয়া কামের উদয় হয় তাহারই বিপরীত বিষয়ে অকাম বা দ্বেষ স্বভাবতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই হেতুই অজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান ও মোহের সহিত ইচ্ছাদ্বেষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ব্যাখ্যাতৃগণ প্রথম মধ্যম ও বর্ত্তমান অবস্থা † আশ্রয় করিয়া এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে সবগুলিই সমঞ্জস। ২৭।

যদি প্রারম্ভ হইতেই জীবেতে মোহ অবস্থিতি করে তাহা হইলে জীবের তাহা হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই, আচার্য্য এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিতেছেন :—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ। ২৮।

যে সকল লোকের পুণ্যকর্ম্মবশতঃ পাপ অন্ত হইয়াছে, তাহারা সুখদুঃখাদিজনিত মোহ হইতে বিমুক্ত এবং দৃঢ়নিয়মপরায়ণ হইয়া আমারই ভজনা করে।

* শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ১।৯।

† প্রথম, মধ্যম ও বর্ত্তমান অবস্থা। প্রথম—সৃষ্টির আরম্ভ। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে জীবে অজ্ঞানতা আছে, এইজন্য তখন হইতেই তাহাতে মোহ বিদ্যমান। মধ্যম—জন্মকাল। জন্মকালে জীবের যে উপাদানসহ সংসর্গ হয়, তদনুসারে তাহার মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান—সৃষ্টি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত। আবাল্য প্রকৃতির সহিত যাহার যেরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তদনুসারে তাহার বিষয়ের সহিত সম্পর্ক লক্ষিত হইয়া থাকে।

ভাব—পাপ—দুষ্কৃত, মোহজনিত ভগবানের ইচ্ছাবিরোধী কার্য্য। এস্থলে এই তত্ত্ব প্রকাশ পায় :—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সংসর্গে জীবের জন্ম হয়। সেই জীবগণের মধ্যে কেহ সত্ত্বগুণপ্রধান, কেহ রজোগুণপ্রধান, কেহ তমোগুণপ্রধান ; সুতরাং তাহাদিগের আচরণ গুণানুসারে হইয়া থাকে। গুণানুসারে তাহাদিগের যদিও নিজ নিজ আচরণ হয় বটে, কিন্তু সেই আচরণেই যে তাহারা চিরদিন নিরুদ্ধ থাকিবে তাহা নহে। যখন গুণগুলির মিশ্রণ বিনা কাহারও জন্ম হয় না, তখন যে ব্যক্তিতে যে যে গুণের অনুকূল আচরণ ঘটে তাহাতে সেই সেই গুণের বৃদ্ধি, এবং তাহার বিপরীত গুণের হ্রাস হইয়া থাকে। সকল দেহধারীতেই সত্ত্বগুণের প্রবেশ আছে, সেই সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া পুণ্যাচরণ করিলে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, এবং তাহাতেই চিত্ত স্বচ্ছতালাভ করিয়া থাকে। চিত্ত স্বচ্ছ হইলে ভগবদ্দর্শনের উপযোগিতা উপস্থিত হয় এবং তাঁহার ভজনে সাধকগণের স্পৃহা জন্মে। ২৮।

তাঁহারা সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্‌কে কেন ভজনা করেন, আচার্য্য তাহার কারণ বলিতেছেন :—

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্। ২৯।

জরা মরণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যাহারা আমায় আশ্রয় করিয়া কার্য্যশীল হয়, তাহারাই সেই ব্রহ্মকে জানে, আত্মতত্ত্ব জানে, সমুদায় [অনুষ্ঠেয়] কর্ম্ম জানে!

ভাব—কার্য্যশীল হয়—ফলাভিসন্ধিশূন্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের ব্রহ্মবিষয়ক, আত্মবিষয়ক, ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ২৯।

মৃত্যুকালেও ভগবানের ভক্তগণ তাঁহাকে বা বিস্মৃত হন, এরূপ আশঙ্কা করিবার যে কারণ নাই আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ। ৩০।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

প্রয়াণকালেও যে সকল ব্যক্তি অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ বলিয়া আমায় অবগত, তাহাদিগের চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, তাহারা আমায় জানে।

ভাব—অন্তর্যামী পুরুষ অধিভূত অধিদৈবাদি সমুদায় আপনাতে অন্তর্ভূত করিয়া বিরাজমান। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা তাঁহাকে মৃত্যুকালেও বিস্মৃত হন না।

শ্রীমদ্‌যামুন মুনি এই অধ্যায়ের এইরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন—"আত্মার যথাযথ স্বরূপ, প্রকৃতি দ্বারায় উহার আবরণ, শরণাপত্তি, ভক্তভেদ, জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠতা, সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।" শ্রীমদ্গিরি বলিয়াছেন—"এই সপ্তমাধ্যায়ে উত্তম অধিকারীর জ্ঞেয় কি তাহা নিরূপিত হইয়াছে এবং তজ্জন্যই [পরমাত্মার] সর্ব্বাত্মকতা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং প্রকৃতিদ্বয়ের দ্বারা [পরমাত্মা] আপনার সর্ব্বকারণত্ব বলিয়াছেন। ইহাতে তৎপদের বাচ্য এবং তৎপদের লক্ষ্য উল্লিখিত হইয়াছে।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "যে সকল ভক্ত আমাকে জানে তাহারা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়। সেই ভক্তগণ পঞ্চবিধ, সপ্তমাধ্যায়ে ইহাই নির্ণীত হইয়াছে।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন—"এই অধ্যায়ে উত্তমাধিকারীর প্রতি জ্ঞেয়, মধ্যমাধিকারীর প্রতি ধ্যেয় [উপদিষ্ট হইয়াছে], এবং তৎপদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, মুখ্য ও লক্ষণাযোগে নিরূপিত * হইয়াছেন।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "হরির ভক্তগণই তত্ত্ববিৎ, তাঁহারা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন। সেই ভক্তগণ ষড়্‌বিধ, এই অধ্যায়ের এই অর্থ নিরূপিত হয়।"

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যে সপ্তম অধ্যায়।

---

* যেখানে মুখ্য অর্থ ঘটে না, প্রসিদ্ধি বা প্রয়োজনানুসারে অন্য অর্থ করিয়া লইতে হয়; সেখানে তাহাকে লক্ষণা বলে। যেমন, সে পাণিনি পড়িতেছে; এস্থলে পাণিনিশব্দের মুখ্য অর্থ ব্যাকরণকর্ত্তা মুনি। তাঁহাকে কখন পাঠ করা যাইতে পারে না, অতএব পাণিনিশব্দে এখানে লক্ষণাযোগে তৎপ্রণীত ব্যাকরণ বুঝিতে হইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়।

অতীত অধ্যায়ের অন্তে "তাহারাই সেই ব্রহ্মকে জানে, আত্মতত্ত্ব জানে" এই কথা বলাতে ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? ইত্যাদি প্রশ্ন করিবার মূল তন্মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ব্রহ্মশব্দের এবং আত্মশব্দের ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ বিরল নহে। "বিজ্ঞান যজ্ঞ বিস্তার করে এবং কর্ম্মসকল বিস্তার করে" * এই কথা বলিয়া শ্রুতি কর্ম্মও দুই প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন। অধিভূতশব্দে পৃথিব্যাদি সমুদায় উৎপন্ন বস্তু বুঝায়, অথবা তাহার কিছু অংশ বুঝায়; অধিদৈবতশব্দে দেববিষয়ক চিন্তা বুঝায়, অথবা আদিত্যমণ্ডলেতে যে চৈতন্য অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে বুঝায়। অধিযজ্ঞশব্দে যজ্ঞ অধিকার করিয়া বিজ্ঞানাত্মা আছেন অথবা পরমাত্মা আছেন ইহাই অভিপ্রেত। এইরূপ সন্দেহের কারণ আছে জানিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

অর্জ্জুনউবাচ—কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে। ১।
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ। ২।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্মই বা কি, সেই আত্মতত্ত্বই বা কি, সেই কর্ম্মই বা কি? অধিভূতই বা কাহাকে বলে, অধিদৈবই বা কাহাকে বলে? হে মধুসূদন, কিরূপে কে এইদেহে অধিযজ্ঞ হইয়া থাকেন? যাঁহাদিগের চিত্ত সংযত হইয়াছে, তাঁহারা প্রয়াণকালে কেমন করিয়া তোমাকে জানেন?

ভাব—এখানে সাতটি প্রশ্ন রহিয়াছে। প্রথম, সেই ব্রহ্মই বা কি; দ্বিতীয় সেই আত্মতত্ত্বই বা কি; তৃতীয়, সেই কর্ম্মই রা কি; চতুর্থ, অধিভূতই বা কি; পঞ্চম, অধিদৈবই বা কি; ষষ্ঠ, অধিযজ্ঞ কি প্রকার ও কিরূপে চিন্তনীয়, তিনি বুদ্ধি আদির সহিত এক বা তাহার অতিরিক্ত; সপ্তম, অন্তকালে মনুষ্যগণ কি প্রকারে তোমায় জানেন। প্রাচীনগণ বলেন, এই সাতটি পদার্থ যে জানিবার বিষয় এতদ্দারা সূচিত হইয়াছে। ১। ২।

অর্জ্জুনের প্রশ্নের আচার্য্য উত্তর দান করিতেছেন :—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। ৩।

---

* তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৫।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর। ৪।
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। ৫।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—যিনি পরম অক্ষর তিনি ব্রহ্ম; স্বভাবকে আত্মতত্ত্ব বলা যায়। জীবসত্ত্বার যাহা হইতে উৎপত্তি হয় তাদৃশ দ্রব্যযজ্ঞ, কর্ম্মনামে অভিহিত। নশ্বরসত্ত্বা অধিভূত, পুরুষ অধিদৈবত, হে দেহিশ্রেষ্ঠ, আমি এই দেহের অধিযজ্ঞ, অন্তকালে যে আমাকেই স্মরণপূর্ব্বক কলেবর ত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে, সে মৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ৩—৫।

ভাব—সেই ব্রহ্মই বা কি, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাঁহার বিনাশ নাই সেই অক্ষরই পরমাত্মা। বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে "এই অক্ষরের [পরব্রহ্মের] শাসনে, হে গার্গি, চন্দ্র ও সূর্য্য বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।*" আত্মতত্ত্বই বা কি, এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—স্বভাবই আত্মতত্ত্ব, স্বভাব আপনার ভাব, স্বরূপই আত্মতত্ত্ব, প্রকৃতির সহিতসংসর্গবশতঃ দেহে ভোক্তৃরূপে যিনি প্রকাশিত হন তিনি আত্মস্বরূপ। কর্ম্ম কি এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—দেবোদ্দেশে দ্রব্যদানে ভূতগণের সাত্ত্বিকাদি স্বভাব প্রাপ্তি এবং উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহাকেই কর্ম্ম বলা হয়। ফলকথা যাহা হইতে ভূতগণের স্বভাবপ্রাপ্তি ও উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহাই কর্ম্ম। অধিভূত কি এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—যাহা কিছু বিনাশ হয়, যাহা কিছু জন্মগ্রহণ করে তাহাই অধিভূত; প্রাণিসমূহকে আশ্রয় করিয়াই এই জন্ম ও বিনাশ হইয়া থাকে, এজন্য উহারাই অধিভূত। অধিদৈব কি এই পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—সমষ্টি বিরাট্‌কে পুরুষ বলে, এই পুরুষ অধিদৈব। অগ্নি ও আদিত্যাদি দেবগণকে লইয়া ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের শক্তি দান করিয়া থাকেন এই জন্য ইনিই অধিদৈবত। অধিযজ্ঞ কাহাকে বলে এই ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—'যজ্ঞই বিষ্ণু' এই শ্রুতি অনুসারে যে দেবতা এই দেহে অবস্থান করিয়া সমুদায় যজ্ঞের সহায় হয়েন তিনি অধিযজ্ঞ। মনুষ্যের দেহ দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এই জন্য দেহে যজ্ঞাভিমানী দেবতা অবস্থান করেন। এইজন্য শ্রীমন্মাধ্বধৃত গীতাকল্পে কথিত হইয়াছে "দেহস্থ বিষ্ণুর রূপসকলকেই অধিযজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্টির জন্যই কর্ম্ম; সেই কর্ম্মই তাঁহার ইচ্ছাদি নামে উক্ত হইয়া থাকে। জড়কে অধিভূত বলা হইয়া থাকে, জীবই অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। হিরণ্যগর্ভ অথবা সঙ্কর্ষণ দেব অধিদৈব। ব্রহ্মই নারায়ণ; তিনি সকল দেবতার ঈশ্বরের ঈশ্বর।" অন্তকালে

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ৪। ৮। ৯।

তোমায় কি প্রকারে জানা যায়, এই সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন আমি অন্তর্যামী পরম পুরুষ আমায় মরণকালে স্মরণ করিয়া যে ব্যক্তি দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় সেই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্রামানুজ এবং তাঁহার অনুগামী শ্রীমদ্বলদেব অব্যয় শব্দে সমষ্টিরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরম শব্দে প্রকৃতিবিনির্মুক্ত আত্মস্বরূপ; স্বভাব শব্দে জীবভাব, ভূতসূক্ষ্ম এবং জীবের বাসনাদি; পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় মনুষ্যাদি সত্তা উৎপন্ন করে এরূপ শ্রদ্ধা ও সোমাদিরূপ দানই কর্ম্ম, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদ্যপি আমরা শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুগামী শ্রীমন্মধুসূদন এবং শ্রীমন্নীলকণ্ঠকে শঙ্করসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে, এবং শ্রীমদ্রামানুজ এবং শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য ও তাঁহাদিগের ভাবানুসারী সেই দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে শ্রীমদ্বলদেব এবং বিশ্বনাথকে গীতার অর্থনির্ণয়ের জন্য গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি সেই সেই সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী অন্যান্য যে সকল ব্যাখ্যাকার আছেন, তাঁহাদিগের ব্যাখ্যার সমালোচনায় আমাদের অনাদর নাই। এজন্যই শ্রীমৎকল্যাণভট্টবিরচিত রসিকরঞ্জনীনামক ব্যাখ্যায় স্বরবিশ্লেষ এবং শব্দের অক্ষর বিভাগ দ্বারা ভক্তিপক্ষ-সমর্থনের জন্য যে মহাপ্রয়াস স্বীকার করা হইয়াছে যদিও তাহা আমাদিগের রুচিকর নহে, 'তথাপি পরম অক্ষর ব্রহ্ম' এই শ্লোকের ব্যাখ্যানের সেই অংশ আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না যে অংশে তিনি ব্রহ্মকে বিভূতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যথা— "একাদশ স্কন্ধে—'পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ, পুরুষ, অব্যক্ত, সত্ত্ব, রজ, তম এবং পরম' এস্থলে পরম এই শব্দে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশব্দের ব্যাখ্যায় তাঁহার বিভূতিত্ব উক্ত হইয়াছে; যথা ব্রহ্মসংহিতায়—'যাঁহারপ্রভার প্রভাবে সেই নিষ্কল অনন্ত শেষরহিত ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড কোটীমধ্যে বসুধাদি বিবিধ বিভূতিতে ভিন্ন হইয়া গিয়াছেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।' এই শ্লোকের কারিকা—'নিষ্কলাদিস্বরূপ সেই ব্রহ্ম অর্ব্বুদ কোটী ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ধরাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিযোগে ভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বদা প্রভাবযুক্ত যে গোবিন্দের প্রভা ব্রহ্ম, সেই গোবিন্দের ভজনা করি, এইটী শ্লোকের পরিস্ফুট অর্থ।' শ্রীমদ্ভাগবতামৃতে এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাতেও ব্রহ্মের বিভূতিত্ব প্রকাশ পায়।" শ্রীমদ্ভাগবতামৃত ও হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব্রহ্ম এইরূপ ভগবানের বিভূতি দেখিতে পাওয়া যায়; যথা শ্রীমদ্ভাগবতামৃতে—"ভগবান্ পরব্রহ্ম, পরাত্মা এবং পরমেশ্বর। অতিঘন সচ্চিদানন্দ তাঁহার বিগ্রহ। তিনি মহিমার্ণব, সগুণত্ব নির্গুণত্বাদি বিরোধ তাঁহাতে আছে। ব্রহ্ম ইঁহার মহাবিভূতি। এইরূপে ভগবান্ ও ব্রহ্মের ভেদ প্রসিদ্ধ আছে।" এই শ্লোকের টীকাতে "পরাৎপর ব্রহ্ম তোমার বিভূতি" এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। হরিভক্তিরসামৃত সিন্ধুতেউল্লিখিত হইয়াছে—"শত্রুগণ এবং প্রিয়গণের যে একই প্রাপ্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহার কারণ, সূর্য্য ও তাহার কিরণের যে প্রকার একতা, সেইরূপ কৃষ্ণ ও ব্রহ্মের একতা।" "সচ্চিদানন্দঘন অঙ্গ

সচ্চিদানন্দঘন আকৃতি" এই শ্লোকে "যাঁহার প্রভার প্রভাবে" এই ব্রহ্মসংহিতাবচন উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"অতএব বৈষ্ণবগণ সমুদায় শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণে ব্রহ্মকে শ্রীভগবানের বিভূতি বলিয়া থাকেন।" এখানে বিচার করিবার যে বিষয় আছে তাহা দ্বাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে। শ্রীমৎকল্যাণভট্ট যে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সে সম্প্রদায়ে যে ব্রহ্মের বিভূতিত্ব নির্ণীত হইয়াছে তাহা ভ্রান্তি সম্ভূত, কেন না তাঁহারা ব্রহ্মকে ভগবানের উপাদান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতামৃতে—"আপনার সেরূপ প্রকৃতি না থাকিলেও তিনি নিত্যৈশ্বর্য্য প্রকাশের জন্য বহুতর বিশেষ [রূপ] বিস্তার করেন।" ইহার টীকায় কথিত হইয়াছে, "পরব্রহ্মের রূপ স্বভাবতঃ নির্ব্বিশেষ হইলেও বিচিত্র অবতাররূপে যেমন প্রকাশ পায়; তেমনি পরমাত্মাদিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।" ব্রহ্ম যখন ভগবানের উপাদান তখন ভগবানেরই বিভূতিত্ব এবং স্বরূপাবেশ ঘটে ব্রহ্মের নহে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। "[যোগাদি দ্বারা] পরিসেবিত হইয়া যখন [জীব আপনা হইতে] স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং ইহার মহিমা দর্শন করে তখন বীতশোক হয় *।" "সমুদায় জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; এ সমুদায় তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে †।" এস্থলে মহিমা ও প্রকাশবত্তা ব্রহ্মের বিভূতিত্ব প্রতিপাদন করে না, প্রত্যুত জীব ও জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া থাকে। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব এবং সবিশেষত্ব বিষয়ে বিচার করিতে গিয়া যে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, তাহাও পরে বিচারপূর্ব্বক বলা যাইবে। ৩—৫।

লোকে নিয়ত যেরূপ চিন্তা করে, অন্তকালে তাহাদের সেইরূপই চিন্তা উদিত হয়, সুতরাং ভগবচ্চিন্তাতে ভগবৎপ্রাপ্তি, অন্যবিষয় চিন্তায় অন্যবিষয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ। ৬।

যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্তে কলেবর ত্যাগ করে, তদ্ভাবাপন্ন হইয়া সে সেই ভাবই লাভ করিয়া থাকে।

ভাব—পুরুষ চিন্তাময়, চিন্তানুরূপ তাহার গতি, কোন্ ব্যক্তি এখন কিরূপ, ভবিষ্যতেই বা সে কি হইবে এক চিন্তা দ্বারাই জানা যায়, ইহাই তত্ত্ব। ৬।

পূর্ব্বে যেরূপ নিয়ত চিন্তা ছিল অন্তিম চিন্তা তদনুরূপ হয়, এবং সেই অন্তিম চিন্তার অনুরূপ গতি হয়, এজন্যই আচার্য্য বলিতেছেন :—

---

* শ্বেতাশ্বর উপনিষৎ ৪। ৭। † কঠ ৫। ১৫।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্। ৭।

এইজন্য সকল সময়ে আমায় স্মরণ কর, এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে নিঃসংশয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ভাব—আমায়—অন্তর্য্যামীকে; যুদ্ধ কর—স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কর; আমাতে—অন্তর্য্যামীতে; আমাকে—অন্তর্য্যামীকে। ৭।

নিয়ত কোন বিষয়ে চিন্তা হইবার কারণ অভ্যাস, এজন্য সেই অভ্যাসের বিষয় আচার্য্য বলিতেছেন :—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্। ৮।

হে পার্থ, অভ্যাসরূপ যোগ (উপায়) অবলম্বন করিয়া যে চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, যে চিত্ত অন্যগামী নয়, সেই চিত্তযোগে দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়।

ভাব—অভ্যাস—একজাতীয় চিন্তার প্রবাহ; শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলেন—বিরাট্, সূত্রাত্মা ও অন্তর্য্যামীতে মন স্থির করিবার জন্য যত্ন অভ্যাস; দিব্য—অপ্রাকৃত প্রকাশস্বরূপ, শ্রীমন্মাধ্ব—সৃষ্ট্যাদি ক্রীড়াযুক্ত, ক্রীড়ার্থক দিবধাতুসমুৎপন্ন। ৮।

আচার্য্য দিব্যপুরুষের বর্ণন করিতেছেন :—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। ৯।

সেই পুরুষ কবি, পুরাণ, শাস্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যবর্ণ এবং অন্ধকারের অতীত।

ভাব—কবি—সর্ব্বজ্ঞ; পুরাণ—চিরন্তন, অনাদি; শাস্তা—নিয়ন্তা, উপদেষ্টা; ধাতা—ধারণ ও পোষণকর্ত্তা; অচিন্ত্যরূপ—ইঁহার রূপ (স্বরূপ) নিয়ত বিদ্যমান সত্ত্বেও কেহই চিন্তা করিয়া উঠিতে পারে না; আদিত্যবর্ণ—আদিত্যের ন্যায় স্বপর-প্রকাশক স্বরূপ, দীপ্যমানতা; অন্ধকার—অব্যক্ত, প্রকৃতি। শ্রীমচ্ছঙ্কর এই শ্লোকটিকে পূর্ব্বশ্লোকের সহিত অন্বিত করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—'চিন্তাপূর্ব্বক অজ্ঞান লক্ষণ মোহান্ধকারের অতীত তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।' অপরে পরের শ্লোকের সহিত অন্বিত করিয়া 'সে ব্যক্তি সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছ্রীধর বলেন, 'সপ্রপঞ্চ প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া যিনি বিদ্যমান তিনি সেই

পুরুষ', আমরা বলি, সপ্রপঞ্চ প্রকৃতিকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া তাহার অতীত হইয়া তদুপরি যিনি বিদ্যমান তিনিই সেই পুরুষ। ৯।

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্। ১০।

প্রয়াণকালে অবিচলিত মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগবলে ভ্রূমধ্যে প্রাণকে সম্যক্ প্রকারে প্রবিষ্ট করত সেই দিব্য পরম পুরুষকে সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়।

ভাব—প্রয়াণকালে—অন্তকালে; অবিচলিত—স্থির; ভক্তিযুক্ত—পরমেশ্বরবিষয়ক পরম প্রেমযুক্ত; যোগবলে—আপনার চিত্তস্থৈর্য্যলক্ষণ যোগসামর্থ্যে; ভ্রূমধ্যে প্রাণকে প্রবিষ্ট করত—হৃদয় ভগবচ্চিন্তনের স্থান; সেই হৃদয় হইতে প্রাণকে ভ্রূমধ্যে নিবিষ্ট করত অর্থাৎ সেই স্থলে ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া। মরণকালে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-শৈথিল্য হয়, ইহাতে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই শ্বাসকৃচ্ছ্রতা হইতে শ্বাস ঊর্দ্ধগামী হয়। শ্বাসই প্রাণের ক্রিয়া; অতএব শ্বাস ও প্রাণকে অভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া যে যোগী প্রাণক্রিয়া-শ্বাসসহকারে ভগবচ্চিন্তা অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি প্রয়াণকালে হৃদয়স্থ প্রাণ ঊর্দ্ধগামী হওয়াতে সেই ঊর্দ্ধভূমি ভ্রূমধ্যেই ভগবচ্চিন্তানুরত হয়েন। ফল কথা এই, তিনি যোগে তনুত্যাগ করেন। যোগে তনুত্যাগ হইলে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত আনন্দে মুখ প্রসন্ন, প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় প্রফুল্ল হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। ১০।

অন্তকালে যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সংক্ষেপে তাহা আচার্য্য বলিতে আরম্ভ করিতেছেন :—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। ১১।

ব্রহ্মবিদ্গণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন; যতিগণ বিষয়ানুরাগ পরিহার করিয়া যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া [সাধকগণ] ব্রহ্ম-চর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন, সেই প্রাপ্য [বিষয়] তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি।

ভাব—ব্রহ্মবিদ্গণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন—"হে গার্গি, এই সেই অক্ষরকে ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, ইনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন" ইত্যাদি *; যতিগণ—যত্নশীল ব্যক্তিগণ; যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন—যাঁহাকে প্রাপ্ত হন; ইচ্ছা করিয়া—জানিতে

* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৫।৮।৮।

অভিলাষ করিয়া। এই পদ্যটি কঠোপনিষদের প্রবচনের অনুরূপ ; যথা—"সমুদায় বেদ যে প্রাপ্য বস্তু প্রচার করে, সর্ব্ববিধ তপস্যা যাঁহার বিষয় বলে, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া [যতিগণ] ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তোমায় সেই প্রাপ্য বস্তু সংক্ষেপে বলি। ইহাই ওঁ *"। ১১।

আচার্য্য যোগধারণা বলিতেছেন :—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্। ১২।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্। ১৩।

ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিকে বিষয় হইতে বিরত এবং মনকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করত আপনার প্রাণকে মস্তকে লইয়া যোগধারণা আশ্রয়-পূর্ব্বক ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ ও আমায় স্মরণপূর্ব্বক যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

ভাব—বিষয় হইতে বিরত—বাহিরের বিষয় গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত ; মনকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ—অন্তরে বিষয়চিন্তা হইতে বিরত ; মস্তকে—ভ্রূমধ্যে ও তাহার উপরিভাগে ; যোগধারণা—ভগবদ্ভাবনা। 'আপনার' এই পদটিকে 'যোগধারণা' এই বাক্যের সঙ্গে অন্বিত করিয়া শ্রীমন্মধুসূদন এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন,—"আত্মার যোগধারণা—আত্মবিষয়ক সমাধিরূপ যোগধারণা ……। আত্মা এই পদটি দেবতাদি না বুঝায় এই জন্য।" ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম—নাম ও নামী এ দুই অভিন্ন এই জন্য ওঁকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। আমায়—সর্ব্বান্তর্য্যামীকে। "এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরম, এই অক্ষরকে জানিয়া যে ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা করে তাহার তাহাই হয় † ;" এতদনুসারে কেবল ওঁকার উচ্চারণ করিয়া নহে, কিন্তু ওঁকারযোগে পরমপুরুষকে চিন্তা করিয়া লোকে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, এই দেখিয়া আচার্য্য পরমপুরুষচিন্তন ব্যবস্থাপিত করিয়া-ছেন। প্রশ্নোপনিষদেও কথিত হইয়াছে, "যে ব্যক্তি ত্রিমাত্র ওঁ এই অক্ষরে পরম-পুরুষকে চিন্তা করে, সে সূর্য্যতেজঃসম্পন্ন হইয়া সর্প যেমন ত্বগ্বিনির্ম্মুক্ত হয় সেইরূপ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। সে সাম কর্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়। সে ব্যক্তি মূর্ত্তিমান্ জীব হইতে পরাৎপর পুরিশয় [দেহস্থ] পুরুষকে অবলোকন করিয়া থাকে ‡।" ১২। ১৩।

মরণকালে সকলেই যোগসাধনায় মরিবে ইহা সম্ভবপর নহে। শ্বাস আবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি নিতান্ত আকুল তাহার সেরূপ ধারণা

---

* কঠোপনিষৎ ১।২।১৫। † কঠোপনিষৎ ১।২।১৬। ‡ প্রশ্নোপনিষৎ ৫। ৫।

করিবার সামর্থ্য থাকে না। বিশেষতঃ তখন চিরাভ্যাস বিনা তাদৃশ স্মৃতি কথনই থাকে না। সুতরাং নিত্যাভ্যাসপরায়ণ ব্যক্তিগণেরই ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অন্য কাহারও হয় না, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ। ১৪।

অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমায় নিত্য নিরন্তর স্মরণ করে, আমি সেই সমাহিতচিত্ত যোগীর পক্ষে সুলভ।

ভাব—অনন্যচিত্ত—অন্য বিষয়ে যাহার চিত্তনিবিষ্ট নয়; নিত্য—যাবজ্জীবন; নিরন্তর—অবিচ্ছেদে; সুলভ—সহজে প্রাপ্য। শ্রীমদ্গিরি ও মধুসূদন বলিয়াছেন—যে সকল ব্যক্তি শ্বাসাবরোধে ব্যাকুলতাবশতঃ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উৎক্রমণে সমর্থ নহে তাহাদের কি হইবে, এই অভিপ্রায়ে [আচার্য্য] এরূপ বলিয়াছেন। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ ও বলদেব বলিয়াছেন—কর্ম্মমিশ্র যোগমিশ্র [তত্তৎ] প্রধান ভক্তির উল্লেখ করিয়া এ পদ্যে কেবল ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

অনন্যচিত্তে সর্ব্বনিয়ন্তাকে চিন্তা করিলে কি হয়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ। ১৫।

সেই মহাত্মারা আমায় প্রাপ্ত হইয়া পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর দুঃখের আলয় অনিত্য জন্ম গ্রহণ করে না।

ভাব—আমায়—সর্ব্বান্তর্য্যামীকে; দুঃখের আলয়—বহুক্লেশপূর্ণ; অনিত্য—নিরন্তর পরিবর্ত্তনের অধীন; জন্ম—প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ; পরমসিদ্ধি—ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ। যাঁহারা একমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের "ইনিই ইহার পরম গতি, ইনিই ইহার পরম সম্পদ্, ইনিই ইহার পরম লোক, ইনিই ইহার পরম আনন্দ" * এতদনুসারে ভগবানেতেই নিত্য স্থিতি হয়। ১৫॥

ভগবানের আশ্রয় বিনা ঐকান্তিক গতি হয় না, আচার্য্য স্পষ্ট বাক্যে বলিতেছেন :—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। ১৬।

ব্রহ্মলোক হইতে যতগুলি লোক আছে সকলগুলিতে গিয়া আবার পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়, আমায় পাইয়া আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৬।৩।৩২।

ভাব—আমায়—অন্তর্যামীকে; পুনর্জ্জন্ম—রূপান্তরতাপ্রাপ্তি। "অনন্তর এ ব্যক্তি অনন্ত অপার অক্ষয় লোক জয় করে যে লোক আদিত্যের উপরিভাগে" * এ কথায় ব্রহ্মলোকের অক্ষয়ত্ব প্রকাশ পায়, তবে কেন এখানে উহাকে পুনরাবর্ত্তনশীল লোক সকলের মধ্যে গণনা করা হইল? "ইহার লোকে অহোরাত্র নাই" † এস্থলে শ্রীমৎসায়ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ব্রহ্মলোকে অল্প পরিমাণ অহোরাত্র হয় না, কিন্তু কল্প পরিমাণে একদিন, সুতরাং অন্যান্য লোকসকলেতে যেরূপ আয়ুঃক্ষয় হয় এখানে সেরূপ আয়ুঃক্ষয় হয় না।" 'ব্রহ্মলোক হইতে যতগুলি লোক আছে' এই উক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি এরূপ বলিয়াছেন প্রতিভাত হয়। "সেই সকল ব্রহ্ম-লোকেতে তাহারা উৎকৃষ্টাবস্থা লাভ করিয়া বহুকাল বাস করে, তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না ‡" এস্থলে 'পুনরাবৃত্তি হয় না' একথায় বুঝাইতেছে, অহোরাত্রযুক্ত লোকসকলেতে নহে, কিন্তু ব্রহ্মলোকাখ্য বিবিধ লোকে ভ্রমণ হয়। যদি তাহা না হইবে তাহা হইলে 'ব্রহ্মলোক হইতে যতগুলি লোক' এরূপ বলা সমঞ্জস হয় না। "সে ব্যক্তি মূর্ত্তিমান্ জীব হইতে পরাৎপর পুরিশয় পুরুষকে অবলোকন করিয়া থাকে" § এস্থলে পুরুষকে অবলোকন করা মাত্র বলা হইয়াছে, তাঁহার সহিত ঐক্যের কথা বলা হয় নাই। অতএব যে পর্য্যন্ত না পরমপুরুষের সহিত একত্ব লাভ হইয়া তাঁহাতে স্থিতি হয়, সে পর্য্যন্ত সেই পরমপুরুষ ইহার পরমলোক হন না। সেই উপনিষদের ষষ্ঠপ্রশ্নে এই একত্বাবস্থার কথা উল্লিখিত হইয়াছে,—"নদীসকল বহমান হইয়া সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া যেমন অস্তগত [বিলীন] হয়, তাহাদের নাম ও রূপ আর থাকে না, সমুদ্র এই নামে অভি-হিত হয়, এইরূপ এই দ্রষ্টার পুরুষাধিকৃত [মহদাদি] ষোড়শকলা পুরুষকে পাইয়া অস্তগত হয়, তাহাদের নাম রূপ থাকে না, পুরুষ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সে কলা-বিরহিত অমৃত হয়।" ¶ এস্থলে 'কলাবিরহিত' শব্দে দেহসম্বন্ধরহিত, 'অমৃত' এই শব্দে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া পরমপুরুষে স্থিতি উক্ত হইয়াছে। পুরুষের পরমপুরুষের সহিত স্বরূপৈক্যবশতঃ একত্ব হইলে কি হয় তৎসম্বন্ধে শ্রীমচ্ছঙ্করের উক্তিই এখানে আদরণীয়—"ভেদ চলিয়া গেলেও, হে নাথ, আমি তোমারই, তুমি আমার নও। সমুদ্র হইতেই তরঙ্গ হয়, তরঙ্গ হইতে আর কোথাও সমুদ্র হয় না।" "'এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে, সেই সকল ব্যক্তি সৃষ্টিকালে জন্মে না, প্রলয়কালেও তজ্জনিত দুঃখ অনুভব করে না।' 'পরব্যোমে যিনি গুহাতে নিহিত তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি জ্ঞানময় ব্রহ্মসহকারে সমুদায় কামনার বিষয় ভোগ করেন' 'এইরূপ আনন্দময় পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হইয়া কামান্নী কামরূপী হইয়া এই সকল লোকে বিচরণ

---

* তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩। ১১। ৮। † তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩। ১১। ৮।
‡ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৮। ২। ১৫। § প্রশ্নোপনিষৎ ৫। ৫। ¶ প্রশ্নোপনিষৎ ৬। ৫।

করিতে করিতে…,' 'মুক্ত হইলেও ব্রহ্মসহকারে কেহ সমান হয় না। ব্রহ্ম হইতে সহস্রগুণিত লক্ষ্মী, লক্ষ্মী হইতে হরি শ্রেষ্ঠ……' ইত্যাদি মোক্ষের পরেও ভেদসূচক এই সকল বচনে মুক্তিতেও জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য হয় না। 'যেখানে সকলই আত্মা হইয়া গেল সেখানে কে আর কাহাকে দেখে, কে আর কাহার ঘ্রাণ লয়' 'যে তাঁহাকে দেখে না তিনি তাহাকে দেখিয়াও দেখেন না' 'অবিনাশিত্ববশতঃ দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই যে তাঁহা হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ দর্শন করিবে' 'যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন' 'তিনিই তুমি' 'আমি ব্রহ্ম' এ সকল বাক্যের সহিত বিরোধ হইতেছে না। যদি সংজ্ঞা নাশই হয় তাহা হইলে মুক্তিতে আমাদের কি লাভ ?……'জ্ঞেয়েরই নাশ হয় না, আত্মার নাশ কিরূপে হইবে।"……'তজ্জন্য বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তী ব্যক্তিগণ স্বভাব ও জ্ঞানে ভিন্ন এবং তাঁহারা সমুদায় ভোগের বিষয় ভোগ করেন। ইহাকেই মুক্তি বলে এ ছাড়া অন্য মুক্তি নাই'—গীতা তাৎপর্য্যনির্ণয়ে শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য যে এই সকল কথা বলিয়াছেন, তৎসহ শ্রীমচ্ছঙ্কর বাক্যের অসামঞ্জস্য হইতেছে না ; কেন না 'ভেদ চলিয়া গেলেও' ইত্যাদি বলিয়া তিনিও উহাই বলিয়াছেন। শ্রীমন্মাধ্বকৃতগীতাভাষ্যের টীকা প্রমেয়দীপিকাতে শ্রীমজ্জয়তীর্থ বিচারপূর্ব্বক যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও স্বরূপৈক্যের বিরোধী নহে। ১৬।

ব্রহ্মলোক হইতে সমুদায় লোক পুনরাবর্ত্তনশীল কেন, আচার্য্য তাহার কারণ বলিতেছেন :—

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ। ১৭।

তাহারাই অহোরাত্রের তত্ত্ব জানে যাহারা জানে যে, সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন, সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি।

ভাব—সহস্রযুগ পরিমাণ দিন সহস্র যুগ পরিমাণ রাত্রি বলাতেই ব্রহ্মলোক যে অক্ষয় নয় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এস্থলে শ্রীমচ্ছ্রীধর অহোরাত্রের পরিমাণ এইরূপ বলিয়াছেন—"যুগশব্দে এখানে চারিযুগ অভিপ্রেত, কেন না বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন 'চারি সহস্র যুগ ব্রহ্মার একদিন কথিত হয়।' 'ব্রহ্মার' এরূপ বলাতে মহর্লোকাদিবাসিগণেরও [তৎপরিমাণ দিন] বুঝাইতেছে। কালগণনার প্রণালী এই—মনুষ্যগণের যাহা বর্ষ দেবগণের তাহা অহোরাত্র। তাদৃশ অহোরাত্রে পক্ষ মাসাদি কল্পনা করিতে হইবে। দ্বাদশসহস্র বর্ষে চারি যুগ হয় ; চারিহাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিন। এই পরিমাণ রাত্রি এই পরিমাণ দিন ও পক্ষমাসাদি ক্রমে একশত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু। ১৭।

এই কালগণনায় কি প্রয়োজন, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে। ১৮।

* [ব্রহ্মার] এক দিন আগত হইলে অব্যক্ত হইতে চরাচর সমুদায় প্রকাশ পায়, রাত্রির আগমনে উহা সেই অব্যক্তে পুনরায় বিলীন হইয়া যায়।

ভাব—দিন আগত হইলে—জাগরণকালে; অব্যক্ত হইতে—ব্রহ্মার নিদ্রার অবস্থা হইতে; রাত্রির আগমনে—ব্রহ্মার নিদ্রাকালে।

'সত্য হইতে ভূতসমূহ জন্মায় ভূতময় জগৎ সত্য' এ প্রতিজ্ঞার কখন হানি হয় না ইহাই প্রদর্শনের জন্য, প্রলয়কালেও ভূতসমূহের স্বকারণে অব্যক্ত অবস্থায় স্থিতি, এবং পুনরায় সেই অব্যক্ত হইতে তাহাদের অভিব্যক্তি নির্ণয় করিয়া, 'যাহা করা হইয়াছে তাহার হানি হয় নাই, যাহা করা হয় নাই তাহার আগম হয় নাই' আচার্য্য ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে। ১৯।

এই ভূতসমূহ দিনের আগমে উৎপন্ন হয়, হইয়া আবার রাত্রির আগমে অবশভাবে বিলীন হইয়া যায়।

ভাব—অবশভাবে—স্থিরতর-নিয়ম-পরতন্ত্র হইয়া; বিলীন—স্বকারণে বিলীন; লয় ও উৎপত্তি এ দুইয়ের বিচারে মনে সৃষ্টিচিন্তা উদিত হয়। সৃষ্টিব্যাপার বুদ্ধির অগম্য ইহাই স্মার্ত্ত ও বৈদিক সিদ্ধান্ত, যথা—"এই [বিশ্ব] অন্ধকারময়, অজ্ঞাত, লক্ষণরহিত, অবিতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, চারিদিকে প্রসুপ্তের ন্যায় ছিল *।" "এই সৃষ্টি যাঁহা হইতে হইয়াছিল, তিনি ইহাকে করিয়াছেন হয়তো বা করেন নাই। পরব্যোমে যিনি ইহার অধ্যক্ষ তিনি ইহাকে জানেন, হয়তো বা জানেন না †।" সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে স্মৃতি ও বেদের অজ্ঞেয়ত্বনির্ণয় সর্ব্বথা আদরণীয়। অনন্তশক্তির কদাপি নিদ্রিতাবস্থা সম্ভবে না, তাহা হইলে শক্তি ক্রিয়ারহিত হইয়া অশক্তি হইয়া যায়। যদি সে শক্তির নিদ্রিতাবস্থা না থাকে তাহা হইলে অনাদি শক্তির ক্রিয়াও অনাদি হইয়া উঠে। শক্তির ক্রিয়া অনাদি হইলে সৃষ্টিও অনাদি হয়। গতি স্থগিত না হইলে ইহার আরম্ভ বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না। যদি আরম্ভ না থাকে তাহা হইলে সৃষ্টিরও সম্ভাবনা নাই। কেন না সৃষ্টি ক্রিয়ার আরম্ভ বুঝায়। এইরূপে সৃষ্টির অজ্ঞেয়ত্ব যখন সিদ্ধ হইতেছে, তখন আচার্য্য যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতেই সকল বিষয়ের সমাধান

* মনুসংহিতা ১ অ, ৫ শ্লোক। † ঋক্‌সংহিতা ১০ ম, ১২৯ সূ, ঋক্।

হইতেছে। অভিব্যক্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণে বিলীন ভাবে স্থিতি করে, সুতরাং কার্য্যের নিরতিশয় অসত্তা ঘটিতেছে না। অন্য দিকে কার্য্য বিনা কারণের যে অকারণত্ব ঘটে, তাহাও ঘটিতেছে না, কেন না কারণের ভিতরে কার্য্য বিলীনভাবে অবস্থান করিতেছে। যদি বল ক্রিয়াবত্তা বিনা কারণত্ব সম্ভবে না, কার্য্য যখন কারণের ভিতরে বিলীনাবস্থায় থাকে তখন আর কারণের ক্রিয়াবত্তা কোথায়, অতএব কারণের অকারণত্ব ঘটিতেছে। প্রণিধান না করিয়া তুমি এরূপ বলিতেছ। প্রকাশ ও ধারণ এ দুইতেই সমান ক্রিয়াবত্তা রহিয়াছে। যদি ভিতরে কার্য্য না থাকে ধারণ সম্ভবে না, ক্রিয়াবিচ্ছেদ ঘটে। অতএব কারণ হইতে কার্য্যের ক্রমিক অভিব্যক্তিই সৃষ্টি, সেই অভিব্যক্তি আরম্ভ শব্দবাচ্য, অনারম্ভও কারণে কার্য্যের নিত্যস্থিতি দ্বারা অবধারণ করিতে হইবে। কারণ-ব্রহ্মব্যতিরিক্ত আর কিছু ছিল না বেদান্ত যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার কি হানি হইতেছে? না হানি হইতেছে না। কারণ-ব্রহ্ম অশক্তি নহেন, তাঁহার শক্তিই কার্য্যের বীজ, এজন্য সেই শক্তিকেই কার্য্য বলা হইয়া থাকে। কার্য্য যখন অভিব্যক্ত হয় তখন কারণ কার্য্যে অব্যক্তাবস্থায় স্থিতি করে, এইজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন "অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি *।' কার্য্যের অনভিব্যক্তাবস্থায় কারণকেই 'অদ্বিতীয় সৎ' বলা হইয়া থাকে। সেই সৎ হইতেই পুনরায় কার্য্যের অভিব্যক্তি হয় এবং কারণ তখন অব্যক্তাবস্থায় স্থিতি করে। ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তির নিদ্রা ও জাগরণ বলা আলঙ্কারিক, ধারণ ও প্রকাশ দর্শনসম্মত। অনন্তশক্তির অন্তর্নিহিত নিখিল সামর্থ্যের কদাপি অভিব্যক্তি সম্ভবে না, যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে সে শক্তির অনন্তত্ব থাকিত কোথায়? সুতরাং সে শক্তিতে ধারণ ও প্রকাশন নিত্যকালই আছে ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। আলঙ্কারিক রীতিতে বলিতে গেলে নিদ্রা ও জাগরণ উভয়ই নিত্য আছে বলিতে হয়। যেখানে ধারণ সেখানে লয়, যেখানে প্রকাশ সেখানে উৎপত্তি এইরূপে লয় ও উৎপত্তির নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। লয় হইতে উৎপত্তি, উৎপত্তি হইতে লয়, এ ক্রমও স্রষ্টার ইচ্ছাতে সম্ভবে, তজ্জন্য মূলে সেইরূপ উক্ত হইয়াছে। ১৯।

'কারণের আত্মভূত শক্তি, শক্তির আত্মভূত কার্য্য' † সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নত্ব হইলেও উহাদের ভিন্ন ভাবে গ্রহণ লোকের সহজে বুঝিবার জন্য। আচার্য্যও এই জন্য ভেদনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন :—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। ২০।

সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ আর একটি যে অব্যক্ত সনাতন

---

* গীতা ৯ অ, ৪ শ্লোক।

† বেদান্তসূত্র ২ অ, ১ পা, ১৮ সূ, ভাষ্য।

ভাব আছে সেটি সমুদায় ভূত নষ্ট হইয়া গেলেও বিনষ্ট হয় না।

ভাব—অব্যক্ত হইতে—প্রকৃতি হইতে; আর একটি—প্রকৃতি হইতে ভিন্ন; অব্যক্ত—চক্ষুরাদির অগোচর; সনাতন—বিকারবিরহিত, নিত্য; ভাব—সৎপরামর্শ; নষ্ট—তিরোহিত। তাঁহার শক্তিতেই ভূতসকল অন্তর্হিত হয়, তাঁহার আর কোথাও তিরোধান ভূমি নাই, যদি অন্য তিরোধান ভূমি থাকে তাহা হইলে সেই তিরোধান ভূমিই জগতের মূলতত্ত্ব হয়। অন্যথা সেই তিরোধান ভূমির অপর তিরোধান ভূমি কল্পনা করা হইলে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। ২০।

শক্তির আত্মভূত যখন কার্য্য, তখন জীব শক্তিতে বিলীন হইলে কার্য্যের সহিত সম্বন্ধবশতঃ তাহার পুনঃ পুনঃ রূপান্তরতার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় না। সনাতন, অব্যক্ত, অক্ষরে স্থিতি হইলে তাহার আর রূপান্তরতা হয় না।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। ২১।

অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া কথিত হন, সেই অক্ষরকেই পরমগতি বলে। যাহা লাভ করিয়া আর নিবৃত্তি হয় না, সেই আমার পরম ধাম।

ভাব—ধাম—স্বরূপ 'ইনিই ইহার পরম লোক' এই শ্রুতি অনুসারে। এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "সেই অব্যক্ত অক্ষর কথিত হয়েন……অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সংসর্গবিরহিত, স্বরূপে অবস্থিত আত্মা অক্ষর। এইরূপে স্বরূপে অবস্থিত যে অক্ষরকে প্রাপ্ত হইয়া আর [সাধকগণ] নিবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম—পরম নিয়মন-স্থান। অচেতন প্রকৃতি প্রথম নিয়মনস্থান, তৎসংসৃষ্ট জীবপ্রকৃতি দ্বিতীয় নিয়মনস্থান, অসৎসংসর্গবিযুক্ত স্বরূপে অবস্থিত মুক্তস্বরূপ আমার পরম নিত্য নিয়মনস্থান, এইটি অপুনরাবৃত্তিরূপ। অথবা এখানে প্রকাশবাচক ধামশব্দ; প্রকাশ এখানে অভিপ্রেত। প্রকৃতিসংসৃষ্ট পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানরূপ আত্মা হইতে অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানরূপতাবশতঃ মুক্তস্বরূপ আত্মা পরম ধাম।" ২১।

সেই অব্যক্ত অক্ষর পুরুষকে কোন্ উপায়ে লাভ করিতে পারা যায়, কি ভাবেই বা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, আচার্য্য তাহা বলিতেছেন :—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্। ২২।

সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তিতে লাভ করা যায়, যাঁহার অন্তঃস্থ সমুদায় ভূত এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

ভাব—পরমপুরুষ—পুরিশায়িত্ব বা পূর্ণত্ববশতঃ; অনন্য—একান্ত, ভক্তি—প্রেমলক্ষণা। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ নিখিল প্রাণিসমূহ এবং বিশ্বকে আপনাতে অন্তর্ভূত করিয়া সমুদায় ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন, এইরূপ ধারণায় যিনি অনন্যমনে তাঁহার ভজনা করেন, তিনি তাঁহাকে পাইয়া সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের অতীত হইয়া তাঁহাতে বাস করেন, ইহাই ভাবার্থ। ২২।

যে যোগধারণা উক্ত হইয়াছে, প্রয়াণকালে সেই যোগধারণায় পরমপুরুষকে পাইয়া যোগীর আর পুনরাবৃত্তি হয় না, অপরের পুনরাবৃত্তি হয় একথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণবিভাগনির্দ্দিষ্ট দেবলোক-পিতৃলোক-গমনকাল বর্ণন করিয়া যোগিগণের তন্নিরপেক্ষত্ব তিনটি শ্লোকে বলিতে আচার্য্য উপক্রম করিতেছেন :—

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ। ২৩।
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ। ২৪।
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে। ২৫।

যোগী যে কালে গমন করিলে আর ফিরিয়া আসেন না, ও যে কালে গেলে ফিরিয়া আসেন, সেই কালের কথা বলিতেছি। অগ্নি, জ্যোতি, অহঃ [দিন], শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস, ইহাতে যে সকল ব্রহ্মবিদ্ প্রয়াণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস, ইহাতে গমন করিলে যোগী চান্দ্রমস জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন।

ভাব—প্রয়াণ করেন—মরেন; যোগী—কর্ম্মানুষ্ঠাতা। অগ্নি, জ্যোতি, ধূম কাল নহে, তবে কেন কালশব্দ ন্যস্ত হইয়াছে? ইহার উত্তরে ব্যাখ্যাতৃগণ বলিয়াছেন, অন্য বৃক্ষ থাকিলেও আম্রবৃক্ষের প্রাধান্যবশতঃ যেমন আম্রবণ এইরূপ নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অহরাদি তত্তদভিমানী দেবতা এই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত, অন্যথা তাহারা জড়, সূক্ষ্মদেহাবৃত জীবকে তাহাদের বহন করিবার ক্ষমতা কোথায়? বস্তুতঃ পরবর্ত্তী শ্লোকে 'শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইটি জগতের অনাদিসিদ্ধ গতি' এই যে কথিত হইয়াছে তদনুসারে অগ্নি আদি শুক্লত্বদ্যোতক এবং ধূমাদি কৃষ্ণত্বদ্যোতক-রূপে গৃহীত হইয়াছে, ইহাই তত্ত্ব। এরূপ বিশ্বাসের মূল ব্রাহ্মণবিভাগে দৃষ্ট হয়—"বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এই সকল ঋতু দেবগণ, শরৎ, হেমন্ত, শিশির এই সকল পিতৃগণ। যে

অর্দ্ধমাস (চন্দ্র) পূর্ণ হয়, উহা দেবগণ, যে অর্দ্ধমাস ক্ষয় পায়, উহা পিতৃগণ, অহঃ দেবগণ, রাত্রি পিতৃগণ। অপিচ দিনের পূর্ব্বাহ্ণ দেবগণ, অপরাহ্ণ পিতৃগণ; এই সকল ঋতুই দেবগণ ও পিতৃগণ। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া দেবগণকে পিতৃগণকে আহ্বান করে, তাহার দেবাহ্বানে দেবগণ এবং পিতৃগণ পিতৃ-আহ্বানে আগমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এরূপ জানিয়া দেব ও পিতৃগণকে আহ্বান করেন, দেবগণ তাহাকে দেবাহ্বানস্থলে রক্ষা করেন, পিতৃগণ পিতৃ-আহ্বানস্থলে রক্ষা করেন। যে কালে উত্তরায়ণ থাকে, সে কালে অগ্ন্যাধান করিয়া দেবগণ অপহতপাপ হইয়াছেন, অপহতপাপ হইয়া তাঁহারা অমর হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ঐ কালে অগ্ন্যাধান করে, তাহার অমৃতত্বলাভের আশা নাই, সে শতায়ু হইয়া থাকে। যে কালে দক্ষিণায়ন থাকে সে কালে অগ্ন্যাধান করিয়া পিতৃগণ অপহতপাপ হন নাই। পাপ অপহত হয় নাই, এজন্য পিতৃগণ মরণশীল। ঐ কালে যে অগ্ন্যাধান করে তাহার শতবর্ষের পূর্ব্বেই মৃত্যু হয় *।” সূর্য্য দেবগণের জ্যোতি, চন্দ্র পিতৃগণের জ্যোতি, যথা—“প্রাণিগণ প্রজাপতির নিকটে গমন করিয়াছিলেন। প্রাণিগণ তাঁহারই প্রজা। [তাহারা বলিল] যেরূপে আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি সেইরূপ বিধান করুন। অনন্তর দেবগণ যজ্ঞোপবীতী হইয়া দক্ষিণ জানু পাতিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে [প্রজাপতি] বলিলেন, যজ্ঞ তোমাদিগের অন্ন, অমৃতত্ব তোমাদিগের বল, সূর্য্য তোমাদিগের জ্যোতি, অনন্তর পিতৃগণ প্রাচীনাবীতী হইয়া বামজানু পাতিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে (প্রজাপতি) বলিলেন, মাসে মাসে স্বধা তোমাদিগের অশন, মন তোমাদিগের গতি, চন্দ্রমা তোমাদিগের জ্যোতি †।” তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে চন্দ্রের সহিত সাযুজ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—“চন্দ্রমা বা কামনা করিয়াছিল, [ইহাতে] [যজমান] অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, ঋতু ও সংবৎসর প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রমার সাযুজ্য ও সলোকতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি এই হবি দ্বারা যজ্ঞ করে, সে অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু ও সংবৎসর প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের সাযুজ্য ও সলোকতা প্রাপ্ত হয় ‡।” ‘অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস’ ‘রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস’ এই সকল শব্দে তত্তদভিমানী দেবগণের উল্লেখ না করিয়া ঐসকল শব্দমাত্র কেন আচার্য্য উল্লেখ করিলেন, ইহার কারণ শতপথ ব্রাহ্মণেই দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে ‘অহই দেবগণ’ ‘রাত্রিই পিতৃগণ’ ‘এই সকল ঋতুই দেবগণ পিতৃগণ’ এইরূপ বলিয়া দেব ও পিতৃগণকে এ সকলগুলি সহ অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল কালে আহুতি দান করিলে যিনি আহুতি দেন তিনি দেবলোক বা পিতৃলোকে গমন করেন, এজন্যই আচার্য্য কালকেই প্রধান ভাবে গ্রহণ

---

* শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।৩।১।২।৪। † শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৪।২।১।২।

‡ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১।৬।

করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে চন্দ্রসাযুজ্যের পথ বর্ণনে অহোরাত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্নি জ্যোতি ও ধূমের উল্লেখ তদনুরূপই। ব্রহ্মলোক অহোরাত্রের অধীন নহে ইহা দেখাইবার জন্য অগ্নি ও জ্যোতি, এবং জ্যোতি ও অজ্যোতি এ দুই বিমিশ্র অহোরাত্র প্রদর্শনজন্য ধূম উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এ দুই সেই সেই লোক ক্ষয়িষ্ণু বা অক্ষয়িষ্ণু ইহাই দেখাইয়া থাকে। যথা—"এই লোকে ক্রমান্বয়ে অহোরাত্র গতায়াত করে, এজন্য পুরুষের সুকৃত ক্ষয় পায়। অহোরাত্র পশ্চাতে পুড়িয়া থাকে, সে জন্য অহোরাত্র সুকৃত ক্ষয় করে না *।" ২৩—২৫।

জ্ঞান- ও অজ্ঞান-জনিত দ্বিবিধ প্রকারের গতি চিরদিনই আছে, এবং উহা অপরিহার্য্য আচার্য্য ইহাই দেখাইতেছেন :—

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিরন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ। ২৬।

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইটি জগতের অনাদিসিদ্ধ গতি. ইহার একটি দিয়া গিয়া আর ফিরিয়া আইসে না, আর একটি দিয়া ফিরিয়া আইসে।

ভাব—শুক্ল—জ্ঞানপ্রকাশময়; কৃষ্ণ—জ্ঞানপ্রকাশশূন্য; ফিরিয়া আইসে না—স্বরূপে অবস্থিত হয়; ফিরিয়া আইসে—রূপান্তরতা প্রাপ্ত হয়। আচার্য্য ব্রাহ্মণ ও বেদান্তের বাক্যে প্রথমতঃ তদনুযায়ী দুই প্রকারের গতি প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে তাহার অন্তর্নিহিত সত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অগ্নি আদি সকল গুলি জ্যোতিঃপ্রধান, উহারা জ্ঞানের নিদর্শন, ধূম আদি সকলগুলি তমঃপ্রধান, উহারা অজ্ঞানতার অভিব্যঞ্জক। জ্ঞান—শুক্ল, অজ্ঞান—কৃষ্ণ। মনুষ্যগণের গতি জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মকে জানিয়া তাঁহাতে অনাবৃত্তিরূপ স্থিতি হইয়া থাকে; অজ্ঞানতাবশতঃ জীব ভোগকামনার বশীভূত হয়, সুতরাং সে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ পরিহার করিতে পারে না, এজন্যই পুনরাবৃত্তি হয়। ২৬।

এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার কি ফল আচার্য্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন। ২৭।

হে পার্থ, এই দুই পথ জানিয়া কোন যোগী মুগ্ধ হন না, তাই তুমি সকল কালে যোগযুক্ত হও।

ভাব—মুগ্ধ হন না—মোক্ষার্থ অর্চ্চিরাদিমার্গে গতি হইবে, ধূমাদিমার্গে সংসার

* শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৩।৩।১১।

প্রাপ্তি হইবে এই বুদ্ধিতে যোগী মোহ প্রাপ্ত হন না। শ্রীমচ্ছঙ্কর বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে ভালই বলিয়াছেন—"পরব্রহ্মবিষয়ক গতি কোথাও শোনা যায় না, এজন্য 'তাঁহার (পরব্রহ্মবিদের) প্রাণ উৎক্রমণ করে না' এইরূপ গতিনিষেধ শুনিতে পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন' ইত্যাদি স্থলে 'প্রাপ্ত হন' এই ক্রিয়ার গতি অর্থ করিলে বর্ণিত ন্যায়ে ('প্রাণের উৎক্রমণ হয় না' এই ন্যায়ে) দেশান্তর প্রাপ্তি যখন সম্ভব হইতেছে না, তখন অবিদ্যারোপিত নামরূপ প্রপঞ্চের বিলয় লক্ষ্য করিয়া [সেস্থলে] স্বরূপপ্রাপ্তি, কথিত হইয়াছে *।" শ্রীমদ্বাদরায়ণ সকল কালে জ্ঞানী জ্ঞানফল লাভ করিয়া থাকেন ইহা নির্ণয় করিয়া সর্ব্বথা আচার্য্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন। ২৭।

পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সকল কালে যোগী উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া আচার্য্য যোগানুষ্ঠায়ীর প্রশংসা করিতেছেন :—

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে তারকব্রহ্মযোগোনাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বেদ, যজ্ঞ তপস্যা ও দানেতে যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে সে সমুদায় উহা জানিয়া অতিক্রম করিয়া থাকে, যোগী ব্যক্তি উৎকৃষ্ট আদ্য স্থান প্রাপ্ত হয়।

অধ্যায়ের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্‌যামুনমুনি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—"ঐশ্বর্য্য ও অক্ষরের যাথার্থ্য এবং ভগবচ্চরণার্থী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য ও গ্রহণীয় বিষয়সমূহের ভেদ অষ্টমে উক্ত হইয়াছে।" শ্রীমন্নরহরিকৃত গীতার্থসারসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে—"এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগে সুখপ্রাপ্য তৎপদার্থ প্রধানতঃ এবং সেই তৎপদার্থের অঙ্গীভূত ত্বংপদার্থ এখানে অপ্রধানরূপে নিরূপিত হইয়াছে।" ২৮।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসমন্বয়ভাষ্যে অষ্টম অধ্যায়।

---

* বেদান্তসূত্র ৪অ, ৩পা, ১৪ সূত্র, ভাষ্য।

নবম অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে 'সবিজ্ঞান জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে' শ্রীমচ্ছঙ্কর বলেন; 'ভক্তিরূপ উপাসনার স্বরূপ কথিত হইয়াছে' শ্রীমদ্রামানুজ বলেন, 'অত্যাশ্চর্য্য ভগবানের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে' শ্রীমচ্ছ্রীধর বলেন; 'ভক্তির উদ্দীপক নিজের ঐশ্বর্য্য এবং তাহার প্রভাব বলিবেন' শ্রীমদ্বলদেব বলেন; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ ও ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন; 'সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি এবং ভগবদ্‌তত্ত্ব ও ভগবদ্ভক্তির বিস্তারপূর্ব্বক জ্ঞাপনের জন্য নবম অধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণ দ্বারা ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠের গতি কথিত হইয়াছে, নবমে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণ দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠের গতি উক্ত হইতেছে' শ্রীমন্মধুসূদন বলেন; 'সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? এই দুইটি প্রশ্ন জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক, সেই প্রশ্নদ্বয় বিবৃত করিবার জন্য নবম অধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে' শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলেন; 'সপ্তমাধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহা সুস্পষ্ট করিতেছেন', শ্রীমন্মাধ্ব বলেন। বস্তুতঃ দেবযান- ও পিতৃযাণ-নিরপেক্ষ ভগবদ্ভক্তের মোক্ষসাধন সাক্ষাৎ ভগবদ্‌জ্ঞান এই অধ্যায়ে আচার্য্য উপদেশ করিয়াছেন। উহাই বলিতে আচার্য্য উপক্রম করিতেছেন—

শ্রীভগবানুবাচ—ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ। ১।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি দোষদর্শী নও, আমি সবিজ্ঞান গুহ্যতম জ্ঞান তোমায় বলিতেছি। এই জ্ঞান অবগত হইয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

ভাব—দোষদর্শী নও—উপদেষ্টাতে যখন ভগবৎস্বরূপের আবির্ভাব হইয়াছে, তখন মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহাতে দোষ দেখাই দোষদর্শিত্ব, সে দোষদর্শিত্ব তোমাতে নাই; গুহ্যতম—দেহাদি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাতে যে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় উহা গুহ্য, ভগবানের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান গুহ্যতর, সাক্ষাৎ পরমাত্মজ্ঞান গুহ্যতম। সবিজ্ঞান—সাক্ষাদনুভবসহিত ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান; অশুভ—সংসারবন্ধন। ১।

আচার্য্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন :—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্। ২।

এই জ্ঞান পবিত্র উত্তম; ইহা সমুদায় বিদ্যার, সমুদায় মহৎ

রহস্যের রাজা ; ইহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারা যায়, সুখে অনুষ্ঠান করা যায়, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অক্ষয়।

ভাব—রাজা—দীপ্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ ; রহস্য—গোপনীয় বিদ্যা ; পবিত্র — শুদ্ধিকর, ভগবদ্দর্শনবিরোধী পাপসমূহ ভস্ম করিতে সমর্থ ; উত্তম—পুনরায় পাপ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব করে এজন্য উৎকৃষ্ট। শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন—"প্রায়শ্চিত্তে কোন একটি পাপ নিবৃত্ত হয়, নিবৃত্ত হইয়া স্বকারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, আবার সেই সূক্ষ্মাবস্থা হইতে সেই পাপকে মানুষ বাড়াইয়া থাকে। অনেক জন্মসহস্র সঞ্চিত, স্থূল ও সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থিত, সর্ব্ববিধপাপ ও তৎকারণ অজ্ঞানকে জ্ঞান সদ্যই উচ্ছেদ করিয়া থাকে, অতএব উহা সর্ব্বোত্তম ও শুদ্ধিকর।" প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারা যায়—যিনি অন্তঃসাক্ষী [বিবেক] তিনি সাক্ষাৎ ভাবে যাহা দেখাইয়া দেন তাহা পরিহার করিলে সুখ পাওয়া যায়, সুতরাং ইহা প্রত্যক্ষ ফল। শ্রীমন্মধুসূদন এই দুই প্রকারের অর্থই করিয়াছেন :—"এতদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারা যায় এই অর্থে অবগম—প্রমাণ, প্রাপ্ত হওয়া যায় এই অর্থে অবগম—ফল। এই জ্ঞান স্বরূপতঃ অন্তঃসাক্ষিপ্রত্যক্ষ, এজন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; ফলেতেও অন্তঃসাক্ষিপ্রত্যক্ষ, কেন না আমি ইহা জানিয়াছি, আমার পক্ষে ইহা ইষ্ট নহে, এস্থলে আমার অজ্ঞান বিদ্যমান, এইরূপে সকল লোকেরই অন্তঃসাক্ষি প্রণোদিত অনুভব হইয়া থাকে।" ধর্ম্ম্যসঙ্গত—ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ হইলেও লৌকিক অনুভবসিদ্ধ হইলেও বেদবেদান্তাদিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের অনুরূপ ; সুখে অনুষ্ঠান করা যায়—ইহাতে কৃচ্ছ্রসাধনাদির প্রয়োজন নাই, শ্রবণ মননাদি ব্যাপারেই ইহা সিদ্ধ হয় ; অক্ষয়—যাহা অল্পায়াসসাধ্য তাহা অল্পকালস্থায়ী হয়, ইহার সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে না, ইহা অবিনাশী, মোক্ষেও এই জ্ঞান থাকিয়া যায়। রাজগণের বিদ্যা, রাজগণের গুহ্য [রহস্য], এরূপ সমাস করিলে ক্ষত্রিয়জাতি হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়াছে ইহাই প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্বলদেব এই সমাস অবলম্বন করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"রাজাদিগের ন্যায় যাঁহারা উদারচেতা, কারুণিকগণের ন্যায় স্বর্গকেও যাঁহারা তুচ্ছ করেন তাঁহাদিগের এই বিদ্যা। শীঘ্র পুত্রাদিলাভের অভিলাষে যে দীনচেতা কর্ম্মিগণ দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে তাহাদিগের ন্যায় ইহারা নহেন। রাজগণ মহারত্নাদি সম্পদ্ গোপন করেন না, কিন্তু আপনাদের মন্ত্রণা যত্নে গোপন করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমার ভক্তগণ অন্য বিদ্যা গোপন করেন না, কিন্তু এ বিদ্যা অতি যত্নে গোপন করিয়া থাকেন।" ২।

যদি ইহা 'সুখে অনুষ্ঠান করা যায়' তবে লোক সকল এ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না কেন আচার্য্য তাহার কারণ বলিতেছেন :—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি। ৩।

এই ধর্ম্মের প্রতি যে সকল ব্যক্তির শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমায় না পাইয়া মৃত্যুযুক্ত সংসারপথে ভ্রমণ করে।

ভাব—এই ধর্ম্ম—শ্রীমচ্ছঙ্কর ও মধুসূদন—আত্মজ্ঞান, শ্রীমদ্রামানুজ—উপাসনাখ্য [ধর্ম্ম]; শ্রীমচ্ছ্রীধর—ভক্তিসহিত জ্ঞানলক্ষণ [ধর্ম্ম]; শ্রীমদ্বলদেব ও বিশ্বনাথ—ভক্তিলক্ষণ [ধর্ম্ম]। ধর্ম্মের…শ্রদ্ধা নাই—শ্রীমচ্ছঙ্কর—ধর্ম্মের স্বরূপে ও ফলে, শ্রীমন্মধুসূদন—স্বরূপ, সাধন ও ফলে যে সকল ব্যক্তির শ্রদ্ধা নাই। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ কর্ম্মে ষষ্ঠী করিয়া অর্থ করিয়াছেন—এই ধর্ম্মকে যাহারা শ্রদ্ধা করে না, দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করে না; আমায়—অন্তর্য্যামীকে। ৩।

এইরূপে বিধি ও নিষেধ-প্রণালীতে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া আচার্য্য শ্রোতাকে উন্মুখ করিয়া লইলেন। এখন সেই জ্ঞান ও ভক্তির উদ্দীপক অদ্ভুত ঐশ্বরিক ভাব শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন:—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ৪।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। ৫।

অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাতে সমুদায় ভূত স্থিতি করিতেছে। আমি ভূতগণেতে স্থিতি করিতেছি না, ভূতগণ আমাতে স্থিতি করিতেছে না, এই আমার ঐশ্বরিক যোগ অবলোকন কর। আমি ভূতগণকে ধারণ করি, আমি ভূতস্থ নহি, আমার আত্মা ভূতগণের প্রতিপালক।

ভাব—অব্যক্তমূর্ত্তিতে—ইন্দ্রিয়ের অগোচরস্বরূপে, স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দরূপে; আমি—অন্তর্য্যামী; সমুদায় জগৎ—ভূত, ভৌতিক ও তৎকারণরূপ দৃশ্যসমূহ; আমাতে—ব্যাপক, ধারক ও নিয়ামক অন্তর্য্যামীতে; সমুদায় ভূত—চরাচর ভূতসমূহ। জগতের সহিত অন্তর্যামী তোমার এরূপ সম্বন্ধ হইলে দেহদেহিসম্বন্ধ সংঘটিত হয়, এই আশঙ্কা বারণের জন্য বলিতেছেন, আমি অন্তর্যামী তাঁহাদিগেতে স্থিত নহি। ব্যক্ত জগৎ অনন্ত ব্রহ্মেতে সর্ষপকণার ন্যায় অবস্থিত, সুতরাং জগতে তাঁহার স্থিতি কদাপি সম্ভবে না। যাহার স্থিতি যাঁহার অধীন, তাঁহাতেই তাহার স্থিতি কল্পনা করা যাইতে পারে। অতএব পরব্রহ্মে জগতের স্থিতি, জগতে তাঁহার স্থিতি নহে, ইহাই সরল সিদ্ধান্ত। এরূপ

হইলেও অন্তর্যামী তোমাতে সমুদায় ভূত যখন অবস্থিত, তখন তোমার জগতের সহিত সংসর্গ অপরিহার্য্য, এবং সংসর্গজন্য মালিন্যও অনিবার্য্য। এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন—ভূতগণ আমাতে স্থিতি করিতেছে না। ভূতগণ—কার্য্যসমূহ; আমাতে স্থিতি করিতেছে না—আমি অন্তর্যামী আমার সংসর্গী হইয়া অবস্থান করিতেছে না। তোমাতে স্থিতি করিতেছে, অথচ তোমাতে স্থিতি করিতেছে না, এ বিরুদ্ধ কথা কিরূপে সিদ্ধ পায়? ইহারই উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—আমার ঐশ্বরিক যোগ—অঘটন ঘটন—অবলোকন কর। বস্তুতঃ জড়ের ন্যায় কাহারও সহিত নিরবয়ব চৈতন্যের সংশ্লেষ সম্ভবপর নহে, এজন্য তাঁহাতে নিত্যই নির্লিপ্ততাবস্থা। এদিকে জগৎ চৈতন্য আশ্রয় না করিয়া নিয়ন্তার অভাবে কদাপি থাকিতে পারে না, এজন্য জগতের তাঁহাতে স্থিতি অপরিহার্য্য। আচার্য্য ইহাই প্রদর্শনজন্য বলিয়াছেন—আমি ভূতগণকে ধারণ করি। আমি ভূতস্থ নহি—ভূতস্থ—ভূতসংযুক্ত; আমার আত্মা—শ্রীমদ্রামানুজ—মনোময় সঙ্কল্প, শ্রীমচ্ছ্রীধর—পরম স্বরূপ, শ্রীমন্মধুসূদন—পরমার্থস্বরূপভূত সচ্চিদানন্দঘন, শ্রীমন্নীলকণ্ঠ—পরমানন্দরূপ। চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর কার্য্যোন্মুখ হইয়া শক্তিরূপে প্রকাশমান। শক্তিরূপে প্রকাশমান চৈতন্যস্বরূপই ভূতগণের পালয়িতা। "আমিই সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান *" একথা বলাতে তিনিই যদি জগতের উৎপত্তির কারণ ও প্রবেশস্থান হইলেন তাহা হইলে তাঁহার সত্তাই জগতের উপাদান হইল। যদি তাঁহার সত্তাই উপাদান হইল, তবে তাঁহার নির্লিপ্ততা সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? মন ও চিন্তা এ দুইয়ের একত্ব সত্ত্বেও যখন ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সিদ্ধ হইবে না কেন? মন এবং চিন্তার দৃষ্টান্তে একত্ব সত্ত্বেও ভিন্নত্ব সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত মনের ক্রিয়া থাকে সেই পর্য্যন্ত চিন্তার স্থিতি হয়, জগৎ যখন চৈতন্যের ক্রিয়াপেক্ষী, তখন চৈতন্যের একান্ত নির্লিপ্ততা ঘটিতেছে না। একথা সত্য, কিন্তু সংশ্লেষ ও সম্বন্ধ এ দুইয়ের ভিন্নতা অভিপ্রায় করিয়াই আচার্য্য 'ভূতগণের প্রতিপালক' এই বিশেষণ দিয়াছেন। ফলতঃ ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিরহিত হইয়া জগৎ ক্ষণকালও স্থিতি করিতে পারে না। যাহা বলা হইল সেরূপ হইলেও মনের গতি অবরুদ্ধ হইলে যখন চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন অনন্ত জ্ঞানে সেরূপ অবরুদ্ধগতিত্বের সম্ভাবনা কোথায়? এটি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনমাত্র। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক এ দুই কখন সকল বিষয়ে এক হয় না। ভগবানেতে জগৎসম্পর্কীয় যে নিত্যজ্ঞান আছে সেই নিত্যজ্ঞানই ব্যক্ত হইয়া জগদাকারে পরিণত হয়। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির বিষয় করিবার জন্য সেই জ্ঞানকে দৃষ্টান্তরূপে চিন্তাস্থানীয় করিয়া লওয়া হইয়াছে। চিন্তা, বাক্, অক্ষরবিন্যাস, এই সকল দ্বারা জগৎ, জীব ও পরমাত্মার সম্বন্ধ যে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৪। ৫।

* গীতা ৭ অ, ৬ শ্লোক।

নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত অন্তর্যামীতে ভূতসকল স্থিতি করিতেছে, ভূতসকলেতে স্থিতি করিয়াও তিনি স্থিতি করিতেছেন না, এ সত্য লোকের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারে এজন্য আচার্য্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়। ৬।

মহান্ সর্ব্বস্থানগামী বায়ু যেমন নিত্য আকাশস্থিত, সেই সমুদায় ভূত আমাতে সেইরূপ অবস্থিত জানিও।

ভাব—এস্থলে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার ভাব এই ;—আকাশ নিরাকার, নিত্য নির্লিপ্ত। বায়ু তাহাতে অবস্থান করিয়াও তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহে সুতরাং সর্ব্বত্র বিনা বাধায় গমনাগমন করে। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবে জগতের সর্ব্বত্র বায়ুর স্থিতি সম্ভবপর হইলেও অসীম আকাশের একদেশে তাহার স্থিতি, এজন্যই অসংশ্লিষ্ট ভাবে অবস্থিত আকাশ ও বায়ুর আধার-আধেয়-ভাব বুদ্ধিগম্য হয়। নির্লিপ্ত স্বভাব অন্তর্যামীতে এইরূপে অসংশ্লিষ্ট ভাবে অবস্থিত ভূতসমূহ বিচরণ করে, তাহাদের গতির কোন বাধা উপস্থিত হয় না। ৬।

এইরূপে ভূতগণের ভগবানেতে স্থিতি উল্লেখ করিয়া আচার্য্য তাহাদিগের উৎপত্তি ও প্রবেশস্থান বলিতেছেন :—

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্। ৭।

কল্পক্ষয়ে সমুদায় ভূত আমার প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়, কল্পের আদিতে আবার তাহাদিগকে সৃজন করিয়া থাকি।

ভাব—সমুদায় ভূত—স্থাবর জঙ্গম ; কল্পক্ষয়ে—প্রলয় কালে ; আমার প্রকৃতি—শ্রীমচ্ছঙ্কর—ত্রিগুণাত্মিকা, অপরা, নিকৃষ্টা, শ্রীমদ্রামানুজ—নামরূপবিভাগের অযোগ্য তমঃশব্দবাচ্য আমার শরীরভূত প্রকৃতি, শ্রীমচ্ছ্রীধর মধুসূদন ও বিশ্বনাথ—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, শ্রীমদ্বলদেব—প্রকৃতিশক্তি আমাতে প্রবিষ্ট হয়—সূক্ষ্মরূপে বিলীন হয় ; কল্পের আদিতে—সৃষ্টিকালে ; তাহাদিগকে—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ—সংস্কাররূপে এক হইয়া অবস্থিত—সৃজন করিয়া থাকি—বিবিধাকারে সৃজন করি, শ্রীমন্মধুসূদন—প্রকৃতিতে অবিভক্ত-ভাবাপন্ন সেই সকলকে বিভাগ করিয়া প্রকাশ করি। ৭।

কিরূপে ভগবান্ সৃজন করেন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ। ৮।

সমগ্র এই ভূতসমূহ প্রকৃতির বশীভূত বলিয়া পরতন্ত্র। আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া ইহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সৃজন করিয়া থাকি।

ভাব—'প্রকৃতির বশীভূত বলিয়া পরতন্ত্র', এস্থলে প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত যে যে স্বভাব উপস্থিত হয় সেই সেই স্বভাবের বশীভূত জন্য অস্বতন্ত্র, ব্যাখ্যাকারগণ যে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পঞ্চমাধ্যায়ের একাদশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে খণ্ডিত হইয়াছে। কিরূপে সৃষ্টি হয়, এ প্রশ্নের মীমাংসার্থ শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন—"পরমেশ্বরের এ সৃষ্টি কি জন্য ? আপনার ভোগের জন্য নয়, কেন না তিনি সকলের সাক্ষিভূত চৈতন্যমাত্র, তাঁহার ভোক্তৃত্ব নাই, যদি ভোক্তৃত্ব থাকিত তাহা হইলে তাঁহাতে সংসারিত্ব উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরত্বেরই ব্যাঘাত হইত। [ঈশ্বরভিন্ন] অন্য চেতনা নাই, ঈশ্বরই সর্ব্বত্র জীবরূপে অবস্থিত, অচেতন কখন ভোক্তা হইতে পারে না, অতএব অপর কোন ভোক্তা আছে যাহার জন্য এই সৃষ্টি হইয়াছে ইহাও বলা যায় না। এই সকল কারণেই অপবর্গের [মুক্তির] জন্য সৃষ্টি হইয়াছে ইহা বলা যায় না, কারণ বন্ধন নাই, অপবর্গ বিরোধীও কিছু নাই। এই সকল যুক্তিতে সৃষ্টি হওয়া প্রতিপন্ন হয় না। আমরা যখন সৃষ্টি মায়াময় প্রতিপাদন করিয়া থাকি, তখন সৃষ্টি প্রতিপন্ন না হওয়া আমাদের প্রতিকূল নহে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এসকল যুক্তি খণ্ডন করিবার প্রয়োজন নাই, এই অভিপ্রায়ে তিনটি শ্লোকে প্রপঞ্চের মায়াময়ত্ব ও মিথ্যাত্ব বলিতে [আচার্য্য] আরম্ভ করিলেন। আপনাতে কল্পিত আপনার অনির্ব্বচনীয়া মায়ানামে প্রসিদ্ধা প্রকৃতিকে অবষ্টম্ভ অর্থাৎ আপনার সত্তা ও প্রকাশ দ্বারা অবিচলিত করিয়া, সেই মায়াখ্যা প্রকৃতির পরতন্ত্রতাবশতঃ অবিদ্যা, অস্মিতা (অহংভাব), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের কারণ কোন একরূপ আবরণাত্মক শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগোচর আকাশাদি ভূতসমুদায়কে মায়াবী আমি, স্বপ্নদর্শী যে প্রকার স্বপ্নপ্রপঞ্চ কল্পনামাত্রে সৃজন করে, তেমনি পুনঃ পুনঃ বিবিধ প্রকারে সৃজন করিয়া থাকি।" এমত আচার্য্যের অনভিপ্রেত ; পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তি অবশ্যস্বীকার্য্য ; দৈবী মায়া ভগবানের জ্ঞান ; এই সকল কারণে শ্রীমন্মধুসূদনের উক্তি প্রতিপন্ন হয় না, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, আর পুনরায় বিচার করা বৃথা। ৮।

জগৎসৃষ্টিতে ভগবানেতে বৈষম্যাদি-দোষ-স্পর্শ হয় না কেন, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু। ৯।

হে ধনঞ্জয়, সেই সকল [সৃষ্টি] কর্ম্ম আমায় বদ্ধ করে না, কেন না আমি উদাসীনবৎ অবস্থিত, সে সকল কর্ম্মেতে আসক্ত নহি।

ভাষ্য—বদ্ধ করে না—বৈষম্যাদি উপস্থিত করে না; উদাসীনবৎ—নিরপেক্ষকের ন্যায়; আসক্ত নই—নিজের অভিলাষপূরণে অনুরক্ত নই; ভগবানে বৈষম্যাদি দোষ ঘটে না কেন, পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চদশশ্লোকে তাহা বিচারিত হইয়াছে। ক্রিয়াশীল হইয়াও ভগবান্ উদাসীন কি প্রকারে তাহাই এখানে বিবেচ্য। "প্রভু লোকসম্বন্ধে কর্ত্তৃত্বও সৃজন করেন না, কর্ম্মফলসংযোগও সৃজন করেন না, স্বভাবই [কর্ত্তৃত্বাদিরূপে] প্রবৃত্ত হয় *" এই শ্লোকে ক্রিয়াশীল হইয়াও উদাসীন কি প্রকারে, আচার্য্য তাহার মূলের উল্লেখ করিয়াছেন। 'স্বভাব কি?' এই প্রশ্ন উদ্ভাবন করিয়া তাহার উত্তরে আমরা বলিয়াছি, 'সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টাতে বিদ্যমান সৃজ্যশক্তিসকলের আত্মনিষ্ঠ ভাব।' অগ্নির যে প্রকার দাহকত্বাদি শক্তি, সমুদায় সৃজ্যশক্তিরও সেই প্রকার স্বাভাবিক শক্তি আছে, পরাশরাদির বাক্যে আমরা ইহা সেস্থলে প্রদর্শন করিয়াছি। সৃষ্টিশক্তি—প্রকৃতি ভগবান্ হইতে কদাপি স্বতন্ত্র নহেন; তাঁহাতে ক্রিয়ারূপে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, তাহা পরব্রহ্মে আরোপ করা যুক্তিযুক্ত। অতএব 'স্বভাবই প্রবৃত্ত হয়' একথা বলিয়া ভগবানের প্রাকৃতিক ক্রিয়ার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না। প্রাকৃতিক ক্রিয়াসমূহের মধ্যে কল্যাণ বিনা অকল্যাণ আছে ইহা যদি জ্ঞান-দৃষ্টিতে প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ভগবানে দোষসংস্রব ঘটে। যেখানে জীবকৃত কর্ম্মের দ্বারা পাপ অপরাধ উৎপন্ন হয়, এবং সেই পাপ অপরাধে দুঃখ জন্মে, সেখানেও কল্যাণময়ী প্রকৃতি সেই দুঃখকে জীবের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। অতএব প্রাকৃতিক ক্রিয়াতে ভগবানের সম্বন্ধ দোষের জন্য নহে। যদি সম্বন্ধই থাকে, তবে তাঁহার উদাসীনত্ব হইল কি প্রকারে? কৈ এস্থলে উদাসীন তো বলা হয় নাই, 'উদাসীনবৎ' বলা হইয়াছে। উদাসীনের মত দেখায় বাস্তবিক উদাসীন নহেন। উদাসীনের ন্যায় প্রতিভাত হইবার কারণ তাঁহার অনাসক্তি। যে ব্যক্তি আসক্ত সে কদাপি উদাসীন হইতে পারে না। কর্ত্তা হইয়াও তিনি অকর্ত্তা, কেন না তিনি কর্ম্মের ফলভোক্তা নহেন, সকল ক্রিয়াই তাঁহার পরের জন্য। ইহাকেই অনাসক্ততা বলে। জীবগণের কর্ম্মানুসারে তাহাদিগের কল্যাণের জন্য সৃজ্যশক্তিসকলকে তিনি নিয়োগ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাতে বৈষম্যাদি ঘটে না। আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন করে না। ৯।

উদাসীনবৎ, উদাসীন নহেন, আচার্য্য উহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন :—

---

* গীতা ৫ অ, ১৪ শ্লোক।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। ১০।

আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়া থাকে, আর এই কারণেই জগতের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হয়।

ভাব – অধ্যক্ষ—নিয়ামক,—শ্রীমচ্ছ্রীধর—অধিষ্ঠাতা, শ্রীমন্মধুসূদন—নিয়ন্তা, শ্রীমন্নীলকণ্ঠ—প্রবর্ত্তক; আমি—অন্তর্যামী; প্রকৃতি—আমার শক্তি, শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ—'ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণা মায়া'; সচরাচর—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ; এই কারণেই—অধ্যক্ষতায়; পরিবর্ত্তন—বিবিধ অবস্থাপ্রাপ্তি। প্রশ্নপূর্ব্বক আরম্ভ করিয়া মান্ত্রবর্ণিকগণ তদুত্তরে তত্ত্ব বলিয়াছেন, যথা—"ব্রহ্ম কি কারণ? কোথা হইতে আমরা জন্মিয়াছি? কাহার সহায়তায় জীবন ধারণ করি? কাহাতে আমরা অবস্থিত? কে আমাদিগেতে অধিষ্ঠিত থাকাতে আমরা সুখদুঃখের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি? ব্রহ্মবিদ্গণ স্থির করিয়া বলুন *।" এই সকল প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণের কি উত্তর শ্রুতি বলিতেছেন—"কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসমূহ ও পুরুষ, ইহার কোন একটিকে কারণ মনে করা হয়।" ইহাদের কারণত্ব কখন সম্ভবে না। কেন? "ইহাদের সংযোগ হয় না, কেন না চেতনভাব নাই।" ইহাদের একটি যদি সৃষ্টি-কার্য্যে সমর্থ না হয়, ইহাদের সংযোগে সৃষ্টি হউক, তাহাও হইতে পারে না, কেন না চেতনভাব থাকিলে সংযোগ হইতে পারে, কালাদিতে সে চেতনভাব নাই। পুরুষ চেতন, তিনি আত্মা, তাঁহার দ্বারা এ সকলের সংযোগ হউক, এবং তিনিই ইহাদিগকে নিয়মে বদ্ধ করুন। "আত্মা স্বয়ং অশক্ত"—তিনি আপনি সংযোগ ও নিয়মনে অসমর্থ। কেন? "তাঁহার সুখ ও দুঃখ আছে এই জন্য †"—তিনি যখন সুখ ও দুঃখের অধীন, তখন তিনি নিয়ম্য, নিয়ন্তা হইবেন কি প্রকারে? শ্রুতি এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেছেন,—"ধ্যানযোগের অনুগত হইয়া আপনার গুণে নিগূঢ় দেবাত্মশক্তি তাঁহারা অবলোকন করিয়াছেন, কাল হইতে আত্মা পর্য্যন্ত যে সকল কারণ, একমাত্র তিনিই সেই সকলকে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন ‡।" 'আপনার গুণে'—ব্রহ্মপরতন্ত্র উপাধিতে, দেবাত্মশক্তি—দেব, আত্মা ও শক্তি এ তিন একই জন্য একবচন। অন্যত্র এই জন্যই কথিত হইয়াছে—"প্রেরয়িতা, ভোক্তা ও ভোগ্যের উল্লেখ করিলেই সকল বলা হইল, কেন না ব্রহ্ম এই ত্রিবিধ §।" "জ্ঞান ও অজ্ঞান, শক্তিমান্ ও অশক্ত, এ দুইই জন্মবিরহিত, ভোক্তার ভোগ্যবিষয়যুক্ত আর একটি, তিনিও জন্মশূন্য। আত্মা

---

* শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১। ১।
† শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১। ২।
‡ " " ১। ৩।
§ " " ১। ১২।

অনন্ত, বিশ্বরূপ ও অকর্ত্তা। এই তিনকে যখন [সাধক] লাভ করেন, তখন এই ব্রহ্মকে লাভ করেন *।" পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরকে সেই ব্রহ্মবিদ্গণ দেখিয়াছিলেন, স্বয়ং যিনি এক হইয়া, কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত যে সকল কারণ, তৎসহ সংযুক্ত নিখিল কারণ অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন। তিনি যে অধ্যক্ষ তাহাও সেখানেই স্পষ্ট ভাষায় কথিত রহিয়াছে—"এক দেবতা সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতবাসী, সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, একমাত্র, নির্গুণ †।" 'কর্ম্মাধ্যক্ষ'—পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে যে সকল ক্রিয়া উপস্থিত হয় সেই সকল ক্রিয়ার অধ্যক্ষ—নিয়ামক। ঋক্‌সংহিতাতেও এই কথাই আছে—"পরব্যোমে যিনি ইহার অধ্যক্ষ ‡।" ১০।

"হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বাস করেন §" "হে ভারত, সমুদায় হৃদয়ের সহিত তাঁহার শরণ লও ¶" এইরূপ বলিয়া আচার্য্য হৃদয়াধিষ্ঠিত অন্তর্যামী পুরুষকে উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোকাতীত পুরুষকে অধিষ্ঠান করিয়া সেই অন্তর্যামী বিশেষভাবে পথ উপদেশ করিয়া থাকেন। মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে সেই ব্যক্তিকে অজ্ঞানিগণ অবমাননা করিয়া থাকে। তাহারা এরূপ কেন করে, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্। ১১।

আমি ভূতগণের অধীশ্বর, আমার পরম ভাব জানিতে না পাইয়া মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া মূঢ়েরা আমায় অবজ্ঞা করে।

ভাব—পরম—অসামান্য; ভাব—তত্ত্ব। "আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে। আমি অব্যয় ও অনুত্তম এই পরমভাব না জানাতেই এরূপ করিয়া থাকে $।" এখানে যে 'পরমভাব না জানাতে' উল্লেখ আছে, উহাই এই শ্লোকে পুনরুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে অব্যক্তভাবাপন্ন ছিলাম, এখন মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হইয়াছি এইরূপ যে কেহ কেহ মনে করে, তাহা এক প্রকার তাহাদের মূঢ়তা প্রকাশমাত্র। পরব্রহ্ম কোথা হইতেও আগমন করিয়া মনুষ্যদেহ গ্রহণ করেন না। তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করিয়া ভক্তসন্নিধানে আপনাকে নিরন্তর প্রকাশ করেন, অজ্ঞানতাবশতঃ তাহারা ইহা জানে না ইহাই তাহাদিগের মূঢ়তার মূল।

---

* শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১। ৯।
† শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬। ১১।
‡ ঋগ্‌বেদ ১০ম, ১২৯ সূ ৭ ঋক্।
§ গীতা ১৮অ, ৬১ শ্লোক।
¶ গীতা ১৮অ, ৬২ শ্লোক।
$,, ৭ অ, ২৪ শ্লোক।

অপরে আবার "অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি *" এই সত্য অবধারণ করিয়া মনে করে, মানবতনুতে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বান্তর্যামীর অব্যক্ততা পরিহার কখন সম্ভবপর নহে, সুতরাং উপদেষ্টৃগণের উপদেশবাক্যগুলি মানববুদ্ধিপ্রসূত, উহারা পরমপুরুষের বাক্য নহে, সুতরাং তাহারা সেই সকল বাক্যের অবজ্ঞা করে। ইহাতেও তাহাদিগের মূঢ়তা প্রকাশ পায়। তাঁহারাই তত্ত্ববিৎ যাঁহারা এই জানিয়া অন্তর্যামীকে শ্রদ্ধা করেন যে, তিনি কখন তাঁহার নিত্য বিদ্যমান, সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ অব্যক্ত মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়েন না, এবং সেই ভাবেই তিনি লোকাতীত পুরুষে আপনার জ্ঞানবিভব প্রকাশ করিয়া থাকেন। লোকাতীত পুরুষে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া কি প্রকারে তাঁহাকে ভক্তি অর্পণ করা হয়, একথা জানিতে ইচ্ছা হইলে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট একাদশ পূজ্যস্থান ভাবিয়া দেখা উচিত। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা, সর্ব্বভূত, এই সকল আমার পূজার স্থল †।" কোথায় কি ভাবে ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিতে হইবে, তাহা সেখানেই আচার্য্য বলিয়াছেন—"সূর্য্যেতে ত্রয়ী-বিদ্যায়, অগ্নিতে ঘৃতে, বিপ্রশ্রেষ্ঠে আতিথ্যে, গোগণেতে ঘাসাদিতে, বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকারে, হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠায়, বায়ুতে মুখ্য (প্রাণ) বুদ্ধিতে, জলে তোয়াদিদ্রব্যে, যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত ভূমিতে মন্ত্রন্যাসে, আত্মাতে আপনাকে ভোগে, সর্ব্বভূতে সমত্বে ক্ষেত্রজ্ঞ আমায় অর্চ্চনা করিবে ‡।" এ সকল স্থলে শঙ্খচক্রাদিযুক্ত রূপ ধ্যান করিবে এইরূপ ব্যবস্থা। এ রূপ বিশ্বরূপ মহাপুরুষের কল্পিত রূপ। যথা ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে—"মায়াদি নব তত্ত্বে বিরাট্ সবিকার; এই সচেতন বিরাটে ভুবনত্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এইটি পৌরুষরূপ। ভূমি ইঁহার পদ, স্বর্গ ইঁহার শির, আকাশ ইঁহার নাভি, সূর্য্য ইঁহার চক্ষুর্দ্বয়, বায়ু ইঁহার নাসা, দিক্ ইঁহার কর্ণ, প্রজাপতি ইঁহার জননেন্দ্রিয়, মৃত্যু ইঁহার পায়ু, লোকপাল সকল ইঁহার বাহু, চন্দ্র ইঁহার মন, যম ইঁহার ভ্রূ, লজ্জা ইঁহার উত্তরোষ্ঠ, লোভ ইঁহার অধরোষ্ঠ, জ্যোৎস্না ইঁহার দন্ত, অভিমান ইঁহার বিভ্রম, তরুসকল ইঁহার রোম, মেঘসকল এই ভূমার কেশ। এই (ব্যষ্টি) পুরুষ যে পরিমাণ, যৎপরিমাণ সংস্থায় সংস্থিত, লোকসংস্থানুসারে এই মহাপুরুষও তৎপরিমাণ। এই জন্মরহিত বিভু কৌস্তুভচ্ছলে আত্মজ্যোতি ধারণ করেন, সেই আত্মজ্যোতির পরিব্যাপ্ত প্রভা শ্রীবৎস বক্ষে বিরাজমান। নানাগুণময়ী আপনার মায়া বনমালা, ছন্দোময় পীত বসন, ওঁকার ব্রহ্মসূত্র, সাংখ্য ও যোগ মকর-কুণ্ডল, সর্ব্বলোকভীষণ পারমেষ্ঠ্যপদ (ব্রহ্মলোক) শিরোভূষণ ইনি ধারণ করিয়াছেন;

---

* গীতা ৯ অ, ৪ শ্লোক। † ভাগবত ১১ স্ক, ১১ অ, ৪২ শ্লোক।

‡ ভাগবত ১১ স্ক ১১ অ, ৪৩—৪৫ শ্লোক।

অনন্তাখ্য প্রধান (প্রকৃতি) ইঁহার আসন, যাহাতে ইনি অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ধর্ম্ম-জ্ঞানাদিযুক্ত সত্ত্বগুণ পদ্ম, তেজ ও বলযুক্ত মুখ্যতত্ত্ব (প্রাণ) গদা, জলতত্ত্ব শঙ্খ, তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন, আকাশতত্ত্ব আকাশনিভ তমোময় অসিচর্ম্ম, কালরূপ শার্ঙ্গ ধনু, কর্ম্মময় তূণ, ইন্দ্রিয়সকল শর, ইনি ধারণ করিয়া আছেন। মনোভাব ইঁহার রথ, তন্মাত্রগুলি ইঁহার রথের বহিঃপ্রকাশ, মুদ্রা (অঙ্গুল্যাদিসন্নিবেশ) যোগে বরদ অভয়দত্বাদি রূপ ইনি ধারণ করেন *।" এইরূপই কি উপাসকগণের সর্ব্বস্ব? না, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ভাগবতে কখন কথিত হইত না, "মন বিচ্ছিন্ন না করিয়া এক এক অবয়ব ধ্যান করিবে, তদনন্তর মনকে বিষয়শূন্য করিয়া যোগযুক্ত হইয়া আর কিছুই স্মরণ করিবে না। সেইটি বিষ্ণুর পরমপদ যেখানে মন প্রসন্নতা লাভ করে †।" অপিচ, "স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়া থাকে তেমনি সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা যিনি সর্ব্বাত্মা বলিয়া অনুভূত হন, তিনি এক। তিনি সত্য আনন্দ, তাঁহাকেই ভজনা করিবে, অন্যত্র আসক্ত হইবে না, অন্যত্র আসক্তি আত্মবিনাশের হেতু ‡।" যদি এইরূপই হইল তবে স্থূল বিশ্বে চিত্ত ধারণ করিবার জন্য যত্নে কি প্রয়োজন? প্রয়োজন সমুদায়কে ভগবদ্ভাবে গ্রহণ করা। যথা আচার্য্য বলিয়াছেন,—"শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অন্তরে বাহিরে প্রকাশমান আমায় সর্ব্বভূতে এবং আত্মাতে পরমাত্মরূপে যথাযথ দর্শন করিবে। অবিমিশ্র জ্ঞান আশ্রয়-পূর্ব্বক সমুদায় ভূতকে মদ্ভাবে গ্রহণ করিয়া সম্মান করিবে। ব্রাহ্মণ ও পুক্কস, চোর ও ব্রাহ্মণসেবী, সূর্য্য ও স্ফুলিঙ্গ, ক্রূর ও অক্রূর, এ সকলেতে যে ব্যক্তি সমদর্শী সেই পণ্ডিত। যে ব্যক্তি এইরূপে নিয়ত মদ্ভাব চিন্তা করে, অচিরে তাহার স্পর্দ্ধা, অসূয়া, তিরস্কার ও অহঙ্কার বিনষ্ট হয়। উপহাসকারী আত্মীয়গণকে, দৈহিক দৃষ্টি ও লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া, অশ্ব, চণ্ডাল, গো ও গর্দ্দভকে দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে সাধক প্রণাম করিবে। যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে মদ্ভাব উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত কায় মন ও বাক্যে এইরূপে সে উপাসনা করিবে। আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যায় যখন সে সমুদায় ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিবে, তখন সর্ব্বতোভাবে সংশয়বিরহিত হইয়া নিবৃত্ত হইবে §।" লোকাতীত পুরুষে অন্তর্যামী পরম পুরুষকে দর্শন করিবার জন্য আচার্য্যের নির্ব্বন্ধ কেন? নির্ব্বন্ধ এই জন্য যে, তাঁহাতে চিৎস্বরূপের অধিকমাত্রায় প্রকাশ। যথা—"হে নৃপতি, যে সকল পণ্ডিতেরা কে পাত্র তাহা ভাল করিয়া জানেন, তাঁহারা সেই হরিকেই পাত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যন্ময় এই চরাচর। হে রাজন্, দেবগণ, ঋষিগণ, বন্দনীয় ব্যক্তিগণ, সাধুগণ, ব্রহ্মার পুত্রগণ ও অন্যান্য মাননীয় ব্যক্তিগণ থাকিতে সকলের অগ্রে তিনিই পূজার পাত্র। এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহান্ বৃক্ষ জীবসমূহ দ্বারা সমাকীর্ণ,

---

* ভাগবত ১২ স্ক ১১ অ, ৫—১৬ শ্লোক। † ভাগবত ২ স্ক ১ অ, ১৯ শ্লোক।

‡ ,, ২ স্ক ১ অ, ৩৯ শ্লোক। § ভাগবত ১১ স্ক ২৯ অ, ১২—১৮ শ্লোক।

উহার মূল অচ্যুত, সুতরাং তাঁহার পূজায় সমুদায় জীবের তৃপ্তি হইয়া থাকে। মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি ও দেবতাশরীর সৃষ্টি করিয়া সেই সকল শরীরে জীবরূপে শয়ান থাকেন এই জন্য ইনি পুরুষ। হে রাজন্, সেই সকলেতে ভগবান্ তারতম্যে বিদ্যমান। সেই জন্য যাহাতে যে পরিমাণ আত্মা (জ্ঞানাংশ) প্রকাশ পায় সেই পরিমাণ তিনি (পূজার) পাত্র *।" 'মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া' এইরূপ বলাতে নরদেহে প্রকাশ-মান বুঝায়, নরাকৃতি বুঝায় না। যদি তাহা হইবে তাহা হইলে 'আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে' এ কথার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন :—"মানুষী তনু, মূঢ়গণের নিকটে মানুষের ন্যায় প্রতীত। মোক্ষধর্ম্মে কথিত হইয়াছে—'হে নৃপতি, ইহলোকে যাহা কিছু দেহে আবদ্ধ, সকলই ঈশ্বরবুদ্ধিসমুৎপন্ন পঞ্চভূতদ্বারা আবিষ্ট। ঈশ্বর যিনি তিনি জগতের স্রষ্টা, প্রভু, সর্ব্বাশ্রয়, বিরাট্, ভূতসমূহের অন্তরাত্মা, বরদ, সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই।'" এখানে যাহা কিছু বিচার্য্য আছে, তাহা দ্বাদশাধ্যায়ে বিচারিত হইবে। ১১।

তাহারা তাঁহার অবমাননা কেন করে, তাহার কারণ আচার্য্য বলিতেছেন :—

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ। ১২।

এই সকল হতচেতন ব্যক্তি বুদ্ধিভ্রংশকরী রাক্ষসী আসুরী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছে, ইহাদের সমুদায় কর্ম্ম, আশা ও জ্ঞান বিফল।

ভাব—হতচেতন—বিবেকজ্ঞানবিরহিত; রাক্ষসী—হিংসাদি প্রচুর তামস ভাব, আসুরী—কামগর্ব্বাদিবহুল রাজসভাব; বুদ্ধিভ্রংশকরী—বিবেকবিলোপকরী। ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র তাহাদের চিত্ত নিবদ্ধ করাতে তাহাদের বিবেকজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, আশা নিষ্ফল হয়, অনুষ্ঠান ও জ্ঞান শ্রমমাত্রে পর্য্যবসন্ন হয়, কাম, লোভ ও হিংসা-দিতে তাহাদের অন্তরে রাক্ষস ও আসুর ভাবের উদয় হয়। ১২।

কাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা করিয়া থাকেন তাহাদিগের বিষয় আচার্য্য বলিতেছেন :—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্। ১৩।

কিন্তু যে সকল মহাত্মা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা সমুদায় ভূতের আদি ও নিত্য জানিয়া আমাকে অনন্যমনে ভজনা করে।

ভাব—মহাত্মা—মহান্, প্রকৃষ্ট, শ্রবণ মননাদি দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত উন্নত, অক্ষুদ্র-

* ভাগবত ৭ স্ক, ১৪ অ, ৩৪—৩৮ শ্লোক।

চেষ্টা ; দৈবী প্রকৃতি—'অভয় সত্ত্বসংশুদ্ধি' ইত্যাদি সাত্ত্বিক প্রকৃতি পরে বক্তব্য ; আমাকে—অন্তর্যামীকে, আদি—কারণ ; নিত্য—সর্ব্বদা একরূপ ; আমাকে—অন্তর্যামীকে ;ভজনা—সেবা। ১৩।

কি প্রকারে তাঁহারা ভজনা করেন, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন:—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে। ১৪।

তাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমায় কীর্ত্তন করে, যত্ন করে, ভক্তিপূর্ব্বক আমায় নমস্কার করে, নিত্য সমাহিত হইয়া আমার উপাসনা করে।

ভাব—আমায়—অন্তর্যামীকে ; কীর্ত্তন—স্বরূপগুণাদি পুনঃ পুনঃ আলোচন ; দৃঢ়ব্রত—অচঞ্চলভাবে নিয়মপালন। শ্রীমন্মধুসূদন এই শ্লোকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—"প্রণবজপ, উপনিষৎ আলোচনাদি দ্বারা সমুদায় উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ আমায় তাহারা কীর্ত্তন করে,অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নরূপ শ্রবণব্যাপার আলোচনার বিষয় করে ; যত্নশীল—গুরু সন্নিধানে অথবা অন্যত্র বেদান্তবিরোধী তর্কসকলের অনুসন্ধান দ্বারা উহাদের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা বিদূরিত করিয়া গুরূপদিষ্ট আমার স্বরূপ অবধারণ করিবার জন্য যত্নশীল,অর্থাৎ [বেদান্ত] শ্রবণ দ্বারা যে অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই অর্থের বাধা উপস্থিত হইতে পারে ঈদৃশ আশঙ্কা যে তর্কানুসন্ধানদ্বারা অপনীত হয় সেই তর্কের চিন্তায় নিরত ; দৃঢ়ব্রত—অহিংসা,সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ ইত্যাদি ব্রতে এমনই দৃঢ় যে প্রতিপক্ষগণ কিছুতেই তাহা হইতে তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, অর্থাৎ শমদমাদিসাধনসম্পন্ন ; নমস্কার করে—আমি ভগবান্ বাসুদেব সকল কল্যাণগুণের নিধান, আমি ইষ্টদেবতারূপে গুরুরূপে স্থিত জানিয়া আমাকে কায়মনোবাক্যে নমস্কার করে। শ্লোকস্থ চকারে, বন্দনাদির সহিত শ্রবণাদিও বুঝিতে হইবে। অর্চ্চন পাদসেবনাদি গুরুরূপে অবস্থিত তাঁহাতে করা সহজ। এখানে একবার 'আমায়' বলিয়া পুনরায় 'আমায়' বলা সগুণরূপ সহ এই বাক্যের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য, অন্যথা পুনরুক্তি ব্যর্থ হয়। ভক্তিতে নিত্যযুক্ত—পরম প্রেমে সর্ব্বদা সংযুক্ত। এই কথা বলিয়া সর্ব্ববিধ সাধনের পুষ্টতা ও প্রতিবন্ধকাভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে মহাত্মা সকল শমদমাদি সাধনসম্পন্ন এবং বেদান্তশ্রবণমননপরায়ণ হইয়া পরমগুরু পরমেশ্বরের প্রেম ও নমস্কারাদি দ্বারা বিঘ্নশূন্য ও সর্ব্ববিধসাধনেসম্পন্ন হইয়া, বিরোধী চিন্তা দ্বারা অব্যবহিত, এবং শ্রবণ মননাদি হইতে উৎপন্ন, অনুকূল চিন্তাপ্রবাহ দ্বারা আমার ভাবনা করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা চরমসাধন নিদিধ্যাসন প্রদর্শিত হইয়াছে।" এস্থলে

শ্রীমন্মধুসূদন যে পুনরুক্তি সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন শ্রীবলদেব ব্যাখ্যানদ্বারা তাহা এইরূপে নিরসন করিয়াছেন;—"আমায় কীর্ত্তন করত আমায় উপাসনা করে, এস্থলে আমার কীর্ত্তনাদিই আমার উপাসনা, ইহাই বাক্যার্থ, সুতরাং 'আমার' ইটি পুনরুক্তি নহে।" ১৪।

কীর্ত্তনবন্দনাদি দ্বারা ভক্তগণের উপাসনার কথা বলিয়া এখন শাস্ত্রার্থচিন্তকগণের উপাসনারীতি আচার্য্য বলিতেছেন :—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্। ১৫।

কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞে যাজনা করিয়া, আমি বিশ্বতোমুখ, আমায় একত্বে, পৃথক্ত্বে, অথবা বহুরূপে উপাসনা করিয়া থাকে।

ভাব—জ্ঞানযজ্ঞ—শাস্ত্রানুশীলনসম্ভূত ভগদ্বিষয়ক জ্ঞান; যাজনা—অর্চ্চনা; একত্বে-অভেদভাবে; পৃথক্ত্বে—পিত্রাদিসম্বন্ধপ্রযুক্ত ভেদে; বহুরূপে—বহু প্রকারে অবস্থিত ইন্দ্রপ্রভৃতি, "তাঁহাকে মেধাবিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। তিনি দিব্য সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট গরুত্বন্, তিনি এক অথচ তাঁহাকে বহু বলিয়া তাঁহারা বর্ণন করেন; তাঁহাকে অগ্নি, যম, ও মাতরিশ্বা বলেন।" * বিশ্বতোমুখ—চারিদিকে মুখ অর্থাৎ ভক্তানুগ্রাহক সাম্মুখ্য; আমায়—অন্তর্যামীকে। চতুর্থাধ্যায়ে শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানরূপে জ্ঞানযজ্ঞ নির্ণয় করিয়া কোন কোন ব্যাখ্যাকারগণ যে অন্যবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাহা ভাল নয়। অতএব সে অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এখানে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। শাস্ত্রে একত্বে, পৃথক্ত্বে, ও বহুত্বে উপাসনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল শাস্ত্রালোচনায় বুদ্ধিভেদ অপরিহার্য্য, সুতরাং জ্ঞানযজ্ঞে উপাসনার বহুভেদ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য এখানে তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ শ্লোকগুলিতে সেই বিবিধ উপাসনাতে কি উপায়ে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, আচার্য্য তাহাই দেখাইবেন। ১৫।

'যাহাদ্বারা আহুতি দান করা হয় তাহা ব্রহ্ম, যাহা আহুত হয় তাহা ব্রহ্ম,' † এতদনুসারে যজ্ঞের উপাদানে প্রতীকভাবে, এবং যজ্ঞকর্ত্তাতে অহংগ্রহরূপে সাধন আচার্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাস্ত্রে যে সকল উপাসনাভেদ বর্ণিত হইয়াছে সেগুলিকে ভগবল্লাভের উপযোগী করিবার জন্য সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে বিশেষ বলিবার উপক্রম করিয়া প্রথমতঃ একত্বে কিরূপে উপাসনা হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্। ১৬।

---

* ঋগ্‌বেদ ১ ম, ১৬৪ সূ, ৪৬ ঋক্।

† গীতা ৪ অ, ২৪ শ্লোক।

আমিই ক্রতু, আমিই যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমিই হোম।

ভাব—ক্রতু—জ্যোতিষ্টোমাদি; যজ্ঞ—বৈশ্বদেবাদি; স্বধা—পিতৃগণকে যে অন্ন প্রদত্ত হয়; মন্ত্র—যদ্দ্বারা হবন হয়। ক্রতু প্রভৃতির অন্তর্যামীর সহিত একতা কি প্রকারে সম্ভবে? কেন না কোন প্রকারে তাহাদের দ্রব্যত্ব বিলুপ্ত হয় না। যখন দ্রব্যত্ব বিলুপ্ত হয় না, তখন চক্ষুরাদির সেই ভাবে তাহাদের গ্রহণ অপরিহার্য্য। অন্তর্যামীর সহিত তাহাদের একতা কিরূপে হয় বলা যাইতেছে। সেই সকল দ্রব্যের অন্তর্যামী সহ স্বতন্ত্রতা নাই, কেন না তাঁহার শক্তিনিরপেক্ষ হইয়া তাহারা স্বাধীনভাবে স্থিতি করিতে পারে না। যাঁহার সত্তাতে তাহাদিগের সত্তাবত্তা, সেই সত্তারই সতাত্ব জানিয়া সেই সত্তাতে চিত্ত স্থাপন করিলে কেবল অন্তর্যামীই বুদ্ধির বিষয় হন। মন্ত্রতো দ্রব্য নয়, উহা বাঙ্‌মাত্র, এ সকলের মধ্যে তাহার সন্নিবেশ হইল কি প্রকারে? এ প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর। মন্ত্র যখন শ্রুতিগোচর হয়, তখন উহাও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়মধ্যে গণ্য। "যদ্দ্বারা আহুতি দান করা হয়, তাহা ব্রহ্ম, যাহা আহুত হয় তাহা ব্রহ্ম" এস্থলে শ্রীমন্মাধ্ব যে বলিয়াছেন, "এ সকলকে ব্রহ্ম বলা হয় এই জন্য যে ইহারা ব্রহ্মস্বরূপ নহে কিন্তু ইহাদের সত্তাদি ব্রহ্মাধীন।" সে স্থলে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক। অহম্ এই অপরোক্ষ জ্ঞানে যখন অভেদ অভিপ্রেত হইয়াছে, তখন এখানে স্বরূপই গ্রহণ করিতে হইবে, শক্তিসন্নিবেশে যে দ্রব্য হয় তাহাকে নহে। "নিরন্তর 'আমি আছি' উচ্চারণ করিতেছেন" * এই যুক্তিতে সেই সেই দ্রব্য হইতে 'আমি আছি' এই বাগ্বিহীন বাণী উচ্চারণ করিয়া পরমাত্মা সাধকসন্নিধানে আপনাকে নিরন্তর প্রকাশ করিতেছেন, এজন্যই দ্রব্যজ্ঞান অতিক্রম করিয়া সাধকে তৎপ্রত্যক্ষজ্ঞান উদিত হয়, ইহাই তত্ত্ব। ১৬।

দুইটি শ্লোকে পৃথক্ ভাবে উপাসনার বিষয় আচার্য্য বলিতেছেন :—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ। ১৭।
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্। ১৮।

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, বেদ্যবস্তু, পাবন ও ওঙ্কার এবং ঋক্, যজু, সাম। আমি গতি, স্বামী, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, স্থিতিস্থান, নিধান, অবিনাশী কারণ।

* যোগবাশিষ্ঠ ১৮ অ, ২৬ শ্লোক।

ভাব—আমি -অন্তর্যামী ; জগতের—চরাচরের ; পিতা—জনয়িতা ; মাতা—জনয়িত্রী ; ধাতা—ফলবিধাতা ; পিতামহ—পিতার পিতা। পরমাত্মাতে জনক জননী ও পালক দৃষ্টিতে এবং আপনাকে পুত্র ভৃত্যাদিরূপে পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিয়া সাধক তাঁহাকে ভেদভাবে দেখিয়া থাকেন। আমি অন্তর্যামী বেদ্যবস্তু, আমি পাবন, এস্থলে বেদ্যত্বে ও পাবনত্বে, আমি ওঁকার এস্থলে জপ্যত্বে, আমি ঋক্ যজু ও সাম এস্থলে বহিঃস্থ শাস্ত্রত্বে গ্রহণ করাতে সাধক হইতে পরমাত্মার ভেদ হইতেছে। "অশেষ জগতের যিনি হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে বিনা জীবকে কে আর শাসন করিয়া থাকে" * এতদনুসারে অন্তরে প্রকাশমান শাস্তৃসহকারে আপনাকে ভেদ দেখা, ইহা বহিঃস্থশাস্ত্রানুশাসনহইতে ভিন্ন। গতি—প্রাপ্যস্থান ; স্বামী—ভর্ত্তা, পোষণকর্ত্তা ; সাক্ষী—পাপপুণ্যের দ্রষ্টা ; নিবাস—বাসস্থান ; শরণ—ইহাতে সমুদায় দুঃখ বিশীর্ণ (বিনষ্ট) হয়, এই ব্যুৎপত্তিতে আশ্রিত ব্যক্তির ক্লেশহারী ; সুহৃৎ—বিনা কারণে হিতকারী, হিতৈষী ; স্থিতিস্থান—আধার ; নিধান—অনন্তকালের ভোগযোগ্য অনন্ত সম্পৎ যাঁহাতে অবস্থিত। অন্তর্যামীর এই সকল বিশেষত্বে সাধক হইতে তাঁহার ভেদ। ১৭। ১৮।

বহুবিধ ভাবে উপাসনার বিষয় আচার্য্য বিবৃত করিতেছেন :—

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন। ১৯।

হে অর্জ্জুন, আমি উত্তপ্ত করি, আমি জলবর্ষণ করি বা অবরুদ্ধ করি, আমি অমৃত, আমি মৃত্যু, আমি সদসৎ (স্থূল সূক্ষ্ম)।

ভাব—আমি অন্তর্যামী আদিত্যরূপে জল উত্তপ্ত করি, বর্ষণ করি, অবরুদ্ধ করি ; আমি অন্তর্যামী অমৃত—জীবন ; মৃত্যু—মরণ ; সৎ—স্থূল, দৃশ্যকার্য্য—শ্রীমন্মাধব ; অসৎ—সূক্ষ্ম, অদৃশ্য কারণ—শ্রীমন্মাধব। তাপ, বৃষ্টি ও জীবনাদি লাভ এবং মৃত্যু আদি পরিহার করিবার জন্য যজ্ঞদ্বারা সূর্য্য ও ইন্দ্রাদির যাজনা প্রথমে বলিয়া পরে সৎ ও অসৎ শব্দদ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ সংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ উপাসনা আচার্য্য বলিয়াছেন। ১৯।

বৈদিক বহুবিধ উপাসনা সকাম, সেই সকাম উপাসনা আচার্য্য প্রথমে বলিতেছেন :—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্। ২০।

বেদবাদিগণ আমায় যজ্ঞদ্বারা যাজনা করিয়া সোমপান করে

* বিষ্ণুপুরাণ ১অং, ১৭ অ, ২০ শ্লোক।

এবং পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গগমন প্রার্থনা করে। তাহারা পবিত্র স্বর্গে গমন করিয়া সেখানে দিব্য দেবভোগ সকল ভোগ করিয়া থাকে।

তাহারা যে ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হয় আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে। ২১।

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবিষ্ট হয়। পুনরায় বেদধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কামনার বিষয় কামনা করে, সুতরাং তাহাদের পুনঃ পুনঃ গতায়াত হয়।

ভাব—তাহারা—সেই সকাম ব্যক্তিগণ; কামনার বিষয়—ভোগ্য বিষয়; গতায়াত—বিবিধ রূপান্তরতা। দিব্য ও পার্থিব লোকসকল যখন অসংখ্য, তখন 'বিশাল' এই বিশেষণটিকে মর্ত্ত্যলোকের সঙ্গেও অন্বয় করিতে হইবে। যথা, "সিদ্ধ ও দেবতাগণ পরিসেবিত আকাশ অনন্ত, ইহা অতি রম্য নানা আবাসপূর্ণ, ইহার অন্ত জ্ঞানগোচর হয় না। ঊর্দ্ধে গেলে নিম্নস্থ চন্দ্র ও সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহারা ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিমান্, অগ্নির ন্যায় তেজস্বান্। হে মানদ, জানিও, শক্তিমত্তায় প্রসিদ্ধ হইয়াও তাঁহারা অনন্তকে দেখিতে পান না, কেন না এই আকাশ অতি দুর্গম ও অন্তবিরহিত। এই অপ্রমেয় আকাশ, উপরে স্বয়ংপ্রভ দেবগণ কর্ত্তৃক আবৃত। পৃথিবীর অন্তসীমায় সমুদ্র, সমুদ্রের অন্ত সীমায় অন্ধকার, অন্ধকারের অন্তে জল, জলের অন্তে অগ্নি; রসাতলের সীমান্তে জল, জলের অন্তে আবার আকাশ, আকাশের অন্তে আবার জল। এইরূপ অগ্নি, বায়ু ও জলের পর পর যে ব্রহ্মাণ্ড আছে, সে ব্রহ্মাণ্ড ও জলের পরিমাণ দেবতাগণের দুর্জ্ঞেয় *।" প্রাচীনগণ জল ও অগ্নি, আধুনিকগণ তাপ ও বাষ্প, প্রাচীনগণ জল হইতে মূর্ত্তি, আধুনিকগণ শৈত্যদ্বারা ঘনীভূত বাষ্প হইতে মূর্ত্তি (গ্রহাদির আকার) বলিয়া থাকেন। ২১।

"তোমাদের যোগ ও ক্ষেম গ্রহণ করিয়া আমি শ্রেষ্ঠ হইব, তোমাদের মস্তকে আমি পদনিক্ষেপ করিয়াছি †" এই ভাবে যোগক্ষেমকামী ব্যক্তিগণ বেদোক্ত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবান্‌কে আশ্রয় করিলেই উহা সিদ্ধ হয়, সুতরাং যে বৈদিক কর্ম্ম আশ্রয় করিলে পতন হইবেই হইবে তাহা আশ্রয় করিয়া কি হইবে, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

---

* শান্তিপর্ব্ব ১৮২ অ, ২৪—৩০। † ঋক্‌সংহিতা ১০ ম, ১৬৬ সূ, ৫ ঋক্।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। ২২।

যে সকল ব্যক্তি আমা বিনা আর কিছু চায় না, আমাকেই চিন্তা করে, আমারই উপাসনা করে, সেই অবিরত মন্নিষ্ঠ ব্যক্তি-গণের যোগ ও ক্ষেম আমিই বহন করি।

ভাব—যোগ ও ক্ষেম—যাহা নাই তাহা যোগান যোগ, যাহা যোগান হইয়াছে তাহা রক্ষা করা ক্ষেম। শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন—"যদিও ভগবান্ সকলেরই যোগক্ষেম বহন করেন, তথাপি অন্য সকল লোকের যোগক্ষেম তাঁহাদের যত্ন উৎপাদন করিয়া বহন করিয়া থাকেন, জ্ঞানিগণের যত্ন উৎপাদন না করিয়াই করিয়া থাকেন এই বিশেষ।" ভগবানে যাঁহারা চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন যোগক্ষেমচিন্তা কখন তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। দরিদ্র হইয়াও তাঁহারা ধনী, গৃহশূন্য হইয়াও তাঁহারা নিত্যগৃহবাসী, বন্ধুহীন হইয়াও নিখিল জনের বন্ধু সেই ঈশ্বরেতে তাঁহারা বন্ধুসম্পন্ন। জনক ভালই বলিয়াছেন, "আমার কিছু নাই, আমার বিত্ত অনন্ত। মিথিলা জ্বলিয়া যাইতেছে, আমার কিছুই দগ্ধ হইতেছে না *।" "আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, আস্তে আস্তে আমি তাহার ধন হরণ করিব। তার পর দুঃখে ক্লিষ্ট সেই নির্দ্ধন ব্যক্তিকে স্বজনগণ পরিত্যাগ করিবে †।" এরূপ হইলে কি হয়? "যাহারা দারা ও পুত্র, আগার ও আত্মীয়, প্রাণ ও বিত্ত, ইহলোক ও পরলোক পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি ‡।" এই গীতাতেও আচার্য্য বলিয়াছেন, "[অপরের নিকটে] প্রতিজ্ঞা করিয়া বল আমার ভক্ত বিনাশ পায় না §।" ২২।

ভগবানেতে যদি কোনরূপ বৈষম্য না থাকিবে তাহা হইলে সাক্ষাৎ ভগবানের আরাধনায় তাঁহাতে নিত্য স্থিতি হয় কেন, আর অজ্ঞানতাবশতঃ দেবতান্তর ভজনা করিলে পুনঃ পুনঃ অবস্থান্তরতা প্রাপ্তি হয় কেন? যদি স্বস্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগই নিয়ম হয়, তাহা হইলে তাহাদের শ্রদ্ধাদির ফল অবশ্য প্রাপ্য, তবে কেন তাহাদের উত্তম গতি হয় না। আচার্য্য এসম্বন্ধে বলিতেছেন :—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। ২৩।

---

* শান্তিপর্ব্ব ১৭৮ অ, ২ শ্লোক। † ভাগবত ১০ স্ক, ৮৮ অ, ৮ শ্লোক।
‡ ভাগবত ৯ স্ক, ৪ অ, ৬৫ ,, । § গীতা ৯ অ, ৩১ শ্লোক।

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে সকল ভক্ত অন্যদেবতার যাজনা করিয়া থাকে, তাহারা আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক যাজনা করে।

ভাব—অবিধিপূর্ব্বক—অজ্ঞান—শ্রীমচ্ছঙ্কর, মোক্ষপ্রাপক বিধি বিনা—শ্রীমচ্ছ্রীধর, অভেদবুদ্ধিই বিধি, তদ্বিনা—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ, মৎপ্রাপক বিধি বিনা—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ। যে নিয়ম আশ্রয় করিয়া ভজনা করিলে সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই নিয়মের অনাদর করিয়া ক্ষুদ্র বিষয়কামনায় যাহারা দেবতান্তর ভজনা করে, তাহারা সেই ভজনা হইতে ক্ষুদ্র ফল লাভ করিয়া থাকে। 'আমাকেই অর্চ্চনা করে', এই কথা বলিয়া ভগবান্ ভিন্ন অন্য দেবতান্তর নাই আচার্য্য ইহারই সূচনা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছ্রীধর এজন্যই বলিয়াছেন—"তোমা ব্যতিরেকে দেবতান্তর নাই, এজন্য ইন্দ্রাদি সেবিগণ তোমারই ভক্ত।" ইন্দ্রাদি যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে তাঁহারা স্বরূপতঃ ভগবান্ হইতে অভিন্ন এইরূপই সেখানে বর্ণিত আছে, কেবল বিবিধ নাম ও বিবিধ ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত যোগবশতঃ ভিন্ন দেবতা বলিয়া প্রতিভাত হয় এজন্য সেইরূপে গ্রহণ করিয়া তুচ্ছফলপ্রার্থনায় আরাধনা করাতে তাহাদের আরাধনা অবিধিপূর্ব্বক বলা হইয়াছে। ২৩।

যদি তাহারা ভগবানেরই যাজনা করে তাহাদের উত্তম গতি কেন হয় না স্বয়ং আচার্য্য তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে। ২৪।

আমিই সমুদায় ব্রতের ভোক্তা ও প্রভু; তত্ত্বতঃ আমায় তাহারা জানে না বলিয়াই তাহাদিগের অবস্থান্তরতা প্রাপ্তি হয়। ২৪।

অবিধিপূর্ব্বক ও বিধিপূর্ব্বক ভজনা করিলে কিরূপ গতি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্। ২৫।

দেবোদ্দেশে যাহারা ব্রতাচরণ করে, তাহারা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, পিতৃগণোদ্দেশে যাহারা শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করে তাহারা পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়, যাহারা ভূতগণকে যাজনা করে তাহারা ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়, যাহারা আমাকে যাজনা করিয়া থাকে তাহারা আমাকেই লাভ করিয়া থাকে।

ভাব—ভগবানের কোন প্রয়োজন নাই, তবে কেন তিনি পূজা গ্রহণ করেন? ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহের জন্য যদি তিনি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সে সকল দ্রব্য কি গ্রহণ করেন, না স্বীকারমাত্র করেন? "দেবগণ ভোজন করেন না পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন" শ্রীমন্মধুসূদনধৃত এই শ্রুতি অর্পিত দ্রব্যের স্বীকারমাত্র প্রদর্শন করিয়া থাকে। আচার্য্য সেই স্বীকারই বলিতেছেন :—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। ২৬।

যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, ফল, জল আমায় ভক্তিপূর্ব্বক দেয়, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তির উপহার আমি গ্রহণ করিয়া থাকি।

ভাব—শুদ্ধচিত্ত—নিষ্কপটহৃদয়, গ্রহণ করিয়া থাকি—স্বীকার করিয়া থাকি। শুদ্ধ ভক্তগণ তাঁহাকে অর্পণ করিয়া সমুদায় ভোগ করিয়া থাকেন, পরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইবে। ২৬।

ভক্তিপূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়, ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন কেন? ভক্তের প্রতি অনুগ্রহের জন্য। ভক্তগণের কর্ত্তব্য সমুদায় তাঁহাতে অর্পণ করা। এক্ষণে উপদেশের পাত্রকে উপদেষ্টা এইরূপ উপদেশ করিতেছেন :—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্। ২৭।

যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু হবন কর, যাহা কিছু দাও, যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমুদায় আমায় অর্পণ কর।

ভাব—যাহা কিছু কর—শাস্ত্রসিদ্ধ বা লৌকিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; ভোগ কর—অন্নাদি গ্রহণ কর; যাহা কিছু দাও—সুবর্ণাদি দান কর; তপস্যা—উপবাসাদি; আমায় অর্পণ কর—যেরূপে অর্পণ করিলে আমায় অর্পণ করা হয় সেইরূপ কর। শ্রীমন্মধুসূদন বলেন, শ্লোকে 'কুরুষ্ব' এইরূপ আত্মনেপদ থাকার কারণ এই যে, যিনি সমর্পণ করিতেছেন তিনি তাহার ফলভাগী হইবেন। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে বলাতে এই দেখায় যে, কোন কর্ম্মই তুচ্ছ নহে। কায় মন ও বাক্যে মানব যাহা কিছু করে, তাহাই দুঃখ বা সুখের কারণ হয়। 'অবশ্যম্ভাবী কার্য্য সকল পরমগুরু আমায় অর্পণ করাই আমার ভজনা, ভজনার জন্য আর কোন ব্যাপার করিবার প্রয়োজন নাই' শ্রীমন্মধুসূদন যে এই কথা বলিয়াছেন, তাহা—"যাঁহা হইতে ভূতগণের চেষ্টা সমুপস্থিত হয়, যিনি

এই সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে *,"—এই উক্তির রীতিতে সিদ্ধ পায়। "অনন্যভক্ত কর্ম্ম করিয়া তাহা সমর্পণ করেন না, কিন্তু অর্পিত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া থাকেন" এই যুক্তিতে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ এই সমর্পণ ব্যাপার যে উৎকৃষ্টতম তাহা স্বীকার করেন না। 'সমর্পণ' এই বাক্যটির যখন 'আমাকে অর্পণ কর' এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তখন—'সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের নিমিত্ত, এই বলিয়া সমর্পণ করে' †—এই রীতিতে সমর্পিত হইয়া থাকে। 'যেরূপে আমাতে অর্পিত হয় সেইরূপ কর' শ্রীমদ্রামানুজ প্রভৃতি 'মদর্পণ' বাক্যের এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ভগবানের আজ্ঞাপালন হইতেছে এই বুদ্ধিতে ভক্ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইটি গীতাসম্মত কর্ম্মসমর্পণ। কায় মন ও প্রাণাদি সমুদায় ভগবানে সমর্পণ করিয়া সেই অর্পিত কায়াদি দ্বারা ভগবৎপ্রেরণায় যখন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন চিরার্পিততাবশতঃ তাহা অর্পণসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। পূর্ব্বোক্তটি সাধকের পক্ষে শেষোক্তটি সিদ্ধের পক্ষে, এই বিশেষ। কোন কোন কর্ম্মসম্বন্ধে সিদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলেও ক্রিয়া যখন অনন্ত তখন সিদ্ধেরও সাধনাবস্থা সর্ব্বথা তিরোহিত হয় না, এজন্য কর্ম্মসমর্পণব্যাপার চিরকালই থাকিবে। এরূপ হইলে সিদ্ধ ও অসিদ্ধে বিশেষ কি, ইহা বলিতে পারা যায় না। কতকগুলি কর্ম্মে সিদ্ধ হইলে কর্ম্মসমর্পণব্যাপার যখন আয়াসসাধ্য থাকে না, তখন সেই কর্ম্মগুলিতে সিদ্ধ হওয়া যে কিছুই নয়, ইহা বলিতে পারা যায় না। ২৭।

এইরূপে কর্ম্মসমর্পণ করিলে কি হয় আচার্য্য তাহা বলিতেছেন :—

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥২৮।

এইরূপে শুভাশুভফলযুক্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। মুক্ত হইয়া, কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগযুক্তাত্মা হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ভাব—শুভ ও অশুভ—ইষ্ট ও অনিষ্ট; মুক্ত—জীবিতাবস্থায়; আমাকেই—অন্তর্য্যামীকেই। ভগবানেতে যে সকল কর্ম্ম অর্পিত হয় নাই উহারাই বন্ধনের কারণ। যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করিয়া আজ্ঞাপালনের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার অহং-মম-ভাব থাকে না, সুতরাং উহা জীবন্মুক্তির কারণ হয়। কৈ এখানে যোগত্রয়ের মিলন কোথায়? ভগবানে অর্পণ করিতে হইলে ভগবদ্জ্ঞানের প্রয়োজন, অর্পণ ভক্তিব্যাপার, ইহাতে

---

* গীতা ১৮ অ, ৪৬ শ্লোক।

† ভাগবত ১১ স্ক, ২ অ, ৩৬ শ্লোক।

যোগত্রয়ের একীভাব বাধা পাইতেছে না। এ শাস্ত্রে এই একীভাবের প্রাধান্য পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ২৮।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহাতে ভক্তানুগ্রহশীল ভগবানের বৈষম্য হয় না, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্। ২৯।

সকল ভূতের প্রতিই আমি সমান, আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, আমার কেহ প্রিয় নাই। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাহারা আমাতে এবং আমিও তাহাদিগেতে।

ভাব—সকল ভূত—সকল প্রাণী; আমি—অন্তর্য্যামী; সমান—তুল্য, বৈষম্য-বিহীন। 'যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমায় ভজনা করে, তাহারা আমাতে এবং আমিও তাহাদিগেতে' ইহা কি বৈষম্য নয়? না বৈষম্য নয়। কেন? 'তাহারা আমাতে এবং আমিও তাহাদিগেতে' এই কথা বলাতে প্রকাশ পাইতেছে যে ভক্তিতে তাঁহাদিগের নয়ন নির্ম্মল হইয়াছে, তিনি তাঁহাদিগের সেই নির্ম্মলনয়নপথগত। এস্থলে কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্য কাহাকেও গ্রহণ করিতেছেন তাহা নহে। যখন তিনি সর্ব্বগত তখন ইহা অসম্ভব। চক্ষুর দোষ হইলে বস্তু নিকটে থাকিতেও যেমন চক্ষুর বিষয় হয় না, সেইরূপ ভগবান্ নিত্য সন্নিহিত থাকিয়াও যে অভক্তগণের নয়নগোচর হন না, তাহার কারণ তাহাদিগেরই দৃষ্টিদোষ, ভগবানের বৈষম্য নহে। শ্রীমদ্গিরি বলিয়াছেন :—'সেই অচিন্ত্যমাহাত্ম্যযুক্ত ভজন দ্বারা পরিশুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমাতে অর্থাৎ আমার সমীপে থাকে—তাহাদের চিত্ত আমার অভিব্যক্তিযোগ্য হয়।' 'সর্ব্বত্র আমি অবৈষম্যভাবাপন্ন হইলেও আমাতে ভক্তবাৎসল্যলক্ষণাক্রান্ত বৈষম্য আছে' বৈষ্ণবগণের এ সিদ্ধান্ত বিচারে দাঁড়ায় না। সর্ব্বত্র বাৎসল্য সমান থাকিলেও সেই বাৎসল্য অনুভব করিবার সামর্থ্যের তারতম্য আছে বলিয়া অনুগ্রহ উপলব্ধি করিবার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যখন পাপবাসনাবশতঃ বিকার থাকে তখন আপনার কল্যাণ, অকল্যাণের মত প্রতিভাত হয়, ভগবানের বাৎসল্য নিগ্রহ বলিয়া মনে হয়। শ্রীমন্মধুসূদন ঠিকই বলিয়াছেন—'যেরূপ সূর্য্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও স্বচ্ছ দর্পণে উহা প্রকাশ পায়, অস্বচ্ছ ঘটাদিতে নহে, অথচ ইহা বলিতে পারা যায় না যে, দর্পণে প্রকাশ পায় বলিয়া উহা দর্পণে অনুরক্ত, ঘটে প্রকাশ পায় না বলিয়া উহা ঘটকে দ্বেষ করে, সেইরূপ সর্ব্বত্র সমান হইলেও স্বচ্ছ ভক্তহৃদয়ে আমি প্রকাশ পাই, অস্বচ্ছ অভক্ত হৃদয়ে আমি প্রকাশ পাই না, ইহাতে আমি কাহার প্রতি অনুরক্ত, কাহাকেও দ্বেষ করি, এরূপ নহে। যে বস্তুর যে স্বভাব তাহা হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে

কোন অনুযোগ করা যাইতে পারে না। এস্থলে বহ্নির ন্যায় কল্পতরুর ন্যায়* অবৈষম্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে।"২৯।

অতিশয় পাপীদিগেরও ভগবদ্ভজনে অধিকার আছে, অধিকার না থাকিলে তাহাদের চিরকালের জন্য মোক্ষাভাব উপস্থিত হয়; ভগবানের মহতী নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়, এবং তিনি আপনি যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, সে নিয়ম নিজেরই ভঙ্গ করা হয়, কেন না তাহাদিগের অনুমোদনের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া, আপন ইচ্ছায় তিনি তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। আচার্য্য এজন্যই তাহাদিগের মোক্ষের উপায় বলিতেছেন :—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ। ৩০।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ৩১।

যদি নিতান্ত দুরাচার হয় অথচ অন্য কাহারও ভজনা না করিয়া আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে, কেন না সে উৎকৃষ্ট অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়, নিত্য শান্তি লাভ করে। হে পার্থ, [অপরের নিকটে] প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, আমার ভক্ত বিনাশ পায় না।

ভাব—নিতান্ত দুরাচার—অতিবিগর্হিতকর্ম্মা; অন্য কাহারও ভজনা না করিয়া—অনন্যভক্তিবশতঃ অন্য কোন দেবতার ভজনা না করিয়া; আমার—অন্তর্যামীর; সাধুই মনে করিতে হইবে—পূর্ব্বে অসাধু থাকিলেও এখন সাধুই মনে করিতে হইবে; কি জন্য? সে উৎকৃষ্ট অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে সাধুসমুচিত নিশ্চয়ভাব আশ্রয় করিয়াছে। কেবল যে উৎকৃষ্ট অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে তাহা নহে, শীঘ্রই সে ধর্ম্মাত্মা—সদাচারনিষ্ঠমনা হইবে; নিত্য—অপুনরাবর্ত্তনশীল; শান্তি—উপশম, দুরাচার-নিবৃত্তি, মৎপ্রাপ্তিবিরুদ্ধ আচারের নিবৃত্তি—শ্রীমদ্রামানুজ, চিত্তের উপপ্লবনিবারক পরমেশ্বরনিষ্ঠা—শ্রীমচ্ছ্রীধর, পুনঃ পুনঃ অনুতপ্ত হইয়া আমার স্মৃতির প্রতিকূল বিষয় হইতে নিরতিশয় নিবৃত্তি—শ্রীমদ্বলদেব, বিষয়ভোগস্পৃহানিবৃত্তি—শ্রীমন্মধুসূদন। দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন ভজনশীল ব্যক্তি চিরাভ্যস্ত পাপ পরিত্যাগ

* যে কোন ব্যক্তি অগ্নির সমীপবর্ত্তী হয় সেই তাহার উষ্ণতাদি সম্ভোগ করে; যদি কেহ তাহার সমীপে না যায় তাহা হইলে সে উষ্ণতাদি পায় না বলিয়া অগ্নিতে কোন বৈষম্য ঘটে না। কল্পতরুসম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

করিতে পারে না, সেই পাপ তাহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাহার উপরে স্বপ্রভুত্ব বিস্তার করে। এরূপ হইলে 'সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়' ইত্যাদি কথা কিরূপে সিদ্ধ হয়? পাপ কখন নিত্যকাল স্থায়ী নহে, পাপ নিজের বিনাশের বীজ নিজে বক্ষে করিয়া উৎপন্ন হয়; যেমন ক্রোধ আপনার আলম্বন উন্মূলন করিয়া আপনি বিনাশ পায়। প্রেম কিন্তু সেরূপ নহে। কারণ প্রেম আপনার আলম্বনের স্থায়িতা আকাঙ্ক্ষা করিয়া তৎসহকারে নিত্যকাল স্থায়ী হয়। যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে ভগবানের উদ্দেশ্যে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় তাহা কখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। যেমন অজামিল যৌবনারম্ভে যে সদাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিল তাহার পতনের অবস্থায় উহা গূঢ়রূপে তাহাতে অবস্থিতি করিতেছিল, বিপৎকালে উহা আপনার শক্তি প্রকাশ করিয়া তাহাকে অনুতপ্ত ও যোগানুষ্ঠানে স্থিরপ্রতিজ্ঞ করিল, এবং সেই যোগেই তাহার মোক্ষলাভ হইল। অতএবই আচার্য্য বলিয়াছেন, হে কৌন্তেয়, বিস্তৃত জনসমাজে সাক্ষিরূপে আপনাকে উপস্থিত করিয়া নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা কর, আমার ভক্ত বিনাশ পায় না—দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। এ প্রতিজ্ঞা যদিও স্বয়ং সর্ব্বান্তর্যামীর, এবং সকলের হৃদয়ে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তথাপি পাপাচ্ছন্ন হৃদয়ে উহা প্রকাশ পায় না, এজন্য উহার ক্রিয়াকারিতাও প্রচ্ছন্ন থাকে। অতএব যে সকল ব্যক্তি পাপাচার হইতে নিবৃত্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বান্তর্যামীর সেই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিলে নিরাশচিত্তসকলেতে আশার সঞ্চার হয়। আচার্য্য সেই ভাবেই ভগবানের মুখের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ৩০। ৩১।

কুলগত দোষহীন ব্যক্তিগণের সদ্গতির কথা প্রচার করিয়া এক্ষণে যাহারা বংশপরম্পরায় সদোষ ও জ্ঞানহীন তাহাদিগেরও ভগবানের আশ্রয় গ্রহণে গতি হয়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্। ৩২।

আমায় আশ্রয় করিয়া, হে পার্থ, যাহারা নিকৃষ্টজাতি, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র তাহারাও পরমগতি লাভ করিয়া থাকে।

ভাব—নিকৃষ্টজাতি—নিকৃষ্ট বংশোৎপন্ন; স্ত্রী—স্ত্রীপ্রজ্ঞাবতী *, ব্রহ্মবাদিনী নহে; বৈশ্য—কৃষিকার্য্যাদিতে রত, শাস্ত্রানুশীলনপরায়ণ নহে, শূদ্র—নীচবৃত্ত্যাশ্রিত, শোকার্হ, গর্ভজাত নারদের ন্যায় ভগবদ্গুণশ্রবণকীর্ত্তনে রত নহে; এসকল লোকও

* সে কালে দুই প্রকারের নারী ছিলেন,—স্ত্রীপ্রজ্ঞা ও ব্রহ্মবাদিনী। যাঁহারা কেবল সংসারকার্য্যে ব্যাপৃতা তাঁহারা স্ত্রীপ্রজ্ঞা, আর যাঁহারা ব্রহ্মচিন্তায় নিরতা, তাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী। যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা, মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী।

অন্তর্যামী আমায় আশ্রয় করিয়া—আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়া, পরমগতি—উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। ৩২।

নিকৃষ্টবংশোৎপন্নগণ যদি প্রকৃষ্ট গতি লাভ করে, তাহা হইলে যাঁহারা উত্তম বংশোৎপন্ন তাঁহাদের যে প্রকৃষ্ট গতি হয় তাহা আর বলিতে হয় না, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। ৩৩।

পবিত্রজন্মা ভক্ত ব্রাহ্মণ ও দেবর্ষিগণের কথা আর কি বলিব ? অনিত্য অসুখের হেতু ইহলোকে থাকিয়া আমায় ভজনা কর।

ভাব—তুমি যখন রাজর্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন এই অনিত্য, অশান্তি, অসুখ ও দুঃখের নিলয় লোক প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্যামী আমায় পশ্চাদুল্লিখিত নিয়ম আশ্রয়পূর্ব্বক ভজনা কর। ৩৩।

কিরূপে ভজনা করিতে হইবে, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ। ৩৪।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

মচ্চিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, আমাকেই যাজনা কর, আমায় নমস্কার কর। মৎপরায়ণ হইয়া আত্মসমাধানপূর্ব্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ভাব—সংসারিগণের মন বিষয়ে নিবিষ্ট, তোমার মন অন্তর্যামীতে নিবিষ্ট হউক, একথা বলিয়া জ্ঞানযোগী হও; আমার ভক্ত হও, একথা বলিয়া ভক্তিযোগী হও; আমাকেই যাজনা কর একথা বলিয়া কর্ম্মযোগী হও, আচার্য্য বলিয়াছেন। মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত, আমায় যজনশীল, এ তিন একই সময়ে এক ব্যক্তিতে যখন সম্ভব হয় তখন যোগত্রয়ের ঐক্য, পৃথক্ ভাবে স্থিতি নয়, সিদ্ধ হইতেছে। এরূপ করিয়া কি হইবে? মৎপরায়ণ ও মদেকাশ্রয় হইয়া মনঃসমাধানপূর্ব্বক অন্তর্যামী আমায় লাভ করিবে। ৩৪।

নবমাধ্যায়ের অর্থসংগ্রহে অসদ্বাদপথাশ্রয়িগণ যাহা বলিয়াছেন তাহার সার শ্রীমন্নর-হরিকৃত গীতার্থসারসারসংগ্রহে এইরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে :—"আমি জগতে অবস্থিত, আমি জগতে নই, একথা বলাতে অধিষ্ঠানের সত্যত্ব, এবং [সেই অধিষ্ঠানে যাহা] কল্পিত তাহার মিথ্যাত্ব হইতেছে। ভগবান্ লোকদৃষ্টিতে সেই মত দৃঢ় করিতেছেন, আত্ম-

দৃষ্টিতে অধিষ্ঠান নয় কিন্তু 'আমি আছি' ইহাই প্রকৃষ্টরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিনি সত্তা প্রস্ফুরিত করিতেছেন, এবং নিয়ন্তা হইয়া অবস্থান করিতেছেন, অথচ জীবের ন্যায় লিপ্ত হইতেছেন না, এই যে যোগ ইহা ঈশ্বরোচিত। মায়াশক্তিবিজৃম্ভিত, জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিসংযুক্ত সেই যোগ শ্রুতি ও যুক্তি সহকারে তিনি দেখাইয়াছেন। শ্রীমচ্ছ্রীধরকৃত সারসংগ্রহ যথা—"নিজের আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য, ভক্তির অদ্ভুত বৈভব, রাজগুহ্যাখ্য নবম অধ্যায়ে করুণাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন।" শ্রীনদ্বলদেবকৃত সারসংগ্রহ যথা—"পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া ভক্তি গঙ্গার ন্যায় স্পর্শমাত্রে সমুদায় পাপ বিনাশ করে, ইহাই রাজগুহ্য।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।
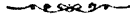
সপ্তমাধ্যায়ে সংক্ষেপে এবং নবমাধ্যায়ে 'আমি যজ্ঞ' * ইত্যাদিতে ভগবানের বিভূতি উক্ত হইয়াছে। কেবল পরমাত্মরূপে গ্রহণ করিলে জ্ঞানভক্ত্যাদির পরিপুষ্টি হয় না, ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলে তাঁহার স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান দৃঢ় হয় এজন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ। "সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে ভগবানের তত্ত্ব ও বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে" শ্রীমচ্ছঙ্করের এই কথার তত্ত্বই বা কি বিভূতিই বা কি ইহা প্রদর্শন জন্য শ্রীমদ্গিরি বলিয়াছেন—"তত্ত্ব সোপাধিক ও নিরুপাধিক ; সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-প্রতিপত্তির (সিদ্ধির) উপযোগী বিভূতি।" "এক্ষণে যে যে ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয় সেই সেই ভাব বক্তব্য", এস্থলে তিনি বলিয়াছেন,—"ধ্যানে সবিশেষ প্রধানভাবে, এবং নির্ব্বিশেষপ্রতিপত্তিতে (জ্ঞানে) অপ্রধানভাবে বক্তব্য।" "কাশ্যপ বলেন জীব হইতে ঈশ্বর যখন অন্য, তখন ঐশ্বর্য্যবিষয়ক বুদ্ধি শ্রেয়ঃসাধক †।" "বাদরায়ণ বলেন, আত্মবিষয়ক বুদ্ধি শ্রেয়ঃসাধক ‡।" "শাণ্ডিল্য বলেন শ্রুতি ও যুক্তি উভয়েতেই ঐশ্বর্য্য ও আত্মবিষয়ক বুদ্ধি শ্রেয়ঃসাধক §", শ্রীমচ্ছাণ্ডিল্য এরূপ বলিয়া ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট পরমাত্মার উপাসনা স্বীকার করিয়াছেন, অথচ বিভূতিসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "বিভূতিগুলি যখন প্রাণী তখন তাহাদিগেতে ভক্তি মুক্তির জন্য নহে ||।" 'বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমি বাসুদেব ¶' এই কথায় বিভূতিগুলির মধ্যে বাসুদেবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বাসুদেবাকারে তিনি পরব্রহ্ম, এবং শাস্ত্রেও তিনি পরব্রহ্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন—এই বলিয়া শাণ্ডিল্য তাঁহার বিভূতিত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন। ফল কথা এই, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের সাহায্যার্থ বিভূতি কথিত হইয়াছে। বৃষ্ণিবংশাবতংস বসুদেবতনয় ভগবানের স্বরূপাবির্ভাবের ভূমি, এজন্যই বিভূতিগণের মধ্যে তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। এস্থলে শ্রীমদ্গিরি যে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষাদি তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা পরে বিচার করা যাইবে। এস্থলে ভগবানের ঐশ্বর্য্যমধ্যে তাঁহার দর্শন ঘটিতে পারে, এজন্য শরণাগত শিষ্য অর্জ্জুনকে আচার্য্য পুনরায় বলিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া। ১।

---

* গীতা ৯ অ, ১৬ শ্লোক।
† শাণ্ডিল্যসূত্র ২৯ সূত্র।
‡ শাণ্ডিল্যসূত্র ৩০ সূত্র।
§ " ৩১ "।
|| " ৫০ "।
¶ গীতা ১০ অ, ৩৭ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি প্রীতিমান্, তোমার হিতের জন্ম আমি পুনরায় যে উৎকৃষ্ট কথা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর।

ভাব—প্রীতিমান্—আমার কথা শ্রবণে প্রীতিযুক্ত ; আমি—অন্তর্যামী ; পুনরায়—পূর্ব্বে একবার সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে আবার [বলিতেছি]। পুনঃ পুনঃ বলিলে সে কথা বিরস হয়, কিন্তু যেখানে প্রীতি আছে, সেখানে সেই কথা পুনঃ পুনঃ বলিলে মধুরতম প্রতীত হইয়া থাকে। ১।

যদি একবার বলা হইয়াছে, তবে আবার কেন বলিতে প্রবৃত্ত, এই জিজ্ঞাসা স্বয়ং উদ্ভাবন করিয়া এই জ্ঞানের দুর্ল্লভত্ব উল্লেখপূর্ব্বক আচার্য্য তাহার উত্তর দিতেছেন :—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ। ২।

আমার প্রভব দেবগণও জানে না, মহর্ষিগণও জানে না। আমি সর্ব্বথা সমুদায় দেবগণের আদি, আমি সমুদায় মহর্ষিগণের আদি।

ভাব—প্রভব—নাম, রূপ, স্বরূপ, স্বভাবাদি—শ্রীমদ্রামানুজ, বিভূতিযোগে আবির্ভাব—শ্রীমচ্ছ্রীধর ও মধুসূদন, অনাদি, দিব্য স্বরূপ, গুণ ও বিভূতির বিদ্যমানতায় বিদ্যমান—শ্রীমদ্বলদেব,—প্রভাব, শক্ত্যতিশয়। দেবগণ ও ভৃগু আদি ঋষিগণ তাহার অন্ত জানে না। কেন? না আমি দেবগণ ও ঋষিগণের উৎপত্তির কারণ। যে যাহার কারণ সে তাহার অতীত হইয়া অবস্থিত, সুতরাং তৎসম্পর্কীয় পূর্ণ জ্ঞান তাহা হইতে যাহারা উৎপন্ন তাহাদিগেতে সম্ভবে না। এজন্যই আমি স্বয়ং সেই জ্ঞান বলিতেছি। ২।

সেই জ্ঞানই যে মোক্ষসাধন আচার্য্য তাহা বলিতেছেন :—

যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৩।

যে আমাকে অজ, অনাদি, লোকসকলের মহেশ্বর বলিয়া জানে, সেই মনুষ্যগণমধ্যে মোহশূন্য, সেই সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

ভাব—আমাকে—অন্তর্যামীকে ; অজ—জন্মরহিত ; অনাদি—নিত্যকাল বিদ্যমান। শ্রীমদ্রামানুজ এই শ্লোকের এই অভিপ্রায় নির্ণয় করিয়াছেন :—"ইহলোকে রাজা অন্যান্য মনুষ্যের সমজাতীয়, কোন কর্ম্মগুণে তিনি আধিপত্য লাভ করিয়াছেন ; সেইরূপ

দেবগণের অধিপতি, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিও সংসারিগণের সমজাতীয়, কেন না ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিও ত্রিভুবনের অন্তর্গত,—শ্রুতি বলিয়াছেন 'যিনি ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন।' অপর যে কেহ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও সংসারিগণের সমজাতীয়। লোকমহেশ্বর সমজাতীয় নহেন, কেন না কার্য্য কারণ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, অচেতনত্ব, সুখ দুঃখ এসকল হইতে ইনি বিমুক্ত, এবং নিখিল উপাদেয়, অবধিবিরহিত, অতিশয়, অসংখ্যেয় কল্যাণগুণপ্রবাহ এবং নিয়ন্তৃস্বভাববশতঃ সকল শাসনযোগ্য চেতন হইতে অন্য প্রকার। যে ব্যক্তি মোহরহিত হইয়া ভগবান্‌কে মনুষ্যদেবাদির অসমজাতীয় বলিয়া জানেন, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন।" শ্রীমদ্বলদেব শ্রীমদ্রামানুজের অনুসরণ করিয়া বিশেষণসকলের এই প্রকারে সার্থকতা দেখাইয়াছেন,—"এস্থলে 'অজ' এই বিশেষণে প্রধান অচিদ্বর্গ ও সংসারিবর্গ হইতে ভিন্ন; অচিদ্বর্গ নিজের পরিণাম ও সংসারিবর্গ দেহের জন্ম দ্বারা জন্মবান্। 'অনাদি' এই বিশেষণে মুক্ত চিদ্বর্গ হইতেও ভিন্ন; তাঁহারা এখন জন্মরহিত হইলেও আদিমান্, কেন না পূর্ব্বে দেহযোগে তাঁহাদিগের জন্ম হইয়াছিল। 'লোকমহেশ্বর' এই বিশেষণে নিত্যমুক্ত এবং প্রকৃতি ও কাল হইতে ভিন্ন, কেন না তাঁহাদের অনাদি অজত্ব হইলেও লোকমহেশ্বরত্ব নাই। আবার 'অনাদি' বিশেষণে বিধিরুদ্র হইতেও ভিন্নতা হইতেছে, কেন না তাঁহাদের যে লোকমহেশ্বরতা তাহার আদি আছে, সর্ব্বেশ্বর হইতেই তাঁহাদের লোকমহেশ্বরত্ব উৎপন্ন।" ৩।

সর্ব্বলোকমহেশ্বর আমা হইতেই জীবগণের বুদ্ধি আদি হয়, ইহাই আচার্য্য দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন :—

> বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
> সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ। ৪।
> অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
> ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ। ৫।

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, শম, দম, সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ, ভূতগণের এই সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ ভাব আমা হইতেই হইয়া থাকে।

ভাব—বুদ্ধি—অন্তঃকরণের সূক্ষ্মাদি বিষয় বুঝিবার সামর্থ্য—শ্রীমচ্ছঙ্কর, বলদেব, মধুসূদন ও বিশ্বনাথ, মনের দ্বারা চিৎ ও অচিৎ বস্তু বুঝিবার সামর্থ্য—শ্রীমদ্রামানুজ, কার্য্যাকার্য্যবিনিশ্চয়—শ্রীমন্মাধব, সারাসারবিবেকনৈপুণ্য—শ্রীমচ্ছ্রীধর; জ্ঞান—আত্মাদিপদার্থবোধ—শ্রীমচ্ছঙ্কর ও মধুসূদন, চিৎ ও অচিৎ বস্তুবিশেষঘটিত নিশ্চয়—

শ্রীমদ্রামানুজ ও বলদেব, প্রতীতি—শ্রীমন্মাধ্ব, আত্মানাত্মবিবেক—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ, আত্মবিষয়ক (জ্ঞান)—শ্রীমচ্ছ্রীধর; অসম্মোহ—উপস্থিত বোধ্যবিষয়সমূহেতে বিবেকপূর্ব্বক প্রবৃত্তি—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অসমজাতীয় শুক্তিকাদি বস্তুতে পূর্ব্বে রজতাদি সজাতীয় বুদ্ধি যে জন্মিয়াছিল তাহার নিবৃত্তি—শ্রীমদ্রামানুজ, ব্যাকুলতার অভাব—শ্রীমচ্ছ্রীধর, ব্যগ্রতার অভাব শ্রীমদ্বলদেব, উপস্থিত বোদ্ধব্য কর্ত্তব্যসমূহে অব্যাকুল ভাবে বিবেকযোগে প্রবৃত্তি—শ্রীমন্মধুসূদন; ক্ষমা—আক্রোশ বা তাড়নার বিষয় হইয়াও অবিকৃতচিত্ততা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, মনোবিকারের কারণসত্ত্বেও অবিকৃতচিত্ততা—শ্রীমদ্রামানুজ, সহিষ্ণুতা—শ্রীমচ্ছ্রীধর, বলদেব ও বিশ্বনাথ, আক্রোশ ও ভয়ের আস্পদ হইয়াও নির্ব্বিকারচিত্ততা—শ্রীমন্মধুসূদন; সত্য—যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত আপনার অনুভব অপরের বুদ্ধিতে সংক্রামিত করিবার জন্য ঠিক সেইরূপে উচ্চারিত বাক্য—শ্রীমচ্ছঙ্কর, যথাদৃষ্টবিষয় ও ভূতহিতরূপ বচন সত্য, সেই সত্যের অনুরূপ মনোবৃত্তি ও চেষ্টা দ্বারা পরিশুদ্ধ এক প্রকার মনোবৃত্তি—শ্রীমদ্রামানুজ, যথার্থ ভাষণ—শ্রীমচ্ছ্রীধর ও বিশ্বনাথ, যথাদৃষ্ট বিষয় পরহিতভাষণ—শ্রীমদ্বলদেব, প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় বুঝা হইয়াছে তাহাকে ঠিক সেইরূপে বলা—শ্রীমন্মধুসূদন; দম—বাহেন্দ্রিয়ের উপশম বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, সমুদায় বাহেন্দ্রিয়গণের অনর্থকর বিষয়সমূহ হইতে নিয়মন—শ্রীমদ্রামানুজ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—শ্রীমন্মাধ্ব; শম—অন্তঃকরণের উপশম, অন্তঃকরণের সংযম, পরমাত্ম-নিষ্ঠা—শ্রীমন্মাধ্ব; সুখ—আহ্লাদ, অনুকূলানুভবজনিত মনের হর্ষ; দুঃখ—সন্তাপ, প্রতিকূলানুভবজনিত মনের বিষাদ; ভব—উদ্ভব, জন্ম, সত্তা; অভাব—তাহার বিপরীত, মৃত্যু, অসত্তা; ভয়—ত্রাস; আগামী দুঃখ দেখিয়া তজ্জন্য দুঃখ—শ্রীমদ্রামানুজ ও বলদেব; অভয়—ভয় নিবৃত্তি; অহিংসা—প্রাণিগণের পীড়া না জন্মান, পরপীড়া-নিবৃত্তি, পরদুঃখের কারণ না হওয়া—শ্রীমদ্রামানুজ; সমতা—সমচিত্ততা, আপনাতে সুহৃদ্গণেতে ও বিপক্ষেতে অর্থ ও অনর্থে সমবুদ্ধি—শ্রীমদ্রামানুজ, রাগদ্বেষাদিরাহিত্য—শ্রীমচ্ছ্রীধর; তুষ্টি—সন্তোষ, লাভে পর্য্যাপ্তবুদ্ধি—শ্রীমচ্ছঙ্কর, সর্ব্বপ্রকার লাভেতে পরিতোষস্বভাবতা—শ্রীমদ্রামানুজ, তৃপ্তিবুদ্ধি—শ্রীমন্মাধ্ব, দৈবলব্ধ বিষয়ে সন্তোষ—শ্রীমচ্ছ্রীধর, ভোগেতে 'এতেই যথেষ্ট' এই বুদ্ধি—শ্রীমন্মধুসূদন; তপ—ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক শরীরপীড়ন—শ্রীমচ্ছঙ্কর, শাস্ত্রসিদ্ধ সম্ভোগের সঙ্কোচ—শ্রীমদ্রামানুজ, শাস্ত্রীয় মার্গে দেহেন্দ্রিয়শোষণ—শ্রীমন্মধুসূদন; দান—যথাশক্তি ভাগ করিয়া দেওয়া—শ্রীমচ্ছঙ্কর, আপনার ভোগ্য বিষয় অপরকে দেওয়া—শ্রীমদ্রামানুজ, ন্যায়ার্জ্জিত ধনাদি পাত্রে অর্পণ—শ্রীমচ্ছ্রীধর, আপনার ভোগ্য বিষয় সৎপাত্রে অর্পণ—শ্রীমদ্বলদেব, দেশকালে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাশক্তি সৎপাত্রে অর্থ সমর্পণ—শ্রীমন্মধুসূদন; যশ—ধর্ম্মনিমিত্ত কীর্ত্তি—শ্রীমচ্ছঙ্কর, গুণসমুৎপন্ন প্রসিদ্ধি—শ্রীমদ্রামানুজ, সৎকীর্ত্তি—শ্রীমচ্ছ্রীধর; অযশ—তাহার বিপরীত; ভূতগণের—প্রাণিগণের; আমা হইতে—অন্তর্যামী হইতে।

প্রাণিগণের পূর্ব্বোক্ত ভাবসমূহ পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া স্বকর্ম্মানুরূপ হয়—শ্রীমচ্ছঙ্কর; ভাব—যে বৃত্তি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু, উহা আমা হইতেই হয়—আমার সঙ্কল্পের অধীন হইয়া হয়; সকল ভূতের সৃষ্টি ও স্থিতিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত, তাঁহাদের প্রবৃত্তি আমার সঙ্কল্পের আয়ত্ত—শ্রীমদ্রামানুজ, ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সাধনবৈচিত্র্যে ভাব সকল নানাবিধ—শ্রীমন্মধুসূদন। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণানুসারে বিবিধ প্রকারের ভাব উপস্থিত হয় ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। ৪। ৫।

কেবল ভাব নহে, সেই ভাবসম্ভূত প্রজাতন্ত্রবিস্তারক ঋষি ও মনুগণ উৎপন্ন হইয়াছেন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ। ৬।

পৃথিব্যাদি লোকে এই সকল প্রজা যাঁহাদের সন্তান সন্ততি, সেই সাত জন এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন মহর্ষি এবং মনুগণ আমারই ভাব, আমারই মানসজাত।

ভাব—সাত জন—ভৃগু প্রভৃতি; চারি জন-সনকাদি; মনুগণ—স্বয়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ; আমার ভাব—আমার সামর্থ্যযুক্ত, আমার সঙ্কল্পের অনুবর্ত্তী—শ্রীমদ্রামানুজ, চিন্তাপরায়ণ, আমার চিন্তা করে বলিয়া অসীম জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি তাঁহাদিগেতে আবির্ভূত—শ্রীমন্মধুসূদন ও বলদেব, আমাতেই যাহাদের ভাব—মন—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; মানসজাত—চিৎস্বরূপসমুৎপন্ন। 'বুদ্ধি আদি ভাব আমা হইতে' এই কথা বলিয়া 'আমারই ভাব' বলাতে ভগবানেতে প্রতিষ্ঠিত সেই সকল নিত্যভাব হইতে প্রজাতন্ত্র-প্রবর্ত্তকগণ উৎপন্ন হইয়াছেন ইহা বুঝা যাইতেছে। অতএব তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানপ্রধান, কেহ কেহ ক্ষমাপ্রধান, কেহ কেহ সত্যপ্রধান এইরূপ। এই সকল ভাব এক চিৎস্বরূপেরই প্রকাশ, সুতরাং ইঁহারা সকলে চিৎস্বরূপসমুৎপন্ন ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। ৬।

বুদ্ধি আদি ইঁহাদের উপাদান, এজন্যই ঋষি প্রভৃতি বিভূতি। ভগবানের সেই সেই বিষয় সাধন করিবার সামর্থ্যই যোগ। সেই বিভূতি এবং সেই যোগের জ্ঞান হইতে বিকল্পবর্জ্জিত যোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ৭।

আমার এই বিভূতি ও যোগ যে ব্যক্তি তত্ত্বতঃ জানে, সে অবিকল্প যোগে যুক্ত হয়, ইহাতে আর সংশয় নাই।

ভাব—আমার—অন্তর্যামীর; বিভূতি—বিস্তার—শ্রীমচ্ছঙ্কর, বিবিধ প্রকার

হওয়া বিভূতি, বৈভব, সর্ব্বাত্মকতা—শ্রীমদ্গিরি, আমার আয়ত্তাধীন উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রবৃত্তিরূপ [বিভূতি]—শ্রীমদ্রামানুজ, সমুদায় প্রপঞ্চের স্থিতি, প্রবৃত্তি, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও শক্তি আমার অধীন, এজন্য [বিভূতি] পরমেশ্বরের পরম ঐশ্বর্য্যরূপ—শ্রীমদ্বলদেব ; বুদ্ধি আদি মহর্ষি আদি বিভূতি—বিবিধ ভাব, সেই সেই ভাবেই ইহাদের স্থিতি—শ্রীমন্মধুসূদন ; যোগ—আত্মার যোগান, ঘটান অথবা যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্য—শ্রীমচ্ছঙ্কর, ঈশ্বরের সেই সেই বিষয় সম্পাদনে সামর্থ্য—শ্রীমদ্গিরি, উপাদেয় কল্যাণ-গুণাখ্য [যোগ]—শ্রীমদ্রামানুজ, অনাদি অজত্বাদি কল্যাণগুণরত্নসহ সম্বন্ধ—শ্রীমদ্বল-দেব, সেই সেই অর্থনির্ম্মাণসামর্থ্যরূপ পারমৈশ্বর্য্য—শ্রীমন্মধুসূদন, অবিকল্প—অপ্রকম্প্য—সম্যগ্দর্শনজনিত স্থৈর্য্যলক্ষণাক্রান্ত—শ্রীমচ্ছঙ্কর, ভক্তিযোগ—শ্রীমদ্রামানুজ ও বলদেব, সম্যগ্জ্ঞানস্থৈর্য্যলক্ষণাক্রান্ত সমাধি—শ্রীমন্মধুসূদন, আমার তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণ—শ্রীমদ্বিশ্ব-নাথ। ৭।

সে ব্যক্তি কিরূপ যোগে যুক্ত হন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ। ৮।

আমিই সকলের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতেই সকল প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতেরা ইহা জানিয়া ভাবযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন।

ভাব—আমি—সর্ব্বান্তর্যামী ; আমা হইতেই—অন্তর্যামী হইতেই ; প্রবৃত্ত হয়—চেষ্টান্বিত, ক্রিয়ান্বিত হয় ; পণ্ডিতেরা—পরমার্থতত্ত্বজ্ঞেরা ; ভাবযুক্ত—প্রীতিযুক্ত, আমার অনুধ্যানপরায়ণ ; ভাবযুক্ত—ভাবনা বা পরমার্থতত্ত্বাভিনিবেশ, তৎসমন্বিত—তদ্যুক্ত—শ্রীমচ্ছঙ্কর। শ্রীমচ্ছঙ্করের এই ব্যাখ্যানের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্গিরি বলিয়াছেন, প্রেম ও আদরের নাম অভিনিবেশ, সেই অভিনিবেশ থাকাই ভগবদ্ভজনের কারণ। ৮।

তাঁহারা কি প্রকারে ভজনা করেন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। ৯।

আমাতে তাহাদিগের চিত্ত, আমাতে তাহাদিগের প্রাণ প্রবিষ্ট, তাহারা পরস্পর আমার বিষয় বুঝায়, আমার কথা-কীর্ত্তন করে, প্রতিদিন এইরূপে পরিতুষ্ট হয়, আমোদিত হয়।

ভাব—আমাতে চিত্ত—আমাতে নিবিষ্ট মন, আমার স্মৃতিপরায়ণ, আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলামাধুর্য্যাস্বাদে লুব্ধমনা—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ ; আমাতে প্রাণ প্রবিষ্ট—প্রাণ

চক্ষুরাদি, আমাতে সমুদায় ইন্দ্রিয় নিবিষ্ট, অথবা মদ্গত জীবন—শ্রীমচ্ছঙ্কর, মদ্গত জীবিত, আমা বিনা আত্মধারণে অসমর্থ—শ্রীমদ্রামানুজ, মীন যেমন জল বিনা তেমনি আমা বিনা প্রাণ ধারণ করিতে অক্ষম—শ্রীমদ্বলদেব, আমিই যাঁহাদিগেতে বিদ্যমান—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; পরস্পর বুঝায়—আচার্য্যের নিকটে শ্রবণ করিয়া পরস্পর তর্কবিতর্কযোগে সহব্রহ্মচারিগণকে ভগবানের বিষয় বুঝায়—শ্রীমদ্গিরি, আমার রূপ-গুণ লাবণ্যাদি পরস্পরকে বুঝায়—শ্রীমদ্বলদেব, বিদ্বদ্গোষ্ঠীতে পরস্পর শ্রুতি ও যুক্তি সহকারে আমাকে বুঝায়—যাঁহারা জানিতে অভিলাষী তাঁহাদিগকে সেই কথা জ্ঞাপন করে—শ্রীমন্মধুসূদন, সৌহার্দ্দবশতঃ ভক্তির স্বরূপ ও প্রকারাদি জ্ঞাপন করে—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ; আমার কথা কীর্ত্তন করে—জ্ঞান-বল বীর্য্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট আমি, আমার কথা বলে—শ্রীমচ্ছঙ্কর, ভগবানই বিশিষ্টধর্ম্মযুক্ত শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা গুরুগণ শিষ্যদিগকে উপদেশ দেন—শ্রীমদ্গিরি, আমার দিব্য রমণীয় কর্ম্মসকল বলে—শ্রীমদ্রামানুজ, অতি বিচিত্র চরিত্র, স্বভক্তবাৎসল্যসমুদ্র আমার কথা বলে—শ্রীমদ্বলদেব, আপনার শিষ্য-গণকে আমারই কথা বলে, আমারই বিষয় উপদেশ দেয়, আমার রূপাদির ব্যাখ্যান করিয়া উচ্চ কীর্ত্তনাদি করে—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ, এইরূপে উৎকৃষ্টপানীয়সদৃশ স্মরণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন লক্ষণাক্রান্ত ভজনে [তাহারা পরিতুষ্ট হয়]—শ্রীমদ্বলদেব, যাঁহারা সমতুল্য তাঁহাদিগের পরস্পরে আমাতে চিত্ত সমর্পণ, বাহ্যেন্দ্রিয় অর্পণ ও জীবনার্পণ বুঝান এবং আপনা হইতে যাহারা ন্যূন তাহাদিগকে উপদেশ দান আমার ভজনা, সেই ভজনায় [পরিতুষ্ট হয়]—শ্রীমন্মধুসূদন; পরিতুষ্ট হয়—ইহাতেই আমাদের সমুদায় বিষয় লাভ হইয়াছে আর আমাদের লাভ করিবার কিছু নাই, এইরূপ মনের ধারণারূপ সন্তোষ তাহারা প্রাপ্ত হয়—শ্রীমন্মধুসূদন; আমোদিত হয়—সেই সন্তোষে সুখানুভব করে। ৯।

এইরূপে ভজনাকারী ব্যক্তিগণের ভগবদনুগ্রহে তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয় আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন:—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। ১০।

নিরন্তর আমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিয়া তাহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাই আমি তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ অর্পণ করি, যে বুদ্ধিযোগে আমায় তাহারা লাভ করে।

ভাব—বুদ্ধিযোগ—আমার তত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ দর্শন—বুদ্ধি, সেই সম্যক্ দর্শন সহ যোগই বুদ্ধিযোগ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, বুদ্ধিরূপ যোগ—উপায়—শ্রীমচ্ছ্রীধর, জ্ঞাননিষ্ঠা—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। ১০।

বুদ্ধিযোগে কিরূপে তাঁহারা ভগবান্‌কে লাভ করেন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন:—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। ১১।

তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই আমি তাহাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তিতে স্থিতি করি, এবং সেখানে থাকিয়া দীপ্যমান জ্ঞানদীপযোগে আমি তাহাদিগের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করি।

ভাব—বুদ্ধিবৃত্তিতে—শ্লোকে 'আত্মভাবস্থ' শব্দ আছে; আত্মভাব—আপনার ভাব অন্তঃকরণবৃত্তি তাহাতে অবস্থিত—শ্রীমচ্ছঙ্কর, তাহাদিগের মনোবৃত্তির বিষয় হইয়া অবস্থিত—শ্রীমদ্রামানুজ, বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিত—শ্রীমচ্ছ্রীধর, ভৃঙ্গ যে প্রকার পদ্মকোষে, সেইরূপ [আমি] তাহাদিগের ভাবে অবস্থিত—শ্রীমদ্বলদেব, আত্মাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে তাহার বিষয় হইয়া অবস্থিত—শ্রীমন্মধুসূদন, অন্তঃকরণরূপগৃহ, তাহাতে অবস্থিত—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; জ্ঞানদীপযোগে—বিবেকপ্রত্যয়রূপে; আমি—অন্তর্যামী; তম—মোহান্ধকার। শ্রীমচ্ছঙ্কর জ্ঞানদীপ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—"ভক্তিপ্রসাদরূপ তৈলে অভিষিক্ত, মদ্ভাবনা ও অভিনিবেশরূপ বায়ুদ্বারা প্রেরিত, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন-সংস্কারসম্পন্ন প্রজ্ঞারূপ বর্ত্তিকাযুক্ত, বিরক্তান্তঃকরণরূপ আধারবিশিষ্ট, বিষয় হইতে নিবৃত্ত, রাগদ্বেষ দ্বারা অকলুষিত, চিত্তরূপ নিবাত আবরণমধ্যে অবস্থিত, অবিচ্ছিন্ন একাগ্রধ্যানজনিত সম্যক্ দর্শনে প্রোজ্জ্বল জ্ঞানদীপ।" যাঁহারা সাধনে প্রবৃত্ত তাঁহারা পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ যে সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহাতে কখনই তাঁহাদিগের কৃতার্থতা হইত না যদি ভগবানের কৃপা তাঁহাদিগের অন্তরে তাঁহাদিগের উপযোগী সাধন সকল প্রকাশ না করিতেন। তিনি যে সকল সাধন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করেন সেই সকল অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সত্বর কৃতকৃত্য হন। এইরূপে ভগবান্ তাঁহাদের অন্তরে যাবজ্জীবন যে জ্ঞানালোক প্রকাশ করেন তদ্দ্বারা তাঁহারা উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধভূমিতে আরোহণ করিয়া থাকেন। সেই আলোকের অনুসরণ করিলে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না, এজন্য পতনের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া ভগবানেতে নিত্য স্থিতি হয়। এই আলোককে এখানে জ্ঞানদীপ বলা হইয়াছে, ঋক্‌সমূহে ইহাকেই প্রেরণা বলা হইয়াছে, যথা—"সেই সবিতা দেবতার বরণীয় জ্যোতি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করেন।" * ভক্তিসমুদ্রিক্ত হৃদয়ে এই প্রেরণা ভগবানের বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীমন্নারদ আপনার যে বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেই ইহা প্রকাশ পায়; যথা—"সেই মনুষ্যশূন্য অরণ্যে অশ্বত্থমূলে বসিয়া যেমন শুনিয়াছিলাম সেই ভাবে

* ঋগ্‌বেদ ৩ম, ৬২ সূ, ১০ ঋক্।

আত্মস্থ পরমাত্মাকে স্বয়ং চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবাবিভূত চিত্তে তাঁহার সেই চরণপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে উৎকণ্ঠাজনিত অশ্রুতে চক্ষু পূর্ণ হইল এবং হরি পুনঃ পুনঃ আমার হৃদয়ে প্রকাশ পাইলেন। নিরতিশয় প্রেমভরে অঙ্গে পুলক প্রকাশ পাইল, এবং অতিমাত্র আনন্দিত হইলাম। হে মুনি, আনন্দোচ্ছ্বাসে মগ্ন হইয়া ধ্যেয় ধ্যাতা উভয়ই আর দেখিতে পাইলাম না। মনের নিকটে অতি মনোহর শোকাপনয়নকারী ভগবানের রূপ আর দেখিতে না পাইয়া সহসা বৈক্লব্য-বশতঃ উন্মনা হইয়া উত্থান করিলাম। আবার তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষ করিয়া মন প্রণিধানপূর্ব্বক হৃদয়ে তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইলাম না, অপরিতৃপ্তের ন্যায় কাতর হইয়া পড়িলাম। এইরূপ সেই নির্জ্জন প্রদেশে যত্ন করিতেছি এমন সময় গম্ভীর মনোহর বাক্যে আমার শোক প্রশমন করিয়া, বাক্যের যিনি অগোচর তিনি আমায় বলিলেন, অহো, এ জন্মে তুমি আর আমায় দেখিতে পাইবে না। যাহাদিগের অন্তঃকরণে অদ্যও বাসনার গন্ধ আছে, সেই সকল কুযোগিগণের আমি দুর্দ্দর্শ। হে অনঘ, তোমার অভিলাষোদ্দীপনজন্য এক বার তোমায় এই রূপ দেখাইলাম। যে সাধক আমায় নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করে সে সমুদায় কামনা দূরে পরিহার করে। দীর্ঘকাল সংসেবা করিয়া আমাতে তোমার মতি দৃঢ় হইয়াছে। এই নিন্দনীয় লোক পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার আপনার লোক হইবে। আমাতে তোমার মতি নিবদ্ধ হইয়াছে, আমার অনুগ্রহে প্রজাসর্গনিরোধেও (প্রলয়েও) তোমার স্মৃতি কদাপি বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে না। এই মাত্র বলিয়া সেই মহৎ অদ্ভুত আকাশোপম উপমা-বর্জ্জিত ঈশ্বর নিবৃত্ত হইলেন। আমিও অনুগৃহীত হইয়া সেই মহতোমহীয়ান্‌কে মস্তক প্রণত করিয়া প্রণাম করিলাম। লজ্জাশূন্য হইয়া অনন্তের নাম পাঠ ও তাঁহার গূঢ় মঙ্গলময় কার্য্য সকল স্মরণ করিতে করিতে সকল প্রকার স্পৃহা, প্রমত্ততা ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া কালপ্রতীক্ষাপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলাম।" * । ১১ ।

এইরূপ বিভূতি এবং যোগের কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যেতে যে স্বরূপাবির্ভাব হইয়াছে অর্জ্জুন তাহা উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন :—

অর্জ্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্। ১২।
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে। ১৩।

অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি পরব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র।

---

* ভাগবত ১স্ক, ৬অ, ১৬—২৭ শ্লোক।

সমুদায় ঋষিগণ. দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস এবং স্বয়ং আপনিও আপনাকে জন্মরহিত, সর্ব্বগত, আদিদেব, নিত্য, দিব্য পুরুষ বলেন।

ভাব—পরব্রহ্ম—পরমাত্মা ; ধাম—প্রকাশ,আশ্রয়; পরম প্রকৃষ্ট; পবিত্র—পাবন; ঋষি—ভৃগুপ্রভৃতি ; নিত্য—সর্ব্বদা একইরূপ ; আদিদেব—দেবগণেরও আদি, স্বপ্রকাশ, আদি কারণ ; দিব্য—নিখিল প্রপঞ্চের অতীত। "ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি *" এই হইতে আরম্ভ করিয়া "আমিই সকলের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতেই সকল প্রবৃত্ত হয় †," এই পর্য্যন্ত তুমি আপনি আপনার বিষয় বলিয়াছ। পূর্ব্ব হইতে,বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে আবির্ভূতস্বরূপতা কদাপি প্রতীতির বিষয় হয় না। যদি তাহাই না হইবে, তবে দৌত্যকার্য্যের সময়ে বন্ধনোদ্যত দুর্য্যোধনকে যখন সভামধ্যে তিনি ভীষণরূপ দেখাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাতে তাঁহার বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিকরূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা, "মায়া, ইন্দ্রজাল, বা ভীষণ কুহক, সংগ্রামে শস্ত্রধারিগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না ‡।" "সভামধ্যে মায়ায় যেরূপ ধরিয়াছিলে, আজ সেই রূপ ধরিয়া অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া আমায় আক্রমণ কর §।" অর্জ্জুনও সৌহৃদ্যবশতঃ সকল সময়ে আচার্য্যে স্বরূপাবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন না বটে, কিন্তু সেই স্বরূপাবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে তাঁহাতে অপরাধজনিত কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। ১২। ১৩।

যাহা কিছু আচার্য্য বলিতেছেন তাহা অন্তর্যামী বলিতেছেন এই জ্ঞানে অর্জ্জুন বলিলেন :—

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ। ১৪।

কেশব, আপনি আমায় যাহা কিছু বলিলেন সকলই সত্য মনে করি। ভগবন্, আপনার প্রকাশ দেবতারাও জানেন না, অসুরেরাও জানে না।

ভাব—ভগবন্—অন্তর্যামিন্ ; প্রকাশ—প্রভব—শ্রীমচ্ছঙ্কর, নিরুপাধিক স্বভাব—শ্রীমদ্গিরি, প্রকাশের প্রকার—শ্রীমদ্রামানুজ, পরব্রহ্মত্বাদিগুণবিশিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীমদ্বলদেব, জন্ম—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ। দেব ও দানবগণ পরিমিত জ্ঞান জন্য তাঁহাকে জানে না। ১৪।

---

* গীতা ৭ অ, ৪ শ্লোক। † গীতা ১০ অ, ৮ শ্লোক।
‡ উদ্যোগপর্ব্ব ১৫৯ অ, ২০ শ্লোক। § উদ্যোগপর্ব্ব ১৫৯ অ, ৫৪শ্লোক।

পরিমিতজ্ঞান দেব ও দানবগণ জানেন না, ইহা সম্ভব, কিন্তু লোকে যে বলে, তুমি অনন্ত, তুমি আপনাকে আপনি জান না, এ কথা সমীচীন নহে, অর্জ্জুন ইহাই বলিতেছেন :—

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে। ১৫।

হে পুরুষোত্তম, হে জগতপতে, হে দেবদেব, হে ভূতেশ্বর, হে ভূতভাবন, স্বয়ং আপনি আপনাকে তুমি জান।

ভাব—ভূতভাবন—ভূতগণের উৎপাদয়িতা ; ভূতেশ্বর—ভূতগণের নিয়ন্তা ; দেবদেব—দেবগণেরও দেবতা। 'স্বয়ং আপনি আপনাকে তুমি জান' এ কথা বলাতে ভাগবতের এই উক্তির সহিত বিরোধ ঘটিতেছে—"দেবগণও তোমার অন্ত পান নাই, তুমি অনন্ত, এজন্য তুমিও তোমার অন্ত পাও না। আকাশে যে প্রকার ধূলিসমূহ বিচরণ করে সেইরূপ সেই অনন্তের ভিতরে কালচক্রযোগে সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ একদা ভ্রমণ করে। এজন্যই শ্রুতি সকল 'ইহা নয় ইহা নয়' বলিয়া তোমাতে তাৎপর্য্যমাত্রে পর্য্যবসন্ন হয় এবং তোমাতেই তাহাদিগের পরিসমাপ্তি হয় *।" শ্রীমচ্ছ্রীধর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন:—"হে ভগবন্, তোমার অন্ত স্বর্গাদিলোকপতি ব্রহ্মাদিও পান নাই। কেন? না তুমি অন্তবৎ বস্তু নহ। স্বর্গাদিলোকপতিগণের কথা দূরে থাকুক, তুমিও তোমার অন্ত পাও না। তাহা হইলে তোমার সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিতা কিরূপে সিদ্ধ হয়? ভাগবত বলিতেছেন, অন্তাভাববশতঃ হয় ; শশবিষাণ (নিতান্ত অলীক বস্তু) না জানিলে জ্ঞাতার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হয় না, শশবিষাণ না পাইলে শক্তিমানের শক্তিমত্তার হানি হয় না। অনন্তর ভাগবত বলিতেছেন—অহো! তোমার মধ্যে উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্তাবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ আকাশে ধূলিসমূহের ন্যায় যুগপৎ (পর্য্যায়ক্রমে নহে) কালচক্রযোগে ভ্রমণ করিতেছে। যেহেতুক ব্যাপার এইরূপ, তাই শ্রুতিসকল তোমার তাৎপর্য্যমাত্র বলে ; সগুণপক্ষে গুণের অসংখ্যত্ব এবং নির্গুণপক্ষে [জ্ঞানের] অগোচরতাবশতঃ সাক্ষাৎসম্বন্ধে 'ইনি এইরূপ' ইহা বলে না। যাহা পদার্থ নহে, তাহার আবার তাৎপর্য্য হইবে কি প্রকারে? 'পদার্থেরই বাক্যার্থ হয়' এ নিয়ম বিধিপক্ষের বাক্যসম্বন্ধে খাটে, নিষেধপক্ষের বাক্যসম্বন্ধে খাটে না †। শ্রুতি সকল স্পষ্ট বলিতেছেন, 'জ্ঞাত

* ভাগবত ১০ স্ক, ৮৭ অ, ৪১ শ্লোক।

† 'এইরূপ এইরূপ' করিয়া যেখানে কোন বিষয় নির্দ্ধারিত হয় তাহাকে বিধিপক্ষের বাক্য বলে, যেখানে 'এরূপ নয় এরূপ নয়' করিয়া কোন বিষয় নির্দ্ধারিত হয় তাহাকে নিষেধপক্ষের বাক্য বলে। নিষেধপক্ষে যখন 'পদার্থ এইরূপ' স্থির হইতেছে না তখন 'পদার্থেরই বাক্যার্থ হয়' এ নিয়ম তাহাতে খাটিবে কি প্রকারে?

হইতে তিনি অন্য প্রকার, অজ্ঞাত হইতে তিনি অন্য প্রকার' 'ধর্ম্ম হইতে তিনি অন্য প্রকার, অধর্ম্ম হইতে তিনি অন্য প্রকার'; 'অনুষ্ঠিত হইতে তিনি অন্য প্রকার, অননুষ্ঠিত হইতে তিনি অন্য প্রকার' 'যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা হইবে তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য যাহা দেখিয়াছ তাহা বল', 'অনন্তর এই জনাই উপদেশ--ইহা নহে ইহা নহে' 'স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন'। এরূপ স্থলে 'তাহা নয় তাহা নয়' এইরূপ নিষেধবাক্যে, এবং 'তুমিই সেই' এইরূপ লক্ষণায় শ্রুতিসকল পর্য্যবসন্ন হয় *। এ কথা বলিতে পারা যায় না যে, ঈদৃশ নিষেধে শূন্যমাত্র বুঝাইতেছে; কারণ নিরবধি নিষেধ কথন সম্ভবে না, একটি শেষ অবধি চাই, তুমিই সেই শেষ অবধি তোমাতেই শ্রুতি সকল পর্য্যবসন্ন হয়।" এখানে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই, কেন না যাঁহার অন্ত নাই, তিনি যদি আপনার অন্ত নাই জানেন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার জ্ঞানবত্তা হইল, অজ্ঞানতা নহে; আমার কোন অন্ত নাই এ জ্ঞান আত্মজ্ঞানই। "যাঁহা হইতে এই সৃষ্টি হইয়াছিল যদি বা তিনি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যদি বা তিনি সৃষ্টি না করিয়া থাকেন। পরব্যোমে ইহার যিনি অধ্যক্ষ তিনি যদি জানেন, নাও বা জানেন †।" এস্থলে 'যদি বা তিনি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যদি বা তিনি সৃষ্টি করিয়া না থাকেন; 'তিনি যদি জানেন, নাও বা জানেন' এরূপ বলাতে, যে জগৎ ছিল না তাহার সৃজন হইয়াছে, এইটি প্রথম; যে জগৎ শক্তির অন্তর্নিহিত ছিল তাহাই প্রকাশ পাইল, এইটি দ্বিতীয়; আপনার শক্তির সামর্থ্য তিনি জানেন এইটি প্রথম; শক্তি অনন্ত, সুতরাং তাহার সামর্থ্যের অন্ত তাঁহার জ্ঞানের বিষয় নহে, এইটি দ্বিতীয় বিতর্কের বিষয়। সৃষ্টি ও তৎসম্পর্কীয় জ্ঞানসম্বন্ধে যে দুইটি দুইটি বিতর্ক এখানে রহিয়াছে তন্মধ্যে কোন বিরোধ নাই, কেন না উহার মধ্যে ভবিষ্যদ্দার্শনিকগণের চিন্তাবীজ নিহিত আছে। ১৫।

অন্তর্য্যামী উদ্বুদ্ধ করিয়া না দিলে তাঁহার অভিব্যক্তিস্থান অন্তশ্চক্ষুতে প্রতিভাত হয় না, অতএব অর্জ্জুন তাঁহাকেই উহা জিজ্ঞাসা কবিতেছেন:—

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি। ১৬।

আপনি আপনার সেই দিব্য বিভূতিসমূহ নিঃশেষরূপে বলুন, যে বিভূতিযোগে এই সমুদায় লোকে আপনি পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতি সকল 'তিনি এরূপ নহেন তিনি এরূপ নহেন' এই পর্য্যন্ত বলিতে পারে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বলিতে পারে না। অসম্বন্ধস্থলে সম্বন্ধকল্পনা—লক্ষণা।

† ঋগ্বেদ ১০ ম, ১২৯ সূ, ৭ ঋক্।

ভাব—দিব্য—অসাধারণ, অদ্ভুত, অপ্রাকৃত; বিভূতি অভিব্যক্তি, ঐশ্বর্য্য; নিঃশেষরূপে—সমগ্রভাবে; বিভূতিযোগে—বিশেষ প্রকাশে, আত্মমাহাত্ম্যবিস্তারে; সমুদায় লোক—বিশ্ব; পরিব্যাপ্ত—নিয়মাধীন। ১৬।

বিভূতি বলা নিরর্থক নহে, উহা ভাবী ভগবচ্চিন্তনে সহায় হইবে, এজন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন :—

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া। ১৭।

হে যোগী, আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়া আপনাকে কি প্রকারে জানিতে পারিব, কোন্ কোন্ পদার্থে আমি আপনাকে চিন্তা করিব।

ভাব—যোগী বিচিত্রসামর্থ্যশালী, অঘটনঘটনপটু; আপনাকে—অন্তর্যামীকে; চিন্তা—অনুসন্ধান; পদার্থে—চেতনাচেতন পদার্থে; চিন্তা করিব—ধ্যান করিব। এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ 'কোন্ কোন্' এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—"বিশ্বরূপদর্শন তাঁহার পক্ষে দুর্ল্লভ মনে করিয়া কোন্ কোন্ স্থলে ভগবান্‌কে চিন্তা করিলে বিশ্বরূপদর্শনে তাঁহার অধিকার জন্মিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে 'কোন্ কোন্' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বস্তুতঃ অর্জ্জুন বিভূতির বর্ণন শুনিতে শুনিতে ইহাতে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া বিশ্বরূপদর্শনে অধিকারী হইয়াছিলেন। এই বিশ্বরূপ কি, তাহার তত্ত্ব একাদশ অধ্যায়ে কথিত হইবে। ১৭।

একবারতো বিভূতির কথা বলা হইয়াছে আবার উহা শ্রবণে তোমার নির্ব্বন্ধ কেন, আচার্য্যের এই মনের অভিপ্রায় উদ্ভাবন করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন :—

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্। ১৮।

হে জনগণের শাস্তা, আপনার যোগ ও বিভূতি পুনরায় বিস্তার-পূর্ব্বক বলুন, আপনার বাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া আমায় তৃপ্তির শেষ হইতেছে না।

ভাব—জনগণের শাস্তা—জনার্দ্দন; যোগ—সেই সেই বিষয়সম্পাদনসামর্থ্য, কল্যাণগুণসমূহের সহিত সম্বন্ধ *, বিশ্বরূপের ভাব—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; বিভূতি—অভিব্যক্তি, ঐশ্বর্য্য, নিয়মন—শ্রীমদ্রামানুজ, ধ্যানাবলম্বন—শ্রীমন্মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ। ১৮।

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আচার্য্য বলিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে। ১৯।

* গীতা ১০ অ, ৭ শ্লোক।

আচার্য্য বলিলেন, অহো, আমি তোমায় প্রধানতঃ আমার দিব্য বিভূতিগুলির কথা বলিতেছি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি অতি বিস্তৃত, আমার অন্ত নাই।

ভাব—অহো—অনুগ্রহপ্রকাশে, সম্বোধনে; দিব্য—অসাধারণ, অপ্রাকৃত; প্রধানতঃ—যোগের উপকারের জন্য বিভূতিগুলি প্রধানভাবে আর যোগ সংক্ষেপে। এই ব্যাখ্যা শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অনুমোদিত। প্রাধান্যশব্দ উৎকর্ষবাচক—শ্রীমদ্রামানুজ; অন্ত নাই—অনন্ত বিভূতিজন্য। যখন সকল বলা সম্ভব নহে, তখন যেগুলি বুদ্ধিগোচর হইবে সেইগুলি বলা যাইতেছে। "বিভূতিগুলি প্রাণী এজন্য তাহাদিগেতে ভক্তি মুক্তির জন্য নহে" * শ্রীমচ্ছাণ্ডিল্যের এই নিষেধসত্ত্বেও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভগবদ্ভাবে বিভূতিগুলির ধ্যেয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যথা শ্রীমদ্বিশ্বনাথ—"এস্থলে বিভূতিশব্দে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুগুলি কথিত হইয়াছে। সে সকলগুলিই ভগবানের শক্তিসমুদ্ভূত, সুতরাং ভগবদ্রূপে তাহাদিগের ধ্যান তারতম্য করিয়া করা এখানে অভিপ্রেত, ইহা জানিতে হইবে। এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন:—"সমুদায় প্রাণীর বুদ্ধি আদি পৃথক্ পৃথক্ আমা হইতেই হয়' এই কথা বলিয়া 'এই আমার বিভূতি ও যোগ বস্তুতঃ যেব্যক্তি জানে' এইরূপ বলাতে বিভূতি নিয়ন্তার নিয়ম্য হইতেছে। অপিচ সেখানে যোগশব্দে শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিভূতিশব্দে ভগবৎপ্রেরণা-যোগ্যতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'অধিকন্তু আমিই সকলের উৎপত্তিস্থান, আমা হইতেই সকল প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতেরা ইহা জানিয়া ভাবযুক্ত হইয়া আমায় ভজনা করে,' এইরূপ বলা হইয়াছে। এস্থলে সকল প্রাণীকে প্রবৃত্তকরারূপ নিয়মন ব্যাপার ও আত্মা হইয়া তাহাদিগেতে ভগবানের অবস্থানাদির সামর্থ্যই যোগশব্দনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব।" শ্রীমদ্রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত, কেন না নিয়ম্য কখন ধ্যানের বিষয় হইতে পারে না, নিয়ম্যের নিয়ন্তাই ধ্যানের বিষয়। বিভূতিগুলি বলা ভগবানের আবির্ভাবদর্শনে সাহায্যের জন্য, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। ১৯।

প্রথমতঃ সংক্ষেপে আচার্য্য যোগ বলিতেছেন:—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতনামান্ত এব চ।২০।

হে বিজিতনিদ্র, আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে আত্মা হইয়া অবস্থিত। আমিই ভূতগণের আদি, মধ্য এবং অন্ত।

ভাব—অন্তঃকরণে—হৃদয়ের অন্তরতম দেশে; সর্ব্বভূত—বিরাট্ পুরুষ, তাঁহার

* শাণ্ডিল্যসূত্র ৫০।

অন্তঃকরণে যিনি অবস্থিত তিনি সমষ্টি বিরাটের অন্তর্যামী,সকল ভূতের অন্তঃকরণে যিনি স্থিত তিনি ব্যষ্টিবিরাটের * অন্তর্যামী—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ ও বলদেব। শ্লোকস্থ সর্ব্বভূতাশয়-স্থিত,এই বিশেষণটির পদবিশ্লেষ করিয়া সকল ভূতের আশয়—এক হওয়ার স্থান; স্থিত — অচল, শ্রীমন্নীলকণ্ঠ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। অস্মচ্ছব্দার্থ অহম্—অন্তর্যামী ; আত্মা—প্রত্যাগাত্মা। অন্তর্যামী অহম্ আত্মস্বরূপে ধ্যেয়। "হে অসুরসন্তানগণ, সেই অচ্যুতের প্রীতি জন্মান বহু আয়াসসাধ্য নহে। কেননা তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, সকল স্থানেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।" † প্রহ্লাদোক্ত এই যুক্তিতে এই ধ্যানের অনায়াসসাধ্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। এরূপ অনায়াসসাধ্য হইবার কারণ 'আত্মার আত্মা' এইভাবে তাঁহাকে গ্রহণ। "যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন বলিয়া জানেন, তাঁহারাই সেই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে] নিশ্চয় জানেন ‡ ;" এই রীতিতে 'আত্মার আত্মা' সিদ্ধ পায়। অহম্ বলিয়া নির্দ্দেশ কেন ? কর্ত্তৃত্ব সূচনা করিবার জন্য, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্গিরি বলিয়াছেন, "আত্মাই পরমার্থিক পরমেশ্বরের রূপ, পরে যাহা বলা হইয়াছে উহা উপাধিযুক্ত কাল্পনিক রূপ। এখানে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন "আমার শরীরভূত সকল ভূতের হৃদয়ে আমি আত্মা হইয়া অবস্থিত। আত্মা সর্ব্বাত্মা দ্বারা শরীরের আধার নিয়ন্তা ও স্রষ্টা ;—'আমিই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান, এবং তদপগম হইয়া হইয়া থাকে' 'হে অর্জ্জুন সকল ভূতের হৃদয়দেশে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন ; তিনি যন্ত্রারূঢ়বৎ তাহাদিগকে নিজ শক্তিযোগে ভ্রমণ করাইতেছেন।' শ্রুতিতে আছে, 'যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থান করিয়া সর্ব্বভূতের অতীত, যাঁহাকে সকল ভূত জানে না, সকল ভূত যাঁহার শরীর, যিনি পৃথক্ হইয়া থাকিয়া সমুদায় ভূতকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত।' 'সেই আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত।'"

"আমার এই বিভূতি ও যোগ" § এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ যোগশব্দে "বিশ্বতোমুখ ভগবানে মনঃ সমাধান" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, উহা ভাল হয় নাই, অন্তর্যামীর ভগবানে চিত্তসমাধান সম্ভবপর নহে। আমার এই পদটির বিভূতি ও যোগশব্দের সহিত সমান সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া অর্থ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। 'সর্ব্বভূতের আশয়' এস্থলে 'সর্ব্বভূতের এক হওয়ার স্থান' এই যে তিনি অর্থ করিয়াছেন 'সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এ সমুদায় গ্রথিত রহিয়াছে' এই প্রণালীতে অন্তর্যামীর পক্ষে সেই অর্থই শোভা পায়। বিচিত্রসামর্থ্যশালিত্ব এবং অঘটনঘটনপটুত্ব,

---

* একত্র সকল ভূত গ্রহণে—সমষ্টি, একটি একটি ভূত গ্রহণে—ব্যষ্টি।

† ভাগবত ৭ স্ক, ৬অ, ১৯ শ্লোক। ‡ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬। ৪। ১৮।

§ গীতা ১০ অ, ৭ শ্লোক।

'আমি ভূতগণের আদি মধ্য এবং অন্ত' এই কথা বলিয়া, আচার্য্য সুস্পষ্ট করিয়াছেন। আত্মস্বরূপে ধ্যান মুখ্য, তাহাতে অশক্ত হইলে ঐশ্বর্য্যযুক্তরূপে ধ্যান বিহিত। বিভূতিগুলি ধ্যানের বিষয় নহে, কিন্তু তাহাদিগেতে যিনি নিয়ন্তা হইয়া অবস্থান করিতেছেন সেই পরমাত্মাই চিন্তনীয়। এজন্যই শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "প্রত্যাগাত্মাই নিত্য ধ্যেয়, তাহাতে অশক্ত হইলে পরবর্ত্তী পদার্থগুলিতে আমি চিন্তনীয়।" শ্রীমদ্গিরি বলিয়াছেন—"পরব্রহ্ম সকলের কারণ, সর্ব্বজ্ঞ, ও সকলের ঈশ্বর, তাঁহার ধ্যানই এখানে অভিলষিত, আদিত্যাদিতে ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন কারণের ধ্যেয়তা নাই।" ২০।

'যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, গুণাতিশয় তাহাদিগকে আমার তেজোঽংশসম্ভূত বলিয়া জান" * এই কথার অনুসারে ভগবানের শক্তিবিভব প্রকাশ করিবার ভূমিই বিভূতি, এইটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য সেই শক্তিপ্রকাশের আধিক্যানুসারে বিভূতির তারতম্য হয় ইহা মনে রাখিয়া 'আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু' এই হইতে আচার্য্য বিভূতি সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। "হে রাজন্, তাহাদিগেতে ভগবান্ তারতম্যে বিদ্যমান, সেইজন্য যাহার মধ্যে যে পরিমাণ আত্মা (জ্ঞানাংশ) প্রকাশ পায়, তিনি সেই পরিমাণে (অর্চ্চনার) পাত্র †।" এস্থলে ঐকথা স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে :—

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী। ২১।

আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, প্রকাশপদার্থগণমধ্যে আমি অংশুমালী রবি, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি শশী।

ভাব—দ্বাদশসংখ্যক আদিত্যগণের মধ্যে আমি অন্তর্যামী বিষ্ণু। আদিত্যগণ দ্বাদশসংখ্যক, যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—"ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, দশম সবিতা, একাদশ ত্বষ্টা, দ্বাদশ বিষ্ণু।" সকল আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণুর প্রাধান্য কেন, ইহা জানিতে ইচ্ছা হইলে এই সকল বৈদিক দেবতাগণের স্থান-নির্ণয় চিন্তা করিয়া দেখা যায়, ধাতা আদির স্থান অন্তরিক্ষ; বরুণের স্থান অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক নির্দ্দিষ্ট হইলেও 'অন্তরিক্ষে জল আবৃত করিয়া থাকেন' ভাষ্যে এইরূপ বলাতে অন্তরিক্ষই তাঁহার প্রধান স্থান; 'বৃষ্টিপ্রদানাদি দ্বারা সমুদায় কর্ম্মে সবিতা অনুজ্ঞা দেন' একথা বলাতে সবিতার সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। "সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া দেবপত্নী পর্য্যন্ত দ্যুলোকস্থ দেবতা" বলাতে ভগ অন্তরিক্ষস্থ দেবতা। সূর্য্য, পূষা, বিবস্বন্নামা মনু, বিষ্ণু, ইঁহারা দ্যুলোকস্থ দেবতা। এই সকল দেবতার মধ্যে 'সর্ব্বদা উদয় ও অস্তের দিকে গতি হয়' এজন্য সূর্য্য, 'যখন রশ্মির দ্বারা

* গীতা ১০ অ, ৪১ শ্লোক।

† ভাগবত ৭স্ক, ৩৮ শ্লোক।

পরিপুষ্ট হন তখন পূষা,' 'আপনার অধিকারাদির বিষয় মনন করেন' এজন্য মনু, ভাষ্যে যখন এইরূপ লিখিত রহিয়াছে, তখন ইঁহারা বিষ্ণু হইতে ন্যূন। 'তীব্র রশ্মিদ্বারা তিনি সর্ব্বত্র প্রবেশ করেন' সুতরাং তাঁহার প্রাধান্য। যজ্ঞের নাম-মধ্যে বিষ্ণুর নাম আছে। ভাষ্যে যখন তৎসম্বন্ধে লিখিত আছে, 'বিশেষ ভাবে স্বর্গকে ব্যাপ্ত করেন,' তখন তাহাতে তাঁহার প্রাধান্যের কোন ক্ষতি হইতেছে না। প্রকাশপদার্থ—অগ্ন্যাদি; অংশুমালী—চিররশ্মিযুক্ত; মরুদ্গণ—ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক। ২১।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা। ২২।

বেদসকলের মধ্যে আমি সাম, দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে আমি মন, ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা।

ভাব—ঋক্‌সংহিতায় যে সকল ঋক্ আছে সেইগুলিই গানে পরিণত হইয়া যদিও সাম হয় তথাপি উহা নিরতিশয় চিত্তাকর্ষক জন্য বিভূতিমধ্যে গণ্য। বৈদিকদেবতাগণের স্বরূপ আলোচনা করিয়া যদিও তাঁহাদিগের সমতা পরিলক্ষিত হয়, তথাপি কালে ভারতবর্ষে ইন্দ্রেরই প্রাধান্য হইয়াছিল উপনিষৎ ও পুরাণ পাঠে ইহা অবগত হওয়া যায়, এস্থলেও সেই ভাবে ইন্দ্র গৃহীত হইয়াছেন। চেতনা ভূতগণের প্রেরক, সুতরাং সেই চেতনাই অন্তর্যামী আমি। ভূতগণমধ্যে চৈতন্যাভিব্যঞ্জক চেতনা চরম অভিব্যক্তি, এজন্যই এস্থলে চেতনাকে বিভূতিমধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। ২২।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্। ২৩।

রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি, পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি মেরু। ২৩।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ। ২৪।

হে পার্থ, সমুদায় পুরোহিতগণের মধ্যে আমায় বৃহস্পতি জানিও, সেনানীগণ মধ্যে আমি কার্ত্তিক, সরোবরসকলের মধ্যে আমি সাগর। ২৪।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ। ২৫।

মহর্ষিগণমধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যমধ্যে আমি এক অক্ষর (ওঁকার), যজ্ঞমধ্যে আমি জপযজ্ঞ, স্থাবরগণমধ্যে আমি হিমালয়।

ভাব—মহর্ষিগণ—মরীচি আদি সপ্ত। ভৃগু অতিতেজস্বী, এজন্য তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব। এক অক্ষর—ওঁকার। ওঁকার ব্রহ্মবাচক এজন্য উহার বিভূতিত্ব। জপ হিংসাদি-দোষশূন্য, নিরতিশয় শোধক, মনে মনে জপ ধ্যানের সমান, এজন্য জপযজ্ঞ বিভূতিমধ্যে গণ্য। যে সকল পর্ব্বতের শিখর উচ্চ তাহাদিগের মধ্যে মেরু, আর যাহারা স্থিতিমান্ তাহাদিগের মধ্যে হিমালয় বলাতে পুনরুক্তি হয় নাই, ব্যাখ্যাতৃগণ বলেন। আমরা বলি, হিমালয় যোগিগণের নিবাসস্থান, স্থিতিমান্ ও অচঞ্চল; যোগিগণের হৃদয়ে সেই সেই ভাব উদ্দীপন করেন বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার উল্লেখ। ২৫।

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ। ২৬।

সমুদায় বৃক্ষমধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণমধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণমধ্যে আমি চিত্ররথ, সিদ্ধগণমধ্যে আমি কপিলমুনি।

ভাব—সকল বনস্পতিমধ্যে অশ্বত্থ ছায়াদিদানে বহু প্রাণীর তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ ভক্তশ্রেষ্ঠ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ গায়কশ্রেষ্ঠ, যাঁহারা জন্ম হইতে জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত সেই সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল পরমার্থতত্ত্বপ্রদর্শক, এজন্য ইঁহারা বিভূতিমধ্যে গণ্য।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্। ২৭।

অশ্বগণমধ্যে অমৃতোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণমধ্যে ঐরাবত, মনুষ্যগণমধ্যে আমায় মনুষ্যাধিপতি জান।

ভাব—অমৃতোৎপন্ন—অমৃতের নিমিত্ত সমুদ্র মন্থন করা হয়, সেই মন্থনোৎপন্ন অমৃত হইতে উৎপন্ন। উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত এদুইয়ের সহিত 'অমৃতোৎপন্ন' এ বিশেষণটির সম্বন্ধ। ২৭।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ। ২৮।

আয়ুধগণমধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণমধ্যে আমি কামধেনু, সন্তানোৎপত্তির হেতু কন্দর্প আমি, সর্পগণ মধ্যে আমি বাসুকি।

ভাব—আয়ুধ—অস্ত্র; কন্দর্প—কাম। ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে

নরনারীর সম্বন্ধ ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী, এজন্যই—'সন্তানোৎপত্তিরহেতু কন্দর্প আমি' আচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন। সর্প—বিষাল একফণাযুক্ত। ২৮।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণোযাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্। ২৯।

নাগগণমধ্যে আমি অনন্ত, জলচরগণমধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণমধ্যে আমি অর্য্যমা, নিয়ন্তৃগণমধ্যে আমি যম।

ভাব—নাগ—নির্ব্বিষ অনেকফণাযুক্ত; নিয়ন্তা—দণ্ডদাতা। ২৯।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্। ৩০।

দৈত্যগণমধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারিগণমধ্যে আমি কাল, মৃগগণমধ্যে আমি সিংহ, পক্ষিগণমধ্যে আমি গরুড়।

ভাব—প্রহ্লাদ পরমভক্ত এই জন্য বিভূতি; গণনাকারী—শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গ, বশকারী—শ্রীমচ্ছ্রীধর, বলদেব ও বিশ্বনাথ। কাল দ্বারা গণনা হয়, কালের বশে সকলে অবস্থান করে, এজন্য এই দ্বিবিধ ব্যাখ্যা। ৩০।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী। ৩১।

পবিত্রকারিগণমধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারিগণমধ্যে আমি রাম, মৎস্যগণমধ্যে আমি মকর, প্রবাহগণমধ্যে আমি জাহ্নবী।

ভাব—পবিত্রকারিগণমধ্যে এস্থলে বেগবান্দিগের মধ্যে এ অর্থও হইতে পারে। বায়ু সর্ব্বসংশোধক এজন্য বিভূতিমধ্যে গণ্য। রাম—দশরথতনয়, পরশুরাম—শ্রীমদ্বলদেব। দশরথতনয় রাম অবতারমধ্যে গণ্য ইহা দেখিয়া শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "রাম সাক্ষাৎ [ব্রহ্ম] স্বরূপ হইলেও রামরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইবে ইহা প্রদর্শন জন্য 'বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমি বাসুদেব' যেমন তেমনি রাম বিভূতিগণমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন।" যথার্থ তত্ত্ব এই, রাম আবির্ভূতস্বরূপ হইলেও 'প্রাকৃতিকসম্পদ্' মধ্যে প্রকাশমান জন্য তাঁহাকে বিভূতিমধ্যে গণনা করা হইয়াছে। ৩১।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্। ৩২।

হে অর্জ্জুন, আমি সৃষ্টিমধ্যে আদি অন্ত মধ্য, বিদ্যামধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, বাদিগণমধ্যে আমি বাদ।

ভাব—সৃষ্টি—আকাশাদি। "আমিই ভূতগণের আদি, মধ্য, অন্ত," * এখানে ভূতগণের উল্লেখ থাকাতে এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত ইহার ভিন্নতা। বিদ্যামধ্যে আত্মবিদ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ইহারা অশ্রেষ্ঠবিদ্যা, যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায় উহাই শ্রেষ্ঠবিদ্যা †।" আত্মবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এজন্য উহা শ্রেষ্ঠ। বাদী—জল্প ও বিতণ্ডাপরায়ণ, বাদ—অর্থনির্ণায়ক জন্য ইহা বিভূতি। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডাসম্বন্ধে শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন—"যেখানে দুজনেই প্রমাণ ও তর্কে নিজের পক্ষ স্থাপন করে এবং ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানযোগে পরপক্ষে দোষারোপ করে, সেখানে তাহার নাম জল্প; যেখানে একপক্ষ আপনার পক্ষ স্থাপন করে, অপর পক্ষ ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানযোগে সে পক্ষের প্রতি দোষ দেয় অথচ নিজের পক্ষ স্থাপন করে না, সেখানে সেটি বিতণ্ডা। জয়লাভেচ্ছু বাদিদ্বয়ের কত দূর তর্কশক্তি আছে জল্প ও বিতণ্ডা দ্বারা তাহাই পরীক্ষিত হয়। আচার্য্য ও শিষ্য বা অন্য। যাঁহারা জয়ের প্রতি বীতরাগ, তাঁহাদিগের বাদের ফল তত্ত্বনিরূপণ।" যতীন্দ্র-মতদীপিকায় লিখিত হইয়াছে:—"বীতরাগ ব্যক্তিগণের পরস্পর কথা—বাদ; জয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের পরস্পর কথা—জল্প, আপনার পক্ষ স্থাপন না করিয়া যে কথা হয় তাহা—বিতণ্ডা, অপর পক্ষ যে অর্থে যে শব্দ প্রয়োগ করেন নাই তাহাই তাঁহাতে আরোপ করিয়া দোষারোপ করা—ছল; যে দূষণ আপনাতেও বর্ত্তে, অথবা অসদুত্তর—জাতি; পরাজয়ের হেতু—নিগ্রহস্থান"। ৩২।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ। ৩৩।

অক্ষরসমূহমধ্যে আমি অকার, সমাসগুলির মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, আমি অক্ষয়কাল, আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা।

ভাব—'[ককারাদি] অশেষ আকারস্থিত' এই অকার, স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, বর্ণগুলির উচ্চারণে সহায় হয় এজন্য উহা বিভূতি। "অকারই সমুদায় বাক্" প্রাচীনগণ এই শ্রুতির যুক্তি অবলম্বন করিয়া উহার বিভূতিত্ব সিদ্ধ করেন। 'সমাসগুলির মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব', এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন 'দ্বন্দ্বসমাসে উভয়পদ প্রধান এজন্য সমাসগুলির মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন। একত্র আসন (বসা) সমাস। সমাস—পণ্ডিতগণ অথবা গুরুশিষ্যগণের মন্ত্রার্থকথনের জন্য একত্র অবস্থান। এই একত্র অবস্থানে যে অর্থসমূহ জানা যায় তাহা সামাসিক। সেই

---

* গীতা ১০ অ, ২০ শ্লোক।   † মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৫।

সামাসিক মধ্যে যে দ্বন্দ্ব অর্থাৎ রহস্য (নিগূঢ়) অর্থ সেই আমি—'দ্বন্দ্ব রহস্য' এই সূত্রে দ্বন্দ্বশব্দে যে রহস্য বুঝায় তাহা শাব্দিকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে।" অক্ষয়—নিরবচ্ছিন্ন। এখানে যে কাল উক্ত হইয়াছে উহা নিরবচ্ছিন্ন কাল, 'আর গণনা-কারিগণ মধ্যে আমি কাল' এ স্থলের কাল ক্ষণমুহূর্ত্তাদি পরিচ্ছেদযুক্ত, এই প্রভেদ। "সংহারকারিগণের মধ্যে আমি কাল অর্থাৎ সঙ্কর্ষণের মুখোত্থ কালাগ্নি"—শ্রীমদ্বলদেব, "মহাকাল রুদ্র"—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ; বিশ্বতোমুখ ধাতা—কর্ম্মফলদাতৃগণমধ্যে কর্ম্মফলের বিধাতা। ৩৩।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা। ৩৪।

আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, যাহারা জন্মিবে তাহাদের সম্বন্ধে আমি উৎপত্তি, নারীগণমধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা।

ভাব—সর্ব্বহর—সমুদায় স্মৃতির বিলোপক, প্রলয়কালিক সর্ব্বসংহারকারী; আমি উৎপত্তি—জন্ম স্থিতি বৃদ্ধি প্রভৃতি ছয় প্রকারের ভাবী বিকার; ভাবী কল্যাণসকলের উদ্ভব অর্থাৎ উৎকর্ষ—শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িগণ। "বিষ্ণু অর্থ, ইনি (লক্ষ্মী) বাণী; হরি নয়, ইনি নীতি; বিষ্ণু বোধ, ইনি বুদ্ধি; উনি ধর্ম্ম, ইনি সৎক্রিয়া;" এই হইতে আরম্ভ করিয়া উপসংহারে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, "আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, সংক্ষেপে এই বলিতে পারা যায় যে, দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি মধ্যে পুংনামে ভগবান্ হরি, স্ত্রীনামে লক্ষ্মী। হে মৈত্রেয়, এ দুই ছাড়া আর কিছু নাই *।" এই কথা গুলি 'নারীগণ মধ্যে আমি কীর্ত্তি' ইত্যাদি বলিবার মূল। এখানে শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন:—"নারীগণমধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা এই যে সাতজন ধর্ম্মপত্নী তাঁহারা আমি। ধার্ম্মিকত্বনিবন্ধন কীর্ত্তি অতি প্রশংসনীয়, সেই প্রশংসনীয়তা হইতে সেই ব্যক্তির নানা দিগ্দেশীয় লোকসম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই জ্ঞান তাঁহার খ্যাতির কারণ হয়। এই খ্যাতিই কীর্ত্তি। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-সম্পদ—শ্রী, শরীরের শোভা—কান্তি, বাক্—সরস্বতী, সকল অর্থের প্রকাশিকা সংস্কৃত বাণী। শ্লোকে চকার থাকাতে, মূর্ত্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপত্নীকেও গ্রহণ করিতে হইবে। অনেক দিন হইতে যে সকল বিষয় অনুভূত হইয়াছে সে সকলের স্মরণশক্তি—স্মৃতি, অনেক অর্থ ধারণ করিবার শক্তি—মেধা; অবসাদ উপস্থিত হইলেও শরীরেন্দ্রিয়াদিকে ঠিক রাখিবার শক্তি—ধৃতি; অথবা প্রবৃত্তিসকলের উচ্ছৃঙ্খলতাবশতঃ যে চাঞ্চল্য উপস্থিত

* বিষ্ণুপুরাণ ১ অং, ৮ অ, ১৬—৩২ শ্লোক।

হয় সেই চাঞ্চল্য নিবারণ করিবার শক্তি—ধৃতি; হর্ষ ও বিষাদে অবিকৃত চিত্ততা—ক্ষমা; কীর্ত্তি প্রভৃতির একটুমাত্র সংস্রব থাকিলেও লোকে সকল লোকের আদরণীয় হয়, সুতরাং উহাদের সমুদায় নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রসিদ্ধ।” ৩৪।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ। ৩৫।

সামসকলের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দঃসমূহমধ্যে আমি গায়ত্রী, মাসসকলমধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুসমূহমধ্যে আমি বসন্ত।

ভাব—‘বেদসকলের মধ্যে আমি সামবেদ’ ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহৎসাম—‘তোমাকেই আহ্বান করি’ এই ইন্দ্রস্তুতিরূপ ঋক্ সামে পরিণত; গায়ত্রীতে দ্বিজত্ব উপস্থিত হয়, গায়ত্রী সোম আহরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য উহার শ্রেষ্ঠত্ব, স্বামী বলেন। সোম আহরণের কথা ব্রাহ্মণে এই প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়—দেবগণ সোমাহরণে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ ত্রিষ্টুপ্ তৎপর জগতীচ্ছন্দকে প্রেরণ করেন। ইহারা উভয়েই সোমাহরণে অসমর্থ হইয়া পথিমধ্যে জগতীচ্ছন্দ তিনটি অক্ষর ও ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ একটি অক্ষর ফেলিয়া আইসেন। ইহাতে তাঁহাদের অক্ষরসংখ্যা ন্যূন হইয়া পড়ে। জগতী অষ্টচত্বারিংশদক্ষর ছিলেন, তিনি পঞ্চচত্বারিংশদক্ষর হন, ত্রিষ্টুপ্ চতুশ্চত্বারিংশদক্ষর ছিলেন তিনি ত্রিচত্বারিংশদক্ষর হন। তদনন্তর গায়ত্রী যাহারা সোমরক্ষক ছিল তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া সোমাহরণ করেন এবং জগতী ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ যে চারিটি অক্ষর ফেলিয়া আসিয়াছিলেন তাহা তুলিয়া লইয়া চতুরাক্ষরা গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা হন। পরে জগতী ও ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রীর নিকটে সেই অক্ষর যাচ্ঞা করাতে তাঁহাদের ন্যূনাক্ষর তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। যথা—“ছন্দসকল অগ্রে চতুরক্ষর ছিল। তদনন্তর জগতী সোমাভিমুখে গমন করিয়াছিল। সে তিনটি অক্ষর ফেলিয়া ফিরিয়া আইসে। তার পর ত্রিষ্টুপ্ সোমের অভিমুখে গমন করিয়াছিল। সে একটি অক্ষর ফেলিয়া ফিরিয়া আইসে। ইহার পর গায়ত্রী সোমের অভিমুখে গমন করে, এবং সে সেই অক্ষরগুলি ও সোমকে লইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই হইতে গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা হয়। গায়ত্রীকে এই জন্যই অষ্টাক্ষরা বলে।...... সেই গায়ত্রীকে ত্রিষ্টুপ্ বলিল, আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি। আমায় তিনটি অক্ষর পূরিয়া দিয়া নিকটে ডাক, আমায় যজ্ঞ হইতে বাহির করিয়া দিও না। আচ্ছা তাই হউক এই বলিয়া গায়ত্রী তাহাকে ডাকিল, সেই হইতে ত্রিষ্টুপ্ একাদশাক্ষর হইল ....। জগতী তাহাকে বলিল, আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি, একটি অক্ষর পূরিয়া দিয়া আমায় নিকটে ডাক, আমায় যজ্ঞ হইতে বাহির করিয়া দিও না। আচ্ছা তাহাই হউক বলিয়া গায়ত্রী তাহাকে

ডাকিল, সেই হইতে জগতী দ্বাদশাক্ষর হইল………। তাই [পণ্ডিতগণ] বলিয়াছেন, সমুদায় সোম যজ্ঞ গায়ত্রীসম্ভূত, গায়ত্রী সবনকর্ম্ম সন্তবপর করিয়াছিল *।" "যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু আছে এ সকলই গায়ত্রী †।" মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ মাস নূতন শস্যসম্পন্ন, এজন্য উহার শ্রেষ্ঠতা। ঋতুসকলের মধ্যে বসন্ত পুষ্পাদিতে অতিরমণীয় এজন্য উহা শ্রেষ্ঠ। ৩৫।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্। ৩৬।

বঞ্চনাপরায়ণগণমধ্যে আমি দ্যূত, তেজস্বিগণের মধ্যে আমি তেজ, জেতৃগণমধ্যে আমি জয়, উদ্যমশালিগণমধ্যে আমি উদ্যম, সাত্ত্বিকগণের আমি সত্ত্ব।

ভাব—বঞ্চনাপরায়ণ—যাহারা পরস্পরে পরস্পরকে বঞ্চনা করে; দ্যূত—সর্ব্বস্বহরণকারী। "আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিব" এই কথানুসারে সর্ব্বস্বহরণ ভগবানের অনুগ্রহ, সুতরাং অন্তর্যামী আপনাকে দ্যূত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছাণ্ডিল্য বিভূতিগণেতে পরা ভক্তি কর্ত্তব্য নহে ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলিয়াছেন—"দ্যূত ও রাজসেবা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে এই জন্য পরা ভক্তি অকর্ত্তব্য ‡।" "কি কি পদার্থে, হে ভগবন্, আমি আপনায় চিন্তা করিব §" অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য বিভূতিগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে দ্যূত ও রাজা উভয়ই চিন্তনীয় হইতেছেন। বিভূতিগুলি চিন্তা করিতে করিতে তাহাদিগেতেই চিত্ত আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে এবং তাহাদিগের যে দোষ সাধকগণ সেই দোষের আস্পদ হইতে পারেন, সুতরাং বিভূতিগুলিতে পরা ভক্তি কর্ত্তব্য নহে শাণ্ডিল্য যে বলিয়াছেন, তাহা ভালই বলিয়াছেন। কিন্তু যদি শ্রীমচ্ছাণ্ডিল্যকৃত সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য যে বিভূতিগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিরর্থক হয়। কি পন্থা অবলম্বন করিয়া বিভূতিগুলিতে ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে হইবে, পরা ভক্তির বিষয়ই বা কি, ইহা নির্দ্ধারিত হইলে সাধনে বিভূতিগুলির কি উপযোগিতা আছে, স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে। বিভূতিগুলি কখন ভগবান্ নহেন, কিন্তু ভগবান্ তাহাদিগেতে আপনার শক্তি আদি অভিব্যক্ত করিয়া প্রকাশমান, সুতরাং বিভূতিতে শক্তি আদিই চিন্তা করিতে হইবে বিভূতিগুলি নহে, ইহা স্থির করিলে সকল দোষশূন্য হয়। শক্ত্যাদি চিন্তা করিলে সাক্ষাৎ ভগবান্ পরিচিন্তিত হন না, সুতরাং সেই সেই শক্ত্যাদি অহংশব্দবাচ্য সর্ব্বান্তর্যামীরই, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আচার্য্য

* শতপথ ব্রাহ্মণ ৪।৩।২।৭–১০।
† ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৩।১২।১।
‡ শাণ্ডিল্যসূত্র ৫১।
§ গীতা ১০ অ, ১৭ শ্লোক।

অহংশব্দে বিভূতিগুলিতে পরিব্যাপ্ত সেই অন্তর্যামীকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি দ্যূতে সর্ব্বস্বহরণব্যাপার ভগবানের অনুগ্রহে হয় এই জানিয়া সেই দ্যূতে যদি সর্ব্বান্তর্যামীকে দর্শন করে, এবং তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করে, তাহা হইলে সে দ্যূতাসক্তি অতিক্রম করিয়া ভগবদ্ভক্ত হইবে, এজন্যই বিভূতিগুলির মধ্যে আচার্য্য দ্যূতের উল্লেখ করিয়াছেন। সত্ত্ব—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, বলিগণের বল—শ্রীমদ্বলদেব ও বিশ্বনাথ। ৩৬।

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ। ৩৭।

বৃষ্ণিগণমধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণ মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিগণমধ্যে আমি ব্যাস, কবিগণ মধ্যে আমি কবি শুক্র।

ভাব—বৃষ্ণিগণমধ্যে—যাদবগণমধ্যে; বাসুদেব—বসুদেবতনয়, বসুদেবতনয় সঙ্কর্ষণ—শ্রীমদ্বলদেব; বাসুদেব—বসুদেব, স্বার্থে অণ্—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ। শ্রীমদ্বলদেব ও বিশ্বনাথ এইরূপ কষ্টসাধ্য অর্থ করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, কেন না রাম ও শঙ্কর এ উভয়কেও বিভূতিমধ্যে গণনা করা হইয়াছে; শ্রীমচ্ছাণ্ডিল্যাদি সকলেই বাসুদেবশব্দে উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বয়ং তিনিও—"আমি, তোমরা, এই আর্য্য (বলদেব), এই সমুদায় দ্বারকাবাসী, হে যদুশ্রেষ্ঠ, এইরূপে চরাচর সকল ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে *" এইরূপ বলিয়া আপনার বিভূতিত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন। আচার্য্যের আবির্ভাবস্বরূপত্ব অধ্যায়ের আরম্ভেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। 'পাণ্ডবগণমধ্যে আমি ধনঞ্জয়' এরূপ বলাতে ধনঞ্জয় ও বাসুদেব নর ও নারায়ণ, এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য, সুতরাং সকল ব্যাখ্যাতাই এস্থলে আচার্য্যকে গ্রহণ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় অপর কোন প্রকারের অসদ্ব্যাখ্যা স্থান পাইতে পারে না। পাণ্ডবগণমধ্যে—যুধিষ্ঠিরাদির মধ্যে। যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাকেই বিভূতিমধ্যে গণনা করা উচিত ছিল, ধনঞ্জয়কে কেন গণনা করা হইল, এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না, কেন না আচার্য্য যে ঠিকই বলিয়াছেন তাহা জয়ের প্রতি লোভবশতঃ পরসময়ে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাভাষণ এবং ধনঞ্জয়ের সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। অপিচ ধনঞ্জয় জানিতেন যে, ব্রাহ্মণের অপহৃত গোধন পুনরুদ্ধার করিয়া তাহার দুঃখ প্রশমন করিতে হইলে যেখানে দ্রৌপদী সহ যুধিষ্ঠির বসিয়া আছেন, সেই স্থান দিয়া তাঁহাকে শস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে হইবে, এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘকাল বনবাসের দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ইহা জানিয়াও তিনি শস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন এবং মমতাবশতঃ তাঁহার অগ্রজ বৃথাযুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপালন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যত্ন

---

* ভাগবত ১০স্ক, ৮৫অ, ২৩ শ্লোক।

করিলেও তিনি সত্যরক্ষার জন্য অগ্রজের কথার অনুমোদন করিলেন না। এই ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরাপেক্ষা তিনি যে শ্রেষ্ঠ ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। যথা—"ব্রাহ্মণের উপকার সাধন করিয়া, যশোযুক্ত হইয়া সেই গোধন সেই দ্বিজকে অর্পণপূর্ব্বক সব্যসাচী পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সকল গুরুজনকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহারা সকলে তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। তিনি ধর্ম্মরাজকে বলিলেন, আমি আপনাকে দর্শন করিয়া অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিয়াছি। বনে যাইবার অঙ্গীকার আছে, অতএব হে প্রভো, আপনি আমায় ব্রতগ্রহণে অনুমতি দিন। ধর্ম্মরাজ অগ্রজ যুধিষ্ঠির সহসা এই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকার্ত্ত হইয়া গদ্‌গদবাক্যে ভ্রাতা অর্জ্জুনকে বলিলেন, এরূপ কেন বলিতেছ। দুঃখার্ত্ত রাজা ধনঞ্জয়কে কহিলেন, যদি আমার কথা প্রমাণ মনে কর, হে অনঘ, আমি যাহা বলিতেছি শুন। হে বীর, তুমি [গৃহে] অনুপ্রবেশ করিয়া আমার যে অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, তাহা সকলই জানি, আমার হৃদয়ে তজ্জন্য কোন ক্লেশ নাই। কনিষ্ঠ যদি জ্যেষ্ঠের [গৃহে] অনুপ্রবেশ করে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। কনিষ্ঠের [গৃহে] জ্যেষ্ঠের অনুপ্রবেশ বিধির বিলোপ সাধন করে। হে মহাবাহু, নিবৃত্ত হও, আমি যাহা বলি তাহাই কর। তোমার ধর্ম্মলোপ হয় নাই, আমায় তুমি অবমাননা কর নাই। অর্জ্জুন উত্তর দিলেন, আপনার নিকটেই শুনিয়াছি, ছল আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে না। সত্য হইতে আমি বিচলিত হইব না, সত্য আশ্রয় করিয়াই আমি শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। বৈশম্পায়ন বলিলেন, অর্জ্জুন রাজাকে এইরূপ জ্ঞাপন করিয়া বনচর্য্যার জন্য দীক্ষিত হইলেন এবং দ্বাদশবর্ষ বনে বাসের জন্য গমন করিলেন *।" বেদার্থমননপরায়ণ 'মুনিগণের মধ্যে দ্বৈপায়ন ব্যাস আমি।' একমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাস নহেন, অষ্টাবিংশতিসংখ্যক ব্যাসের মধ্যে তিনিই চরম, তবে কেন অপর সকলের প্রাধান্য না হইয়া তাঁহারই প্রাধান্য হইল? ভিন্ন ভিন্ন পথের সমন্বয়ব্যাপারে আচার্য্যের তিনি সহায় ছিলেন এজন্য তাঁহার প্রাধান্য। বিষ্ণুপুরাণমতে পঞ্চমবেদ মহাভারত প্রণয়ন করাতে তাঁহার মাহাত্ম্য। যথা—"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রভু নারায়ণ জানিবে। হে মৈত্রেয়, পৃথিবীতে আর কে মহাভারতপ্রণেতা হইবে † ?" কবি—সূক্ষ্মার্থদর্শী। ভার্গব নীতিবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এজন্য 'শুক্র আমি' এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। শুক্র আপনার মাহাত্ম্য আপনি এইরূপ বলিয়াছেন, "অচিন্ত্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমার বল। পৃথিবীতে বা দিব্যধামে যাহা কিছু সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইয়া আছে, আমি তাহার প্রভু, তাহার আমি চিরকালের প্রভু, তুষ্ট হইয়া স্বয়ম্ভু এই কথা বলিয়াছেন। প্রজাগণের হিতকামনায় আমি জল বর্ষণ এবং ওষধিগণের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকি। নিশ্চয় করিয়া আমি তোমায় এই কথা বলিতেছি ‡।" ৩৭।

* আদিপর্ব্ব ২১৫ অ, ২৫—৩৫ শ্লোক। † বিষ্ণুপুরাণ ৩ অং ৪অ, ৫ শ্লোক।

‡ আদিপর্ব্ব ৭৮ অ, ৩৭—৩৯ শ্লোক।

দণ্ডোদমরতামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্। ৩৮।

শাস্তৃগণের মধ্যে আমি দণ্ড, জিগীষুগণমধ্যে আমি নীতি, গোপ্য-বিষয়সমূহমধ্যে আমি মৌন, জ্ঞানিগণের মধ্যে আমি জ্ঞান।

ভাব—দণ্ডের প্রতি ভয় ও সম্ভ্রমবশতঃ লোকসকল পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় এবং পাপের শোধন হইয়া থাকে, এজন্য দণ্ড ভগবানের বিভূতি। মনু বলিয়াছেন, "পুরাকালে ঈশ্বর তাঁহার [রাজার] জন্য সর্ব্বভূতের রক্ষক আত্মসমুৎপন্ন ধর্ম্মকে ব্রহ্মতেজোময় দণ্ড করিয়া সৃজন করিয়াছেন। তাহারই ভয়ে চরাচর ভূতসমূহ ভোগসমর্থ হয় এবং স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না *।" অপিচ, "দণ্ডই প্রজাগণকে শাসন করে, দণ্ডই সকলকে রক্ষা করে, সকলে যখন নিদ্রিত হয় তখন দণ্ডই জাগ্রৎ থাকে, পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকেই দণ্ড বলিয়া জানেন †।" দণ্ড দ্বারা পাপশোধন হয় সেই মনুই বলিয়াছেন—"মানবসকল পাপ করিলে রাজা যে দণ্ড বিধান করেন সেই দণ্ডে নির্ম্মল হইয়া পুণ্যাচারী ব্যক্তিগণের ন্যায় তাহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ‡।" জিগীষু—জয়েচ্ছু। "আমাতে নীতি, ভীমে বল, আমাদের উভয়ের রক্ষক অর্জ্জুন, অগ্নিত্রয় যে প্রকার যজ্ঞ সাধন করিয়া থাকে আমরাও সেইরূপ মাগধের [জরাসন্ধের] বধসাধন করিব §।" এস্থলে যদিও দৈহিক বল বিনা কেবল নীতি জয়সাধনের কারণ নয় বলিয়া লক্ষিত হইতেছে, তথাপি নীতি যে প্রধান বল তাহা আর বিবাদের বিষয় নহে, কেন না নীতি বিনা বলপ্রয়োগ করিলে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হয়, ইহা সর্ব্বত্র অতি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মৌন—বাক্‌সংযম; জ্ঞানী—তত্ত্বজ্ঞ; জ্ঞান—শ্রবণাদি দ্বারা পরিপক্ব সম্যক্‌জ্ঞান [illegible] "তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই ভক্তদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে [illegible] সেখানে থাকিয়া দীপ্যমান জ্ঞানদীপযোগে আমি তাহাদিগের অজ্ঞান[illegible] বিনষ্ট করি ‖।" এতদনুসারে স্বয়ং অন্তর্যামীই জ্ঞানদীপ। অল্পজ্ঞ জীবগণের মোহ প্রমাদাদির অধীন হওয়া নিশ্চয়ই অপরিহার্য্য। যখন তাহাদিগের ভগবানের সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন তাঁহার জ্ঞানে তাহাদিগের জ্ঞানবত্তা হয়, অতএব আচার্য্য বলিয়াছেন—"জ্ঞানিগণের মধ্যে আমি জ্ঞান।" ৩৮।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্। ৩৯।

হে অর্জ্জুন, যাহা কিছু সর্ব্বভূতের বীজ তাহা আমি, চর ও অচর এমন ভূত নাই যাহা আমা বিনা হইতে পারে।

---

* মনু ৭অ, ১৪। ১৫ শ্লোক। † মনু ৭অ, ১৮ শ্লোক। ‡ মনু ৮অ, ৩১৮ শ্লোক।
§ সভাপর্ব্ব ২০ অ, ৩ শ্লোক। ‖ গীতা ১০ অ, ১১ শ্লোক।

ভাব—বীজ—উৎপত্তির কারণ আমি। কেন? স্থিরচর এমন কোন প্রাণী নাই যাহা আমা বিনা হইতে পারে। "আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে আত্মা হইয়া অবস্থিত" এই হইতে আরম্ভ করিয়া "চর ও অচর এমন ভূত নাই যাহা আমা বিনা হইতে পারে" এই বলিয়া আচার্য্য এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। তিনি যে এই শাস্ত্রে অন্তর্যামী হৃদয়স্থ ঈশ্বরকে উপাস্যরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, এ তত্ত্ব পণ্ডিতগণ ইহাতে দেখিতে পাইবেন। ৩৯।

অনন্ত ঈশ্বরের বিভূতিরও অন্ত থাকিতে পারে না, এ জন্যই আচার্য্য বলিতেছেন :—

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া। ৪০।

আমার দিব্য বিভূতিনিচয়ের অন্ত নাই, উদ্দেশে এই বিভূতির বিস্তার আমি বলিলাম।

ভাব—উদ্দেশে—একদেশমাত্রে।

যাহা বলেন নাই তাহার সংগ্রহার্থ আচার্য্য বলিতেছেন :—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্। ৪১।

যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, গুণাতিশয়, তাহাদিগকে আমার তেজোংশসম্ভূত বলিয়া জান।

ভাব—শ্রীযুক্ত—সমৃদ্ধিমান্, শোভাবান্, কান্তিমান্, সৌন্দর্য্যযুক্ত; গুণাতিশয়—অতিশয় বলাদিযুক্ত; তেজোংশসম্ভূত—চিচ্ছক্তির অংশসমুৎপন্ন।

এইরূপে পরিচ্ছিন্নভাবে চিন্তার উপায় বলিয়া এখন আবার অখণ্ডভাবে দর্শনের উপায় আচার্য্য বলিতেছেন :—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। ৪২।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথবা তোমার এ সকল বহু বিষয় জানিবার কি প্রয়োজন, আমিই একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি।

ভাব—একাংশে—একদেশমাত্রে; ধারণ করিয়া—ব্যাপিয়া; অবস্থিতি করিতেছি—তাহার অতীত হইয়া স্থিতি করিতেছি। "অব্যক্তমূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত

হইয়া রহিয়াছি। আমাতে সমুদায় ভূত স্থিতি করিতেছে, আমি তাহাদিগেতে স্থিতি করিতেছি না, *" এস্থলে তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে।

অধ্যায়ের অর্থসংগ্রহ শ্রীমদ্গিরি এইরূপ করিয়াছেন—"এতদ্দ্বারা ধ্যেয় ও জ্ঞেয়রূপে ভগবানের নানাবিধ বিভূতির উপদেশ করিয়া অন্তে সমুদায় প্রপঞ্চাত্মক ধ্যেয়রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক 'ইহার অমর ত্রিপাদ দিব্যধামে' এতদনুসারে প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধিক তত্ত্ব উপদেশ করত পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় তৎ [ব্রহ্ম] পদার্থপরিলক্ষিত অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।" শ্রীমচ্ছ্রীধর এইরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা চিত্ত বাহিরে ধাবিত হইলে ঈশ্বরদৃষ্টি স্থির রাখিবার জন্য দশমাধ্যায়ে [কৃষ্ণ] বিভূতি সকল বলিয়াছেন।" শ্রীমদ্বলদেব এইরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন :—"যাঁহার লেশমাত্র শক্তিতে সূর্য্যাদি উগ্রতেজা হয়, যাঁহার অংশে সমুদায় বিশ্ব আবৃত, দশমধ্যায়ে সেই কৃষ্ণ অর্চ্চিত হন।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন :—"শ্রীকৃষ্ণই বিশ্ব, অতএব তিনি তদ্দত্ত বুদ্ধিযোগে সেবনীয়, তাঁহারই মাধুর্য্য আস্বাদ্য, এ অধ্যায়ের অর্থ ইহাই কথিত হইয়া থাকে।" শ্রীমন্নরহরি এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"বিভূতিসমূহের বিশেষ জ্ঞান সগুণধ্যানের কারণ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধ্যানযোগে নির্ব্বিশেষ [ব্রহ্ম] জানিতে সমর্থ হন।" ৪২।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যে দশম অধ্যায়।

---

* গীতা ৯অ, ৪ শ্লোক।

একাদশ অধ্যায়।

অধ্যায়ের আরম্ভে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন—"ভগবানের বিভূতিসকল উক্ত হইল। এখানে ভগবান্ বলিলেন, 'আমিই একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি,' এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন জগদ্রূপ ঈশ্বরের স্বরূপ সাক্ষাৎকারের অভিলাষ করিয়া বলিলেন।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—"এইরূপে ভক্তিযোগের নিষ্পাদন এবং তাহার বৃদ্ধি করিবার জন্য অপর সকল হইতে অন্যবিধ এবং স্বাভাবিক, ভগবানের অসাধারণ কল্যাণগুনগণের সহিত ভগবানের সর্ব্বাত্মকত্ব কথিত হইল, এবং ভগবদতিরিক্ত সমগ্র চিৎ ও অচিদ্রূপ বস্তুসমূহ যখন তাঁহার শরীর তখন সেই বস্তুসমূহের স্বরূপ, স্থিতি ও প্রবৃত্তি যে তাঁহারই আয়ত্ত, তাহাও উক্ত হইল। তদনন্তর ভগবানের অসাধারণস্বভাবযুক্ত সেই সকল বস্তু এবং তাঁহার আয়ত্ত তাহাদিগের স্বরূপ, স্থিতি ও প্রবৃত্তি, তাহাও যে তাঁহা হইতেই উদিত হয় এবং তাঁহারই সহিত নিত্য সম্বদ্ধ থাকে, ইহা নিশ্চয় করিয়া তাদৃশ ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অর্জ্জুন বলিলেন।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব অধ্যায়ের অন্তে 'আমিই একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি' এই যে বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের রূপ ভাবান্তরে উক্ত হইয়াছে, সেই উক্তির অনুমোদন করিয়া সেই রূপদর্শনের অভিলাষে অর্জ্জুন বলিলেন।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন—"প্রথমে বিভূতি বলিবার উপক্রমে 'আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে আত্মা হইয়া অবস্থিত' এই বলিয়া, উপসংহারে 'আমিই একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি' এইরূপ বলাতে নিখিল বিভূতির আশ্রয় মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা পুরুষ (সঙ্কর্ষণ) স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার, কৃষ্ণ মহত্তত্ত্বস্রষ্টাদির অবতারী, ইহা কৃষ্ণের নিজমুখে শ্রবণে প্রতীতি করিয়া সৌহৃদ্যানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন অর্জ্জুন সেই পুরুষরূপ দেখিবার অভিলাষে কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন—"পূর্ব্বাধ্যায়ে নানা বিভূতি বলিয়া 'আমিই একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি' এই কথার অন্তে বিশ্বরূপই যে পরমেশ্বরের রূপ ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন। তচ্ছ্রবণ ও তদ্দর্শনাভিলাষে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত অর্জ্জুন কৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত কথার অনুমোদন করিয়া বলিলেন।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "পূর্ব্বাধ্যায়ে 'আমার এই বিভূতি ও যোগ যে ব্যক্তি তত্ত্বতঃ জানে' এই বলিয়া যোগ ও বিভূতি ব্যাখ্যা করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এবং অর্জ্জুনও 'হে জনগণের শাস্তা, আপনার যোগ ও বিভূতি পুনরায় বলুন' এই বলিয়া উহা শুনিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এইরূপে প্রার্থিত হইয়া

বিভূতিগুলি বলিবার পূর্ব্বে 'আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে আত্মা হইয়া অবস্থিত' এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সর্ব্বাধারতালক্ষণ যোগ সংক্ষেপে বলিয়াছেন। তদনন্তর 'আমিই একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি' এই কথা বলিয়া চরমে, ধান্যাগার দ্বারা ধান্য যেমন তেমনি আমা দ্বারা জগৎ বিধৃত, এই বলিয়া সেই যোগই তিনি স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। ভগবানের সেই সর্ব্বাধারত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষী অর্জ্জুন বলিলেন।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—" 'আমিই একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি' এই কথায় সমুদায় বিভূতির আশ্রয় আদিপুরুষ আপনার প্রিয় সখার নিজের অংশ ইহা শ্রবণপূর্ব্বক পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া সেইরূপ দেখিবার ইচ্ছুক অর্জ্জুন ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুমোদন করিতেছেন।" সমুদায় ব্যাখ্যাতৃগণের মত সংগ্রহ করিয়া এই অভিপ্রায় নিষ্পন্ন হয়,— এই জগৎ ভগবানের দেহস্থানীয়, তাই অরূপের রূপ এই জগৎ। তিনি আপনি তাহার আত্মা, সকল অবয়বশূন্য। তিনি জগদ্রূপ দেহে বদ্ধ নন, তাহার অতীত। এই জগতের অতীত হইলেও সেই জগতেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য অভিলাষী হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন।

প্রথমতঃ আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুমোদন করিয়া সর্ব্বান্তর্যামীর ঐশ্বরিক রূপ দেখিবার অভিলাষে অর্জ্জুন বলিলেন :—

অর্জ্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম। ১।
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্। ২।
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম। ৩।
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্। ৪।

অর্জ্জুন বলিলেন, আমার প্রতি অনুগ্রহবশতঃ পরমগুহ্য অধ্যাত্ম-নামে অভিহিত যে বাক্য আপনি আমায় বলিলেন তাহাতে আমার মোহ চলিয়া গেল। ভূতগণের সৃষ্টি ও প্রলয় এবং আপনার অক্ষয় মাহাত্ম্য, হে কমলপত্রাক্ষ, আপনার নিকট হইতে বিস্তারপূর্ব্বক শ্রবণ করিলাম। হে পরমেশ্বর, আপনি আপনার কথা যেরূপ বলিলেন, তাহা এইরূপই। হে পুরুষোত্তম, আপনার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো যোগেশ্বর, যদি সে রূপ

আমি দেখিতে পারি এরূপ আপনি মনে করেন, তবে আপনি বিকারাতীত আপনায় আমাকে দেখান।

ভাব—পরমগুহ্য—নিরতিশয় গোপনীয়; অধ্যাত্মনামে অভিহিত—আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক বাক্য; আপনি—অন্তর্যামী; মোহ—যাঁহারা শোকের পাত্র নহেন তাঁহাদের জন্য শোক করা; আপনার নিকট হইতে—আচার্য্যতনুতে অধিষ্ঠিত অন্তর্যামী হইতে; অক্ষয় মাহাত্ম্য—'আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই *' ইত্যাদি বাক্যে প্রতিভাত; বিকারাতীত—জগতে প্রকাশ পাইলেও স্বয়ং রূপান্তরতাবিহীন। ১—৪।

অর্জ্জুন এইরূপ প্রার্থনা করিলে আচার্য্য বলিলেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ। ৫।
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত। ৬।
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি। ৭।
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ৮।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে পার্থ, আমার শতশঃ সহস্রশঃ নানাবর্ণ নানা আকৃতিযুক্ত নানাবিধ দিব্যরূপ দর্শন কর। আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, এবং আরও অনেক যাঁহাদিগের রূপ পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য রূপ দর্শন কর। আমার এই দেহে একস্থানে অবস্থিত চর ও অচর সমগ্র জগৎ এবং আর যাহা কিছু দেখিতে চাও আজ দেখ। তোমার এই নিজের চক্ষে আমায় দেখিতে পাইবে না। আমি তোমায় দিব্য চক্ষু দিতেছি, আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।

ভাব—দিব্য—অপ্রাকৃত; নানা বর্ণ—শুক্লপীতাদি। শ্বেতদ্বীপগত নারদ আপনার মনের ভাবানুসারে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, এখানে যুদ্ধোদ্যত অর্জ্জুন তাঁহার মনের ভাবানুসারী ভীষণ রূপ দেখিলেন, এস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে। নারদের বিশ্বরূপদর্শন শান্তিপর্ব্বে এইরূপ নিবদ্ধ আছে—"ভগবান্ ঋষি নারদ মহান্ শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া, সেই সকল শ্বেতবর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবান্ লোকদিগকে দেখিয়াছিলেন।

* গীতা ৭অ, ৭ শ্লোক।

প্রণতশিরে ও বিনত মনে তিনি তাঁহাদিগকে এবং তাঁহারা তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। তিনি দর্শনেচ্ছু হইয়া জপপরায়ণ হইলেন, সর্ব্বপ্রকারতপোযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলেন। হে বিপ্র, একান্তমনা, ঊর্দ্ধবাহু, এবং সমাহিত হইয়া সেই নির্গুণ গুণাত্মা বিশ্বকে লক্ষ্য করিয়া তিনি স্তোত্র গান করিতে লাগিলেন *।" স্তোত্রের পর তিনি এইরূপ রূপ দর্শন করিলেন :—"এইরূপে বিশ্বরূপধারী ভগবান্ তাঁহার নিগূঢ় যথার্থ নামে স্তুত হইয়া নারদ ঋষিকে দর্শন দিলেন। চন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ রূপ, চন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্বযুক্ত, কিঞ্চিৎ কৃশানুবর্ণ, কিঞ্চিৎ শুক্রাকৃতি, কিঞ্চিৎ শুকপক্ষনিভ, কিঞ্চিৎ স্ফটিকসন্নিভ, নীলাঞ্জনরাশিসদৃশ, কোথাও স্বর্ণপ্রভ, কোথাও প্রবালাঙ্কুরবর্ণ, কোথাও শ্বেতবর্ণ, কোথাও সুবর্ণবর্ণাভ, কোথাও বৈদূর্য্যমণিসদৃশ, কোথাও নীলবৈদূর্য্যসদৃশ, কোথাও ইন্দ্রনীলনিভ, কোথাও ময়ূরকণ্ঠবর্ণাভ, কোথাও মুক্তাহারনিভ। এইরূপ বিবিধবর্ণ বিবিধরূপধারী সেই সনাতন, সহস্রনয়ন, শ্রীমান্, শতশীর্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রোদর, সহস্র বাহু, কোথাও বা অব্যক্ত ওঙ্কার এবং তৎসহ গায়িত্রী এক মুখে উচ্চারণ করিতেছেন, অবশিষ্ট মুখে বিবিধ ভাবাপন্ন চারি বেদ উদ্গিরণ করিতেছেন, সেই বশী হরি নারায়ণ আরণ্যক গান করিতেছেন। সেই যজ্ঞপতি দেবেশ তৎকালে বেদী, কমণ্ডলু, শুভ্রমণি, উপানৎ, কুশ, অজিন, দন্তকাষ্ঠ, প্রজ্বলিত হুতাশন ধারণ করিয়া আছেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ, প্রসন্নমনা নারদ বাগ্যত এবং প্রণত হইয়া সেই প্রসন্ন পরমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন †।" এস্থলে নারদ শ্রীমদৃষিনারায়ণ কর্তৃক অপহৃতচিত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তদ্ভাবানুরূপ বিশ্বরূপ তিনি দেখিয়াছেন। আচার্য্যের ভাববিমিশ্র আপনার ভাবানুসারে অর্জ্জুন সেইরূপই রূপান্তরিতভাবে দেখিয়াছেন, ইহাই তত্ত্ব। দুর্য্যোধনের সভাতে আচার্য্য যে রূপ দেখাইয়াছিলেন তন্মধ্যে যাহা কিছু বিশেষ লক্ষিত হয়, তাহাও তৎসময়োচিত ভাবানুসারী। যথা—"হে সুযোধন, তুমি যে মনে করিতেছ আমি একা আছি, ইহা মোহবশতঃ। হে নিরতিশয় দুর্ব্বুদ্ধি, তুমি আমায় পরাভব করিয়া ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছ। এখানেই পাণ্ডবগণ, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ সকলেই আছেন। এখানেই মহর্ষিগণসহকারে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ বিদ্যমান। এই কথা বলিয়া বিপক্ষবীরহা শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন। মহাত্মা শৌরি এইরূপে হাসিলে, বিদ্যুদ্রূপ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ দেবগণ অগ্নিশিখা মোচন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ইঁহার ললাটে, রুদ্র ইঁহার বক্ষে, লোকপাল সকল ভুজে, অগ্নি ইঁহার মুখ হইতে প্রকাশ পাইলেন। আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ তাঁহাতে ছিলেন। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষসগণের রূপ এক হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার দুই বাহু হইতে বলদেব ও ধনঞ্জয় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণে ধনুর্ধর ধনঞ্জয় এবং বামে হলধারী বলরাম, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ভীম, যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়, তাঁহার সম্মুখে প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া

* শান্তিপর্ব্ব ৩৩৮ অ, ১—৩ শ্লোক। † শান্তিপর্ব্ব ৩৩৯ অ, ১—১০ শ্লোক।

বিদ্যমান। শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, শার্ঙ্গ, লাঙ্গল, নন্দক (বিষ্ণুর চক্র), চারি দিকে দীপ্যমান উদ্যত সকল প্রকারের অস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের বাহুসমূহে দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার নেত্র হইতে, নাসা হইতে, শ্রোত্র হইতে চারিদিকে অতি ভীষণ, সধূম অগ্নিশিখা এবং তাঁহার রোমকূপে সূর্য্যমরীচিসমূহ প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সেই ঘোর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মহামতি দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর বিনা আর সকল রাজারাই ভীতচিত্ত হইয়া নেত্র নিমীলিত করিয়াছিলেন *।"

বৈদিক পুরুষসূক্তানুসারে সাধন যোগিগণেতে তাদৃশ সিদ্ধি অর্পণ করিয়াছিল। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ ইহাকে যোগপ্রভাব, বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণ ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াতে তাদৃশ প্রবলাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপন বলিয়া থাকেন। উহার প্রভাবাধীন ব্যক্তিগণেতে তাঁহাদিগের মনোভাব তাঁহারা প্রতিফলিত করেন। কেবল বিশ্বমূর্ত্তিই নহে স্বেচ্ছানুসারে তাঁহারা অন্য বিষয়ও অপরের মনে প্রতিফলিত করিতেন। ব্যাস যেমন গান্ধারী, কুন্তী, সুভদ্রা, দ্রৌপদী এবং অন্যান্যকে মৃতপুত্রাদি দেখাইয়াছিলেন। তিনি সে সময়ে সেখানে উপস্থিত সকলকে বলিয়াছিলেন, "পরলোককৃত ভয় হইতে অনেক দিন হইল সকলের হৃদয়ে যে দুঃখ আছে, তাহা আমি অপনয়ন করিব। আপনারা সকলে ভাগীরথীনদীতীরে গমন করুন, এই যুদ্ধোদ্যমে যাঁহারা হত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে দেখিতে পাইবেন †।" সকলে নিশাকালে ব্যাসের নিকটে গমন করিলে—"মহাতেজা মহামুনি ব্যাস পবিত্র ভাগীরথীজলে অবগাহন করিয়া পাণ্ডব ও কৌরবগণের যোদ্ধা সকল এবং নানাদেশবাসী মহাভাগ রাজন্যসমূহকে তিনি আহ্বান করিলেন। তদনন্তর, হে জনমেজয়, পূর্ব্বে যেমন কুরু ও পাণ্ডবগণের শব্দ হইত, তেমনি জলমধ্যে তুমুল শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তৎপর ভীষ্ম ও দ্রোণকে সম্মুখে লইয়া সমুদায় রাজন্যবর্গ সৈন্য সহকারে সেই জল হইতে সহস্রে সহস্রে উত্থিত হইলেন। পুত্র ও সেনা সহকারে বিরাট্ ও দ্রুপদ, দ্রৌপদীর তনয়গণ, সুভদ্রাতনয়, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহারথ কর্ণ, দুর্য্যোধন, শকুনি ও দুঃশাসনাদি মহাবল ধৃতরাষ্ট্রের তনয়গণ, জরাসন্ধনন্দন, ভগদত্ত, বীর্য্যবান্ জলসন্ধ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, অনুজ সহ বৃষসেন, রাজপুত্র লক্ষ্মণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজ, শিখণ্ডিপুত্রগণ, অনুজ সহ ধৃষ্টকেতু, অচল, বৃক, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, রাজা চেকিতান, ইঁহারা এবং আর আর অনেকে—অনেক বলিয়া তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল না—উজ্জ্বল দেহ ধারণ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন। যে বীরের যে বেশ, যে বীরের যে ধ্বজ ও বাহন, সেই সেই বেশাদিভূষিত রাজগণকে দেখিতে পাওয়া গেল। সকলেই দিব্য বাস পরিধান করিয়াছেন, সকলেরই অতি উজ্জ্বল কুণ্ডল। তাঁহাদের সকলের বৈরভাব, অহঙ্কার, ক্রোধ ও মৎসরতা চলিয়া গিয়াছে। গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগের গুণগান করিতেছে, বন্দিগণ তাঁহাদের স্তব করি-

---

* উদ্যোগপর্ব্ব ১৩০ অ, ২—১৪ শ্লোক। † আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ৩১ অ, ১৮। ১৯ শ্লোক।

তেছে। তাঁহারা দিব্য মাল্য ও বসন ধারণ করিয়াছেন, অপ্সরগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। মুনি সত্যবতীতনয় প্রীত হইয়া তপোবলে ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু দান করিয়াছিলেন। যশস্বিনী গান্ধারী তখন দিব্য জ্ঞানবলসম্পন্ন হইয়া সকল পুত্রগণকে এবং অন্য যাঁহারা যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দেখিয়াছিলেন *।"

বিশ্বমূর্ত্তির তত্ত্ব কি, তাহাই এখানে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। এই জগৎ ভগবানের রূপ প্রাচীনগণের এ সিদ্ধান্ত সংহিতা ও উপনিষদ্‌বিরুদ্ধ নহে। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তকারগণ এ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন নাই, অথচ সর্ব্বথা অস্বীকার করা অসম্ভব দেখিয়া তাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "এতাদৃশ ইহার মহিমা, ইহা হইতেও পুরুষ মহত্তম, সমুদায় ভূত ইহার পাদমাত্র, ইহার অমর ত্রিপাদ দিব্যধামে †।"—"তাঁহা হইতে বিরাট্ উৎপন্ন হইলেন। সেই বিরাট্‌কে অধিকার করিয়া পুরুষ অবস্থিত। সেই বিরাট্ জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্র পশ্চাতে ভূমিকে অতিক্রম করিলেন ‡।"—এই পুরুষসূক্তের অনুসারে তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা পরমপুরুষ অবতারী; মহতের স্রষ্টা আদ্যাবতার তাঁহার অংশ। ইনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ইহার কেশাদি সকলেরই উপাদান সচ্চিদানন্দ, উহারা মায়িক নহে। জগতের উপাদান বিনা কখন কেশাদি হইতে পারে না, এ জন্য তাঁহাদিগকেও ঈদৃশ উক্তিসকলেতে স্বীকার করিতে হইয়াছে—"সে জন্যই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে তাঁহাতে স্থিত বিশ্বের নিত্য ভগবদ্রূপত্ব আছে।" 'আমি একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি §' এতদনুসারে অন্তর্যামী ভগবানেতে বিশ্বের স্থিতি হইলেও তিনি কিন্তু তাহাতে স্থিতি করিয়াও তাহার অতীত। সুতরাং তাঁহার আপনার অন্তর্ভূত বিশ্ব লইয়া বিশ্বরূপ। আপনাতে প্রকাশমান অন্তর্যামীকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন 'বাসুদেব সকল ||।' অর্জ্জুন আচার্য্যে প্রকাশমান অন্তর্যামীর সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব যত দূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি তাঁহাকে তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 'সমুদায় ভূত ইহার পাদমাত্র', অতএব আদিত্যাদি সমুদায়কে তিনি তাঁহাতে দেখিয়াছেন। মহাভারতের অনুক্রমণিকাপর্ব্বে কেবল বিশ্বরূপদর্শন নিবদ্ধ রহিয়াছে—"যখন শুনিলাম, রথোপরি অর্জ্জুন মোহবশতঃ অবসাদ-গ্রস্ত হইলে কৃষ্ণ আত্মশরীরে লোকসমূহ তাঁহাকে দেখাইলেন, তখন আর আমার জয়ের আশা রহিল না ¶।" এখানে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দেওয়ার যখন উল্লেখ নাই, তখন কেবল বিশ্বরূপ দেখাইয়া আচার্য্য অর্জ্জুনের মোহ অপনয়ন করিয়াছিলেন, এরূপ সংশয় অকিঞ্চিৎকর। আর কিছু না বলিয়া এখানে কেবলমাত্র বিশ্বরূপদর্শনের উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ পাইতেছে।

---

* আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ৩২ অ, ৪—১৮ শ্লোক।
† ঋক্‌সংহিতা ১০ ম, ৯০ সূ, ৩ ঋক্।
‡ ঋক্‌সংহিতা ১০ ম, ৯০ সূ, ৫ ঋক্।
§ গীতা ১০ অ, ৪২ শ্লোক।
|| গীতা ৭ অ, ১৯ শ্লোক।
¶ আদিপর্ব্ব ১ অ, ১৭৯ শ্লোক।

যদি এরূপই না হইবে, তবে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে সৌতি কেন বলিলেন—"ইহার পর বিচিত্র অর্থযুক্ত ভীষ্মপর্ব্ব [ব্যাস] বলিয়াছেন। এই ভীষ্মপর্ব্বে জম্বুখণ্ড নির্ম্মাণ, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যের অতিমাত্র বিষাদপ্রাপ্তি, দশাহব্যাপী দারুণ ঘোর যুদ্ধ, মহামতি বাসুদেব কর্ত্তৃক মোক্ষপ্রদর্শক যুক্তিযোগে অর্জ্জুনের মোহজনিত হতচেতনতাপনয়নের কথা সঞ্জয় উল্লেখ করিয়াছেন *।"

হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ, আর পূর্ব্বে দেখ নাই ঈদৃশ বহু আশ্চর্য্য রূপ দেখ। আজ আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত চর ও অচর সমগ্র জগৎ, এবং আর যাহা কিছু দেখিবার ইচ্ছা কর, দেখ। আমি সর্ব্বান্তর্যামী যে সর্ব্বান্তর্ভাবক, তাহা তুমি এ চক্ষুতে দেখিতে পাইবে না, আমি আপনার প্রভাবে তোমাতে দিব্য দৃষ্টি সংক্রামিত করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার ঐশ্বরযোগ —অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য—অবলোকন কর।

আচার্য্য কিরূপ রূপ দেখাইলেন সঞ্জয় ছয়টি শ্লোকে তাহা বলিতেছেন :—

সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরোহরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্। ৯।
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্। ১০।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্। ১১।

হে রাজন্, মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তদনন্তর পার্থকে পরম ঐশ্বর রূপ দেখাইলেন। এইরূপের অনেক বক্ত্র ও নয়ন, অনেক অদ্ভুত দেখিবার বিষয়, অনেক দিব্য আভরণ, অনেক দিব্য উদ্যত শস্ত্র। ইনি অনন্ত, বিশ্বতোমুখ, দ্যুতিমান্, দিব্যমাল্যাম্বরধারী, দিব্য গন্ধ ইঁহার অনুলেপন।

ভাব—'পুরুষ সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন, সহস্র পাদ †' এই উক্ত্যনুসারে 'অনেক বক্ত্র ও নয়ন' ইত্যাদি এখানে বলা হইয়াছে। অনেকশব্দ অনন্তবাচক—শ্রীমন্মাধ্ব ; দিব্য—অপ্রাকৃত। ৯ ১১।

যখন এইরূপে পরমাত্মার মধ্যে বিশ্ব অন্তশ্চক্ষুর প্রত্যক্ষ হয়, তখন সকল দিক্ প্রসন্ন এবং অপূর্ব্ব দীপ্তিতে আবৃত বলিয়া প্রতিভাত হয়, নিখিল সাধকের এই অনুভূতি সঞ্জয় বিবৃত করিতেছেন :—

---

* আদিপর্ব্ব ২ অ, ২৫৩—২৫৬ শ্লোক। † ঋগ্‌বেদ ১০ ম, ৯০ সূ, ১ ঋক্।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ। ১২।
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা। ১৩।
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত। ১৪।

আকাশে যদি সহস্র সূর্য্য একই সময়ে উত্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার দীপ্তি সেই মহান্ আত্মার দীপ্তির সদৃশ হয়। অর্জ্জুন তৎকালে দেবদেবের সেই শরীরে একস্থ সমগ্র জগৎ অনেক প্রকারে বিভক্ত দর্শন করিলেন। তদনন্তর বিস্ময়াবিষ্ট হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয় প্রণত মস্তকে দেবতাকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন। ১২—১৪।

সেই বিশ্বরূপ যেরূপ অর্জ্জুন দেখিলেন তাহাই তিনি বলিতেছেন :—

অর্জ্জুন উবাচ—পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্। ১৫।

হে দেব, তোমার দেহে দেবগণকে, সর্ব্বপ্রকার ভূতবিশেষ-সমূহকে, কমলাসনস্থ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে, সকল ঋষিকে, এবং দিব্য উরগগণকে দেখিতেছি।

ভাব—ভূতবিশেষসমূহ—স্থিরচর নানা আকারবিশেষধারী। শ্রীমদ্বলদেব শ্লোকস্থ ঈশশব্দ স্বতন্ত্র করিয়া ব্রহ্মার অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ীকে * এখানে গ্রহণ করিয়াছেন। দিব্য—স্বর্গে সমুৎপন্ন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়—"এই হবি সেই সর্প গণকে অর্পণ করা হইতেছে, নক্ষত্রদেহসকল যাহাদিগের চিত্তের অনুসরণ করে। যে সকল সর্প পৃথিবী ও অন্তরিক্ষে বাস করে তাহারা আমাদের যজ্ঞীয় দ্রব্যে অর্চ্চিত হউন। যে সকল সর্প সূর্য্যের দীপ্তিমধ্যে বাস করে, যাহারা স্বর্গ ও স্বর্গের দেবীর

* "বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা প্রমুচ্যতে॥" সাত্বততন্ত্রের এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়া বৈষ্ণবগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রথম সঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী, ইনি মায়াযোগে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন; দ্বিতীয় প্রদ্যুম্নের অংশ গর্ভোদকশায়ী,ইহার কার্য্য ভুবনোৎপাদন; তৃতীয় অনিরুদ্ধের অংশ ক্ষীরোদ-শায়ী, ইনি জীবের আত্মা। ব্রহ্মা গর্ভোদকশায়ীর নাভিপদ্মস্থ।

অনুসরণ করে, নক্ষত্র দেহসকল যাহাদিগের অভিলাষের অনুবর্ত্তন করে, সেই সকল সর্পকে মধুমান্ হবি হবন করিতেছি *।" ১৫।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ। ১৬।

হে অনন্তরূপ, তোমার অনেক বাহু, উদর, আনন ও নয়ন দেখিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতেছি না।

ভাব—'অনেক' শব্দ অনন্তবাচক—শ্রীমন্মাধ্ব, 'বিশ্ব' শব্দ অনন্তবাচক—শ্রীমন্মাধ্ব। ১৬।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্। ১৭।

কিরীট, গদা ও চক্রধারী, চারিদিকে দীপ্তিমান্ তেজোরাশি, সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত অনল ও অর্কের ন্যায় দ্যুতিমান্, দুর্নিরীক্ষ্য, অপ্রমেয় তোমায় আমি দেখিতেছি।

ভাব—অপ্রমেয়—অপরিচ্ছেদ্য, পরিমাণ করিতে অশক্য। কিরীটাদি কি, তাহা পূর্ব্বে ভাগবতের বচনে প্রদর্শিত হইয়াছে। যতীন্দ্রমতদীপিকাতে দেখিতে পাওয়া যায়—"ভগবানের অপ্রাকৃত, দিব্য, মঙ্গলমূর্ত্তি—অস্ত্র ও ভূষণের অধ্যায়ে যে সকল উক্ত হইয়াছে—তাহাদের আশ্রয়; যথা—প্রকৃতি পুরুষের কৌস্তভ, মহত্তত্ত্ব শ্রীবৎস, সাত্ত্বিক অহঙ্কার গদা, তামস অহঙ্কার শঙ্খ, জ্ঞান শার্ঙ্গ, অজ্ঞান খড়্গ, অজ্ঞানাবরক মন চক্র, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ শর, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতসকল বনমালা।" ১৭।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে। ১৮।

তুমি [মুমুক্ষুগণের] জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি অব্যয়, তুমি নিত্যধর্ম্মের পালয়িতা, তুমি সনাতন পুরুষ, এই আমার মত। ১৮।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্। ১৯।

আদিমধ্যান্তরহিত, অনন্তবীর্য্য, অনন্তবাহু, শশিসূর্য্যনয়ন,

* তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩। ১। ১। ৫। ৬।

প্রদীপ্ত হুতাশনানন, তুমি আপনার তেজে এই বিশ্বকে তাপিত করিতেছ, দেখিতেছি।

ভাব—অনন্ত বীর্য্য—শ্রীমদ্রামানুজ বলেন, "এখানে বীর্য্য শব্দ—অসীম, নিরতিশয় জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি তেজের আশ্রয় প্রদর্শন করিবার জন্য; অনন্ত বাহু, ইহাও অনন্ত বাহু, উদর ও বক্ত্রাদি প্রদর্শনের নিমিত্ত।" শশিসূর্য্যনয়ন—"শশী ও সূর্য্যের ন্যায় প্রসাদ ও প্রতাপযুক্ত নয়ন সকল। অনুকূল দেবাদি, যাঁহারা তাঁহাকে নমস্কারাদি করেন তাঁহাদিগের প্রতি প্রসাদ এবং তদ্বিপরীত অসুর ও রাক্ষসাদির প্রতি প্রতাপ"—শ্রীমদ্রামানুজ। দীপ্ত হুতাশনানন—"প্রদীপ্ত কালানলের ন্যায় সংহারগুণশালী বক্ত্র"—শ্রীমদ্রামানুজ, আপনার তেজে এই বিশ্বকে তাপিত করিতেছ—"আপনার তেজে—চৈতন্যজ্যোতিতে, এই বিশ্বকে—বিশ্বরূপকে, তাপিত করিতেছ—প্রকাশ করিতেছ। আনাদিত্বাদি-সমুদায়-বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশ্বকে তাপ ক্রিয়ার কর্ম্ম করিয়া তুমি উহাকে তাপিত করিতেছ, এজন্য আমি তোমায় জ্যোতীরূপে দেখিতেছি—জানিতেছি। ভাব এই,—বিশ্বরূপ চিত্রপটস্থানীয়, উহা কর্ত্তৃত্বাদি, আত্মবুদ্ধি এবং বাসনাযুক্ত। এই বিশ্বরূপ যে জ্যোতিতে প্রকাশ পায় সেই জ্যোতি তুমি, ইহাই আমি জানিলাম।"—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। ১৯।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্। ২০।

স্বর্গ ও পৃথিবী, এ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী আকাশ এবং সমুদায় দিক্ সকল তোমা কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত। হে মহাত্মন্, তোমার অদ্ভুত উগ্র রূপ দর্শন করিয়া লোকসকল ব্যথিত হইয়াছে।

ভাব—স্বর্গ ও পৃথিবী—স্বর্গ ও পৃথিবী শব্দ উপরিতন ও অধস্তন লোকসকল প্রদর্শন করিবার জন্য। অদ্ভুত—বিস্ময়কর, উগ্র—ভীষণ ক্রূর; ব্যথিত—ত্রস্ত। ২০।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা সিদ্ধমহর্ষিসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ। ২১।

এই দেবগণ ভীত হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তোমায় স্তব করিতেছেন, স্বস্তি এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ পূর্ণ স্তুতি সহকারে তোমায় দেখিতেছেন। ২১।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে। ২২।

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব সকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ, সকলেই তোমাকে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিতেছে। ২২।

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্। ২৩।

হে মহাবাহু, বহু বক্ত্র, বহু নেত্র, বহু বাহু, বহু উরু, বহু পাদ, ও বহু উদরযুক্ত, বহু দ্রংষ্টায় ভীষণ তোমার এই মহৎ রূপ দেখিয়া, লোক সকল ব্যথিত হইয়াছে, আমিও ব্যথিত হইয়াছি। ২৩।

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো। ২৪।

হে বিষ্ণো, নভঃস্পর্শী, প্রদীপ্ত, অনেকবর্ণ, বিবৃতানন, প্রদীপ্ত বিশালনয়ন, তোমায় দেখিয়া অতীব ভীতমনা হইয়া আমি ধৈর্য্য বা শান্তি লাভ করিতেছি না।

ভাব—বিষ্ণো - সর্ব্বব্যাপিন্। ২৪।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। ২৫।

তোমার দংষ্ট্রাকরাল, কালানলসন্নিভ মুখ দর্শন করিয়া দিক্‌হারা হইয়া গিয়াছি, সুখলাভ করিতেছি না। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও।

ভাব—কালানলসন্নিভ—প্রলয়কালাগ্নিসদৃশ। ২৫।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ। ২৬।
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ। ২৭।

এই সকল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা অবনীপালগণ সহ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ আমাদিগের প্রধান যোদ্ধৃনিচয় সহ তোমার দংষ্ট্রাকরাল, ভয়ানক মুখে ধাবিত হইয়া প্রবেশ করিতেছেন। কেহ

কেহ চূর্ণিত মস্তকে তোমার দশনমধ্যে লাগিয়া রহিয়াছেন, দেখা যাইতেছে।

ভাব—প্রধান যোদ্ধৃগণ—ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি। ২৬—২৭।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি। ২৮।

নদীসকলের বহু বারিপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া যেরূপ দ্রুতবেগে সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরলোকবীরগণ চারিদিকে জ্বলন্ত তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছেন। ২৮।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ। ২৯।

পতঙ্গ সকল অতি বেগে ধাবমান হইয়া আত্মবিনাশের জন্য যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনি লোক সকল অতিবেগে ধাবমান হইয়া আত্মবিনাশের জন্য তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে। ২৯।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো। ৩০।

তুমি সমগ্র লোককে গ্রাস করিতেছ এবং দীপ্যমান বদনে চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছ। হে সর্ব্বব্যাপিন্, তোমার তীব্র দীপ্তি তেজ দ্বারা সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া উহাকে সন্তপ্ত করিতেছে। ৩০।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্। ৩১।

উগ্রমূর্ত্তি আপনি কে, আমায় বলুন। হে দেববর, আপনাকে নমস্কার করি, আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি সকলের কারণ, আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি। জানি না আপনার কি জন্য ঈদৃশ উদ্যম। ৩১।

আপনি কে আচার্য্য এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।৩২

আমি লোকক্ষয়কারী মহান্ কাল। আমি লোকদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত। তোমার বিপক্ষে যে সকল যোদ্ধা স্থিতি করিতেছে কেবল এক তোমা বিনা আর কেহই জীবিত থাকিবে না। ৩২।

আমি যাহাদিগকে হনন করিয়াছি, তুমি তাহাদিগকে হনন করিবে, অতএব কোন শঙ্কা করিও না, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্। ৩৩।

অতএব তুমি উত্থান কর, শত্রুগণকে জয় করিয়া যশ লাভ কর, সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। আমি পূর্ব্বেই ইহাদিগকে হনন করিয়াছি, হে সব্যসাচিন্, তুমি উপলক্ষমাত্র হও।

ভাব—আমি—কালরূপী আমি। ৩৩।

যাঁহাদিগকে জয় করিবার বিষয়ে অর্জ্জুনের আশঙ্কা ছিল, তাঁহাদিগের বধে কোন প্রয়াস হইবে না, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্। ৩৪।

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য সংগ্রামকুশলগণকে আমি বধ করিয়াছি, তুমি সেই হতগণকে হনন কর, কোন আশঙ্কা করিও না। যুদ্ধ কর, রণে বিরোধিগণকে তুমি জয় করিবে।

ভাব—অন্যান্য সংগ্রামকুশলগণ—ভূরিশ্রবা প্রভৃতি। কালস্বরূপ আমি অন্তর্যামী যাহাদিগকে বধ করিয়াছি, একথা বলাতে পরমাত্মার বধাদিতে প্রবৃত্তি আছে, বুঝা যাইতেছে। এরূপ হইলে তাঁহাতে মানবগণের ন্যায় বৈষম্য নির্দ্দয়ত্ব্য প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয়,—এ সংশয় মিথ্যাবিতর্ক মাত্র, কেন না ভগবানের ইচ্ছার প্রেরণায় জন্ম হয়, এ কথায় যদি কোন দোষ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তৎপ্রেরণায় মৃত্যুতেই দোষ উপস্থিত হইবে কেন? মৃত্যু তো অন্য আকারে জন্ম বৈ আর কিছু নহে। যদি বল ভগবানেতে বধপ্রবৃত্তি যদি দোষশূন্য হয়, তাহা হইলে আমরাও যদি বধ করি, তাহা হইলে উহা আমাদিগের অধর্ম্মের কারণ হয় না। আমরা জীবনও দিতে পারি না, মৃত্যুকেও নবীনতর জীবনে পরিণত করিতে সমর্থ নই; এ জন্য এস্থলে ভগবানের সঙ্গে আমাদের

সমতা নাই। আচার্য্যের অভিপ্রায় এই, অর্জ্জুনের বধকার্য্যে প্রবৃত্তি ক্ষাত্র ধর্ম্মানুমোদিত এবং যাহারা অধর্ম্মে হত হইয়াছে,তাহাদিগকে তিনিই বধ করিয়াছেন, অতএব অর্জ্জুনের পক্ষে উহা অধর্ম্মের জন্য নহে। ৩৪।

আচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কি করিলেন সঞ্জয় তাহা বলিতেছেন :—

সঞ্জয় উবাচ—এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য। ৩৫।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কম্পিতকলেবরে এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক নিরতিশয় ভীত হইয়া পুনরায় কৃষ্ণকে প্রণাম করত গদ্গদবাক্যে তাঁহাকে বলিলেন। ৩৫।

অর্জ্জুন যাহা বলিয়াছেন তাহা একাদশটি শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে :—

অর্জ্জুন উবাচ—স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ। ৩৬।

হে হৃষিকেশ, তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে জগৎ যে অতীব হর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং অনুরক্ত হয়, তাহা ঠিকই। রাক্ষসগণ ভীত হইয়া যে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ সকলে যে নমস্কার করে, তাহাও ঠিক।

ভাব—হৃষীকেশ—ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক অন্তর্যামী। সকলে আপনার আপনার ভাবানুসারে ভীত বা প্রীতিযুক্ত হয়, রাক্ষসগণের পলায়ন এবং সিদ্ধগণের নমস্কারে তাহাই কথিত হইয়াছে। ৩৬।

সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন তাহা বিচিত্র নহে, তাহাই কথিত হইতেছে :—

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ। ৩৭।

হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা, তুমি গুরুতর, তাঁহারা কেন তোমায় নমস্কার করিবেন না? যাহা সৎ, যাহা অসৎ, যাহা সৎ ও অসতের অতীত, অক্ষর তুমি সে সমুদায়।

ভাব—আদি কর্ত্তা—"পঞ্চমহাভূতসৃষ্টি দ্বারা ইনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন"—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। সৎ—কার্য্য, অসৎ—কারণ, সৎ ও অসতের অতীত—কার্য্য ও কারণাবস্থার

অতীত ; অক্ষর—ব্রহ্ম ; তুমি সে সমুদায়—তুমি সর্ব্বরূপ। এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন,—"ক্ষরে না এই অর্থে অক্ষর—জীবাত্মতত্ত্ব......জীবাত্মবস্তু এবং সৎ ও অসৎ তুমি। কার্য্য ও কারণ ভাবে অবস্থিত প্রকৃতিতত্ত্ব সদসৎ শব্দে নির্দ্দিষ্ট। নাম ও রূপে বিভক্ত হইয়া যে কার্য্যাবস্থা হয় উহাই সৎ শব্দে নির্দ্দিষ্ট। যাহা নাম ও রূপে বিভাগ হইতে পারে না কারণাবস্থায় থাকে, উহা অসৎ শব্দে নির্দ্দিষ্ট। সেই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবান্ জীবাত্মা এ দুইয়ের অতীত যে মুক্তাত্মা তাহাও তুমি।" ৩৭।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ। ৩৮।

তুমি আদিদেব, পুরাণপুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমিই বেত্তা, তুমিই বেদ্য, তুমিই পরম ধাম। হে অনন্তরূপ, এই বিশ্ব তোমাকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত।

ভাব—আদিদেব—জগতের স্রষ্টা ; পুরাণ—চিরন্তন, শরীর নাশেও অবিনাশী ; পরম ধাম—প্রাপ্যস্থান। ৩৮।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে। ৩৯।

তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি শশাঙ্ক, তুমি প্রজাপতি, তুমি প্রপিতামহ। তোমাকে নমস্কার, সহস্রবার নমস্কার, আবার তোমায় নমস্কার, আবার তোমায় নমস্কার।

ভাব—প্রজাপতি—কশ্যপাদি, প্রপিতামহ—পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার পিতা। ৩৯।

"সমুদায় বাসুদেব" * এই উক্তিতে যে 'সমুদায়' পদ আছে, তাহার সার্থকতা স্মরণ করিয়া অর্জ্জুন স্তব করিতেছেন :—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বতএব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ। ৪০।

হে সর্ব্ব, তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার, সকল দিক্ দিয়া তোমায় নমস্কার, অনন্ত তোমার বীর্য্য অমিত তোমার বিক্রম, তুমি সমুদায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, এজন্য তুমিই সমুদায়।

ভাব—সমুদায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ—"এক আপনি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া

* গীতা ৭ অ, ১৯ শ্লোক।

আছ, এজন্য তুমিই সমুদায় অর্থাৎ তোমা বিনা কিছুই নাই”—শ্রীমচ্ছঙ্কর, “আত্মভাবে সকল ব্যাপ্ত হইয়া আছ, তজ্জন্য তুমিই সব—সকল চিৎ ও অচিৎ বস্তু আত্মভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, অতএব ইহার অর্থ এই যে, সকল চিৎ ও অচিৎ বস্তু তোমার শরীর ও তোমার প্রকার (mode) এজন্য তুমিই সর্ব্বশব্দ বাচ্য”—শ্রীমদ্রামানুজ; “সুবর্ণ যেমন আপনার কার্য্য কনককুণ্ডলাদি ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, তেমনি সমুদায় বিশ্বের অন্তর ও বাহিরে সম্যক্ প্রকারে ব্যাপ্ত হইয়া থাক, তজ্জন্য তুমি সর্ব্বস্বরূপ”—শ্রীমচ্ছ্রীধর; “সমুদায় ব্যাপ্ত হইয়া আছ—একীভাবে চারিদিক্ ব্যাপ্ত হইয়া আছ, তজ্জন্য তুমিই সব”—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। ৪০।

ইদানীং অর্জ্জুন নিজ অপরাধের ক্ষমা চাহিতেছেন :—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি। ৪১।

সখা মনে করিয়া অবিনয়ে, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা, এই যে তোমায় বলিয়াছি, উহা তোমার মহত্ত্ব ও এই বিশ্বরূপ না জানিয়া ভ্রান্তি বা প্রণয়বশতঃ বলিয়াছি।

ভাব—শ্লোকে ‘ইদং’ শব্দের স্থলে যেখানে ‘ইমং’ শব্দ আছে, সেখানে ‘এই বিশ্বরূপরূপ মহিমা’ এই অর্থ করিতে হইবে। ভ্রান্তি—অনবহিতচিত্ততা; প্রণয়—স্নেহ। ৪১।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্। ৪২।

বিহার, শয্যা, আসন ও ভোজনেতে, একা অথবা জনসমক্ষে, পরিহাস জন্য তোমার যে অমর্য্যাদা করিয়াছি, হে অচ্যুত, তুমি অপ্রমেয়, তোমার নিকটে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ভাব—অপ্রমেয়—অচিন্ত্যপ্রভাব। ৪২।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব। ৪৩।

হে অপ্রতিমপ্রভাব, স্থিরচর প্রাণিসমূহের তুমি পিতা, তুমি এই জগতের পূজ্য ও গুরুতর গুরু, লোকত্রয়েও তোমার সমান কেহ নাই, তোমা হইতে অধিক থাকিবে কি প্রকারে?

ভাব—অপ্রতিমপ্রভাব—যাঁহার প্রভাবের উপমা নাই; গুরু—স্বামী, উপদেষ্টা;

সমান কেহ নাই, অধিক থাকিবে কি প্রকারে—এক ঈশ্বর ভিন্ন যখন দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই তখন যাঁহার সমান নাই তাঁহার অধিক থাকিবে ইহা কি সম্ভব? ৪৩।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্। ৪৪।

সেই জন্য স্তবনীয় ঈশ্বর তোমায় প্রণাম করিয়া, দেহ অবনত করিয়া তোমার প্রসন্নতা সম্পাদন করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করে, তেমনি, হে দেব, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় ক্ষমা কর। ৪৪।

এইরূপে ক্ষমা চাহিয়া অর্জ্জুন আপনার অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন :—

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। ৪৫।

অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া উল্লসিত হইয়াছি, ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইয়াছে। হে দেব, সেই [ধারণার বিষয়ভূত] রূপ আমায় দেখাও, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। ৪৫।

সেরূপ কি তাহাই বলিতেছেন :—

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে। ৪৬।

কিরীট ও গদাধারী এবং চক্রহস্ত আমি তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বমূর্ত্তি, সেই চতুর্ভুজধারিরূপ-বিশিষ্ট হও।

ভাব—স্থূলধারণায় বিশ্বরূপ, সূক্ষ্মধারণায় চতুর্ভুজরূপ, যথা ভাগবতে—"আসন, শ্বাস, আসক্তি ও ইন্দ্রিয় জয়পূর্ব্বক বুদ্ধিযোগে ভগবানের স্থূলরূপে মনকে ধারণ করিবে। নিরতিশয় স্থূল হইতে স্থূলতম তাঁহার এই বিশেষ দেহ, যে দেহে যাহা হইয়া গিয়াছে, হইতেছে ও হইবে সেই কার্য্যরূপী বিশ্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। সপ্তাবরণযুক্ত এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরে ভগবান্ বৈরাজ পুরুষ [বিরাজমান], ইনিই ধারণার আশ্রয়। পাতাল এই বিশ্বস্রষ্টা পুরুষের পাদমূল, রসাতল ইঁহার পার্ষ্ণি (পার গোড়ালি) ও চরণাগ্রভাগ, মহাতল ইঁহার গুল্ফদ্বয়, তলাতল ইঁহার জঙ্ঘাদ্বয়" ইত্যাদি।* "কেহ কেহ আপনার দেহের অন্তর্হৃদয়াকাশে তন্নিবাসী চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী

* ভাগবত ২স্ক, ১অ, ২৩—২৬ শ্লোক।

প্রাদেশপ্রমাণ পুরুষকে ধারণাযোগে স্মরণ করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি। * বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তকৃৎ শ্রীমদ্বলদেব বেদান্তস্যমন্তকে আনন্দসংহিতাবচন উদ্ধৃত করিয়া ত্রিবিধরূপ নিষ্পন্ন করিয়াছেন—"অষ্টভুজ স্থূলরূপ, চতুর্ভুজ সূক্ষ্মরূপ, দ্বিভুজ পরমরূপ কথিত হইয়া থাকে, অতএব এই তিনরূপের অর্চ্চনা করিবে।" ধারণার জন্য লোকাতীত পুরুষে চতুর্ভুজরূপ কল্পিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং দ্বিভুজই। এজন্যই "পুনরায় আপনার রূপ দেখাইলেন" † এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "আপনার মানুষরূপ পুনরায় দেখাইলেন অর্থাৎ অর্জ্জুন ধারণার বিষয় চতুর্ভুজ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাও তিরোহিত হইল।" অলৌকিক পুরুষে শঙ্খচক্রাদিচিহ্নধারণ সে কালে ব্যবহার ছিল, অন্যথা পৌণ্ড্র বাসুদেব সেই চিহ্ন ধারণ করিয়া নিন্দনীয় ও শাসনার্হ হইত না। ৪৬।

ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়া আচার্য্য বলিলেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্। ৪৭।
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যো অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর। ৪৮।
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য। ৪৯।

হে অর্জ্জুন, আমি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় যোগপ্রভাবে এই তেজোময়, অনন্ত, আদ্য, বিশ্বরূপ পরমরূপ তোমায় দেখাইলাম। তোমা ভিন্ন আর কেহ পূর্ব্বে আমার এরূপ দেখে নাই। হে কুরুপ্রবীর, বেদ ও যজ্ঞবিদ্যাধ্যয়ন, দান, অনুষ্ঠান ও উগ্র তপস্যা-যোগে আমার ঈদৃশ রূপ মনুষ্যলোকে তোমা ভিন্ন আর কেহ দেখিতে সমর্থ নহে। আমার এই ঘোররূপ দর্শন করিতে তোমার ব্যথা না হউক, বিমূঢ়ভাব না হউক। ভয়শূন্য ও প্রীতমনা হইয়া পুনরায় তুমি আমার এই সেই রূপ দর্শন কর।

ভাব—স্বীয় যোগপ্রভাবে—"আপনার ঐশ্বর্য্যের সামর্থ্যে"—শ্রীমচ্ছঙ্কর, "আপনার সত্যসঙ্কল্পত্বরূপ যোগপ্রযুক্ত"—শ্রীমদ্রামানুজ, "আমার যোগমায়াসামর্থ্যে"—শ্রীমচ্ছ্রীধর, "নিজ অচিন্ত্য শক্তিতে"—শ্রীমদ্বলদেব, "অসাধারণ নিজ সামর্থ্যে"—শ্রীমন্মধুসূদন, "স্বসামর্থ্যে"—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ; পরমরূপ—শ্রেষ্ঠরূপ ; তেজোময়—প্রচুরতেজোযুক্ত,তেজো-

* ভাগবত ২স্ক, ২অ, ৮ শ্লোক।

† গীতা ১১ অ, ৫০ শ্লোক।

রাশি—চিদ্রূপ—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; যজ্ঞবিদ্যা—কল্পসূত্রাদি; অনুষ্ঠান—অগ্নিহোত্রাদি; উগ্র—কৃচ্ছ্রতম; সেইরূপ—তোমার প্রার্থিত রূপ। ৪৭—৪৯।

আচার্য্য এই কথা বলিয়া কি করিলেন সঞ্জয় তাহাই বলিতেছেন :—

সঞ্জয় উবাচ—ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা। ৫০।

বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই সকল কথা বলিয়া পুনরায় আপনার নিজরূপ দেখাইলেন। মহাত্মা পুনরায় সৌম্যতনু হইয়া ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন।

ভাব—আপনার রূপ—ধারণার আশ্রয় চতুর্ভুজরূপ—মানুষরূপ—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; সৌম্যতনু—দ্বিভুজ। "সংগ্রামে যাঁহার সহস্রবাহু নির্ব্বিষ্ট (অনুভূত) হইত" * "সংগ্রামে—যুদ্ধে, নির্ব্বিষ্ট—অনুভূত। সংগ্রামে যাঁহার সহস্র বাহু অনুভূত হইত অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া অন্যত্র দ্বিভুজই দৃষ্ট হইত" শ্রীমন্মল্লিনাথকৃত কালিদাসের উক্তির এই ব্যাখ্যা যদিও অন্যপ্রকার বিষয়ঘটিত,তথাপি চিত্ত ভাবে নিরতিশয় উদ্দীপ্ত হইলে, যে বস্তু যেরূপ তাহা হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে এ ব্যাখ্যা ইহাই সমর্থন করিতেছে। ৫০।

তাঁহার সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন :—

অর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ। ৫১।

হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দর্শন করিয়া এখন প্রসন্নচিত্ত হইলাম, প্রকৃতিস্থ হইলাম।

ভাব—প্রকৃতিস্থ—স্বাভাবিকাবস্থাপ্রাপ্ত। ৫১।

বিশ্বরূপদর্শন দুর্ল্লভ আচার্য্য ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। ৫২।

অন্তর্যামী আমার এই যে অতীব দুর্দ্দর্শ রূপ দেখিলে, দেবগণও এরূপ দেখিতে নিত্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।

ভাব—অতীব দুর্দ্দর্শ—একীভাবে সমুদায় আপনাতে অন্তর্ভূত করিয়া বর্ত্তমান হৃদয়স্থ ঈশ্বরকে দেখিবার অধিকারী অতি বিরল; নিত্য—অবিচ্ছেদে। ৫২।

বিবিধসাধনে এরূপ দেখা যায় না ইহাই বলিতেছেন :—

---

* রঘুবংশ ৬ সর্গ, ৩৮ শ্লোক।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধোদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা। ৫৩।

তুমি আমার যে রূপ দেখিলে ইহা বেদ, তপস্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না।

ভাব—বেদ—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব ; তপস্যা—কৃচ্ছ্র সাধন ; দান—গো ভূমি হিরণ্যাদি বিতরণ ; যজ্ঞ—যাগ, পূজা।

সাধন যদি নিষ্ফল হয় তাহা হইলে প্রয়াসে কি প্রয়োজন, অর্জ্জুনের এই অভিপ্রায় বুঝিয়া ভক্তিতে যত্ন সফল হয় আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। ৫৪।

হে পরন্তপ অর্জ্জুন, অনন্যা ভক্তিতে এতদ্রূপী আমায় যথাযথ জানিতে, দেখিতে ও আমার সহিত একতা লাভ করিতে পারা যায়।

এই অনন্যা ভক্তি হৃদয়ের আর্দ্রভাবমাত্র নহে, কিন্তু কর্ম্মাদির সন্নিবেশাত্মক, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। ৫৫।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনো নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ।

যে আমার কর্ম্ম করে, আমিই যাহার একমাত্র প্রাপ্য, যে আমার ভক্ত, আসক্তিবিহীন, সকল প্রাণীর প্রতি বৈরভাবশূন্য, হে পাণ্ডব, সেই আমাকে পায়।

ভাব—ঈশ্বরের কার্য্য করিলে অভীষ্টান্তর সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপ অভিপ্রায় সে ব্যক্তিতে নাই ইহাই দেখাইবার জন্য 'আমিই যাহার একমাত্র প্রাপ্য'—অন্তর্যামী আমার প্রাপ্যরূপে নিশ্চয় করিয়াছে—এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। আমার প্রাপ্তির আশায় সে আমার ভক্ত—ভজনশীল। ভজনে তাহার কোন বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই কেন না সে 'আসক্তিবিহীন'। আসক্তিশূন্য হইলেও বিদ্বেষীর প্রতি বিদ্বেষ অপরিহার্য্য, সেই বিদ্বেষেই যে ভজনের বাধা হইবে, এ ব্যক্তিতে তাহারও সম্ভাবনা নাই, কেন না সে 'সকল প্রাণীতে বৈরভাবশূন্য।' এই শ্লোকে গীতাশাস্ত্রের সারভূত অর্থ নিবদ্ধ হইয়াছে

ইহা স্বীকার করিয়া প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ সর্ব্বসমন্বয়েরই যে অনুমোদন করিয়াছেন, এ মহিমা সত্যেরই। "পরম মঙ্গলসাধনার্থ যাহাতে অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে সেই ভাবে এক্ষণে সমুদায় গীতাশাস্ত্রের সারভূত অর্থ একত্র মিলিত করিয়া কথিত হইতেছে"—শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িগণ। শ্রীমদ্রামানুজ এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"বেদাধ্যয়নাদি সমুদায় কার্য্য আমার আরাধনারূপে যে ব্যক্তি করে সেই আমার কার্য্য করে; মৎপরায়ণ—যাহার সমুদায় অনুষ্ঠানের আমিই লক্ষ্য সে মৎপরায়ণ; আমার অত্যন্ত প্রিয় জন্য আমায় কীর্ত্তন শ্রবণ ধ্যান অর্চ্চন ও প্রণামাদি বিনা জীবন ধারণ করিতে পারে না এইজন্য আমিই একমাত্র তাহার প্রয়োজন, এই ভাবে যে ব্যক্তি সেই সকল করে, সেই ব্যক্তি আমার ভক্ত; সঙ্গবর্জ্জিত—আমিই একমাত্র প্রিয় এজন্য যে ব্যক্তি অন্য কাহারও সঙ্গ সহিতে পারে না সেই সঙ্গবর্জ্জিত; সকল প্রাণীর প্রতি নির্বৈর—আমার সঙ্গে সংশ্লেষে সুখ, বিচ্ছেদে দুঃখ এইরূপ স্বভাববশতঃ আপনার দুঃখ নিজের অপরাধনিমিত্ত হইয়া থাকে ইহারই তিনি অনুসন্ধান করেন, অপিচ সকল প্রাণী পরমপুরুষপরতন্ত্র ইহাও তিনি অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, এজন্য প্রাণিগণের প্রতি শত্রুতা করিবার তিনি কারণ দেখেন না সুতরাং সকল প্রাণীর প্রতি বৈরভাবশূন্য। যে ব্যক্তি এরূপ ভাবাপন্ন সে আমাকে পায়—আমি যেরূপে অবস্থিত সেইরূপে আমাকে পায় অর্থাৎ অবিদ্যাদি অশেষদোষগন্ধশূন্য হইয়া মদেকানুভব হয় অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই নিরবচ্ছিন্ন উপলব্ধি করে।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ এই শ্লোকে সমুদায় শাস্ত্রের অর্থসংগ্রহ এইরূপে করিয়াছেন—"আমার জন্যই কর্ম্ম করে এজন্য 'মৎকর্ম্মকৃৎ, আমিই যাহার পরম—সর্ব্বাবয়বশূন্য প্রাপ্য—সে 'মৎপরম'। এতদ্দ্বারা ত্বং (জীব) পদার্থশোধক সমগ্র কর্ম্মযোগ ও ধ্যানযোগ উক্ত হইয়াছে। আমার ভক্ত—আমার আরাধনাকারী, ইহার দ্বারা উপাসনাকাণ্ডের অর্থসংগ্রহ হইয়াছে; সঙ্গবর্জ্জিত—এতদ্দ্বারা একান্ত ধ্যাননিষ্ঠ ইহাই বলা হইয়াছে; নির্বৈর—ইহাতে বিশ্বকে ভগবৎস্বরূপে দেখিবে ইহাই বলা হইয়াছে, অন্যথা যাহার ভেদবুদ্ধি আছে, তাহাতে নির্বৈরত্ব সম্ভবপর নহে।" ৫৫।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

একাদশাধ্যায়ের পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে নিরুপাধিক ব্রহ্ম উপাস্য ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি একাদশাধ্যায়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সোপাধিক ব্রহ্ম উপাস্য এই প্রতিভাত হয়। পূর্ব্বোক্ত নিরুপাধিক এবং এক্ষণে উক্ত সোপাধিক ব্রহ্ম, এ দুইয়ের যদি উপাস্যত্ব সিদ্ধ হয় তাহা হইলে দুইয়ের মধ্যে কাহার উপাসনা শ্রেয়, অর্জ্জুন ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "বিভূতিতে শেষ করিয়া দ্বিতীয় প্রভৃতি অধ্যায় গুলিতে সমুদায় বিশেষণবিবর্জ্জিত অক্ষর ব্রহ্ম পরমাত্মার উপাসনা উক্ত হইয়াছে। সে সে স্থলে সমুদায় যোগৈশ্বর্য্য এবং সমুদায় জ্ঞানশক্তিযুক্ত [বিশুদ্ধ] সত্ত্বোপাধি ঈশ্বর যে তুমি তোমার উপাসনাই উল্লিখিত হইয়াছে। বিশ্বরূপাধ্যায়ে কিন্তু সমস্ত জগদ্রূপ আদ্যরূপ যে তোমার বিশ্বরূপ তাহাই তুমি উপাসনার্থ প্রদর্শন করিয়াছ। সেইরূপ দেখাইয়া 'যে আমার কর্ম্ম করে' ইত্যাদি বলিয়াছ। অতএব এ উভয় পক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি ইহা জানিবার ইচ্ছায় তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "ভক্তিযোগনিষ্ঠগণের যিনি প্রাপ্য সেই ভগবান্ [পর] ব্রহ্মনারায়ণের সর্ব্বতোবাধশূন্য ঐশ্বর্য্য সাক্ষাৎ করিবার জন্য অভিলাষী অর্জ্জুনকে অবধিবর্জ্জিত নিরতিশয় কারুণ্য, সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য সৌন্দর্য্যাদি গুণের সাগর সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ যথাযথ অবস্থিত আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন এবং ভগবানের জ্ঞান ও ভগবানের দর্শনপ্রাপ্তি আত্যন্তিক ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তিতে লাভ করা যায় তত্ত্বতঃ ইহাও বলিলেন; অনন্তর সুখে সাধন করা যায় শীঘ্র সাধনের বিষয় নিষ্পন্ন হয় এজন্য আত্মপ্রাপ্তির সাধন আত্মোপাসনা হইতে ভক্তিরূপ ভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব, ভগবদুপাসনার উপায়, সে উপাসনায় অশক্ত ব্যক্তির অক্ষরনিষ্ঠতা এবং সে নিষ্ঠায় কি চাই, এই সকল উক্ত হইয়াছে। 'সমুদায় যোগীর মধ্যে যে ব্যক্তি মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমায় ভজনা করে, সেই আমার মতে যোগযুক্তগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ' এস্থলে সত্বর প্রাপ্যবস্তু লাভ হয় এজন্য ভগবদুপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে।" শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন, "অব্যক্ত উপাসনা হইতে ভগবানের উপাসনার উত্তমত্ব প্রদর্শন করিয়া এ অধ্যায়ে তাহার উপায় দেখাইতেছেন।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন "পূর্ব্ব অধ্যায়ের অন্তে 'যে আমার কর্ম্ম করে, আমিই যাহার একমাত্র প্রাপ্য সে আমার ভক্ত' এই বলিয়া ভক্তিনিষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে; 'হে পার্থ, প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, আমার ভক্ত বিনাশ পায় না' ইত্যাদি দ্বারা তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে। 'তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র আমাতে ভক্তিমান্ নিত্য যোগযুক্ত জ্ঞানীই বিশেষ' ইত্যাদিতে, 'এক জ্ঞানপ্লবযোগে সর্ব্ববিধ পাপ তরিয়া যাইবে' ইত্যাদিতে জ্ঞাননিষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত

হইয়াছে। এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিলেন।” শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, “যথাবৎ জীবাত্মাকে জানিয়া তাহার অংশী হরি ধ্যেয় ইহা অবগত হইয়া, ‘তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জান’ ইত্যাদি শ্লোকে দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে অধ্যায়গুলিতে এই এক পন্থা বর্ণিত হইয়াছে। জীবাত্মাকে হরির অংশ জানিয় তদংশী হরি তচ্ছ্রবণাদি ভক্তিযোগে ধ্যেয়, এইটি ‘হে পার্থ, আমাতে আসক্তমনা’ ইত্যাদি শ্লোকে সপ্তম হইতে অধ্যায়গুলিতে দ্বিতীয় পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অধ্যায় সকলেতেই ‘প্রয়াণকালে’ ইত্যাদি শ্লোকে যোগসংস্পৃষ্ট, ‘অপরে জ্ঞানযজ্ঞ’ ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানসংস্পৃষ্ট ভক্তি উক্ত হইয়াছে। ভক্তিবিষয়ক ছয় অধ্যায়ের পূর্ব্বে ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্তে যে অবিমিশ্রা ভক্তি উপদিষ্ট হইবে,[সেইটী লক্ষ্য করিয়া] ‘সমুদায় যোগীর মধ্যে’ ইত্যাদি শ্লোকে আপনার একান্ত ভক্তগণের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। সেই বিষয়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।” শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন—“পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তে ‘যে আমার কর্ম্ম করে, আমিই যাহার একমাত্র প্রাপ্য, যে আমার ভক্ত, আসক্তহীন, সকল প্রাণীর প্রতি বৈরশূন্য, হে পাণ্ডব, সেই আমাকে পায়’ এইরূপ বলা হইয়াছে। এখানে ‘আমার’ এই শব্দের অর্থসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত,—‘আমার’ এই শব্দে সর্ব্বস্বরূপ বস্তুকে ভগবান্ নিরাকার বলিলেন না সাকার বলিলেন? নিরাকার ও সাকার উভয়েতেই [আমার এই শব্দের] প্রয়োগ দেখা যায়। ‘জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহুজন্মের পর আমাকে লাভ করিয়া থাকে।’ ‘সমুদায় বাসুদেব এরূপ [জ্ঞানযুক্ত] মহাত্মা সুদুর্ল্লভ’ ইত্যাদিতে নিরাকার বস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বরূপ দর্শনানন্তর ‘তুমি আমার যেরূপ দেখিলে ইহা বেদ, তপস্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না’ এখানে সাকার বস্তু। ভগবানের এই প্রকার উপদেশ অধিকারিভেদে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অন্যথা বিরোধ ঘটে। যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষী আমি কি নিরাকারই চিন্তা করিব, কিংবা সাকারই চিন্তা করিব, এই আত্ম অধিকার নির্ণয় করিবার জন্য সগুণ ও নির্গুণ বিষয়ে বিশেষ জানিবার অভিলাষে অর্জ্জুন বলিলেন।” শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন “পূর্ব্ব অধ্যায়ের অন্তে ‘যে আমার কর্ম্ম করে’ ইত্যাদিতে নিজের ভজনা উক্ত হইয়াছে, সেখানে ‘আমার’ এই শব্দে সগুণ অথবা নির্গুণ ব্রহ্ম? সগুণ ও নির্গুণ উভয়েতেই যখন আমি এই শব্দের প্রয়োগ পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, তখন তৎসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।” শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, “ভক্তিপ্রকরণের উপক্রমে ‘সমুদায় যোগীর মধ্যে যে ব্যক্তি মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার ভজনা করে, সেই আমার মতে যোগযুক্তগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ’ এই বলিয়া ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষ যেমন শুনা গিয়াছে, তেমনি উপসংহারেও তাহারই সর্ব্বোৎকর্ষ শুনিবার অভিলাষে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন।” ‘যে আমাকে যে ভাবে আশ্রয় করে’ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমচ্ছঙ্করানন্দ তাৎপর্য্যবোধিনীতে যে লিখিয়াছেন

" 'বাসুদেবের দুই রূপ, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত, ব্রহ্মের রূপ অব্যক্ত, এই চরাচর ব্যক্ত'; এতদনুসারে নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম অব্যক্ত, কার্য্যসহ মায়োপাধি অপর ব্রহ্ম ব্যক্ত;" শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গের তাহাই অভিমত। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত ইহার বিপরীত। তাঁহাদিগের মতে ঐশ্বর্য্যযুক্তই পরব্রহ্ম, অনৈশ্বর্য্যযুক্ত অপর ব্রহ্ম বা বিভূতি। শ্রীমন্মাধ্বভাষ্যের ব্যাখ্যাকর্ত্তা প্রমেয়দীপিকাপ্রণেতা শ্রীমজ্জয়তীর্থ বলিয়াছেন, "ভগবান্ বিষ্ণুর সাকারত্ব হইলেও ব্রহ্মের নিরাকারত্বই। ভগবান্ই ব্রহ্ম তাহা নহে, তিনি যখন তদপেক্ষা উত্তম তখন তাঁহা হইতে [ব্রহ্ম] অন্য।" বৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীমদ্রূপও বলিয়াছেন, "ভগবান্ কিন্তু পরব্রহ্ম, পরাত্মা, পরমেশ্বর। তিনি নিরতিশয় ঘন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, মহিমার্ণব। সগুণত্ব নির্গুণত্বাদি বিরোধ তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্ম ইঁহার মহাবিভূতি। এইরূপে এ দুয়ের ভেদ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।"

অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন :—

অর্জ্জুন উবাচ—এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ। ১।

সতত সমাহিত যে সকল ভক্ত তোমায় এইরূপে এবং যাঁহারা তোমার অব্যক্ত অক্ষর [ব্রহ্ম] রূপে উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যোগিশ্রেষ্ঠ কাহারা ?

ভাব—সতত সমাহিত—'যে আমার কর্ম্ম করে' ইত্যাদি উক্তির মত নিত্য সমাহিত-চিত্ত। যে সকল ভক্ত ত্বন্নিষ্ঠ হইয়া তোমাকে—সর্ব্বান্তর্যামীকে—পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিশ্বরূপকে—শ্রীমচ্ছঙ্কর, উপাসনা করেন—ধ্যান করেন, অপিচ যাঁহারা অস্থূলাদিলক্ষণ, অতএব চক্ষুরাদির অগোচর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তন্মধ্যে কাহারা যোগিশ্রেষ্ঠ ? এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "এইরূপে 'যে আমার কর্ম্ম করে' ইত্যাদি উল্লিখিত প্রকারে সতত সমাহিত হইয়া ভগবান্ যে তুমি তোমায় পরম প্রাপ্য মনে করত যে সকল ভক্ত নিখিলবিভূতিযুক্ত অবধিশূন্য অতিশয় সৌন্দর্য্য, সৌশীল্য, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি অনন্ত কল্যাণগুণের সাগর পরিপূর্ণ তোমার উপাসনা করেন, অপিচ যাঁহারা প্রত্যগাত্মস্বরূপ অব্যক্ত—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নিকটে অনভিব্যক্তস্বরূপ—অক্ষরের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কাহারা যোগিশ্রেষ্ঠ—আপনাদের সাধনের বিষয়ে শীঘ্রগামী। 'আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে অচিরে' (উদ্ধার করি) পরে যে এই কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে যোগিশ্রেষ্ঠত্ব শীঘ্রতা লইয়া।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন "এইরূপে 'যে আমার কর্ম্ম করে' ইত্যাদি সম্প্রতি যাহা বলা হইয়াছে সেই প্রকারে সতত যুক্ত—নিরবচ্ছেদে ভগবানের কর্ম্মাদিতে সাবধানতাসহকারে প্রবৃত্ত, সাকারাবস্থা যাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয়, সেই

সতত ভগবানের ভক্তগণ এবংবিধ সাকার তোমার উপাসনা করেন—সতত চিন্তা করেন, আর যাহারা সকল বিষয়ে বিরাগী তাঁহারা সমুদায় কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক……সমুদায় উপাধি-বিরহিত নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মকে, সুতরাং সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যক্ত নিরাকার তোমাকে উপাসনা করেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কাহারা যোগিশ্রেষ্ঠ—নিরতিশয় যোগী… …কাহাদিগের জ্ঞান আমাদের অনুসরণীয়"। ১।

আচার্য্য প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ। ২।

মন আমাতে নিবিষ্ট করিয়া যাহারা নিত্য এবং পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই যোগিশ্রেষ্ঠ।

ভাব—আমাতে—সর্ব্বান্তর্যামীতে, বিশ্বরূপ পরমেশ্বরে—শ্রীমচ্ছঙ্কর, সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট পরমেশ্বরে—শ্রীমচ্ছ্রীধর, নীলোৎপল শ্যামলত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট স্বয়ং ভগবান্ দেবকী তনয়ে—শ্রীমদ্বলদেব, শ্যামসুন্দরাকারে—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ, সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবে—শ্রীমন্মধুসূদন ; নিত্য সমাহিত—নিত্য যোগযুক্ত, মন্নিষ্ঠ। এস্থলে সগুণ ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব আচার্য্যের অভিমত দেখিয়া যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন, তাঁহারা উহা সহিতে না পারিয়াই যেন এরূপ বলিবার এই কারণ উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, অর্জ্জুন নির্গুণোপাসনায় অধিকারী নহেন এজন্য আচার্য্য এরূপ বলিয়াছেন। যথা শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "এ স্থলে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জ্জুনের সগুণ বিদ্যাতে অধিকার দর্শন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সেই সগুণ বিদ্যা, এবং অপরের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অধিকারানুসারে তারতম্যযুক্ত সাধন বিধান করিবেন।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ "নির্গুণের দুষ্প্রাপ্যত্ব বলিয়াই তাহার শ্রেষ্ঠত্বসূচনাপূর্ব্বক সগুণের প্রশস্ততা কথায় প্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন" এই বলিয়া কহিয়াছেন, "'জ্ঞানী আমার আত্মা, এই আমার অভিমত' এ কথা বলাতে জ্ঞানীকে সর্ব্বজ্ঞপুরুষ আত্মভাবে দেখেন, তবে কারুণ্যবশতঃ মূর্খগণেতেও পক্ষপাতবশতঃ [এখানে বলিয়াছেন] 'তাহারাই আমার মতে যোগিশ্রেষ্ঠ'।" "ভগবানের নিত্যবিদ্যমান স্বরূপসমূহের যুক্ততমত্ব বা অযুক্ততমত্ব বলা যাইতে পারে না" এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীমচ্ছঙ্কর নির্গুণ উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব সাধনপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে ভগবচ্চিত্ত হইয়া তাঁহারা অহোরাত্র অতিবাহিত করিয়া থাকেন এইটি সগুণোপাসনার শ্রেষ্ঠত্বনির্দ্দেশের হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ যে উপায় দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধন সত্বর সাধিত হয়, সত্বর সাধন করে বলিয়া সেই উপায়ই শ্রেষ্ঠ, শ্রীমদ্রামানুজ এই যে যুক্তি দিয়াছেন তাহাই ভাল,

কারণ স্বয়ং আচার্য্য—"অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়। যাহারা দেহধারী তাহারা অব্যক্তবিষয়ক নিষ্ঠা দুঃখে লাভ করিয়া থাকে" "আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে অচিরে,"—এস্থলে সেইরূপই বলিয়াছেন। ২।

অক্ষরোপাসনা দ্বারা সর্ব্বান্তর্যামীকেই সাধকগণ প্রাপ্ত হন আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্। ৩।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। ৪।

অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বগত, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, নিত্য অক্ষরের যাহারা ইন্দ্রিয়নিচয়সংযমপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিতে উপাসনা করে, এবং সর্ব্বভূতের হিতে রত হয় তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভাব—অনির্দ্দেশ্য—যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, দেহ হইতে অন্যরূপ, সুতরাং দেবাদিশব্দে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না—শ্রীমদ্রামানুজ, কোন শব্দ দ্বারা উপদেশ করিতে পারা যায় না—শ্রীমন্মধুসূদন ; অব্যক্ত—প্রপঞ্চাতীত,ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, কোন প্রমাণ দ্বারা ব্যক্ত হয় না এজন্য অব্যক্ত—শ্রীমচ্ছঙ্কর, রূপাদিহীন—শ্রীমচ্ছ্রীধর, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবশতঃ শব্দের প্রয়োগ সম্ভবে, সে সম্বন্ধরহিত—শ্রীমন্মধুসূদন ; সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপী, এবং সকলের কারণ এজন্য জাতি আদিশূন্য—শ্রীমন্মধুসূদন ; সত্যরূপে স্ফুরণরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ; অচিন্ত্য—চিন্তা করিতে পারা যায় না, দেবাদিদেহে বিদ্যমান থাকিলেও ইনি তাঁহাদের সমজাতীয় নহেন, সুতরাং সেরূপে চিন্তা করা অনুচিত—শ্রীমদ্রামানুজ ;—কূটস্থ—নির্ব্বিকার, সকল কালে একই স্বভাবে স্থিত, সংসর্গবশতঃ যে অনিত্যতা উপস্থিত হয় তচ্ছূন্য, মায়া প্রকৃতি আদি শব্দের বাচ্যরূপে যাহা প্রসিদ্ধ তাহাই কূটে স্থিত—শ্রীমচ্ছঙ্কর ও তাঁহার অনুযায়িবর্গ, যিটি সকলের পক্ষে সাধারণ সেইটি কূটস্থ, অতএব দেবাদি অসাধারণ আকারের সহিত সম্বন্ধবিরহিত—শ্রীমদ্রামানুজ, 'যাহা কিছু ধ্রুব, কূটস্থ, অবিচাল্য, অপায় ও রূপান্তরতাহীন, উৎপত্তি ও বৃদ্ধিরহিত অব্যয় তাহাই নিত্য' শ্রীমৎপতঞ্জলি উক্ত এই নিত্যত্বের লক্ষণসম্বন্ধে শ্রীমৎ কৈয়ট বলিয়াছেন, "এখানে ধ্রুব ও কূটস্থ বলাতে সংসর্গজন্য অনিত্যতা পরিহৃত হইয়াছে" "লাক্ষাদির সন্নিধানবশতঃ স্ফটিকের যেরূপ আপনার স্বরূপ তিরোধান হইয়া লাক্ষাদির রূপ প্রকাশ পায় সেইরূপ হওয়াই সংসর্গজন্য অনিত্যতা।" অচল—নিস্পন্দ, নিত্য—ধ্রুব, বৃদ্ধ্যাদিবিরহিত, অপ্রচ্যুতস্বভাব ; অক্ষর পরব্রহ্ম—প্রত্যাগত্মস্বরূপ

—শ্রীমদ্রামানুজ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—শ্রীমন্মধুসূদন, 'অস্থূল অনণু' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে সমুদায় গুণশূন্য—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; সর্ব্বত্র—সকল কালে; সমবুদ্ধি—ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্ত হইলেও যাঁহাদের তুল্য বুদ্ধি। আমাকে—অন্তর্যামীকে প্রাপ্ত হয়। কেন? সর্ব্বভূতের হিতে রত—আমার মধ্যে সকল ভূত বাস করিতেছে তাহাদের হিতে রত—এই জন্য। অক্ষর সর্ব্বগত এইরূপ চিন্তা করাতে আমি সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া আছি এইরূপে তাহারা জ্ঞান লাভ করে, কূটস্থত্ব চিন্তা করিয়া অক্ষর যে প্রপঞ্চাতীত, সুতরাং সমুদায় ভূত তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত, এ সম্বন্ধে তাহাদের স্থির নিশ্চয় হয়। এইরূপে স্থির নিশ্চয় করিয়া তাহারা সর্ব্বভূতের হিতে রত থাকে। সুতরাং "সেই পরমপুরুষকে অনন্যা ভক্তিতে লাভ করা যায়, যাঁহার অন্তঃস্থ সমুদায় ভূত এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন" এই পরমপুরুষসম্পর্কীয় জ্ঞান তাঁহারা লাভ করেন, যাঁহারা "সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ আর একটি যে অব্যক্ত সনাতন ভাব আছে সেটি সমুদায় ভূত নষ্ট হইয়া গেলেও বিনষ্ট হয় না, অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া কথিত হন, সেই অক্ষরকেই পরমগতি বলে" এতদনুসারে অক্ষরচিন্তনে রত।

'মন আত্মাতে নিবিষ্ট করিয়া' 'তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে', এস্থলে ব্যাখ্যাতৃগণ বিশ্বরূপ ও অন্যবিধ রূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তর্যামী নির্দ্ধারণ করিতেছি, এ পার্থক্য দেখিয়া অনেকের মনে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, ইহাতে আমাদেরই সংস্কারদোষ প্রকাশ পাইতেছে। "আমরা কিন্তু এই গীতা যাঁহার উক্তি, প্রধানতঃ তাঁহার কথা অনুসরণ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষ করিয়াছি" আমাদিগের এই প্রতিজ্ঞা আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এই শাস্ত্রে স্বয়ং আচার্য্য কাহাকে উপাস্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারই বাক্যে তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের মনের সংশয় আমরা বিদূরিত করিতে যত্ন করিব। "সর্ব্বভূতস্থ আমার যে একত্ব অবলম্বন করিয়া ভজনা করে *" ইত্যাদি স্থলে স্বয়ং আচার্য্য যে সর্ব্বভূতস্থ অন্তর্যামীর ভজনার উপদেশ করিয়াছেন ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। স্বয়ং ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই জন্যই ভাষ্যের আরম্ভে পৌরাণিক বচনে অন্তর্যামীকেই স্মরণ করিয়াছেন। যথা—" 'অব্যক্ত হইতে খণ্ড উৎপন্ন, খণ্ডমধ্যে এই সকল লোক ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের হেতু (ওঁ) নারায়ণ সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ।' শ্রীমদ্গিরি ভাষ্যকারের এরূপ উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন—"ভগবান্ ভাষ্যকার .....গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষ করিয়া উহার সহিত ইতিহাস ও পুরাণের একবাক্যতাপ্রদর্শনাভিপ্রায়ে অন্তর্যামিবিষয়ক পৌরাণিক একটি শ্লোক উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। 'জল

---

* গীতা ৬ অ, ৩১ শ্লোক।

সমূহকে 'নার' বলে, কেন না জলসকল নরতনয়। সেই জলসকলই পূর্ব্বে তাঁহার বাসস্থান ছিল, এজন্য তিনি নারায়ণ নামে কথিত হইয়া থাকেন।' স্মৃতিসিদ্ধ এই নারায়ণ-শব্দের অর্থ স্থূলদর্শিগণের পক্ষে, সূক্ষ্মদর্শিগণ বলিয়া থাকেন—নরশব্দে চরাচরাত্মক শরীরসমূহ উক্ত হয়। সেই শরীরসমূহে নিত্যসন্নিহিত চিদাভাস জীবসকল নার-শব্দে বুঝায়। নারসমূহের [জীবসমূহের] অয়ন (আশ্রয়) অর্থাৎ নিয়ামক অন্তর্যামী নারায়ণ। এই অন্তর্যামীকে আশ্রয় করিয়া অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ এবং এস্থলে শ্রীনারায়ণাখ্য শাস্ত্র পঠিত হইয়াছে। উহার দ্বারা এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিশেষ তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে।"

গীতাশাস্ত্রের উপাস্য স্থূল বিশ্বরূপই হওয়া সমুচিত, অন্যথা তৎপ্রদর্শন ব্যর্থ হইয়া যায়, এ কথা কার্য্যকর নহে। "হে অনন্তরূপ, তোমা দ্বারা এই বিশ্বব্যাপ্ত *" "সকলেতে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, তাই তুমিই সমুদায় †" ইত্যাদিতে দেখায়, "যাঁহার অন্তরস্থ সমুদায় ভূত এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ‡" সেই পরমপুরুষের সর্ব্বান্ত-র্ভাবকত্ব এবং সর্ব্বগতত্ব প্রত্যক্ষের বিষয় করিবার জন্য বিশ্বরূপ প্রদর্শন। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে আচার্য্য উপসংহারে "হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করেন §" "হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও ‖" একথা বলিয়া সর্ব্বান্তর্যামীকে উপাস্যরূপে উপস্থিত করিতেন না। যদি এরূপই হইবে, তবে আচার্য্য কেন বলিলেন, "স্বীয় যোগপ্রভাবে তোমায় এই.....পরমরূপ দেখাইলাম ¶ ?" "হে কুরুপ্রবীর, বেদ ও যজ্ঞবিদ্যাধ্যয়ন, দান, অনুষ্ঠান ও উগ্র তপস্যাযোগে আমার ঈদৃশ রূপ মনুষ্যলোকে তোমা ভিন্ন আর কেহ দেখিতে সমর্থ নহে $।" আচার্য্য এরূপ যে বলিলেন তাহার অভিপ্রায় এই যে, আমি অন্তর্যামী সর্ব্বগত এবং সকলকে আমার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান; এই স্বরূপদ্যোতক আমার রূপ—'বিশ্বরূপের রূপ'—পরাশর—প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণে যে কথিত হইয়াছে,—"সমস্ত বিশেষ জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে ভেদজ্ঞানবশতঃ যাহাদিগের ভিন্ন দৃষ্টি হয় তাহাদিগের নিকটে এই বিশ্ব এবং পর (ব্রহ্ম) এক নহে। সকল প্রকার ভেদ চলিয়া গেলে যে জ্ঞান বাক্যের অগোচর, সত্ত্বামাত্র, আত্মার দ্বারা অধিগম্য, সেই জ্ঞানই ব্রহ্মনামে আখ্যাত। রূপবিহীন বিষ্ণুর উহাই জন্মরহিত, অক্ষর, পরম রূপ। পরমাত্মার এই রূপ বিশ্বরূপ হইতে অন্য প্রকার। যোগানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি, হে নৃপ, সেইরূপ চিন্তা করিতে পারে না, এই জন্য বিশ্বগোচর হরির স্থূলরূপ চিন্তা করিবে। হে ভূপ, ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, বাসব, প্রজাপতি, মরুদ্গণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সূর্য্যগণ, তারকাসকল, গ্রহসকল, গন্ধর্ব্ব

* গীতা ১১ অ, ৩৮ শ্লোক। † গীতা ১১ অ, ৪০ শ্লোক।
‡ গীতা ৮ অ, ২২ " । § গীতা ১৮ অ, ৬১ " ।
‖ গীতা ১৮ অ, ৬২ " । ¶ গীতা ১১ অ, ৪৭ শ্লোক। $ গীতা ১১অ, ৪৮ " ।

যক্ষ দৈত্য প্রভৃতি দেবযোনিসকল, মনুষ্য, পশু, পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী ও বৃক্ষসকল, অশেষ ভূতগণ ও ভূতগণের কারণ, প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ পর্য্যন্ত চেতন ও অচেতনাত্মক পদার্থ, দ্বিপদ, বহুপদ; এই সকল তিন প্রকার ভাবনার বিষয় হরির মূর্ত্তরূপ *।" ইহা এই অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে যে, স্থূলরূপ ভগবানের শক্তি দ্বারা পরিব্যাপ্তরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এজন্যই কথিত হইয়াছে, "এ সমুদায়, এই বিশ্ব, এই চরাচর জগৎ, পরব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তিসমন্বিত †।" ইহার ব্যাখ্যায় কথিত হইয়াছে, "ইহাকে তত্ত্বতঃ বিষ্ণুর স্বরূপ এ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে না, কিন্তু তাঁহার শক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত এই ভাবে চিন্তা করিতে হইবে, এজন্যই 'শক্তিসমন্বিত' এই বিশেষণ [এখানে দেওয়া হইয়াছে]।" মূর্ত্তে ভগবানের শক্তির ব্যাপ্তত্ব চিন্তা করিতে হইবে, অমূর্ত্তে অক্ষর পরমপুরুষ চিন্তনীয়, যথা—"সেইটি অমূর্ত্ত ব্রহ্মের রূপ যাহাকে পণ্ডিতেরা 'সৎ' এই শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন; যে সতেতে, হে নৃপ, এই সমুদায় শক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই সৎই বিশ্বরূপের রূপ [প্রকাশস্থল], উহাই হরির অন্যবিধ মহৎ রূপ; উহাই সমস্ত শক্তির রূপ [বাহ্য প্রকাশ]; দেব, তির্য্যক্ মনুষ্যাদিকে স্বলীলায় উহা চেষ্টাযুক্ত করিয়া থাকে। এ লীলা জগতের উপকারের জন্য, উহা কর্ম্মনিমিত্ত হইতে উৎপন্ন নহে। সেই অপ্রমেয়ের চেষ্টা [লীলা], ব্যাপী, কিছুতেই উহা ব্যাহত হয় না ‡।" এই শাস্ত্রে পরোক্ষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরোক্ষ ভাব উপদেশ করা হইয়াছে, এজন্যই ইহাতে অক্ষর এবং পরম পুরুষকে উপাস্যরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে, "সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ আর একটি যে অব্যক্ত সনাতন ভাব আছে সেটি সমুদায় ভূত নষ্ট হইয়া গেলেও বিনষ্ট হয় না। অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া কথিত হন; সেই অক্ষরকেই পরম গতি বলে। যাহা লাভ করিয়া আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই আমার পরম ধাম। সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তিতে লাভ করা যায়, যাঁহার অন্তরস্থ সমুদায় ভূত এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন §। ইত্যাদি।

গীতা সমুদায় বেদান্তের সার, সুতরাং কোথা হইতে এই দুই প্রকারের উপাসনা ক্রমে অভিব্যক্ত হইল, ইহা চিন্তা করিবার বিষয়। সকল মহামহাক্রিয়াতে এক শক্তি বিরাজমান ঋক্‌সংহিতাতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং "দেবগণের মহৎ বল একই ||" ঋকের এই অন্তিমবাক্যে এক শক্তিতে সকলের একত্ব সাধিত হইয়াছে। "যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, গুণাতিশয় তাহাদিগকে আমার তেজোংশসম্ভূত বলিয়া জান ¶" আচার্য্যের এই উক্তি ঋগ্বেদোক্ত শক্তির একত্বকে জ্ঞানভূমিতে অধিরূঢ় করিতেছে। বেদান্তেতে ⊙ প্রথমে প্রকাশবত্ত্বে দিক্ সকলেতে; অনন্তত্বে

---

* বিষ্ণুপুরাণ ৬ অং, ৭ অ, ৫২—৫৯ শ্লোক। † বিষ্ণুপুরাণ ৬ অং, ৭ অ, ৬০ শ্লোক।

‡ " " " " ৬৯—৭১ " । § গীতা ৮ অ, ২০—২২ " ।

|| ঋক্‌বেদ ৩ অ, ৫৫ সূ, ১—২২ ঋক্। ¶ গীতা ১০ অ, ৪১ " ।

⊙ ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৪। ৫।

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও সমুদ্রসকলেতে; জ্যোতীরূপে অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎসকলেতে; আয়তনত্বে প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও মনেতে ব্রহ্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে। তদনন্তর * উত্তরোত্তর মহত্ত্বজ্ঞাপক নাম, বাক্, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, জল, তেজ, আকাশ, স্মর, আশা ও প্রাণেতে ব্রহ্মদৃষ্টি বিধান করিয়া সে সমুদায়কে আত্মার অন্তর্ভূত করত † ভূমা, অহম্ ও আত্মাতে ব্যাপকভাবে ব্রহ্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে। আদিত্যসকল ও আত্মাতে অধিষ্ঠিত পুরুষের সহিত অভিন্নভাবে ব্রহ্মোপাসনাও বেদান্তে ‡ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দেতে ব্রহ্মকে অন্বেষণ করিলে উহাকে পঞ্চকোষবিচার বলা হইয়া থাকে। এই কোষবিচারে § পুরুষের দেহ অন্নরসময়, সুতরাং অন্নময়কোষবিচারে প্রথমতঃ স্বদেহে ব্রহ্মান্বেষণ বিধান করা হইয়াছে। এই মূর্ত্ত জগৎ অন্ন ‖ অতএব অন্নময়কোষ-বিচারে সমুদায় বিশ্বকে দেহরূপে কল্পনা করিয়া সেই বিশ্বে ব্রহ্মান্বেষণ সিদ্ধ পায়। প্রাণ অন্নের ভোক্তা ¶ দেহের সমুদায় চেষ্টা প্রাণ হইতে হইয়া থাকে, এজন্য অন্ন হইতে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ প্রাণময় কোষ বিচারে প্রাণেতে ব্রহ্মান্বেষণ বিহিত হইয়াছে। "ইনি প্রাণ যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পান +" এস্থলে ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণরূপে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে; সুতরাং প্রাণময়কোষ বিচার হইতে উহা ভিন্ন। মন শাস্ত্রময়, সুতরাং প্রাণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ। সঙ্কল্প ও বিকল্প মনের স্বভাব, এজন্য উহাতে সম্যক্ প্রকারে ব্রহ্মান্বেষণ হইতে পারে না। এই কারণেই বিজ্ঞান অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে ব্রহ্মান্বেষণ বিজ্ঞানময়কোষবিচারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিশ্চয়স্বভাব বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। এই আনন্দে ব্রহ্মান্বেষণ করাতে পূর্ণতা, এ জন্যই আনন্দময়কোষবিচার চরম। এই ব্রহ্ম কি? "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ∴।" এইরূপে বেদান্তসকলেতে সর্ব্বত্র মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তেতে ব্রহ্মান্বেষণ বিহিত হইয়াছে—"ব্রহ্মের দুই রূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—মর্ত্ত্য ও অমৃত, স্থিত ও গমনশীল, সৎ ও ত্যৎ ⊥।" ইহার অর্থ এই—মূর্ত্ত—মর্ত্ত্য, স্থিত—পরিচ্ছিন্ন, সৎ—প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়; অমূর্ত্ত—অমৃত, গমনশীল—অপরিচ্ছিন্ন, ব্যাপী; ত্যৎ—চক্ষুরাদির অবিষয়। মূর্ত্ত—পৃথিবী, জল, তেজ; অমূর্ত্ত—বায়ু, অন্তরিক্ষ ∠। "মিত্র আমাদের কল্যাণের কারণ হউন, বরুণ আমাদের কল্যাণের কারণ হউন, অর্য্যমা আমাদের কল্যা-ণের কারণ হউন, বৃহস্পতি ইন্দ্র আমাদের কল্যাণের কারণ হউন, উরুক্রম বিষ্ণু

---

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭। ১। ১৫।

† ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৭। ২৩—২৬।

‡ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪। ১।

§ তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২। ১—৫।

‖ ঐতরেয় উপনিষৎ ৩। ২।

¶ ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫। ২। ১।

\+ মুণ্ডকোপনিষৎ ৩। ১। ৪।

∴ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২। ১।

⊥ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪। ৩। ১।

∠ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪। ৩। ২—৫।

আমাদের কল্যাণের কারণ হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার, হে বায়ু তোমাকে নমস্কার, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব *।” এস্থলে অমূর্ত্ত বায়ুকেই ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে জগৎ ও জীবের সহিত অভেদভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়াছে, তাহার অতীত ভাবে নহে। “তাঁহা হইতে জন্ম, তাঁহাতেই লয়, তাঁহাতেই স্থিতি অতএব এ সমুদায় নিশ্চয় ব্রহ্ম †” এখানে ব্রহ্মই সকল এই দৃষ্টিতে ব্রহ্মোপাসনা। ইহাকে শাণ্ডিল্যবিদ্যা বলে। এই শাণ্ডিল্যবিদ্যার অনুযায়ী শাণ্ডিল্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে—“এই অদ্বিতীয় জগৎ ভজনীয়, কেন না সমুদায় তৎস্বরূপ।” গীতায় “বাসুদেব সমুদায় ‡” এবং শ্রুতিতে ‘এ সমুদায় ব্রহ্ম’ এ দুই স্থলের সমুদায় শব্দের প্রয়োগের ভিন্নতা “সমুদায় ব্যাপ্ত হইয়া আছ, অতএব তুমি সমুদায় §” এই বাক্যের দ্বারা প্রতীত হইতেছে। এইরূপে সমুদায় বেদান্তে যদি জগৎ ও জীবস্থ ব্রহ্মই উপাস্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন, তবে জগৎ ও জীবের অতীতভাবে ব্রহ্মের গ্রহণ কোথা হইতে আরম্ভ হইল! সেরূপ ভাবে গ্রহণ বেদান্তেই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—“যিনি পৃথিবীতে স্থিতি করিয়া পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি স্বতন্ত্র থাকিয়া পৃথিবীকে শাসন করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত” এইরূপে পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দিবা, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, তম, তেজ, ভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান, আত্মা, ও রেতেতে অবস্থিত তদতীত অন্তর্যামী অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে সেই অন্তর্যামীই উপাস্য।

ব্রাহ্মণে সর্ব্বত্র অন্তর্যামী আত্মস্বরূপে গৃহীত হইয়াছেন। বিভূতিগুলি বলিবার প্রারম্ভে আচার্য্যও তাঁহাকে আত্মা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। যথা “হে বিজিতনিদ্র, আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে আত্মা হইয়া অবস্থিত ‖।” শ্রীমদ্গিরি বলিয়াছেন— আত্মাই পারমার্থিক রূপ।” স্বরূপের একতাবশতঃ যদিও এ কথা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, তথাপি অল্পজ্ঞত্বাদি কারণে পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার ভিন্নতা অনপনেয়। “পরমাত্মা সর্ব্বকারণ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর, এ জন্য তাঁহারই ধ্যেয়ত্ব আকাঙ্ক্ষণীয়, আদিত্যাদি কারণান্তরের ধ্যেয়তা আকাঙ্ক্ষণীয় নহে” এই যে তিনি বলিয়াছেন তদনুসারে ‘আমি আত্মা’ এস্থলে অহংশব্দবাচ্য অন্তর্যামীই ধ্যেয়, জীব নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ‘চিহ্নবিরহিত ঈশ্বরের চিহ্ন আকাশ’ ¶ এই যুক্ত্যনুসারে আত্মলক্ষণ অন্তর্যামী ধ্যেয়, অন্তর্যামীর ধ্যেয়ত্বসম্বন্ধে প্রাচীনগণের এই মত। “বাক্য দ্বারা, মনের

---

* তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১।১। † ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩।১৪।১।

‡ গীতা ৭অ, ১৯ শ্লোক। § গীতা ১১অ, ৪০ শ্লোক।

‖ গীতা ১০অ, ২০ „। ¶ ভাগবত ১স্ক, ৬অ, ১৬ „।

দ্বারা, অথবা চক্ষু দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই ইনি আছেন, এরূপ যিনি বলেন তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক কিরূপে তিনি উপলব্ধ হইবেন *," এতদনুসারে অস্তিত্বমাত্রে গ্রহণ করা কিছু দুষ্কর নহে, কারণ চিন্তা দ্বারা কেহ অস্তিত্ব অপসারণ করিতে পারে না। এই যে অনপহার্য্য অস্তিত্ব ইহা আত্মার অথবা পরমাত্মার এ সংশয় অকিঞ্চিৎকর, কেন না অনন্ত সত্তার ভিতরে আত্মা অণু পরিমাণে ভাসমান হইয়া থাকে। প্রথমে সত্তামাত্র ধারণ বিনা পরমাত্মার বিশেষ জ্ঞান কখন সম্ভবে না, অতএব আচার্য্য "সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ আর একটি যে অব্যক্ত সনাতন ভাব আছে" † এই কথা বলিয়া সত্তামাত্রের উপদেশ করিয়াছেন। তদনন্তর "যাঁহার অন্তঃস্থ সমুদায় ভূত এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ‡" এতদ্দ্বারা পরমপুরুষকে ধ্যেয়রূপে উপস্থিত করিয়াছেন। এখানেও আবার "অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাতে সমুদায় ভূত স্থিতি করিতেছে, আমি ভূতগণেতে স্থিতি করিতেছি না §।" "আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে ‖" ইত্যাদি দ্বারা সেই পরমপুরুষের সত্তামাত্রত্ব কদাপি অন্তর্হিত হয় না প্রকাশ পাইতেছে। সেই সত্তা ভূমা স্বরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক "সেই ভূমাই অধোতে, সেই ভূমাই উপরে, সেই ভূমাই পশ্চাতে, সেই ভূমাই সম্মুখে, সেই ভূমাই দক্ষিণে সেই ভূমাই এই সমুদায় ;" অন্তর্যামিরূপে গ্রহণপূর্ব্বক— "আমিই অধোতে, আমিই উপরে, আমিই পশ্চাতে, আমিই সম্মুখে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই এই সমুদায় ;" আত্মস্বরূপে গ্রহণপূর্ব্বক—"আত্মাই অধোতে, আত্মাই উপরে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই সমুদায় ¶" এইরূপে ধ্যান করিতে হইবে। এরূপ চিন্তার ফল সেই ছান্দোগ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে—"এইরূপে দর্শন করিয়া এইরূপে মনন করিয়া এইরূপে জানিয়া তিনি আত্মাতে রমণ করেন, আত্মার সঙ্গে এক হয়েন, আত্মাতে আনন্দলাভ করেন, এবং আপনাতে আপনি বিরাজমান হয়েন, তাঁহার সকল লোকেতে স্বচ্ছন্দাচার হয় $।" "ভূমাই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ ÷ "যাঁহাতে সাধক অন্য কিছু দেখেন না, অন্য কিছু শুনেন না, অন্য কিছু জানেন না, তিনিই ভূমা ∴" এই শ্রুতি অনুসারে "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম Δ" এই শ্রুতিস্থ সৎ, চিৎ ব্রহ্ম যখন অনন্তরূপে উপলব্ধ হন তখনই ভূমত্ব সাধকসন্নিধানে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

---

* কঠোপনিষৎ ৬। ১২।
† গীতা ৮অ, ২০ শ্লোক।
‡ গীতা ৮অ, ২২ শ্লোক।
§ গীতা ৯অ, ৪ „।
‖ গীতা ৭অ, ২৪ „।
¶ ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭। ২৫। ১। ২।
$ ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭। ২৫। ২।
÷ „ ৭। ২৩। ১।
∴ „ ৭। ২৪। ১।
Δ তৈত্তীরীয়োপনিষৎ ২। ১।

"যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, যাঁহার মহিমা পৃথিবীতে দিব্য ব্রহ্মপুরে প্রকাশ পাইতেছে, যিনি আকাশে এই আত্মা হইয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, ইনি মনোময়, প্রাণ ও শরীরের নেতা, এবং অন্নে প্রতিষ্ঠিত। হৃদয়কে ইঁহার সন্নিহিত করিয়া বিজ্ঞানযোগে পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই দর্শন করেন, যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পায়েন *।" এই শ্রুতিতে পঞ্চকোষবিচার দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহারই বিস্তৃত ভূমিতে নিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, এই নিয়োগে আনন্দানুভব অতি সুস্পষ্ট। অতএব "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত" এই ভাবে জগৎ ও জীবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সাধনের পূর্ণতা হইল, তাঁহাকে জগৎ ও জীবের অতীতরূপে এখনও দেখা হইল না। "এক আত্মপ্রত্যয়ের যিনি সার, প্রপঞ্চাতীত, শান্ত শিব, অদ্বৈত †" এই শ্রুতিতে সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হইলেন। পরমপুরুষ প্রপঞ্চের অতীত হইলেও শিবস্বরূপ; তিনিই স্রষ্টা [illegible]তা, অদ্বৈতস্বরূপে বিবিধ ভাবে প্রকাশমান হইয়াও তাঁহার স্বরূপের একতা চলিয়া গেল না, ইহাই বুঝিতে হইবে। শিবস্বরূপ কি তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এইরূপে নিরূপিত হইয়াছে—"যাঁহার নিখিল আনন, শির ও গ্রীবা, সর্ব্বভূতের যিনি নিগূঢ় স্থানে অবস্থিত, যিনি সর্ব্বব্যাপী ভগবান্, তিনিই সেই জন্য সর্ব্বগত শিব ‡।" "যিনি সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম, যিনি এক হইয়া সমুদায় বিশ্ব পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সেই শিবকে (মঙ্গলময়কে) জানিয়া (সাধক) অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন △।" "সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মণ্ডের ন্যায় যিনি অতি সূক্ষ্ম, সর্ব্বভূতে নিগূঢ় সেই মঙ্গলময়কে জানিয়া, যিনি এক হইয়া বিশ্ব পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন সেই দেবতাকে অবগত হইয়া সমুদায় পাপ হইতে [সাধক] মুক্ত হন ‖।" "যিনি ভাবদ্বারা গ্রহণীয়, যিনি অনিকেত বলিয়া প্রসিদ্ধ, ভাব ও অভাব উভয়েরই যিনি কারণ, যিনি ভূতগণের সৃষ্টির হেতু, সেই মঙ্গলময় দেবতাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দেহ হইতে বিমুক্ত হয়েন ¶।" "শান্ত শিব অদ্বৈত" এই শ্রুতিযোগে স্বরূপ চিন্তা করিয়া কি হয়, তাহা অন্য শ্রুতি হইতে সঙ্কলন করিতে হইবে, যথা—"যিনি সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন, সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখেন, তিনি আর ভূতগণকে ঘৃণা করেন না। যে ব্যক্তিতে সমুদায় ভূত আত্মার সহিত এক হইয়া গিয়াছে, সেই জ্ঞানশীল ব্যক্তি একত্ব অনুভব করিতেছেন, তাঁহার আর মোহ কি, শোক কি? তিনি শুভ্র, কায়রহিত, ব্রণরহিত, শিরারহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে সর্ব্বতোভাবে লাভ করেন। সেই কবি, মনীষী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বয়ম্ভু নিত্যকাল যাহার যে প্রকার প্রয়োজন তদনুরূপ অর্থ সকল বিধান করিতেছেন ∴।" সকলের সহিত একত্ব অনুভব করিলে

---

* মুণ্ডকোপনিষৎ ২। ২। ৭। † মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ৭।

‡ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩। ১১। △ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৪। ১৪।

‖ " ৪। ১৬। ¶ " ৫। [illegible]।

∴ বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ। ৬। ৭ ৮।

সকল ভূতের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিহার করিলে 'শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ' ব্রহ্মের সহিত স্বরূপের একতা উপস্থিত হয়, এবং হৃদয়ের শুদ্ধতাবশতঃ 'নিত্যকাল যাহার যে প্রকার প্রয়োজন তদনুরূপ অর্থ সকল বিধান করিতেছেন' এই যে ভগবানের লীলা তাহা প্রত্যক্ষ করত "তিনিই রসস্বরূপ *" এই শ্রুতিসিদ্ধ রসস্বরূপ আনন্দঘন ব্রহ্মকে সাধক সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপলব্ধি করেন। এই অবস্থায় সেই সাধকের ভগবানের সহিত অণুমাত্র বিচ্ছেদও আর সহ্য হয় না—"যে সময়ে এব্যক্তি ইঁহাতে [ব্রহ্ম ও আত্মাতে] একটুও অন্তর করেন, অমনি ইঁহার ভয় উপস্থিত হয় †।" 'আত্মাকে সর্ব্বভূতে ‡' 'যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করে §' এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বল্লভসম্প্রদায়ানুসারী অমৃততরঙ্গিণী ভালই বলিয়াছে—"যোগযুক্তাত্মা অর্থাৎ ভগবৎসংযোগে যুক্তাত্মা ব্যক্তি সর্ব্বত্র—সংযোগ ও বিযোগ উভয় ভাবে—সমদর্শন। বিয়োগের অবস্থায় আত্মাকে অর্থাৎ ভগবান্‌কে সর্ব্বভূতস্থ এবং সংযোগের অবস্থায় সমুদায় ভূতকে আত্মাতে অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে তিনি দর্শন করেন। ইহার ভাব এই যে, তিনি ভগবানের স্বরূপজ্ঞানে অত্যন্ত সুখযুক্ত।" "এই স্বরূপজ্ঞানে কি ফল হয় 'যে ব্যক্তি আত্মাকে' এই শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র অর্থাৎ বিয়োগের অবস্থায় জীবসমূহে আমাকে দেখে, সংযোগের অবস্থায় সকলকে আমাতে দেখে তাহার নিকটে আমি অদর্শন হই না অর্থাৎ কদাপি তাহার সহিত বিযুক্ত হই না; সেও এজন্য আমার নিকটে অদর্শন হয় না।" সংযোগ ও বিয়োগের অবস্থায় সাধকগণের কি প্রকার উপলব্ধি হয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা এইরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন—"সঙ্গ ও বিরহ এ দুটির কোন্‌টি গ্রহণীয় এই সংশয় উপস্থিত হইলে তাঁহার সঙ্গ নহে বিরহই ভাল, কেন না সঙ্গে তিনিই এক, বিরহে ত্রিভুবনই তন্ময়।"

"যাঁহা হইতে এই সমুদায় ভূত জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহার সহায়তায় জীবন নির্ব্বাহ করে, যাঁহার দিকে গমন করে ও যাঁহাতেপ্রবেশ করে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম ‖" বেদান্তসম্মত এই ব্রহ্মলক্ষণ,—"স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, স্থিতিস্থান, নিধান,অবিনাশী কারণ ¶"এই শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। এতাবন্মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে সাধকের কৃতার্থতা উপস্থিত হয় না, এজন্য আচার্য্য পরব্রহ্মের সহিত বিবিধ সম্বন্ধের উপদেশ করিয়াছেন—"আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ ÷" "আমি গতি, স্বামী, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ ∴"। "সখা, পিতা, পিতৃগণমধ্যে পিতৃতম" ⊙ ইত্যাদি ঋকে বিবিধ সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং আচার্য্য উপাস্য নির্ণয় করিতে গিয়া বেদ ও বেদান্তের একতা সাধন করিয়াছেন। অন্তর্য্যামী সর্ব্বথা অনির্ব্ব-

---

* তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২। ৭। † তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২। ৭।
‡ গীতা ৬অ, ২৯ শ্লোক। § গীতা ৬অ, ৩০ শ্লোক। ‖ তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ৩। ১।
¶ গীতা ৯অ, ১৮ শ্লোক। ÷ গীতা ৯অ, ১৭ শ্লোক।
∴ গীতা ৯অ, ১৮ „। ⊙ ঋক্‌বেদ ৪অ, ১৭সূ, ১৭ ঋক্।

চনীয়, তাঁহাতে এইরূপ সম্বন্ধসকল আরোপ করা কি অজ্ঞানকৃত নয়? তাঁহাকে বচনের বিষয় করিয়া সর্ব্বথা অনির্ব্বচনীয় বলা শোভা পায় না। "এক আত্মপত্যয়ের সার" * এরূপ বলাতে তিনি আত্মপ্রত্যয়গোচর হইতেছেন, সুতরাং তিনি বচনের বিষয় হইলেন। 'আছেন' এইরূপ নিরূপণ করিলে কেহ আছেন ইহাই সূচিত হয়। কাহার অস্তিত্ব সূচিত হয়? যাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি, যাঁহা দ্বারা তাহাদিগের জীবন-নির্ব্বাহ, যাঁহাতে তাহাদিগের স্থিতি হয়, তিনিই সূচিত হন। 'ইহা নহে, ইহা নহে' এইরূপ নিষেধ নিরবধি কখন চলিতে পারে না, এ জন্য তাঁহাতেই নিষেধবাক্য পর্য্যবসন্ন হয়। এজন্যই ভাগবত বলিয়াছেন—"এ জন্যই শ্রুতি সকল 'ইহা নয় ইহা নয়' বলিয়া তোমাতে তাৎপর্য্যমাত্রে পর্য্যবসন্ন হয় এবং তোমাতেই তাহাদিগের পরিসমাপ্তি হয় †।" এরূপ হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বথা অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদ বৃথা বিতণ্ডামাত্র হইতেছে। অনন্তের বিষয় সম্যক্ প্রকারে বলা অসম্ভব, এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"যদি তুমি মনে কর ব্রহ্মকে ভাল করিয়া জান, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অল্পই জান। তুমি ইহার সম্বন্ধে যাহা জান, দেবগণেতে ইহার যাহা দেখ, তাহা কিছুই নহে, সুতরাং ব্রহ্ম তোমার মীমাংসিতব্য বিষয়। তখনই তিনি বিদিত হইলেন মনে করি, যখন এইরূপ মনে হয় 'আমি তাঁহাকে যে ভাল করিয়া জানি তাহা নহে, তাঁহাকে কে যে জানি না এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এইরূপ 'তাঁহাকে জানি না যে এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে' এইরূপে তাঁহাকে জানেন তিনিই তাঁহাকে জানেন। [ব্রহ্ম] যাঁহার অমত [অজ্ঞাত], [ব্রহ্ম] তাঁহার মত [জ্ঞাত], এবং ব্রহ্ম যাঁহার মত [জ্ঞাত] সে ব্যক্তি তাঁহাকে জানে না। যাহারা জানে তাহারা জানে না, যাহারা জানে না তাহারা জানে। প্রতিব্যক্তির বোধ তিনি অবগত, ইহাই [তৎসম্বন্ধীয়] মত, [এই মতে] সাধক অমৃতত্ব লাভ করে ‡।" "যাঁহা হইতে এই সকল ভূত জন্মগ্রহণ করে, যাঁহার সহায়তায় জীবন নির্ব্বাহ করে," এতদনুসারে তাঁহার শক্তিমত্তা; "প্রতিব্যক্তির বোধ তিনি অবগত" এতদনুসারে তাঁহার সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শিতা বা জ্ঞানস্বরূপতা প্রতিপন্ন হইতেছে। "সত্য জ্ঞান অনন্ত $" এস্থলে সত্যস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে; "হে সৌম্য, এই সকল প্রজাসন্মূলক, সদাশ্রিত, সৎপ্রতিষ্ঠ ⊥" এতদনুসারে সেই সত্যস্বরূপ শক্তিমান্। জ্ঞান যখন ক্রিয়ার উন্মুখ হয় তখন সেই জ্ঞানই শক্তি, এ মত অসঙ্গত নহে, কেন না জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ তেমনি তাঁহার অপরকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আছে। পরব্রহ্মে পরস্পর বিরুদ্ধ অথবা অত্যন্ত ভিন্ন স্বরূপসকল থাকা কখন সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মের স্বরূপ

---

* মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। ৭।

† ভাগবত ১০স্ক, ৮৭অ, ৩৭ শ্লোক।

‡ তলবকারোপনিষৎ ৯—১২।

$ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১।

⊥ ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।৪।৮।

একই; জীব ও জগতের সহিত সম্বন্ধপর্য্যালোচনায় ভিন্ন স্বরূপরূপে প্রতিভাত হয়, এই তত্ত্ব জানিলে ব্রহ্মস্বরূপঘটিত বিরোধ যে অমূলক তাহা সহজে প্রতীত হইয়া থাকে। যদি সকলই সন্মূলক হয় তাহা হইলে সৎ শক্তিমান্, যদি তাহা না হইবে তাহা হইলে সৎ হইতে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি হইত না। "ইহার বিবিধ শ্রেষ্ঠ শক্তি শুনিতে পাওয়া যায়, ইহার জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া স্বাভাবিক *।" এখানে শক্তি বলিতে গিয়া সতের শক্তি এরূপ কেন বলা হইল? শক্তি ক্রিয়া প্রকাশ করে। আরম্ভ বিনা ক্রিয়া বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না। আরম্ভ থাকিলেই বিকারিত্ব উপস্থিত হইল। সৎস্বরূপ অনন্ত, নিরবচ্ছেদে তাঁহা হইতে ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে; সৎ আপনি অবিক্রিয় থাকিয়া ক্রিয়া প্রকাশ করেন এজন্য তাঁহাতে বিকার ঘটিতেছে না। আচার্য্য এজন্যই বলিয়াছেন "আমিই একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি †;" "সমুদায় ভুবন ইহার পাদমাত্র ‡।" সৎ ও শক্তি অভিন্ন; শক্তি অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং সেই শক্তিরই ব্যক্ত ও অব্যক্তাবস্থা স্থিরীকৃত হওয়া সমুচিত। এজন্যই শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "কারণের আত্মভূত শক্তি, শক্তির আত্মভূত কার্য্য §।" সৎ হইতে জগৎ ও জীবের অভিব্যক্তি জ্ঞানই সূচনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মকে চিৎস্বরূপরূপে গ্রহণ করিতে বেদান্তবাদিগণের অসম্মতি নাই। আধুনিকগণ বলেন, জ্ঞেয় বিনা জ্ঞান কখন থাকিতে পারে না। জ্ঞান হইতে পৃথক্ জ্ঞেয় স্বীকার করিলে যিনি সর্ব্বকারণ তাঁহার জ্ঞানের অন্যাপেক্ষিত্ব উপস্থিত হইল, ইহাতে ব্রহ্ম যে জ্ঞানস্বরূপ ইহা সিদ্ধ হইতেছে না। জ্ঞেয় না থাকাতে ব্রহ্মের জ্ঞান সম্ভবপর নহে, এ সংশয় অমূলক, কেন না জ্ঞানরূপী ঈশ্বরের আত্মজ্ঞানে সমুদায় জ্ঞেয় অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। যে সকল জ্ঞেয় প্রকাশ পায় নাই সে সকল জ্ঞেয় জ্ঞানস্বরূপে অভিন্ন ভাবে স্থিতি করিতেছে, ইহা আমাদিগের অনুভূতিবিরুদ্ধ নহে। কেন না আমা-দিগের জ্ঞানে শব্দ ও অর্থ অভিন্নভাবে স্থিতি করে, কার্য্যকালে বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তৎপূর্ব্বে নহে। জ্ঞানে শব্দ ও অর্থ অভিন্ন ভাবে স্থিতি করে বলিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞানবত্তার অভাব ঘটে না। শ্রীমচ্ছঙ্কর জ্ঞানস্বরূপসম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আত্মার স্বরূপ জ্ঞান আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে, সুতরাং জ্ঞান নিত্য হইলেও, উহার উপাধিরূপ বুদ্ধি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বিষয়াকারে পরিণত হইয়া শব্দাদি আকারে যে প্রকাশ পায়, সেইগুলি আত্মবিজ্ঞানের বিষয়রূপে উৎপন্ন হইয়া আত্মবিজ্ঞানের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এজন্য অবিবেকিগণ কল্পনা করিয়া থাকে যে সেই আত্মবিজ্ঞানের অবভাসগুলি বিজ্ঞানশব্দের বাচ্য হইয়া ধাতুর যেমন অর্থ ‖ তেমনি

---

* শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬। ৮। † গীতা ১০ অ, ৪২ শ্লোক।

‡ ঋক্‌বেদ ১০ ম, ৯০ সূ, ৩ ঋক্। § বেদান্ত সূত্র ২অ, ১পা। ১৮ সূত্রভাষ্য।

‖ প্রত্যয়াদিযোগে একই ধাতু বিবিধাকার ধারণ করিয়া বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।

আত্মারই বিক্রিয়াস্বরূপ। ব্রহ্মের যে বিজ্ঞান, উহা সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় উষ্ণতার ন্যায় ব্রহ্মের স্বরূপাতিরিক্ত নহে স্বরূপই। সে বিজ্ঞান নিজস্বরূপ, এজন্য কারণান্তরের অপেক্ষা রাখে না। সেই বিজ্ঞানযোগে দেশ কাল ও আকাশাদি দ্বারা বিভক্ত না হইয়া ব্রহ্ম সকল পদার্থের কারণ ও নিরতিশয় সূক্ষ্ম, সুতরাং সূক্ষ্ম হউক ব্যবহিত হউক, দূরস্থ হউক, ভূত হউক বা ভবিষ্যৎ হউক কিছুই তাঁহার অবিজ্ঞেয় নাই। কিছুই তাঁহার অবিজ্ঞেয় নাই এজন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ। মন্ত্রবর্ণেও উক্ত হইয়াছে—'তাঁহার পাণি ও পাদ নাই, অথচ তিনি বেগবান্ ও গ্রহীতা, তিনি অচক্ষু হইয়াও দর্শন করেন। তিনি বেদ্য বিষয় জানেন, তাঁহার বেত্তা কেহ নাই। তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহান্ পুরুষ বলা হইয়া থাকে।' 'সেই বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিলোপ হয় না, কেন না তিনি অবিনাশী, তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই' ইত্যাদি শ্রুতিতেও উহাই কথিত হইয়াছে। ব্রহ্ম কখন বিজ্ঞাতৃস্বরূপবিবর্জ্জিত হন না, ইন্দ্রিয়াদি উপায়েরও অপেক্ষা রাখেন না, অতএব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও ব্রহ্মের নিত্যত্ব প্রসিদ্ধ।" ব্রহ্মের এই জ্ঞান কখন অন্তবিশিষ্ট হইতে পারে না, যদি অন্তবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে উহা অজ্ঞানবিমিশ্র হইয়া পড়ে। সৎ ও জ্ঞান এই দুই ভিন্ন নহে ;—সৎ বলিলে জ্ঞানেরই সত্তা বুঝায় আর কিছুর সত্তা নহে, কেন না সৎ হইতে জগতের উৎপত্তিতে অন্ধতা নাই, সর্ব্বত্র জ্ঞানের ক্রিয়া অনুস্যূত রহিয়াছে। সৎ ও জ্ঞানের অনন্তত্ব পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ভিন্নস্বরূপ নহে একই স্বরূপ, ইহা প্রতিপন্ন হইলে আর সকল স্বরূপও যে তৎসহ অভিন্ন ইহা সিদ্ধ করা কিছু দুষ্কর নহে। জ্ঞানই শিব (মঙ্গলস্বরূপ); কারণ ব্রহ্ম পূর্ণজ্ঞান জন্য জীবগণের প্রয়োজন জানেন, এবং তাঁহা হইতেই প্রয়োজনের পূর্ব্বেই আয়োজন সকল উৎপন্ন হয়। যখন তিনি অনন্ত তখন তিনি যে প্রপঞ্চাতীত ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য পৃথক্ যুক্তির আবশ্যকতা নাই। তাঁহার জ্ঞানে অজ্ঞানতা নাই, অতএব তাঁহার শুদ্ধতা স্বাভাবিক। অবিশুদ্ধতাই দুঃখের হেতু, অতএব তিনি যখন স্বভাবতঃ শুদ্ধ তখন তাঁহার সুখস্বরূপতাও স্বাভাবিক। এই-রূপে দেখা যাইতেছে, একই চিৎস্বরূপ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখাতে ভিন্নস্বরূপরূপে প্রতীতি হইয়াছে, বস্তুতঃ তিনি স্বরূপতঃ ভিন্ন নহেন।

সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রথমে যখন সত্তামাত্র ধারণ করেন তখন সেই ধারণাকে নির্ব্বিশেষ বাদ, আর যখন সেই সত্তাতে চিৎস্বরূপ দর্শন হয়, এবং চিৎস্বরূপকে শিবস্বরূপে, শুদ্ধস্বরূপে ও সুখস্বরূপে পরিগ্রহ করা হয়, তখন সেইরূপ পরিগ্রহকে সবিশেষবাদ বলা যায়, নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষবাদের ইহাই মূল ; ব্রহ্ম কিন্তু সর্ব্বদা একই রূপ। সাধকের দৃষ্টিভেদে যদিও সেই একই স্বরূপ ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি

ইহাতে ধাতুর বিকার উপস্থিত হইল। একই জ্ঞানে বুদ্ধিযোগে নামাদি বিবিধাকারে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইলে সেই নামাদি সেই জ্ঞানেরই বিকার।

পরব্রহ্মে নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষবাদের কোন অবকাশ নাই। নির্ব্বিশেষ সবিশেষ উভয়বাদীই যখন সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম স্বীকার করেন, তখন নির্ব্বিশেষ সবিশেষ লইয়া বিচার বিফল। গোবিন্দভাষ্যে * শ্রীমদ্বলদেব ভালই বলিয়াছেন,—"সগুণ ও নির্গুণ এরূপ দ্বিরূপতা নাই।" "নির্গুণ গুণবান্ এ তো বিরুদ্ধ কথা। বিরুদ্ধ নয়, রহস্য না বুঝাতেই বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহাতে নির্গুণাদি শব্দ নৈর্গুণ্য (গুণাতীতত্ব) বশতঃ, সর্ব্বজ্ঞাদিশব্দ সর্ব্বজ্ঞাদিবশতঃ প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব তিনি প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণবিহীন, স্বরূপানুসারী সেই সেই (সর্ব্বজ্ঞাদি) গুণে তিনি বিশেষ, ইহাতে কোন সংশয়ের কারণ নাই।" বুদ্ধ যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তাহার কারণ সগুণ নিগুর্ণাদি বিরোধ, যথা—"কেহ বা প্রদেশগত অথচ ব্যাপী, কেহ বা মূর্ত্ত অথচ অমূর্ত্ত, নিগুর্ণ অথচ সগুণ, কর্ত্তা অথচ অকর্ত্তা, এইরূপ এক বস্তুতঃ অর্থবিরহিত ব্যাপী পুরুষের কথা বলিয়া থাকে †।" কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন অরূপ ব্রহ্মেতে ভক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহাদের সে অসম্ভাবনা ভগবচ্চন্দ্রিকানামক শাণ্ডিল্যসূত্রের ব্যাখ্যাতা শ্রীমন্নারায়ণতীর্থ বিলক্ষণ নিরসন করিয়াছেন:—"অরূপে সৌন্দর্য্য নাই, এরূপ স্থলে এ মতে [নিরাকার পক্ষে] ভগবানেতে ভক্তি কিরূপে সম্ভবে? রূপবান্ বলিলে অনিত্যত্বদোষ উপস্থিত হয়। সেই দোষের ভয়ে মাহাত্ম্যজ্ঞানেরও বাধা উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং [ভক্তি সম্ভব হইতেছে না] যদি বল, এরূপ বলিতে পার না, কেন না ভগবান্ প্রকৃতি আদির প্রবর্ত্তক জন্য তাঁহাতে প্রাকৃত রূপ নাই বটে, কিন্তু সত্য-জ্ঞানানন্দাদিলক্ষণ রূপবত্তাবশতঃ তিনি সুন্দরতম, সুতরাং তাঁহাতে ভক্তি সম্ভব।" গোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "এইরূপে হরির আত্মমূর্ত্তিত্ব, অনুভূতির অনুভবিতৃত্ব, আত্মোচিতগুণসকলের অধিষ্ঠানশালিত্ব, জগৎকর্ত্তৃত্ব, নির্ব্বিকারত্ব ইত্যাদি রূপ শ্রুতিসিদ্ধ জন্য তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হয় ‡।" সত্য, জ্ঞান ও আনন্দরূপ পরব্রহ্মের পিতৃত্বাদি সম্বন্ধ কাল্পনিক নহে। কারণ চিৎস্বরূপ মঙ্গলময়ের "জন্মিয়া যাঁহার সহায়তায় সকলে জীবন ধারণ করে" "সকলে নিদ্রিত হইলে যে পুরুষ প্রয়োজনীয় বিষয় সকল নির্ম্মাণ করিতে করিতে জাগিয়া থাকেন §।" "নিত্যগণের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন, বহুর মধ্যে যিনি এক, তিনিই প্রয়োজনীয় বিষয় সকল বিধান করেন ‖।" ইত্যাদি পালন ও প্রয়োজনার্পণাদি ব্যাপারে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিরতিশয় যথার্থ। "নিত্যগণের মধ্যে নিত্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম সহ জীবের নিত্য সম্বন্ধ, এজন্য পিতৃত্বাদি সম্বন্ধও নিত্য। জগৎ সত্য, জীব জীবভাবে নিত্য, এ সিদ্ধান্ত যাঁহারা ভাল মনে করেন না, তাঁহারাও জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ

---

* বেদান্ত সূত্র ১অ, ১পা ১০ সূত্র। † ললিত বিস্তর ২১ অধ্যায়।

‡ বেদান্ত „ ১অ, ১পা, ৩ „। § কঠোপনিষৎ ৫।৮। ‖ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১৩।

অনিত্য এ কথা বলিতে সাহসী নহেন। "প্রকৃতি ও পুরুষ এ উভয়কে অনাদি জানিও" * এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন "প্রকৃতি ও পুরুষ ঈশ্বরের প্রকৃতিদ্বয়। এই প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি অর্থাৎ এ দুইয়ের আদি নাই। ঈশ্বর যখন নিত্য, তখন তাঁহার প্রকৃতিদ্বয়েরও নিত্যত্ব হওয়া যুক্তিযুক্ত।" ঈশ্বর যখন সাধকের অন্তশ্চক্ষুর পথবর্ত্তী হয়েন, তখন 'তুমি' এই শব্দে, যখন অন্তশ্চক্ষুর গোচর না হন, তখন 'তিনি' এই শব্দে তাঁহাকে স্তব করা হয়। এই স্তোত্র প্রধানতঃ স্বরূপাবলম্বনে হইয়া থাকে যথা—"যিনি সকল, সকলের অধিপতি, অনন্ত, অব্যয়, লোক, ধাম ও ধরার আধার, অপ্রকাশ, ভেদশূন্য, জীবগণের আশ্রয়, অশেষ সূক্ষ্মসমূহের মধ্যে অতি-সূক্ষ্ম, গরীয়ান্, ভবাদির মধ্যে যিনি গরিষ্ঠ, তাঁহাকে নমস্কার করি †।" অন্তশ্চক্ষুর গোচরে তুমি শব্দে স্তব যথা—"হে সর্ব্বাত্মা, হে সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, হে সর্ব্বজীবের উৎপত্তিস্থান, তুমি হৃদয়স্থ সকলই জান, তোমায় আর তবে কি বলিব ‡?" ৩। ৪।

যদি অক্ষরের উপাসনাতেও সাধক পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে কেন সকলে প্রথমতঃ সমুদায় বিকল্পবর্জ্জিত অক্ষররূপ পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পরম পুরুষকে পাইবার জন্য যত্ন করেন না? এ সম্বন্ধে আচার্য্য বলিতেছেন :—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে। ৫।

অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়। যাহারা দেহধারী, তাহারা অব্যক্তবিষয়ক নিষ্ঠা দুঃখে লাভ করিয়া থাকে।

ভাব—অব্যক্ত—অক্ষর পরব্রহ্ম। অধিকতর ক্লেশ হয়। কেন? অব্যক্তবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে দেহাদি সমুদায় চিন্তাপথ হইতে অপসারিত করিতে হয়। যাহাদিগের দেহাভিমান আছে, তাহারা ইহা পারে না, যদিও বা পারে করিতে গিয়া অত্যন্ত ক্লেশ পায়। ক্লেশ না হয় এ জন্য জগৎ ও জীবের সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ চিন্তাপথ হইতে অপসারণ না করিয়া তাঁহাতে চিত্তসমাধান সহজ। আচার্য্য তাহাই পরশ্লোকে উপদেশ করিবেন। বিষ্ণুপুরাণ এই কথাই বলিয়াছেন,—"হে ভূপ, এই বিশ্বকে [আশ্রয় করিয়া] ত্রিবিধ ভাবনা, আমার নিকটে অবগত হও। ব্রহ্মাখ্য [ভাবনা], কর্ম্মাখ্য [ভাবনা], উভয়াত্মক [ভাবনা]। একটি ব্রহ্মভাবাত্মক, আর একটি সর্ব্বভাবাত্মক, আর একটি উভয়ভাবাত্মক, এইরূপে ভাবভাবনাও ত্রিবিধ। হে ব্রহ্মন্, সনন্দাদি ব্রহ্মভাবনাযুক্ত; দেবাদি, স্থাবর ও জঙ্গম কর্ম্মভাবনাযুক্ত;

* গীতা ১৩অ, ১৯ শ্লোক।
† বিষ্ণুপুরাণ ১অং, ৯অ, ৩৯। ৪০ শ্লোক।
‡ বিষ্ণুপুরাণ ১অং, ১২অ, ৭৪ শ্লোক।

হিরণ্যগর্ভাদি জ্ঞান ও অধিকার উভয়যুক্ত; তাঁহাদিগেতে ব্রহ্ম ও কর্ম্ম উভয়াত্মক ভাবের ভাবনা। সমস্ত বিশেষ জ্ঞান ও কর্ম্ম ক্ষয় না পাইলে, এই বিশ্ব ও পরব্রহ্ম, হে নৃপ, ভেদজনিতভিন্নদর্শীর নিকট স্বতন্ত্র *।" এস্থলে শ্রীধর বলিয়াছেন, "সনন্দাদি ব্রহ্মভাবনাযুক্ত হইয়াও জীবই, কেন না তাঁহাদের দেহের প্রতি অভিনিবেশ নিবৃত্ত হয় নাই।" এ কথার ভাব এই যে, 'এই বিশ্ব এবং পরব্রহ্ম স্বতন্ত্র' এতদনুরূপ ভেদজ্ঞান তাঁহাদের বিলুপ্ত হয় নাই, তাই "ভেদ চলিয়া গিয়াছে, সত্তামাত্র, বাক্যের অগোচর, [কেবল] আত্মজ্ঞানগোচর, সেই জ্ঞান ব্রহ্মাখ্য +"; এরূপ সত্তামাত্রে গ্রহণ দেহাভিনিবেশবিশিষ্ট জীবগণের পক্ষে দুষ্কর। ৫।

অন্তশ্চক্ষুর নিকট হইতে বিশ্ব উড়াইয়া দিয়া দেহাদির প্রতি অভিনিবেশবান্ ব্যক্তিগণের কেবল সত্তা ধারণ করা ক্লেশকর, এই কথা বলিয়া জগৎ ও জীবের অন্তর্যামি-রূপে পরব্রহ্মের ধারণা জীবগণের পক্ষে সহজ, ইহা দেখিয়া আচার্য্য বলিতেছেন :—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে। ৬।

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্। ৭।

যাহারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত [ভক্তি] যোগে আমায় ধ্যান করত উপাসনা করে, আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে, হে পার্থ, অচিরে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে আমি উদ্ধার করিয়া থাকি।

ভাব—আমাতে—সর্ব্বান্তর্যামীতে; আমায়—সর্ব্বান্তর্যামীকে; আমি—সর্ব্বান্তর্যামী। আপনার আত্মাতে আপনার আত্মার অতীত, সমুদায় ভূতকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান, সত্য জ্ঞানাদিস্বরূপে উজ্জ্বলতাপ্রাপ্ত অন্তর্য্যামীকে যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের হইতে দৃষ্টির তারতম্য বিনা সত্তামাত্রধ্যাননিরতগণের আর অতিমাত্র ভেদ নাই। যে সকল সাধক অক্ষরোপাসনায় উপেক্ষা করিয়া লোকাতীত পুরুষবিশেষে আবির্ভূত ভগবান্ সর্ব্বান্তর্যামীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্চ্চনা করত আমরা শ্রেষ্ঠ উপাসক এইরূপ মনে করেন তাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহেন, কারণ যাঁহারা সত্তামাত্রে চিত্ত নিবিষ্ট করেন না, পরব্রহ্মেতে তাঁহাদিগের চিত্ত স্থিরতা লাভ করে না। সেই সত্তামাত্রেতেই বিশেষ বিশেষ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে, এজন্য বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে "ব্রহ্মের যে অমূর্ত্ত রূপ, যাহাতে এই সমুদায় শক্তি প্রতিষ্ঠিত, হে নৃপ, পণ্ডিতেরা

---

* বিষ্ণুপুরাণ ৬ অং ৭ অ, ৪৮—৫২ শ্লোক। + বিষ্ণুপুরাণ ৬অং ৫অ, ৫৩ শ্লোক।

তাহাকেই সৎ বলেন *।” কারণরূপা তাঁহাতে একই শক্তি বিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া কার্য্যের আত্মভূত শক্তিসকল প্রকাশ পায়। যাঁহারা অক্ষরকেই পরম প্রাপ্য মনে করেন, পরম পুরুষকে নহে, তাঁহারাও সম্যগ্দর্শী নহেন, কারণ চিৎসত্তার সহিত তাঁহাদিগের যে বিবিধ সম্বন্ধ আছে, সেই সকল সম্বন্ধ তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন বটে কিন্তু তাহা কখন সম্ভবপর নহে, এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের মিথ্যাচাররূপ বিষম ফল ফলে। “প্রাকৃত গুণসমূহে সংযুক্ত আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। সেই সকল প্রাকৃতগুণহীন আত্মাকে পরমাত্মা বলা হইয়া থাকে †।” এস্থলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আত্মা ও পরমাত্মা এ উভয়ের প্রভেদ বুঝাইবার জন্য, এবং আত্মা যখন প্রাকৃতগুণসমূহ দ্বারা বিচলিত হয় না, তখন পরমাত্মার অধীন হইয়া তাঁহার স্বরূপের সহিত এক হইয়া তাহার কৈবল্যসম্ভাবনা উপস্থিত হয়, ইহা প্রদর্শন জন্য। যে অক্ষর শব্দে জীব বুঝায়, শাস্ত্রে সেই অক্ষরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা হয় নাই, কারণ স্বয়ং আচার্য্য “যিনি পরম অক্ষর তিনি ব্রহ্ম ‡” এই কথা যে পূর্ব্বে বলিয়াছেন “অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া কথিত হন §” এস্থলে সেই অক্ষরেরই পশ্চাদুল্লেখ করিয়াছেন। অন্য অধ্যায়ে “সমুদায় ভূতকে ক্ষর, এবং কূটস্থকে অক্ষর বলিয়া থাকে ‖” এই যে বলা হইয়াছে, সেই প্রমাণের বলে অক্ষরকে জীব বলিয়া অর্থকরণ করা ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ “বৃহৎ ব্রহ্ম আমার যোনি ¶” এস্থলে যেমন বিশেষ করিয়া বলাতে ব্রহ্মশব্দে প্রকৃতি বুঝাইতেছে, তেমনি “যেহেতুক আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষরাপেক্ষাও উত্তম $” এইরূপ বিশেষ করিয়া বলাতে এখানে জীব বুঝাইতেছে; এ প্রমাণ অন্যস্থলে নিয়োগ করা সমুচিত নহে ৮। ৭।

যখন এইরূপই হইল, তখন—

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ। ৮।

আমাতে মন স্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, দেহান্তে নিঃসংশয় আমাতেই বাস করিবে।

ভাব—আমাতে—সর্ব্বান্তর্য্যামীতে; মন—সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক; বুদ্ধি—ব্যবসায়াত্মিকা; নিবিষ্ট কর—স্থাপন কর। এরূপ করিলে কি হইবে? দেহপাতানন্তর আমাতে—সর্ব্বান্তর্য্যামীতে বাস করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শরীরপাতের পূর্ব্বে যাঁহার

---

* বিষ্ণুপুরাণ ৬ অং, ৭ অ, ৩১ শ্লোক। † শান্তিপর্ব্ব ১৮৭ অ, ২৪ শ্লোক।
‡ গীতা ৮ অ, ৩ শ্লোক। § গীতা ৮ অ, ২১ শ্লোক।
‖ „ ১৫ অ, ১৬ „ । ¶ „ ১৪ অ, ৩ „ ।
$ গীতা ১৫ অ, ১৮ শ্লোক।

পরব্রহ্মে অভিনিবেশ হইবে, তিনিই কেবল তাঁহাতে বাস করিবেন, অন্যে নহে, কারণ চিত্তের অভিনিবেশানুসারে গতি হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। ৮।

সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম প্রাপ্য ইহা যিনি জানেন তাঁহারও সর্ব্ববিধ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতে মন স্থাপন করা ও বুদ্ধির একান্ততা সাধন করা অতীব দুষ্কর। আমি যখন অশক্ত তখন আমার কি কর্ত্তব্য, অর্জ্জুনের এই অভিপ্রায়ের সমাধান আচার্য্য করিতেছেন :—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়। ৯।

যদি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাধান করিতে না পার, তবে, হে ধনঞ্জয়, অভ্যাসযোগে আমায় লাভ করিতে ইচ্ছা কর।

ভাব—আমাতে—অন্তর্যামীতে; সমাধান—স্থাপন; অভ্যাসযোগে—আমা হইতে যে মন বাহির হইয়া যাইতেছে তাহাকে পুনঃ পুনঃ আমাতে স্থাপনরূপ যোগে; ইচ্ছা কর—প্রার্থী হও। "একথা সত্য যে ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া প্রার্থনার বিষয় দেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাঁহার ভজনা করেন তাঁহাদিগকে তিনি সে অর্থ দেন না যাহা পাইলে আবার প্রার্থনা উপস্থিত হয়। ইচ্ছা না করিলেও তাঁহাদিগকে তিনি সমুদায় ইচ্ছার নিবর্ত্তক নিজ পাদপল্লব দিয়া থাকেন *।" এতদনুসারে ভগবান্‌কে পাইবার জন্য যাঁহারা অভিলাষী তাঁহারা তৎপ্রতি চিত্তের লালসাবশতঃ তাঁহাকে পাইবার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ পূর্ব্বাভ্যাসপরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন অভ্যাসে রত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৯।

বহির্মুখীন মনকে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বান্তর্যামীতে স্থাপন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে, কেন না আমি দেহাদিরক্ষণব্যাপারে ব্যাপৃত, অর্জ্জুনের এই অভিপ্রায় মনে করিয়া আচার্য্য উপায়ান্তর বলিতেছেন :—

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি। ১০।

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, আমার উদ্দেশ্যে কর্ম্মপরায়ণ হও, আমার জন্য কার্য্য করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিবে।

ভাব—অভ্যাসে—অন্তর্যামী পুরুষে পুনঃ পুনঃ চিত্তস্থাপনে; আমার উদ্দেশ্যে কর্ম্মপরায়ণ—আমাকে—অন্তর্যামী পুরুষকে—উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে তন্নিষ্ঠ; আমার জন্য—আমি অন্তর্যামী তজ্জন্য; কর্ম্ম—শ্রবণকীর্ত্তনাদি; সিদ্ধি—মৎপ্রাপ্তি। ১০।

---

* ভাগবত ৫ স্ক, ১৯ অ, ২৭ শ্লোক।

তাহাতেও অশক্ত হইলে কি কর্ত্তব্য আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্। ১১।

যদি আমার সঙ্গে যোগ আশ্রয় করত ইহাও করিতে অসমর্থ হও, তবে সংযত ও আত্মবান্ হইয়া সমুদায় কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর।

ভাব—আমার সঙ্গে যোগ—মদেকশরণত্ব, অথবা সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে কর্ম্মার্পণ; ইহাও—শ্রবণকীর্ত্তনাদি; সংযত—সংযতেন্দ্রিয়; আত্মবান্—বিবেকী।

এইরূপে সমুদায় কর্ম্মের ফলত্যাগ সকল উপায় হইতে নিকৃষ্ট হইতেছে আচার্য্য বা এই অভিপ্রায় করিয়াছেন, এই সংশয়নিরসনের জন্য তিনি বলিতেছেন :—

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগচ্ছান্তিরনন্তরম্। ১২।

অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞান হইতে ধ্যান বিশেষ, ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ; ত্যাগের পর শান্তি।

ভাব—অভ্যাস হইতে—উপদেশজনিত সম্যগ্‌জ্ঞানবিরহিত অভ্যাস হইতে; জ্ঞান—উপদেশজনিত সম্যক্ জ্ঞান; শ্রেয়—প্রশংসনীয়; জ্ঞান হইতে—উপদেশজনিত সম্যক্ জ্ঞান হইতে; ধ্যান—সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিবার জন্য চিন্তন। ঈদৃশ ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ বিশেষ। কেন? ত্যাগের পর শান্তি—উপশম—উপস্থিত হয়, এই জন্য। যে সকল ব্যক্তি অভ্যাসে প্রবৃত্ত, যখন তাঁহাদের নিকটে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের সেই বিঘ্ননিবারণের উপায়সম্বন্ধে যদি জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে যত্নে শৈথিল্য উপস্থিত হয়, সুতরাং সেই বিঘ্ননিবারণের উপায় জ্ঞান অভ্যাস হইতে শ্রেয়। বিঘ্ননিরসনের উপায়জ্ঞান থাকিলেও যদি সাধকগণ চিন্তানুরত না হন, তাহা হইলে সে উপায়জ্ঞান নিরর্থক হইয়া যায়, সুতরাং জ্ঞান হইতে ধ্যান বিশেষ। অনুষ্ঠিত ধ্যান হইতে অবান্তর সিদ্ধিলাভ হইয়া যদি আত্মাভিমান উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই ধ্যানানুরত ব্যক্তিগণের কখন শান্তি হয় না। যেমন পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"অযোগাবস্থায় এগুলি সিদ্ধি, সমাধিতে [ইহারা] বিঘ্ন *।" সর্ব্বথা কর্ম্মফলত্যাগ বিনা ধ্যানজনিত বিঘ্ন কখন অপনীত হয় না; এজন্য ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাবশতঃ যাহাদিগের চিত্ত অবিশুদ্ধ রহিয়াছে তাহাদিগের কখন ভগবানেতে মনঃসমাধান বা বুদ্ধিনিবেশ সম্ভবে না, অতএব সকল উপায়গুলির

* পাতঞ্জল সূত্র ৩।৩।৮।

উপরে কর্ম্মফলত্যাগেরই সাম্রাজ্য; এরূপ অবস্থায় এখানে ইহার বৃথা স্তুতিবাদ হয় নাই। নিকৃষ্টত্ব জন্য এই কর্ম্মফলত্যাগের সহজসাধ্যত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। যে সকল সাধকের ভগবান্‌কে পাওয়া উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের সাধনের আরম্ভ সেই কর্ম্মফলত্যাগ হইতে হয়। উহাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতার্থতার সম্ভাবনা নাই, এজন্য কর্ম্মফলত্যাগপূর্ব্বক যে যে সাধনের উপদেশ করা হইয়াছে সেই সেই সাধনের অনুসরণে যদি অশক্তি হয়, তাহা হইলে সকল উপায়গুলির মধ্যে সাধারণ ভাবে অন্তর্ভূত যে কর্ম্মফলত্যাগ তদবলম্বনে সাধন আরম্ভ করা উচিত, আচার্য্য ইহাই উপদেশ করিতেছেন। অতএব উচ্চ সাধকদিগের যেরূপ কর্ম্মফলত্যাগ আশ্রয়ণীয়, ভগবৎপ্রাপ্তি-কাম নিকৃষ্ট সাধকগণেরও সেইরূপ, ইহা গীতাশাস্ত্রসম্মত পন্থা। ত্যাগ দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, এই যে বেদান্তবাদিগণ বলিয়া থাকেন তাহা এজন্যই সমীচীন। ১২।

ত্যাগের পর শান্তি হয় সাধারণতঃ এই কথা বলিয়া তন্মধ্যে যে অদ্বেষ্টৃত্বাদি ত্যাগের ফল উপস্থিত হয়, সেই গুলির বর্ণনা করিয়া ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব আচার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন :—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী। ১৩।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৪।

আমার যে ভক্ত সমুদায় ভূতের অদ্বেষ্টা, মিত্রভাবাপন্ন, করুণ, মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, সমদুঃখসুখ, ক্ষমাবান্, সতত সন্তুষ্ট, যোগী, সংযত, দৃঢ়নিশ্চয়, মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, সেই আমার প্রিয়।

ভাব—অদ্বেষ্টৃত্বাদি গুণগুলি অক্ষরোপাসকগণের হয়, একথা মূল গ্রন্থের অনুযায়ী নহে। আমার ভক্ত—আমার অন্তর্যামীর ভক্ত ভজনশীল; অদ্বেষ্টা—দ্বেষবিরহিত; করুণ—কৃপালু। উত্তমেতে দ্বেষশূন্য, সমানে মিত্রভাবাপন্ন,অধমে করুণ, এইরূপ যথাক্রমে বুঝিতে হইবে। মমতাশূন্য—আমার এই ভাববর্জ্জিত; নিরহঙ্কার—অভিমানশূন্য; ক্ষমাবান্—কেহ আক্রোশ প্রকাশ করিলে বা আঘাত করিলেও ক্ষমাযুক্ত; সতত সন্তুষ্ট—নিয়ত লাভালাভে প্রসন্নচিত্ত; যোগী—সমাহিতচিত্ত; সংযতাত্মা—সংযত-স্বভাব; দৃঢ় নিশ্চয়—কুতর্কাদি দ্বারা যাহার নিশ্চয় অভিভূত হয় না, স্থিরব্যবসায়; আমাতে—অন্তর্যামীতে; আমার—অন্তর্যামীর। ১৩। ১৪।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ। ১৫।

যাহা হইতে লোক সকল উদ্বিগ্ন হয় না, যে লোকসকল হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সেই আমার প্রিয়।

ভাব—হর্ষ—প্রিয়বিষয় লাভে প্রফুল্লতা; অমর্ষ—অভিলষিত বিষয়ের ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে অসহিষ্ণুতা, পরের লাভে অসহন; ভয়—ত্রাস; উদ্বেগ—চিত্তের ক্ষোভ। ১৫।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৬।

যে ভক্ত অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাহীন ও সর্ব্ব-প্রকারের উদ্যম পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই আমার প্রিয়।

ভাব—ভক্ত—ভজনশীল; অনপেক্ষ—ভোগনিরপেক্ষ; শুচি—বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন; দক্ষ—উপস্থিত কর্ত্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যে ব্যক্তি সবই করিতে পারে ও জানিতে পারে; উদাসীন—পক্ষপাতবিরহিত; সর্ব্বপ্রকারের উদ্যম পরিত্যাগ—আমি করি এই অভিমান হইতে যে সকল উদ্যম উপস্থিত হয় তৎপরিত্যাগ, ইহকাল ও পরকালে ফলভোগ হইবে এজন্য যে সকল বাসনাসম্ভূত কর্ম্ম তাহারই সমারম্ভ (উদ্যম) পরিত্যাগী—শ্রীমচ্ছঙ্কর, শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত সকল প্রকার কর্ম্মে উদ্যমপরিত্যাগী—শ্রীমদ্রামানুজ; আমার—অন্তর্যামীর। ১৬।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৭।

যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি হৃষ্টও হয় না, দ্বেষও করে না, শোকও করে না, আকাঙ্ক্ষাও করে না, শুভ ও অশুভ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই আমার প্রিয়।

ভাব—হৃষ্ট—অভিলষিতবিষয়প্রাপ্তিতে আনন্দিত; দ্বেষ—অনভিলষিতবিষয়প্রাপ্তিতে [illegible]গা; শোক—প্রিয়বিয়োগে; আকাঙ্ক্ষা—অপ্রাপ্ত বিষয় পাইবার জন্য; শুভ ও অশুভ সমুদায় পরিত্যাগ—শুভ—পুণ্য, অশুভ—পাপ, এইটি শুভ অতএব করিব, এইটি অশুভ অতএব করিব না, এরূপ নিশ্চয় পরিত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব্বথা ভগবানের প্রেরণানুসরণ করেন তাঁহারই শুভ ও অশুভ পরিত্যাগ হয়। একথা বলা যাইতে পারে না যে, এরূপ বিচারশূন্য হইলে পাপপুণ্যের প্রভেদ সর্ব্বথা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভগবানের প্রেরণানুসরণ করিলে কদাপি পাপস্পর্শ হয় না, এজন্যই তাঁহার প্রেরণানু-সরণে অভিলাষ হয়। ১৭।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ। ১৮।
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ। ১৯।

সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়, যে শত্রুতে মিত্রেতে, মানেতে অপমানেতে, শীতে উষ্ণে, সুখে দুঃখে সমান, আসক্তি-বর্জ্জিত, তুল্যনিন্দাস্তুতি, মৌনী, যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট, অনিকেত ও স্থিরচিত্ত।

ভাব—শত্রুতে মিত্রেতে সমান—একরূপ (মিত্রেতে যেমন শত্রুতে তেমনি); মানাপমানে সমান—হর্ষ বিষাদ শূন্য; মৌনী—সংযতবাক্; যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট—যদৃচ্ছালাভে পরিতৃপ্ত; অনিকেত—নিয়তবাসশূন্য—নিকেতনাদিতে আসক্তিশূন্য অনিকেত—শ্রীমদ্রামানুজ; স্থিরচিত্ত—ব্যবস্থিতমতি। ১৮। ১৯।

প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞতায় আত্মাতেই স্থিতি উল্লিখিত হইয়াছে; এই দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞতাকে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া অনন্যাভিলাষে মন ও বুদ্ধি সর্ব্বান্তর্যামীতে সমর্পণ করিলে যে সকল গুণ সাধকে উপস্থিত হয় সেই গুলির উল্লেখপূর্ব্বক আচার্য্য উপসংহার করিতেছেন :—

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ। ২০।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

এই যে অমৃতত্বসম্পাদক ধর্ম্ম কথিত হইল, এই ধর্ম্ম যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত এবং মৎপরায়ণ হইয়া অনুষ্ঠান করে, তাহারা আমার অতীব প্রিয়।

ভাব—মৎপরায়ণ—আমি অন্তর্যামীই তাহাদিগের নিরতিশয় প্রাপ্য বিষয়। ২০।

অধ্যায়ের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্গিরি এইরূপ বলিয়াছেন :—"সোপাধিক [ব্রহ্মের] ধ্যানের পরিপাকানন্তর নিরুপাধিকের অনুসন্ধানে যিনি প্রবৃত্ত, তিনি 'সমুদায় ভূতের অদ্বেষ্টা' ইত্যাদি গুণসম্পন্ন মুখ্য অধিকারী। পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি করিতে করিতে তাঁহারই তত্ত্বসাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব। সেই জন্য মুক্তিসাধনার্থ যে বাক্যার্থ জ্ঞানের বিষয় হওয়া মুক্তির কারণ সেই বাক্যার্থের (তত্ত্বমসির) সহিত সম্বন্ধযোগ্য তৎপদার্থ অনুসন্ধানের বিষয়।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন—"অব্যক্তোপাসনার পথ দুঃখকর ও

বিঘ্নবহুল। অতএব পণ্ডিতব্যক্তি ভক্তিরূপ সৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক সুখে কৃষ্ণের পাদপদ্ম ভজনা করিবেন।" শ্রীমন্মধুসূদন নিজসম্প্রদায়ের অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন—"সোপাধিক ব্রহ্মের ধ্যানের পরিপাকানন্তর যিনি নিরুপাধিক ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন তিনি অদ্বেষ্টৃত্বাদিগুণযুক্ত মুখ্য অধিকারী। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন পুনঃ পুনঃ সাধন করিতে করিতে তাঁহারই বেদান্তবাক্যনিষ্পন্ন তত্ত্বসাক্ষাৎকার সম্ভব। সেই জন্য মুক্তিসাধনার্থ মুক্তির হেতু বেদান্তসিদ্ধ মহাবাক্যের সহিত অন্বয়যোগ্য তৎপদার্থ অনুসন্ধান করিতে হইবে, মধ্যম ছয় অধ্যায়ে ইহা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।"

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

এইরূপে প্রথম ও মধ্যম ছয় অধ্যায়ে উপাসক আত্মা ও উপাস্য পরমাত্মার তত্ত্ব এবং পূজ্য পূজক ও প্রযোজ্য প্রযোজক সম্বন্ধ উপায়সহকারে বলিয়া আত্মা ও পরমাত্মার এবং কর্ম্মাদির বিজ্ঞানমূলক বিশেষ জ্ঞানের অবতারণা জন্য অন্তিম ছয় অধ্যায়ের আরম্ভ হইল। প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা, এই তিনটি তত্ত্ব সমুদায় জ্ঞানের মূল, এজন্য তাহাই আচার্য্য এ অধ্যায়ে প্রথমতঃ বলিতেছেন। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন ;— "সপ্তমাধ্যায়ে ঈশ্বরের সেই দুই প্রকৃতি সূচিত হইয়াছে—ত্রিগুণাত্মিকা অষ্ট প্রকারে ভিন্না সংসারহেতুজন্য অপরা, আর একটী জীবরূপা ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণা ঈশ্বরস্বরূপা পরা—যে দুই প্রকৃতি যোগে ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইয়া থাকেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণ প্রকৃতিদ্বয়ের নিরূপণ দ্বারা তদ্যুক্ত ঈশ্বরের তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থ ক্ষেত্রাধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে।" শ্রীমদ্গিরি বলিয়াছেন—"প্রথম ও মধ্যম ছয় অধ্যায়ে ত্বং ও তৎ পদার্থ উক্ত হইয়াছে, এখন বেদান্তবাক্যনিষ্ঠ, সম্যগ্জ্ঞানপ্রধান অন্তিম ছয় অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—"যে জীবাত্মা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবে তাহার যথার্থ স্বরূপজ্ঞান পরম প্রাপ্য পরব্রহ্ম বাসুদেবকে পাইবার উপায় ভক্তিরূপ উপাসনার অঙ্গ। এই যথাযথ স্বরূপজ্ঞান জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগরূপ নিষ্ঠাদ্বয় দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে সেই যথাযথ স্বরূপজ্ঞান উক্ত হইয়াছে। মধ্যম ছয় অধ্যায়ে প্রথমতঃ পরমপ্রাপ্য ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব ও তাঁহার মাহাত্ম্যজ্ঞানের উল্লেখ করিয়া ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিযোগনিষ্ঠা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাঁহারা নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যাপেক্ষী এবং আত্মকৈবল্যমাত্রাপেক্ষী তাঁহাদিগের পক্ষে ভক্তিযোগ যে তদুচিত সাধন, ইহাও উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃতি পুরুষ ও তৎসংসর্গরূপ প্রপঞ্চ, এবং ঈশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব; কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ; এবং উহাদিগের উপাদানের প্রকার—যাহা দুই ছয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—তাহাই অন্তিম অধ্যায়ে শোধিত হইতেছে। তন্মধ্যে ত্রয়োদশাধ্যায়ে দেহ ও আত্মার স্বরূপ, দেহ যথার্থতঃ কি তাহা ভাল করিয়া প্রদর্শন, দেহবিযুক্ত আত্মাকে কি প্রকারে পাওয়া যায় তাহার উপায়, যে আত্মার স্বরূপ জ্ঞানগোচর হইয়াছে তাহাকে ভাল করিয়া প্রদর্শন, তথাবিধ আত্মার অচিৎসম্বন্ধের হেতু, তদনন্তর বিবেকানুসন্ধানের প্রকার উক্ত হইয়াছে।" শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন—"পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ও জ্ঞেয়, ক্ষেত্র ও পুরুষ, এই সকলকে একত্র করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক এই অধ্যায়ে প্রদর্শন করিতেছেন।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন, 'সংসার হইতে ভক্তগণের উদ্ধারকর্ত্তা আমি' এই যে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহার সিদ্ধির

জন্য ত্রয়োদশে তত্ত্বজ্ঞান উল্লিখিত হইতেছে। 'সেই সকল ব্যক্তিকে, হে পার্থ, অচিরে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে আমি উদ্ধার করিয়া থাকি' এইরূপ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আত্মজ্ঞান বিনা সংসার হইতে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের নিমিত্ত প্রকৃতিপুরুষবিবেকাধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে, তন্মধ্যে সপ্তমাধ্যায়ে যে পরা ও অপরা নামে প্রকৃতিদ্বয়ের যথার্থতত্ত্ব না জানাতে জীবভাবাপন্ন চিদংশের সংসারগতি হইয়া থাকে, যে প্রকৃতিদ্বয়যোগে ঈশ্বর জীবগণের উপভোগার্থ সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্য সেই প্রকৃতিদ্বয়কে পরস্পর হইতে বিভক্ত করিয়া তত্ত্বতঃ নিরূপণ পূর্ব্বক ভগবান্ বলিতেছেন।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা জীবাত্মসম্পর্কে যে জ্ঞান সাধিত হয়, সেই জ্ঞান পরমাত্মজ্ঞানের উপযোগী, এজন্য প্রথম ছয় অধ্যায়ে উহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যম ছয় অধ্যায়ে পূর্ব্বে ভগবানের মহিমার উল্লেখ করিয়া ভক্তিনামে আখ্যাত পরমাত্মার উপাসনা উপদেশ করা হইয়াছে। জ্ঞানাদি অবিমিশ্র সেই উপাসনা ভগবদ্বশ্যতাসাধক বলিয়া ভগবান্‌কে পাইবার হেতু। আর্ত্তাদি ভক্তগণ তাঁহার উপাসনা করেন, তাহাতে তাঁহাদের আর্ত্তিবিনাশ হয়। সেই উপাসনা যখন একান্তিগণের ভাবের সহিত মিলিত হয় তখন উহা জ্ঞানাদি অবিমিশ্র হইয়া তাঁহাকে পাইবার কারণ হইয়া থাকে। যোগ ও জ্ঞানের সহিত সংসৃষ্ট সেই উপাসনা তাঁহার ঐশ্বর্য্যপ্রধান রূপের উপলব্ধি এবং জীবের মুক্তির কারণ হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। এই অন্ত্য ছয় অধ্যায়ে প্রকৃতি ও পুরুষ, তৎসংযোগোৎপন্ন জগৎ ও জগতের ঈশ্বরের স্বরূপ এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ বিবেচিত হইতেছে। জ্ঞানের নির্ম্মলতাসাধনজন্য এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ, জীব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ বিবেচনীয়। দেহাদি হইতে জীবাত্মা পৃথক্ হইলেও জীব যখন দেহের সহিত সম্বদ্ধ, কি প্রকারে সেই পৃথক্ ভাবের অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহাও বিবেচ্য।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"যখন ইহার [সাধকের] সকলই আত্মা হইয়া গেল তখন কে কাহাকে দেখে,' এই শ্রুতি অনুসারে জ্ঞানের অবস্থায় ভেদাভাব হইলেও অজ্ঞানাবস্থায় 'জনগণের শাস্তা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন' 'যাহাকে এই সকল লোক হইতে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন, ইনিই তাহাকে সাধু কর্ম্ম করান' এইরূপ ব্যবহারদশায় শাস্তৃ-শাসিতৃভাব ও কর্ত্তৃকারয়িতৃভাবে জীব ও ঈশ্বরের যে ভেদ উপস্থিত হয় তাহার নিরসন জন্য উত্তর গ্রন্থ অর্থাৎ অবশিষ্ট ছয় অধ্যায়ের আরম্ভ হইতেছে।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"এইরূপে দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে কেবলা (জ্ঞানাদি অবিমিশ্রা) ভক্তিতে ভগবৎ প্রাপ্তি, কেবলা ভক্তি ভিন্ন অন্য ভক্তিতে অহংগ্রহোপাসনাদি ত্রিবিধ উপাসনা উক্ত হইয়াছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে উল্লিখিত নিষ্কামকর্ম্মযোগিগণের ভক্তিবিমিশ্রজ্ঞানেই মোক্ষ। সেই ভক্তিবিমিশ্রজ্ঞান সংক্ষেপে উক্ত হইলেও পুনরায় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞাদি বিবেচনা দ্বারা বিবৃত করিবার জন্য তৃতীয় ছয় অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে।" প্রকৃতি,

পুরুষ ও পরমাত্মা, এই তিনটি তত্ত্ব আচার্য্য ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত মতবিরোধ হওয়া যুক্ত নহে। প্রকৃতি—অবিদ্যা ও মায়া, এ কথা বলিলে প্রকৃতিতত্ত্বের নিরসন হয় না,কেন না সেই প্রকৃতিতত্ত্বকে পরব্রহ্মের শক্তিরূপে গ্রহণ করা অপরিহার্য্য। "অবিনাশী সর্ব্বগত, স্থিরস্বভাব, অচল, সর্ব্বকালে একরূপবিশিষ্ট, চক্ষুরাদির অগোচর, অচিন্ত্য,অবিকারী,এইরূপ কথিত হইয়া থাকে" জীবতত্ত্বের এই স্বরূপসহকারে "অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত, সর্ব্বগত অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল নিত্য অক্ষরকে যাহারা...উপাসনা করে" পরমাত্মার এই স্বরূপের একতা থাকাতে 'জীব ও পরমাত্মার ভেদ সম্ভবপর নহে; দুইয়ের সর্ব্বগতত্ব কখন সম্ভবে না, কেন না একটি আর একটির বিপরীত হইয়া অসর্ব্বগত, হইয়া পড়ে, অপিচ ইহার কোন প্রমাণ নাই যে সে দুইয়ের আত্মগত কোন বিশেষত্ব আছে' এই যে বলা হইয়াছে,তাহাতে জীবতত্ত্বকে স্বতন্ত্র গ্রহণ না করিবার কোন কারণ নাই, কেন না জীব ও পরমাত্মা উভয়ের সর্ব্বগতত্ব হইলেও জীবতত্ত্বের সর্ব্বাতীতত্ব নাই, উহা কেবল পরব্রহ্মেরই আছে, সুতরাং উভয়গত বিশেষত্ব আছে। এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই তাহাও বলা যাইতে পারে না, কেননা 'জ্ঞান ও অল্পজ্ঞান' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে আত্মগত বিশেষত্ব আছে তাহারও প্রমাণ আছে।

এইরূপে তত্ত্বত্রয় সিদ্ধ হইতেছে। সেই তত্ত্বত্রয় বলিবার জন্য আচার্য্য উপক্রম করিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞইতি তদ্বিদঃ। ১।

হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, এই শরীরকে যে জানে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্গণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

ভাব—শরীর—ভোগায়তন; ক্ষেত্র—ক্ষত হইতে ত্রাণ করে, ক্ষয় পায়, ক্ষরে অর্থাৎ পড়িয়া যায়, অথবা ক্ষেত্রের ন্যায় ইহাতে কর্ম্মফল উৎপন্ন হয় এ জন্য ক্ষেত্র—শ্রীমচ্ছঙ্কর; যে জানে—এটি আমার এই বলিয়া জানে। ১।

দেহ ও জীব কাহাকে বলে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া পরমাত্মা কে আচার্য্য তাহা বলিতেছেন :—

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম। ২।

হে ভারত, সমুদায় ক্ষেত্রে আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান আমার অভিমত।

ভাব—আমাকেও—সর্ব্বান্তর্যামীকেও। জীবের আপনার দেহবিষয়ক পরিমিত জ্ঞান

সম্ভব, অপর ব্যক্তিগণের দেহসম্বন্ধে তাহার সে জ্ঞানও সম্ভবপর নহে। আপনার দেহের নিয়ন্তৃত্বও যখন জীবের পরিমিত, তখন অপর ব্যক্তিগণের দেহের নিয়ন্তৃত্ব তাহার আছে কিরূপে বলা যাইবে? সকল দেহের জ্ঞাতৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব এক পরমাত্মারই, অতএব তিনিই সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। এইরূপে সেই পরমাত্মার ক্ষেত্রজ্ঞত্ব যখন সিদ্ধ হইতেছে, তখন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান—সমুদায় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা এই যে জ্ঞান সেই জ্ঞান আমার—সর্ব্বান্তর্যামীর, অভিমত—অভিপ্রেত। জীবের প্রথমতঃ দেহ ও আত্মার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদনন্তর আপনার অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও পরিমিতত্বের জ্ঞান হইতে সর্ব্বজ্ঞ ও অপরিমেয় পরমাত্মার জ্ঞান তাহাতে প্রাদুর্ভূত হয়। অতএব প্রকৃতিপুরুষ-বিবেকপ্রধান সাংখ্যশাস্ত্র প্রথম সোপান, সেই সোপানে আরোহণ করিলে তবে পরমাত্মজ্ঞান স্বতঃ উপস্থিত হয়, এজন্য আচার্য্য বলিয়াছেন—'ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান আমার (অন্তর্যামীর) জ্ঞান।'

এই শ্লোকে 'আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান' এই কথা বলাতে ক্ষেত্রসহকারে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নাই, ভেদ অজ্ঞানকৃত, এ সিদ্ধান্ত স্বয়ং আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তদ্দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, যথা "ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত আমার প্রকৃতি। এটি অপরা প্রকৃতি, জানিও এ অপেক্ষা আর একটী আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, সেটী জীবপ্রকৃতি। এই জীবপ্রকৃতি দ্বারা সমুদায় জগৎ বিধৃত হইয়া আছে। এই দুই প্রকৃতি হইতে সমুদায় ভূতের উৎপত্তি জানিও। আমিই সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান; আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। সূত্রে যেমন মণিসকল গ্রথিত থাকে তেমনি আমাতে এই সমুদায় গ্রথিত রহিয়াছে *।" "কল্পক্ষয়ে সমুদায় ভূত আমার প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়, কল্পের আদিতে আবার তাহাদিগকে সৃজন করিয়া থাকি। সমগ্র এই ভূতসমূহ প্রকৃতির বশীভূত বলিয়া পরতন্ত্র। আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া ইহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সৃজন করিয়া থাকি †।" "আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়া থাকে, আর এই কারণেই জগতের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হয় ‡।" "প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জান; বিকার ও গুণ প্রকৃতিসমুৎপন্ন বলিয়া অবগত হও। কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতি এবং সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বে পুরুষ হেতু বলিয়া উক্ত হন §।" "এই দেহে যিনি পরমপুরুষ তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া থাকে, ইনি সাক্ষী অনুমোদক, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর ||।" "এই বৃহৎ ব্রহ্ম আমার যোনি। ইহাতে গর্ভ আধান করিয়া থাকি, তাহা হইতেই, হে ভারত, সমুদায় ভূতের উৎপত্তি হয় ¶।" "জীবলোকে

* গীতা ৭ অ, ৪—৭ শ্লোক।
† গীতা ৯ অ, ৭।৮ শ্লোক।
‡ গীতা ৯ অ, ১০ শ্লোক।
§ গীতা ১৩ অ, ১৯।২০ শ্লোক।
|| গীতা ১৩ অ, ২২ শ্লোক।
¶ গীতা ১৪ অ, ৩ শ্লোক।

জীবভূত আমার নিত্যকালস্থায়ী অংশ *" "ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ বিদ্যমান। সমুদায় ভূতকে ক্ষর এবং কূটস্থকে অক্ষর বলিয়া থাকে। এ ব্যতীত আর এক ব্যক্তি উত্তম পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হয়েন, যিনি নির্ব্বিকার ঈশ্বর, লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিতেছেন। যেহেতুক আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষরাপেক্ষাও উত্তম, অতএব আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ †।"

শ্রীমচ্ছঙ্কর এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যে লক্ষণ বলা হইয়াছে ক্ষেত্রজ্ঞ তল্লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, 'অসংসারী পরমেশ্বর আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান' এরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এক ক্ষেত্রজ্ঞ সমুদায় ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত অনেক ক্ষেত্ররূপ উপাধিতে বিভক্ত হইয়া আছেন। সমুদায় উপাধিভেদ চলিয়া গেলে তাঁহাকে সৎ ও অসৎ আদি শব্দ ও প্রত্যয়ের অগোচর বলিয়া জান। হে ভারত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যাথাত্ম্যব্যতিরিক্ত আর কিছু যখন জ্ঞানগোচর হইবার অবশিষ্ট থাকে না, তখন যে জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের বিষয় হন, সেই জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান, ইহাই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর আমার অভিপ্রায়।" শ্রীমদ্রামানুজ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"দেবমনুষ্যাদি সমুদায় ক্ষেত্রেতে একমাত্র জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ আমায় জানিও। 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি' এস্থলে 'অপি' শব্দ থাকাতে আমাকে ক্ষেত্রও জানিও, ইহাও বুঝাইতেছে। যেমন ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিশেষণরূপী হওয়াতে তাহার সহিত অভিন্নতা সিদ্ধির জন্য ক্ষেত্রজ্ঞের সামানাধিকরণ্য (বিশেষ্যবিশেষণভাব) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তেমনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ আমার বিশেষণরূপা, এজন্য আমার সহিত অভিন্নতাসিদ্ধির জন্য আমার সামানাধিকরণ্যে (বিশেষ্যবিশেষণভাবে) তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে ইহাই বলিবেন। অক্ষরশব্দে নির্দ্দিষ্ট বদ্ধ ও মুক্ত উভয়াবস্থাপন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষর (ক্ষেত্র) হইতে পরব্রহ্ম বাসুদেব যে স্বতন্ত্র বস্তু তাহা 'এ ব্যতীত আর এক ব্যক্তি উত্তম পুরুষ আছেন' এই কথাতে রহিয়াছে। পৃথিব্যাদির সংঘাতে যে রূপ হয়, ভগবানের শরীরত্ববশতঃ সেই রূপের একই স্বভাব। এজন্যই উহার ভগবৎস্বরূপত্ব...সামানাধিকরণ্যে [বিশেষ্যবিশেষণভাবে] নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।" শ্রীমদ্বলদেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "হে ভারত, সকল ক্ষেত্রে আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও। [শ্লোকস্থ] অপি শব্দ অবধারণ অর্থে প্রযুক্ত। জীব সকল আপনার ক্ষেত্রকে আপনার ভোগ ও মোক্ষের সাধন বলিয়া জানিয়া প্রজার মত ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া থাকে; আমি সর্ব্বেশ্বর একমাত্র সে সমুদায় নিয়ম্য ও পালনীয় জানিয়া রাজার ন্যায় সে সকলেরই ক্ষেত্রজ্ঞ। 'শরীর সকল ক্ষেত্র, শুভ ও অশুভ বীজ। সেই অঘটনঘটনপটু পরমাত্মা সেই সকলকে জানেন' ইত্যাদি স্মৃতিসকলেতে সর্ব্বেশ্বরেরও ক্ষেত্রজ্ঞত্ব প্রসিদ্ধ। জ্ঞান কি, ভগবান্ তদ্বিষয়ে বলিতেছেন, ক্ষেত্রসহসম্বদ্ধ জীব ও পরব্রহ্ম

* গীতা ১৫ অ, ৭ শ্লোক।

† গীতা ১৫ অ, ১৬—১৮ শ্লোক।

ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রের সহিত সেই ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের পরস্পরকে যদ্দ্বারা পৃথক্ করিয়া জানা যায় তাহাই আমার জ্ঞান বলিয়া অভিমত, তাহা ছাড়া আর সব অজ্ঞান।" এক-জীববাদখণ্ডনেরজন্য শ্রীমদ্রামানুজপ্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন, কেন না আচার্য্যের বচন উদ্ধৃত করিয়া এরূপ মত খণ্ডন করা আমাদের প্রতিজ্ঞা। ২।

সংক্ষেপে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বিশদ করিয়া বলিবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু। ৩।

সেই ক্ষেত্র যাহা, যেরূপ, যে বিকারযুক্ত, যাহা হইতে যাহা, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা ও যে প্রভাববিশিষ্ট সংক্ষেপে শ্রবণ কর।

ভাব— সেই ক্ষেত্র যাহা—যে বস্তু; যেরূপ—ইচ্ছাদিধর্ম্মবিশিষ্ট; যে বিকারযুক্ত—ইন্দ্রিয়াদি যে বিকারে যুক্ত; যাহা হইতে যাহা—যে কারণ হইতে যাহা অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাদিভেদে ভিন্ন কার্য্য; সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা—জীব ও পরমেশ্বরস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ, শ্রীমদ্বলদেব—যাহা—যৎস্বরূপ; যে প্রভাববিশিষ্ট—যচ্ছক্তিক। ৩।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব যে ঋষিপরম্পরা হইতে সমাগত হইয়াছে, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ। ৪।

ঋষিগণ বিবিধ ছন্দে, নিশ্চয়ে, যুক্তিপূর্ণ ব্রহ্মসূত্রপদে অনেক প্রকার বলিয়াছেন।

ভাব—ঋষিগণ—মন্ত্রদ্রষ্টৃগণ; বিবিধ ছন্দে—ঋকে; অনেক প্রকার—ক, পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি; ব্রহ্মসূত্রপদ—ব্রহ্মের সূচক বাক্যসমূহ ব্রহ্মসূত্র, সেই ব্রহ্মসূত্র দ্বারা ব্রহ্ম জানা যায় এই অর্থে পদ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সূত্রাখ্যপদ শারীরক সূত্র—শ্রীমদ্রামানুজ, ব্রহ্মসূত্র শারীরক—শ্রীমন্মাধব; ব্রহ্ম এই সকল দ্বারা সূচিত হন এই অর্থে ব্রহ্মসূত্র। সে সকল—'যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়,' ইত্যাদি তটস্থ * লক্ষণাক্রান্ত উপনিষদ্বাক্য। এ সকল দ্বারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জানিতে পারা যায় এই অর্থে পদ --'সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম' ইত্যাদি স্বরূপলক্ষণাক্রান্ত পদ—শ্রীমচ্ছ্রীধর;

* তটস্থ লক্ষণ—'যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি আদি হয়,' 'যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়' এইরূপ জন্মাদি দর্শন করিয়া তৎকারণরূপে ব্রহ্মকে অনুমান করা হয়, ইহাকেই তটস্থ লক্ষণ বলে।

ব্রহ্মসূত্ররূপ পদ অর্থাৎ বাক্য—শ্রীমদ্বলদেব; সমন্বিত হইয়া একবাক্য হইয়া গিয়াছে ঈদৃশ ব্রহ্মের সূচক পদসমূহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাক্য—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। নিশ্চয়ে—উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা দ্বারা নিশ্চিত প্রত্যয়োৎপাদক যুক্তিপূর্ণ বাক্যে। শ্লোকস্থ 'বিনিশ্চিত' পদটির নিশ্চয়ার্থ না করিয়া ব্রহ্মসূত্রপদের বিশেষণও করা যাইতে পারে। 'হে সৌম্য, এই সৎই অগ্রে ছিলেন *' 'অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎ উৎপন্ন হইবে † ?' 'কে বা গতিশীল হইত, কে বা জীবনধারণ করিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন ‡' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম বহুধা গীত হইয়াছেন। 'শ্রবণ কর' এই পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য সহ শ্লোকটির অন্বয় হইতেছে। ব্রহ্মসূত্রপদের উল্লেখ হওয়াতে ভারতযুদ্ধের পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস শারীরকসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতীত হয়। মহাভারতের ব্যাখ্যাকর্ত্তা শ্রীমন্নীলকণ্ঠ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে এই প্রতিভাত হয় যে, ভারতযুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবার মত তিনি আদর করেন নাই। আচার্য্য নূতন পথ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ভীষ্ম দ্বৈপায়নাদি ইহা স্বীকার করিয়া বিবিধ প্রকারে তৎপ্রবর্ত্তিত পথের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনিও তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যত্ন করিয়াছেন। যথা শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যখন বলিলেন, "হে মাধব, আপনি স্বয়ং কেন পাণ্ডবকে তাঁহার শ্রেয়ের বিষয় বলিতেছেন না। এ সম্বন্ধে আপনার কি বলিবার আছে শীঘ্র বলুন।" তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "হে মহাদ্যুতি, আমি তোমার যশ স্থাপন করিব। হে ভীষ্ম, তজ্জন্য আমি আমার বিপুল বুদ্ধি তোমায় অর্পণ করিয়াছি। হে পৃথিবীপাল, যে পর্য্যন্ত এই পৃথিবী থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার স্থিরতর অক্ষয় কীর্ত্তি লোকমধ্যে বিচরণ করিবে। হে ভীষ্ম, পাণ্ডব প্রশ্ন করিলে তুমি যাহা বলিবে, বেদপ্রবাদের ন্যায় সেই কথা পৃথিবীতলে থাকিবে §।" যদি শ্রীমদ্দ্বৈপায়নের যশের জন্য আচার্য্য তৎপ্রণীত সূত্রগ্রন্থই এখানে ঘোষণা করিয়া থাকেন তাহাও কিছু বিচিত্র নহে, কেন না তিনি পরের গৌরববর্দ্ধনের জন্য নিত্য উৎসুক ছিলেন। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ যে পক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন তাহাও নিতান্ত অযুক্ত নহে, কারণ এই ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে যখন বিবিধ আচার্য্যের মতসংগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই গ্রন্থের পূর্ব্বে বহুল বেদান্তমীমাংসক গ্রন্থ ছিল। এ শ্লোকে সেই সকল গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। পাণিনিপ্রণীত শব্দানুশাসনের অভ্যুদয়ে যেমন অন্যান্য শব্দানুশাসন বিলুপ্তপ্রচার হইয়াছে, তেমনই শ্রীমদ্দ্বৈপায়ন আচার্য্যপ্রদর্শিত পন্থা আশ্রয় করিয়া বেদান্তবাক্যসকলের মীমাংসাপূর্ব্বক যে সূত্রগ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই সে সকল সূত্রগ্রন্থ লোপ পাইয়াছে। এ মত পণ্ডিতগণের বিচার করিবার বিষয়। সূত্রগ্রন্থসমূহের ন্যায় অনেকগুলি ব্রাহ্মণেরও প্রণয়ন আচার্য্যের

---

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১।

† ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।২।

‡ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৮।

§ শান্তিপর্ব্ব ৫৪ অ, ২৭—২৯ শ্লোক।

তিরোধানের পর হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ উহা প্রদর্শন করিতেছে, যথা, "এতদ্দ্বারা (অশ্বমেধ দ্বারা) ইন্দ্র হইয়াছেন। দেবাপিতনয় শৌনক পরিক্ষিতপুত্র জনমেজয়ের যজ্ঞ-কার্য্য সম্পাদন করেন। তদ্দ্বারা যজ্ঞ সমাধা করিয়া সমুদায় পাপ, অভিচারক্রিয়া ও ব্রহ্ম-হত্যা তিনি বিনাশ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি অশ্বমেধ দ্বারা যজ্ঞ করে সে সমুদায় পাপ, অভিচারক্রিয়া ও ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট করে। তদুদ্দেশে এই গাথা গীত হইয়াছে, 'জনমেজয় দেবগণের উদ্দেশে পাত্রস্থ ধান্যভোজনকারী, স্বর্ণমণ্ডিত, শ্যামলতৃণমাল্যযুক্ত বিচিত্র-বর্ণ অশ্ব বলি অর্পণ করিয়াছেন'।"। ৪।

আচার্য্য ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিতেছেন :—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ। ৫।

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়, মন, ইন্দ্রিয়-গোচর পঞ্চ (তন্মাত্র)।

ভাব—মহাভূত—পৃথিব্যাদি ক্ষেত্রারম্ভক দ্রব্য ; অহঙ্কার—পৃথিব্যাদির কারণ অহং-প্রত্যয় ; বুদ্ধি—অহঙ্কারের কারণ ; অব্যক্ত—বুদ্ধির কারণ মূলপ্রকৃতি ; দশ ইন্দ্রিয়—ক্ষেত্রাশ্রিত বাক্ পাণি আদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; ইন্দ্রিয়-গোচর—ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ তন্মাত্ররূপ আকাশাদির গুণরূপে প্রকাশিত শব্দাদি বিষয়। এ ক্ষেত্র সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বমূলক। এখানে যাহা কিছু বিশেষ বলিবার আছে তাহা সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "এই গুলিকেই সাংখ্যগণ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া গণনা করেন। তাঁহা-দিগের হইতে আমাদের বিশেষ এই যে, তাঁহারা প্রকৃতিকে সত্য ও স্বতন্ত্র বলেন, আমরা প্রকৃতিকে মায়ারূপা মিথ্যা ঈশ্বরাধীন বলি। শ্রুতিই বলিয়াছেন—'মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর জানিবে।' অতএব ভগবান্ সাংখ্যপ্রক্রিয়া আশ্রয় করিয়াছেন এরূপ কাহারও যেন ভ্রান্তি না হয়।" প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন, সত্য ও ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, এ শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত। ৫।

এইরূপে ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিয়া ক্ষেত্রাশ্রিত মনোবৃত্তিগুলির আচার্য্য উল্লেখ করিতেছেন :—

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্। ৬।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাত, চেতনা, ধৈর্য্য, সংক্ষেপে এই সবিকার ক্ষেত্র কথিত হইল।

ভাব—ইচ্ছা—স্পৃহা ; দ্বেষ—বিরাগ ; সুখ—সুখানুভব, দুঃখ—দুঃখানুভব ;

চেতনা—সুখদুঃখাদি অনুভব করিবার শক্তি ; ধৈর্য্য—ধৃতি, ধারণাশক্তি ; সবিকার—ইন্দ্রিয়বিকারসহিত। ইচ্ছাদি দেহের ধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নহে, এ সিদ্ধান্ত নৈয়ায়িকেরা ঠিক মনে করেন না, তাঁহাদিগের মতে এ সকল আত্মার ধর্ম্ম। আধুনিক পণ্ডিতগণ নৈয়ায়িকগণের মতের অনুমোদন করেন। এস্থলে বিচার্য্য এই—সুখ অনুভব করিয়া তাহাতে স্পৃহা হয়। যেখানে বিষয় ও ইন্দ্রিয়যোগে সুখ অনুভূত হয়, সেখানে দৈহিক সুখ অনুভূত হইয়া থাকে, সুতরাং উহা দৈহিক আত্মিক নহে। একথা বলিতে পারা যায় না যে, ব্রহ্মসংস্পর্শে যে সুখ অনুভূত হয় তাহাও দৈহিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কেন না তজ্জনিত অশ্রুপুলকাদি দেহেই প্রকাশ পায়। দৈহিক সুখানুভবে প্রথমতঃ বাহ্য বিষয় দেহকে সবিকার করে, সেই বিকারে মন সুখ অনুভব করে ; ব্রহ্মসংস্পর্শসুখে প্রথমতঃ আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে, তৎপর সেই অনুভূতি দেহের অশ্রুপুলকাদি বিকার উৎপাদন করে ; সুতরাং সে সুখ আধ্যাত্মিক। যখন বিষয়সুখে স্পৃহা উদিত হয়, তখন উহা ক্ষেত্রেরই ধর্ম্ম। ব্রহ্মস্পর্শসুখ অনুভব করিয়া উত্তরোত্তর যে স্পৃহা বর্দ্ধিত হয় তাহা আত্মারই ধর্ম্ম। এই ব্রহ্মযোগের বিরোধী পাপে বিদ্বেষ ও দুঃখানুভব ক্ষেত্রের নহে আত্মারই। 'ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন' * 'আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পিত' † 'মচ্চিত্ত হও' ‡ ইত্যাদিতে পরব্রহ্মে সুখানুভব এবং তাঁহাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করাতে মন ও বুদ্ধির বৃত্তিসমুদায়ের শুদ্ধি উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং সেগুলি আর ক্ষেত্রের নহে আত্মারই। যদি এরূপ না হয় তাহা হইলে 'ইহাকে মনন করিতেছি যিনি এরূপ জানেন তিনি আত্মা, মন ইঁহার দৈব চক্ষু' § 'দ্রষ্টার দৃষ্টির কখন বিলোপ হয় না' ‖ ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এইরূপে ইচ্ছা প্রভৃতির দৈহিক ও আত্মিক বিষয় বিভাগ করিলে নৈয়ায়িকগণের মতের সহিত এখানকার মতের সামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। ৬।

ক্ষেত্রেতে অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে চিত্তের অভিনিবেশ করিলে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই আত্মজ্ঞানই দিব্য মানস চক্ষু, দিব্য বুদ্ধি। সেই আত্মজ্ঞানের উপযোগী সাধনসকল বলিতে আচার্য্য উপক্রম করিতেছেন :—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ। ৭।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্। ৮।
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু। ৯।

* গীতা ৬ অ, ২৮ শ্লোক। † গীতা ৮ অ, ৭ শ্লোক।
‡ গীতা ৯ অ, ৩৪ শ্লোক। § ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮। ৫। ৬। ১২।
‖ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৬। ৩। ২৩।

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি। ১০।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা। ১১।

অমানিত্ব, দম্ভশূন্যত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, ঋজুতা, আচার্য্যসেবা, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে বৈরাগ্য, অনহঙ্কার, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখে পুনঃ পুনঃ দোষদর্শন, অনাসক্তি, পুত্র দারা ও গৃহাদিতে অনভিষঙ্গ (আত্মভাবের অভাব), ইষ্ট বা অনিষ্ট উপস্থিত হইলে নিত্য সমচিত্তত্ব, অনন্যযোগে আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্তদেশসেবা, জনসমিতির প্রতি অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠত্ব, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন দর্শন, ইহাকেই জ্ঞান বলে, যাহা কিছু ইহার বিপরীত তাহাই অজ্ঞান।

ভাব—অমানিত্ব—আত্মশ্লাঘারাহিত্য, উৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি অবজ্ঞাবিরহিতত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ, আপনাকে কেহ সম্মান করিল কি না তৎপ্রতি অনপেক্ষত্ব,—শ্রীমদ্বলদেব, যে গুণ আছে বা না আছে তাহা অবলম্বন করিয়া আত্মশ্লাঘা মানিত্ব, সেই মানিত্ব বর্জ্জন—শ্রীমন্মধুসূদন ; দম্ভশূন্যত্ব—স্বধর্ম্ম প্রকাশ করিবার ভাবের অভাব, ধার্ম্মিক বলিয়া যশ হউক এই উদ্দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান দম্ভ, সেই দম্ভরহিতত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ, আপনার ক্ষুদ্রত্ব জানিয়াও মহত্ত্বপ্রদর্শন দম্ভ—শ্রীমন্মাধব ; অহিংসা—বাক্য, মন ও শরীর দ্বারা প্রাণিগণকে পীড়ন না করা ; ক্ষান্তি—অপর কর্তৃক নিপীড়িত হইয়াও তাহাদিগের প্রতি অবিকারচিত্তত্ব, অপরাধ সহ্য করা ; ঋজুতা—অকুটিলতা ; শৌচ—অন্তর ও বাহিরের মালিন্য অপনয়ন—মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা বাহ্য এবং রাগাদির বিপরীত ভাবের চিন্তা দ্বারা আন্তরিক মালিন্য অপনয়ন করিতে হয় এই প্রভেদ, মন বাক্, ও কায়গত শাস্ত্রসিদ্ধ আত্মজ্ঞান ও তাহার সাধনের যোগ্যতা—শ্রীমদ্রামানুজ, বাহ্য ও অভ্যন্তরের পবিত্রতা—শ্রীমদ্বলদেব ; স্থৈর্য্য—স্থিরভাব—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অধ্যাত্মশাস্ত্রোদিত বিষয়েতে নিশ্চলত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ, সন্মার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তদেকনিষ্ঠতা—শ্রীমচ্ছ্রীধর, মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও সাধন পরিত্যাগ না করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাতে যত্নাধিক্য—শ্রীমন্মধুসূদন ; আত্মনিগ্রহ—আত্মসংযম, আত্মার উপকারক আত্মশব্দবাচ্য কার্য্যকারণসংঘাতের নিগ্রহ অর্থাৎ স্বভাবতঃ চারিদিকে ধাবিত সেই সকলকে সন্মার্গে নিরোধ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, আত্মস্বরূপব্যতিরিক্ত বিষয়ান্তর হইতে মনের নিবর্ত্তন - শ্রীমদ্রামানুজ, শরীরসংযম—শ্রীমচ্ছ্রীধর, আত্মানুসন্ধানের প্রতিকূল বিষয় হইতে মনের নিরসন—শ্রীমদ্বলদেব, দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের স্বভাবতঃ মোক্ষের

প্রতিকুল প্রবৃত্তি, সেই প্রতিকূল প্রবৃত্তির নিরোধ করিয়া আত্মাকে মোক্ষসাধনে ব্যবস্থাপিত করা—শ্রীমন্মধুসূদন, দেহেন্দ্রিয়াদির বিচরণ সঙ্কোচ করা—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ।

ইন্দ্রিয়েরবিষয়সমূহে বৈরাগ্য—শব্দাদি দৃষ্ট অদৃষ্ট ভোগসকলেতে বিরাগ, দোষানুসন্ধান করাতে আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়সকলেতে উদ্বেগ—শ্রীমদ্রামানুজ, শব্দাদি প্রতিকূল বিষয়-সমূহে বৈরাগ্য, রুচির অভাব—শ্রীমদ্বলদেব; অনহঙ্কার—অভিমানশূন্যতা, অনাত্মদেহে আত্মাভিমানরাহিত্য, এই টুকু বলা প্রদর্শনার্থ—আত্মীয়গণেতে আত্মাভিমানরাহিত্যও বলা অভিপ্রেত—শ্রীমদ্রামানুজ, দেহাদিতে আত্মাভিমানত্যাগ—শ্রীমদ্বলদেব, আপনাকে প্রশংসা করিবার কারণ না থাকিলেও আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এইরূপ মনে প্রাদুর্ভূত গর্ব্ব—অহঙ্কার। শ্লোকস্থ এবশব্দ বিশেষণগুলির যোগ কাটিয়া না যায় তজ্জন্য, চকার সকল গুলির একত্র সন্নিবেশ জন্য; সুতরাং অমানিত্বাদি বিংশতিটী এক সঙ্গে থাকিলে তাহাকে জ্ঞান বলা যায়, ইহাদের একটির অভাব হইলে জ্ঞান হয় না—শ্রীমন্মধুসূদন; দোষদর্শন—পুনঃ পুনঃ দোষালোচন, শরীর থাকিতে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখরূপ দোষ বর্জ্জন করা যাইতে পারে না এইরূপ অনুসন্ধান—শ্রীমদ্রামানুজ।

অনাসক্তি—নিষিদ্ধ বিষয়সকলেতে প্রীতি আসক্তি, তাহার অভাব, আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়সমূহেতে সঙ্গরাহিত্য—শ্রীমদ্রামানুজ, 'আমার এইটি' এইরূপ মনে করা মাত্রেই যে প্রীতি হয় তদ্রাহিত্য—শ্রীমন্মধুসূদন; পুত্রদারা ও গৃহাদিতে অভিষঙ্গের (আত্মভাবের) অভাব—অন্যেতে আপনার ভাব অভিষঙ্গ—যেমন অপরে সুখী হইলে আমি সুখী, অপরে দুঃখী হইলে আমি দুঃখী—পুত্রদারাদিতে সেরূপ ভাবের অভাব, পুত্র দারা ও গৃহাদি শাস্ত্রীয় কর্ম্মের উপকরণ, যেখানে তাহারা সে উপকরণ নহে, সে স্থলে তাহাদের সহিত সঙ্গরাহিত্য—শ্রীমদ্রামানুজ, আসক্তি স্নেহ, সেই স্নেহ পরিপক্ক হইলে অভিষঙ্গ—শ্রীমন্মাধব; ইষ্ট বা অনিষ্ট—অনুকূল বা প্রতিকূল; সমাচিত্তত্ব—হর্ষবিষাদশূন্যত্ব।

অনন্যযোগে—একান্ত চিত্তাভিনিবেশে, ভগবান্ বাসুদেব হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই অতএব তিনিই আমাদের গতি এইরূপ নিশ্চিত অব্যভিচারিণী বুদ্ধি অনন্যযোগ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, একান্তযোগ—শ্রীমদ্রামানুজ, সর্ব্বাত্মদৃষ্টি—শ্রীমচ্ছ্রীধর, একান্তিকত্ব—শ্রীমদ্বলদেব, জ্ঞান, কর্ম্ম, তপ ও যোগাদির অমিশ্রণ—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ; আমাতে—সর্ব্বান্তর্যামীতে; অব্যভিচারিণী—একান্ত, স্থির, কোন প্রতিকূল কারণ যাহাকে নিবারণ করিতে পারে না,—শ্রীমন্মধুসূদন; বিবিক্তদেশসেবা—জনকোলাহলশূন্য স্থান ভালবাসা, স্বভাবতঃ হউক বা সংস্কার দ্বারা হউক অশুচি আদি-এবং সর্পব্যাঘ্রাদি-রহিত অরণ্য, নদীতট ও দেবগৃহাদি—বিবিক্ত দেশ, সেই দেশ সেবা করা যাহার স্বভাব সে বিবিক্ত দেশসেবী, বিবিক্তদেশসেবীর ভাবাপন্ন—বিবিক্তদেশসেবিত্ব—শ্রীমচ্ছঙ্কর, জনবর্জ্জিত-দেশবাসিত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ, বিবিক্ত শুদ্ধ চিত্তপ্রসাদকর, তাদৃশ দেশ সেবা করা যাহার স্বভাব তাহার ভাবসম্পন্নত্ব—শ্রীমচ্ছ্রীধর, নির্জ্জনস্থানপ্রিয়তা—শ্রীমদ্বলদেব; জনসমিতির

প্রতি অরতি—ভোগবিলাসরত আত্মজ্ঞানবিমুখ লোকদিগের সঙ্গ ভাল না বাসা। অসদ্গণের সঙ্গে অপ্রীতি, সাধুগণের সঙ্গে নহে, কেন না সাধুগণের সঙ্গে সঙ্গজনিত দোষ চলিয়া যায়, মোক্ষ উপস্থিত হয়। তাই কথিত হইয়াছে—"পণ্ডিতগণ সঙ্গকে অনুচ্ছেদ্য পাশ বলিয়া জানেন; সেই সঙ্গ যদি সাধুগণেতে করা যায় মোক্ষের দ্বার খুলিয়া যায় *।" "হে সাধ্বি, সেই এই সাধুগণ সর্ব্ববিধ আসক্তিশূন্য। তাঁহাদের সঙ্গ তোমার প্রার্থনীয়, কারণ তাঁহারা সঙ্গদোষ হরণ করিয়া থাকেন †।"

অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠত্ব—আত্মবিষয়কজ্ঞানে নিষ্ঠাবত্তা; দর্শন—পুনঃ পুনঃ আলোচন, প্রত্যক্ষীকরণ; ইহাকেই—অমানিত্বাদি বিংশতিসংখ্যককে; জ্ঞান—জ্ঞানসাধন, জ্ঞানের কারণ বলিয়া জ্ঞান—শ্রীমচ্ছঙ্কর, যদ্দ্বারা আত্মাকে জানা যায় তাহা জ্ঞান, জ্ঞান—আত্মজ্ঞানসাধন—শ্রীমদ্রামানুজ; অজ্ঞান—অজ্ঞানতাসাধন। অমানিত্বাদি বিংশতিটী উপলক্ষ করিয়া শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"ইহার মধ্যে অষ্টাদশটি ভক্ত ও জ্ঞানীর সাধারণ, কিন্তু ভক্তগণ 'অনন্যযোগে আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি' ভগবদুপলব্ধি সাধনের পক্ষে এই একটীরই যত্নে সাধন করেন। যাঁহারা এই একটীর সাধন করেন আর সতেরটী তাঁহাদিগেতে আপনা হইতে উৎপন্ন হয়, তাঁহাদিগের আর তজ্জন্য যত্ন করিতে হয় না, সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ এরূপ বলিয়া থাকেন। অন্তিম দুটি জ্ঞানিগণের অসাধারণ।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "অমানিত্বাদি বিংশতিটী একসঙ্গে থাকিলে তাহাকে জ্ঞান বলা যায়, ইহাদের একটির অভাব হইলে জ্ঞান হয় না।" স্বয়ং শ্রীমচ্চৈতন্য বলিয়াছেন, "তৃণ হইতে অতীব নীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ ব্যক্তি নিয়ত হরিকীর্ত্তনে যোগ্য।" এ কথায় অমানিত্বাদি বিনা ভক্তি সিদ্ধ হয় না, ইহাই আসিতেছে। "ইহলোকে যাহারা অপুণ্যবান্, মূঢ় ও কুটিলাত্মা তাহাদিগের মুক্তিদাতা ভগবানেতে ভক্তি হয় না, কীর্ত্তন শ্রবণও হয় না," শ্রীচৈতন্যের অনুগামিগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত এই প্রমাণেও প্রদর্শন করিতেছে, পুণ্যভূমির উপরে ভক্তির অভ্যুদয় হয়। অমানিত্বাদিজ্ঞানসাধন চিত্তভূমির পবিত্রতাই সাধন করে; সেই পবিত্রতা বিনা ভক্তির অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যে শ্রীচৈতন্যানুগামিগণ বলেন, "অপিচ 'শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা। যাহারা সেই আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা আমার ইচ্ছাঘাতী আমার বিদ্বেষী, আমার ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নহে' ইত্যাদি বচনে আবশ্যক বিধি ও নিষেধের উল্লঙ্ঘন যে নিন্দিত হইয়াছে, উহা দ্বিবিধ। সেই বিধি ও নিষেধ ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ও ভক্তিশাস্ত্রোক্ত। ভগবদ্ভক্তিতে বিশ্বাসবশতই হউক বা দুঃশীলতাবশতই হউক ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ যদি কেহ পালন করে বা না করে তাহা হইলে 'দেব ঋষি ভূত আপ্ত ও মানবাগণের নিকটে ইনি ঋণী নহেন' ইত্যাদি, এবং 'যদি অতীব দুরাচার হয় এবং আমাকে অনন্যচিত্তে ভজনা করে, তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে'

* ভাগবত ৩ স্ক, ২৫ অ, ২০ শ্লোক। † ভাগবত ৩ স্ক, ২৫ অ, ২৫ শ্লোক।

ইত্যাদি প্রমাণে বৈষ্ণবভাব হইতে ভ্রংশ হয় না। তাদৃশ রুচিমান্ ব্যক্তির রুচির নিকটে ভাল লাগে না বলিয়া অপুনর্ভববাদিজনিত আনন্দেই যখন বাঞ্ছা নাই, তখন ঘৃণাস্পদ বিষয়ের কথাতো বলিতেই হয় না; তাহাতেতো আপনা হইতেই প্রবৃত্তি হয় না। প্রমাদাদিবশতঃ যদি কখনও অবিহিত কর্ম্ম উপস্থিত হয় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কেন না কথিত হইয়াছে, 'যদি কোন প্রকারে অবিহিত কর্ম্ম উপস্থিত হয়, হৃদয়ে প্রবিষ্ট ভগবান্ সে সমুদাম বিদূরিত করিয়া দেন।' অপিচ বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ [যদি হয়] তাহা হইলে উহাদের বিষ্ণুর সন্তোষসাধনই একমাত্র প্রয়োজন। যখন তাহাদের সেই প্রকার ভাব অনুরাগে রুচিমান্ ব্যক্তি শ্রবণ করিবেন তখন স্বতই তাহাদিগেতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে, কেন না বিষ্ণুর সন্তোষসাধনই প্রীতি ও তজ্জাতীয় বৃত্তির একমাত্র প্রাণ। অতএব সে স্থলে অনুরাগপ্রধান সিদ্ধ ভক্তবিশেষের অনুগমন করিতে গিয়া তিনি কি করিয়াছেন বা কি করেন নাই সে বিষয়ে সাধকের অনুসন্ধান করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হয় এইমাত্র এস্থলে বিশেষ। অপিচ কোথাও যদি শাস্ত্রোক্তক্রমবিধির অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে অনুরাগসম্ভূত রুচির দ্বারা যখন উহা প্রবর্ত্তিত তখন উহা রাগানুগেরই অন্তর্ভূত।"—এ উক্তি এই প্রতিপাদন করে যে, অনুরাগের অভ্যুদয় হইলে প্রযত্নে নহে স্বতই বিধি ও নিষেধের অনুসরণ হইয়া থাকে। অনুরাগ উদিত হইবার পূর্ব্বে অমানিত্বাদি সাধনরূপে অবশ্য অনুসর্ত্তব্য, যখন অনুরাগের উদয় হয় তখন সে গুলি স্বাভাবিক হইয়া যায়। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরীর উক্তিতে যে দেখিতে পাওয়া যায়, "উচিত বা অনুচিত কর্ম্ম, এ বিভাগের কি প্রয়োজন? সর্ব্বাপেক্ষা ভগবানে ভক্তিযোগ নিরতিশয় দৃঢ় হউক, নাগেন্দ্র বিষ এবং চন্দ্র ঘন অমৃত বর্ষণ করে; এ দুইই মহেশ্বর নির্ব্বিশেষভাবে ধারণ করেন।"—ইহা এই দেখাইবার জন্য যে উচিত ও অনুচিত কর্ম্মবিভাগ বিনাও অনুরাগিগণ আপনা হইতেই নিষিদ্ধ বিষয়ের ত্যাগ ও কর্ত্তব্যের অনুসরণ করেন; কোন সময়ে অবস্থার বৈগুণ্যবশতঃ যদি তাঁহারা অবিহিত কর্ম্ম করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি অনুরাগবশতঃ চিত্তের বিশুদ্ধি না হারাইয়া তাহা হইতে মেঘবিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় বাহির হইয়া আইসেন। 'অনন্য যোগে আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি,' এস্থলে ভক্তি সাধনের অন্তর্ভূত, সুতরাং অন্যান্য সাধনের সহিত ইহার বিচ্ছেদ ঘটান যুক্তিযুক্ত নয়। এটী সাধন ভক্তি, তাই শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "শ্রবণাদি ভক্তি।" শ্রীমন্মধুসূদন ভালই বলিয়াছেন, "অমানিত্বাদি বিংশতিটী এক সঙ্গে থাকিলে তাহাকে জ্ঞান বলা যায়, ইহাদের একটির অভাব হইলে জ্ঞান হয় না।" ৭—১১।

উল্লিখিত জ্ঞানসাধনদ্বারা যাহা জানিতে হইবে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন:—

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে। ১২।

যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি, যাহা জানিয়া তুমি অমৃতত্ব লাভ করিবে। পরব্রহ্ম অনাদিমৎ, তাঁহাকে সৎও বলে না অসৎও বলে না।

ভাব—অমৃতত্ব—মোক্ষ; অনাদিমৎ—আদিমৎ নন, কার্য্য ও কারণাত্মক বিশ্ব আদিমৎ, বিশ্বের ন্যায় সেই জ্ঞেয় আদিমৎ নহেন। অনাদিমৎ এই বিশেষণ দ্বারা পরব্রহ্মের বিশ্বাতীতত্ব ও বিশ্ব হইতে ভিন্নত্ব সূচিত হইয়াছে। আদিমৎ-দেহাদি, তদ্বিবর্জ্জিত অনাদিমৎ—শ্রীমন্মাধব। এই কথাটাই স্পষ্টরূপে বলা হইতেছে, তাঁহাকে সৎ—স্থূলকার্য্যও বলে না, অসৎ—সূক্ষ্ম কারণও বলে না। অনাদি এই পদ বহুব্রীহি করিলে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে মতুপ্‌ প্রত্যয় যোগ করা নিরর্থক দেখিয়া কেহ কেহ অনাদিমৎ এই বিশেষণটির 'অনাদি, মৎপর' এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীমদ্রামানুজ এবং তাঁহার অনুগামী শ্রীমদ্বলদেব প্রত্যাগাত্মার পক্ষে এই শ্লোকটির নিয়োগ করেন। যথা শ্রীমদ্রামানুজ—"অমানিত্বাদি সাধন দ্বারা প্রত্যাগাত্মার যে স্বরূপ জানিবার বিষয়, তাহাই বলিব। সাধক এই স্বরূপ জানিয়া জন্মমরণাদিপ্রাকৃত-ধর্ম্মরহিত অমর আত্মাকে প্রাপ্ত হন। যাহার আদি নাই সে অনাদি—এই প্রত্যাগাত্মার উৎপত্তি নাই, উৎপত্তি নাই বলিয়া অন্তও নাই……। আমিই যাহার সম্বন্ধে পরম এই অর্থে [প্রত্যাগাত্মা] মৎপর……। বৃহদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম শরীর হইতে অন্য বস্তু অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব শরীরাদি দ্বারা স্বতঃ পরিচ্ছেদরহিত। 'সে (জীব) অনন্তত্বের জন্য হয়' এই শ্রুতি অনুসারে আত্মার শরীরজনিত পরিচ্ছিন্নত্ব কর্ম্মকৃত, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে আত্মা অনন্ত। আত্মাতেও ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে……। আত্মা কর্ম্মকারণরূপ অবস্থাদ্বয়বিরহিত, সুতরাং সৎ ও অসৎ শব্দ দ্বারা উহার স্বরূপ উল্লিখিত হয় না।" শ্রীমদ্বদেব বলিয়াছেন—"উক্ত সাধনসমূহ দ্বারা যে জীবাত্মবস্তু ও পরমাত্মবস্তু উপলব্ধির বিষয় হয় তাহা আমি ভাল করিয়া যাহাতে সুবোধ হয় এরূপ ভাবে বলিব; উহা জানিয়া লোকে অমৃতত্ব লাভ করিবে। অনাদি ইত্যাদি অর্দ্ধ শ্লোকে জীবাত্মবস্তু [কৃষ্ণ] উপদেশ করিতেছেন। অনাদি অর্থাৎ জীবের আদি নাই; আদি—উৎপত্তি, যখন উৎপত্তি নাই তখন অন্তও নাই, ইহার অর্থ এই যে, জীব নিত্য। ……আমিই যাহার পর অর্থাৎ স্বামী……। 'যদি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবশব্দের স্থলে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ আছে……। সেই বিশুদ্ধ জীবাত্মবস্তু কার্য্য ও কারণাত্মক অবস্থাবিরহিত এজন্য উহাকে সৎও বলা হয় না অসৎও বলা হয় না।" শ্রীমদ্বলদেব পরবর্ত্তী শ্লোকটিকে পরমাত্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীমদ্রামানুজ কিন্তু প্রত্যাগাত্মপক্ষেই

উঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা "পরব্রহ্ম পাণিপাদবিরহিত হইলেও সকল দিকে তিনি পাণিপাদাদির কার্য্য করেন শুনিতে পাওয়া যায়, প্রত্যাগাত্মা যখন পরিশুদ্ধ হন তখন তাঁহার সমান হন, সুতরাং তিনিও যে সকল দিকে পাণিপাদাদির কার্য্য করেন ইহা শ্রুতিসিদ্ধ।"

শ্রীমচ্ছঙ্কর ও তাঁহার অনুযায়িগণ নির্ব্বিশেষব্রহ্মপক্ষে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'অনাদি, মৎপর' এইরূপ পদচ্ছেদ শ্রীমচ্ছঙ্কর এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—"বাসুদেবাখ্য আমি যাহার পরা শক্তি সে মৎপর ...... এ অর্থ সম্ভবে না, কেন না ব্রহ্মের সবিশেষত্বনিষেধ দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞানগোচর করিবার ইচ্ছাবশতই সৎও বলা হয় না অসৎও বলা হয় না এইরূপ বলা হইয়াছে। বিশিষ্টশক্তিমত্ত্বপ্রদর্শন আর বিশেষত্বপ্রতিষেধ, এ দুই পরস্পরবিরোধী।" শ্রীমচ্ছ্রীধর ইহার এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন "আমি বিষ্ণু, আমার পর অর্থাৎ নির্ব্বিশেষরূপ ব্রহ্ম।" বিধিপক্ষে সচ্ছব্দে নিষেধপক্ষে অসচ্ছব্দে উল্লেখ হয়, ইনি তদুভয় হইতে অন্য প্রকার এজন্য ইনি কোন শব্দে উল্লিখিত হন না, শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গ এইরূপ বলেন। জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধযোগে শব্দ অর্থবোধের কারণ হয়। ব্রহ্মেতে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, কারণ 'একমাত্র অদ্বিতীয়' এরূপ বলাতে জাতিনিষেধ, 'নির্গুণ নিষ্ক্রিয় শান্ত' বলাতে গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধের নিষেধ হইতেছে। পরব্রহ্মের অপরা ও পরা এই প্রকৃতিদ্বয় আছে, সুতরাং এ দুয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী। সম্বন্ধ ঘটিলেই চিৎ অচিৎ, নিয়ম্য নিয়ামক ইত্যাদি গুণ ও ক্রিয়ার ভেদও সিদ্ধ পায়। এইরূপ ভেদ সিদ্ধ হইলে ইনি ঈশ্বর, ইনি জীব, ইনি প্রকৃতি, এরূপ ভিন্ন ভাবে গ্রহণ সম্ভবপর। এরূপ ভাবে গ্রহণ শব্দদ্বারাই প্রকাশ করিতে হইবে। এজন্যই শ্রুতিসকল ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির সেইরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—"সেই এই আত্মা (পরমাত্মা) সকল ভূতের অধিপতি, সকল ভূতের রাজা। রথনাভি ও রথনেমিতে অর সকল যেমন প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরূপ এই আত্মাতে (পরমাত্মাতে) সকল ভূত এবং সকলগুলি আত্মা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে *।" "হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র সকল, পক্ষ সকল, মাস সকল, ঋতু সকল, সংবৎসর সকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে পূর্ব্বদিগ্বাহিনী নদী সকল শ্বেত পর্ব্বত হইতে নিঃসন্দিত হইতেছে, পশ্চিমদিগ্বাহিনী নদী সকল এবং অন্যান্য সকল নদী যে যে দিকে গমন করিতেছে, প্রবাহিত হইতেছে †।" ইত্যাদি। অনির্ব্বচনীয়ত্বপ্রকাশক শ্রুতিসকল এ সকল শ্রুতির কেন বিরুদ্ধ নহে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

* বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৫।৫।১৫। † বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৮।৯।

এই শ্লোকের অর্দ্ধেকের বিষয় জীব এ পক্ষ ভাল নহে, কেন না, পরবর্ত্তী শ্লোকে 'তৎ' এই পদ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ দেখাইতেছে। অমানিত্বাদি জ্ঞানের সাধন গুলি ভগবদ্ভজননিরত জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণও প্রকাশ করে, এজন্য বিশেষ ভাবে এস্থলে জীবের বিষয় বলিবার প্রয়োজন নাই। ১২।

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম কার্য্য ও কারণের অতীত ইহা বলা হইয়াছে। কার্য্যকারণাতীত কোন বস্তু আমাদের জ্ঞানগোচর হইতে পারে না, সুতরাং ইঁহার জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। সমুদায় কার্য্যকারণের তিনি সাক্ষাৎ কারণ এজন্য তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধ হয়। তাঁহার নিয়মন বিনা কিছুই ক্রিয়াযুক্ত হইতে পারে না; অতএব তিনিই পাণি-পাদাদিযুক্ত প্রাণিনিচয়ের সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা। আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। ১৩।

সর্ব্বত্র যাঁহার পাণিপাদ, সর্ব্বত্র যাঁহার নেত্র শির ও মুখ, সর্ব্বত্র যাঁহার কর্ণ, ত্রিলোকে সমুদায় আবৃত করিয়া তিনি স্থিতি করিতেছেন।

ভাব—সর্ব্বত্র—সকলেতে; যাঁহার—যে জ্ঞেয় ব্রহ্মের; পাণিপাদ—"পাণি ও পাদ সকল অচেতন, যে চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ সেই সকলকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত করেন তিনি,"—শ্রীমন্মধুসূদন, সর্ব্বত্র যাঁহার নেত্র শির ও মুখ—নেত্র শির ও মুখ যিনি প্রবর্ত্তিত করেন তিনি; সর্ব্বত্র যাঁহার কর্ণ—শ্রবণেন্দ্রিয়সকলকে যিনি প্রবর্ত্তিত করেন তিনি। সেই জ্ঞেয় যে পাণিপাদাদিযুক্ত নন 'সমুদায় আবৃত করিয়া তিনি স্থিতি করিতেছেন' এই বাক্য তাহা দেখাইয়া দিতেছে। পাণিপাদাদি যাহা কিছু তাহা ব্যাপিয়া—আপনার অন্তর্ভূত করিয়া—তিনি বিদ্যমান। যদি এইরূপই হয় তবে 'সর্ব্বত্র যাঁহার পাণিপাদ' একথা কেন বলা হইল? পাণিপাদাদি ধারণ-গ্রহণ-ধাবনাদি ক্রিয়ার প্রকাশস্থান; ক্ষেত্রজ্ঞপতির প্রেরণাসমুদ্ভূত ক্রিয়াসকল হইতে ইহারা উৎপন্ন হয় এবং তাহাদিগেতেই স্থিতি করে, ইহাই দেখাইবার জন্য এরূপ বলা হইয়াছে। যে সকল বীজ হইতে দেহ সকলের উৎপত্তি হয়, সেই সকল বীজের উপাদানে একত্ব সত্ত্বেও অন্তর্ভূত ক্ষেত্রজ্ঞশক্তির বিচিত্রতানুসারে ও ক্ষেত্রজ্ঞপতির প্রেরণায় তাহা হইতে পাণিপাদাদি ভিন্নাকার হয়, এজন্য সেই প্রেরণাই তাহাদিগের উৎপত্তির হেতু এবং উৎপত্তির পর সেই শক্তিতে তাহারা স্থিতি করে বলিয়া স্থিতির হেতু। পরবর্ত্তী শ্লোকে আচার্য্য এই কথাই বলিয়াছেন। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ শ্রীমচ্ছঙ্করের বাক্য অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, "সকল প্রাণীর তিনি কারণ, সেই কারণোপাধি দ্বারা জ্ঞেয় ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়।" "হস্ত

নাই অথচ তিনি গ্রহণ করেন, পদ নাই অথচ তিনি চলেন, চক্ষু নাই অথচ তিনি দেখেন, কর্ণ নাই অথচ তিনি শ্রবণ করেন *।" সহজ কথা এই, পাণিপাদাদি না থাকিলেও প্রেরকরূপে তিনি সে সমুদায় কার্য্যই করেন। ১৩।

'সর্ব্বত্র তাঁহার পাণিপাদ' এরূপ বলাতে ইনি পাণিপাদাদিযুক্ত এরূপ মনে করা উচিত নহে, তবে কেন সেরূপ বলা হইল আচার্য্য তাহার হেতু বলিতেছেন :—

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ। ১৪।

তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক অথচ সমুদায় ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত, অনাসক্ত অথচ সকলের ধারয়িতা ও প্রতিপালক, নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা।

ভাব—তিনি—সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম; ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক—ইন্দ্রিয় ও তাহার গুণ বিষয়সমূহের প্রকাশক। শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন, 'এ সমুদায় তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশ পায় †।" সমুদায় ইন্দ্রিয় ও গুণসমূহ প্রকাশ করেন—শ্রীমন্মাধব; নির্গুণ—সত্ব, রজ ও তমোগুণবিরহিত; গুণভোক্তা—অবিচ্ছেদে গুণসমূহের প্রবর্ত্তন জন্য তাহার পরিপালক। এস্থলে শ্রুতি—"সকল ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক, অথচ সকল ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, সকলের প্রভু ও শাস্তা, বৃহৎ ও সকলের শরণ ‡।"। ১৪।

তিনি যে পাণিপাদাদিসংযুক্ত নহেন তৎসম্বন্ধে কারণান্তর আচার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন :—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ। ১৫।

তিনি ভূতগণের অন্তরেও বটেন বাহিরেও বটেন, চলও বটেন অচলও বটেন, দূরস্থও বটেন নিকটস্থও বটেন, সূক্ষ্মত্বহেতু তিনি অবিজ্ঞেয়।

ভাব—তিনি—সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম; ভূতগণের অন্তরেও বটেন বাহিরেও বটেন—সর্ব্বগত এবং সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান; চলও বটেন অচলও বটেন—অবিকারিত্ব জন্য অচল, ক্রিয়াকারিত্ব জন্য সচল; অবিজ্ঞেয়—সংসারিগণের জ্ঞেয় নহেন। এস্থলে শ্রুতি—"তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে তিনি নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে তিনি সকলের বাহিরে §।"। ১৫।

* শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩। ১৯। † কঠোপনিষৎ ৫। ১৫।
‡ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩। ১৭। § বাজসনেয়োপনিষৎ ৫।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ। ১৬।

সেই জ্ঞেয় অবিভক্ত হইয়াও ভূতগণেতে বিভক্তের মত অবস্থিত, তিনিই ভূতগণের পোষক, সংহারক ও উৎপত্তির কারণ।

ভাব—অবিভক্ত—এক; বিভক্ত—প্রতিহৃদয়ের অন্তর্যামিত্ববশতঃ ভিন্ন; সংহারক—সংহরণকারী, প্রবেশস্থান। এস্থলে শ্রুতি—"যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা জীবনধারণ করে, যাঁহার দিকে গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে *।" ১৬।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্। ১৭।

তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতি ও অন্ধকারের অতীত বলা হইয়া থাকে। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য, তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

ভাব—জ্যোতির জ্যোতি—জ্যোতি সূর্য্যাদি, তাহাদের জ্যোতি; জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য—স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতব্য, অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধন দ্বারা প্রাপ্য; অধিষ্ঠিত—সন্নিহিত। এস্থলে শ্রুতি—"তৎসন্নিধানে সূর্য্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারাও প্রকাশ পায় না, এই সকল বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না, এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? তাঁহারই প্রকাশে সকল অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে এ সমুদায় জগৎ দীপ্তিমান্ †।" "অন্ধকারের অতীত, আদিত্যবর্ণ এই মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি ‡" "সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান ও নিত্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সকল সংযতাত্মগণের দোষ ক্ষীণ হইয়াছে তাঁহারা যাঁহাকে দর্শন করেন তিনি দেহমধ্যে জ্যোতির্ম্ময় ও শুভ্র §।"

'সর্ব্বত্র যাঁহার পাণিপাদ' এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আচার্য্য পরমাত্মতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন। সেই পরমাত্মা অনন্তকোটি হস্তে জনসকলের প্রয়োজনীয় বস্তু সকল বিধান করেন, অনন্তকোটি চরণে ভক্তিগণের সন্নিহিত হন, অনন্তকোটি নয়নে তাঁহাদিগকে দর্শন করেন, অনন্তকোটি আননে তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন, অনন্তকোটি কর্ণে তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করেন, অথচ কর, চরণ, নয়ন, আনন ও শ্রবণ কিছুই তাঁহার নাই। সে সকল বিনাও তিনি আপনার শক্তিতে সে সকলের

* তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ৩। † কঠোপনিষৎ ৫। ১৫।
‡ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৩। ৮। § মুণ্ডকোপনিষৎ ৩। ১। ৫।

কার্য্য সম্পাদন করেন, এজন্য সেই সেই শব্দে তাঁহার নির্দেশ হইয়া থাকে। এ সকল যে সেই এক চিৎস্বরূপেরই বিলাস, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনাসক্ত হইয়া তিনি বিবিধ কল্যাণসাধনে ব্যাপৃত, তিনি অচল ভাবে আপনাতে স্থিতি করিয়া চলন্ত অর্থাৎ কার্য্যব্যাপৃতত্ব প্রকাশ করেন; পাপকলুষিতচিত্তসন্নিধানে তিনি দূরস্থ এইরূপ প্রকাশ পান, ভক্তগণের নিকটে কিন্তু তিনি নিত্য সন্নিহিত, দূর ও নিকট সকলই ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত। তিনি সর্ব্বাতীত হইয়াও সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান, এজন্য প্রতিহৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান অথচ তিনি এক ও অখণ্ড। তাঁহা হইতেই ভূতগণের উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি, তাঁহাতেই অনুপ্রবেশ। ১৭।

আচার্য্য যাহা বলিলেন তাহার উপসংহার করিতেছেন :—

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে। ১৮।

তোমায় সংক্ষেপে এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বলিলাম, আমার ভক্ত ইহা জানিয়া মদ্ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

ভাব—সংক্ষেপে—সারসংগ্রহপূর্ব্বক; ক্ষেত্র—মহাভূত হইতে আরম্ভ করিয়া ধৈর্য্য পর্য্যন্ত; জ্ঞান—অনাদিমৎ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ধকারের অতীত এই পর্য্যন্ত।—আমার ভক্ত—মদেকশরণ, আমি অন্তর্য্যামী—আমার ভজননিরত; ইহা—উক্তানুরূপ ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয়; জানিয়া—অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় করিয়া; মদ্ভাবাপন্ন হইয়া থাকে—অন্তর্য্যামী আমার ভাব অর্থাৎ স্বরূপৈক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইটি এই বিজ্ঞানের ফল। ১৮।

এইরূপে ক্ষেত্র যে পদার্থ, যে ধর্ম্মবিশিষ্ট, যে যে বিকারযুক্ত, তাহা বলিয়া যাঁহা হইতে সেই ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ক্ষেত্রজ্ঞপতির যে স্বরূপ যে প্রভাব তাহাই বলিতে আচার্য্য উপক্রম করিতেছেন। অনাদিমৎ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞপতির স্বরূপ উক্ত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীমন্নীলকণ্ঠ 'স্বরূপ উক্ত হইয়াছে' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অমানিত্বাদি দ্বারা জ্ঞান, অনাদিমৎ ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞেয় উক্ত হইয়াছে। পুরুষের ভোক্তৃত্বস্বরূপ ও পরমপুরুষের উপদেষ্টৃত্বাদি স্বরূপ পরে কথিত হইতেছে, অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের সঙ্গে একমত হইয়া আমরা ইহাই মনে করি। সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতিপুরুষের বিষয় আচার্য্য বলিতেছেন :—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্। ১৯।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জান, বিকার ও গুণ প্রকৃতিসমুৎপন্ন বলিয়া অবগত হও।

ভাব—অনাদি—নিত্য; বিকার—দেহেন্দ্রিয়াদি, ইচ্ছাদি—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম, গুণের পরিণাম সুখ দুঃখাদি—শ্রীমচ্ছ্রীধর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; প্রকৃতিসমুৎপন্ন—প্রাকৃত। এ স্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "প্রকৃতি ও পুরুষ এ দুই ঈশ্বরের প্রকৃতি; প্রকৃতি ও পুরুষ এ দুইয়ের আদি নাই এজন্য অনাদি। ঈশ্বর যখন নিত্য তখন তাঁহার যে প্রকৃতিদ্বয়ের দ্বারা তিনি জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, সেই প্রকৃতিদ্বয় তাঁহার আছে বলিয়াই তাঁহার ঈশ্বরত্ব। সেই দুইটী অনাদি, সত্য, এবং সংসারের কারণ। 'আদি নয় অনাদি' এইরূপ কেহ কেহ তৎপুরুষসমাস করিয়া থাকেন, তাহাতে কেবল ঈশ্বরের কারণত্ব সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের যুক্তি এই, যদি প্রকৃতিপুরুষই নিত্য থাকিত তাহা হইলে জগৎ প্রকৃতিপুরুষকৃত হইত, ঈশ্বরের আর জগৎকর্ত্তৃত্ব ঘটিত না। এ যুক্তি ঠিক নয়, কেন না প্রকৃতিপুরুষের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঈশ্বরত্বপ্রকাশের বিষয়াভাববশতঃ ঈশ্বরের অনীশ্বরত্ব, সংসারের নিমিত্তশূন্যতাবশতঃ মোক্ষাভাব, শাস্ত্রের নিষ্প্রয়োজন এবং বন্ধ ও মোক্ষের অভাব উপস্থিত হইত। ঈশ্বরের প্রকৃতিদ্বয়ের নিত্যত্ব হইলে এ সমুদায়ই প্রতিপন্ন হয়।"

শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে পরস্পর মিলিত এবং অনাদি, ইহা জানিও। ইচ্ছাদ্বেষাদি বিকার বন্ধনের কারণ, অমানিত্বাদি গুণ মোক্ষের কারণ, ইহাদিগকে প্রকৃতিসম্ভূত জানিও। পুরুষের সহিত মিলিত, অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত, ক্ষেত্রাকারে পরিণত এই প্রকৃতি আপনার বিকার ইচ্ছাদ্বেষাদি দ্বারা পুরুষের বন্ধনের কারণ হয়, অমানিত্বাদি স্বীয় বিকার দ্বারা পুরুষের অপবর্গের কারণ হয়, ইহাই ভাবার্থ।"

শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "সপ্তমাধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ পরা ও অপরা ঈশ্বরের দুই প্রকৃতির উল্লেখ করিয়া 'এই দুই প্রকৃতি হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি' এইরূপ বলা হইয়াছে। সেখানে অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্ররূপা, পরা প্রকৃতি জীবরূপা, সে দুয়ের অনাদিত্ব বলিয়া ভূতগণের তদুভয় হইতে উৎপত্তি কথিত হইতেছে। যাহাকে অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে উহাই মায়াখ্যা ত্রিগুণাত্মিকা ক্ষেত্রলক্ষণা পরমেশ্বরের শক্তি—প্রকৃতি; আর যাহাকে জীবাখ্যা পরা প্রকৃতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাকেই এখানে পুরুষ বলা হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বাপরের কোন বিরোধ নাই।"

এস্থলে বিবেচনা করিতে হইতেছে, পরা ও অপরা প্রকৃতি যখন পরম পুরুষের, তখন তাঁহা হইতে উহারা ভিন্ন নহে। যদিও এ দুই প্রকৃতি অভিন্ন, তথাপি উহারা যখন জগদাকারে ও জীবাকারে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহা হইতে ভিন্ন। শ্রীমচ্ছঙ্কর ভালই বলিয়াছেন, "যদি বল জ্ঞান নিত্য হইলে, জ্ঞানের ক্রিয়াসম্বন্ধে উহাকে স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে, এরূপ বলিতে পার না, কেন না সূর্য্যের উষ্ণতা ও প্রকাশ নিরবচ্ছেদ, তথাপি দগ্ধ করে, প্রকাশিত করে এরূপ স্বতন্ত্রভাবে উহার নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্যের দাহ্য ও প্রকাশ্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধ আছে, সুতরাং 'দগ্ধ করে' 'প্রকাশ করে' এরূপ নির্দ্দেশ হইতে পারে, জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সূর্য্য সহ দৃষ্টান্তে বৈষম্য ঘটিতেছে। না, দৃষ্টান্তে বৈষম্য ঘটিতেছে না, কেন না কোন ক্রিয়া না থাকিলেও 'সূর্য্য প্রকাশ পায়' এরূপ প্রয়োগে সূর্য্যের প্রকাশ-ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বনির্দ্দেশ যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি জ্ঞানক্রিয়া না থাকিলেও 'তিনি দেখিলেন' এরূপ প্রয়োগে ব্রহ্মের দর্শনক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বনির্দ্দেশ সিদ্ধ হইতেছে। যেখানে জ্ঞানক্রিয়ার বিষয় আছে, সেখানে ব্রহ্মের দ্রষ্টৃত্ব [দ্যোতক] শ্রুতিনিচয় সুতরাং সিদ্ধ হয়। [জগৎ] উৎপত্তির পূর্ব্বে এমন কি ছিল যাহা তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত। তত্ত্বও (বস্তুও) নয় অতত্ত্বও (অবস্তুও) নয় সুতরাং অনির্ব্বচনীয়, অবিভক্ত অথচ বিভক্ত হইবার উন্মুখ, এবংবিধ নাম ও রূপ [তাঁহার জ্ঞানের বিষয়], আমরা ইহাই বলি। যাঁহার প্রসাদে যোগিগণেরও অতীত ও অনাগত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া যখন যোগশাস্ত্রজ্ঞগণের অভিপ্রেত, তখন নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারবিষয়ক নিত্য জ্ঞান আছে, ইহা কি আর বলিতে হইবে? তবে যে বলা হইয়াছে [জগৎ] উৎপত্তির পূর্ব্বে শরী-রাদি সম্বন্ধ বিনা ব্রহ্মের দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, এ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না, সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মের যখন জ্ঞানস্বরূপ নিত্য, তখন জ্ঞান সাধনান্তরসাপেক্ষ ইহা প্রতিপন্ন হয় না। অপিচ অজ্ঞানাদিযুক্ত সংসারীর শরীরাদি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ঈশ্বরের জ্ঞানের যখন কোন প্রতিবন্ধক কারণ নাই, তখন তৎসম্বন্ধে সেরূপ কেন হইবে?" * জীবতত্ত্বসম্বন্ধে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "আত্মা উৎপন্ন হয় না ......; যদি এরূপ হয়, তবে একের জ্ঞানে সকলের জ্ঞান হয় এ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ পায় কোথায়? এইরূপে সিদ্ধ পায়—জীব কার্য্য; কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। যদি উহা কার্য্য হয়, তাহা হইলে উহার আকাশাদির ন্যায় উৎপত্তি স্বীকার করা হইল। না তাহা হইল না, কোন একটি দ্রব্যের অবস্থান্তরপ্রাপ্তিকে কার্য্য বলে, জীবেরও তাহা আছে। তবে এইটুকু বিশেষ,—আকাশাদির যে প্রকার অন্যথাভাব (রূপান্তরতাপ্রাপ্তি) আছে, জীবের সেরূপ নাই। জ্ঞানের সঙ্কোচ ও প্রসারণরূপ জীবের অন্যথাভাব, আকাশা-দির স্বরূপের অন্যথাভাবরূপ অন্যথাভাব। স্বরূপের অন্যথাভাবরূপ উৎপত্তি জীবে নাই, ইহাই বলা হইতেছে। এতদ্দ্বারা ইহাই নিষ্পন্ন হইতেছে—ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ন্তা এ তিনের স্বভাব পৃথক্, ইহা প্রতিপাদন করিয়া ভোগ্যগত উৎপত্তি আদি ভোক্তাতে নাই এবং ভোক্তা নিত্য, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তৎপর ভোগ্যগত উৎপত্ত্যাদি ও ভোক্তৃগত কাপুরুষাশ্রয়ত্ব নিয়ন্তাতে নাই ইহা বলিয়া তাঁহার নিত্যত্ব, নিরবদ্যত্ব, সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব ও ইন্দ্রিয়াধিপত্বে বিশ্বাস এবং পতিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এইরূপে সর্ব্বাবস্থাপন্ন চিৎ ও অচিৎ তাঁহার শরীর এবং

* বেদান্ত সূত্রভাষ্য ১অ, ১পা, ৫ সূত্রভাষ্য।

তিনি যে আত্মা, ইহাই সিদ্ধ করা হইয়াছে *।" পরব্রহ্ম যে পরা ও অপরা প্রকৃতিযুক্ত তাহা শ্রীমদ্রামানুজ সেই স্থানেই তাঁহার নিজের ভাষায় এইরূপ বলিয়াছেন, "এইরূপে সৃষ্টির পূর্ব্বে সদা চিদচিদ্বস্তুবিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্বাবধারণ নামরূপের বিভাগ না হওয়াতে প্রতিপন্ন হয়। 'এটি তৎকালে অবিভক্ত ছিল, ইহাকে নামরূপে বিভক্ত করা হইল,' এতদনুসারে নামরূপের বিভাগ হওয়াতে ব্রহ্মের নানাত্ব,না হওয়াতে তাঁহার একত্ব বলা হইয়া থাকে †।" যদ্যপিও শ্রীমদ্রামানুজ ব্রহ্মকে চিদচিচ্ছরীর বলিয়াছেন তথাপি তিনি যখন অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের অনুসরণ করেন, তখন ব্রহ্মের চিদচিতের অতীতত্ব তিনি কখন অস্বীকার করিতে পারেন না। এরূপ হইলে আচার্য্যের মতের সহিত তাঁহার মতের সামঞ্জস্য হয়। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৯।

প্রকৃতি ও পুরুষ কিসের কারণ, আচার্য্য তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। ২০।

কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতি এবং সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বে পুরুষ হেতু বলিয়া উক্ত হন।

ভাব—কার্য্য—শরীর, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয় এই ষোড়শ বিকার; কারণ—মনঃসহকারে ইন্দ্রিয়গণ, মহান্, অহঙ্কার, ভূততন্মাত্র এই সাতটী প্রকৃতিবিকৃতি; কর্ত্তৃত্ব—ক্রিয়াকারিত্ব; হেতু—আশ্রয়। সুখদুঃখ—ভোগ্য; ভোক্তৃত্ব—উপলব্ধৃত্ব। পুরুষ—বিষয়ী; প্রকৃতির পরিণাম—বিষয়; বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ ভোগ্য ও ভোক্তৃত্বের মূল। যথা আচার্য্য অনুগীতায় বলিয়াছেন—"অতঃপর সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে প্রকার সংযোগ ও বিয়োগ হয় বলিতেছি, হে সত্তমগণ, আপনারা তাহা বুঝুন। এস্থলে বিষয় ও বিষয়ী এই সম্বন্ধ উক্ত হইয়া থাকে। পুরুষ বিষয়ী, সত্ত্ব অর্থাৎ দ্রব্যমাত্র—বিষয়। মশক ও উডুম্বরের যেমন [ভোগ্য ও ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ] সেইরূপ সম্বন্ধ পুরাকালে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সত্ত্ব অচেতন, তাহাকে ভোগ করা হইতেছে অথচ সে তাহা জানিতে পারে না,—যিনি এইরূপ জানেন তিনিই জানেন, যে ভোগ করে এবং যে ভোগের বিষয় হয়। পণ্ডিতগণ সত্ত্বকে সুখদুঃখাদিযুক্ত বলিয়া থাকেন। ক্ষেত্রজ্ঞ সুখদুঃখাদিশূন্য, অখণ্ড, নিত্য, গুণাতীত, বিকারশূন্য, নামানুসারে সর্ব্বত্র অভিহিত। জল যেমন পদ্মপত্রের সহিত লিপ্ত হয় না, সেই ভাবে তিনি সত্ত্বকে ভোগ করিয়া থাকেন। সত্ত্বাদি সমুদায় গুণের সঙ্গে মিলিত থাকিয়াও জ্ঞানী ব্যক্তি লিপ্ত হন না। পদ্মপত্রস্থ চঞ্চল জলবিন্দু যে প্রকার, পুরুষ সেই প্রকার অসংযুক্ত তাহাতে কোন সংশয় নাই। পুরুষের [সহিত সম্বন্ধ] দ্রব্যমাত্রই সত্ত্ব। কর্ত্তা ও দ্রব্যের যে সম্বন্ধ,

* বেদান্তসূত্র ২ অ, ৩পা, ১৮ সূত্রভাষ্য। † বেদান্তসূত্র ২অ, ৩পা ১৮ সূত্রভাষ্য।

পুরুষ ও সত্ত্বের সেইরূপ সম্বন্ধ। লোকে অন্ধকারে যেরূপ প্রদীপ লইয়া গমন করে, সেইরূপ পরমার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ সত্ত্বপ্রদীপ লইয়া গমন করিয়া থাকেন। দ্রব্যের গুণ যত দিন থাকে প্রদীপও তত দিন প্রকাশ পায়। দ্রব্য ও গুণ ক্ষীণ হইলে দীপজ্যোতিও অন্তর্হিত হইয়া যায়। এইরূপে দ্রব্যের গুণ ব্যক্ত, পুরুষ অব্যক্ত বুঝিতে হইবে *।" পুরুষ চিৎস্বরূপ, অব্যক্ত, চক্ষুরাদির অগোচর। প্রকৃতির পরিণামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পুরুষ সমুদায়ের উপলব্ধি করে ও অন্যের উপলব্ধির বিষয় হয়। এজন্যই প্রকৃতির পরিণাম সত্ত্ব—দ্রব্যমাত্র প্রদীপ। যখন যোগপ্রভাবে উহার তিরোধান হয়, তখন পুরুষের আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন, 'দ্রব্য ও গুণ ক্ষীণ হইলে' ইত্যাদি। পাতঞ্জলিও বলিয়াছেন, "সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধতাজনিত সাম্য উপস্থিত হইলে কৈবল্য হয় †।" প্রকৃতির পরিণাম সত্ত্ব এবং পুরুষের ভেদজ্ঞান যখন স্থিরতা লাভ করে, তখন সত্ত্ব আপনার আয়ত্তাধীন হয় এবং সর্ব্ববিধ জ্ঞান উপস্থিত হয়; এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন, "সেইরূপ পরমার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ সত্ত্বপ্রদীপ লইয়া গমন করিয়া থাকেন। দ্রব্যের গুণ যত দিন থাকে প্রদীপও তত দিন প্রকাশ পায়।" পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, "সত্ত্ব ও পুরুষের ভেদজ্ঞান উপস্থিত হইবামাত্র সমুদায় দ্রব্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব উপস্থিত হয় ‡।" 'দ্রব্য ও গুণ ক্ষীণ হইলে' এই কথা বলিয়া, বিষয়মাত্রের স্থূলত্বাপনয়ন দ্বারা স্বচ্ছত্বপ্রাপ্তি হয় ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং জীবের স্বরূপ প্রত্যক্ষকরণবিষয়ে আর অন্তরায় থাকে না। ২০।

পুরুষের ভোক্তৃত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু। ২১।

পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিসম্ভূত গুণনিচয় ভোগ করিয়া থাকে, গুণসমূহের প্রতি ইহার আসক্তি সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ।

ভাব—প্রকৃতিস্থ—প্রকৃতির পরিণাম মহদাদিতে অভিনিবিষ্ট; প্রকৃতিসম্ভূত গুণনিচয়—সুখদুঃখাদি। এইরূপে প্রকৃতির পরিণামেতে অভিনিবিষ্ট হইলে কি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন—এই পুরুষের গুণসমূহের প্রতি আসক্তি অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ। চিন্মাত্র পুরুষের সদসত্ত্ব সত্ত্বাদিগুণনিমিত্ত হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা বিবেচ্য—এক পুরুষ অন্য পুরুষ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, অথচ যে পুরুষের যাদৃশবিষয়ে অভিনিবেশ, সে পুরুষের তাদৃশ চিত্তবৃত্তি হইয়া

* অনুগীতা ৫০ অ, ৭—১৭ শ্লোক।

† পাতঞ্জলসূত্র ৩। ৫৬।

‡ পাতঞ্জল সূত্র ৩। ৫০।

থাকে। এ জন্যই বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—"অশুভমতি, অসৎ প্রবৃত্তিতে আসক্ত সতত অনার্য্যবহুল সঙ্গে প্রমত্ত, প্রতিদিন পাপের বন্ধন যাহাতে বাড়ে তাহাতে যত্নশীল, ঈদৃশ নরপশু বাসুদেবভক্ত নহে *।" অপিচ "বিমলমতি, মৎসরশূন্য, প্রশান্ত, শুদ্ধচরিত্র, নিখিল প্রাণীর মিত্রভূত, প্রিয় ও হিতবচনভাষী, অভিমান ও মায়াশূন্য, ঈদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে সদা বাসুদেব বাস করেন †।" ভগবানেতে অভিনিবেশ সদ্‌গুণের এবং বিষয়াভিনিবেশ অসদ্‌গুণের কারণ হয়। এজন্যই ভাগবত বলিয়াছেন, "যাঁহার ভগবানেতে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমুদায় গুণসহকারে দেবগণ আসিয়া তাঁহাতে বাস করেন। হরিতে অভক্ত ব্যক্তির মহদ্গুণের সম্ভাবনা কোথায়? সে ব্যক্তি মনোরথ-যোগে বাহিরে অসদ্বিষয়ে ধাবমান ‡।"

পুরুষের নির্ণয় করিয়া এখন আচার্য্য পরমাত্মাখ্য পরমপুরুষের নির্ণয় করিতেছেন :—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ। ২২।

এই দেহে যিনি পরমপুরুষ তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া থাকে, ইনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর।

ভাব—উপদ্রষ্টা—সাক্ষী, স্বয়ং অব্যাপৃত থাকিয়া সমীপস্থ হইয়া দ্রষ্টা, নিরতিশয় সমীপবর্ত্তী হইয়া দর্শন করেন এজন্য যাঁহার অপেক্ষা আর নিকটস্থ দ্রষ্টা নাই তিনি উপদ্রষ্টা, যজ্ঞের উপদ্রষ্টার ন্যায় সমুদায় [আপনার দর্শনের] বিষয় করাতে উপদ্রষ্টা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অনুমন্তা—অনুমোদনকর্ত্তা, অনুমোদন, অনুমনন, যে কার্য্য করা হইতেছে তাহাতে পরিতোষ, সেই অনুমোদনের কর্ত্তা অনুমন্তা, অথবা কার্য্য করিবার ব্যাপারে স্বয়ং প্রবৃত্ত না হইয়াও তাহাতে প্রবৃত্তের ন্যায় তাহার অনুকূল হইয়া যিনি চিন্তা করেন তিনি অনুমন্তা; অথবা স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণকে সে কার্য্য করিতে দেখিয়াও যে ব্যক্তি কখন নিবারণ করেন না তিনি অনুমন্তা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, সেই সেই কার্য্যের অনুরূপ প্রবর্ত্তক—শ্রীমজ্জীব, অনুমতিদাতা, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন জীব কিছুই করিতে পারে না—শ্রীমদ্বলদেব; অনুমন্তা বলাতে পাপের অনুমন্তা ইহা বুঝিতে হইবে না; ভর্ত্তা—ধারয়িতা, পোষয়িতা; ভোক্তা—পালক, সমুদায় বিষয়ঘটিত সুখদুঃখ ও মোহাত্মক বুদ্ধির প্রত্যয়গুলি (ideas) আত্মচৈতন্য দ্বারা গ্রস্তের ন্যায় § উৎপন্ন হয়। সেই উৎপন্ন

* বিষ্ণুপুরাণ ৩অং, ৭অ, ৩১ শ্লোক। † বিষ্ণুপুরাণ ৩অং, ৭অ, ২৪ শ্লোক।

‡ ভাগবত ৫ স্ক, ১৮ অ, ১২ শ্লোক।

§ বুদ্ধির বিষয়গুলিতে আত্মা একান্ত অভিনিবিষ্ট হইয়া তদাকার হইয়া যায়। এই একাকারতা উপলক্ষ্য করিয়া এখানে 'আত্মচৈতন্য দ্বারা গ্রস্তের ন্যায়' বলা হইয়াছে। এ সকল প্রত্যয় বুদ্ধির, আমার নয়, এইরূপ বিভাগ করিয়া যিনি দেখেন তিনি ভোক্তা।

প্রত্যয়গুলিকে বিভক্তভাবে যিনি চিন্তা করেন তিনি ভোক্তা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, পালয়িতা—শ্রীমজ্জীব, নির্ব্বিকার থাকিয়াই যিনি উপলব্ধি করেন—শ্রীমন্মধুসূদন ; মহেশ্বর—সকল ঈশিতৃগণের যিনি ঈশ্বর,—সকলের আত্মা এজন্য মহান্ ঈশ্বর—শ্রীমচ্ছঙ্কর। শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িগণ বলেন, জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য দেখাইবার জন্য পূর্ব্বশ্লোকে আচার্য্য প্রকৃতিগত মিথ্যার সহিত তদ্ভাবাপন্ন হওয়াতে জীবের সংসার হয় ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন ; এ শ্লোকে দেখাইয়াছেন, জীবের কি প্রকার স্বরূপ হইলে তাহার সংসার হয় না। শ্রীমদ্রামানুজ পরমপুরুষপক্ষে শ্লোকের ব্যাখ্যা না করিয়া পুরুষপক্ষেই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছ্রীধর, জীব, বলদেব ও বিশ্বনাথ এ শ্লোকে ঈশ্বরপক্ষই স্থাপন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে "সমুদায় বিনাশশীল ভূতেতে সমভাবে অবস্থিত অবিনাশী পরমেশ্বরকে" * "সর্ব্বত্র সমানভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করত" † "এই পরমাত্মা অব্যয়, ইনি অনাদি ও নির্গুণ হেতু" ‡ এরূপ বলাতে আচার্য্য ঈশ্বরত্বেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ নির্দ্ধারণ করা সরল পন্থা। 'এই দেহে' এইরূপ বলাতে প্রতিহৃদয়ে তাঁহাকে শাস্তৃরূপে অবলোকন করিতে হইবে, এই উপদেশ করা হইতেছে। উপদ্রষ্টা ইত্যাদি বিশেষণগুলিও তদনুরূপ। সকল লোকেই আত্মাতে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার সৎকর্ম্মে অনুমোদন অসৎকর্ম্মে অননুমোদন অনুভব করিয়া থাকে। এজন্যই মনু বলিয়াছেন "যে কার্য্য করিতে গিয়া অন্তরাত্মার পরিতোষ হয়, মনুষ্য সেই কর্ম্ম যত্নের সহিত করিবে, তাহার বিপরীত বর্জ্জন করিবে §।" "অন্তঃকরণের অতি নিগূঢ় স্থানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনেকরূপ বিশ্বের স্রষ্টাকে" ‖ এই শ্রুতির ভাষ্যে পরমাত্মা অন্তঃসাক্ষিরূপে গৃহীত হইয়াছেন, তিনি সকল লোকের শাস্তা, উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক। এজন্যই আপনার পিতাকে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "অশেষ জগতের হৃদয়ে যিনি অবস্থিত সেই বিষ্ণুই শাস্তা। সেই পরমাত্মা ভিন্ন, হে তাত, কে কাহাকে শাসন করে" ¶। ২২।

উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ইত্যাদিরূপে পরমপুরুষকে এবং তাঁহার শক্তি প্রকৃতিকে জানিয়া কি হয়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে। ২৩।

যে ব্যক্তি এইরূপে গুণসহকারে প্রকৃতি ও পুরুষকে জানে, সে যে কোন প্রকারে জীবন যাপন করুক না কেন, আর তাহার পুনরায় জন্ম হয় না।

* গীতা ১৩ অ, ২৭ শ্লোক। † গীতা ১৩ অ, ১৮ শ্লোক।
‡ গীতা ১৩ অ, ৩১ শ্লোক। § মনু ৪অ, ১৬১ শ্লোক।
‖ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪। ১৪। ¶ বিষ্ণুপুরাণ ১অং, ১৭ অ, ২০ শ্লোক।

ভাব—গুণ—বিকার ; প্রকৃতি—পরা ও অপরা ; জন্মায় না—দেহসম্বন্ধযুক্ত হয় না, দেহাভিনিবেশশূন্য হইয়া পরমাত্মাতেই স্থিতি করে। এজন্যই পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—"এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে, সেই সকল ব্যক্তি সৃষ্টিকালে জন্মে না, প্রলয়কালেও তজ্জনিত দুঃখ অনুভব করে না *।" এই শ্লোকটিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়ে শ্রীমদানন্দতীর্থ বলিয়াছেন, "মুক্তিতেও জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য হয় না।" তিনি যে ঐক্যের কথা বলিয়াছেন তাহা জীবের অস্তিত্ববিলোপসম্বন্ধে, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপৈক্য হইলে তাহাতে তাঁহার অসম্মতি নাই, অসম্মতি থাকিলে 'আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে' এ বিশেষণ ব্যর্থ হইয়া যায়। ২৩।

প্রকৃতি ও পরমপুরুষের জ্ঞানে মুক্তি হয় এ কথা বলিয়া আচার্য্য উপায়ান্তর বলিতেছেন :—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে। ২৪।

কেহ ধ্যানযোগে আত্মাতে আপনি আপনাকে দেখে, কেহ বা সাংখ্যযোগে কেহ বা কর্ম্মযোগে দেখিয়া থাকে।

ভাব—ধ্যান—শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে মনেতে, মনকে প্রত্যগাত্মাতে উপসংহৃত করিয়া একাগ্রভাবে চিন্তন ধ্যান……তৈলের ধারা যেমন তেমনি নিয়ত অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয় ধ্যান—শ্রীমচ্ছঙ্কর ; আপনাকে দেখে—পরমাত্মরূপে আপনাকে দেখে—শ্রীমদ্গিরি ; আত্মাতে—বুদ্ধিতে ; আপনি—মন ; আপনাকে—পরমাত্মাকে ; দেখে—অন্তর্নয়নগোচর করে ; সাংখ্যযোগ—প্রকৃতিপুরুষবিবেক। যে কোন উপায়ে যদি পরমাত্মাকে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এ শাস্ত্রে যোগত্রয়ের সমন্বয়ে নিরতিশয় যত্ন কেন ? ইহার কারণ বলা যাইতেছে ;—ঈশ্বর পরম কারুণিক, তিনি সাধকগণের প্রতিপত্ত্যনুসারে তাঁহাদিগের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করেন, এজন্য কেহ তাঁহাকে সত্তামাত্রে, কেহ তাঁহাকে জ্ঞানমাত্রে, কেহ তাঁহাকে ফলদাতৃরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। একত্র যোগত্রয়ের সাধনে যাঁহারা অনুরক্ত, তাঁহাদের নিকটে সকল স্বরূপের প্রকাশ হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের নিরতিশয় কৃতার্থতা উপস্থিত হয়। একথা বলা যাইতে পারে না, সাংখ্যযোগিগণ পরমাত্মদর্শনে অনধিকারী, কেন না তাঁহারা পুরুষব্যতিরিক্ত পরমপুরুষকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বিমুক্ত পুরুষের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহারা পরমাত্মস্বীকারে অবকাশ দিয়াছেন। সেশ্বরসাংখ্য দ্বারা যাঁহাদিগের বুদ্ধি বিশোধিত হইয়াছে তাঁহাদিগের পরমাত্মার সহিত যোগ হইয়া থাকে। এখানে সেই সেশ্বর সাংখ্যের পক্ষই গৃহীত হইয়াছে। ভাগবতে এজন্যই কপিলের উক্তিতে সেশ্বর সাংখ্যের প্রাধান্য। ২৪।

---

* গীতা ১৪ অ, ২ শ্লোক।

যাহারা অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন করে না তাহারা কি প্রকারে উদ্ধার পাইবে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপারায়ণাঃ। ২৫।

অন্যে এরূপ না জানিয়া অপরের নিকটে শুনিয়া উপাসনা করে। যাহা শুনে তৎপ্রতি একান্ততাবশতঃ তাহারাও মৃত্যু অতিক্রম করে।

ভাব—এরূপ না জানিয়া—প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব না জানিয়া; অপরের নিকটে—আচার্য্যের নিকটে; উপাসনা করে—চিন্তা করে, পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের জন্য যত্ন করে; যাহা শুনে—যে উপদেশ শ্রবণ করে; মৃত্যু—সংসার। সকলে কখন বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারে যত্ন করিতে পারে না। তাহারা অপরের উপার্জ্জিত তত্ত্ব সহজে আয়ত্ত করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যত্ন করিলে কৃতার্থ হয়, মুক্ত হয়। ২৫।

আচার্য্য সর্ব্বভূতের উৎপত্তি বলিতেছেন ;—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ। ২৬।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, স্থাবর জঙ্গম যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে জানিও।

ভাব—জীবতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃতিতত্ত্ব সর্ব্বান্তর্য্যামীর অধ্যক্ষতায় জগৎ উৎপাদন করে, গীতাশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত। জীবতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব পরমপুরুষের শক্তি, সুতরাং ইহাতে অদ্বৈততত্ত্বের কোন হানি হইতেছে না। "যে অদ্বয় জ্ঞানকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে শব্দিত করা হয়, সেই অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ববিদেরা তত্ত্ব বলিয়া থাকেন" * এস্থলে যেমন সাধকগণের গ্রহণশক্তির তারতম্যে একই চিৎস্বরূপের ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে, তেমনি সেই অন্তর্য্যামীর আত্মশক্তিপ্রকাশে স্রষ্টৃত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়। সৃষ্টিশক্তির অস্বাতন্ত্র্যবশতঃ সৃষ্টিও অস্বতন্ত্রা। ২৬।

সম্যগ্‌দর্শী কে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ২৭।

সমুদায় বিনাশশীল ভূতেতে সমভাবে অবস্থিত অবিনাশী পরমেশ্বরকে যে দেখে সেই দেখে।

---

* ভাগবত ১স্ক, ২অ, ১১ শ্লোক।

ভাব—বিনাশশীল—স্বরূপ হইতে যাহাদের বিচ্যুতি হয়; সম—নির্ব্বিশেষ, সম্যক্ অপ্রচ্যুতস্বরূপ; অবিনাশী—স্বরূপে নিয়ত বিদ্যমান; যে দেখে সেই দেখে—সেই সম্যক্ ভাবে দর্শন করে। ভূতসমুদায়েরও চিৎস্বরূপের তারতম্যে প্রকাশ দর্শন করিয়া সাধারণলোকে মনে করে যে, ভগবান্ তাহাদিগের মধ্যে তারতম্যে বিদ্যমান। ভগবানের স্বরূপের কোথাও কদাপি তারতম্য নাই, যেহেতুক সর্ব্বত্রই তিনি পূর্ণভাবে বিদ্যমান—"এটি পূর্ণ ওটি পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্ভূত হয়। পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করিয়া পূর্ণই অবশেষ থাকে *।" যাহারা মনে করে পূজার্চ্চনাদি দ্বারা ভগবান্‌কে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাকে অনুকূল এবং তদ্বিপরীতাচরণের দ্বারা তাঁহাকে প্রতিকূল করিতে জনগণ সমর্থ, তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহাকে মানবের ন্যায় চঞ্চল মনে করে। পূর্ণস্বরূপে নিয়ত বিদ্যমান ভগবানেতে চঞ্চলতা নাই, ইহা জানিয়া সাধকের তাঁহাতে পূর্ণ আশ্বস্ততা হয়। ২৭।

ইহাতে কেবল সম্যগ্দর্শিত্ব নহে উৎকৃষ্ট গতিও হয়, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন:—

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্। ২৮।

সর্ব্বত্র সমান ভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করত যে ব্যক্তি আপনি আপনার হিংসা করে না, সে ব্যক্তি তাহা হইতে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

ভাব—সমানভাবে—সম্যক্ অপ্রচ্যুত স্বরূপে; হিংসা করে না—সন্তাপিত করে না। যাহারা দেবতাকে ক্রোধাদির অধীন ঘোররূপ মনে করে, তাহারা নিরতিশয় কৃচ্ছ্রসাধনে নিজের দেহ কৃশ করিয়া আপনাকে হিংসা করে, এইজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন "অবিবেকী হইয়া শরীরস্থ ভূতনিচয়কে এবং [তৎসহ] অন্তঃশরীরস্থ আমাকেও কৃশ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয় আসুর বলিয়া জানিও †।" আপনাকে হিংসা না করিয়া ভগবানের উপাসনা করার ফল আচার্য্য বলিতেছেন, 'সেই অহিংসা হইতে সে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে।' শ্লোকস্থ 'আত্মানং' শব্দে সর্ব্বভূতস্থ আত্মা গ্রহণ করিলে এইরূপ অর্থ হয়, মনের দ্বারা (আত্মনা) কাহাকেও সে হিংসা করে না। কেন করে না? কেন না সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া সাধকের তাহাদিগেতে মৈত্রী উপস্থিত হয়। যথা প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "সর্ব্বভূতে অবস্থিত তাঁহাতে তোমাদের মতি হউক, অহর্নিশ তোমাদের মৈত্রী জন্মুক এবং এইরূপে তোমরা সকল ক্লেশ পরিহার কর ‡।" পরমেশ্বর ভূতদ্বেষীর পূজা গ্রহণ করেন না, এজন্যই ভাগবত বলিয়াছেন, "আমি সকল ভূতেতে ভূতগণের আত্মা হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত, সেই আমাকে

---

* বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৭।১।১।

† গীতা১৭, অ, ৬ শ্লোক।

‡ বিষ্ণুপুরাণ ১অ, ১৭ অ, ৩৯ শ্লোক।

অবজ্ঞা করিয়া লোকে মূর্ত্তিপূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ মূর্ত্তির ভজনা করিয়া থাকে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। অভিমানী ভেদদর্শী ব্যক্তি পরকায়ে আমায় দ্বেষ করে। ভূতগণেতে বদ্ধবৈর সেই ব্যক্তির মন কখন শান্তি পায় না। হে অনঘে, নানাবিধ উপচারে ও বিবিধ অনুষ্ঠানে অর্চ্চিত হইয়া আমি ভূতসমূহের অবমাননাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হই না" *। ২৮।

রাগ-দ্বেষ-হিংসাদিবশতঃ যাহারা পীড়ন করে, কে তাহাদিগকে সমভাবে দেখিতে সমর্থ? যখন সে ব্যক্তি আপনিও সেই সেই বিকারের অধীন, তখন তাহার ক্ষমাপরায়ণ হওয়া কখন সম্ভব নহে। যদিই বা সে সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে দর্শন করে, তথাপি জীবগণের ব্যবহারে বৈগুণ্য দেখিয়া পরমপুরুষের সহিত তাহাদিগের যে অনৈক্য রহিয়াছে ইহা স্থির করিয়া সে তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারে না। এমন কি তাদৃশ ক্ষমা দোষসংস্পৃষ্ট এইরূপ বলে। এইরূপে সমভাব ঘটা অসম্ভব এই যে সংশয় উপস্থিত হইতেছে, প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব উল্লেখ করিয়া আচার্য্য তাহার নিরসন করিতেছেন :—

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি। ২৯।

প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে ইহা যে ব্যক্তি দেখে সে আপনাকে অকর্ত্তা দেখে।

ভাব—প্রকৃতি—দেহেন্দ্রিয়রূপে পরিণতা প্রকৃতি; শ্লোকে চকার থাকাতে আমা-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত আমাকর্ত্তৃক প্রেরিত—শ্রীমদ্বলদেব; অকর্ত্তা—সেই সেই কার্য্য দ্বারা অসংশ্লিষ্ট; দেখে—তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ 'সমানভাবে সর্ব্বত্র দেখে' এই পূর্ব্বশ্লোকের সহিত ইহার অন্বয় করেন। এস্থলে তত্ত্ব কি? দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির স্বভাব হইতে যে সকল কর্ম্ম হয় তাহা আত্মাতে আরোপ করা সমুচিত নয়, কেন না সে সকল আত্মা হইতে ভিন্ন। প্রকৃতির বশতাপন্ন হইয়া বিষয়োপভোগ করত যদিও আত্মা রাগাদির অধীন হয় তথাপি তাহা স্বরূপকৃত নয়, ইহা জানিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিবৈষম্য হওয়া উচিত নহে। রাগাদিবশতঃ তাহাতে যে সকল অপরাধ উপস্থিত হয় তজ্জন্য তাহাকে ভৎর্সনা করিলেও আত্মাকে তাহার স্বরূপানুসারে গ্রহণ করিতে হইবে, প্রকৃতিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া যে ভাব উপস্থিত হয় সে ভাবে নহে। যদি বল, তাহার অনুমোদন বিনা প্রকৃতির কর্ম্মসকল উপস্থিত হইতে পারে না, সুতরাং তাহার অনুমোদন ছিল বলিয়া তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে না, তাহা হইলে তাহাকে করুণার পাত্র মনে করাই উচিত, কেন না সে আপনার

---

* ভাগবত ৩স্ক, ২৯অ, ২১—২৪ শ্লোক।

স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে আত্মাকে সমভাবে দেখা সিদ্ধ হইতেছে। ২৯।

জ্ঞানাকারে আত্মার একত্ব আছে সুতরাং সেরূপে সমদর্শন সম্ভব, কিন্তু স্থিরচর ভূতগণের বহুত্বই স্বাভাবিক, এস্থলে তাহাদের প্রতি সমদর্শন হইবে কি প্রকারে? যদি এরূপই হইল তবে তাহাদের প্রতি সমদর্শনের অবস্থা কিরূপে হইতে পারে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। ৩০।

সাধক যখন ভূতগণের পৃথক্ ভাব একেতে অবস্থিত দর্শন করে এবং উহা হইতেই উহাদের বিস্তার দেখে, তখন সে ব্রহ্ম-সম্পন্ন হয়।

ভাব—ভূতগণের পৃথক্ ভাব—স্থিরচর ভূতগণের এক চিচ্ছক্তিতে একত্ব হইলেও দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব ইত্যাদি পৃথক্ ভাব; একেতে অবস্থিত দর্শন করে—প্রকৃতির ক্রিয়া জন্য এক প্রকৃতিস্থ অবলোকন করে; এবং উহা হইতেই—সেই প্রকৃতি হইতেই; বিস্তার দেখে—উত্তরোত্তর বিবিধ ভাবে প্রকাশ দর্শন করে; তখন—সেই ভগবানের শক্তির একত্ব দর্শনের সময়ে; ব্রহ্মসম্পন্ন হয়—ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীমচ্ছঙ্কর ও তদনুযায়িগণ 'একেতে অবস্থিত' এই বিশেষণের অর্থ এক আত্মাতে অবস্থিত এইরূপ করিয়াছেন। শ্রীমন্মাধ্বও বলিয়াছেন—'একেতে অবস্থিত এক বিষ্ণুতে স্থিত, সেই বিষ্ণু হইতে বিস্তার।' 'সমুদায় ভূতকে আত্মাতে *' যোগযুক্তাবস্থায় দেখা যায় আচার্য্য পূর্ব্বে এইরূপ বলিয়াছেন, এখন এখানে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বোদ্ভাবন দ্বারা তাহাদিগকে জানিলে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথা বলিতেছেন, সুতরাং এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ ও শ্রীধর প্রভৃতির পক্ষই এখানে পরিগৃহীত হইয়াছে। ভগবচ্ছক্তিতে ভূতগণের একত্ব দর্শন করিলে ব্রহ্মসম্পন্নতা হয় কেন, ইহা বিবেচ্য। জ্ঞানাকারে আত্মার একত্ব দর্শন করিলে সেই দর্শনে পরমাত্মদর্শন হয়, কারণ উপলব্ধিকালে পরমাত্মাতে আত্মা অণুমাত্ররূপে অবস্থিত এইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপ ভগবচ্ছক্তি প্রকৃতিতে সকল ভূতের একত্ব দর্শনে সেই শক্তি যখন ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত, তখন সেই শক্তিতে ভগবান্ সাধকের উপলব্ধির বিষয় হন। প্রকৃতিপুরুষবিবেকের ইহাই প্রয়োজন। ৩০।

পূর্ব্বে প্রকৃতি ও পুরুষের উল্লেখ করিয়া যে প্রকার 'উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা' ইত্যাদি কথায় পরমাত্মার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, এখানেও তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্বের উল্লেখানন্তর আচার্য্য পরমাত্মতত্ত্বের অবতারণা করিতেছেন :—

* গীতা ৬ অ, ৩১ শ্লোক।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। ৩১।

এই পরমাত্মা অব্যয়। ইনি অনাদি ও নির্গুণহেতু শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না, কিছুতে লিপ্ত হয়েন না।

ভাব—এই—নিত্যপ্রত্যক্ষ, সমুদায় প্রাণিগণের নিকটে নিত্য অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; পরমাত্মা—পরম অর্থাৎ দেহাদি হইতে এবং এই সকল আত্মা হইতে অপর, পঞ্চকোষের অতীত আত্মা পরমাত্মা—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; অব্যয়—সর্ব্ববিধ বিকারশূন্য, দেশ, কাল ও বস্তুতে ব্যয় নাই অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন হন না এজন্য অব্যয়—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। অব্যয় কেন? অনাদিত্ব জন্য। আদি—কারণ, যাঁহার আদি নাই কারণ নাই তিনি অনাদি, অনাদির ভাব অনাদিত্ব। অনাদিত্ববশতঃ—সর্ব্বকারণের কারণত্ববশতঃ তিনি ব্যয় অর্থাৎ রূপান্তরতা প্রাপ্ত হন না। যদি তাঁহার রূপান্তরতা হইত তাহা হইলে তিনি কারণ না হইয়া কার্য্য হইতেন। এক কার্য্য যখন অন্য কার্য্যের কারণ হয় তখন উহা গৌণ কারণ, সকল কারণের যিনি কারণ তিনিই মুখ্য কারণ। আর কিসের জন্য অব্যয়? গুণাতীতত্ববশতঃ। গুণের অপায় হইলে সে বস্তুরও অপায় হইয়া থাকে। তাদৃশ অপায় ইঁহাতে সম্ভবপর নহে এজন্য ইনি অব্যয়—বিকারশূন্য। বহু গুণ একত্র মিলিত হইলে গুণসকলের পরস্পর বিরোধের সম্ভাবনা। কোন একটি গুণ যদি অনন্ত হয় তাহা হইলে আর একটি গুণের সঙ্কোচ উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপে যে বিকারের সম্ভাবনা আছে, ইনি নির্গুণ এজন্য তাহা ইঁহাতে নাই। যদি এরূপই হইল তাহা হইলে তাঁহার অনন্ত কল্যাণগুণ হইল কি প্রকারে? একই চিৎস্বরূপকে বিবিধ সম্বন্ধে দেখিবার রীতিতে ইহা সিদ্ধ হয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (৩৬২ পৃষ্ঠা)। ইনি—পরমাত্মা; শরীরে—ক্ষেত্রে *; কিছু করেন না এজন্য লিপ্ত হন না,—কর্ম্মফলের সহিত যুক্ত হন না। 'উপদ্রষ্টা' 'অনুমন্তা' ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব ও অনুমোদনকর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। দর্শনক্রিয়াতে সর্ব্বথা অকর্তৃত্ব ঘটে না কেন না দর্শনক্রিয়ার তিনি কর্ত্তা। দ্রষ্টা হইলেও ঔদাসীন্য থাকিতে পারে, কিন্তু অনুমোদনকর্ত্তা হইলে তাহা পারে না, কেন না যিনি অনুমোদন করেন তিনি অনুমোদিত ক্রিয়ার ফলভাজন হন। ইহার উত্তর এই, এ শাস্ত্রে ফলেতে নিরাকাঙ্ক্ষা নির্লিপ্ততা, পরমাত্মা পূর্ণস্বরূপ, সকলের নিয়ন্তা, সুতরাং এই নির্লিপ্ততা তাঁহাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। শ্রীমদ্বলদেব 'পরম আত্মা' এইরূপে পরমাত্মা শব্দের পদ বিভাগ করিয়া এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যা করা তাঁহার পক্ষে ভাল হয় নাই, কেন না তিনি 'উপদ্রষ্টা অনুমন্তা' ইত্যাদি শ্লোকে পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

* গীতা ১৩ অ, ১ শ্লোক।

একস্থলে প্রকৃতি ও পুরুষের উল্লেখের পর পরমাত্মার উল্লেখ স্বীকার করিয়া অন্যত্র তাহা না করা শোভা পায় না। ৩১।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই অকর্ত্তৃত্ব ও নির্লিপ্তত্ব সাধারণ ধর্ম্ম, ইহা বলিবার জন্য আত্মা ও ক্ষেত্রী এই সাধারণ ধর্ম্মবাচক শব্দে কিসের মত করেন না, কিসের মত লিপ্ত হন না, দৃষ্টান্তযোগে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন। প্রথমতঃ আকাশের দৃষ্টান্তে আচার্য্য নির্লিপ্ততা প্রতিপাদন করিতেছেন :—

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে। ৩২।

যেমন সূক্ষ্মত্ববশতঃ সর্ব্বগত আকাশ কিছুতেই লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা দেহে সর্ব্বত্র অবস্থিত হইয়াও লিপ্ত হন না।

ভাব—সূক্ষ্মত্ববশতঃ—অসঙ্গস্বভাবতা ও নিরবয়বতা বশতঃ; সর্ব্বগত—সমুদায় বস্তুতে সংযুক্ত; লিপ্ত হয় না—সেই সকল বস্তুর স্বভাব পায় না; দেহে—ক্ষেত্রে; সর্ব্বত্র অবস্থিত—দেবমনুষ্যাদিতে; লিপ্ত হন না—তৎস্বভাব প্রাপ্ত হন না। ৩২।

আকাশের দৃষ্টান্তে অসঙ্গত্ব ও নির্লিপ্তত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রকাশক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বসত্ত্বেও প্রকাশ্য বস্তুর ধর্ম্মের সহিত আত্মা লিপ্ত হন না, সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ত্তৃত্বসত্ত্বেও লিপ্ত না হওয়া যে অসঙ্গত নয় আচার্য্য তাহা প্রদর্শন করিতেছেন :—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত। ৩৩।

হে ভারত, এক সূর্য্য যেমন এই সমুদায় লোককে প্রকাশিত করে, এক ক্ষেত্রী তেমনি সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে।

ভাব—লোককে প্রকাশিত করে—আপনার প্রভায় প্রকাশিত করে। এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন :—"তন্তুবায় বস্ত্রনির্ম্মাণব্যাপারে যেরূপ ব্যাপৃত হইয়া বস্ত্র নির্ম্মাণ করে সেরূপ ব্যাপৃত না হইয়া সূর্য্য আপনার সত্তামাত্র দ্বারা বিশ্ব প্রকাশ করে, প্রকাশ্যবস্তুর ধর্ম্ম দুর্গন্ধাদিতে লিপ্ত হয় না। সেই এই ক্ষেত্রজ্ঞ সূর্য্যের ন্যায় এক হইয়াও 'মহাভূত সকল' ইত্যাদি (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক) উক্ত্যনুসারে চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মক ও ইচ্ছাদ্বেষাদিবিকারযুক্ত অনেক আকারবিশিষ্ট ক্ষেত্রকে আপনার সত্তামাত্র দ্বারা, হে ভারত, প্রকাশ করেন, ব্যাপারাবিশিষ্টের ন্যায় তাহা সম্পাদন করেন না বা পাপপুণ্যাদি ধর্ম্মে লিপ্ত হন না। সূর্য্যদৃষ্টান্তদ্বারা একত্ব এবং অকর্ত্তৃত্বপ্রযুক্ত নির্লেপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিসকলও এইরূপ বলিয়াছেন—'যেরূপ এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য ভিন্ন ভিন্ন জলের অনুবর্ত্তন করিয়া বহুরূপ হয়, সেইরূপ দেবতা অজ এই আত্মা উপাধিযোগে ভিন্নরূপ হয়েন।' 'সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষু হইয়াও চক্ষুর

বাহ্য দোষে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ এক সেই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা লোকদুঃখের বাহিরে থাকিয়া তাহাতে লিপ্ত হন না'।" ৩৩।

অধ্যায়ের তাৎপর্য্য ও ফলের উল্লেখপূর্ব্বক আচার্য্য উপসংহার করিতেছেন :—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্। ৩৪।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

এই প্রকারে জ্ঞানচক্ষুতে যে সকল ব্যক্তি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের বিষয় জানে তাহারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়।

ভাব—জ্ঞানচক্ষুতে—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ এবং আত্মপ্রত্যয়জনিত জ্ঞাননেত্রে; পার্থক্য—বৈলক্ষণ্য; মোক্ষ—অমানিত্বাদি সাধনোপায় দ্বারা বিয়োগ—অভিনিবেশ-ত্যাগ। ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রকৃতিতে অভিনিবিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের সেই অভিনিবেশ দ্বারা কেবল আত্মবৈমুখ্য নহে ভগবদ্বৈমুখ্যও হয়। ক্ষেত্রেতে অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ যখন আত্মজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন আপনাকে পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট দেখিয়া কৃতার্থ হয়, ইহাই সারভূত অর্থ। ৩৪।

অধ্যায়ের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্গিরি বলিয়াছেন—"অমানিত্বাদিনিষ্ঠ হইলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সকল অনর্থের নিবৃত্তি এবং অনর্থনিবৃত্তিতে পরিপূর্ণ পরমানন্দের আবির্ভাবরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।" শ্রীমন্নরহরি বলিয়াছেন—"অমানিত্বাদিজ্ঞানসাধননিষ্ঠ হইলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যথাযথ জ্ঞান যে ব্যক্তির হইয়াছে তাহার সকল অনর্থের মূল অজ্ঞান তদুৎপন্নসমুদায়বিষয়সহকারে নিবৃত্ত হয় এবং সেই নিবৃত্তিতে নিজের স্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি হয়।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "দেহমধ্যে জীব ও ঈশ্বর আছেন, তন্মধ্যে প্রথমটি দেহধর্ম্মযুক্ত। এই জীব বদ্ধ হয় এবং জ্ঞানে মুক্ত হয়, ত্রয়োদশাধ্যায়ের উপদিষ্ট জ্ঞান এই।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান ও পরমাত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। সেখানে "পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিসম্ভূত গুণনিচয় ভোগ করিয়া থাকে। গুণসমূহের প্রতি ইহার আসক্তি সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ *" এই কথা বলিয়া গুণসমূহ পুরুষের ভোগ্য, এবং সেই গুণসকলই পুরুষের সৎ ও অসৎ হইবার কারণ এইমাত্র বলা হইয়াছে, উহার বিস্তৃত বিবরণ হয় দেওয়া নাই; অপিচ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যে পরমাত্মার অধীন ইহাও স্পষ্টবাক্যে বলা হয় নাই। যে অধ্যায়ের আরম্ভ হইল ইহাতে ঐ সকলই বলিতে আচার্য্য উপক্রম করিতেছেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন—"যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ কথা বলা হইয়াছে। উহা কেমন করিয়া হয় তাহাই দেখাইবার জন্য, অথবা ঈশ্বরপরতন্ত্র ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জগৎ-কারণত্ব, সাংখ্যমতাবলম্বিগণের অস্বতন্ত্র ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জগৎকারণত্ব নহে, ইহাই দেখাইবার জন্য, প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণসমূহে পুরুষের আসক্তিকে সংসারের কারণ বলা হইয়াছে। কোন্ গুণে কিরূপে আসক্তি হয়, গুণ সকলই বা কি, কিরূপেই বা বদ্ধ হয়, গুণ সকল হইতে কিরূপে মোক্ষ হয়, মুক্তের লক্ষণ কি, এ সকল বলিবার জন্য 'আবার বলিতেছি' ইত্যাদি কথায় অধ্যায়ের আরম্ভ হইতেছে।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—"পরস্পর মিলিত প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া, ভগবদ্ভক্ত্যনুগৃহীত অমানিত্বাদিসাধনে বন্ধন হইতে মুক্তি হয়, ত্রয়োদশধ্যায়ে এই বলা হইয়াছে। সে স্থলে বন্ধনের কারণ 'গুণসমূহের প্রতি ইহার আসক্তি সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ' এই কথা বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সত্ত্বাদিগুণজন্য যে সুখাদি উৎপন্ন হয় তৎপ্রতি তাহার আসক্তি ও অনুরাগ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে গুণ-সকলের বন্ধহেতুত্ব কি প্রকার, গুণনিবর্ত্তনের প্রকারই বা কি, তাহাই উক্ত হইতেছে।" শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন—"পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে [আচার্য্য] প্রধানতঃ সাধন বলি-তেছেন।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন—"পুরুষ ও প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নিবারণ করিয়া গুণের প্রতি আসক্তিবশতঃ সংসারের বিচিত্রতা উপস্থিত হয়, চতুর্দ্দশধ্যায়ে বিস্তারপূর্ব্বক ইহাই বলা হইয়াছে। 'স্থাবর জঙ্গম যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে জানিও' এইরূপ বলা হইয়াছে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সেই সংযোগ নিরীশ্বর সাংখ্যগণের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যে নহে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এই কথা বলিয়া 'গুণসমূহের প্রতি ইহার আসক্তি সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ' এতদ্দ্বারা সত্ত্বাদিগুণকৃত

* গীতা ১৩ অ, ২১ শ্লোক।

সংসারের যে বৈচিত্র্য উক্ত হইয়াছে তাহাই বিস্তারিতরূপে বলিবার জন্য পশ্চাদুক্ত তাদৃশ বিষয়েই প্রশংসা করিতেছেন।” শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন—“পূর্ব্বাধ্যায়ে পরস্পর সংযুক্ত প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপ সকল বিচার দ্বারা অবগত হইয়া অমানিত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট হইলে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি হয় এবং বন্ধনের কারণ গুণের প্রতি আসক্তি, ইহা কথিত হইয়াছে। সে স্থলে গুণগুলি কি, কোন্ গুণে কিরূপে আসক্তি হয়, কোন্ গুণের আসক্তিতে কি ফল হয়, গুণের প্রতি আসক্তব্যক্তির লক্ষণ কি, গুণ সকল হইতে মুক্তি কিরূপে হয়, এই উদ্দেশে আপনার প্রতি রুচি উৎপাদন জন্য ভগবান্ পশ্চাদুল্লিখিত বিষয়ের প্রশংসা করিতেছেন।” শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, “পূর্ব্বাধ্যায়ে ‘স্থাবর জঙ্গম যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে জানিও’ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সেখানে নিরীশ্বর সাংখ্যমত নিরসন করিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন, ইহাই বলিবার বিষয়। এইরূপ ‘গুণসমূহের প্রতি ইহার আসক্তি সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ’ ইহাও বলা হইয়াছে। এস্থলে কোন্ কোন্ গুণে কিরূপে আসক্তি হয়, গুণগুলিই বা কি, কিরূপেই বা উহারা বন্ধনের কারণ হয়, ইহা বলিবার বিষয়। অপিচ ‘যে সকল ব্যক্তি ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের বিষয় জানে তাহারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়’ ইহাও কথিত হইয়াছে। সেস্থলে ‘ভূতগণের প্রকৃতি’ শব্দে যে গুণ সকল উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে কি প্রকারে মোক্ষ হইবে, এবং সেই মোক্ষেরই বা লক্ষণ কি, তাহাও বক্তব্য। এই সকল বিস্তারপূর্ব্বক বলিবার জন্য চতুর্দ্দশাধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে।” শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন “পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তে ‘যে সকল ব্যক্তি ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের বিষয় জানে তাহারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়’ এইরূপ কথিত হইয়াছে। সে স্থলে ভূতগণের প্রকৃতি কি ? কি আশ্রয় করিয়া তাহার ভূতোৎপাদকত্ব, কিরূপে বা বন্ধকত্ব, কিরূপে তাহা হইতে মোক্ষ, মুক্তগণের লক্ষণই বা কি, এই সকল বিষয় বিস্তৃত করিয়া বলিবার জন্য চতুর্দ্দশাধ্যায়ের আরম্ভ।” শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, ‘গুণসমূহের প্রতি ইহার আসক্তি সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ’ ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। সে স্থলে কোন্ গুলি গুণ, গুণের প্রতি আসক্তি কিরূপ, কোন্ কোন্ গুণের আসক্তিতে কি কি ফল হয়, গুণযুক্ত ব্যক্তির কি কি লক্ষণ, গুণ সকল হইতে কিরূপে বা মোক্ষ হয়, এই উদ্দেশে পশ্চাদুক্ত বিষয়টির প্রশংসাপূর্ব্বক সেই সকল বলিতে [আচার্য্য] কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।”

শ্রীভগবানুবাচ—পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ। ১।

আবার জ্ঞানমধ্যে পরম উত্তম জ্ঞান বলিতেছি, যে জ্ঞান অবগত হইয়া মুনিগণ ইহা হইতে পরম সিদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভাব – জ্ঞানমধ্যে—অমানিত্বাদিজ্ঞানসাধনমধ্যে, প্রকৃতবিষয়ক জ্ঞানমধ্যে—শ্রীম-

বলদেব ; পরম উত্তম—অত্যুত্তম ; জ্ঞান—ইহার দ্বারা জানা যায় এই অর্থে জ্ঞেয়প্রকাশক পরমাত্মদর্শন ; পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে অন্য প্রকার, দুগ্ধ হইতে উদ্ধৃত নবনীতের ন্যায় উদ্ধৃত, প্রকৃতি ও জীবান্তর্গত গুণবিষয়ক উত্তম জ্ঞান—শ্রীমদ্বলদেব ; মুনিগণ -মননশীল তত্ত্বানুধ্যানশীলগণ ; ইহা হইতে—দেহ বন্ধন হইতে। ১।

কিরূপে মুনিগণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ। ২।

এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে, সেই সকল ব্যক্তি সৃষ্টিকালে জন্মে না, প্রলয়কালেও তজ্জনিত দুঃখ অনুভব করে না।

ভাব—এই—জ্ঞেয়প্রকাশক ; জ্ঞান আশ্রয় করিয়া—উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া ; যাহারা—জীবাত্মা সকল ; আমার—অন্তর্যামীর ; সাধর্ম্ম্য—স্বরূপৈক্য ; জন্মে না—রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না ; প্রলয়কালেও—জগতের উপসংহারসময়েও ; দুঃখ অনুভব করে না—স্বরূপবিচ্যুত হয় না। পরমাত্মা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রেরয়িতা। তাঁহার প্রেরণাতে প্রকৃতি চরাচর প্রসব করেন। চরাচরের উৎপত্তিতে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া সকলের বিচিত্রতা উৎপাদন করে। সেই সকল গুণের ক্রিয়াভূমি জগৎ ও শরীর ; জীব তটস্থভাবে অবস্থিত। এক দিকে কার্য্যসহকারে প্রকৃতি, অন্য দিকে পরমাত্মা ; এ দুয়ের প্রথমটীতে অভিনিবিষ্ট হইলে দেহধর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া জীবের গুণভোক্তৃত্ব উপস্থিত হয় ; দ্বিতীয়টিতে অভিনিবিষ্ট হইলে তাঁহার সহিত উহার স্বরূপৈক্য লাভ হয়, এই জ্ঞান লাভ করিয়া গুণসকলের প্রতি আসক্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক জীবসকল যখন পরমাত্মাতে অভিনিবিষ্টচিত্ত হয়, তখন রূপান্তরতা ও স্বরূপবিচ্যুতি অতিক্রম করিয়া উহারা কৃতার্থ হয়, ইহাই মূলতাৎপর্য্য। এই শ্লোক আশ্রয় করিয়া গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়ে শ্রীমদানন্দতীর্থ যে বলিয়াছেন, "মুক্তিতেও জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য হয় না" তৎসম্বন্ধে যাহা বলিবার আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন—"মোক্ষে জীবের বহুত্ব * উক্ত হইয়াছে।" শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন—"গীতাশাস্ত্রে যখন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, তখন সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়—ইহার অর্থ মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, সমানধর্ম্মতা সাধর্ম্ম্য নহে। সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হয় না প্রলয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার বিনাশকালেও ব্যথিত হয় না, এরূপ বলা স্তুত্যর্থ ফলশ্রুতিমাত্র।" শ্রীমদ্গিরি বলিয়াছেন "জ্ঞানের স্তুতির জন্য তাহার ফল বলা যখন অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তখন এস্থলে সারূপ্য অভিলষিতার্থ নয়। সারূপ্য হইলে জ্ঞানফল পরিত্যাগ

* শ্লোকে বহুবচন থাকাতে শ্রীমদ্বলদেব তদুপরি এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

করিয়া অপ্রস্তাবিত ধ্যানের ফল আসিয়া উপস্থিত হয়।” শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন “এই পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করিয়া পরমেশ্বর আমার সাধর্ম্ম্য—অত্যন্ত অভেদে মদ্রূপতা—জীবগণ প্রাপ্ত হয়।” শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—“বিষয়বিষয়ি-রূপবিকল্পবিমুক্ত এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সর্ব্বাত্মত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠাতৃত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মসাম্য জীবগণ প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিসকল বলিয়াছেন—‘আমি ব্রহ্ম যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সে এ সকলই হয়’, ‘সকলের বশকর্ত্তা, সকলের শাস্তা, সকলের অধিপতি; তিনি সাধুকর্ম্ম দ্বারা বড় হন না অথবা অসাধু কর্ম্ম দ্বারা ছোট হন না।’”

এস্থলে বিবেচ্য এই—শ্রীমদ্রামানুজ শারীরক ভাষ্যে বলিয়াছেন, “সাধনানুষ্ঠান দ্বারা যাহার অবিদ্যামোচন হইয়াছে তাহারও পরব্রহ্মের সহিত স্বরূপৈক্যের সম্ভাবনা নাই, কেন না অবিদ্যা যাহার আশ্রয় সে তাহারই যোগ্য, সে কখন অবিদ্যাশ্রয়শূন্য হইবে ইহা সম্ভব নহে। এজন্যই কথিত হইয়াছে ‘এটি মিথ্যা অথচ মিথ্যা নয় এ দুই যখন এক দ্রব্য হইতে পারে না, তখন পরমাত্মা ও আত্মার যোগ সত্য ইহাই মানিতে হইবে।’ মুক্তের ভগবদ্ধর্ম্মতাপ্রাপ্তি ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—‘এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে, সেই সকল ব্যক্তি সৃষ্টিকালে জন্মে না, প্রলয়কালেও তজ্জনিত দুঃখ অনুভব করে না।’ এখানেও ‘হে মুনি, যে ব্যক্তি ব্রহ্মের ধ্যান করেন ব্রহ্ম তাঁহাকে, আকর্ষক [চুম্বক] যেমন বিকীর্ণ লৌহকে আপনার করিয়া লয়, তেমনি আত্মভাবাপন্ন করেন।’ আত্মভাব—আত্মস্বভাব। আকৃষ্যমাণ বস্তু কখন আকর্ষকের স্বরূপ পায় না।” এরূপ বলিয়াও তিনি চিদাকারে একতা স্বীকার করিয়াছেন—“জীব যখন প্রাকৃত নাম ও রূপ হইতে নির্ম্মুক্ত হয় তখন নামরূপকৃত ভেদ নিরস্ত হইয়া জ্ঞানে ব্রহ্ম সহ সে একাকার হয়, এই একাকারতাবশতঃ জীবকে ব্রহ্মের প্রকার বলা হইয়া থাকে। প্রকারে ঐক্য হইলে সেই একতানুসারে বস্তুর ব্যবহার মুখ্য, যেমন সেই এই গো।” * আমরাও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের ও চিদণুরূপ জীবের—চিৎস্বরূপে চিদণুর চিদণুতে চিৎস্বরূপের—এইরূপ প্রবেশ মানি, দুইয়ের একটির অভাব মানি না। “যিনি ‘আমি ব্রহ্ম’ এরূপ জানেন তিনি এসকল হন †” এই শ্রুতির

---

* কোন একটী গোকে পূর্ব্বে যে প্রকার দেখিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার দর্শনকালে সেই প্রকার দেখিয়া আমরা বলি ‘সেই এই গো’। সুতরাং প্রকারের একতায় একতানির্দ্ধারণ সর্ব্বত্র মুখ্য। গোর বর্ণ ও আকারাদি তাহার প্রকার, গো প্রকারী। প্রকার ও প্রকারীর একতা বর্ণাদির একতায় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে প্রকারী এবং চিৎ ও অচিৎ—জীব ও প্রকৃতিকে তাঁহার প্রকার বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম জ্ঞান, জীবও জ্ঞান, এই জ্ঞানের একতায় প্রকারী ব্রহ্মের সহিত প্রকার জীবের একতা।

† বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৪।১০।

অন্তে—"যে যে ব্যক্তি দেবতাসম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করে, সে তাহাই হয়, ঋষিসম্বন্ধেও এইরূপ, মনুষ্যসম্বন্ধেও এইরূপ। এই দেখিয়াই ঋষি বামদেব বলিয়াছেন 'আমি মনু হইয়াছিলাম।"—এই কথা বলাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, চিৎস্বরূপের আবেশে সকলের সঙ্গে ঐক্য হয়, জীব ও ব্রহ্মের একতরের অভাবে নহে। "প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, এইরূপ যাঁহারা জানেন তাঁহারা পুরাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছেন। মনের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এই ব্রহ্মে কোনরূপ বহুত্ব নাই। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মে বহুত্ব দেখে সে মৃত্যুর নিকট হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। ইনি অপ্রমেয় নিত্য ইঁহাকে একপ্রকারই দেখিতে হইবে। ইনি জরাশূন্য, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ, অজ, মহান্, নিত্য, আত্মা *।" এস্থলে জীব ও পরমাত্মার ভেদদর্শনের নিন্দা দেখা যাইতেছে, ইহাতে অনন্তর যে স্বরূপের একতাসাধক—"সকলের বশকর্ত্তা, সকলের শাস্তা, সকলের অধিপতি, তিনি সাধু কর্ম্ম দ্বারা বড় হন না, অথবা অসাধু কর্ম্ম দ্বারা ছোট হন না"—এই যে কথাগুলি বলা হইয়াছে তৎসহ উহার বিরোধ উপস্থিত হইতেছে না, কেন না স্বরূপাবির্ভাব হইলে পরমাত্মার জ্ঞানশক্তির আবেশ হয়, সেই আবেশেই জীবের পরিচয় হয়, তদ্দ্বারাই তাহার জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য হয়। "তিনিই সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা †" "ঈদৃশ ঈশ্বরসিদ্ধি সিদ্ধ ‡" এই কথা বলিয়া কপিলও পুরুষে শ্রুতিসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি আরোপ করিয়াছেন। প্রকৃতি ও পুরুষ যখন পরমাত্মপরতন্ত্র, সেই পরমাত্মা বিনা উহারা স্বরূপশূন্য, তাঁহারই স্বরূপে উহাদিগের স্বরূপবত্তা, তখন বেদান্তের এ পন্থা কদাপি দোষদুষ্ট নহে। প্রকৃতি ও পুরুষ যখন সত্যস্বরূপেরই জ্ঞানের প্রকাশ তখন অসত্য হইতে পারে না। "হে সৌম্য, এই সকল প্রজা সন্মূলক, সদাশ্রিত, সৎপ্রতিষ্ঠ §" ইত্যাদি শ্রুতি তাহার প্রমাণ। আচার্য্যও বলিয়াছেন, "তাহারা এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়শূন্য এবং নিরীশ্বর বলে ‖।" "ভূতময় জগৎ সত্য ¶"। ২।

সকল ভূতের উৎপত্তিতে প্রকৃতি ও পুরুষের কারণতা পরমাত্মাধীন আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত। ৩।

এই মহৎ ব্রহ্ম আমার যোনি, তাহাতে আমি গর্ভ আধান করিয়া থাকি, তাহাতেই সমুদায় ভূতের উৎপত্তি হয়।

ভাব—মহৎ—অনন্তের শক্তি, এজন্য দেশে কালে অপরিচ্ছিন্ন; ব্রহ্ম—বৃহৎ

---

* বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৬।৪।১৮—২০।
† সাংখ্যসূত্র ৩।৫৬।
‡ সাংখ্যসূত্র ৩।৫৭।
§ ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।৪।৮।
‖ গীতা ১৬অ, ৮ শ্লোক।
¶ অনুগীতা ৩৫ অ, ৩৫ শ্লোক।

এবং বৃংহণ অর্থাৎ বর্দ্ধনশীল ব্রহ্ম অপরা প্রকৃতি ; আমার - সর্ব্বান্তর্যামীর ; যোনি—সর্ব্বভূতের অভিব্যক্তি স্থান ; তাহাতে—সেই মহৎ ব্রহ্মরূপ যোনিতে ; গর্ভ—পরা প্রকৃতি জীব, হিরণ্যগর্ভের জন্মের বীজ অর্থাৎ সর্ব্বভূতের জন্মের কারণভূত বীজ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, চেতনপুঞ্জ—শ্রীমদ্রামানুজ ও বিশ্বনাথ, চিদাভাস—শ্রীমচ্ছ্রীধর, পরমাণু-চৈতন্যরাশি—শ্রীমদ্বলদেব, ঈক্ষণরূপ সঙ্কল্প—শ্রীমন্মধুসূদন ; স্বপ্রতিবিম্বরূপ (গর্ভ)—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ; আধান করি—নিক্ষেপ করি, ক্ষেত্রসহকারে ক্ষেত্রজ্ঞের যোজনা করি, বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধ উৎপাদন করি ; তাহাতেই—সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই। এস্থলে শ্রীমদ্বলদেবের পরমাণুচৈতন্যরাশি, শ্রীমন্মধুসূদনের ঈক্ষণরূপ সঙ্কল্প, শ্রীমন্নীলকণ্ঠের স্বপ্রতিবিম্ব 'যাহার (জীব প্রকৃতির) দ্বারা এই জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে'* এই কথার সূক্ষ্ম ভাব কি তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। অণুচৈতন্যগণ নিত্য ; উহাদিগের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধবশতঃ পরমাত্মার প্রেরণায় ভূতগণের উৎপত্তি হয়, এইটি প্রথম পক্ষ। ভগবানের সঙ্কল্পসম্ভূত প্রেরণায় যদি ভিন্নতাপ্রাপ্তি না হইত, তাহা হইলে অণুচৈতন্য-সকলের প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবশতঃ একই প্রকার সৃষ্টি হইত। অণুচৈতন্যসকল ভগবানের সঙ্কল্পময়, এজন্য দেব মনুষ্য পশু উদ্ভিদাদি সকলই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কল্প হইতে ভিন্নাকার লাভ করে। ইহাতেও অণুচৈতন্যসকলের কিছুই মহত্ত্ব থাকিত না যদি পরমাত্মার স্বরূপাবেশে উহাদের পরমাত্মপ্রতিবিম্বত্ব না ঘটিত।

এখানে আবার এইটি বিবেচনার বিষয়—"সেই প্রভু প্রথমে যাহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিলেন, সে পুনঃ পুনঃ সৃজ্যমান হইয়া সেই কার্য্যই আপনি অনুসরণ করিতে লাগিল। হিংস্র অহিংস্র, মৃদু ক্রূর, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য সৃষ্টিকালে যাহাকে তিনি যাহা দিলেন, তাহাকে উহা আপনি অধিকার করিল†।" এস্থলে হিংস্রত্ব, ক্রূরত্ব, অধর্ম্ম ও অসত্য যখন ভগবান্ হইতেই আসিয়াছে, তখন তদ্দ্বারা জীবগণের অধোগতি হওয়া উচিত নহে এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে তাহার নিরসন এই যে, ব্যাঘ্রাদিতে হিংস্রত্ব ও ক্রূরত্ব দোষের জন্য নহে, কেন না উহারা তাহাদের জীবিকার উপায়মাত্র, তাহাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যাহাদের প্রাণাত্যয় হয় তাহাদের সেই প্রাণাত্যয়ে আপনার দেহ দিয়া পরের পোষণব্যাপার প্রকাশ পায় বলিয়া তাহাও দোষের জন্য নহে, মানবে সেই হিংস্রত্ব ও ক্রূরত্ব স্বয়ং সর্ব্বান্তর্যামী নিষেধ করেন বলিয়া পাপ। আলোকের অভাব যেমন অন্ধকার তেমনি ধর্ম্মের অভাব অধর্ম্ম সত্যের অভাব অসত্য, এই ভাবে এখানে অধর্ম্ম ও অসত্যের উল্লেখ। ভগবান্ এ দুই দুইটির এক এক-টিকে সৃজন করিলে অন্যতরটি জীবনিষ্ঠ শক্তির অভাব জন্য আলোকভাবে অন্ধকারবৎ উপস্থিত হইয়া থাকে। জীবগণ কখন সর্ব্বশক্তিমান্ নহে, সুতরাং তাহাদিগেতে

---

* গীতা ৭ অ, ৫ শ্লোক। † মনু ১ অ, ২৮। ২৯ শ্লোক।

শক্তির অভাব অবশ্যম্ভাবী। শক্তির অভাব থাকিলেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সত্য ও অসত্যের সম্ভাবনা সকল ব্যক্তিতে থাকিবে, এজন্যই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সত্য ও অসত্য সহযোগিরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে। ৩।

কেবল ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যোজনা জন্যই পরমাত্মার প্রেরণা নহে, কিন্তু সৃষ্টিপরম্পরাতেও সেই প্রেরণা স্বীকার করিতে হইবে, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা। ৪।

হে কৌন্তেয়, সমুদায় যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হয়, মহৎ ব্রহ্ম তাহাদিগের সকলেরই যোনি, আমি বীজপ্রদ পিতা।

ভাব—সমুদায় যোনিতে—দেব মনুষ্য পশু পক্ষি আদি যোনিতে; মূর্ত্তি—বিবিধ-সংস্থানবিশিষ্ট তনু; মহৎ ব্রহ্ম—প্রকৃতি; যোনি—উৎপত্তি স্থান,মাতৃস্থানীয়া; আমি—সর্ব্বান্তর্যামী; বীজপ্রদ পিতা—ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে চেতনপুঞ্জের যোজয়িতা পিতা। এ কথায় সন্তানস্থানীয় জীবমাত্রের পরমাত্মা যে পিতা, এবং সেই পিতৃত্ব যে নিত্য সম্বন্ধ তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ৪।

এইরূপে দেহসংযুক্ত জীবের কোথা হইতে বন্ধন হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্। ৫।

সত্ত্ব রজ ও তম প্রকৃতিসম্ভূত এই তিন গুণ, সেই গুণত্রয় নির্ব্বিকার দেহীকে দেহে বদ্ধ করে।

ভাব—প্রকৃতিসম্ভূত—প্রকৃতির ক্রিয়াবিশেষ; দেহী—জীব; নির্ব্বিকার—রূপান্তরতাবিহীন, নিরন্তর চিদ্রূপ; বদ্ধ করে—দেহাভিনিবিষ্টচিত্ত করে, সুখদুঃখাদির সহিত সংযুক্ত করে।

"সত্ত্ব রজ ও তমের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি *" এই কপিল সূত্রের যদি এই অর্থ হয় যে, "যখন কার্য্যাবস্থায় লক্ষিত হয় না তখন গুণসামান্যই প্রকৃতি" তাহা হইলে গুণসকলেরই বস্তুত্ব, প্রকৃতি তাহাদিগেরই 'ন্যূনাধিকভাবে অসম্মিলিত অবস্থা'; তাহা হইলে কেন এখানে বলা হইল 'গুণসকল প্রকৃতিসম্ভূত।' প্রকৃতি ক্রিয়াত্মিকা শক্তি, অভিব্যক্তি প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিরূপা। গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, প্রকৃতিসম্ভূত গুণ, এ দুই প্রকারই উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন ক্রিয়ার অপ্রবৃত্তি প্রথমাবস্থা, প্রবৃত্তি দ্বিতীয়াবস্থা, অভিব্যক্তি বা প্রকাশ তৃতীয়াবস্থা। এক ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতির অবস্থাত্রয়ই প্রকৃতিসম্ভূত গুণ, অতএবই গুণসকলের প্রকৃতিসমুৎপন্নত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অন্য

* সাংখ্যসূত্র ১। ৬১।

দিকে আবার অভিব্যক্তি, প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি বিনা শক্তি কদাপি তিষ্ঠিতে পারে না, যখন কার্য্যাবস্থা উপস্থিত হয় নাই তখন তাহাদিগের যে সাম্যভাব তাহাই শক্তির নামান্তর প্রকৃতি। শক্তি প্রবৃত্তিরূপা, তাহার আবার অপ্রবৃত্তির অবস্থা কি প্রকারে সম্ভবে? অবরোধেও যখন শক্তির প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, তখন শক্তির অবরোধরূপ অপ্রবৃত্তি তাহাতে সম্ভব। অভিব্যক্তির পূর্ব্বে বস্তুমাত্র শক্তিতে অবরুদ্ধাবস্থায় অবস্থান করে, যখন উহা অভিব্যক্তির উন্মুখ হয় তখন প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়। অনন্তর যথাসময়ে উহার অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে সর্ব্বত্র এই অবস্থাত্রয়ের সাম্রাজ্য দর্শন করিয়া প্রকৃতিতে গুণত্রয়ের সন্নিবেশ হইয়াছে। "পুরুষপশুকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত ত্রিগুণাত্মক মহদাদি রজ্জু নির্ম্মাণ করে এজন্য গুণশব্দ ......প্রয়োগ করা হইয়া থাকে;" এ কথা কিছু অসঙ্গত নহে, কেন না পুরুষের যখন অপ্রবৃত্তি হইতে প্রবৃত্তি, এবং প্রবৃত্তির পর আপনার প্রবৃত্তির বিষয়ের অভিব্যক্তি হয়, তখন পুরুষ যে চিরদিন গুণের অধীন হইয়া আছে ইহা মানিতে হইবে। অতএব এই অভিব্যক্তি, প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিরূপ রজ্জু পুরুষকে ও বস্তুমাত্রকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে এ সিদ্ধান্ত ভালই। অপ্রবৃত্তি হইতে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি হইতে অভিব্যক্তি এরূপ ক্রমের অনুমোদন না করিয়া শাস্ত্রে কেন অভিব্যক্তি, প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি এই ক্রম গ্রহণ করা হইল? অভিব্যক্তিরই অনুসন্ধান সম্ভব অনভিব্যক্তির নহে, এজন্য অভিব্যক্তিকেই ক্রমবিপর্য্যয় করিয়া প্রথমতঃ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রবৃত্তিও পর্য্যবেক্ষণের যোগ্য বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অভিব্যক্তি না হয়, এটি ভবিষ্যতে কি হইবে বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না, এজন্যই প্রবৃত্তিকে মধ্যমস্থান দিয়া অপ্রবৃত্তিকে চরম স্থান দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে তম, রজ ও সত্ত্ব এ প্রকার ক্রম আশ্রয় না করিয়া সত্ত্ব রজ ও তম এই প্রকারে গুণসকলের উল্লেখ হইয়া থাকে। সৃষ্টির পূর্ব্বে অবরুদ্ধা শক্তি অপ্রবৃত্তিপ্রধান, এজন্যই মনু যে বলিয়াছেন,"এই জগৎ অন্ধকারভূত, অপ্রজ্ঞাত, লক্ষণশূন্য, অবিতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, সর্ব্বত্র নিদ্রিতের ন্যায় ছিল, *" ইহা অতি মনোরম। অভিব্যক্তির অন্ত নাই, সুতরাং অভিব্যক্তি, প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তির অবস্থান যুগপৎ নিত্যকাল থাকিতে পারে। "সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যে সকল ভাব সে গুলি আমা হইতে উৎপন্ন জানিও †" ইহা বলিয়া এখানে 'গুণসকল প্রকৃতিসম্ভূত' এ কথা বলাতে পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটিতেছে না, কেন না অন্তর্য্যামী যখন প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, তখন সুতরাং গুণসকলেরও প্রবর্ত্তক। তাঁহার প্রবর্ত্তকত্ব দেখাইবার জন্য পূর্ব্বে ওরূপ বলা হইয়াছে। ৫।

সত্ত্বগুণের লক্ষণ এবং তাহার বন্ধকত্ব কি প্রকার আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ। ৬।

---

* মনু ১ অ, ৪ শ্লোক। † গীতা ৭ অ, ১২ শ্লোক।

তন্মধ্যে সত্ত্ব গুণ নির্ম্মলত্ব জন্য প্রকাশক ও অনাময়, সুতরাং হে অনঘ, উহা সুখাসক্তিতে জ্ঞানাসক্তিতে বন্ধনের কারণ হয়।

ভাব—নির্ম্মলত্ব—স্বচ্ছত্ব; অনাময়—উপদ্রবশূন্য। তমেতে অপ্রবৃত্তির অবস্থার কিছুই লক্ষিত হয় না, তাহাতে সকলই অনুদ্ভূত অবস্থায় অবস্থিত; রজেতে প্রবৃত্তির অবস্থায় সকল অবয়বের প্রকাশ হয় না, সুতরাং ঈষৎ পরিলক্ষিত হইলেও সে বস্তুর প্রকাশ হয় না, সত্ত্বেতে অভিব্যক্তির অবস্থায় সেই বস্তু সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়া পরিস্ফুটাকারে আপনাকে প্রদর্শন করে, এজন্য তাহার স্বচ্ছত্ব। তমেতে বুদ্ধির প্রসর হয় না এজন্য উহা উপদ্রবময়, রজেতেও সেইরূপ, কেন না তখনও অনতিপরিস্ফুটাবস্থা; সত্ত্বেতে বুদ্ধির প্রসর অপ্রতিহত, এজন্য ইন্দ্রিয়ব্যাঘাতাদি জন্য কোন উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই। সুখাসক্তিতে ও জ্ঞানাসক্তিতে বন্ধনের কারণ হয় এই জন্য যে, প্রকাশমান বস্তুর সকল অবয়ব দর্শনপথগত হইলে তাহাতে যে সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়, জীব তদ্দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহাতে সুখ প্রাপ্ত হয়। অপিচ যে পদার্থ বুদ্ধির প্রসরোপযোগী সেই পদার্থে জ্ঞানের চরিতার্থতা হয় সুতরাং জ্ঞানাসক্তি জন্মে। ৬।

রজোগুণের লক্ষণ এবং বন্ধকত্ব আচার্য্য বলিতেছেন :—

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্। ৭।

রজোগুণ অনুরাগাত্মক জানিও, তৃষ্ণা ও আসক্তি ইহা হইতে সমুৎপন্ন হয়, ইহা কর্ম্মের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়া দেহীকে বদ্ধ করে।

ভাব—রাগাত্মক—রাগ—অভিলাষ, লোভ, আত্মা—স্বরূপ, অভিলাষস্বরূপ লোভস্বরূপ, অভিলাষের হেতু লোভের হেতু; তৃষ্ণা—অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ; আসক্তি—প্রাপ্ত বিষয়ে প্রীতি; কর্ম্মের প্রতি আসক্তি—প্রবৃত্তিপ্রধান এজন্য কর্ম্মের প্রতি আসক্তি। ৭।

তমোগুণের লক্ষণ ও তাহার বন্ধকত্ব আচার্য্য বলিতেছেন :—

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত। ৮।

তমোগুণ অজ্ঞানসম্ভূত, ইহা সমুদায় দেহীর মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে। প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাযোগে, হে ভারত, ইহা আবদ্ধ করে।

ভাব—অজ্ঞানসম্ভূত—যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে কখন প্রবৃত্তি হয় না, অতএব

এই তমোগুণ অপ্রবৃত্তিপ্রধান; মোহ—অবিবেক, ভ্রান্তি; প্রমাদ—অনবধান; আলস্য—অনুদ্যম; নিদ্রা—সমুদয় ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির নিবৃত্তি। ৮।

সংক্ষেপে গুণসমূহের কার্য্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত। ৯।

সত্ত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে, তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করিয়া ভ্রান্তিতে আসক্ত করিয়া থাকে।

ভাব—সত্ত্ব—সৎ মূলোপাদান অথবা ব্রহ্ম, তদ্ভাব; রজ—রঞ্জকাত্মক, বিষয়ানুরাগের মূল; তম—গ্লানিস্বরূপ, অবসাদক। সুতরাং সত্ত্বগুণপ্রাধান্যে মূলোপাদান ব্রহ্ম সুখস্বরূপ এজন্য স্বভাবতঃ সুখে অভিনিবেশ হয়; রজোগুণপ্রাধান্যে বিষয়ানুরাগ মনুষ্যকে বিষয় প্রাপ্তির জন্য নিয়োগ করে, সুতরাং কর্ম্মেতে অভিনিবেশ হয়; তমোগুণপ্রাধান্যে গ্লানি উপস্থিত হয়, সুতরাং প্রমাদ আলস্যাদির উদ্রেক হয়। সত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্ব শাস্ত্রে এই প্রকার প্রভেদ আছে। ইহার একটিতে জগতে প্রকাশমান ব্রহ্ম অপরটিতে তদতীত স্বয়ং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৯।

গুণ সকল সর্ব্বত্র বিমিশ্র, এরূপ স্থলে 'সত্ত্বগুণ সুখে' ইত্যাদি কেন কথিত হইল তাহার কারণ আচার্য্য বলিতেছেন :—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা। ১০।

সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে, তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে নির্জ্জিত করিয়া উপস্থিত হয়।

ভাব—নির্জ্জিত করিয়া—আপনার বৃদ্ধি দ্বারা অপর গুণদ্বয়কে অধঃকরণ করিয়া। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ যদিও সর্ব্বত্র বিমিশ্রভাবে অবস্থিত, তথাপি তাহাদিগের কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয়। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে যে সকল শাস্ত্রে গতি উল্লিখিত হইয়াছে সে সকল শাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়িত। জন্মকালে দেহের আরম্ভক যে সকল গুণ অনুভবগোচর হয়, সে সকলের যদি ক্ষয় ও বৃদ্ধি অসম্ভব হইত তাহা হইলে অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মে উত্থান, ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্মে পতন হইত না, অবনতি হইতে ক্রমশঃ উন্নত হওয়াতেও ব্যাঘাত উপস্থিত হইত। "সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসম্ভূত কর্ম্মসকল বেদের উপদেশের বিষয়, হে অর্জ্জুন, তুমি এই তিন গুণের অতীত হও, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে অভিভূত না হইয়া নিত্য আপনাতে আপনি অবস্থিতি কর; যাহা পাও নাই বা

যাহা পাইয়াছ তাহার জন্য ব্যাকুল না হইয়া আপনাকে স্ববেশে রাখ *।"—আচার্য্য যে এই উপদেশ করিয়াছেন তাহা এইরূপেই সিদ্ধ হয়। ১০।

সত্ত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে কিসে জানা যায় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত। ১১।

এই দেহে সমুদায় দ্বারে যখন প্রকাশ ও জ্ঞান সমুপস্থিত হয় তখন সত্ত্বের পরিবৃদ্ধি জানিতে হইবে।

ভাব—সমুদায় দ্বারে—শ্রোত্রাদি জ্ঞানের দ্বার ইন্দ্রিয়গণেতে ; প্রকাশ—ব্যক্তাবস্থা, যথাযথ বস্তুগ্রহণসামর্থ্য ; জ্ঞান—শব্দাদি বিষয়সমূহের যথাযথ বোধ। শ্লোকস্থ 'উত' শব্দে সুখাদিলক্ষণেও সত্ত্ববৃদ্ধি জানিতে হইবে বুঝাইতেছে। এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহার তত্ত্ব এই,—রজঃপ্রধান ব্যক্তির বাসনার উদ্রেক এবং তমঃপ্রধান ব্যক্তির মোহাভিভূততাপ্রযুক্ত যথাযথ বস্তুর তত্ত্বগ্রহণে সামর্থ্য থাকে না। বাসনাবিকাররহিত ও মোহে অনভিভূত ব্যক্তির জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল মনের দ্বারা যথাবৎ বস্তুগ্রহণে, এবং সেই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রেরিত কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল যথাবৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষণে সমর্থ হয়। অতএব এই লক্ষণেই জানা যায় সত্ত্ববৃদ্ধি হইয়াছে। ১১।

রজ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিসে জানা যায় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।

রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ। ১২।

হে ভরতর্ষভ, রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, অপ্রশম, স্পৃহা, এই সকল হইয়া থাকে।

ভাব—লোভ—পরদ্রব্যে অভিলাষ ; প্রবৃত্তি—নিত্য ক্রিয়াশীলতা ; কর্ম্মারম্ভ—উদ্যোগ ; অপ্রশম—ইন্দ্রিয়গণের বিরতিরাহিত্য ; স্পৃহা—বিষয়তৃষ্ণা। ২২।

তম বৃদ্ধি পাইয়াছে কিসে জানা যায়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।

তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন। ১৩।

হে কুরুনন্দন, তমোগুণের বৃদ্ধি হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ এই সকল হইয়া থাকে।

ভাব—অপ্রকাশ—জ্ঞানের অনুদয় ; অপ্রবৃত্তি—অনুদ্যম ; প্রমাদ—অনবধান ; মোহ—বিপরীত জ্ঞান, ভ্রান্তি। ১৩।

---

* গীতা ২ অ, ৪৫ শ্লোক।

সত্ত্বগুণবৃদ্ধি হইলে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহার কি গতি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে। ১৪।

সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে যদি দেহীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে উত্তমতত্ত্ববিদ্গণের অমললোক প্রাপ্ত হয়।

ভাব—সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ হইলে যথাবৎ বস্তু গ্রহণ হইয়া থাকে। যে বস্তু যে ভাবাপন্ন সে বস্তুকে সেই ভাবে গ্রহণ ভগবানের অভিপ্রেত। ভগবদভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া বস্তু গ্রহণ করিলে সেই বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিশুদ্ধ হয়, তত্ত্বজ্ঞান স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এজন্যই সে সকল ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণের লোকে গতি হয়। আচ্ছা, সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ হইলেও রজ ও তমের তো একান্ত অভাব হয় না, তবে তাহাদের ক্রিয়া কেন এখানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই? সত্ত্বগুণের দ্বারা রজ ও তমোগুণ অভিভূত হইলে উহারা সত্ত্বগুণের অনুকূল হয়, যেমন ঈশ্বরাভিপ্রেত সৎকর্ম্মে রজোগুণ এবং অসদ্বিষয়ের স্মৃতিবিলোপে তমোগুণ অনুকূল হইয়া থাকে, সুতরাং সে দুইয়ের আর এস্থলে পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। সত্ত্বগুণ দ্বারা অভিভূত রজ ও তমোগুণের বিষয় যেরূপ বলা হইল, তেমনি রজোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্ব ও তম রজোগুণের, এবং তমোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্ব ও রজ তমোগুণের অনুগত হয়। বুঝিতে হইবে, এ আনুগত্য তাহাদিগের স্বস্বক্রিয়া—প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিযোগে—হইয়া থাকে। ১৪।

রজ ও তমোগুণের বৃদ্ধি হইলে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহার কি গতি হয়, আচার্য্য তাহা বলিতেছেন :—

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে। ১৫।

রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত লোকদিগের মধ্যে, তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে মূঢ়যোনিতে জন্ম হয়।

ভাব—মূঢ়যোনিতে—পশুবৎ মোহাচ্ছন্নগণমধ্যে। স্বস্বপ্রতিপত্তি অনুসারে ইহাদিগের পারলৌকিক গতি হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৫।

আচার্য্য গুণকৃত কর্ম্মসকলের ফল বলিতেছেন :—

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্। ১৬।

সুকৃত কর্ম্মের সত্ত্বগুণোদ্ভূত নির্ম্মল ফল, রজোগুণের ফল দুঃখ, তমোগুণের ফল অজ্ঞান।

ভাব—নির্ম্মল ফল—জ্ঞান বৈরাগ্যাদি; দুঃখ—নিয়ত তৃষ্ণাপরবশত্ব জন্য দুঃখ; অজ্ঞান—মোহজনকতাবশতঃ অজ্ঞান।

এরূপ পৃথক্ পৃথক্ ফল কেন জন্মে আচার্য্য তাহার কারণ বলিতেছেন :—

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ। ১৭।

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ, তমোগুণ হইতে ভ্রান্তি মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান হয়, এজন্য বিষয়সকলের পরিণামবিরসত্ব জানিয়া পুরুষ বৈরাগ্যাদি ফললাভ করিয়া থাকে; রজোগুণে লোভ হয় এজন্য নিত্য অপরিতৃপ্তিনিমিত্ত দুঃখলাভ হয়, তমোগুণেতে প্রমাদাদিজনিত মূঢ়তাবুদ্ধি ফল উৎপন্ন হয়। ১৭।

গুণের উদ্রেকানুসারে ঊর্দ্ধ মধ্য ও অধোগতি আচার্য্য বর্ণন করিয়াছেন :—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ। ১৮।

সত্ত্বগুণস্থ লোকেরা ঊর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণাপন্ন লোকেরা মধ্যম লোকে স্থিতি করে, তমোগুণস্থ লোকেরা অধোলোকে গমন করে।

ভাব—ঊর্দ্ধে গমন করে, অধোতে গমন করে, মধ্যে স্থিতি করে এরূপ বলাতে, ভূলোক আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধাধোগমন বলা হইয়াছে, ব্যাখ্যাতৃগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। কপিলসূত্রের ব্যাখ্যাতেও সেইরূপ দৃষ্ট হয়। যথা "ঊর্দ্ধ সত্ত্ববহুল *"—"ঊর্দ্ধ অর্থাৎ ভূলোকের উপরিস্থ সৃষ্টি সত্ত্ববহুল।" "মূলে তমোবহুল †"—"মূলে অর্থাৎ ভূলোক হইতে অধোতে"; "মধ্যে রজোবহুল ‡"—"মধ্যে, অর্থাৎ ভূলোকে।" ঊর্দ্ধ, অধ ও মধ্যগত লোক সকল সমান, কেন না এ সকলেতেই উত্তরোত্তর জন্ম হয়, এবং ইহারা জরামরণাদিজনিত দুঃখের অধীন। যথা কপিল বলিয়াছেন, "সেস্থানেও পুনরাবৃত্তি হয়, এবং উত্তরোত্তর জন্ম হয় বলিয়া উহা হেয় §।" "জন্মমরণাদিজন্য দুঃখ সমান ‖।" "হে কৌন্তেয়, ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিগণের দ্বারা দেবলোক পূর্ণ। এই জ্ঞানপথ মর্ত্ত্য রূপ (শরীরধারণ) নিবৃত্ত করে এজন্য দেবগণের অভিলষিত নহে ¶।" আচার্য্যের এই সকল বাক্য দ্বারা সেই সেই লোক যে সমান তাহাই প্রকাশ পায়। এজন্যই সিদ্ধ হইতেছে যে, সেই সেই লোকবাসিগণ নিজ নিজ লোককে মধ্যস্থ করিয়া ঊর্দ্ধ ও অধোতে

* সাংখ্য সূত্র ৩। ৪৮।
† সাংখ্য সূত্র ৩। ৪৯।
‡ সাংখ্য সূত্র ৩। ৫০।
§ সাংখ্য সূত্র ৩। ৫২।
‖ সাংখ্য সূত্র ৩। ৫৩।
¶ অনুগীতা ১১ অ, ৫২ শ্লোক।

স্থিত লোকসকলের গণনা করিয়া থাকেন। শ্রীমৎ কপিল ও আচার্য্য একই ঊর্দ্ধ, মধ্য, অধ, এইরূপ সামান্যবাচক শব্দে লোকসকল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ১৮।

অতীত অধ্যায়ে "গুণের প্রতি আসক্তি ইহার সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ*" সংক্ষেপে ইহা বলিয়া এ অধ্যায়ে গুণসকলের স্বরূপ, তাহাদিগের বন্ধনহেতুত্ব, এবং গুণ-জনিত গতির কয়িষ্ণুতার বিষয় আচার্য্য বলিলেন। এখন গুণসকল হইতে মুক্তি এবং মুক্তের লক্ষণ কি তিনি তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন :—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি। ১৯।

দ্রষ্টা যখন এইসকল গুণব্যতীত আর কাহাকেও কর্ত্তা দেখে না, আপনাকে গুণত্রয় হইতে অতিরিক্ত জানে, তখন সে মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।

ভাব—দ্রষ্টা—জীব; কর্ত্তা দেখে না—গুণ সকল নিজ নিজ স্বরূপানুরূপ কর্ম্মে দেহীকে নিয়োগ করিয়া থাকে, দেহী নিজে কর্ত্তা নহে, এইরূপ সাক্ষাৎ অনুভব করে; আপনাকে—গুণসমূহের সাক্ষিভূত আত্মাকে বা পরমাত্মাকে; মদ্ভাব—আমার ভাব, আমার স্বরূপ, জ্ঞানাদিসম্পন্নত্ব। গুণসকলের কর্ত্তৃত্ব, আত্মার অকর্ত্তৃত্ব, এবং সেই জ্ঞানে ব্রহ্মস্বরূপসম্পন্নত্ব পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, গুণবিষয়ক প্রস্তাবে বিশেষরূপে গুণাতীতত্ব-লক্ষণ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত এখানে উহার পুনরুল্লেখ। ১৯।

এই জ্ঞান দ্বারা কি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে। ২০।

দেহোৎপত্তির হেতু এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া দেহী জন্ম-মৃত্যু-জরা-জনিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।

ভাব—হেতু—বীজভূত; দেহী—জীব; অমৃতত্ব—মোক্ষ, পরমানন্দ। শ্লোকস্থ 'দেহসমুদ্ভব' এই বিশেষণটির দেহজ এই অর্থ করিলে পুত্রকন্যাগণের শরীরের গুণসকল মাতাপিতার দেহ হইতে সংক্রামিত হয় এইরূপ অর্থ বুঝায়। শ্রীমৎ কপিল বলিয়াছেন —"স্থূলশরীর প্রায় মাতাপিতৃজাত, সূক্ষ্মশরীর সেরূপ নহে†।" এস্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে মাতা ও পিতা হইতে স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়, সূক্ষ্ম শরীর নহে। "এক লিঙ্গশরীর সপ্তদশ‡।"—একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও বুদ্ধি এই সপ্তদশের সমষ্টি লিঙ্গশরীর, ইহাই সাংখ্যসিদ্ধান্ত। "প্রকৃতিতে বিলীনভাবে অবস্থিত পঞ্চেন্দ্রিয় ও

* গীতা ১৩ অ, ২১ শ্লোক। † সাংখ্য সূত্র ৩। ৪।

‡ সাংখ্য সূত্র ৩। ৯।

ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনকে জীব আকর্ষণ করিয়া থাকে *," এই কথা বলিয়া আচার্য্য মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মক সেই লিঙ্গশরীরকে মাতা পিতা হইতে নহে, কিন্তু প্রকৃতি হইতে জীব আকর্ষণ করে এইরূপ বলিয়াছেন।

এস্থলে এইটি বিবেচনা করিতে হইতেছে,—স্থূল শরীর মাতা পিতার উপাদান-নির্ম্মিত, সুতরাং মাতা ও পিতার দেহের যে সকল গুণ থাকে সেই সকল সন্তানদেহে সংক্রামিত হয়, মন বুদ্ধি ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়গণ পিতা মাতার দেহ হইতে সংক্রামিত হয় না, এ সকল সাক্ষাৎ ঈশ্বরশক্তি প্রকৃতি হইতে সংক্রামিত হয়। আত্মার অবিকারিত্ব যদিও স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি স্থূলশরীরগত গুণ সকল তাহাকে বদ্ধ করে। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি শরীরগত সুতরাং তাহারা গুণসমুৎপন্ন, স্থূলদর্শিগণের সিদ্ধান্ত এই। "দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ হয় না †" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে স্থূল চক্ষুরাদি স্থূল দেহগত হইলেও দ্রষ্টাজীবের অন্তরঙ্গ দৃষ্টিশক্ত্যাদি আছে। 'মন ষষ্ঠ' এইরূপ বলিয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে মনকে স্বতন্ত্র করিয়া লইবার অভিপ্রায় এই যে, একই মন বস্তু-গ্রহণের জন্য পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াকারে অভিব্যক্ত হয়, সুতরাং মন হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের স্বতন্ত্রতা নাই। "এই যে হৃদয় সেই মন ‡" এই শ্রুতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন—"এক হইয়া যাহা অনেক প্রকারে ভিন্ন হয়, সে ইন্দ্রিয়ের নাম কি ? পূর্ব্বে যখন বলা হইয়াছে—'প্রজাগণের চিত্ত হৃদয়, হৃদয়স্থ চিত্ত—মন। মন দ্বারা বরুণ ও জল সকল সৃষ্ট হইয়াছে ; হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্রমা। সেই এই হৃদয়ই মন, এই মনই এক হইয়া অনেক প্রকার। নেত্রভূত এই এক অন্তঃকরণ দ্বারা রূপ দেখে, শ্রোত্রভূত এই এক অন্তঃকরণ দ্বারা শ্রবণ করে, ঘ্রাণভূত এই এক অন্তঃকরণ দ্বারা ঘ্রাণ লয়, বাগ্‌ভূত এক এই অন্তঃকরণ দ্বারা কথা বলে, জিহ্বাভূত এই এক অন্তঃকরণ দ্বারা রসাস্বাদ গ্রহণ করে, সেই এক অন্তঃকরণ বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা কল্পনা করে, হৃদয়দ্বারা নিশ্চয় করে।'—তখন উপলব্ধিকর্ত্তার সকল বিষয়ের উপলব্ধি জন্য এই এক অন্তঃকরণ দ্বারা সমুদায় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের ব্যাপার সম্পন্ন হয়। কৌষীতক ব্রাহ্মণ তজ্জন্যই বলিয়াছেন—'জীব প্রজ্ঞার সাহায্যে বাক্যে আরোহণ করিয়া বাক্য দ্বারা সমুদায় নাম প্রাপ্ত হয়, প্রজ্ঞার সাহায্যে চক্ষুতে আরোহণ করিয়া চক্ষু দ্বারা সমুদায় রূপ প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি। বাজসনেয়কেও কথিত হইয়াছে, 'মনের দ্বারাই দেখে, মনের দ্বারাই শ্রবণ করে, হৃদয় দ্বারাই রূপ সকল জানে' ইত্যাদি। এ জন্যই সমুদায় বিষয়ের উপলব্ধির জন্য হৃদয়, মন ও বাক্যের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রসিদ্ধ আছে। প্রাণও তৎস্বরূপ—'যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা, যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ'—ব্রাহ্মণ।" "ইন্দ্রিয়গণের স্বামী এই জীব যে শরীর লাভ করে, অথবা যে শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যায়, এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে সে সেই ভাবে

---

* গীতা ১৫ অ, ৭ শ্লোক। † বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৬।৩।২৩।

‡ ঐতরেয়োপনিষৎ ৩।২।

লইয়া যায়, বায়ু যেমন গন্ধযুক্ত পদার্থ হইতে গন্ধ সকল লইয়া যায় *।" এ স্থলে যদিও আচার্য্য পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন সহকারে দেহ হইতে দেহী গমন করে এরূপ বলিয়াছেন, তথাপি পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রকাশস্থান মনই প্রধান। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "এই ব্রহ্মলোকে যে সকল কামনার বিষয় আছে, মনের দ্বারা সেই সকল কামনার বিষয় দর্শন করিয়া আমোদিত হয়।" †।২০।

"এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া" আচার্য্য এইরূপ বলিলেন। অতএব গুণাতীতের লক্ষণ কি, 'আচরণ কি, সাধনের উপায় কি, অর্জ্জুন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

অর্জ্জুন উবাচ—কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে।২১।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লক্ষণে দেহী এই তিন গুণের অতীত হন? কি বা ইহার আচরণ? কিরূপেই বা তিন গুণ অতিক্রম করা যায়?

'কি লক্ষণে দেহী এই তিন গুণের অতীত হয়?' আচার্য্য এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।২২।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে পাণ্ডব, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ এ তিন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলে [গুণাতীত ব্যক্তি] দ্বেষ করেন না, নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না।

ভাব—প্রকাশ—সত্ত্বগুণের কার্য্য; প্রবৃত্তি—রজোগুণের কার্য্য; মোহ—তমোগুণের কার্য্য; প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করেন না—দুঃখকর এই বুদ্ধিতে তৎ প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন না; নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না—সুখবুদ্ধিতে অভিলাষ করেন না। 'তাঁহাকে গুণাতীত বলা হয়' এই চতুর্থ শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'যে সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিয়াছে তাহার লক্ষণ কি?' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা যাহা জিজ্ঞাসিত হয়, সাতটি শ্লোকে তাহার উত্তর সেখানে প্রদত্ত হইয়াছিল, এখানে তাহারই সারসংগ্রহপূর্ব্বক উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এ স্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন—"আমার তামসপ্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে অতএব আমি মূঢ়; আমার দুঃখাত্মক রাজস প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, তজ্জন্য রজোগুণ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া আমি স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, এই স্বরূপভ্রংশই আমার কষ্টের কারণ; প্রকাশাত্মক সাত্ত্বিক গুণ আমার

---

* গীতা ১৫ অ, ৮ শ্লোক। † ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।৫।৬।১২।

বিবেকিত্ব উৎপাদনানন্তর সুখোৎপাদনপূর্ব্বক আমায় সুখে বদ্ধ করে, এই বলিয়া অসম্যগ্‌দর্শী ব্যক্তি অসম্যগ্‌দর্শনবশতঃ সেই মোহ, স্বরূপচ্যুতি ও সুখাসক্তিকে দ্বেষ করে, গুণাতীত ব্যক্তি সেরূপে প্রবৃত্ত মোহাদিকে দ্বেষ করেন না। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ-প্রধান পুরুষ আপনাতে যে সত্ত্বাদিগুণের কার্য্য প্রকাশ পায় তৎসম্বন্ধে তাহারা প্রকাশ পাইয়া নিবৃত্ত হউক এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে, গুণাতীত পুরুষ সেরূপ নিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না।" আচ্ছা, সত্ত্বগুণে যদি সুখ উদ্ভূত হয়, তবে দুঃখবুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের কার্য্যে কি প্রকারে দ্বেষ সম্ভবে? শ্রীমচ্ছঙ্কর ইহার উত্তর এই দিয়াছেন, 'বিবেকিত্ব উৎপাদনানন্তর সুখোৎপাদনপূর্ব্বক আমায় সুখে বদ্ধ করে।" বিবেকিত্বে দুঃখ সম্ভবপর নয় এ কথা বলা যাইতে পারে না। বিবেকদৃষ্টিতে আপনার নিগূঢ় পাপরাশি দেখিয়া সাধক তীব্র যাতনা অনুভব করিয়া থাকেন নিখিল সাধকের ইহা সাক্ষাৎ অনুভবগোচর। যদিও পাপ দর্শন করিয়া সাধক উদ্বিগ্ন হন তথাপি তিনি তৎপ্রতি দ্বেষ করেন না; কেন না পাপনিবৃত্তির তাহাই উপায়। বৈরাগ্যাদির অভ্যাসে সাধক সুখানুভব করিয়া থাকেন, সেই সুখ তখনই বন্ধনের কারণ হয় যখন সেই বৈরাগ্যাদিলভ্য পরমাত্মা উদ্দেশ্য না হইয়া সেই অভ্যাসই উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। গুণাতীত পুরুষ বৈরাগ্যাদি অভ্যাসের ঈদৃশ বিঘ্নোৎপাদনে সামর্থ্য আছে জানিয়া তৎপ্রতি দ্বেষ করেন না, কিন্তু পরমাত্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে চিরদিন তাহা-দিগকে অনুবর্ত্তনের বিষয় করিয়া লন। রজোগুণের দ্বারা কার্য্যোদ্যম উপস্থিত হইয়া থাকে, আমরা নিষ্কাম সন্ন্যাসী এইরূপ যাঁহাদিগের অভিমান আছে, তাঁহারা কার্য্যের অপরিহার্য্যত্ববশতঃ শরীরচেষ্টাদি সাধন করিয়াও এই সকল উদ্যম ভালবাসেন না। গুণাতীত পুরুষ সে প্রকার নহেন। তিনি আপনার কার্য্যোদ্যমকে ভগবানের আরাধনা ও তাঁহার আজ্ঞাপালনে পরিবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের প্রতি দ্বেষ পরিহার করেন। পুত্র মিত্র ও বন্ধুবিনাশে স্বভাবতঃ যে শোক মোহ উপস্থিত হয়, আমরা শোক মোহের অতীত এইরূপ যাঁহাদিগের অভিমান আছে তাঁহারা সেই শোক মোহকে দ্বেষ করেন, গুণাতীত পুরুষ সেরূপ নহেন, যেমন সীতার বিচ্ছেদে শ্রীরামচন্দ্র এবং যদুকুলধ্বংসে আচার্য্য শোক ও মোহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপে সত্ত্বগুণের কার্য্য বৈরাগ্যাদির অভ্যাস, রজোগুণের কার্য্য কার্য্যোদ্যম, তমোগুণের কার্য্য মোহ অবস্থাত্রয়বশতঃ আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়, আর তিনি সে গুলির আকাঙ্ক্ষা করেন না। ফল কথা এই, শরীরধারী ব্যক্তিগণের কদাপি সত্ত্বগুণাদির ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না, যাঁহারা বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। যাঁহারা সত্ত্বাদিগুণের ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে অবিকৃতচিত্ত হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ গুণাতীত পুরুষ, আচার্য্যের ইহাই অভিপ্রায়। ২২।

'আচরণ কি?' এই প্রশ্নের উত্তর আচার্য্য দিতেছেন :—

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে। ২৩।
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ। ২৪।
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে। ২৫।

যে ব্যক্তি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত, গুণসকলের দ্বারা যিনি বিচলিত হন না, গুণসকল আপনার কার্য্য করিতেছে ইহা জানিয়া যিনি স্থির থাকেন, চঞ্চল হন না, সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, স্বস্থ, লোষ্ট, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার সমজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয় যাঁহার তুল্য, যিনি ধীর, নিন্দা ও স্তুতি যাঁহার নিকটে সমান, মানাপমান ও শত্রু মিত্রে যিনি সমবুদ্ধি, যিনি সর্ব্বপ্রকার উদ্যমত্যাগী, তাঁহাকে গুণাতীত বলা হইয়া থাকে।

ভাব—উদাসীনের ন্যায়—অপক্ষপাত ও নির্লিপ্ত ভাবে; চঞ্চল হন না—গুণ সকলের কার্য্যানুসারে ক্রিয়াশীল হন না; স্বস্থ—নিয়ত আত্মস্বরূপে অবস্থিত; ধীর—বিকারের হেতুসত্ত্বেও অবিকারী; সকল প্রকারের উদ্যমত্যাগী—"আপনার আজ্ঞায় সংসারযাত্রা অনুবর্ত্তন করিব" এই রীতিতে ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন বিনা আপনার অহঙ্কারের প্ররোচনায় স্বাভাবিক কর্ম্ম সকল করিতেও যিনি যত্ন করেন না।

'কিরূপেই বা তিন গুণ অতিক্রম করা যায়' এ প্রশ্নের উত্তর আচার্য্য দিতেছেন :—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ২৬।

অব্যভিচারী ভক্তিযোগে যে ব্যক্তি আমার সেবা করে, সে ব্যক্তি সকল গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।

ভাব—অব্যভিচারী—ঐকান্তিক ভাবযুক্ত, জ্ঞানকর্ম্মাদি অমিশ্র—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ; ভক্তিযোগে—"যাহারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত [ভক্তি] যোগে আমার ধ্যান করত উপাসনা করে,*" এস্থলে যে অনন্যভক্তিযোগ উক্ত হইয়াছে সেই অনন্য ভক্তিযোগে, ভক্তিযোগে—ভক্তি ভজন, সেই ভক্তিই যোগ, সেই বিবেকজ্ঞানাত্মক ভক্তিযোগে—শ্রীমচ্ছঙ্কর, ভজন পরম প্রেম—সেই প্রেম, এতদ্দ্বারা

* গীতা ১২ অ, ৬ শ্লোক।

যুক্ত হয় এই অর্থে যোগ, সেই ভক্তিযোগে—শ্রীমদ্গিরি, ভগবান্ আমাতে তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে বহমান মনের যে প্রণিধান তাহাই যোগ—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ, "পণ্ডিতগণ প্রীতিসহকারে অনুধ্যানকেই ভক্তি বলিয়া থাকেন" শ্রীমদ্রামানুজোদ্ধৃত এই বচনানুসারে "যাহারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ" আচার্য্য প্রচারিত এই ভক্তিযোগে; আমার—সর্ব্বান্তর্যামীর; সেবা করে—ভজনা করে, বিষয়প্রবণচিত্ত না হইয়া সর্ব্বদা আমাকে অনুসন্ধান করে—শ্রীমদ্গিরি, ধ্যান করে—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; ব্রহ্মভাব,—ব্রহ্মভাবাপন্নতা, ব্রহ্মস্বরূপের সহিত ঐক্য, ব্রহ্মবৎ অর্থাৎ প্রকৃতিবৎ ভগবৎপ্রিয়ত্ব ব্রহ্মভাব—শ্রীমন্মাধ্ব। 'ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়' এস্থলে শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "'ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়' এই কথার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন ব্যাখ্যাকার যে মনে করিয়াছেন—পার্থসারথি (শ্রীকৃষ্ণ) 'সে ব্যক্তি মদ্রূপতা প্রাপ্ত হয়' এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—ইহা তাঁহাদিগের অনবধানতা। কেন না 'এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া' (১৪।২) ইত্যাদি কথায় তিনি আপনিই মোক্ষেও স্বরূপভেদ থাকে বলিয়াছেন। 'কলঙ্কশূন্য হইয়া পরমসাম্য প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতেও মোক্ষে স্বরূপভেদ দৃষ্ট হইতেছে। জীব ও ব্রহ্মের অণুত্ব ও বিভুত্ব আদি ধর্ম্ম যখন নিত্য, তখন তৎকৃত ভেদও সুতরাং নিত্য হইতেছে। অতএব মোক্ষেও জীবের অষ্টগুণবিশিষ্টত্ব *। 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' এ শ্রুতির অর্থ ব্রহ্মসদৃশ হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। 'এব ঔপম্যে ও অবধারণে'—বিশ্বপ্রকাশ, 'বৎ, বা, যথা, তথা, এব, এবং—সাদৃশ্যে'—অমরকোষ। ব্রহ্মসদৃশ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় এরূপ অর্থ না হইলে ব্রহ্ম হওয়ার পর ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথন সঙ্গত হয় না।" ২৬।

তিনি কে, যাঁহাতে অনন্য ভক্তিযোগে গুণাতীতত্ব সাধিত হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ। ২৭।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মের, অব্যয় অমৃতত্বের, নিত্যধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখের আমিই প্রতিষ্ঠা।

ভাব—ব্রহ্মের—প্রকৃতির, মায়ার—শ্রীমন্মাধ্ব, পরমাত্মার—শ্রীমচ্ছঙ্কর, তৎপদবাচ্য সোপাধিক ব্রহ্মের—শ্রীমন্মধুসূদন, বেদের—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; আমি,—সর্ব্বান্তর্যামী, প্রত্যাগাত্মা—শ্রীমচ্ছঙ্কর; প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, ইহাতে স্থিতি করে এই অর্থে প্রতিষ্ঠা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, প্রতিমা—শ্রীমচ্ছ্রীধর, তাৎপর্য্যে পর্য্যবসানস্থান—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। এস্থলে

---

† অষ্টগুণ—বিনষ্টপাপ, জরাশূন্য, মৃত্যুশূন্য, শোকশূন্য, ক্ষুধাহীন, পিপাসাবিহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য অহংশব্দে প্রত্যাগাত্মা বলিয়া 'আমি প্রত্যাগাত্মা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। প্রত্যাগাত্মাতে ব্রহ্ম স্থিতি করেন, এই জন্য প্রত্যাগাত্মা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ইহাই তাঁহার মত। শ্রীমচ্ছ্রীধর প্রতিষ্ঠাশব্দে প্রতিমা গ্রহণ করিয়া 'ঘনীভূত ব্রহ্ম আমি' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ শ্লোকটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"আমিই ব্রহ্মের—বেদের, প্রতিষ্ঠা—তাৎপর্য্যে পর্য্যবসানস্থান; অমৃত—কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়ের তত্ত্বনির্দ্ধারণ দ্বারা অমৃতের সাধন; অব্যয়—অনাদি অনন্ত ও অপৌরুষেয়ত্ববশতঃ অপ্রামাণ্যাশঙ্কারূপ কলঙ্কশূন্য অর্থাৎ স্বতঃ প্রমাণভূত। অব্যয় এই বিশেষণ দ্বারা বেদের অবিরোধি-তর্কসংযুক্ত উপক্রম ও উপসংহারাদির পর্য্যালোচনায় আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইবে এইটী বিচারণাখ্য দ্বিতীয়া ভূমি কথিত হইয়াছে। শাশ্বত এই বিশেষণ দ্বারা হেতু ও ফল উভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক শুভেচ্ছাখ্য প্রথমা ভূমি উক্ত হইয়াছে। কাম্যধর্ম্ম ফল প্রসব করিয়া বিনষ্ট হয়, ভগবানে অর্পিত এই নিত্য ধর্ম্ম সেরূপ বিনষ্ট হয় না বলিয়া ইহা শাশ্বত। জ্ঞানলাভেচ্ছা প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে মোক্ষাখ্য শাশ্বত ফলের হেতু, সুতরাং শাশ্বতের (নিত্যত্বের) প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম প্রাপ্য ফল আমি। সেইরূপ ঐকান্তিক অর্থাৎ বিষয়-ভোগে যে অন্যবিধ সুখ হয় তাহার বিপরীত, এবং স্বরূপভূত যে মোক্ষসুখ তাহারও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা আমিই। এইরূপে নিষ্কাম ধর্ম্ম দ্বারা যে ব্যক্তির চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে তাঁহার যে ঐকান্তিক সুখের ইচ্ছা হয় সেই ইচ্ছাই শুভেচ্ছাখ্য প্রথমা ভূমি।" ব্রহ্ম অপেক্ষা আপনাদের ইষ্টদেবতার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সর্ব্বত্র এই শ্লোকটি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করের পন্থানুসারী শ্রীমন্মধুসূদনও পক্ষান্তরে সেই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পন্থা আশ্রয় করিয়া বলিয়াছেন, "এতাদৃশ ব্রহ্মের যখন আমিই বাস্তবিক স্বরূপ, তখন আমার ভক্ত সংসার হইতে মুক্ত হয় ইহাই শ্লোকের ভাব। ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সেইরূপই বলিয়াছেন—'তুমিই এক আত্মা পুরাণ পুরুষ, সত্য, স্বয়ং জ্যোতি, অনন্ত, সকলের আদি, নিত্য, অক্ষর, নিরবচ্ছিন্ন সুখ, নিরঞ্জন, পূর্ণ, অদ্বয়, উপাধি হইতে মুক্ত, অমৃত।' এখানে সমুদায় উপাধিশূন্য আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম তুমি, ইহাই অর্থ। ব্রহ্মার স্তুতিবাক্য ছাড়াও শুক বলিয়াছেন—'সমুদায় বস্তুর সত্তারূপ অর্থ (Essence) সোপাধিক ব্রহ্ম আপনাতে অবস্থিত। সেই আপনারও সত্তারূপ অর্থ ভগবান্ কৃষ্ণ। এখন তাঁহা ছাড়া কি বস্তু আছে নিরূপণ করা হউক।' সমুদায় কার্য্যবস্তুর ভাবার্থ—সত্তারূপ পরমার্থ আপনাতে—কার্য্যকারণরূপে সমুৎপন্ন সোপাধিক ব্রহ্মে—স্থিতি করিতেছে। কারণ-সত্তার অতিরিক্ত কার্য্যসত্তা স্বীকার করা যাইতে পারে না, এজন্য সেই কারণরূপী ভগবান্ সোপাধিকব্রহ্মের ভাবার্থ অর্থাৎ সত্তারূপ অর্থ ভগবান্ কৃষ্ণ, কেন না নিরুপাধিকেতেই সোপাধিক কল্পিত হইয়া থাকে। যাহা কল্পিত হয় কল্পনার

অধিষ্ঠান হইতে তাহা অতিরিক্ত নহে। ভগবান্ কৃষ্ণ সমুদায় কল্পনার অধিষ্ঠান, তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনিই নিরুপাধিক ব্রহ্মরূপী। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কি পারমার্থিক বস্তু আছে তাহা নিরূপণ করা হউক। তিনিই এক পারমার্থিক বস্তু তাঁহা ছাড়া আর কিছু নাই, এজন্য এখানেও বলা হইয়াছে 'ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা।'' 'এই মহৎ ব্রহ্ম [প্রকৃতি] আমার যোনি' এই কথায় অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে, উপসংহারেও সেই ব্রহ্মশব্দই উল্লিখিত হইয়াছে। উপক্রমেও যে ব্রহ্মশব্দ উপসংহারেও সেই ব্রহ্মশব্দ, এই উপক্রম ও উপসংহারের একতারূপ সরল পথ অনুসরণ করিয়া আমরা এস্থলে ব্রহ্মশব্দের 'প্রকৃতি' এই অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। এ শাস্ত্রের সর্ব্বত্র অহংশব্দে সর্ব্বান্তর্যামী পরিগৃহীত হইয়াছেন, এজন্য অহংশব্দের আর অর্থান্তর সাধন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীমদ্গিরি অধ্যায়ের অর্থসংগ্রহ এইরূপ করিয়াছেন—"এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ যে সংসারের কারণ, এবং পাঁচটি প্রশ্নের * নিরূপণ দ্বারা নিপুণ সম্যক্ জ্ঞান যে সংসারের নিবর্ত্তক, এইটি প্রতিপন্ন করত 'সত্ত্ব রজ ও তমোগুণসমূহ দ্বারা অবিচলিত' ইত্যাদি মুমুক্ষু ব্যক্তির যত্নসাধ্য মুক্তব্যক্তির সহজলক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।" শ্রীমদ্বলদেব এইরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন—"গুণসকলের যোগে সংসার, গুণসকলের অত্যয়ে (বিয়োগে) মোক্ষ। উহার (গুণবিয়োগের) সিদ্ধি হরির প্রতি ভক্তিবশতই হইয়া থাকে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে এইটি বুঝিতে হইবে।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ এইরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন—"ত্রৈগুণ্য অনর্থ (মোক্ষের অন্তরায়), ত্রিগুণাতীতত্ব কৃতার্থতা (মোক্ষসিদ্ধি), উহা ভক্তিতে হয়, অধ্যায়ের এই অর্থ নিরূপিত হইয়াছে।" অদ্বৈতপথাশ্রয়ী শ্রীমন্নরহরি এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"যাঁহাকে পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই গুণাতীত পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে, এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পুরুষোত্তমের ঐক্য সুন্দররূপে স্থাপিত হইয়াছে।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

---

* পঞ্চ প্রশ্ন—(১) কোন্ গুণে? (২) কিরূপে আসক্তি হয়? (৩) গুণসকলই বা কি? (৪) কিরূপেই বা বদ্ধ হয়? (৫) গুণসকল হইতে কিরূপে মোক্ষ হয়? (৪০৬ পৃঃ)

পঞ্চদশ অধ্যায়।

গুণসকল বন্ধনের কারণ এবং তাহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় অনন্য ভক্তিযোগ, অতীত অধ্যায়ে ইহা বলিয়া আচার্য্য অন্তর্যামীর নিজের স্বরূপ সংক্ষেপে বলিয়াছেন। এক্ষণে উহাই সুস্পষ্ট করিবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ। বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান বিনা চিত্তের সংসারবৈমুখ্য এবং ঈশ্বরাভিমুখীনতা সম্ভব নহে, এজন্য বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। এ স্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন :—"কর্ম্মিগণের কর্ম্মফল এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞানসমুচিত ধর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্য জ্ঞানফল সুখ যখন আমার অধীন, তখন ভক্তিযোগে যাহারা আমার সেবা করে তাহারা যখন আমার প্রসাদে জ্ঞানপ্রাপ্তির ক্রমানুসারে গুণাতীত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন আপনার তত্ত্ব যাহারা সম্যক্ জানে তাহারা যে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় তাহা কি আর বলিতে হয়? অতএব অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা না করিলেও আত্মতত্ত্ব বলিবার অভিলাষে ভগবান্ কৃষ্ণ 'ঊর্দ্ধ মূল' ইত্যাদি বলিতেছেন। সংসারের প্রতি বিরক্ত ব্যক্তির ভগবানের তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার অন্য কাহারও নহে, এ জন্য অগ্রে বৈরাগ্যোৎপাদনার্থ সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া তিনি উহার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন :—"ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞভূত প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ শোধন করিলে * বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে পুরুষ একাকার হয়। এই পুরুষের প্রবাহক্রমে প্রকৃতির গুণের সহিত সংসর্গজন্য দেবাদি আকারে প্রকৃতির সহিত উহার সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং এ সম্বন্ধ অনাদি, ক্ষেত্রাধ্যায়ে ইহা কথিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কার্য্য ও কারণ উভয়াবস্থায় গুণসমূহের প্রতি আসক্তিমূলক পুরুষপ্রকৃতির সম্বন্ধ ভগবান্ স্বয়ংই করিয়া দিয়াছেন ইহা বলিয়া গুণের প্রতি কি কি রূপ আসক্তি হয় তাহা সবিস্তার প্রতিপাদনপূর্ব্বক গুণের প্রতি আসক্তিনিবৃত্তি ও তদনন্তর আত্মার যথার্থ ভাবপ্রাপ্তি যে ভগবদ্ভক্তিমূলক, ইহা বলা হইয়াছে। ক্ষর ও অক্ষররূপী বদ্ধ ও মুক্ত উভয়বিধ জীব ভগবানের বিভূতি। সেই বিভূতিস্বরূপ ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয় হইতে বিবিধহেয়গুণের বিপরীত যে নিরবচ্ছিন্নকল্যাণগুণ তদ্বশতঃ ভজনীয় ভগবান্ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং সেই উৎকর্ষবশতঃ তিনি ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের সজাতীয় নহেন

---

* সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ পুরুষের বিশুদ্ধ জ্ঞান মলিন হয়। ইহাতেই এক পুরুষের সহিত অন্য পুরুষের ভেদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সত্ত্বাদির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে উহার স্বরূপ শোধিত হইল, সেই শোধিত স্বরূপে সমুদায় পুরুষ জ্ঞানে একাকার হয়, তাহাদের কোন ভিন্নতা থাকে না।

বলিয়া পুরুষোত্তম, এখন ইহাই বলিতে [শ্রীকৃষ্ণ] আরম্ভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে অক্ষরাখ্য বিভূতির (মুক্ত জীবের) অসংশয়রূপ শস্ত্র দ্বারা বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সেই অক্ষরাখ্য বিভূতির উল্লেখের জন্য বন্ধনাকারে প্রকাশমান ছেদনযোগ্য জড়ের পরিণামবিশেষকে অশ্বত্থবৃক্ষাকারে কল্পনা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন।" শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন 'এই অধ্যায়ে (শ্রীকৃষ্ণ) সংসারের স্বরূপ ও তাহার উচ্ছেদের উপায়বিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন—"বৈরাগ্য বিনা জ্ঞানও হয় না ভক্তিও হয় না, এজন্য ঈশ্বর বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান পঞ্চদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'অব্যভিচারী ভক্তিযোগে যে ব্যক্তি আমার সেবা করে' ইত্যাদি কথায় একান্ত ভক্তিতে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের ভজনা করে সে তাঁহার প্রসাদে তাঁহার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানে ব্রহ্মভাব লাভ করে, ইহা কথিত হইয়াছে। একান্ত ভক্তি বা জ্ঞান অবিরক্ত ব্যক্তির সম্ভবে না, এজন্য বৈরাগ্যের উপদেশপূর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ দেওয়ার অভিলাষে প্রথমে আড়াইটি শ্লোকে রূপকালঙ্কারে সংসাররূপ বৃক্ষের বর্ণন করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন—"জন্ম হইতে বিদ্যমান অষ্টগুণযুক্ত হইয়াও বিজ্ঞান ও আনন্দরূপী জীবের কর্ম্মরূপ অনাদিবাসনা আছে। ভগবানের সঙ্কল্প সেই অনাদিবাসনানুরূপ। সেই সঙ্কল্পেই প্রকৃতির গুণসমূহের প্রতি জীবের আসক্তি হয়। এই গুণের প্রতি আসক্তি বহুবিধ, গুণাতিক্রমও ভগবদ্ভক্তিপ্রধান বিবেকজ্ঞানে হইয়া থাকে। বিবেকজ্ঞান জন্মিলে জীব নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া নিরতিশয় আনন্দযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাতেই স্থিতি করে, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। অনন্তর পূর্ব্বে যে সকল বিষয় বলা হইয়াছে তাহাদের সহিত যোজনা করিবার জন্য বিবেকজ্ঞানের স্থৈর্য্যসম্পাদক বৈরাগ্য, জীবের ভজনীয়ভগদংশত্ব, এবং ভগবদিতর বিষয়াপেক্ষা তাঁহার সর্ব্বোত্তমত্ব পঞ্চদশাধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে। বর্ণনীয় বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমে গুণবিরচিত সংসার বৈরাগ্য দ্বারা ছেদন করিতে পারা যায় দেখিয়া সংসারকে বৃক্ষরূপে এবং বৈরাগ্যকে শস্ত্ররূপে ভগবান্ বর্ণন করিতেছেন।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান্ গুণসকলের ব্যাখ্যা করিয়া 'অব্যভিচারী ভক্তিযোগে যে ব্যক্তি আমার সেবা করে, সে ব্যক্তি গুণসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হয়,' এই কথায় গুণাতিক্রমে ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষ আমার ভজনে লাভ হয় ইহাই বলিয়াছেন। তুমি মনুষ্য, তোমার প্রতি ভক্তিযোগে কিরূপে ব্রহ্মভাব হইবে এই আশঙ্কানিরসনের জন্য আপনার ব্রহ্মস্বরূপতাজ্ঞাপনার্থ 'ব্রহ্মের, অব্যয় অমৃতত্বের, নিত্যধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখের আমিই প্রতিষ্ঠা,' এই সূত্রভূত শ্লোকটি ভগবান্ বলিয়াছেন। এই সূত্রের বৃত্তিস্বরূপ পঞ্চদশাধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিয়া তৎপ্রতি প্রেম ও জ্ঞান দ্বারা লোকে গুণাতীত

হইয়া কি প্রকারে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে এ সংশয়াপনোদক 'ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার মত ইনি মানুষ, ইনি কেন এমন বলেন, এই ভাবিয়া বিস্ময়াবিষ্ট অর্জ্জুন ভয় ও লজ্জায় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক আপনার স্বরূপ বলিবার অভিলাষে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"পূর্ব্বাধ্যায়ে 'ঐকান্তিক সুখের আমি প্রতিষ্ঠা পরাকাষ্ঠা' এইরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই সুখের কি লক্ষণ, কিসের দ্বারা সেই সুখ আবৃত, কোন্ সাধনে উহার আবরণ উন্মুক্ত হয়, কোন্ অধিকারীরই বা তাহা প্রাপ্য, ইত্যাদি বর্ণন করিবার জন্য পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"পূর্ব্বাধ্যায়ে 'অব্যভিচারী ভক্তিযোগে যে ব্যক্তি আমার সেবা করে সে ব্যক্তি গুণ সকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হয়' এইরূপ কথিত হইয়াছে। তুমি মনুষ্য তোমার প্রতি ভক্তিযোগে কিরূপে ব্রহ্মভাব হইবে যদি বল, তাহা সত্য। আমি মনুষ্য বটি, কিন্তু আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা—পরমাশ্রয়। এই সূত্ররূপ বাক্যের বৃত্তিস্বরূপ পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে।"

প্রথমতঃ আচার্য্য সংসারের স্বরূপ বলিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ। ১।

ঊর্দ্ধ যাহার মূল, অধ যাহার শাখা, বেদসকল যাহার পত্র, যাহাকে অব্যয় অশ্বত্থ বলা হইয়া থাকে, তাহাকে যে ব্যক্তি জানে সেই ব্রহ্মবিৎ।

ভাব—ঊর্দ্ধ যাহার মূল,—সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম যাহার মূল—কারণ, কাল হইতেও সূক্ষ্মত্ব, কারণত্ব, নিত্যত্ব ও মহত্ত্বশতঃ ব্রহ্ম ঊর্দ্ধ বলিয়া কথিত হন, মায়াশক্তিযুক্ত সেই ব্রহ্ম যাহার মূল—শ্রীমচ্ছঙ্কর, চতুর্মুখ সকল লোকের উপরে অধিষ্ঠিত, তিনিই আদি, তাঁহারই ঊর্দ্ধমূলত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ, ঊর্দ্ধ বিষ্ণু, ঊর্দ্ধ উত্তম—শ্রীমন্মাধ্ব, ঊর্দ্ধ উত্তম, ক্ষর ও অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট পুরুষোত্তম যাহার মূল—শ্রীমচ্ছ্রীধর, ঊর্দ্ধ সর্ব্বোপরিস্থ সত্যলোক, তথায় প্রধানরূপ বীজ হইতে সমুদিত প্রথম প্ররোহরূপ মহত্তত্ত্ব, সেই মহতত্ত্বাত্মক চতুর্মুখরূপ যাহার মূল—শ্রীমদ্বলদেব ও বিশ্বনাথ, স্বপ্রকাশপরমানন্দত্বজন্য ব্রহ্ম ঊর্দ্ধ, উৎকৃষ্ট, মূলকারণ, অথবা সর্ব্বদা বাধসত্ত্বেও অবাধিত এজন্য ঊর্দ্ধ, সমুদায় সংসাররূপ ভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই মায়াযোগে ইহার মূল—শ্রীমন্মধুসূদন, 'আনন্দ হইতে এই ভূতসকল জন্ম গ্রহণ করে' এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মানুষানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতগুণে প্রবৃদ্ধ আনন্দরূপ সোপানপংক্তির উপরিস্থিত পরমানন্দরূপ অদ্বয় বস্তু—ঊর্দ্ধ, সেই অদ্বয় বস্তু ইহার মূল—মূলকারণ—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; অধ যাহার

শাখা—পশ্চাজ্জাত মহাভূতসকল যাহার শাখা, মহৎ অহঙ্কার তন্মাত্রাদি শাখাসকলের ন্যায় যাহার অঙ্গেতে আছে সেই অধঃশাখ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, স্থাবরান্ত পৃথিবীনিবাসী সকল নর পশু মৃগ পক্ষী কৃমি কীট ও পতঙ্গ অধঃশাখা—শ্রীমদ্রামানুজ, অধঃশব্দে নিম্নস্থ কার্য্যোপাধি হিরণ্যগর্ভাদিকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে, সেই হিরণ্যগর্ভাদি বৃক্ষ শাখার ন্যায় যাহার শাখা—শ্রীমচ্ছ্রীধর ও মধুসূদন, অধঃ অর্থাৎ সত্যলোক হইতে নিম্নস্থ স্বর্লোক ভুবলোক ও ভূলোক, দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও অসুর হইতে নিম্নস্থ স্থাবরান্ত রাক্ষস, মানুষ, পশু, কীট ও পতঙ্গ নানাদিকে প্রসৃত হইয়াছে বলিয়া যাহার শাখা—শ্রীমদ্বলদেব ও বিশ্বনাথ। ঊর্দ্ধাধঃসোপানস্থানীয় শাখার ন্যায় অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র ষোড়শ বিকার, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, প্রজাপতি, সুর,গন্ধর্ব্ব, অসুর নর, তির্য্যক্ ও স্থাবররূপ যাহার শাখা—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; অশ্বত্থ—বটাদি অপেক্ষা শ্বঃ অর্থাৎ চিরস্থায়ী হয় না এই অর্থে অশ্বত্থ, সংসারও চিরস্থায়ী হয় না, অথচ অব্যয়—অক্ষয়, সনাতন, প্রবাহক্রমে স্থায়ী; বেদসকল যাহার পত্র—ঋক্, যজু ও সাম ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদন দ্বারা সংসারের রক্ষক এজন্য পত্র; তাহাকে—সংসারবৃক্ষকে। সংসার ও বেদের মূল ব্রহ্ম, এজন্য সংসার ও বেদের একত্র সন্নিবেশ করা হইয়াছে। শ্রুতিও এজন্য বলিয়াছেন—"ঊর্দ্ধ যাহার মূল, অধ যাহার শাখা, সেই এই সনাতন অশ্বত্থ। তিনিই শুদ্ধ তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন। তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা তিনিই *।" "এ যাহা কিছু এই মহান্ ভূতের নিশ্বসিত; ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ,আঙ্গিরস অথর্ব্ব, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎসকল, শ্লোকসকল, সূত্রসকল, অনুব্যাখ্যানসকল, ব্যাখ্যাসকল, এ সকলই ইঁহার নিশ্বসিত †।" বিষ্ণুপুরাণও বলিয়াছেন—"তিনি বেদময় হইয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যান; তিনি বহুপ্রকারে ভিন্ন শাখাবিশিষ্ট বেদ উৎপাদন করেন। জ্ঞানরূপ ভগবান্ অনন্তই শাখাসকলের প্রণেতা, তিনিই সমস্ত শাখা ‡।" ১।

সেই সংসারবৃক্ষের অপরাপর অবয়বকল্পনা উল্লিখিত হইতেছে :—

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে। ২।

গুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ঊর্দ্ধে এবং অধোতে তাহার শাখা প্রসৃত হইয়াছে। বিষয়সকল তাহার পল্লব, অধোতে মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধ [অবান্তর] মূলগুলি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

ভাব—গুণে—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে; পরিবর্দ্ধিত—স্থূল হওয়া; বিষয় সকল—

* কঠোপনিষৎ ৬।১। † বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।১০।
‡ বিষ্ণুপুরাণ ৩ অং, ৩ অ, ৩০ শ্লোক।

শব্দাদি ; উর্দ্ধে—উৎকৃষ্ট গতিতে ; অধোতে—নীচগতিতে ; শাখা—মনুষ্য পশু আদি ; মনুষ্যলোকে—মর্ত্ত্যলোকে ; কর্ম্মানুবন্ধ—বাসনা হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে বাসনা এইরূপ অনবরত বহমান ভাব ; মূলগুলি—জটা, উপজটা। ২।

সংসারবৃক্ষের এইরূপ অদৃশ্য স্বরূপের উল্লেখ করিয়া তচ্ছেদনে সংসারনিবৃত্তি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

> ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
> অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা। ৩।
> ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
> তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী। ৪।

ইহলোকে সেরূপ ইহার রূপ কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহার অন্তও নাই, আদিও নাই, ইহার স্থিতিও নাই। নিরতিশয় বদ্ধমূল এই অশ্বত্থকে অনাসক্তিরূপ সুদৃঢ় শস্ত্রে ছেদন করিয়া, তদনন্তর 'যাঁহা হইতে চিরন্তন সংসারপ্রবাহ প্রবৃত্ত হইয়াছে সেই আদিপুরুষকে আশ্রয় করি' এই বলিয়া সেই স্থান অন্বেষণ করিবে যেখানে গিয়া আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

ভাব - উপলব্ধি করিতে পারে না—নিখিল জগৎ ও জীবের একত্র উপলব্ধি অসম্ভব, এজন্য উহা উপলব্ধিগোচর হয় না ; ইহার অন্তও নাই আদিও নাই—অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্ম ইহার মূল তজ্জন্য সংসারও আদ্যন্তহীন ; স্থিতিও নাই—মূলে দৃষ্টির অভাববশতঃ ইহা কিরূপে স্থিতি করিতেছে তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় না ; এই অশ্বত্থকে—সংসার বৃক্ষকে ; অনাসক্তিরূপ—বৈরাগ্যরূপ ; পুনরাবৃত্তি হয় না—সংসারগতি প্রাপ্ত হয় না, 'ইনিই ইহার পরম লোক' এই ন্যায়ে সেই পরব্রহ্মেতেই বাস হয়। ৩। ৪।

সেই স্থান কাহারা প্রাপ্ত হয়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

> নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
> দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ। ৫।

বিশেষরূপে যাঁহাদের অভিমান ও মোহ নাই, আসক্তিদোষ জয় হইয়াছে, আত্মজ্ঞানে যাঁহারা স্থিরনিষ্ঠ, বিশেষরূপে যাঁহাদের কামনা নিবৃত্ত হইয়াছে, সুখদুঃখের প্রতি আসক্তিবশতঃ যে শীতোষ্ণাদি [অসহনশীলতা] যাঁহারা তদ্বিমুক্ত, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভাব—অভিমান—দর্প; মোহ—মিথ্যাভিনিবেশ; আসক্তি—বিষয়াসক্তি; আত্মজ্ঞান—আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধজ্ঞান; স্থিরনিষ্ঠ—তৎপর; অব্যয়—চিরন্তন, শাশ্বত; পদ—স্থান। ৫।

সেই স্থান কিরূপ আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। ৬।

সে স্থানকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি আলোকিত করে না। যেখানে গিয়া আর নিবৃত্তি হয় না, তাহাকেই আমার পরমধাম জানিবে।

ভাব—নিবৃত্তি হয় না—সংসারগতিপ্রাপ্তি হয় না; ধাম—লোক, বৈষ্ণবপদ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, পরম জ্যোতি, আমার বিভূতিভূত আমার অংশ—শ্রীমদ্রামানুজ, স্বরূপ—শ্রীমচ্ছ্রীধর ও বলদেব, স্বরূপাত্মক পদ—শ্রীমন্মধুসূদন, অপকৃষ্টবৃত্তিরূপ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র, অন্তর্জ্যোতি, চিন্মাত্র, আমার এরূপ বলা রাহুর শিরের মত উপচারমাত্র, * বস্তুতঃ আমা হইতে অভিন্ন স্বয়ম্প্রকাশ জ্যোতি—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট অজড় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বপ্রকাশক তেজ—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ। বস্তুতঃ 'ইনিই ইহার পরমলোক' এই ন্যায়ে "সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র ও তারকা প্রকাশ পায় না, এই সকল বিদ্যুতও প্রকাশ পায় না, এই অগ্নি কিরূপে প্রকাশ পাইবে? তিনি প্রকাশ পাইতেছেন তাহাতেই সকলে প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহারই দীপ্তিতে এ সকলে দীপ্তিমান্।"—এতদনুসারে সকলের প্রকাশক পরব্রহ্মই 'আমার ধাম' ইহা প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ যে হরিবংশের এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"সেই নিরতিশয় পরম ব্রহ্ম সমুদায় জগৎকে বিভাগ করিতেছেন। হে ভারত, জানিও উনি আমার ধাম তেজ।"—উহা "আমি ব্রহ্মের [প্রকৃতির] প্রতিষ্ঠা" এতদনুসারে মহৎ হইতেও মহৎ চিচ্ছক্তিরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া সেখানে ওরূপ বলা হইয়াছে জানিতে হইবে। ৬।

সে জীব কে? যখন সংসারবন্ধনমোচন হইবে, কোথা হইতেই বা তাহার সংসারের সহিত সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়? আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি। ৭।

জীবলোকে জীবভূত আমার নিত্যকালস্থায়ী অংশ প্রকৃতিস্থ পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ভাব—আমার—অন্তর্যামীর; নিত্যকালস্থায়ী—সনাতন, নিয়ত একরূপ; অংশ—

* শির ভিন্ন রাহু আর কিছুই নহে, অথচ রাহুর শির বলা উপচারমাত্র। আত্মাই আমি অথচ আমার আত্মা, এইরূপ আমরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি।

অংশের মত অংশ, 'জ্ঞান ও অল্পজ্ঞান' এই শ্রুতিবচনে পরিমিত চিৎখণ্ড। অতএবই শ্রুতি বলিয়াছেন—"যেমন প্রদীপ্ত অনল হইতে তৎসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তেমনই, হে সৌম্য, সেই অক্ষর হইতে বিবিধ সত্তা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই প্রবেশ করে *।" সেইরূপ বৃহদারণ্যকেও উক্ত হইয়াছে—"উর্ণনাভ যেমন তন্তু সকল নিঃসৃত করে, অগ্নি হইতে যে প্রকার স্ফুলিঙ্গ সকল বাহির হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ, সমুদায় লোক, সমুদায় দেবতা, সমুদায় ভূতসকল বিনিঃসৃত হয় †।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে 'সমুদায় প্রাণ' এস্থলে 'এই সকল আত্মা' এরূপ পাঠ অসঙ্গত নয়, কেন না সেই বৃহদারণ্যকেই "এই আত্মাতে সমুদায় ভূত ও এই সকল আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে' ‡, এরূপ উক্ত আছে। প্রকৃতিস্থ—প্রকৃতিতে বিলীন; আকর্ষণ করিয়া থাকে—প্রকৃতি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। দর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ ও স্পর্শশক্তি আত্মনিষ্ঠ, ইহারা প্রকৃতির সংসর্গে স্ফূর্ত্তি পায়, কর্ণবিবরাদিতে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং তাহা হইতেই বাক্ পাণি আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, এ জন্যই আর তাহাদিগের স্বতন্ত্র উল্লেখ হয় নাই। ৭।

সেই ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া জীব কি করে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

> শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
> গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ। ৮।

যখন শরীরের স্বামী (জীব) শরীর লাভ করে অথবা শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন বায়ু যেমন গন্ধযুক্ত পদার্থ হইতে গন্ধ সকল লইয়া যায়, এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে সেই শরীরীও সেই ভাবে লইয়া যায়।

ভাব—স্বামী—শরীরী; গন্ধযুক্ত পদার্থ হইতে—কুসুমাদি হইতে। মন না বলিয়া 'ষষ্ঠ মন' এই যে বলা হইয়াছে তাহাতেই 'দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তির বিলোপ হয় না' 'মনের দ্বারা দেখে, মনের দ্বারাই শ্রবণ করে' ইত্যাদি বচনানুসারে মনেতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ অন্তর্ভূত ইহাই বুঝাইতেছে। ৮।

মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অধিষ্ঠান করিয়া জীব বিষয় সকল ভোগ করে আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

> শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
> অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে। ৯।

---

* মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১।১। † বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।১।২০।

‡ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৫।১৫।

চক্ষু, শ্রোত্র, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও মন অধিষ্ঠান করিয়া জীব বিষয় সেবা করে।

ভাব স্পর্শ—ত্বগিন্দ্রিয়; বিষয়—শব্দাদি। ৯।

সেই জীবকে মূঢ়গণ দেখিতে পায় না পণ্ডিতগণ দেখিতে পান, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ। ১০।

গুণান্বিত জীব শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে অথবা তাহাতে স্থিতি করিতেছে, অথবা বিষয় ভোগ করিতেছে, মূঢ়েরা তাহাকে দেখিতে পায় না জ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিগণ দেখিয়া থাকেন।

ভাব—গুণান্বিত—চৈতন্যগুণযুক্ত, সুখ দুঃখ মোহাদি গুণানুগত—শ্রীমচ্ছঙ্কর, প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণময় পরিণামবিশেষ হইতে মনুষ্যাদি আকার উৎপন্ন হয়, সেই আকারবিশিষ্ট দেহসংসৃষ্ট—শ্রীমদ্রামানুজ; ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত—শ্রীমচ্ছ্রীধর; দেখিতে পায় না—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় করিতে পারে না; দেখিয়া থাকেন—প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অবিবেকী ব্যক্তিগণ শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে সমর্থ হয় না, যাঁহারা সাধনদ্বারা বিবেকদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করেন। ১০।

বিনা প্রযত্নে আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় না আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ। ১১।

যত্নশীল যোগিগণ দেহস্থিত জীবকে দেখিতে পায়, অযতাত্মা অবিবেকী ব্যক্তিগণ যত্ন করিয়াও ইহাকে দেখিতে পায় না।

ভাব—যোগিগণ—যোগানুষ্ঠায়িগণ; অযতাত্মা—অসংস্কৃতচিত্ত, দুশ্চরিত্র হইতে অনিবৃত্ত। এ সম্বন্ধে শ্রুতি এই—"যে ব্যক্তি দুরাচার হইতে বিরত হয় নাই, শান্ত হয় নাই, সমাহিত হয় নাই, যাহার মন এখনও বিষয়স্পৃহার অতীত হয় নাই, সে কেবল জ্ঞান দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হয় না *।" ১১।

'সূর্য্য তাঁহাকে আলোকিত করে না' ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মা যে জগতের অতীত তাহা বলা হইয়াছে, এখন তিনি যে জগদ্গত তাহাই দেখাইবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

---

* কঠোপনিষৎ ২।২৪।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ । ১২ ॥

আদিত্যগত যে তেজ সমুদায় জগৎকে আলোকিত করে, যে তেজ চন্দ্রেতে ও অগ্নিতে অবস্থিতি করে, সে তেজ আমারই জানিও।

ভাব—সূর্য্যালোকে প্রকাশমান বিবিধ মর্ত্ত্যলোক অভিপ্রায় করিয়া আচার্য্য "আদিত্য সমুদায় জগৎকে আলোকিত করে' এইরূপ বলিয়াছেন। যে সকল লোকে সূর্য্যালোকের প্রসর নাই সে সকল লোক চিন্ময়, অপুনরাবর্ত্তী এবং সেই সকল ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ যাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপাবির্ভাবে নিবিষ্টচেতা, ইহাই তত্ত্ব । ১২ ॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ । ১৩ ।

আমিই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় বলে ভূত সমুদায়কে ধারণ করিয়া আছি, আমিই রসাত্মক সোম হইয়া সমুদায় ওষধি সৃষ্টি করিয়া থাকি। ১৩ ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ । ১৪ ।

আমিই বৈশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহে অবস্থিতি করি, আমি প্রাণ ও অপান বায়ু সহ সংযুক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করিয়া থাকি।

ভাব—আমি—অন্তর্যামী ; বৈশ্বানর—জঠরাগ্নি ; প্রাণ ও অপান—জঠরাগ্নির উদ্দীপক বায়ু ; চতুর্ব্বিধ অন্ন—ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, চোষ্য, 'যাহা দন্ত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করা হয় তাহা ভক্ষ্য যথা পিষ্টকাদি, যাহা কেবল জিহ্বা দ্বারা আলোড়ন করিয়া গলাধঃকরণ করা হয় তাহা ভোজ্য যথা পায়সাদি, জিহ্বাতে নিক্ষেপপূর্ব্বক ক্রমশ রসাস্বাদ করিতে করিতে যাহা গলাধঃকরণ করা হয় তাহা লেহ্য যথা দ্রবীভূত গুড়াদি, দন্ত দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া রসাংশগলাধঃকরণপূর্ব্বক যাহার অবশিষ্ট ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা চোষ্য যেমন ইক্ষু প্রভৃতি'—শ্রীমচ্ছ্রীধর। ভক্ষ্যকে চর্ব্ব্যও বলে। ১৪ ॥

পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী হইয়া সকলেতে স্থিতি করেন আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ । ১৫ ।

আমিই সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও

তাহার অপগম হইয়া থাকে, সকল বেদের দ্বারা আমিই বেদ্য, আমিই বেদান্তকৃৎ; আমিই বেদবিৎ।

ভাব—স্মৃতি—পূর্ব্বে যাহা অনুভূত হইয়াছে তদ্বিষয়ক স্মরণ; জ্ঞান—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধঘটিত জ্ঞান; অপগম—বিলোপ সাধন; বেদান্তকৃৎ—প্রসিদ্ধ বৈদিকসম্প্রদায় সকলের প্রবর্ত্তক, জ্ঞানদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; বেদবিৎ—বেদার্থবিৎ। অন্তর্যামী হইতে স্মৃতি ও জ্ঞানের অপগম কি প্রকারে হয় ইহা জিজ্ঞাসা করিলে এই বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের স্মৃতি ও জ্ঞান থাকে তাহার স্থান অধিকার করিয়া নূতন বিষয়সকলের স্মৃতি ও নবীন জ্ঞানের সঞ্চার হয়, সুতরাং অপগম বা অপসারণও অন্তর্যামীর কার্য্য। 'এই মহান্ ভূতের নিশ্বসিত' ইত্যাদিতে বেদ, বেদান্ত, সূত্র, ব্যাখ্যানাদি সকলই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জানিতে হইবে। ১৫।

এইরূপে সংক্ষেপে বিভূতি এবং সর্ব্বান্তর্যামিত্বের উল্লেখ করিয়া পুরুষত্রয়ের নির্ণয়স্বরূপ আচার্য্য সমুদায় বেদান্তের তাৎপর্য্য বিবৃত করিতেছেন :—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। ১৬।

ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ বিদ্যমান। সমুদায় ভূতকে ক্ষর এবং কূটস্থকে অক্ষর বলিয়া থাকে।

ভাব—কূটস্থ—নিত্য, অবিকারী। বেদান্ত সকলেতে—অধিভূত, অধ্যাত্ম, এবং অধিদৈবত—এই ত্রিবিধ ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন বৃহদারণ্যকে *—'মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ রূপ' এই বলিয়া ক্ষিতি, অপ্ ও তেজোরূপ মূর্ত্তের দেবতা আদিত্য, এবং বায়ু ও অন্তরিক্ষরূপ অমূর্ত্তের দেবতা আদিত্যমণ্ডলগত পুরুষ—উক্ত হইয়াছে। এই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপ আবার অধিভূতান্তর্গত। মূর্ত্তে চক্ষু, অমূর্ত্তে প্রাণ অধ্যাত্ম, সেস্থলে পুরুষই অধিদৈবত। এজন্যই আচার্য্য বলিয়াছেন "স্বভাবই আত্মতত্ত্ব (অধ্যাত্ম) বলা যায় †" "নশ্বর সত্তা অধিভূত, পুরুষ অধিদৈবত ‡।" পূর্ব্বে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "স্বভাব আপনার ভাব, স্বরূপই আত্মতত্ত্ব, প্রকৃতির সহিত সংসর্গবশতঃ দেহে ভোক্তৃরূপে যিনি প্রকাশিত হন তিনি আত্মস্বরূপ" "যাহা কিছু বিনাশ হয়, যাহা কিছু জন্মগ্রহণ করে, তাহাই অধিভূত" "সমষ্টি বিরাট্‌কে পুরুষ বলে, এই পুরুষ অধিদৈব। অগ্নি ও আদিত্যাদি দেবগণকে লইয়া ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের শক্তিদান করিয়া থাকেন, এই জন্য ইনিই অধিদৈবত।" এ শ্লোকে এই তত্ত্বেরই নবীনতর প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। জন্মশীল বস্তুসংসর্গী পুরুষ ক্ষর, অতএব ক্ষর শরীরের প্রতি অভিনিবেশ-

---

* বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৩। † গীতা ৮ অ, ৩ শ্লোক।
‡ গীতা ৮ অ, ৪ শ্লোক।

বশতঃ বদ্ধ জীব, অক্ষর শরীরানপেক্ষী আপনার স্বরূপে বর্ত্তমান মুক্ত জীব। শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—"সে স্থলে ক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্ট পুরুষ জীবশব্দে উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত ক্ষরণস্বভাব অচিৎসংসৃষ্ট সমুদায় ভূত এই ক্ষর পুরুষ। এখানে অচিৎসংসর্গরূপ এক উপাধিযোগে 'পুরুষ' এইরূপ একত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্ট পুরুষ—কূটস্থ অচিৎসংসর্গবিযুক্ত স্বরূপে অবস্থিত—মুক্তাত্মা। তাঁহার অচিৎসংসর্গ না থাকায় তিনি অচিতের পরিণামবিশেষ ব্রহ্মাদি-দেহ-সাধারণ নন বলিয়া তাঁহাকে কূটস্থ বলা হয়। এখানেও একত্ব নির্দ্দেশ অচিদ্বিযোগরূপ এক উপাধিযোগে কথিত হইয়াছে।" শ্রীমচ্ছঙ্কর অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ক্ষরণ (বিনাশ) হয় এই অর্থে ক্ষর বিনাশশীল একটি রাশি (সমষ্টি), অপরটি তদ্বিপরীত অক্ষর পুরুষ। ভগবানের মায়াশক্তি ক্ষরাও এই পুরুষের উৎপত্তির বীজ। অক্ষর পুরুষকে অনেক সংসারী জীবের কাম ও কর্ম্মাদি-সংস্কারের আশ্রয় বলা হয়। স্বয়ং ভগবান্‌ই সেই দুই পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন,—সমুদায় ভূত অর্থাৎ সমুদায় বিকার ক্ষর, কূটস্থ অক্ষর। কূট অর্থাৎ রাশির মত স্থিত, অথবা......অনেক মায়াবঞ্চনাদি প্রকারে স্থিত। সংসারবীজের আনন্ত্যবশতঃ কূটস্থ ক্ষরে না এজন্য উহাকে অক্ষর বলা হয়।" শ্রীমন্মধুসূদন শ্রীমচ্ছঙ্করেরই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"ক্ষর বিনাশী, উহা সমুদায় প্রাণবান্ ভূত। কর্ম্মক্ষয়ে সুপ্তি, প্রলয় ও কৈবল্যাদিতে উপাধিনাশের পরেই জল ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বভূত জীব বিনাশশীল। শ্রুতিও বলিয়াছেন 'এই বিজ্ঞানঘন এই সকল ভূত হইতে উত্থান করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশ পায়।' কূটস্থ—নির্ব্বিকার, মারোপাধি অক্ষর। ইহার উপাধি কর্ম্মজনিত নহে সুতরাং তাহার নাশ সম্ভবে না। অপিচ উপাধিদোষের ইনি বশীভূত হন না; সুতরাং ইহার ক্ষরণ হয় না, স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি হয় না, এজন্য ইনি অক্ষর।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন—"সমুদায় ভূত, ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত শরীর—ক্ষর পুরুষ; অবিবেকী লোকের নিকটে শরীরসকলেতেই পুরুষত্ব প্রসিদ্ধ। কূট—রাশি, শিলারাশি; কেহ বিনাশ পাইলেও পর্ব্বতের ন্যায় নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করেন এজন্য কূটস্থ চেতন—ভোক্তা; বিবেকিগণ তাঁহাকেই অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন।" শ্রীমদ্বলদেব শ্রীমদ্রামানুজেরই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "আপনার স্বরূপ হইতে ক্ষরণ হয় বিচ্যুতি হয় এজন্য ক্ষর জীব, স্বরূপ হইতে ক্ষরণ হয় না, এজন্য অক্ষর ব্রহ্মই।" ১৬।

এইরূপে পুরুষদ্বয়ের কথা বলিয়া তৃতীয় নিয়ন্তা পুরুষের কথা আচার্য্য বলিতেছেন :—

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ। ১৭।

এ ব্যতীত আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা

বলিয়া উক্ত হয়েন, যিনি নির্ব্বিকার ঈশ্বর, লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে পালন করিতেছেন।

ভাব— এ ব্যতীত—ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ ব্যতীত, তাহাদিগের হইতে অন্যপ্রকার; উত্তমপুরুষ—শাস্ত্রসকলেতে অপরোক্ষভাবে অহংশব্দবাচ্য পরমাত্মা—আত্মত্বে ক্ষর হইতে এবং পরমত্বে অক্ষর হইতে অন্যবিধ; উক্ত হয়েন—শ্রুতিতে কথিত হয়েন, যথা "ইহাকে পরব্রহ্ম বলে; ইহাতে ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতা তিনই সুপ্রতিষ্ঠিত। ইনি অক্ষর। ব্রহ্মবিদ্গণ [অন্নময়াদি ব্রহ্ম হইতে] ইঁহার ভিন্নতা প্রত্যক্ষ করত ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মেতে অভিন্নভাবে স্থিতিপূর্ব্বক জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। ক্ষর ও অক্ষর—ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এ উভয় সংযুক্ত এই বিশ্বকে ঈশ্বর পোষণ করেন। যে আত্মা ঈশ্বর নহে সে ভোক্তৃভাব হইতে চেতনা লাভ করে এবং দেবকে জানিয়া সকল পাশ হইতে বিমুক্ত হয়। জ্ঞান এবং অল্পজ্ঞান দুইই অজ, একটি ঈশ আর একটি অনীশ। অজা [প্রকৃতি] এক, ইনি ভোক্তার ভোগ্যবিষয়যুক্তা। আত্মা অনন্ত বিশ্বরূপ ও অকর্ত্তা। সাধক [ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি] এ তিনকে যখন পাইলেন, তখন এই ব্রহ্মকে পাইলেন *।" নির্ব্বিকার—অব্যয়, বৈষম্যাদিদোষশূন্য।

উপনিষৎসকলেতে 'পরমাত্মা' ব্রহ্মের এই বিশেষ নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। এক প্রশ্নোপনিষদে সুষুপ্তিতে পুরুষের 'পর আত্মাতে' স্থিতি উল্লিখিত আছে, যথা "হে সৌম্য, পক্ষিসকল যেমন বাসবৃক্ষে স্থিতি করে তেমনি সে সকল পর আত্মাতে স্থিতি করে।" † "ইনি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। তিনি পর অক্ষর আত্মাতে স্থিতি করেন ‡।" অন্য উপনিষদে ইনি প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছেন। "সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা, (জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়া সুষুপ্তিতে) একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভোক্তা, চেতোমুখ প্রাজ্ঞ তৃতীয় পাদ। ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের উৎপত্তিস্থান, ইনি সমুদায় ভূতের উদ্ভব ও প্রলয়ের স্থান।" § "এই নির্ম্মলাত্মা এই শরীর হইতে উত্থান করিয়া পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত্যনন্তর আপনার রূপে সম্পন্ন হন। তিনি উত্তম পুরুষ ‖।" এস্থলে এ উত্তমপুরুষ কে? জীব বা পরমাত্মা? "শরীর হইতে উত্থিত জীবকেই উত্তম পুরুষ বলিয়া [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন"—শ্রীমচ্ছঙ্কর। "যিনি প্রাপ্য পরম জ্যোতি তাঁহারই পুরুষোত্তমত্ব। যাঁহার তিরোধান নিবৃত্ত হইয়াছে, যিনি পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়াছেন, সেই প্রত্যাগাত্মার ব্রহ্মলোকে যথেষ্ট ভোগপ্রাপ্তি হয়"—শ্রীমদ্রামানুজ। বস্তুতঃ

* শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১। ৭—৯। † প্রশ্নোপনিষৎ ৪। ৭।
‡ প্রশ্নোপনিষৎ ৪। ৯। § মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। ৫। ৬।
‖ ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮। ১২। ৩।

আবির্ভূতস্বরূপত্বই এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্রুতির ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "ক্ষর ও অক্ষর, ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত এ উভয়াপেক্ষা ইহাকেই গীতা উত্তম পুরুষ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।" ১৭।

পরমাত্মাই যে 'উত্তম পুরুষ', নাম নির্ব্বাচনদ্বারা আচার্য্য তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন:—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ। ১৮।

যেহেতুক আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষরাপেক্ষাও উত্তম, অতএব আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভাব—আমি—অন্তর্য্যামী ; ক্ষরের অতীত—দেহেতে যাহাদিগের চিত্ত অভিনিবিষ্ট তাহারা পরমাত্মবিমুখ, সুতরাং তিনি তাহাদিগের অনুভূতি অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, যদি তাহা না হইবে তাহা হইলে সর্ব্বাতীত হইয়াও তিনি যখন সকলের নিয়ন্তা ও সর্ব্বগত, তখন ক্ষরের অতীত এরূপ বলা কখন সঙ্গত হইত না। অক্ষরাপেক্ষাও উত্তম—আপনার স্বরূপে অবস্থিত মুক্ত পুরুষ হইতেও উত্তম। লোকে—জনসমাজে। বেদে......প্রসিদ্ধ–শ্রুতিতে মুক্ত পুরুষের যে উত্তমত্ব প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কেবল পরমাত্মার স্বরূপের আবির্ভাববশতঃ, সুতরাং অক্ষরাপেক্ষাও পরমাত্মা উত্তম। বেদ বলিতে এখানে ঋক্ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে, কেন না বেদে পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম কাহারও উল্লেখ নাই। উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে 'তিনি উত্তম পুরুষ' এই একটিমাত্র বচনে 'পরম জ্যোতির' পুরুষোত্তমত্ব উল্লিখিত আছে। শ্রুতি পুরাণকে পঞ্চম বেদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—"ইতিহাস পুরাণ বেদসকলের মধ্যে পঞ্চম বেদ *।" ইতিহাস পুরাণে সর্ব্বত্র পরমাত্মা পুরুষোত্তমরূপে প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ,—'কূটস্থ অক্ষর' এ স্থলে জ্ঞানিগণের উপাস্য ব্রহ্ম, 'পরমাত্মা' এ স্থলে যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মা নির্দ্ধারণ করিয়া এই শ্লোকে 'ভক্তগণের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবান্ পুরুষোত্তম কথিত হইয়াছেন',—এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি যে এই কথা গুলি বলিয়াছেন সে গুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত—"এখানে যদিও একই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বস্তু ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে উক্ত হইয়াছেন, কেন না ষষ্ঠ স্কন্ধের উক্তি অনুসারে পরব্রহ্মের যখন দুটি স্বরূপ হইতে পারে না, তখন স্বরূপতঃ বা বস্তুতঃ কোনই ভেদ নাই। ব্রহ্মবস্তু অভিন্ন হইলেও সেই সেই উপাসকদিগের সাধনে ও ফলে যখন ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ভেদ না থাকিলেও ভেদের মতই ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের উপাসকগণের তত্তৎ-

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।১।১৪।

প্রাপ্তির সাধন যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ; জ্ঞান ও যোগের বস্তুতঃ ফল মোক্ষই, ভক্তির ফল কিন্তু সপ্রেম পার্ষদত্ব। এস্থলেও ভক্তি বিনা জ্ঞান ও যোগে .....মোক্ষ হয় না এজন্য ব্রহ্মোপাসক ও পরমাত্মোপাসকগণের নিজ নিজ সাধনের ফলসিদ্ধির জন্য ভগবানের প্রতি ভক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবানের উপাসকগণ আপনার সাধনের ফলসিদ্ধিজন্য না ব্রহ্মোপাসনা করেন, না পরমাত্মার উপাসনা করেন।......ভগবানের উপাসনাতে স্বর্গ অপবর্গ ও প্রেমাদি সকল ফলই লাভ করিতে পারা যায়, ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসনায় প্রেমাদি লাভ করিতে পারা যায় না। সুতরাং [স্বরূপতঃ ও বস্তুতঃ] অভেদ হইলেও ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অপেক্ষা ভগবানের উৎকর্ষ উক্ত হইয়া থাকে, যেমন তেজোরূপে অভেদ হইলেও জ্যোতি, দীপ ও অগ্নিপুঞ্জ মধ্যে শীতাদি ক্লেশ ক্ষয় করে এজন্য অগ্নিপুঞ্জেরই শ্রেষ্ঠত্ব। সেস্থলেও আবার যেরূপ অগ্নিপুঞ্জ হইতেও সূর্য্যের সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে পরমোৎকর্ষ।" এস্থলে 'বস্তুতঃ ও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই' একথা বলিয়া ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ বলা কদাপি সিদ্ধ হয় না। সাধনে ও ফলে ভেদ দর্শন করিয়া যে ভেদ স্থির করা হয় সে ভেদ পরব্রহ্মেতে নহে সাধকগণেতেই। সাধকগণের ভেদ পরব্রহ্মেতে আরোপ করা কখন যুক্তিপথসঙ্গত নহে। উপাসকগণের সাধন ও ফলে যখন ভেদ দর্শন করা যায়, তখন 'ভেদের মত ব্যবহার করিতে হইবে' এই বাক্যের মধ্যে 'মত' এই পদটি দেখাইতেছে যে, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ যুক্তির পথ ছাড়িয়া কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ক্ষমার যোগ্য। ভগবানের উপাসকগণ ব্রহ্মোপাসনা ও পরমাত্মোপাসনা করেন না এই যে বলা হইয়াছে তাহার কোন মূল নাই। কেন না ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানেতে বস্তুতঃ ও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। অপিচ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা এ দুইয়ের উপাসনাতে ব্যাপিত্বে ও সর্ব্বগতত্বে ভগবানেরও গ্রহণ ঘটিতেছে। ইহার তত্ত্ব দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যদি আচার্য্য পরমাত্মা হইতেও উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা করিতেন, তাহা হইলে 'অক্ষর হইতে' এই কথার পর 'পরমাত্মা হইতে' এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ করিতেন; 'উত্তম' শব্দ বিন্যস্ত করিয়া তাহা হইতে পুরুষোত্তম এরূপ নাম নির্ব্বাচন করিতেন না। ১৮।

পরমাত্মাকে পুরুষোত্তমরূপে জানিয়া তাঁহাকেই সাধক জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি দ্বারা ভজনা করিয়া থাকেন আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত। ১৯।

যে ব্যক্তি বিমূঢ়মতি না হইয়া আমায় এইরূপে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সর্ব্ববিধ জ্ঞানলাভ করিয়া সর্ব্বভাবে আমারই ভজনা করিয়া থাকে।

ভাব—বিমূঢ়মতি না হইয়া—সম্মোহবৰ্জ্জিত হইয়া—শ্রীমচ্ছঙ্কর, দেহাদিতে আত্মীয় বুদ্ধিবিরহিত হইয়া—শ্রীমদ্গিরি, নিশ্চিতমতি হইয়া—শ্রীমচ্ছ্রীধর, পুরুষোত্তমত্বে সংশয় রহিত হইয়া—শ্রীমদ্বলদেব, বাদিগণের বাদে মোহপ্রাপ্ত না হইয়া—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ, রাগদ্বেষাদিপ্রযুক্তমোহবিমুক্ত হইয়া; আমায়—সর্ব্বান্তর্যামীকে; এইরূপে—যেরূপে বলা হইয়াছে তদ্রূপে; সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ করিয়া—সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হইয়া; সমগ্র ভাবে—সর্ব্ববিধ ভজনপ্রকারে। সাংখ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ আছে পুরুষোত্তম নাই, যোগে জ্ঞানদাতা ঈশ্বর আছেন ত্রিভুবনের ভর্ত্তা নাই, নিগুর্ণবাদে কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ঈশ্বর নাই, সগুণবাদে নির্ব্বিকার অব্যয় ঈশ্বর নাই। যে ব্যক্তি এই শাস্ত্রোক্ত পুরুষোত্তমকে জানেন, তিনি এ সকল বাদের নিখিলতত্ত্বজ্ঞ হন। এ জন্য 'সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ করিয়া' এ বাক্যটি দেখাইতেছে যে, সে ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা সকলই জানেন। ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণের ভগবান্‌কে আরাধনা করিবার বিধিও ভিন্ন, পুরুষোত্তমজ্ঞ সেরূপ ভিন্ন ভিন্ন আরাধনাবিধির অনুসরণকারী নহেন, তিনি কিন্তু 'সমগ্র ভাবে' সর্ব্ববিধভজনপ্রকারে তাঁহাকে ভজনা করেন, অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি এই ত্রিবিধ ভজনের উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। ১৯।

শ্লোকত্রয়ে সকল শাস্ত্রের নিগূঢ়তম তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া আচার্য্য সেই শাস্ত্রানুসরণের ফল বলিতেছেন :—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত। ২০।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

হে অনঘ, আমি তোমায় এই গুহ্যতম শাস্ত্র বলিলাম। ইহা বুঝিলে, হে ভারত, মনুষ্য বুদ্ধিযুক্ত এবং কৃতকৃত্য হয়।

ভাব—আমি—সর্ব্বান্তর্যামী; গুহ্যতম—ভিন্ন ভিন্ন পথাশ্রয়ী একদেশিগণের নিকটে প্রচ্ছন্ন; বুঝিলে—বোধের বিষয় অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় করিলে; বুদ্ধিযুক্ত—বিবেকজ্ঞানযুক্ত; কৃতকৃত্য—নিখিল কর্ত্তব্য সাধনে কৃতার্থ, ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়াতে সফলমনোরথ; বুদ্ধিমান্ পরোক্ষজ্ঞানী অপরোক্ষজ্ঞানী হইয়া কৃতকৃত্য হয়—শ্রীমদ্বলদেব। প্রহ্লাদ ভালই বলিয়াছেন—"ধর্ম্ম অর্থ কাম এই যে ত্রিবর্গ কথিত হইয়াছে, আত্মবিদ্যা, ত্রয়ী, নীতি, দম, বিবিধ প্রকারের বার্ত্তাশাস্ত্র, এ সকল নিগমের তত্ত্ব আমি মনে করি আপনার সুহৃদ পরমপুরুষে নিজের আত্মসমর্পণ * ।" প্রকৃতি, পুরুষও পরম পুরুষের যে তত্ত্ব অন্যত্র অপরিস্ফুট আছে, এই অধ্যায়ে আচার্য্য তাহা

* ভাগবত ৭ স্কন্ধ ৬অ, ২৬ শ্লোক।

পরিষ্কাররূপে বর্ণন করিয়াছেন, এ জন্য এ অধ্যায়কে সকল অধ্যায়ের সার বুঝিতে হইবে। শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন "যদিও সমুদায় গীতাকে শাস্ত্র বলে তথাপি প্রশংসার নিমিত্ত এ স্থলে এই অধ্যায়কে সকল অধ্যায়গুলির সার বলিয়া জানিতে হইবে। প্রস্তাবক্রমে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের অর্থ সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।" গীতার্থসারসংগ্রহে ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—"এ স্থলে এই তাৎপর্য্যার্থ, আত্মা ব্রহ্মের অংশ, দেহাদির অতিরিক্ত, চিদ্রূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মক, কার্য্যকারণবিনির্ম্মুক্ত এ জন্য প্রপঞ্চাতীত। অখণ্ড একরস ব্রহ্মরূপ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া তাহার অশেষ পুরুষার্থের পরিসমাপ্তি হয়।" ২০।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয় ভাষ্যপঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

নবম অধ্যায়ে "এই সকল হতচেতন ব্যক্তি বুদ্ধিভ্রংশকারী রাক্ষসী আসুরী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছে, ইহাদের সমুদায় কর্ম্ম, আশা ও জ্ঞান বিফল। কিন্তু যে সকল মহাত্মা দৈবীপ্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা সমুদায় ভূতের আদি ও নিত্য জানিয়া আমাকে অনন্য মনে ভজনা করে" * এই কথায় আচার্য্য সংক্ষেপে ভগবানের প্রতি অবজ্ঞার কারণ আসুরী এবং তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার কারণ দৈবী প্রকৃতি বলিয়াছেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ের অন্তে আচার্য্য 'যে ব্যক্তি আমায় পুরুষোত্তম বলিয়া জানে সে আমায় ভজনা করিয়া থাকে' এইরূপ বলিয়াছেন। এখন কে তাঁহাকে জানে, কে তাঁহাকে জানে না, এইটি দেখাইবার জন্য অধিকারিনির্ণয়ার্থ দৈবী ও আসুরী সম্পদের বিভাগনামা এই অধ্যায় আচার্য্য আরম্ভ করিতেছেন। এজন্যই শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন:— "অতীত তিনটি অধ্যায়ে প্রকৃতি ও পুরুষের বিভক্ত ও মিলিতাবস্থার যথার্থ তত্ত্ব, প্রকৃতি ও পুরুষের সংসর্গ ও বিয়োগ, গুণসমূহের প্রতি আসক্তি ও অনাসক্তির হেতু, যে কোন প্রকারে কেন প্রকৃতি ও পুরুষের স্থিতি হউক না উহাদের ভগবানের বিভূতিত্ব, এবং বিভূতিভূত বদ্ধ ও মুক্ত উভয়রূপ অচিৎ ও চিৎ বস্তু হইতে বিভূতিমান্ ভগবান্ নির্ব্বিকারিত্বে, ব্যাপিত্বে, ভর্তৃত্বে ও স্বামিত্বে অন্যরূপ এই দেখাইয়া পুরুষোত্তমত্বের যথার্থ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর যে বিষয় বলা হইয়াছে তাহার স্থৈর্য্যের জন্য শাস্ত্রবশ্যতা বলিতে গিয়া শাস্ত্রবশ্য এবং তাহার বিপরীত দেব ও অসুরবর্গের বিভাগ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন।" শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন "কোন্‌টি পুরুষার্থসাধন কোন্‌টি পুরুষার্থসাধনের বিরোধী এই অধ্যায়ে (শ্রীকৃষ্ণ) প্রদর্শন করিতেছেন।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "সেখানে (নবমাধ্যায়ে) বেদোপদিষ্ট কর্ম্ম এবং আত্মজ্ঞান, এ দুই উপায়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির হেতু সাত্ত্বিকী শুভবাসনাকে দৈবী প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেইরূপ বৈদিক নিষেধ অতিক্রম করিয়া স্বভাবসিদ্ধ রাগ ও দ্বেষের অনুসরণে যে সর্ব্ববিধ অনর্থ হয় তাহার হেতুভূত রাজসী ও তামসী অশুভবাসনা আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি বলা হয়। এস্থলে বিষয়ভোগের প্রাধান্যবশতঃ আসক্তিপ্রাবল্য হয় এজন্য আসুরী; হিংসাপ্রাধান্যবশতঃ দ্বেষের প্রাবল্য হয় এজন্য রাক্ষসী, এইরূপ পার্থক্য বুঝিতে হইবে। সম্প্রতি শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রবিহিতবিষয়ে প্রবৃত্তি হইবার হেতু সাত্ত্বিকী শুভবাসনা দৈবী সম্পৎ, আর শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধবিষয়ে প্রবৃত্তির হেতুভূত রাজসী ও তামসী অশুভবাসনাকে, রাক্ষসী ও আসুরী বাসনায়

* গীতা ৯ম, ১২। ১৩ শ্লোক।

একীকরণদ্বারা, আসুরী সম্পৎ নাম দিয়া শুভ ও অশুভ বাসনার ভেদ করিয়াছেন। 'দেবগণ ও অসুরগণ দুইই প্রজাপতির সন্তান' এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ শুভ বিষয়গুলির গ্রহণ, এবং অশুভ বিষয়গুলির পরিহারসিদ্ধির জন্য ষোড়শ অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে।"

সংক্ষেপে দৈবী সম্পৎ বলিয়া সাধক যাহাতে আসুরী সম্পৎ পরিহার করিতে পারেন তজ্জন্য আচার্য্য বিস্তারপূর্ব্বক আসুরী সম্পৎ বলিবেন। প্রথমে তিনটি শ্লোকে তিনি দৈবী সম্পৎ বলিতেছেন :—

শ্রী ভগবানুবাচ—অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্। ১।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।

দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্। ২।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত। ৩।

দৈবী সম্পদের অভিমুখীন হইয়া যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে স্থিতি, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য, ভূতগণে দয়া, অলোলুপত্ব, মৃদুত্ব, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, অনতিমানিতা হইয়া থাকে।

ভাব—অভয়—ভয়শূন্যত্ব, ভগবানের সহিত একহৃদয়ত্ববশতঃ ভাবিদুঃখাদির চিন্তাজনিত সর্ব্ববিধ উদ্বেগরহিততা, অভীরুতা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অভিলষিত বিষয় হারান এবং অনভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তিরূপ দুঃখের কারণ দর্শন করিয়া যে ক্লেশ হয়, তাহা ভয়, সেই ভয়ের নিবৃত্তি অভয়—শ্রীমদ্রামানুজ, নিরুদ্যম হইয়া কিরূপে একাকী জীবন ধারণ করিব, এজন্য ভয়শূন্যত্ব—শ্রীমদ্বলদেব, বিনা সংশয়ে শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়ের অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাবত্তা এবং একাকী সকলপরিগ্রহশূন্য হইয়া কি প্রকারে জীবনধারণ করিব এ বিষয়ে ভয়রাহিত্য—শ্রীমন্মধুসূদন, কি জানি বা নিজের উচ্ছেদ হয় এরূপ বুদ্ধির অভাব—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; চিত্তশুদ্ধি—ভগবানের ইচ্ছার বিরোধী ভাবের দ্বারা চিত্তের অসংস্পৃষ্টত্ব, ব্যবহারে চিত্তের পরবঞ্চন, মায়া ও অনৃতাদিবর্জ্জনরূপ শুদ্ধভাবে ব্যবহার—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অন্তঃকরণের রজ ও তমোগুণ দ্বারা অস্পৃষ্টত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ, চিত্তের শুদ্ধি সুপ্রসন্নতা—শ্রীমচ্ছ্রীধর, নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মনের নৈর্ম্মল্য—শ্রীমদ্বলদেব, ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তিযোগ্যতা—শ্রীমন্মধুসূদন, চিত্তপ্রসাদ—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ; জ্ঞানযোগে স্থিতি—জ্ঞান—জ্ঞানযোগ, যোগ—কর্ম্মযোগ, স্থিতি—নিষ্ঠা, জ্ঞান ও কর্ম্মযোগে

নিষ্ঠা, শাস্ত্রের ও আচার্য্যের নিকট হইতে আত্মাদিপদার্থসমূহের অবগতি—জ্ঞান, ইন্দ্রিয়াদির সংযম দ্বারা একাগ্রতাযোগে সেই অবগত বিষয়সমূহকে আপনার আত্মজ্ঞানের বিষয় করিয়া লওয়া—যোগ, সেই জ্ঞান ও যোগে অবস্থান—তন্নিষ্ঠতা, এইটি প্রধানা দৈবী সাত্বিক সম্পৎ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, প্রকৃতি হইতে আত্মস্বরূপ স্বতন্ত্র ইহা বিশেষরূপে জানিয়া তাহাতে নিষ্ঠা—শ্রীমদ্রামানুজ, আত্মজ্ঞানের উপায়ে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠা—শ্রীমচ্ছ্রীধর, শ্রবণাদিজ্ঞানোপায়ে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠা—শ্রীমদ্বলদেব, শাস্ত্র হইতে আত্মতত্ত্বাবগতি জ্ঞান, চিত্তের একাগ্রতাযোগে সেই জ্ঞানকে নিজের সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় করিয়া লওয়া যোগ, সেই জ্ঞান ও যোগে স্থিতি, সর্ব্বদা তন্নিষ্ঠতা—শ্রীমন্মধুসূদন, শ্রবণাদি জন্য জ্ঞান, জ্ঞাত বিষয়ে চিত্তপ্রণিধান যোগ, সেই জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ, অমানিত্বাদি জ্ঞানের উপায়ে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠা—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ; দান—যথাশক্তি অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া—শ্রীমচ্ছঙ্কর, ন্যায়ার্জ্জিত ধন উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ—শ্রীমদ্রামানুজ, আপনার ভোজ্য অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া—শ্রীমচ্ছ্রীধর, স্বভোগ্য ন্যায়ার্জ্জিত অন্নাদি যথাযোগ্য সৎপাত্রে সমর্পণ—শ্রীমদ্বলদেব, যে সকল অন্নাদিতে আপনার স্বত্ব আছে, সেই সকল অন্নাদি যথাশক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধিতে বিভাগ করিয়া দেওয়া—শ্রীমন্মধুসূদন; দম—বাহ্যেন্দ্রিয়সকলের সংযম, মনের বিষয়সমূহের প্রতি উন্মুখতানিবৃত্তি অভ্যাস করা—শ্রীমদ্রামানুজ, নিবৃত্তিলক্ষণ যে সকল ধর্ম্মের উল্লেখ হয় নাই সেই সকল ধর্ম্মের এস্থলে সংগ্রহ করিবার জন্য শ্লোকে সমুচ্চয়ার্থক চকার—শ্রীমন্মধুসূদন; যজ্ঞ—দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, এই চতুর্ব্বিধ—"অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, বলি ভূতযজ্ঞ, অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ *।" ফলাভিসন্ধানবিরহিত হইয়া ভগবদারাধনারূপ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান—শ্রীমদ্রামানুজ; স্বাধ্যায়—ব্রহ্ম যজ্ঞ, ঋগ্বেদাদির অধ্যয়ন, যজ্ঞশব্দে পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের উল্লেখ সম্ভব হইলেও সাধারণতঃ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম বলিবার উদ্দেশে এখানে স্বাধ্যায় পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে—শ্রীমন্মধুসূদন, 'স্বাধ্যায়ান্তে যোগানুষ্ঠান করিবে, যোগান্তে স্বাধ্যায়ে প্রবৃত্ত হইবে' এই উক্তিতে স্বাধ্যায় পরমাত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী এ জন্য উহার স্বতন্ত্র উল্লেখ হইয়াছে, ইহাই বাস্তবিক কথা, সমগ্র বেদ ভগবানের বিভূতি, বেদ ভগবান্ ও তাঁহার আরাধনার প্রকার প্রতিপাদন করিয়া থাকে ইহা অনুসন্ধান করিয়া বেদাভ্যাসনিষ্ঠা—শ্রীমদ্রামানুজ; তপ—পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত কায়িক, বাচিক, ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ †; আর্জ্জব—অবক্রত্ব, মন, বাক্, কায় ও কর্ম্মপ্রবৃত্তিসকলের একনিষ্ঠতা—শ্রীমদ্রামানুজ, সারল্য—শ্রীমদ্বলদেব; অহিংসা—প্রাণিপীড়াবর্জ্জন, প্রাণিগণের জীবিকার উচ্ছেদ না করা—শ্রীমদ্বলদেব; সত্য—যিটি যেমন ঠিক সেইরূপ বলা, অপ্রিয়

* মনুসংহিতা ৩য়, ৭০ শ্লোক।

† গীতা ১৭অ, ১৪—১৬ শ্লোক।

মিথ্যা বর্জ্জন করিয়া যিনি যেরূপ ঠিক সেইরূপ বলা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, যে বিষয়টি যেরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াছে সেইরূপ করিয়া বলা হিতবাক্য—শ্রীমদ্রামানুজ, যে বিষয়টি যেরূপ দেখা হইয়াছে সেই বিষয়টিকে অনর্থ উপস্থিত যাহাতে না হয় এরূপ ভাবে বলা—শ্রীমদ্বলদেব; অক্রোধ—অপরে আক্রোশ প্রকাশ করিলে অথবা আঘাত করিলে যে ক্রোধ উপস্থিত হয় সেই ক্রোধের প্রশমন—শ্রীমচ্ছঙ্কর, যে চিত্তবিকারে পরপীড়া উপস্থিত হয়, তাদৃশ চিত্তবিকাররহিতত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ, দুর্জ্জন ব্যক্তি আপনাকে তিরস্কার করিলে যে ক্রোধ উপস্থিত হয়, সেই কোপের নিরোধ—শ্রীমদ্বলদেব; ত্যাগ সন্ন্যাস—শ্রীমচ্ছঙ্কর, যাদৃশ পরিগ্রহে আপনার অহিত হয় তাদৃশ পরিগ্রহপরিহার—শ্রীমদ্রামানুজ, ঔদার্য্য—শ্রীমচ্ছ্রীধর, অন্যে দুরুক্তি করিলেও দুরুক্তি প্রকাশ না করা—শ্রীমদ্বলদেব, পুত্রকলত্রাদিতে মমতাত্যাগ—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ; শান্তি—অন্তঃকরণের শান্তভাব—শ্রীমচ্ছঙ্কর, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়প্রাবণ্যনিরোধাভ্যাস—শ্রীমদ্রামানুজ, চিত্তের উপরতি—শ্রীমচ্ছ্রীধর, মনের সংযম—শ্রীমদ্বলদেব; অপৈশুন্য—পরোক্ষে পরদোষ প্রকাশ করা পৈশুন্য, তদ্রহিততা; ভূতগণের প্রতি দয়া—দুঃখগ্রস্ত ভূতগণের প্রতি কারুণ্য; অলোলুপত্ব—লোভরাহিত্য, ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সন্নিধানেও অবিকারিত্ব—শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গ, বিষয়সমূহে নিস্পৃহত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ। মূলে কোথাও অলোলত্ব, কোথাও লোলুপশব্দের প লোপ করিয়া অলোলুত্ব, শ্রীধর লোলুপ শব্দের অকার লোপ করিয়া অলোলুপ্ত্ব পাঠ করিয়াছেন। মৃদুত্ব—কোমলত্ব, অক্রূরতা, অকাঠিন্য, সাধু জনগণের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে এরূপ কিছু না করা—শ্রীমদ্রামানুজ; লজ্জা—অকর্ম্মকরণে লজ্জা—শ্রীমদ্রামানুজ; অচাপল্য—ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্য, প্রয়োজন না থাকিলে বাক্ পাণিপাদাদিকে ব্যাপারে প্রবৃত্ত না করা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, স্পৃহণীয় বিষয়সন্নিধানেও অচপলতা—শ্রীমদ্রামানুজ; তেজ—প্রাগল্ভ্য, দুর্জ্জনকর্তৃক অপরাজেয়ত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ, স্ত্রী বালকাদি মূঢ়গণ কর্ত্তৃক অপরাজেয়তা—শ্রীমন্মধুসূদন; ক্ষমা—সামর্থ্যসত্ত্বেও পরকৃত অপমানাদি সহন, আক্রোশ প্রকাশ করিলেও তাড়না করিলেও অন্তরে বিকার উৎপন্ন না হওয়া—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অপরে তাহার পীড়া জন্মাইতেছে ইহা অনুভব করিয়াও তৎপ্রতি চিত্তবিকাররহিতত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ, পরাভবাদি অপর হইতে উপস্থিত হইলেও ক্রোধনিরোধ—শ্রীমচ্ছ্রীধর; উৎপন্ন বিকারের প্রশমন অক্রোধ [অন্তরে বিকার উৎপন্ন না হওয়া ক্ষমা] সুতরাং ক্ষমা হইতে অক্রোধ বিশেষ—শ্রীমচ্ছঙ্কর; ধৈর্য্য—দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের অবসাদ উপস্থিত হইলেও সেই অবসাদনিরাসক অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ, এই বৃত্তিবিশেষ দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের স্থিরতা হয়, সুতরাং অবসাদ উপস্থিত হয় না—শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং তাঁহার অনুযায়িগণ, মহাবিপদ্ উপস্থিত হইলেও কি কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করিতে পারা—শ্রীমদ্রামানুজ, দুঃখাদি দ্বারা অবসাদ উপস্থিত হইলেও চিত্তকে স্থির করা—শ্রীমচ্ছ্রীধর; শৌচ—অন্তর বাহিরের শুদ্ধি। ইহা বৈষ্ণবগণের সাধারণ

ধর্ম্ম ইহা নির্ণয় করিয়া বাণিজ্যে ছলকাপট্যাদিরহিতত্ব—শ্রীমদ্বলদেব ও মধুসূদন অর্থ করিয়াছেন। অদ্রোহ—পরের অনিষ্টসাধনে অভিলাষের অভাব, পরকে অবরুদ্ধ না করা অর্থাৎ সে স্বচ্ছন্দে কিছু করিবে তাহার রোধ না করা—শ্রীমদ্রামানুজ; অনতিমানিতা—আমি অতিশয় পূজ্য এরূপ চিন্তার অভাব, অস্থানে গর্ব্ব অতিমানিতা তাহার অভাব—শ্রীমদ্রামানুজ। হে ভারত, অভয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনতিমানিতা পর্য্যন্ত দৈবী সম্পদের অভিমুখীন হইয়া * যাহার জন্ম হয় তাহার এই সকল গুণ হয়; দেবসম্পর্কীয় দৈবী; ভগবানের অনুজ্ঞার অনুবর্ত্তন করা দেবগণের স্বভাব, সুতরাং ভগবানের আজ্ঞানুবর্ত্তন করাই তাঁহাদের সম্পদ্—শ্রীমদ্রামানুজ। ঋজুতা হইতে আরম্ভ করিয়া অচাপল্যপর্য্যন্ত বারটি ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ ধর্ম্ম; তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, এই তিনটি ক্ষত্রিয়গণের অসাধারণ ধর্ম্ম; শৌচ ও অদ্রোহ এই দুইটি বৈশ্যগণের অসাধারণ ধর্ম্ম; অনতিমানিতা এই একটি শূদ্রের অসাধারণ ধর্ম্ম। ব্যাখ্যাতৃগণ যে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয়গণ সত্ত্ববিমিশ্র রজঃপ্রধান, বৈশ্যগণ তমোমিশ্ররজঃপ্রধান, রজো-বিমিশ্রতমঃপ্রধান শূদ্রগণ, উহা সামান্যতঃ বুঝিতে হইবে। সমুদায় বর্ণের মধ্যেই যে সত্ত্বগুণের প্রবেশ আছে দৈবী সম্পদ্ তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। যদি অন্যান্য বর্ণে সত্ত্বগুণের প্রবেশ না থাকিত তাহা হইলে সেই সেই বর্ণের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ কখন সম্ভব হইত না। এই দেবগুণগুলির পর পরটি হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্বটির উদয় হয় ইহাই গূঢ়তত্ত্ব। সুতরাং অনতিমানিতায় দেবগুণের আরম্ভ অভয়ে উহার পর্য্য-বসান। ১—৩।

প্রথমতঃ আচার্য্য সংক্ষেপে আসুরী সম্পদ্ বলিতেছেন, পরে বিস্তৃতরূপে বলিবেন :—

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্। ৪।

আসুরী সম্পদের অভিমুখীন হইয়া যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞানতা হইয়া থাকে।

ভাব—দম্ভ—আপনার দাম্ভিকত্বখ্যাপন, ধর্ম্মধ্বজিত্ব—শ্রীমচ্ছঙ্কর, ধার্ম্মিকত্বখ্যাপ-নের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান—শ্রীমদ্রামানুজ, যৎসামান্য ধার্ম্মিকত্বসত্ত্বেও ধার্ম্মিকত্বখ্যাপন—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ; গর্ব্ব—ধনাদিনিমিত্ত গর্ব্ব, ধনাদির জন্য উদ্রিক্তভাব—শ্রীমচ্ছঙ্কর, কোন্‌টি করণীয় কোন্‌টি অকরণীয় তৎসম্বন্ধে জ্ঞানসাধক বিষয়সকলের উপলব্ধির জন্য হর্ষ—শ্রীমদ্রামানুজ, ধন ও বিদ্যাদির নিমিত্ত চিত্তের ঔৎসুক্য—শ্রীমচ্ছিন্ধর, বিদ্যা ও কুলের অন্ত গর্ব্ব—শ্রীমদ্বলদেব, ধন ও স্বজনাদির জন্য মহদ্গণের অবমাননা করিবার কারণ গর্ব্ববিশেষ—শ্রীমন্মধুসূদন; অভিমান—আত্মগৌরব, আপনার বিদ্যা ও কুলের

* দৈবী সম্পদের অভিমুখীন হইয়া—দৈবী সম্পলাভের উপযোগিতা লইয়া কল্যাবনা লইয়া।

অনুরূপ অভিমান—শ্রীমদ্রামানুজ, আপনাতে উৎকৃষ্টত্ব আরোপ অভিমান—শ্রীমদ্গিরি, আপনাতে পূজ্যত্ববুদ্ধি—শ্রীমদ্বলদেব, অধিকমাত্রায় আপনাতে পূজ্যাতিশয় আরোপ—শ্রীমন্মধুসূদন, আপানাতে পূজ্যতাবুদ্ধি—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ, অন্যকৃত সম্মানের আকাঙ্ক্ষিতা—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ। আসুরী সম্পদ্‌মধ্যে অভিমানই বিনাশের হেতু, যথা শতপথব্রাহ্মণে—"দেব সকল এবং অসুর সকল প্রজাপতির সন্তান। উভয়েই স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। তদনন্তর অসুর সকল কাহাতে আমরা হবন করিব এই চিন্তা করিয়া অভিমানবশতঃ নিজ নিজ মুখেই হবন করত বিচরণ করিতেছিল, তাহারা এই অভিমানবশতঃ পরাভূত হইয়াছিল। অতএব অভিমান করিবে না, কারণ অভিমান পরাভবের কারণ *।" পরস্পরের সম্মান করাই দৈবী সম্পদ্ সেই শতপথব্রাহ্মণেই দেখিতে পাওয়া যায়—"অনন্তর দেবগণ পরস্পরেতে হবন করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন, প্রজাপতি আপনাকে তাঁহাদিগকে দিলেন †।" ক্রোধ—কোপ, পরপীড়াকর চিত্তবিকার—শ্রীমদ্রামানুজ, আপনার এবং পরের অপকারে প্রবৃত্তির হেতু নেত্রাদিবিকারলক্ষণাক্রান্ত অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ—শ্রীমদ্গিরি, আপনার এবং পরের অপকারে প্রবৃত্তির হেতু জ্বলনাত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ—শ্রীমন্মধুসূদন; পারুষ্য—রুক্ষভাষা, পরুষবচন যথা কাণাকে চক্ষুষ্মান্, কুরূপকে রূপবান্, হীনকুলকে উত্তমকুল ইত্যাদি বলা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, সাধুগণের উদ্বেগ জন্মান স্বভাব—শ্রীমদ্রামানুজ, নিষ্ঠুর প্রত্যক্ষ রুক্ষবাক্যের ভাব পারুষ্য—শ্রীমদ্গিরি, নিষ্ঠুরত্ব—শ্রীমচ্ছ্রীধর, প্রত্যক্ষ রুক্ষভাষিত্ব—শ্রীমদ্বলদেব, প্রত্যক্ষ রুক্ষবলার স্বভাব—শ্রীমন্মধুসূদন, চাপল্যাদি যে সকল দোষের উল্লেখ হয় নাই, সেইগুলির সংগ্রহার্থ শ্লোকের চকার—শ্রীমন্মধুসূদন; অজ্ঞানতা—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বুদ্ধিহীনতা, বিবেকশূন্য জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান যে জ্ঞানে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদিবিষয়ে মিথ্যা প্রত্যয় জন্মে—শ্রীমচ্ছঙ্কর, শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব এবং করণীয় বিষয়ে অবিবেক—শ্রীমদ্রামানুজ, অবিবেক—শ্রীমচ্ছ্রীধর, কার্য্যাকার্য্যবিবেকবুদ্ধিশূন্যত্ব—শ্রীমদ্বলদেব, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ে বিবেকের অভাব। শ্লোকস্থ চকার অভাবাত্মক অধৈর্য্যাদি দোষসমূহের সংগ্রহার্থ—শ্রীমন্মধুসূদন। ভগবানের আজ্ঞানুবর্ত্তন করা যাহাদিগের স্বভাব নয় তাহারা অসুর—শ্রীমদ্রামানুজ। ৪।

এই দুই সম্পদের কার্য্য কি আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব। ৫।

দৈবী সম্পদ্ মোক্ষ এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের জন্য হয়। হে পাণ্ডব, তুমি শোক করিও না, তুমি দৈবী সম্পদের অভিমুখীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

* শতপথব্রাহ্মণ ১১।১।৭।১। † শতপথব্রাহ্মণ ১১।১।৭।২।

ভাব—মোক্ষ—সংসারবন্ধনমোচন ; বন্ধনের জন্য—সংসারবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য। শোক করিও না কেন না যখন তোমার দৈবী সম্পদের অভিমুখীন হইয়া জন্ম হইয়াছে তখন তোমার বন্ধনমোচন হইবে, ইহা নিশ্চয়। ৫।

জনমাত্রেই অল্পবিস্তর এই সম্পদ্দ্বয়ের প্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করত তদ্দ্বারা একটীর বৃদ্ধি ও অপরটীর ক্ষয়েতে যত্ন করা কর্ত্তব্য এই অভিপ্রায় করিয়া, যে আসুরী সম্পদ পরিহার করিতে হইবে তাহাই বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে আচায্য উপক্রম করিতেছেন :—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ।
দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু। ৬।

ইহলোকে দৈব ও আসুর এই দ্বিবিধ ভূতসৃষ্টি। দৈবসৃষ্টি বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইয়াছে, আসুরসৃষ্টি আমার নিকটে শ্রবণ কর।

ভাব—দৈব সৃষ্টি বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইয়াছে—দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণে, দ্বাদশাধ্যায়ে ভক্তিলক্ষণে, ত্রয়োদশাধ্যায়ে জ্ঞানলক্ষণে, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে গুণাতীত লক্ষণে, এ অধ্যায়ে অভয়, চিত্তশুদ্ধ ইত্যাদিতে। এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "দেবসৃষ্টি বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইয়াছে—আমার আজ্ঞানুবর্ত্তনশীল দেবগণের উৎপত্তি যে আচরণ করিবার নিমিত্ত হইয়া থাকে, সে আচরণ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ; ঐ ত্রিবিধ যোগ বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইয়াছে। যে আচরণকরণার্থ অসুরগণের সৃষ্টি, সেই আচরণ আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "ভূতসৃষ্টি দুই প্রকারই। কোন্ দুইটি ? দৈবী এবং আসুরী। ইহার অভিপ্রায় এই যে, রাক্ষসী ও মানবী বলিয়া আর অধিক সৃষ্টি নাই। যখন যে মনুষ্য শাস্ত্রসংস্কারের প্রাধান্যবশতঃ স্বভাবসিদ্ধ রাগ ও দ্বেষকে অভিভূত করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ হন তখন তিনি দেবতা হন, সুতরাং সৃষ্টির দ্বিবিধত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের দ্বারা আর তৃতীয় প্রকার নাই। শ্রুতি সেইরূপই বলিয়াছেন—'প্রজাপতির সন্তান দুই—দেব ও অসুর। দেবগণ কনিষ্ঠ, অসুরগণ জ্যেষ্ঠ।' যে বাক্যে দম, দান ও দয়া এই তিনটি বিধান করা হইয়াছে, সে বাক্যে 'তিনটি প্রজাপতির সন্তান' এই যে বলা হইয়াছে, তাহাতে এই বুঝিতে হইবে যে, দম, দান ও দয়ারহিত মনুষ্যগণ অসুর হইলেও তাহারাই আবার কোন কোন গুণের জন্য দেব, মনুষ্য ও অসুর বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাতে দুইয়ের আধিক্য হইবার অবকাশ নাই। এক 'দ' এই অক্ষরে প্রজাপতি দমরহিত মনুষ্যগণের প্রতি দম, দানরহিতগণের প্রতি দান উপদেশ করিয়াছেন। যে স্থলে কেবল মনুষ্য উপলক্ষ করিয়া উপদেশ করা হইয়াছে সেখানে দেব ও অসুর বিজাতীয়ইতো

হইতেছে? না, শাস্ত্রের অন্তে উপসংহার করা হইয়াছে, 'সেই এইটীই তবে এই দৈবী বাক্—দমন কর, দান কর, দয়া কর—ইহার অনুবর্ত্তনপূর্ব্বক মেঘ দ দ দ বলে। সেজন্যই দম দান ও দয়া শিক্ষা করিবে।' সুতরাং রাক্ষসী ও মানুষী প্রকৃতি যখন আসুরী প্রকৃতি-মধ্যে অন্তর্ভূত হইতেছে, তখন 'দ্বিবিধ ভূতসৃষ্টি' এরূপ বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।"

দুইটী ভূতসৃষ্টি কেন বলা হইল? ভগবান্ যখন আপনি দেবস্বরূপ, তখন তাঁহা হইতে আসুরী ও রাক্ষসী সৃষ্টি কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তরে আমরা বলি, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণ তাঁহার শক্তিতে সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়াই ঈদৃশ সৃষ্টি হয়। সত্ত্ব রজ ও তমো-গুণ যে অভিব্যক্তি, প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিরূপ ইহা আমরা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। যেখানে জ্ঞানের অপ্রবৃত্তি সেখানে তমোময়ী রাক্ষসী সৃষ্টি, যেখানে জ্ঞানের প্রবৃত্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তির উন্মুখত্ব সেখানে রজঃপ্রধানা আসুরী সৃষ্টি, যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ সেখানে সত্ত্বপ্রধানা দৈবী সৃষ্টি, সুতরাং কোন দোষ হইতেছে না। জ্ঞানের যেখানে অপ্রবৃত্তি সেখানে জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, সুতরাং সে স্থলে পর-দুঃখাদিবিষয়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ হিংসাদিতে প্রবৃত্তি হয়। জ্ঞান যখন অভিব্যক্তির উন্মুখ হয়, তখন ধনজনাদিতে আসক্তি ও দম্ভাদি প্রবল হইয়া উঠে। যখন জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়, তখন যে বস্তু যেরূপ সেই ভাবে উহা দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অভয়াদি গুণের অভ্যুদয় হয়। ৬।

আসুরধর্ম্মসমুদায় পরিত্যাগ করাইয়া দেবধর্ম্ম আচরণ করাইবার উদ্দেশে অধ্যায়-পরিসমাপ্তিপর্য্যন্ত আচার্য্য আসুরী সম্পদ্ প্রদর্শন করিতেছেন :—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে। ৭।

আসুর ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তিও জানে না নিবৃত্তিও জানে না, শৌচও জানে না আচারও জানে না, তাহাদিগের নিকটে সত্য বলিয়া কিছু নাই।

ভাব—আসুর—অসুরধর্ম্মাক্রান্ত, অসুরস্বভাব; প্রবৃত্তি—বিহিত কর্ম্ম; নিবৃত্তি—নিষিদ্ধ কর্ম্ম; শৌচ—শুচিত্ব। ভগবানের আজ্ঞানুসারী কর্ম্ম বিধিসিদ্ধ, তাহার বিপরীত কর্ম্ম নিষিদ্ধ। যাহারা ভগবানের আজ্ঞার অনুবর্ত্তন করে না, তাহারা পাপাচার-পরায়ণ, সুতরাং তাহাদিগেতে শুচিত্বাদি থাকে না। ব্যাখ্যাকারগণ এখানে সত্যশব্দে প্রাণিগণের হিতকর বাক্য বলা, প্রাণিগণের যাহাতে হিত হয় এরূপ যথাদৃষ্ট বিষয় কথন, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাতো আচারমধ্যেই অন্তর্ভূত রহিয়াছে। এখানে সত্য, 'সত্যই এক অবিনশ্বর শাস্ত্র *' এতদনুসারে, শাস্ত্রের মূল। শাস্ত্রের মূল কি?

* শান্তিপর্ব্ব ১৯৯অ, ৬৬ শ্লোক।

যাহা কিছু কাল ও দেশের প্রভাব অতিক্রম করিয়া শাস্ত্ররূপে নিত্যকাল অবস্থান করে তাহাই শাস্ত্রের মূল। শাস্ত্রমধ্যে ঋগ্বেদাদি সকলই অপরা বিদ্যা, যে গুলি দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় সেইগুলি পরা বিদ্যা। * এবং ঐ সকলই শাস্ত্রের মূল সত্য। সত্য নিত্য, আচার অনিত্য, যেমন বৈদিক সময়ে মৃতের সঙ্গে অনুতরীরূপে একটী কৃষ্ণবর্ণা গাভীকে দগ্ধ করা হইত। মৃতের অস্থিসঞ্চয়ন বিনা তাহার স্বর্গে গমন হয় না। অস্থিসঞ্চয়নে এই সন্দেহ উপস্থিত হয়, এ অস্থি গো অথবা মনুষ্যের। এই সন্দেহ দেখিয়া 'অস্থিসন্দেহবশতঃ অনুতরী নাই বা দিবে' কাত্যায়ন এই সূত্ররচনাপূর্ব্বক অনুতরী নিবারণ করিলেন, সেই হইতে সে আচার নিবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে গৃহে অতিথি আসিলে তদুদ্দেশে গোহনন করা হইত, উহাও শাসনান্তর দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। নির্ণয়সিন্ধুতে দেখিতে পাওয়া যায়, "'যে ধর্ম্ম স্বর্গের অনুপযোগী, লোকের বিদ্বিষ্ট, সে ধর্ম্মের আচরণ করিবে না' এরূপ নিষেধ থাকাতে 'শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের উদ্দেশে একটি বড় ষাঁড়, বা একটি বড় ছাগ বধ করিবে' এ বিধান সত্ত্বেও লোকবিদ্বিষ্ট জন্য উহার আর অনুষ্ঠান হয় না; 'মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে বন্ধ্যা গাভী বধ করিবে' এরূপ গোবধের বিধান থাকিলেও লোকবিদ্বিষ্ট জন্য উহার অনুষ্ঠান হয় না।" এস্থলে লোকদিগের বিদ্বেষের মূল ভগবৎপ্রেরণাই। ৭।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্। ৮।

তাহারা এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, ঈশ্বরশূন্য, আর কিছু নয় কামহেতু পরস্পরের সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া থাকে।

ভাব—অসত্য—মিথ্যা; অপ্রতিষ্ঠ—আশ্রয়শূন্য। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "এই সমুদায় জগৎ অসত্য ও অপ্রতিষ্ঠ। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উহার স্থিতির কারণ নয় এজন্য অপ্রতিষ্ঠ। সেই আসুর ব্যক্তিগণ জগৎকে অনীশ্বর বলিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও সত্যের অপেক্ষক শাস্তা ঈশ্বর নাই এজন্য জগৎকে অনীশ্বর বলে। অপিচ অপরস্পর-সম্ভূত অর্থাৎ কামপ্রযুক্ত পরস্পর একত্র মিলিত স্ত্রীপুরুষ হইতে সকল জগৎ উৎপন্ন। আর কিছু নয় কামহেতুক অর্থাৎ কামহেতুকই, কাম ছাড়া জগতের অন্য কোন কারণ নাই। অদৃষ্ট, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ইত্যাদি জগতের কারণান্তর নাই, কামই প্রাণিগণের কারণ এটি লোকায়তিক দৃষ্টি।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন "এ জগৎ অসত্য—সত্যশব্দে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের কার্য্যজন্য জগৎ ব্রহ্মাত্মক তাহা নহে এইরূপ তাহারা বলে; অপ্রতিষ্ঠ—ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত নহে এইরূপ তাহারা কহে: অনন্ত ব্রহ্ম দ্বারা বিধৃত এই পৃথিবী সমুদায় লোকসকলকে ধারণ করে ....। অনীশ্বর—সত্যসঙ্কল্প, পরব্রহ্ম, সর্ব্বেশ্বর আমা-

* মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। ১।১।৫।

কর্ত্তৃকই জগৎ নিয়মিত নয় এইরূপ বলে। তাহারা এই বলে যে পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন এ ছাড়া আর কি? যোষিৎ ও পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ মনুষ্য পশু আদি সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয় ইহাই প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এ ছাড়া আর কি প্রত্যক্ষ করা যায় অর্থাৎ আর কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব এ সমুদায় জগৎ কামহেতুক।" অসত্য—বেদ-পুরাণাদি প্রমাণ—সত্য, সেই সত্য ইহাতে নাই, ঈদৃশ এই জগৎ—শ্রীমচ্ছ্রীধর ও মধুসূদন। শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন "এই জগৎ অসত্য—শুক্তিতে রজত ইত্যাদির ন্যায় ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। অপ্রতিষ্ঠ—আকাশকুসুমের ন্যায় নিরাশ্রয়; অনীশ্বর—জগতের জন্মাদির কারণ ঈশ্বর নাই; সে ঈশ্বরও ভ্রান্তিরচিত। যদি সত্য ঈশ্বর থাকিবেন তাহা হইলে তন্নির্ম্মিত জগৎ তাঁহার মত হইত, দৃষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যাইত না; এজন্য তাহারা জগৎকে অসত্য মনে করে। সমুদায় প্রমাণ দ্বারা বিদিত এক নির্ব্বিশেষ চৈতন্য আছে। ভ্রম হইতে একটি জীব এবং সেই জীবের অজ্ঞানতা হইতে এক নির্ব্বিশেষ চৈতন্য ছাড়া জড়, জীব ও ঈশ্বর প্রতিভাত হয়। জাগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন স্বপ্নদৃষ্ট হস্তী, অশ্ব এবং রথাদি অবিসংবাদী (ঠিক বলিয়া) প্রতিভাত হয়, স্বরূপসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাই হয়। সুষুপ্তিতে যেমন স্বপ্নজনিত রথ ও অশ্বাদি নিবৃত্ত হইয়া যায়, তেমনি স্বরূপসাক্ষাৎকার হইলে জীব সহ জীবের অজ্ঞান-কল্পিত জগৎ নিবৃত্ত হয়। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বভাববাদী বৌদ্ধগণের মত বলিতেছেন, পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন—স্ত্রীপুরুষের সম্ভোগজন্য জগৎ উৎপন্ন হয়। ঘটোৎপাদন-বিষয়ে কুম্ভকারের যেমন জ্ঞান থাকে সন্তানোৎপাদনে পিত্রাদির সেরূপ জ্ঞান থাকে না। পুনঃ পুনঃ সম্ভোগেও সন্তান উৎপন্ন হয় না, অথচ স্বেদজাদির ন্যায় অকস্মাৎ সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং বলিতে হইবে স্বভাব হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হয়। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ লোকায়তিকগণের মত বলিতেছেন, কামহেতুক—আর কি বলা যাইতে পারে, স্ত্রীপুরুষের কামই প্রবাহরূপে এই জগতের কারণ। অথবা এতদ্দ্বারা জৈনগণের মত উক্ত হইয়াছে,—কাম অর্থাৎ স্বেচ্ছাই জগতের কারণ। যুক্তিবলে যে যেরূপ কল্পনা করিতে পারে সে সেইরূপ জগতের কারণ বলিয়া থাকে"। ৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ। ৯।

এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের আত্মা মলিন হয়, অল্পমতি হইয়া যায়, ক্রূরকার্য্যসকলের ইহারা অনুষ্ঠান করে, সুতরাং ইহারা বৈরী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য প্রভাব বিস্তার করে।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ১০।

এই সকল লোক দুষ্পূর কাম আশ্রয়পূর্ব্বক দম্ভ মান ও মদযুক্ত হয় এবং মোহবশতঃ অসদ্গ্রহ অবলম্বনপূর্ব্বক অবিশুদ্ধ ব্রতনিষ্ঠ হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

ভাব—দুষ্পুর—যাহা পূরণ করিয়া উঠিতে পারা যায় না; কাম—অভিলাষ; দম্ভ—ধার্ম্মিকত্ব প্রকাশ; মান—অপূজ্য হইয়া আপনার পূজ্যত্বপ্রকাশ; মদ—অনুৎকৃষ্ট হইয়াও আপনাতে উৎকৃষ্টতারোপ; মোহ—অবিবেক; অসদ্গ্রহ—অসন্নিশ্চয়; এই মন্ত্রে এই দেবতার আরাধনা করিয়া মহানিধি আদি প্রাপ্ত হইব ইত্যাদি দুরাগ্রহ।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ। ১১।

ইহারা মৃত্যুপর্য্যন্ত অপরিমেয় চিন্তা আশ্রয় করে,কামোপভোগই ইহাদিগের পরমার্থ, এবং ইহা ছাড়া আর কিছু নাই ইহাদিগের এই নিশ্চয়।

ভাব—অপরিমেয়—যাহার পরিমাণ করা যায় না; চিন্তা—উদ্বেগকর ভাবনা; আপনার যাহা নাই তাহার প্রাপ্তি ও তাহার রক্ষা কি উপায়ে হইবে তাহার আলোচনারূপ চিন্তা—শ্রীমদ্গিরি। সকলের যিনি নিয়ন্তা তাঁহার উপরে বিশ্বাসের অভাববশতঃ আপনার বুদ্ধির উপরে তাহারা নির্ভর করে, সুতরাং নিয়ত উদ্বিগ্নচিত্ত। তাহারা দেখিতে পায় যে, তাহাদের অভিলাষের অনুরূপ ঘটনা ঘটে না, প্রায় তাহার বিপরীতই ঘটে, অথচ সেই সকল ঘটনার নিয়ন্তাকে দেখিতে না পাইয়া তাহারা অনুমান করে, তাহাদের নিজ বুদ্ধিই ঘটনার নিয়ন্ত্রী। এরূপ অনুমান করিয়া তাহারা পদে পদে বিপদ্জাল দ্বারা আবৃত হয়, সুতরাং তাহারা কদাপি শান্তি পায় না। যাঁহারা ভগবানেতে বিশ্বাসবান্ তাঁহাদের কদাপি এরূপ হয় না। "যে সকল ব্যক্তি আমা বিনা আর কিছু চায় না, আমাকেই চিন্তা করে, আমারই উপাসনা করে, সেই অবিরত মন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম আমিই বহন করি *;" সর্ব্বান্তর্য্যামীর এই অঙ্গীকারে তাঁহারা আশ্বস্তহৃদয় হইয়া সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত। যদ্যপি দুঃখরাশিও তাঁহাদিগের উপরে নিপতিত হয় তথাপি তাঁহারা হৃষ্টচিত্ত থাকেন, কেন না "যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাহার ধন হরণ করি" এই কথায় তাঁহারা দুঃখে অধিকতর ভগবানের কৃপার নিদর্শন দেখিয়া থাকেন। কাম—শব্দাদি বিষয়; ইহা ছাড়া আর কিছু নাই—কামোপভোগই পুরুষার্থ। ব্যাখ্যাতৃগণ এ সম্বন্ধে বৃহস্পতির সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, "পুরুষ চৈতন্যবিশিষ্ট কাম" "কামই একমাত্র পুরুষার্থ।" এই সকল ব্যক্তির পারলৌকিক চিন্তা নাই, ইহলোকই ইহাদিগের সর্ব্বস্ব। ১১।

---

* গীতা ৯অ, ২২ শ্লোক।

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্। ১২।

ইহারা শত আশাপাশে বদ্ধ, কামক্রোধপরায়ণ, কামভোগার্থ ইহারা অন্যায়পূর্ব্বক অর্থসঞ্চয়ে যত্ন করিয়া থাকে।

ভাব—কামভোগার্থ নিজের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য; অন্যায়পূর্ব্বক—ধর্ম্মের নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক, পরবঞ্চনাদি দ্বারা। ১২।

সেই আশাপাশ আচার্য্য বর্ণন করিতেছেন :—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্। ১৩।

আজ এই মনোরথ লাভ করিলাম, আবার এই মনোরথ লাভ করিব; এই ধন আছে, আবার এই ধন লাভ করিব। ১৩।

শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ক্রোধজন্য, শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে কামজনিত আশাপাশের বর্ণনা আচার্য্য করিতেছেন :—

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী। ১৪।

এই শত্রু আমি মারিয়াছি, এই সকল শত্রুকে মারিব; আমি ক্ষমতাবান্, ভোগী, সিদ্ধ, বলবান্ ও সুখী।

ভাব—ভোগী—সমুদায় ভোগোপকরণযুক্ত; সিদ্ধ—নিজ পুরুষকারে ধনপুত্রাদি-সম্পন্ন; বলবান্—তেজস্বী। ১৪।

অভিলাষ যখন অত্যারূঢ় হয়, তখনকার আশপাশ আচার্য্য বর্ণন করিতেছেন :—

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ। ১৫।

আমি আঢ্য, কুলীন, আমার সমান আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আমোদ করিব, এইরূপ অজ্ঞানে ইহারা মোহিত।

ভাব—আঢ্য—ধনবান্; যজ্ঞ করিব—যজ্ঞ দ্বারা অপর সকলকে হারাইয়া দিব; দান করিব—দান দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিব; আমোদ করিব—এইরূপে যাগ ও দানাদি দ্বারা অপর সকলকে হারাইয়া দিয়া হৃষ্ট হইব; অজ্ঞানে—অবিবেকে; মোহিত - ভ্রমপরম্পরা দ্বারা আচ্ছন্ন। ১৫।

এইরূপে বিমোহিত ব্যক্তিগণের কি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ। ১৬।

অনেক বিষয়ে ইহাদিগের চিত্ত প্রবিষ্ট সুতরাং ইহারা বিভ্রান্ত এবং মোহজালে আবৃত। ইহারা কামভোগে আসক্ত হইয়া অশুচি নরকে নিপতিত হয়।

ভাব—কামভোগ—বিষয়ভোগ; অশুচি—পাপরূপ অপবিত্র।

ইহাদের যাগাদি দম্ভ ও অভিমানসম্ভূত আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্। ১৭।

ইহারা আপনারা আপনাকেই বড় মনে করে, সুতরাং অনম্র। ধন, মান, ও মদান্বিত হইয়া ইহারা দম্ভে অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্রে যজ্ঞ করিয়া থাকে।

ভাব—আপনারা আপনাকেই বড় মনে করে—সজ্জনগণ ইহাদিগকে বড় মনে করেন না; দম্ভে—ধার্ম্মিকত্বপ্রকাশে।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ। ১৮।

ইহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয়পূর্ব্বক [সজ্জনগণের] দোষ দর্শন করত আত্মপরদেহসকলেতে আমাকেই দ্বেষ করে।

ভাব—অহঙ্কার—অভিমান, যে গুণ আছে বা যে গুণ নাই সেই গুণ আপনাতে আরোপিত করিয়া আমি বিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ আপনাকে মনে করা অহঙ্কার। এটি অজ্ঞানতামূলক, অতিকষ্টকর, সকলদোষের মূল, এবং সকলপ্রকার অনর্থ ইহা হইতেই উপস্থিত হয়—শ্রীমচ্ছঙ্কর, কাহারও অপেক্ষা না করিয়া আমিই সমুদায় করিয়া থাকি এইরূপ ভাব—শ্রীমদ্রামানুজ, আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইরূপ বুদ্ধি—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; বল—পরকে পরাভব করিবার সামর্থ্য, আমার বল সকলই করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ঈদৃশ অনুভব বল—শ্রীমদ্রামানুজ; দর্প—যাহা উদ্ভূত হইলে ধর্ম্মকে অতিক্রম করে তাদৃশ অন্তঃকরণাশ্রিত দোষবিশেষ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, আমার সমান কেহ নাই ঈদৃশ ভাব—শ্রীমদ্রামানুজ; কাম—আমার কামনামাত্রেই সমুদায় সম্পন্ন হইবে ঈদৃশ ভাব—শ্রীমদ্রামানুজ; ক্রোধ—আমার যাহারা অনিষ্টকারী তাহাদের সকলকে আমি বধ করিব ঈদৃশ ভাব—শ্রীমদ্রামানুজ; আশ্রয়পূর্ব্বক—এই সকল এবং অপর দোষ সকল

আশ্রয় করত; আত্মপরদেহসকলেতে—স্বদেহে ও পরদেহসকলেতে; আমাকেই সর্ব্বান্তর্যামীকেই। ১৮।

আচার্য্য সেই সকল ব্যক্তির অসদ্গতির কথা বলিতেছেন :—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু। ১৯।

এই সকল দ্বেষপরায়ণ ক্রূর অশুভ নরাধমদিগকে আমি সংসারে অজস্র আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।

ভাব—দ্বেষপরায়ণ—ভূতদ্বেষী; ক্রূর—হিংসাপরায়ণ; অশুভ—পাপনিষ্ঠ। 'অজস্র আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি' একথা বলাতে তাদৃশ ব্যক্তিগণের গতি হয় না ইহাই বুঝায়। এইরূপ মনে করিয়াই শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন, 'তাহাদের কথনই আসুর-স্বভাববিচ্যুতি হয় না।' এই শ্লোকের কিছু পরেই আচার্য্য যথন বলিয়াছেন 'মনুষ্য এই তিনটি হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনার শ্রেয় আচরণ করিয়া থাকে, তৎপর পরমগতি লাভ করে,' তথন আসুর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেবগুণ আচরণপূর্ব্বক সদ্গতি প্রাপ্ত হয়, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। এজন্যই আচার্য্য অনুগীতাতে তামসগণের অসদ্গতি বর্ণন করিবার পর সেই গুণের বিপরীত আচরণ দ্বারা স্বর্গগতি হয় এরূপ বলিয়াছেন। এ কথা বলিতে পারা যায় না যে, দেবগুণাভ্যাস করিবার অবকাশ নাই, সেরূপ হইলে সর্ব্বত্র গুণসকলের বিমিশ্রভাব সিদ্ধ পায় না, এবং 'তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, অনতিমানিতা' এস্থলে তমোগুণপ্রধান লোকসকলেতে অনতিমানিতারূপ দেবগুণের প্রবেশ সম্ভবিত না। "কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কঙ্ক, যবন, খস, ইত্যাদি এবং আর আর যে সকল অধম জাতি আছে, তাহারাও যাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পবিত্র হয় সেই প্রভাবশালী ভগবান্‌কে নমস্কার করি *।" এ সকল কথা আচার্য্যের হৃদয়ানুসরণ করিয়াই উক্ত হইয়াছে। ১৯।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্। ২০।

হে কৌন্তেয়, সেই মূঢ়গণ আসুরী যোনি লাভ করিয়া জন্মে জন্মে আমাকে না পাইয়াই তদপেক্ষা অধম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভাব—মূঢ়গণ—বিবেকজ্ঞানরহিত। 'আমাকে না পাইয়াই' এরূপ বলাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, 'কিরাত, হূণ, অন্ধ্র' ইত্যাদি যেরূপ সাধুসঙ্গে পবিত্র হইয়া থাকে তেমনি ভগবৎপ্রেরিত সাধুগণের সঙ্গবশতঃ যদি এই সকল মূঢ়গণ শুদ্ধচিত্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে পাইয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। ২০।

---

* ভাগবত ২স্ক ৪অ, ১৮ শ্লোক।

সমুদায় আসুর ধর্ম্ম কাম, ক্রোধ ও লোভমূলক, সুতরাং মূলের উল্লেখ করিয়া সে গুলির একত্র সংগ্রহ করা হইতেছে :—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ। ২১।

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের ত্রিবিধ দ্বার এবং আত্মার নাশের হেতু, সুতরাং এই তিনকে পরিত্যাগ করিবে।

ভাব—আত্মার নাশের হেতু—অসদ্গতিপ্রাপ্তির কারণ। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন "আসুরী সম্পদের ভেদের অন্ত নাই, যে তিনটিতে সেই অনন্তভেদ অন্তর্ভূত হয়, যে তিনটি পরিত্যাগ করিলে সমুদায় পরিত্যক্ত হয়, যে তিনটি সমুদায় অনর্থের মূল, সেই তিনটিতে সমুদায় আসুরী সম্পৎ সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "আসুরী প্রকৃতি নরকের হেতু, ইহা শ্রবণ করিয়া যে সকল ব্যক্তি উহার পরিহার ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন "আসুরী সম্পদের ভেদ অনন্ত। পুরুষায়ু শত বর্ষেও উহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না, এই আশঙ্কানিবারণার্থ সেই আসুরী সম্পৎ সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন"। ২১।

আসুরী সম্পদের ভেদ অসংখ্যেয়। যদি তিন প্রকারের মধ্যে উহাকে অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া না যায়, তাহা হইলে পুরুষায়ু শতবর্ষেও কেহ উহার পরিহার করিতে পারে না। সেই তিনটির পরিহার করিলেই দৈবী সম্পদ্ লাভ হয়, উত্তমগতিপ্রাপ্তি হয়, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্। ২২।

হে কৌন্তেয়, মনুষ্য এই তিনটি তমোদ্বার হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনার শ্রেয় আচরণ করিয়া থাকে, তৎপরে পরম গতি লাভ করে।

ভাব—তমোদ্বার—নরকের দ্বার ; শ্রেয়—তপ ও দানাদি। ২২।

শাস্ত্ররূপে পরিণত ভগবানের শাসন অনুসরণ না করিলে কদাপি সদ্গতি হয় না, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্। ২৩।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, সে সিদ্ধিও পায় না, সুখও পায় না, পরমগতিও প্রাপ্ত হয় না। ২৩।

অতএব শাস্ত্রের অনুসরণ কর্ত্তব্য আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি। ২৪।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ইটি করণীয় ইটি অকরণীয়, ইহা স্থির করিবার পক্ষে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। সুতরাং শাস্ত্রবিধানে কি কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে জানিয়া তোমার তাহাই করা উচিত। ২৪।

শ্রীমদ্‌যামুনমুনির অনুযায়ী শ্রীমদ্রামানুজ এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"দেবাসুরের সম্পদ্বিভাগ বলিয়া তৎপর তত্ত্বানুষ্ঠান ও জ্ঞানের স্থৈর্য্যসাধনজন্য ষোড়শ অধ্যায়ে শাস্ত্রাধীনতা উক্ত হইয়াছে।" শ্রীমদ্গিরি এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মজনিত বাসনানুসারে সাত্ত্বিকাদি যে প্রকৃতিত্রয় ব্যক্ত হয়, উহার বিভাগে দৈবী ও আসুরী এই সম্পদ্দ্বয়—একটীকে গ্রহণ অপরটীকে পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশে,—উপদেশ করা হইয়াছে। পুরুষার্থাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রশ্রবণ ও তদুক্ত বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই এই অধ্যায়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।" শ্রীমচ্ছ্রীধর এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"দেব ও অসুরের সম্পদ্‌বিভাগ করিয়া সাত্ত্বিক ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার হয়, ষোড়শাধ্যায়ে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।" শ্রীমদ্বলদেব এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"বেদার্থে যাঁহাদিগের নিষ্ঠা আছে তাঁহারা স্বর্গ ও স্থায়ী মোক্ষ প্রাপ্ত হন, যাহারা বেদবাহ্য তাহারা নরক প্রাপ্ত হয়, ষোড়শাধ্যায়ে ইহাই নির্ণীত হইয়াছে।" শ্রীমন্মধুসূদন এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"সমুদায় আসুরী সম্পদের মূলভূত, সমুদায় অশ্রেয়ের কারণ, সমুদায় শ্রেয়ের প্রতিবন্ধক মহাদোষ কাম, ক্রোধ ও লোভকে পরিত্যাগ করত শ্রেয়ঃপ্রার্থী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রপ্রেরণায় শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়সকলের অনুষ্ঠানপরায়ণ হইবেন, ইহাই দেবতাসুরসম্পদ্দ্বয়বিভাগপ্রদর্শনোপায়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"আস্তিকেরাই সাধু, তাঁহারাই সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন; নাস্তিকেরা নরকে গমন করিয়া থাকে, অধ্যায়ের এই অর্থ নিরূপিত হইয়াছে।"

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

"যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত," অতীত অধ্যায়ের এ কথায় বুঝাইতেছে যে, শাস্ত্রবিধিপরিত্যাগাপেক্ষা স্বেচ্ছাচারই অসিদ্ধি ও অসদ্গতির কারণ। এরূপ স্থলে যাঁহারা স্বেচ্ছাচারবশতঃ নহে, কিন্তু অনুরাগের আধিক্যবশতঃ শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাগমার্গে থাকিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের তাদৃশ নিষ্ঠা সত্ত্বপ্রধান দৈবী, রজঃপ্রধান আসুরী, অথবা তমঃপ্রধান রাক্ষসী, ইহা জানিবার জন্য অর্জ্জুন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। একথা বলিতে পারা যায় না যে, ঈদৃশ রাগমার্গ কোথাও নাই? "আত্মাতে পরিচিন্তিত হইয়া ভগবান্ যখন যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোকাচারে ও বেদে নিষ্ঠা পরিত্যাগ করেন *", ইত্যাদি স্থলে শাস্ত্রবিধি অপেক্ষা রাগমার্গানুগামিগণ অনুরাগেরই প্রাধান্য মনে করিয়া থাকেন। কেবল ভক্তিমার্গেই শাস্ত্রাপেক্ষা অনুরাগের আধিক্য কল্পিত হইয়াছে তাহা নহে, জ্ঞানমার্গেও শাস্ত্রাপেক্ষা জ্ঞানের আধিক্য কল্পিত হইয়াছে, যথা "'বেদ অবেদ হয়' এই বচনানুসারে জ্ঞানোদয়ে শ্রুতিরও অভাব আমাদের অভিপ্রেত †।" কেন? "প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং শাস্ত্রসকলেরও বিষয় অবিদ্যাঘটিত ‡।" যদি মনে কর, শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই এখানে শাস্ত্রবিধির পরিহার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং এ শাস্ত্র পরিহারও শাস্ত্রবিধির অন্তর্গত, এরূপ মনে করিতে পার না, কেন না এখানে শাস্ত্রাপেক্ষা ব্যাখ্যানেরই প্রাধান্য। 'বেদ অবেদ হয়,' এ বচন দেখাইতেছে সুষুপ্তিতে সকলেরই বিলোপ হয়, অথচ সুষুপ্তির বিষয়টিকে ব্যাখ্যানের বলে প্রবোধের অবস্থায় নিয়োগ করা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবানের প্রবর্ত্তনায় যে কোন ব্যক্তি শাস্ত্রের অপেক্ষা না রাখিয়া রাগমার্গে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তিতে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাপ্রেরিত হৃদয়ের কার্য্য সম্ভবপর। এজন্য আচার্য্য পরে বলিবেন, "হে ভারত, অন্তঃকরণের অনুরূপ সকলের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে তাহাই।" শ্রীমচ্ছঙ্কর কিন্তু বলিয়াছেন, "অবশেষে যে সকল ব্যক্তি শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধান পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধিসহকারে দেবাদির পূজা করিয়া থাকে—শ্রুতিস্মৃতিলক্ষণ কোন শাস্ত্র-বিধি অবলোকন না করিয়া বৃদ্ধগণের ব্যবহার দেখিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবাদির পূজায় প্রবৃত্ত হয়—'যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজন করে' এস্থলে তাহাদিগকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি দেখিয়াও সেই বিধি

---

* ভাগবত ৪স্ক ২৯ অ, ৪৬ শ্লোক। † বেদান্তসূত্র ৪অ, ১পা, ৩সূত্রভাষ্য।

‡ বেদান্তসূত্র ১অ, ১পা, ১ সূত্রভাষ্য।

পরিত্যাগপূর্ব্বক অযথাবিধি দেবাদির পূজা করে তাহারা 'শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজন করে' এ কথার লক্ষ্য নহে। কেন? 'শ্রদ্ধাপূর্ব্বক' এই বিশেষণ থাকাতে দেবাদির পূজাবিধিঘটিত কোন শাস্ত্র দেখিয়াও অশ্রদ্ধাবশতঃ যদি তাহা পরিত্যাগ করা হয় তাহা হইলে একথা বলা যাইতে পারে না যে শাস্ত্রবিহিত দেবাদি পূজাতে সে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব 'যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজন করে' এস্থলে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "দৈবাসুরবিভাগ বলিতে গিয়া প্রাপ্য তত্ত্বজ্ঞান এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় জ্ঞান যে একমাত্র বেদমূলক ইহাই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে অশাস্ত্রবিহিত বিষয়ের অসুরত্বনিবন্ধন নিষ্ফলত্ব এবং শাস্ত্রবিহিত বিষয়ের গুণানুসারে ত্রৈবিধ্য এবং তাহার লক্ষণ কথিত হইতেছে। অশাস্ত্রবিহিত বিষয় নিষ্ফল ইহা না জানিয়া সেই অশাস্ত্রবিহিত বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাগাদি করিলে তাহাতে সত্ত্বগুণাদিনিমিত্ত কি ভিন্ন ভিন্ন ফল হয় তাহা জানিবার অভিলাষে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।" শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন, "এই অধ্যায়ে বিস্তারপূর্ব্বক গুণভেদ বর্ণিত হইতেছে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ না জানিয়া—'দ্বিজকে সরহস্য সমগ্র বেদ জানিতে হইবে' এই বিধি তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন "পূর্ব্ব অধ্যায়ের অন্তে 'যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত সে সিদ্ধিও পাও না' এই কথা বলিয়া শাস্ত্রবিধিপরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে নিরত ব্যক্তির জ্ঞানে অধিকার নাই ইহাই বলা হইয়াছে। এরূপ স্থলে শাস্ত্রবিধি-পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে নয় কিন্তু শ্রদ্ধায় অনুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিগণের জ্ঞানে অধিকার আছে কি না, তাহাই জানিবার অভিলাষে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন। এখানে 'শাস্ত্রবিধি-পরিত্যাগপূর্ব্বক যজন করে' এরূপ বলাতে শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া তাহা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যজন ঘটিতে পারে না। শ্রদ্ধা—আস্তিক্যবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান যাঁহাদিগের আছে তাঁহাদিগের শাস্ত্রের বিরুদ্ধবিষয়ে শ্রদ্ধা কখন সম্ভবপর নহে। শাস্ত্র জানিয়া তদ্বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিগণসম্বন্ধে 'শ্রদ্ধা ত্রিবিধ' 'সাত্ত্বিকব্যক্তিগণ দেবগণের যজন করিয়া থাকে' ইত্যাদি পরে বলা খাটে না। অতএব এখানে শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনকারিগণকে গ্রহণ করিতে হইবে না কিন্তু সেই সকল ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করিতে হইবে যাহারা ক্লেশবুদ্ধিতে বা আলস্যে শাস্ত্রার্থজ্ঞানে যত্ন না করিয়া কেবল আচারপরম্পরার অনুসরণপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেবতা আরাধনাদিতে রত।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদবিধিতে তদনুষ্ঠানকারী শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণ দেবতা, আর বেদকে অবজ্ঞা করিয়া যথেচ্ছাচারী বেদবহিষ্কৃতগণ অসুর, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে তুমি বলিয়াছ। এখন আমার এই জিজ্ঞাসা, যে সকল ব্যক্তি বেদপাঠ ও বেদার্থ দুর্গম মনে করিয়া আলস্যাদি-বশতঃ বেদবিধিপরিত্যাগপূর্ব্বক লোকাচারসমুৎপন্নশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবাদির যজন

করে, তাহারা এক দিকে শাস্ত্রবিধির উপেক্ষা করিতেছে আর এক দিকে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজনা করিতেছে, ইহা পূর্ব্বনির্ণীত দৈব ও আসুর হইতে যখন অন্য প্রকার, তখন এ নিষ্ঠা কি ?" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ত্রিবিধ। কেহ কেহ শাস্ত্র-বিধি জানিয়াও অশ্রদ্ধাপ্রযুক্ত উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করে, ইহারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থের অযোগ্য এজন্য অসুর ; কেহ কেহ শাস্ত্রবিধি জানিয়া শ্রদ্ধাবশতঃ তদনুসারে নিষিদ্ধবিষয়বর্জ্জনপূর্ব্বক বিহিত বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থের যোগ্য এজন্য দেবতা, পূর্ব্ব অধ্যায়ের অন্তে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাহারা কিন্তু আলস্যাদিবশতঃ শাস্ত্রীয়বিধি উপেক্ষা করিয়া শ্রদ্ধাবশতঃ বৃদ্ধব্যবহারমাত্র অনুসরণপূর্ব্বক নিষিদ্ধবর্জ্জন ও বিহিতের অনুষ্ঠান করে, তাহারা শাস্ত্রীয় বিধির উপেক্ষাকরারূপ অসুরধর্ম্ম এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠানকরারূপ দেবধর্ম্মযুক্ত। ইহাদিগের মধ্যে আসুর ও দেবধর্ম্ম উভয়ই যখন দেখা যাইতেছে, তখন ইহা-দিগকে অসুরগণের মধ্যে বা দেবগণের মধ্যে অন্তর্ভূত করা হইবে, এই সংশয় করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্রশব্দে শ্রুতি, সদাচার ও কুলাচারও গ্রহণ করিতে হইবে, কেন না সে সকলও ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রমাণ—সর্ব্বথা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার পিতা এই কূপ দিয়া গিয়াছেন এখানে স্নান পান, অবগাহন, পরিচর্য্যা, প্রদক্ষিণ ও প্রক্রমণরূপ যজন করিলে আমি অবশ্য অভীষ্টফল লাভ করিব, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃপ্রতিষ্ঠিত কূপাদির যজন করে তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ ...... ? যদ্যপি ভাষ্যে কথিত হইয়াছে 'বৃদ্ধব্যবহার দর্শনকরতঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবাদির যজন করে,' তথাপি সে স্থলেও অনিন্দিত বৃদ্ধ ব্যবহারই গ্রহণ করিতে হইবে, কেন না অনিন্দিত বৃদ্ধব্যবহারে তামসত্বাদির আশঙ্কা নাই।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "অসুরসৃষ্টির কথা বলিয়া তাহার উপসংহারে তুমি বলিলে, 'যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, সে সিদ্ধিও পায় না, সুখও পায় না, পরমগতিও প্রাপ্ত হয় না'......কিন্তু যে সকল ব্যক্তি কামভোগবর্জ্জিত এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজন অর্থাৎ তপোযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, জপযজ্ঞাদি করে তাহাদের নিষ্ঠা কি ?"

অর্জ্জুন উবাচ—যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ। ১।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা শাস্ত্রবিধিপরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজন করে, হে কৃষ্ণ, তাহাদের কি প্রকার নিষ্ঠা ? সত্ত্ব, রজ, অথবা তম।

ভাব—শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্রোক্ত বিধান ; পরিত্যাগ করিয়া—অনুরাগবশতঃ অনাদর

করিয়া; যজন্ করে—দেবাদির পূজা করে, শাস্ত্রবিধি অবলোকন না করিয়া বৃদ্ধগণের ব্যবহার দেখিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবাদির পূজায় প্রবৃত্ত হয়—শ্রীমচ্ছঙ্কর, যাহারা ক্লেশ-বুদ্ধিতে বা আলস্যে শাস্ত্রবিধির অনাদর করিয়া কেবল আচারকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবাদির পূজা করে—শ্রীমচ্ছ্রীধর; আলস্যাদিবশতঃ শাস্ত্রের বিধি পরিত্যাগ করিয়া লোকাচারজনিতশ্রদ্ধাসম্পন্ন—শ্রীমদ্বলদেব, শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি পরিত্যাগ অর্থাৎ আলস্যাদিবশতঃ অনাদর করিয়া—অসুরগণের ন্যায় অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া অথচ বৃদ্ধগণের ব্যবহারানুসারে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া—দেবপূজাদি করে—শ্রীমন্মধুসূদন, শ্রুতি, সদাচার ও কুলাচারসম্মত বিধি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া পিতৃপ্রতিষ্ঠিত কূপাদির যজন অর্থাৎ পূজা করে—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; নিষ্ঠা—স্থিতি; সত্ত্ব, রজ অথবা তম—সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক। ১।

'শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজন করে' এই প্রশ্নস্থ শ্রদ্ধাশব্দ অবলম্বন করিয়া আচার্য্য উত্তর দিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু। ২।

সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে দেহিগণের স্বভাবজ ত্রিবিধ শ্রদ্ধা, সেই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার কথা শ্রবণ কর।

ভাব—স্বভাবজ—সহজ, জন্মান্তরকৃত ধর্ম্মাদিসংস্কার মরণকালে অভিব্যক্ত হয় উহাকেই স্বভাব বলে, সেই স্বভাব হইতে জাত স্বভাবজ—শ্রীমচ্ছঙ্কর ও তাঁহার অনুযায়িবর্গ, পূর্ব্বকালের বাসনাজন্য আপনার অসাধারণ ভাব স্বভাব, সেই স্বভাবে রুচিবিশেষ উপস্থিত হয়, তদনুসারে যে বিষয়ে রুচি হয় তাহাতে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে—শ্রীমদ্রামানুজ। ২।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যোযচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।

হে ভারত, লোক সকলের অন্তঃকরণানুরূপ শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে তাহাই।

ভাব যে ব্যক্তি সত্ত্বগুণপ্রধান, তিনি সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত, যিনি রজোগুণপ্রধান তিনি রাজসিক শ্রদ্ধাযুক্ত, যিনি তমোগুণপ্রধান তিনি তামসিক শ্রদ্ধাযুক্ত। শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণসমুৎপন্ন; এই সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজ ও তমোগুণের সংস্পর্শ আছে, এজন্য শ্রীমচ্ছ্রীধর ভাগবতের প্রমাণে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি আবার বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, "কেবল লোকাচারানুসারে যাহারা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত তাহাদিগের সম্বন্ধে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস শ্রদ্ধা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে তাঁহারা স্বভাবকে জয় করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের এক

সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা, ইহাই সমুদায় প্রকরণের অভিপ্রায়।" শ্রীমদ্বলদেব অন্তঃকরণ ত্রিগুণাত্মক ইহা স্বীকার করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন, "দেবাদি, যক্ষাদি, প্রেতাদি ইহাদের যাহাকে পূজ্য মনে করিয়া যে শ্রদ্ধা করে, সেই পূজাকারী ব্যক্তি তাহাই হয়, সে ব্যক্তিকে সেই সেই শব্দে নির্দ্দেশ করা সমুচিত, কেন না পূজাকারী পূজ্যের গুণ পাইয়া থাকে।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথও এইরূপ বলিয়াছেন,—"দেবতা অসুর বা রাক্ষসকে পূজনীয়স্থানে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, সে তাহাই হয়, সুতরাং তাহাকে সেই সেই শব্দেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে।" শ্রীমন্মধুসূদন আপনার ব্যাখ্যানকৌশলে এইরূপ বলিয়াছেন, "প্রকাশশীলতাবশতঃ সত্ত্ব। সত্ত্বপ্রধান তিনটি গুণ অপঞ্চীকৃত (অবিমিশ্র) পঞ্চ মহা-ভূতের সহিত মিলিত হইয়া অন্তঃকরণ জন্মায়। সেই অন্তঃকরণ কোথাও উদ্রিক্তসত্ত্ব—যেমন দেবগণে; কোথাও তমোগুণ দ্বারা অভিভূতসত্ত্ব—যেমন প্রেতাদিতে; মনুষ্য-গণেতে প্রায়ই বিমিশ্রভাব। শাস্ত্রীয়বিবেকজ্ঞান দ্বারা রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করিলে উদ্ভূতসত্ত্ব অন্তঃকরণ জন্মায়। শাস্ত্রীয় বিবেকজ্ঞানশূন্য সকল প্রাণীর অন্তঃ-করণানুরূপ শ্রদ্ধা হয়, সুতরাং অন্তঃকরণের বিচিত্রতানুসারে শ্রদ্ধাও বিচিত্র হইয়া থাকে। সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণে সাত্ত্বিকী, রজঃপ্রধান অন্তঃকরণে রাজসী ও তমঃপ্রধান অন্তঃ-করণে তামসী শ্রদ্ধা হয়।" যদ্যপিও দেবগণেতে উদ্রিক্তসত্ত্বগুণ হওয়াই যুক্তিযুক্ত, তথাপি যখন তাঁহাদিগেরও পরিবর্ত্তনাধীনতা আছে তখন তাঁহারাও সর্ব্বথা রজ ও তমোগুণে অস্পৃষ্ট নহেন। ৩।

কর্ম্মভেদে সত্ত্বাদিনিষ্ঠা আচার্য্য বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছেন :—

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ। ৪।

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের, রাজস ব্যক্তিগণ যক্ষ রাক্ষসের, তামস ব্যক্তিগণ প্রেত ভূতগণের যজন করিয়া থাকে।

ভাব—দেবগণের—বসুরুদ্রাদির; যক্ষ রাক্ষসের—কুবের ও নির্ঋতি প্রভৃতির, প্রেতভূতগণের—উল্কামুখ, কট, পূতনাখ্য সপ্ত মাতৃকাদির; 'দুঃখ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় নাই ঈদৃশ উৎকৃষ্ট সুখের কারণ দেবযাগাদিবিষয়ক শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, দুঃখ দ্বারা বিচ্ছিন্ন ঈদৃশ অল্পসুখজনক শ্রদ্ধা রাজসী, দুঃখপ্রধান অত্যল্পসুখজনক শ্রদ্ধা তামসী' —শ্রীমদ্রামানুজ, 'ইহারাও প্রবল বেদানুরতসাধুগণের সঙ্গে স্বভাব জয় করিয়া কখন কখন বেদে অধিকার লাভ করিয়া থাকে'—শ্রীমদ্বলদেব। ৪।

রজ ও তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিসকল যদি তপোনিরত হয়, তাহা হইলে তাহারা কি করিয়া থাকে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ। ৫।
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্। ৬।

দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, আসক্তি ও সাহসিকতাবশতঃ যে সকল লোক অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যাচরণ করে এবং অবিবেকী হইয়া শরীরস্থ ভূতনিচয়কে এবং তৎসহ অন্তঃশরীরস্থ আমাকেও কৃশ করে, তাহাদিগকে আসুরনিশ্চয় বলিয়া জানিও।

ভাব—দম্ভ—ধার্ম্মিকত্বখ্যাপন; অহঙ্কার—আমিই শ্রেষ্ঠ ঈদৃশ দুরভিমান; কাম—অভিলাষ; সাহসিকতা—অভিলাষ ও আসক্তি জন্য বলপ্রকাশ; অশাস্ত্রবিহিত—ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত এবং মনকে সংযত করিয়া যোগে তনু ক্ষীণ না করত সমুদায় বিষয় সাধন করিবে *" ইত্যাদি শাস্ত্রে যাহা বিধান করা হইয়াছে তদ্বিপরীত; ঘোর—ভীষণ, উৎকট, তপ্ত শিলারোহণাদি; ভূতনিচয়কে—দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আকারে পরিণত পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ; আমাকেও—অন্তর্যামীকেও; কৃশ করে—বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে ক্ষীণ করে, এবং মৎকৃত শাস্ত্রের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্তর্যামী আমারও প্রভাবকে মন্দীভূত করে; আসুরনিশ্চয়—রজস্তমঃপ্রকৃতিসম্ভূত আসুর অধ্যবসায়যুক্ত; মনুষ্য বলিয়া প্রতীত হইয়াও অসুরের কার্য্য করাতে তাহারা অসুর—শ্রীমন্মধুসূদন। অশাস্ত্রবিহিত এস্থলে অশাস্ত্রশব্দে বুদ্ধশাস্ত্র এরূপ ব্যাখ্যা করা ভাল নয়, কেন না বুদ্ধশাস্ত্রও পঞ্চতপঃপ্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধনগুলিকে নিন্দা করিয়াছে;—"সেই মূঢ়েরা বিবিধ উপায়ে শরীরকে শোষণ করে। তাহারা মিথ্যাদৃষ্টিতে আক্রান্ত, শীঘ্রই তাহারা অপায়সমূহে পতিত হয়" †। ৫ ৬।

গুণভেদে আহারাদির যে ভেদ হয় আচার্য্য তাহাই বলিতে উপক্রম করিতেছেন:—

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু। ৭।

ত্রিবিধ আহার সকলের প্রিয়; যজ্ঞ, তপস্যা দানও তদ্রূপ। এ সকলের ভেদ বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমে সাত্ত্বিক আহার কথিত হইতেছে:—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ। ৮।

---

* মনুসংহিতা ২অ, ১০০ শ্লোক।   † ললিতবিস্তর ১৭।৩।১।

যে সকল আহার আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক, রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থির এবং হৃদ্য, সেই সকল আহার সাত্ত্বিক জনের প্রিয়।

ভাব—আয়ু—দীর্ঘজীবন; সত্ত্ব—স্থৈর্য্য, উৎসাহ—শ্রীমচ্ছ্রীধর, বলবৎ দুঃখ উপস্থিত হইলেও নির্ব্বিকারত্বসম্পাদক চিত্তের ধৈর্য্য—শ্রীমন্মধুসূদন; বল—শরীরের সামর্থ্য; আরোগ্য—রোগরাহিত্য; সুখ—তৃপ্তি; প্রীতি—অভিরুচি; স্নিগ্ধ—স্বাভাবিক বা আগন্তুক তৈলযুক্ত; স্থির—রসাদি অংশে শরীরে চিরকাল স্থায়ী; হৃদ্য—দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়প্রিয়। ৮।

রাজসাহার কথিত হইতেছে :—

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ। ৯।

কটু, অম্ল, লবণ, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, দুষ্পাচ্য, এবং যাহাতে দুঃখ শোক ও রোগ উপস্থিত হয় সেই সকল আহার রাজসগণের অভিলষিত।

ভাব—অতি এই শব্দটি কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ ও দুষ্পাচ্য এই সাতটিতে ব্যাখ্যাতৃগণ যোজনা করিয়া থাকেন। অতি কটু—নিম্বাদি; অত্যম্ল—তিন্তিড়াদি; অতিলবণ—সৈন্ধবাদি; অত্যুষ্ণ—অতি উত্তপ্ত; অতি তীক্ষ্ণ—মরীচাদি; অতি রুক্ষ—কঙ্গু কোদ্রবাদি; দুষ্পাচ্য—সন্তাপক সর্ষপাদি। অতি কটু প্রভৃতি আহারকালেই হৃদয়সন্তাপাদি দুঃখ, পরে দৌর্ম্মনস্যরূপ শোক এবং ধাতুবৈষম্যরূপ রোগ উৎপন্ন করে। ৯।

তামস আহার কথিত হইতেছে :—

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুসিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্। ১০।

প্রহরাতীত, নীরস, পর্য্যুসিত, পচাগন্ধযুক্ত, এমন কি উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য ভোজন তামসজনের প্রিয়।

ভাব—প্রহরাতীত—এক প্রহর পূর্ব্বে যাহা পাক করা হইয়া গিয়াছে, অর্দ্ধপক্ব—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অনেক দিন হইল আছে—শ্রীমদ্রামানুজ; নীরস—রস চলিয়া গিয়াছে—শ্রীমচ্ছঙ্কর, স্বাভাবিক রস হারাইয়াছে—শ্রীমদ্রামানুজ, সার বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে—শ্রীমচ্ছ্রীধর, বিরস—শ্রীমদ্বলদেব, সার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ মথিত দুগ্ধ (মাঠা) আদি—শ্রীমন্মধুসূদন; পচাগন্ধযুক্ত—দুর্গন্ধ; পর্য্যুসিত—পাক

করিয়া রাত্রান্তরিত ; উচ্ছিষ্ট—অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট ; অমেধ্য—অভক্ষ্য, যজ্ঞাবশিষ্ট নহে। "শ্লোকস্থ চকার বৈদ্যশাস্ত্রে যে সকল অপথ্য লিখিত রহিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিতেছে। এসকল আহারে দুঃখ শোক ও রোগ উপস্থিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে এজন্য মুক্তকণ্ঠে বলা হয় নাই"—শ্রীমন্মধুসূদন। 'রসাদি শ্রেণী সাত্ত্বিক, কটু আদি শ্রেণী রাজস, প্রহরাতীতাদি শ্রেণী তামস, ক্রমে আহারের এই তিনটি শ্রেণী' উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "অন্য দুই শ্রেণী সাত্ত্বিক শ্রেণীর বিরোধী দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন অতি কটুত্বাদি অস্বাদ্যাদি জন্য রসযুক্তত্বের বিরোধী, রুক্ষত্ব স্নিগ্ধত্বের বিরোধী, তীক্ষ্ণ ও দুষ্পাচ্য ধাতুপোষণের বিরোধী এজন্য স্থায়িত্বের বিরোধী, দুঃখ ও শোককরত্ব সুখ ও প্রীতির বিরোধী, এইরূপে রাজস শ্রেণী সাত্ত্বিক শ্রেণীর বিরোধী। তামস শ্রেণীতে নীরসত্ব, প্রহরাতীতত্ব, পর্য্যুসিতত্ব যথাসম্ভব রসত্ব, স্নিগ্ধত্ব ও স্থিরত্ববিরোধী, দুর্গন্ধত্ব উচ্ছিষ্টত্ব ও অমেধ্যত্ব হৃদ্যত্বের বিরোধী, আয়ু ও সত্ত্বাদির বিরোধিতা অতি স্পষ্ট। রাজসশ্রেণীতে বিরোধ চক্ষে দেখা যায়, তামস শ্রেণীতে বিরোধ কতকগুলি চক্ষে দেখা যায়, কতকগুলি চক্ষে দেখা যায় না, ইহাই অভিপ্রায়"। ১০।

এক্ষণে ত্রিবিধ যজ্ঞ কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ সাত্ত্বিক যজ্ঞ আচার্য্য বলিতেছেন :—

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ। ১১।

ফলের আকাঙ্ক্ষাপরিত্যাগপূর্ব্বক বিধানের আদেশে যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করে সেই সাত্ত্বিক।

রাজস যজ্ঞ আচার্য্য বলিতেছেন :—

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্। ১২।

ফলাভিসন্ধানপূর্ব্বক কেবল দম্ভার্থ যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই যজ্ঞকে রাজস জানিও।

ভাব—ফলাভিসন্ধান করিয়া—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের উদ্দেশ করিয়া ; দম্ভার্থ—ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনের জন্য। শ্লোকস্থ "চৈবশব্দ বিকল্প ও সমুচ্চয় বুঝায়। এই বিকল্প ও সমুচ্চয়ে ত্রৈবিধ্য সূচিত হইতেছে। দম্ভার্থ নয় পারলৌকিক ফলানুসন্ধান করিয়া অনুষ্ঠান এই একপক্ষ, পারলৌকিক ফল অনুসন্ধান না করিয়া দম্ভার্থ আর এক পক্ষ, এই বিকল্পে দুটি পক্ষ। পারলৌকিক ফলার্থ ও ঐহলৌকিক দম্ভার্থ এই সমুচ্চয়ে এক পক্ষ"—শ্রীমন্মধুসূদন। ১২।

তামস যজ্ঞ আচার্য্য বলিতেছেন :—

৴ বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে। ১৩।

বিধিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন, শ্রদ্ধাবিরহিত, অদত্তান্ন যজ্ঞকে তামস বলিয়া থাকে।

ভাব—বিধিহীন—শাস্ত্রে যাহা বলে তাহার বিপরীত; মন্ত্রহীন—মন্ত্র ছাড়া, মন্ত্র স্বর ও বর্ণে হীন—শ্রীমচ্ছঙ্কর, মন্ত্রে হীন একথা বলার অভিপ্রায় এই যে, "মন্ত্র যদি স্বর বা বর্ণে হীন হয়, তাহা হইলে উহার মিথ্যাপ্রয়োগ হইল, সুতরাং উহার যে অর্থ সে অর্থ হইল না। 'ইন্দ্রশত্রু' * এই পদের স্বর ঠিক না হওয়াতে যেমন হইয়াছিল তেমনি সেই বাগ্বজ্র যজমানকে হিংসা করে।" দক্ষিণাবিহীন—যে দক্ষিণা দেওয়া বিধিসিদ্ধ তাহা না দেওয়া; অদত্তান্ন—যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করা হয় নাই। ১৩।

ত্রিবিধ তপ বলিতে উদ্যত হইয়া প্রথমতঃ কায়, বাক্য ও মনোভেদে আচার্য্য ত্রিবিধ তপ প্রদর্শন করিতেছেন :—

৮ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে। ১৪।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, এই গুলিকে শারীরিক তপস্যা বলে।

ভাব—দেব—ইন্দ্রাদি; দ্বিজ—ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তির জন্য সংস্কারে যাঁহাদের দ্বিতীয় বার জন্ম হইয়াছে; গুরু—পিত্রাদি; প্রাজ্ঞগণ—পণ্ডিতগণ, তত্ত্ববিদ্গণ; পূজা—প্রণাম শুশ্রূষাদি; শৌচ—বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি; ঋজুতা—অবক্রভাব; ব্রহ্মচর্য্য—বিধি অনুসরণপূর্ব্বক যোষিৎসম্ভাষণ, ভোগ্যভাবে যোষিদ্গণের প্রতি দৃষ্টি আদি না করা—শ্রীমদ্রামানুজ, স্ত্রীপুরুষসম্পর্কপরিহার—শ্রীমদ্গিরি, বিধানসিদ্ধ স্ত্রীপুরুষসম্পর্ক—শ্রীমদ্বলদেব; অহিংসা—প্রাণিগণকে পীড়ন না করা। ১৪।

বাঙ্ময় তপস্যা কথিত হইতেছে :—

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে। ১৫।

সত্য, প্রিয়, হিতজনক, অনুদ্বেগকর বাক্য এবং স্বাধ্যায়াভ্যাস বাঙ্ময় তপস্যা কথিত হয়।

---

* ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য বৃত্রাসুর অভিচারে প্রবৃত্ত হয়। 'ইন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্ব' ঋত্বিগ্‌গণ এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। 'ইন্দ্রের শত্রু হও' এই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অন্তোদাত্ত করা উচিত ছিল, তাহা না করিয়া ভ্রমক্রমে তাঁহারা আদ্যুদাত্ত করিয়াছিলেন, ইহাতে ইন্দ্রই বৃত্রের বধকর্ত্তা হইলেন।

ভাব—সত্য—যাহা যেমন তাহা তেমনি বলা, যে বিষয়টি যেমন দেখা হইয়াছে তেমনি বলা—শ্রীমদ্গিরি, প্রামাণিক—শ্রীমদ্বলদেব ; প্রিয়—প্রীতিকর ; হিতজনক—কল্যাণকর ; শ্রবণকালে ও পরিণামে সুখপ্রদ—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ; অনুদ্বেগকর—কাহারও দুঃখকর নয় ; স্বাধ্যায়াভ্যাস—বেদাভ্যাস। শ্রীমচ্ছঙ্করের অনুসরণ করিয়া শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন—"চকার বিশেষণগুলির একত্র সংগ্রহার্থ। অনুদ্বেগকরত্বাদি চারিটি বিশেষণ-বিশিষ্ট, একটি বিশেষণেও ন্যূন নহে—যথা 'বৎস, শান্ত হও, 'স্বাধ্যায় ও যোগ অনুষ্ঠান কর, তাহাতে তোমার শ্রেয় হইবে' ইত্যাদি।"

মানস তপস্যা উক্ত হইতেছে :—

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬॥

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, ইহাকে মানস তপস্যা বলে।

ভাব—মনের প্রসন্নতা—অব্যাকুলতা, মনের প্রশান্তি স্বচ্ছতাসাধন—শ্রীমচ্ছঙ্কর, মনের ক্রোধাদিরহিতত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ, অনাকুলতা নিশ্চিন্ততা—শ্রীমদ্গিরি, স্বচ্ছতা—শ্রীমচ্ছ্রীধর, বৈমল্য বিষয়স্মৃতিজনিত ব্যগ্রভাবের অভাব—শ্রীমদ্বলদেব, চিন্তা ও ব্যাকুলতারাহিত্য—শ্রীমন্মধুসূদন, রাগদ্বেষাদিরাহিত্য—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ; সৌম্যত্ব—অন্তঃশীতলতাজন্য শান্তমূর্ত্তিত্ব, সৌমনস্য……মুখাদির প্রসন্নতাকর অন্তঃকরণের বৃত্তি—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অপর সকলের অভ্যুদয় হউক এরূপ মনের প্রবণতা—শ্রীমদ্রামানুজ, সকলের প্রতি হিতৈষিতা এবং অহিত চিন্তা না করা—শ্রীমদ্গিরি, অক্রূরতা—শ্রীমন্মাধ্ব, সকলের সুখেচ্ছুত্ব—শ্রীমদ্বলদেব, সকল লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং প্রতিষিদ্ধ বিষয় চিন্তা না করা—শ্রীমন্মধুসূদন, পরহিতৈষিত্ব—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ; মৌন—বাঙ্‌নিয়মন, অগ্রে মনঃসংযম করিলে তবে বাক্‌সংযম হয়, সুতরাং [মনঃসংযম কারণ বাক্‌সংযম কার্য্য] কার্য্য দ্বারা এখানে কারণ উক্ত হওয়াতে [মৌন] মনঃসংযম—শ্রীমচ্ছঙ্কর, মনের বাক্যে প্রবৃত্তিনিয়মন—শ্রীমদ্রামানুজ, মননশীলত্ব—শ্রীমন্মাধ্ব, মনন—শ্রীমচ্ছ্রীধর, আত্ম-মনন—শ্রীমদ্বলদেব, একাগ্রতাসহকারে আত্মচিন্তন—শ্রীমন্মধুসূদন, বাক্‌সংযম—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ; আত্মনিগ্রহ—সকল বিষয় হইতে মনের নিরোধ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, বিষয় সকল হইতে মনের প্রত্যাহার—শ্রীমচ্ছ্রীধর ও বলদেব, বিশেষ ভাবে মনের সমুদায়বৃত্তি-নিগ্রহরূপ অসম্প্রজ্ঞাতনিরোধ সমাধি—শ্রীমন্মধুসূদন, মনের নিরোধ—শ্রীমন্নীকণ্ঠ ; ভাবশুদ্ধি—পরের সহিত ব্যবহারকালে অমায়াবিতা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, আত্মা ব্যতীত অন্য বিষয়ে চিন্তাবিরহিতত্ব—শ্রীমদ্রামানুজ, ব্যবহারে মায়ারাহিত্য—শ্রীমচ্ছ্রীধর, ব্যবহারে নিষ্কপটতা—শ্রীমদ্বলদেব, কাম ক্রোধ লোভাদি মালিন্যের নিবৃত্তি—শ্রীমন্মধুসূদন। ১৬।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপ সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ। প্রথমতঃ সাত্ত্বিক তপ আচার্য্য বলিতেছেন :—

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে। ১৭।

কোন প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া একাগ্রচিত্তে পরম শ্রদ্ধায় যে সকল ব্যক্তি এই ত্রিবিধ তপস্যা করে তাহাদিগের তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলা যায়। ১৭।

রাজস তপ আচার্য্য বলিতেছেন :—

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্। ১৮।

সৎকার, মান এবং পূজার জন্য দম্ভসহকারে যে তপস্যা করা হয় তাহা রাজস, এই তপস্যা চঞ্চল এবং অনিশ্চিত।

ভাব—সৎকার—সাধুবাদ, এই তপস্বী অতি সাধু এরূপ প্রশংসাবাদ; মান—সম্ভ্রম, প্রত্যুত্থান অভিবাদনাদি; পূজা—পাদপ্রক্ষালানার্থ জলদানাদি; দম্ভ—ধার্ম্মিকত্ব-খ্যাপন; চঞ্চল—অচিরস্থায়ী। সৎকারাদিলাভের অভিলাষে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখন চিরস্থায়ী হইতে পারে না, কেন না সাধারণ লোকে যে সাধুবাদাদি অর্পণ করিয়া থাকে তাহা অস্থায়ী, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ সাধুবাদাদিকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। লোকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য প্রয়াস থাকিলে তপস্যার নূতন নূতন পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, সুতরাং উহা চঞ্চল ও অনিশ্চিত হয়। ১৮।

তামস তপ আচার্য্য বলিতেছেন :—

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্। ১৯।

মূঢ়তাবশতঃ দুরাগ্রহে আত্মপীড়া জন্মাইয়া যে তপস্যা করা হয়, অথবা অন্যের বিনাশার্থ যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামস তপস্যা বলা গিয়া থাকে।

ভাব—মূঢ়তাবশতঃ—অবিবেক জন্য; আত্মপীড়া—শরীরকর্শনাদি; বিনাশার্থ—অনিষ্টসাধনার্থ; তপ—অভিচাররূপ। অথর্ব্ববেদে শত্রুবিনাশের অভিপ্রায়ে বহু অভিচারমন্ত্র আছে, সে সকলের নিদর্শনস্বরূপ ঋক্‌সংহিতা হইতে একটি অভিচার মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—"হে ইন্দ্র, আমার যাহারা সমান তাহাদিগের মধ্যে

আমাকে শ্রেষ্ঠ, আমার যাহারা বিপক্ষ তাহাদিগের পরাভবকারী, আমার যাহারা শত্রু তাহাদিগের হননকারী এবং সর্ব্বোপরি বিরাজমান গোসমূহের অধিকারী আমায় কর। আমি বিপক্ষগণের নিধনকারী হইলাম, আমি হিংসা ও আঘাতের অতীত হইলাম; বিপক্ষগণ আমার এই পদদ্বয়ের নিম্নে স্থিতি করিতেছে। ধনুকের দুই প্রান্ত ধনুর গুণের দ্বারা যেমন বন্ধন করে, আমি তোমাদিগকে এখানেই সেইরূপ বন্ধন করিতেছি। হে বাচস্পতি, ইহাদিগকে নিষেধ করিয়া দাও, যেন আমার কথার উপরে ইহারা কথা না বলে। সমুদায় কর্ম্মের উপযুক্ত তেজ লইয়া শত্রুজেতা হইয়া আমি আসিয়াছি। আমি তোমাদের চিত্ত, আমি তোমাদের ব্রত, আমি তোমাদের মিলন হরণ করিয়া লইতেছি। তোমাদের যোগ ও ক্ষেম আত্মসাৎ করিয়া আমি তোমাদিগের অপেক্ষা উত্তম হইয়াছি, আমি তোমাদিগের মস্তকে আরোহণ করিয়াছি। জল হইতে ভেক সকল যেমন শব্দ করিতে থাকে, তেমনি তোমরা আমার চরণতল হইতে চিৎকার করিতে থাক *।" ১৯।

এক্ষণে দান সকলের প্রভেদ বলিবার জন্য প্রথমতঃ আচার্য্য সাত্ত্বিক দান বলিতেছেন :—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। ২০ ॥

দেওয়া কর্ত্তব্য এজন্য অনুপকারী ব্যক্তিকে এবং দেশ, কাল ও পাত্রে যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে।

ভাব—অনুপকারী—উপকার করিতে অসমর্থ, যে ব্যক্তি উপকার করিতে সমর্থ তৎপ্রতি উপকারনিরপেক্ষত্বে, যে ব্যক্তি অনুপকার করে; যথা মহাভারতে—"অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধুভাব দ্বারা অসাধুভাবকে জয় করিবেক, দানের দ্বারা কদর্য্যকে জয় করিবেক, সত্য দ্বারা অসত্যকে জয় করিবেক †।" অর্থাদিলোভবশতঃ পরোপকারে বৈমুখ্য—কদর্য্য। "প্রীতি সহকারে মিলিত হইয়া যে সকল ব্যক্তি বাক্য ও মনে সমভাবে শত্রু ও মিত্রের নিত্য সেবা করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন ‡।" এস্থলে দানাদি দ্বারা শত্রুরও সেবা কর্ত্তব্য ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। দেশ—ধর্ম্মক্ষেত্র; কাল—দুর্ভিক্ষাদি; পাত্র—'হে কৌন্তেয়, দরিদ্রের ভরণপোষণ কর' এই যুক্তিতে দরিদ্র ও আতুর। শ্লোকস্থ 'পাত্রে' পদটি তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত পাতৃশব্দ গ্রহণ করিলে রক্ষক অর্থ হয়। বিদ্যা ও তপস্যাযোগে যিনি আপনাকে, পরকে ও দাতাকে রক্ষা করিতে সমর্থ তিনি রক্ষক। তাদৃশ ব্যক্তিকে দান সাত্ত্বিক দান। ২০।

* ঋকবেদ ১০ম, ১৬৬ সূ, ১—৫ ঋক্। † অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৪ অ, ৩৪ শ্লোক।
‡ উদ্যোগপর্ব্ব ৩৮ অ, ৩৪ শ্লোক।

আচার্য্য রাজস দান বলিতেছেন :—

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্। ২১।

প্রত্যুপকার জন্য অথবা ফলের উদ্দেশ করিয়া অতি কষ্টে যে দান করা হয় তাহাকে রাজস দান বলে। ২১।

আচার্য্য তামস দান বলিতেছেন :—

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্। ২২।

অসৎকার এবং অবজ্ঞাপূর্ব্বক অদেশ, অকাল ও অপাত্রে যে দান করা হয়, তাহাকে তামস দান বলে।

ভাব—অদেশ—অধর্ম্মক্ষেত্র; অকাল—অনুপযুক্ত কাল; অপাত্র—'ধনীকে ধন দিও না' এতদনুসারে ধনবান্ আদি; অসৎকার—সৎকারশূন্য; অবজ্ঞা—তিরস্কার। ২২।

ভগদ্ভাববর্জ্জিত যজ্ঞ, তপ ও দানাদিতে মোক্ষ হইতে পারে না। কিরূপে ভগদ্ভাবযুক্ত হইয়া সে সকল সম্পাদন করা যাইতে পারে আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা। ২৩।

ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ তদ্দ্বারা বিহিত হইয়াছে।

ভাব—ত্রিবিধ—সর্ব্বগত, সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বান্তর্ভাবক; নির্দ্দেশ—নাম। ওঁ—সর্ব্বগত ব্রহ্ম, যথা—"ওঁই ব্রহ্ম; ওঁই এই সমুদায়। 'কর' বলিয়া করিতে বলিলে ওঁ এই বলিয়া সে করে, শ্রবণ করাও বলিলে ওঁ এই বলিয়া শ্রবণ করায়; ওঁ এই বলিয়া নাম সকল গান করে, ওঁ এই বলিয়া গীতিরহিত ঋক্ উচ্চারণ করে, ওঁ এই বলিয়া অধ্বর্যু প্রতিগর ('ও শোং সামো দেব' এই শব্দ) প্রতিগ্রহণ করে; ওঁ এই বলিয়া ব্রহ্মা অনুজ্ঞা করে, ওঁ এই বলিয়া অগ্নিহোত্র হবন করিতে অনুজ্ঞা দেয়; ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ওঁ উচ্চারণ করিয়া বলে, বেদ গ্রহণ করি, বেদ গ্রহণ করি *।" "ওঁ এই অক্ষরই এই সকল" † "হে সত্যকাম, এই যে ওঁকার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম" ‡ ইত্যাদি। তৎ—সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম,

* তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ১।৮।

† মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। ১।

‡ প্রশ্নোপনিষৎ ৫। ২।

যথা—"ধীরগণ তিনি এই [তৎ এতৎ] এইরূপ জানিয়া অনির্দ্দেশ্য পরম সুখ অনুভব করেন। আমি তাঁহাকে কিরূপে জানিব? তিনি কি প্রকাশ পান, না প্রকাশিত হন * ?" "তিনি (তৎ) তুমি †" "'তৎ' এই বা এই মহাভূতের নাম ‡" ইত্যাদি। সৎ—সর্ব্বান্তর্ভাবক, ব্রহ্ম যথা—"হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সৎই ছিলেন §।" সেই ব্রহ্মনির্দ্দেশে পূর্ব্বকালে ব্রহ্ম সহ একত্বে ব্রাহ্মণ হইয়াছে, যথা—"সেই জন্য যিনি এরূপ জানেন তিনি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনাতে আত্মাকে দেখেন, সকলকেই আত্মা বলিয়া দেখেন, পাপ ইঁহাকে স্পর্শ করে না, সকল পাপকে ইনি অতিক্রম করেন, সকল পাপকে ইনি ভস্ম করেন, ইনি নিষ্পাপ, নিষ্কাম এবং সংশয়শূন্য হইয়া ব্রাহ্মণ হন ‖।" বেদও সেই ব্রহ্মনির্দ্দেশে হইয়াছে, যথা—"এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎসকল, শ্লোকসকল, সূত্রসকল, অনুব্যাখ্যান সকল, ব্যাখ্যান সকল, এ সকল যাহা কিছু এই মহাভূতের নিশ্বসিত ¶।" "অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, আদিত্য হইতে সামবেদ" এই শ্রুতি অনুসারে মনু বলিয়াছেন "অগ্নি, বায়ু, ও সূর্য্য হইতে ঋক্ যজু ও সাম নামক তিনখানি সনাতন বেদ যজ্ঞসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মা দোহন করিয়াছিলেন ∴।" "যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়যোগে বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন ∵" ইত্যাদি। যজ্ঞও সেই ব্রহ্মনির্দ্দেশেই হইয়াছে, যথা—"সেই প্রভু কর্ম্মস্বভাব দেব, প্রাণী, ও সাধ্যগণের সূক্ষ্মসমষ্টি ও নিত্যকালস্থায়ী যজ্ঞকে সৃজন করিলেন ∠।" ব্যাখ্যাতৃগণ বলেন প্রমাদবশতঃ অনুষ্ঠানের যে বৈগুণ্য হইতে পারে সেই বৈগুণ্য পরিহারপূর্ব্বক সাদগুণ্যবিধানজন্য পূর্ব্বোক্ত তিনটি নামের কোন একটির উচ্চারণ করিতে হয়। ভগবদ্ভাববর্জ্জিত হওয়াই বৈগুণ্য ভগবদ্ভাবযুক্ত হওয়াই সাদগুণ্য, সুতরাং পূর্ব্বব্যাখ্যাতৃগণের সহিত কোন বিরোধ উপস্থিত হইতেছে না। ২৩।

সেই তিনটি ব্রহ্মনামের প্রয়োগ বলিতে গিয়া প্রথমতঃ আচার্য্য ওঙ্কারের প্রয়োগ বলিতেছেন :—

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্। ২৪।

এজন্যই ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান ও তপঃক্রিয়া প্রবৃত্ত হয়।

---

* কঠোপনিষৎ ৫। ১৪। † ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬। ৭। ৮।
‡ শ্রীজ্বরোপনীষৎ নীলকণ্ঠধৃত। § ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬। ২। ১।
‖ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৬। ৪। ২৩। ¶ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪। ৪। ১০।
∴ মনু ১অ, ২৩ শ্লোক। ∵ ভাগবত ১স্ক ১অ, ১ শ্লোক।
∠ মনু ১অ, ২২ শ্লোক।

ভাব—ব্রহ্মবাদিগণের—ব্রহ্মজ্ঞগণের অপরের নহে; বিধানোক্ত—শাস্ত্রোক্ত। "এই যে ওঙ্কার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম" এতদনুসারে সর্ব্বগত ব্রহ্ম ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য যজ্ঞীয় উপকরণ, দানসামগ্রী ও তপঃক্রিয়াতে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া সে সকলের অনুষ্ঠান হইবে, এই উদ্দেশে ওঙ্কারের উচ্চারণ। আচার্য্য এজন্যই ব্রহ্মবাদিশব্দ বলিয়াছেন, কেন না উপনিষৎসকলেতে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বেরই প্রাধান্য। ২৪।

আচার্য্য ব্রহ্মবাচক 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ বলিতেছেন :—

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ। ২৫।

তৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণ ফলাভিসন্ধান না করিয়া যজ্ঞ, তপ ও বিবিধ দানক্রিয়া করিয়া থাকে।

ভাব—তৎ—সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম। সর্ব্বাতীত ব্রহ্মের ভাবাপন্ন হইলে ফলাকাঙ্ক্ষার অতীত হওয়া যায়, এজন্যই আচার্য্য 'ফলাভিসন্ধান না করিয়া' এইরূপ বলিয়াছেন। ২৫।

সর্ব্বগত ও সর্ব্বাতীত ব্রহ্মকে সর্ব্বান্তর্ভাবক ব্রহ্মে অন্তর্ভূত করিয়া লইবার জন্য আচার্য্য সৎ এই শব্দের বিস্তৃত প্রয়োগ করিতেছেন :—

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে। ২৬।
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে। ২৭।

সদ্ভাব ও সাধুভাবে সৎ এই শব্দের প্রয়োগ হয়, প্রশস্ত কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপস্যা ও দানেতে যিটি স্থায়িরূপে অবস্থান করে তাহাকে সৎ বলে, আর সেই ব্রহ্মের উদ্দেশে যে কর্ম্ম তাহাকেও সৎ বলিয়া থাকে।

ভাব—সদ্ভাবে—অস্তিত্বে; অস্তিত্বমাত্র গ্রহণ করাতে নিখিল জগৎ ও জীবের অন্তর্ভাবন সিদ্ধ হইতেছে। সাধুভাবে—সচ্চরিত্রে; সাধুভাব দ্বারা সমুদায় আবির্ভূত-স্বরূপ মহাত্মাদিগের অন্তর্ভাবন সিদ্ধ হইতেছে। প্রশস্ত—মাঙ্গলিক; সমুদায় মাঙ্গলিক কর্ম্মে 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হওয়াতে সংসারে ভগবানের লীলা অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া হইতেছে। স্থায়িরূপে অবস্থান—তৎপর হইয়া অবস্থান, নিষ্ঠা; ব্রহ্মের উদ্দেশে যে কর্ম্ম—যে কর্ম্মের প্রয়োজন এক ঈশ্বর। যজ্ঞের উপকরণাদিতে তদ্গতভাবে, এবং ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জন দ্বারা সেই সকলেতে তদতীত ভাবে সাধন সম্পাদন করিয়া, এই দুই পৃথক্ সাধনকে এক অস্তিত্বে সকল উপকরণাদি সহ অন্তর্ভূত করিয়া লইলে সাধক কৃতার্থ

হন *, এজন্যই এই কয়েকটি শ্লোকে সাধনপরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে। সকল অনুষ্ঠানেতে ওঁ তৎসৎ, এইরূপ সমগ্র অবয়ব গৃহীত হইয়া থাকে; ইহা দেখিয়া শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন "যাহার এক একটি অবয়বের এতাদৃশ মহিমা, ওঁতৎসৎ সেই এই সমগ্র নির্দ্দেশটির মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলা যাইবে"। ২৬। ২৭।

"যাহারা শাস্ত্রবিধিপরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজন করে" এই প্রশ্নের অগ্রিমাংশের উল্লেখপূর্ব্বক আচার্য্য উপসংহার করিতেছেন :—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ। ২৮।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

হে পার্থ, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে অসৎ বলে, উহা ইহকালেও কিছু নয়, পরকালেও কিছু নয়।

ভাব—এস্থলে "যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত" এবং "যাহারা শাস্ত্রবিধিপরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজন করে" এ দুইয়ের ভেদ কি বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত সে 'সিদ্ধিও পায় না, সুখও পায় না, পরমগতিও পায় না', আর যে সকল ব্যক্তি আলস্যাদিবশতঃ শাস্ত্রচর্চ্চা না করিয়া কেবল বৃদ্ধপরম্পরাগত ব্যবহার সকল, অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকটে যে পন্থা শ্রবণ করিয়াছে সেই পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক যজ্ঞ, তপ ও দানাদিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই সকল যজ্ঞাদির সঙ্গে সঙ্গে ওঁতৎসৎ উচ্চারণ দ্বারা রজ ও তমোগুণ পরাজয় করিয়া ব্রহ্মানুসন্ধান সংযুক্ত করে, তাহারা "অন্যে এরূপ না জানিয়া অন্যের নিকটে শুনিয়া উপাসনা করে †" এই বিধি অনুসারে মোক্ষের যোগ্য হয়। শ্রীমদ্গিরিও বলিয়াছেন, "ইহার দ্বারা শাস্ত্রাভিজ্ঞব্যক্তিগণও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রদ্ধাতে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ শ্রদ্ধাযুক্ত হন এবং তাঁহারা রাজস ও তামস আহারাদিত্যাগপূর্ব্বক সাত্ত্বিক আহারাদি সেবায় একমাত্র সত্ত্বগুণাশ্রিত হন। তাঁহাদের যজ্ঞাদিতে বৈগুণ্য উপস্থিত

* যজ্ঞীয় উপকরণাদিতে ব্রহ্মদর্শন করা তদ্গত ভাব। তদ্গতভাবে যজ্ঞীয় উপকরণাদিতে ব্রহ্মদর্শন করিতে গিয়া সাধকের সেই সকলেতে আবদ্ধচিত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ব্রহ্ম তদ্গত হইয়াও সে সকলে লিপ্ত নহেন সে সকলের অতীত। সাধকও যখন ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করেন তখন ব্রহ্মের ন্যায় নির্লিপ্ত হয়েন, যজ্ঞীয় উপকরণাদি আর তাঁহাকে বদ্ধ রাখিতে পারে না, তিনি তাহাদিগের অতীত হন। তদ্গত ও তদতীত এ দুই বিপরীত ভাব এক অনন্তসত্তাতে অন্তর্ভূত হইলে এক ও অখণ্ড হয়; এবং সেই এক অখণ্ড বস্তুর সাধনে সাধক কৃতার্থ হন। 'যজ্ঞীয় উপকরণাদি' এস্থলে আদি শব্দ থাকাতে তপস্যা ও দানের উপকরণও গৃহীত হইতেছে।

† গীতা ১৩ অ, ২৫ শ্লোক।

হইলেও ব্রহ্মনামনির্দ্দেশ দ্বারা বৈগুণ্যপরিহারপূর্ব্বক তাঁহারা পরিশুদ্ধবুদ্ধি হন এবং শ্রবণাদি সকল গুলির একত্র সাধনে তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহারা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন"।২৮।

শ্রীমচ্ছ্রীধর অধ্যায়ের এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"রজ এবং তমোময়ী শ্রদ্ধা পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্ত্বময়ী শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করিলে সাধক তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হন,সপ্তদশ অধ্যায়ে ইহাই রহিয়াছে।" শ্রীমদ্বলদেব এইরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন—"স্বভাবজাত শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রজ শ্রদ্ধা আশ্রয় করিলে শ্রেয়ের অধিকারী হয় সপ্তদশ অধ্যায়ের ইহাই সিদ্ধান্ত।" শ্রীমন্মধুসূদন এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"এইরূপে এ অধ্যায়ে আলস্যাদিবশতঃ যাহারা শাস্ত্রে অনাদর করিয়াছে, অথচ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৃদ্ধব্যবহারমাত্রের অনুসরণ করিয়াছে, তাহারা শাস্ত্রের প্রতি অনাদর করাতে যখন অসুরগণের সমানধর্ম্মী হইতেছে তখন তাহারা অসুর অথবা দেবতা, অর্জ্জুনের এই সংশয়ের মীমাংসা [আচার্য্য] শ্রদ্ধার বিবিধত্বপ্রদর্শনপূর্ব্বক এইরূপ করিয়াছেন যে, রাজস ও তামস শ্রদ্ধাতে যাহারা রাজস ও তামস ভাবে যজ্ঞাদি করে তাহারা অসুর, শাস্ত্রীয় জ্ঞানসাধনে তাহাদের অধিকার নাই, আর যাঁহারা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাতে সাত্ত্বিকভাবে যজ্ঞাদি করেন তাঁহারা দেবতা, তাঁহারা শাস্ত্রীয়জ্ঞানসাধনে অধিকারী।"

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয় ভাষ্যে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়গুলিতে যে সকল বিষয় বলা হইয়াছে সেইগুলি সংক্ষেপে একত্র সংগ্রহ করিয়া আচার্য্য উপসংহার করিতেছেন। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন—"এই অধ্যায়ে সমুদায় গীতাশাস্ত্রের বিষয়ের উপসংহার করিয়া সকল বেদার্থ বলিতে হইবে এইজন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে বিষয় বলা হইয়াছে এই অধ্যায়ে তাহা অবগত হওয়া যায়।" শ্রীমদ্গিরি বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যেখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তারপূর্ব্বক যে বিষয় বলা হইয়াছে, সেই বিষয় সহজে বুঝা যাইতে পারে এজন্য সংক্ষেপে উপসংহার করিয়া ঐ বিষয় বলিবার জন্য [আচার্য্য] এই অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন।" শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে যজ্ঞ, তপ ও দানাদি বৈদিক কর্ম্ম অভ্যুদয় ও শ্রেয়ের সাধক, অন্য কর্ম্ম নহে, ইহা বলা হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মের সামান্য লক্ষণ প্রণবের সহিত সম্বন্ধ। কোন্‌টিতে মোক্ষ হইবে কোন্‌টিতে অভ্যুদয় হইবে এ প্রভেদ সেই সেই শব্দের (ওঁতৎসৎ) প্রয়োগ বা অপ্রয়োগে ঘটিয়া থাকে। কর্ম্মফলের অভিসন্ধি না রাখিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান মোক্ষের সাধন। সত্ত্বগুণের উদ্রেকে ফলাভিসন্ধিবিরহিত যজ্ঞাদির আরম্ভ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি সাত্ত্বিকাহারে হইয়া থাকে এইরূপ বলা হইয়াছে। এক্ষণে মোক্ষসাধনরূপে নির্দ্দিষ্ট ত্যাগ ও সন্ন্যাসের একত্ব, ত্যাগের স্বরূপ, সকল কার্য্যে ভগবান্ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বানুসন্ধান, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের কার্য্য বর্ণন করিয়া সত্ত্বগুণের অবশ্য উপাদেয়ত্ব, পরম পুরুষের আরাধনাভূত স্বস্ববর্ণোচিত কর্ম্মসকলেতে কি প্রকারে পরমপুরুষপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয় তাহা, এবং সমুদায় গীতাশাস্ত্রের সারভূতবিষয় ভক্তিযোগ, এই সকল প্রতিপাদিত হইতেছে।" শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন—"সংক্ষেপ করিয়া এই অধ্যায়ে [আচার্য্য] পূর্ব্বোক্ত সমুদায় সাধনের উপসংহার করিতেছেন।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন—"পরমার্থনির্ণায়ক এই অষ্টাদশাধ্যায়ে সংন্যাস ও ত্যাগ এ দুইয়ের বিভাগ-পূর্ব্বক স্পষ্ট সমুদায় গীতার অর্থসংগ্রহ উক্ত হইয়াছে।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশাধ্যায়ে সমুদায় গীতার অর্থসংগ্রহপূর্ব্বক ভক্তি ও শরণাগতির অতি গোপনীয়ত্ব উহাতে বলিয়াছেন।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"এই অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতাতে প্রথমাধ্যায়ে উপোদ্ঘাতিত, দ্বিতীয়াধ্যায়ে সূত্রিত, শেষ অধ্যায়সমূহে ব্যুৎপাদিত বিষয়সমূহের সমগ্রভাবে উপসংহারের জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"সন্ন্যাস, জ্ঞান ও কর্ম্মাদির ত্রিবিধত্ব, মুক্তিনির্ণয়, গুহ্য সারতম ভক্তি, অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সকল উক্ত হইয়াছে।"

'তৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফলাভিসন্ধান না করিয়া' এতদ্দ্বারা ফলত্যাগ, এবং 'সেই ব্রহ্মের উদ্দেশে যে কর্ম্ম' এতদ্দ্বারা সংন্যাস আচার্য্য বলিয়াছেন। অতএব এ উভয়ের তত্ত্ব কি জানিবার অভিলাষে অর্জ্জুন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

অর্জ্জুনউবাচ— সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন। ১।

হে মহাবাহো কেশিনিসূদন হৃষীকেশ, সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথগ্রূপে জানিতে চাই।

ভাব—তৃতীয়াধ্যায়ের "কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলেই যে কোন ব্যক্তির নৈষ্কর্ম্ম্য (জ্ঞান) লাভ হয় তাহা নহে, কর্ম্মার্পণেই যে সিদ্ধি হয় তাহা নহে। কেহ কদাপি মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিকগুণে সকলেই অবশ হইয়াও কর্ম্ম করিয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে বিরত রাখিয়া যে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়নিচয়কে ভাবে, সে অতি বিমূঢ়চিত্ত, তাহাকে মিথ্যাচার বলা যায়। যে ব্যক্তি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়নিচয়কে সংযত করত অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়যোগে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই বিশিষ্ট। নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। তুমি কর্ম্ম না করিয়া শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না * ;" ষষ্ঠাধ্যায়ের "কর্ম্মফল অবলম্বন না করিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী, তিনি নিরগ্নি নন, তিনি অক্রিয় নন। হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে, জানিও তাহাকেই যোগ বলে ; কেন না সঙ্কল্পত্যাগ না করিয়া কেহ যোগী হইতে পারে না † ;" দ্বাদশ ধ্যায়ের "যাহারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ-পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত [ভক্তি] যোগে আমার ধ্যান করত উপাসনা করে, আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে, হে পার্থ, অচিরে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে আমি উদ্ধার করিয়া থাকি ‡ ;" এই সকল শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় সর্ব্বান্তর্যামীতে কর্ম্মার্পণপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানই সন্ন্যাস, সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে ; কেন না সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ করা যাইতে পারে না ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রেত। যদি এইরূপই হইল তবে আচার্য্যাভিপ্রেত ত্যাগ ও সন্ন্যাস পূর্ব্বে যখন উক্ত হইয়াছে তখন সম্প্রতি 'ফলাভিসন্ধান না করিয়া,' 'সেই ব্রহ্মের উদ্দেশে যে কর্ম্ম' এ কথা বলাতে আবার কেন সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন ? এরূপ প্রশ্ন করিবার কারণ এই যে "মনে মনে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করত কিছুই না করিয়া কিছুই

* গীতা ৩ অ, ৪—৮ শ্লোক। † গীতা ৬ অ, ১। ২ শ্লোক।
‡ গীতা ১২ অ, ৬। ৭ শ্লোক।

না করাইয়া দেহী এই নবদ্বারপুরে আত্মবশে সুখে স্থিতি করিতেছে, *" এই কথায় অনেকে অনবধানবশতঃ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সর্ব্ববিধ কর্ম্মত্যাগই সন্ন্যাস। ভবিষ্যৎ অনবধানের সম্ভাবনানিবারণার্থ অন্তঃসাক্ষীর প্রেরণায় অর্জ্জুন এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহাই ইহার তত্ত্ব। "মনে মনে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করত কিছুই না করিয়া কিছুই না করাইয়া......স্থিতি করিতেছে" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় "মন অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মাদিতে অকর্ম্ম দর্শনপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া" এই কথায় কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শনরূপ কর্ম্ম-সংন্যাস নির্দ্ধারণপূর্ব্বক আবার সেই শ্লোককে প্রমাণ করিয়া "'মনে মনে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করত কিছুই না করিয়া কিছুই না করাইয়া......স্থিতি করিতেছে' এই কথায় যে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপক্ষ উপস্থিত হইতেছে তাহার বাধস্থল কেহ দেখাইতে পারে না।" এরূপ বলা ভাল হয় নাই, কেন না ইহাতে এই হইয়াছে যে, একই শ্লোকে আপনি যাহা একবার বলিয়াছেন তাহাই আবার আপনার কথায় খণ্ডিত হইতেছে। এজন্যই শ্রীমন্মধুসূদন এখানে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিনা বিচারে গ্রহণীয় নহে—"যাহা কিছু সাত্ত্বিক সে সকলের গ্রহণ, এবং যাহা কিছু রাজসিক ও তামসিক তাহাদের পরিত্যাগের জন্য পূর্ব্বাধ্যায়ে ত্রিবিধ শ্রদ্ধানুসারে ত্রিবিধ আহার যজ্ঞ, তপ ও দান এবং ত্রিবিধ কর্ম্মী উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ত্রিবিধ সংন্যাস উল্লেখ করিয়া ত্রিবিধ সংন্যাসী বলিবার বিষয়। তত্ত্ববোধ হইবার পর তাহার ফলভূত যে সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস তাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতত্ব-রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উহার আর সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ হইতে পারে না। তত্ত্ব জানিবার অভিলাষে বেদান্তবাক্য বিচার করিবার নিমিত্ত তত্ত্ববোধ হইবার পূর্ব্বে তত্ত্ববোধজন্য যে সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস হইয়া থাকে উহাও—'সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসম্ভূত কর্ম্ম সকল বেদের উপাসনার বিষয়, হে অর্জ্জুন, তুমি এই তিনগুণের অতীত হও' এরূপ বলাতে—নির্গুণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তির তত্ত্ব জানিবার অভিলাষ হয় নাই, তাহাদের কর্ম্মসংন্যাস 'তিনিই সংন্যাসী তিনিই যোগী' ইত্যাদি বাক্যে গৌণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে"। ১।

আচার্য্য প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ। ২।

কাম্য কর্ম্মসকলের ত্যাগকে পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন; সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ফলত্যাগকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ত্যাগ বলেন।

ভাব—কাম্য—পুত্রাদিকামনাযুক্ত। যাঁহারা সন্ন্যাসী হইবেন তাঁহাদিগের অন্ত কামনা থাকিতে পারে না, যদি থাকে তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংসারিত্ব হইল, সন্ন্যাস

* গীতা ৫ম, ১৩ শ্লোক।

হইল না। ভগবানেতে সমর্পণপূর্ব্বক যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কাম্যকর্ম্ম বলা যাইতে পারে না, কেন না তাহাতে ভগবৎকামনা কামনান্তর দ্বারা ব্যবহিত হয় না। "যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু হবন কর, যাহা কিছু দাও, যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমুদায় আমায় অর্পণ কর *" এইরূপে কর্ম্মার্পণ করিলে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। এজন্যই আচার্য্য ইহার পরে বলিয়াছেন, "এইরূপে শুভাশুভফলযুক্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। মুক্ত হইয়া কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগযুক্তাত্মা হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে †।" সর্ব্ববিধ কর্ম্মের—নিত্য ও নৈমিত্তিক সকল প্রকার কর্ম্মের। শ্রীমদ্রামানুজ যে বলিয়াছেন "মোক্ষশাস্ত্রসমূহে ত্যাগশব্দের অর্থ নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মসকলের ফলত্যাগ" ইহা ভাল বলা হয় নাই, কেন না ফলত্যাগ করিলে আর কর্ম্মের কাম্যত্ব থাকে না। তিনি আরও বলিয়াছেন—"স্বরূপতঃ কাম্যকর্ম্মত্যাগ শাস্ত্রীয় ত্যাগ অথবা সকল কর্ম্মের ফলত্যাগ শাস্ত্রীয় ত্যাগ, ঐ সম্বন্ধে বিরোধপ্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্লোকের একাংশে সন্ন্যাস অন্যাংশে ত্যাগশব্দ শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ ত্যাগ ও সন্ন্যাস শব্দের অর্থ একই, সুতরাং এ দুইয়ের পৃথক্ ভাব জানা যায় না। 'ত্যাগ করিবে' 'ত্যাগ করিবে না' ইহার কোন্‌টি গ্রহণীয় ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া 'হে ভরতসত্তম, ত্যাগবিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর' এই বলিয়া তিনি ত্যাগশব্দেই সন্ন্যাস নির্ণয় করিয়াছেন। 'নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ কখন হইতে পারে না। মোহবশতঃ নিত্য কর্ম্মত্যাগ তমোগুণসম্ভূত কথিত হইয়া থাকে।' 'ইষ্ট, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্টমিশ্র, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল। যাহারা ত্যাগী নহে তাহাদিগের পরলোকে এই ত্রিবিধ ফল হইয়া থাকে সন্ন্যাসীদিগের কিছুই হয় না ;' এস্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ত্যাগ ও সন্ন্যাস এ দুই পর্য্যায়শব্দ ; সুতরাং এ দুইয়ের একত্ব প্রতীত হইতেছে, ইহাই নিশ্চয় করা হই-য়াছে।" যদিও ত্যাগ ও সন্ন্যাস-শব্দ পর্য্যায়শব্দরূপে এস্থলে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তথাপি এ উভয়ের মধ্যে একটু বিশেষ আছে। পরোক্ষ ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া ফলচিন্তাসত্ত্বেও ফলত্যাগ—ত্যাগ, আর ফলচিন্তারাহিত্যবশতঃ সাক্ষাৎ অন্তর্যামী পুরুষে কর্ম্মসমর্পণ সন্ন্যাস। সন্ন্যাস ও ত্যাগের এইটুকু প্রভেদ দেখিয়া অর্জ্জুন এ দুইয়ের পৃথক্ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আচার্য্য প্রথমে ত্যাগের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরে এইরূপে সন্ন্যাস বলিয়াছেন,—"ভক্তি দ্বারা আমি যা, যে পরিমাণ তত্ত্বতঃ জানিতে পারে, তৎপর তত্ত্বতঃ আমায় জানিয়া জ্ঞানানন্তর আমাতে প্রবেশ করে। কেবল একমাত্র আমায় আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম করিয়াও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করে। চিত্তযোগে সমুদায় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক নিরন্তর মচ্চিত্ত হও ‡।" ত্যাগ ও সন্ন্যাস উভয়েতেই

* গীতা ৯ অ, ২৭ শ্লোক।　　† গীতা ৯ অ, ২৮ শ্লোক।

‡ গীতা ১৮ অ, ৫৫—৫৭ শ্লোক।

ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্য আছে বলিয়া ত্যাগ ও সন্ন্যাসের একপর্য্যায়ত্ব। কর্ম্মসংন্যাস মুখ্য নহে গৌণ, একথা কদাপি গীতাসম্মত নহে। কেন না ইহাতে সর্ব্বান্তর্যামীতে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। ২।

ত্যাগবিষয়ে যে মতভেদ আছে, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে। ৩।

কোন কোন পণ্ডিত দোষযুক্ত বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন, কোন কোন পণ্ডিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকর্ম্ম পরিত্যাজ্য নয় বলেন।

ভাব—দোষযুক্ত—রাগাদিদোষযুক্ত। এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"কোন কোন প্রধান মনীষী অর্থাৎ মনোনিগ্রহসমর্থ ব্যক্তিগণ যে সকল পুরুষের পরমাত্মাকে জানিবার অভিলাষ উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহাদিগের রাগাদি যে প্রকার ত্যাজ্য সেই প্রকার কর্ম্মও ত্যাজ্য বলিয়া থাকেন, অপরে জ্ঞানাভিলাষীর যজ্ঞাদি ত্যাজ্য নহে এইরূপ বলেন।" আচার্য্য যখন আপনার মত বলিবার সময়ে বলিয়াছেন, "আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য এই আমার নিশ্চিত উত্তম মত," তখন কর্ম্মত্যাগ কখন বিহিত নয়। "যে মানব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার করিবার কিছুই নাই *," এস্থলে বৈদিকানুষ্ঠান উদ্দেশ করিয়া কর্ম্মানপেক্ষিতা উল্লিখিত হইয়াছে, অন্যথা আচার্য্য কখন বলিতেন না, "নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ কখন হইতে পারে না। মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্মত্যাগ তমোগুণসম্ভূত কথিত হইয়া থাকে" †।৩।

আচার্য্য এখন আপনার মত বলিতেছেন :—

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ। ৪।

হে ভরত সত্তম, হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগবিষয়ে আমার মত শ্রবণ কর। ত্যাগ ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে।

ভাব—ত্যাগ ত্রিবিধ—ফলত্যাগ, আসক্তিত্যাগ ও কর্ত্তৃত্বত্যাগ; কথিত হইয়াছে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্রামানুজ এইরূপ এ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বৈদিক কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানে ফলবিষয়ক, কর্ত্তৃত্ববিষয়ক ও মমতাবিষয়ক ত্রিবিধ ত্যাগ পূর্ব্বেই

---

* গীতা ৩ অ, ১৭ শ্লোক।   † গীতা ১৮ অ, ৭ শ্লোক।

আমি বলিয়াছি। 'আমাতে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া' এই শ্লোকানুসারে কর্ম্মজন্য স্বর্গাদি ফল আমার হইবে না, এই ভাবে ফলত্যাগ ফলবিষয়ক ত্যাগ; আমার ফলসাধক অতএব এটি আমার কর্ম্ম, এইরূপ কর্ম্মেতে যে মমতা উপস্থিত হয় তত্ত্যাগ মমতাবিষয়ক ত্যাগ; সর্ব্বেশ্বরেরই সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্ব এইরূপ অনুসন্ধান দ্বারা যে আপনার কর্ত্তৃত্বত্যাগ হয়, উহাই কর্ত্তৃত্ববিষয়ক ত্যাগ।" পশ্চাদুল্লিখিত তামসাদিভেদে ত্যাগ ত্রিবিধ, অন্য সকল ব্যাখ্যাতৃগণ এইরূপ বলিয়াছেন। ৪।

আপনার মত আচার্য্য বিবৃত করিতেছেন :—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্। ৫।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক না, এ সকল কর্ত্তব্য। কেন না যজ্ঞ দান ও তপস্যা মনীষিগণের পাপমলাপ-হারক।

ভাব—মনীষিগণের—মননশীলগণের, বিবেকিগণের। মনীষী এই প্রকার বিশেষণ দেওয়াতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, বিবেকবুদ্ধির অনুসরণপূর্ব্বক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে উহারা চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন করে, অন্যপ্রকারে অনুষ্ঠান করিলে করে না। "ওঁতৎসৎ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ *" ইত্যাদিতে যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকর্ম্মে ব্রহ্মানু-সন্ধান বিধান করা হইয়াছে, এবং সেই ব্রহ্মানুসন্ধানেই মোক্ষ হয়। বিবেকবুদ্ধি বিনা তাহা কখন সম্ভবপর নহে। ৫।

যজ্ঞাদিতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশজনিত আসক্তি ও ফলত্যাগ আচার্য্য এক্ষণে বলিতেছেন, কর্ত্তৃত্বত্যাগ পরে স্পষ্ট বলিবেন :—

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্। ৬।

হে পার্থ, আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এই আমার নিশ্চিত উত্তম মত।

ভাব—আসক্তি—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশজনিত অনুরাগ, কর্ম্মে মমতা—শ্রীমদ্রামানুজ, আমি এসকলের কর্ত্তা আমার এ সকল অবশ্যকর্ত্তব্য এইরূপ অভিমান—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন—" 'ত্যাগবিষয়ে আমার মত শ্রবণ কর' এই কথায় বক্তব্য বিষয় উপস্থিত করিয়া সযুক্তিক যজ্ঞাদির পাপমলাপহারকত্বের উল্লেখপূর্ব্বক 'এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এই আমার নিশ্চিত মত' এই কথায় বক্তব্য বিষয়ের

* গীতা ১৭অ, ২৩ শ্লোক।

উপসংহার করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহার উল্লেখ হয় নাই, তাহার জন্য এটি বলা হইয়াছে তাহা নহে, কেন না 'এই সকল' বলাতে নিকটে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই জন্য এটি উক্ত হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। শ্লোকস্থ অপি শব্দে এই বুঝাইতেছে যে, আসক্তিযুক্ত ফলার্থী ব্যক্তির এ সকল কর্ম্মবন্ধনের হেতু হইলেও (তদ্বিরহিত) মুমুক্ষু ব্যক্তির এসকল কর্ত্তব্য। যাহারা ত্যাগী নহে তাহাদিগের কর্ম্মসকল লক্ষ্য করিয়া এখানে অপিশব্দ উক্ত হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, নিত্য কর্ম্মসকলের যখন কোন ফল নাই, তখন তৎসম্বন্ধে 'আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক' একথা বলা সঙ্গত হয় নাই। ইঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিত্যকর্ম্ম হইতে ভিন্ন এই সকল কাম্য কর্ম্ম করাই যখন কর্ত্তব্য, তখন যজ্ঞ দান ও তপস্যার তো কথাই নাই। এরূপ ব্যাখ্যা করা ভাল হয় নাই, কেন না 'যজ্ঞ দান ও তপস্যা পাপমলাপহারক' এরূপ বলাতে নিত্যকর্ম্মেরও ফলবত্তা আছে, ইহা এস্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিত্যকর্ম্মেতেও বা বন্ধন হয় এই আশঙ্কায় মুমুক্ষু ব্যক্তি উহা ত্যাগ করিতে যখন অভিলাষ করেন, তখন কাম্যকর্ম্মসকলের কথাই আসিতে পারে না, কেন না 'বুদ্ধিযোগাপেক্ষা কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট' এই বলিয়া কাম্যকর্ম্মসকলের নিন্দা করা হইয়াছে এবং 'যে কর্ম্মের দ্বারা যজ্ঞ হয় না' এই কথা বলিয়া কাম্যকর্ম্মসকল যে বন্ধনের কারণ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা হইয়াছে। 'সত্ত্ব রজ ও তমোগুণসম্ভূত কর্ম্মসকল বেদের উপদেশের বিষয়' 'বেদবাদিগণ আমায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া সোমপান করে.... পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্তলোকে প্রবিষ্ট হয়' এইরূপ বলিয়া যখন কাম্যকর্ম্মসকলকে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ব্যবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন কাম্যকর্ম্মসকল লক্ষ্য করিয়া কখন 'এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য' বলা হয় নাই।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "'ফলত্যাগপূর্ব্বক' এস্থলে চকার থাকাতে বুঝাইতেছে, এ সকল গুলি না করিলে আমার প্রত্যবায় হইবে এ অভিসন্ধিও পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্তস্বভাব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কর্ম্ম করিবে, এই প্রকার আমার মত পূর্ব্বমত হইতে শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বমতে কর্ত্তৃত্বাভিমানরূপ আসক্তিবশতঃ প্রত্যবায় উৎপন্ন হইবে এই ভয়ে কর্ম্মানুষ্ঠান বিধান করা হইয়াছে, এ মতে সে ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ না করিয়া কর্ম্মে অনাসক্তিত্বাদিই কর্ম্মত্যাগ, এই ভাবে কর্ম্মত্যাগ বিহিত হইয়াছে, এই প্রভেদ।"

এস্থলে এইটি বিবেচনা করিতে হইতেছে ;—"যে কর্ম্মের দ্বারা যজ্ঞ হয় না *" এই কথায় কাম্যকর্ম্মসকল যে বন্ধনের কারণ তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা হইয়াছে। 'যজ্ঞ হয় না,' এস্থলে যজ্ঞশব্দের অর্থ পরমেশ্বরের আরাধনা। পরমেশ্বরের আরাধনা না হইলে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় হউক, ইহার পরই যে আবার 'যজ্ঞের অধিকারী করিয়া প্রজাগণকে সৃজন করত' † ইত্যাদি বলিয়া বৈদিক যজ্ঞসকল অবশ্য কর্ত্তব্য, এইরূপ উপদেশ

---

* গীতা ৩অ, ৯ শ্লোক।

† গীতা ৩অ, ১০ শ্লোক।

করা হইয়াছে এবং সেই বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানের ফল, "যে সকল সজ্জন ব্যক্তি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া থাকেন তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন" * এই বলিয়া, পাপবিমুক্তিবশতঃ চিত্তের নির্ম্মলতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'যে মানব আত্মরতি' † এই বাক্যে জ্ঞানী বৈদিককর্ম্মনিরপেক্ষ, ইহার উল্লেখ করিয়া আবার তাহার পরেই 'কর্ম্ম করিবারও তাহার কোন প্রয়োজন নাই, না করিবারও তাহার কোন প্রয়োজন নাই' এই যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক "সে জন্য অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্মানুষ্ঠান কর" ‡ এই বলিয়া আত্মতৃপ্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান বিধান করা হইয়াছে। এরূপ করাতে পরমেশ্বরের আরাধনা যজ্ঞ, এ সিদ্ধান্তের ক্ষতি হইতেছে। না হইতেছে না, কেন না তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বৈদিক যজ্ঞসকলেতেও দেবতান্তরের আরাধনা করেন না ব্রহ্মেরই আরাধনা করিয়া থাকেন। এই জন্যই চতুর্থাধ্যায়ে "যদ্দ্বারা আহুতি দান করা হয় তাহা ব্রহ্ম, যাহা আহুত হয় তাহা ব্রহ্ম" § ইত্যাদি আচার্য্য বলিয়াছেন। এইটি গীতোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ। ১ দৈবযজ্ঞ, ২ ব্রহ্মযজ্ঞ, ৩ সংযমযজ্ঞ, ৪ ইন্দ্রিয়যজ্ঞ, ৫ আত্মসংযমযজ্ঞ, ৬ দ্রব্যযজ্ঞ, ৭ তপোযজ্ঞ, ৮ যোগযজ্ঞ, ৯ স্বাধ্যায়যজ্ঞ, ১০ জ্ঞানযজ্ঞ, ১১ প্রাণায়ামযজ্ঞ, ১২ আহারসংযমযজ্ঞ ¶, এই দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞমধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রাদিদেবতারাধনরূপ দৈবযজ্ঞ দেখিতে পাওয়া যায়। দৈবযজ্ঞের উল্লেখে 'কোন কোন যোগী দেবতা আশ্রয় করিয়া যজ্ঞ করেন' ‖ এরূপ যখন বলা হইয়াছে তখন যোগীরাও যে ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনাপরায়ণ ইহা অতি পরিষ্কার। 'যোগযুক্ত ব্যক্তির আত্মাতে দেবতা' এই যুক্তি আশ্রয় করিয়া বুঝিতে হইবে, ইন্দ্রাদিদেবগণের অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই সেই যোগিগণের আরাধ্য ইন্দ্রাদিদেবতা নহেন। তত্ত্বজ্ঞগণের কৌশল এই যে, যজ্ঞপাত্র জুহূপ্রভৃতিতে যেমন তাঁহারা ব্রহ্মদৃষ্টি, ইন্দ্রাদিতে তেমনি তাঁহারা অন্তর্যামিদৃষ্টি করিয়া থাকেন। "হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ" ⊥ এরূপ বলাতে জ্ঞানযজ্ঞের প্রাধান্য হইলেও "বৈশ্বানর অগ্নি সাত প্রকারে দীপ্তি পায়" ইত্যাদি (৯৯ পৃ,) ⊙ অনুসারে নিত্যানুষ্ঠেয় উপাসনা এবং দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারসকলের যজ্ঞত্ব নিবৃত্ত হয় না, এ জন্য আচার্য্য জ্ঞানযজ্ঞ লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন, "অতএব, হে ভারত, অজ্ঞানসম্ভূত আপনার হৃদয়স্থ সংশয়কে জ্ঞানাসি দ্বারা ছেদন করিয়া যোগানুষ্ঠান কর, উঠ।" ∴ এখানেও আচার্য্য বলিয়াছেন, "যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক না, এ সকল কর্ত্তব্য।" ।৬।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ ত্যাগ বলিতে উপক্রম করিয়া আচার্য্য তামস ত্যাগ বলিতেছেন :—

* গীতা ৩অ, ১৩ শ্লোক। † গীতা ৩অ, ১৭ শ্লোক। ‡ গীতা ৩ অ, ১৯ শ্লোক।
§ গীতা ৪অ, ২৪ শ্লোক। ¶ গীতা ৪অ, ২৫—৩০শ্লোক।
‖ গীতা ৪অ, ২৫ শ্লোক। ⊥ গীতা ৪অ, ৩৩ শ্লোক।
⊙ অনুগীতা ২০অ, ১৯—২৩ শ্লোক। ∴ গীতা ৪অ, ৪২ শ্লোক।

নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ৭।

নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ কখন হইতে পারে না। মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্মত্যাগ তমোগুণসম্ভূত কথিত হইয়া থাকে।

ভাব—ত্যাগ কখন হইতে পারে না। কেন? নিত্যোপসনাদি ব্রহ্মসংস্পর্শাদির কারণ, এবং 'শরীরধারী ব্যক্তি কখন সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না এই যুক্তিতে দেহেন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম অপরিহার্য্য এই জন্য। মোহবশতঃ—অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত। নিত্য-কর্ম্ম ত্যাগ করা যাইতে পারে না এই কথা বলাতে কাম্যকর্ম্মসকল ত্যাগ করিতে পারা যায়, ইহা আপনা হইতে আসিতেছে। দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ত্যাগ করা অসম্ভব হইলেও মোহান্ধগণের পক্ষে তাহাতে যজ্ঞদৃষ্টি এবং নিত্যোপসনাদি পরিত্যাগ করা সম্ভব। এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "ত্যাগী হওয়া প্রতিপন্ন হয় না, কেন না 'তুমি কর্ম্ম না করিয়া শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না' এতদনুসারে কর্ম্ম না করিয়া শরীরযাত্রাপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হয় না। যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নে শরীরযাত্রানির্ব্বাহ সম্যক্ জ্ঞানোৎ-পাদনে সমর্থ। যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন না করিলে 'তাহারা পাপ আহার করে' এই অনুসারে, অযজ্ঞাবশিষ্ট পাপান্নে মন তৃপ্ত হইয়া বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে। 'হে সৌম্য, মন অন্নে তৃপ্ত হয়।' যে জ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, সে জ্ঞান যে আহার-শুদ্ধির অধীন 'আহারশুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি' ইত্যাদি বচনে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যত দিন ইহলোক হইতে প্রয়াণ না হয় তত দিন মহাযজ্ঞাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানসাধক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এজন্য তাহার ত্যাগ সিদ্ধ হয় না।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, "মৃণালের ভিতরে যেরূপ সূত্র থাকে সেই-রূপ আত্মার উদ্দেশে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে জ্ঞান অন্তর্গত হইয়া থাকে, সুতরাং তাদৃশ কর্ম্ম মুক্তিপ্রদ এবং দেহযাত্রার নির্ব্বাহক বলিয়া তাহার ত্যাগ কখন যুক্তিযুক্ত নহে।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন, "কাম্যকর্ম্ম অন্তঃকরণশুদ্ধির কারণ নহে বন্ধনের কারণ, সুতরাং উহা দোষযুক্ত। বন্ধননিবৃত্তির কারণ যিনি জ্ঞান চান, তাঁহার কাম্য-কর্ম্মত্যাগ যুক্তিসিদ্ধ। নিত্যকর্ম্ম শুদ্ধির হেতু, সুতরাং নির্দ্দোষ; অন্তঃকরণশুদ্ধি-প্রার্থী মুমুক্ষু ব্যক্তির নিত্যকর্ম্মত্যাগ যুক্তিসিদ্ধ নহে, কেন না শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ই অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য উহার অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্ব প্রতিপাদন করে। এই গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—'যে মননশীল ব্যক্তি যোগারূঢ় হইতে অভিলাষী, কর্ম্মই তাঁহার [যোগা-রোহণে] কারণ'।" ৭।

আচার্য্য রাজস ত্যাগ বলিতেছেন :—

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ। ৮।

ইহা হইতে দুঃখ হয় এই বলিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করে, সে রাজসত্যাগ করিল বলিয়া ত্যাগজনিত ফল লাভ করে না।

ভাব—দুঃখ—দুঃখ রাজোগুণসমুদ্ভূত, দুঃখজন্য কর্ম্মত্যাগ সুতরাং রাজস। যে সকল কর্ম্ম ভগবদাজ্ঞাবিরোধী সেই সকল ত্যাগ করিলে ত্যাগের ফল লাভ করা যায়, কায়ক্লেশপরিহার করিবার উদ্দেশে ত্যাগ করিলে ফললাভ হয় না। এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "যদিও কর্ম্ম পরম্পরাক্রমে মোক্ষসাধক, তথাপি দুঃখে উপার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা উহার নির্ব্বাহ করিতে হয়, কর্ম্ম করিতে গিয়া বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কায়ক্লেশ জন্মায়, এজন্য উহা মনের অবসাদকর। মনের অবসাদভয়ে যে ব্যক্তি যোগসিদ্ধির জন্য জ্ঞানাভ্যাসেই যত্ন করা সমুচিত এই বলিয়া মহাযজ্ঞাদি আশ্রমকর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার ত্যাগ রজোগুণমূলক। শাস্ত্রে যেরূপ নিয়ম আছে এ ত্যাগ তদনুরূপ নহে, সুতরাং সে এই ত্যাগের ফল জ্ঞানোৎপত্তি লাভ করে না। পরে বলা হইবে—'যে বুদ্ধি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কার্য্য ও অকার্য্য অযথাবৎ জানে সেই বুদ্ধি রাজসী।' মনের প্রসন্নতা কর্ম্ম ও অদৃষ্টে নহে, ভগবৎপ্রসন্নতাতে হইয়া থাকে"। ৮।

আচার্য্য সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিতেছেন :—

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ। ৯।

হে অর্জ্জুন, আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য জন্য যে বিধিসিদ্ধ কর্ম্ম করা হয়, সেই ত্যাগই সাত্ত্বিক জানিতে হইবে।

ভাব—আসক্তি—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশজনিত আসক্তি; ফল—অবশ্যম্ভাবী ভগবদ্দর্শনাদি বিনা আনুষঙ্গিক অন্য ফল; কর্ত্তব্য—ভগবানের আজ্ঞাপালন হয় এজন্য কর্ত্তব্য। এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "এইরূপে দুটি শ্লোকে রাজস ও তামস মুখ্যত্যাগ উক্ত হইল। রাজস ও তামস ত্যাগ যে অমুখ্য হওয়া অসম্ভব 'মোহবশতঃ তাহার পরিত্যাগ' 'শারীরিক ক্লেশের ভয়ে ত্যাগ করে" এই কথায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাহার সূচনা করিয়াছেন। রাজস ও তামস ত্যাগে অমুখ্যত্যাগ সম্ভবে না, কেন না মূঢ়ও, আবার করেও, এ বিরোধী কথা, যদি করে তবে মূঢ় নয়, যদি মূঢ় হয় তবে করে না। এইরূপ যদি শারীরিক ক্লেশের ভয় করে তবে করে না, যদি করে তবে শারীরিক ক্লেশের ভয় করে না এই বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব রাজস ও তামস ত্যাগ যখন অমুখ্য হইতে পারে না, তখন সে দুইটিতে অমুখ্য ত্যাগ বলা হয় নাই। সাত্ত্বিক ত্যাগে অমুখ্য ত্যাগ সম্ভব। জপাকুসুমাশ্রিত স্ফটিকে লৌহিত্য যেমন জ্ঞানিগণের নিকটে দৃশ্যতঃ আছে বস্তুতঃ নাই, তেমনি ঈশ্বরাধীন আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব জ্ঞানিগণের নিকটে দৃশ্যতঃ আছে বস্তুতঃ নাই, ইহা

বলা যাইতে পারে। এইরূপ কর্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য পুরুষ দৃশ্যতঃ করেন বস্তুতঃ করেন না; এজন্য সাত্ত্বিকত্যাগে অমুখ্যত্যাগ সম্ভবপর। ..... এই ত্যাগই বেদে সাত্ত্বিকত্যাগরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা শ্রুতি—'এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ তৎসমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অভিমান ত্যাগ করিয়া ভোগ কর, লোভ করিও না। ধন কার?'—সকল কার্য্য, সকল ইন্দ্রিয়, সকল কর্ত্তা, সকল আত্মার প্রবর্ত্তক পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত এই জগৎ অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গম আচ্ছাদিত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতুক সকলই তাঁহার অধীন অতএব কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানবর্জ্জনপূর্ব্বক বিষয় ভোগ কর, লোভ করিও না, ধন কার? অর্থাৎ ধনে কাহারও স্বামিত্ব নাই, ধনে গর্ব্ব কেবল মিথ্যা। এইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মও যদি তুমি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর তাহা হইলে তোমার কর্ম্মলোপ হইবে না। এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা ভিন্ন যে তোমার উপায়ান্তর নাই পরবর্ত্তী মন্ত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—'এখানে কর্ম্ম করিয়াই শতবর্ষ জীবিত থাকিতে অভিলাষ করিবে। হে মনুষ্য, অভিমান-ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। [অভিমানত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে] কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত হইবে না।' 'আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য' এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অভিমানপরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করাই আপনার প্রধান মত বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। নিত্যকর্ম্মের ফল নাই, এ কথার সম্বন্ধে কি বলা যায়, ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর, এখানকার ভগবদ্বাক্যেই তাহারও ফল আছে জানিও; বেদসিদ্ধ অনুষ্ঠান নিষ্ফল ইহা কদাপি সম্ভবে না। আপস্তম্বও নিত্যকর্ম্মসকলের আনুষঙ্গিক ফল প্রদর্শন করিয়াছেন—'ফলের জন্য আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ছায়া ও গন্ধও উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ধর্ম্মাচরণ করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অর্থও উৎপন্ন হইয়া থাকে।' কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয় স্মৃতি ইহা বলাতে প্রত্যবায়পরিহারও কর্ম্মের ফল, স্মৃতি ইহা প্রদর্শন করিয়াছে। 'ধর্ম্ম দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়' ইত্যাদি বচনে নিত্যকর্ম্ম সকলেতেও ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই ফল ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাতে কোন দোষ হইতেছে না"। ৯।

কুশল ও অকুশল এই দুই প্রকারের কর্ম্ম আছে। যদি দুঃখের ভয়ে অকুশল কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয় তাহা হইলে সেটি রাজসত্যাগ হইল, তাহাতে ত্যাগী হওয়া হইল না। যদি সুখের অভিলাষে কুশল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া হয়, তাহা হইলে ভগবান্ লক্ষ্য হইলেন না, এজন্য উহাতে ত্যাগিত্ব সিদ্ধ হইল না। ভগবদ্ভাবাবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের তাঁহার আজ্ঞাপালনব্যতীত অন্য কিছু কার্য্য নাই, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ। ১০।

সেই মেধাবী ছিন্নসংশয় সত্ত্বসমাবিষ্ট ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল কর্ম্মকেও দ্বেষ করে না, কুশল কর্ম্মেও আসক্ত হয় না।

ভাব—সত্ত্বসমাবিষ্ট—সত্ত্বগুণযুক্ত, সৎ ব্রহ্ম, তাহার ভাব সত্ত্ব, ভগবদ্ভাবে সমাবিষ্ট—নিবদ্ধচিত্ত; অকুশল কর্ম্মকেও—দুঃখকর কর্ম্মকেও, অশোভন কাম্যকর্ম্মকেও—শ্রীমচ্ছঙ্কর; দ্বেষ করে না—প্রতিকূল বলিয়া মনে করে না; কুশল কর্ম্মেও—সুখজনক কর্ম্মেও, নিত্য কর্ম্মেও—শ্রীমচ্ছঙ্কর। ভগবৎপ্রেরণানুসরণ করিয়া সাধক কুশল ও অকুশল উভয় কর্ম্ম সমভাবে সেবা করেন, ইহাই ভাবার্থ। এরূপ করিবার কারণ এই যে, তিনি মেধাবী—তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, আত্মজ্ঞানরূপ প্রজ্ঞাযুক্ত—শ্রীমচ্ছঙ্কর, যথাবস্থিত তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত—শ্রীমদ্রামানুজ, স্থিরবুদ্ধি—শ্রীমচ্ছ্রীধর, স্থিতপ্রজ্ঞ—শ্রীমন্মধুসূদন, স্থাপন ও নিরসন উভয়বিধবিচারে কুশলজন্য কোন্ বস্তু নিত্য কোন বস্তু অনিত্য তাহার প্রভেদপূর্ব্বক প্রজ্ঞাবান্—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; ছিন্নসংশয়—এ রূপে কৃতার্থতা হইবে কি না হইবে তৎসম্বন্ধে সংশয়বিরহিত। এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "'ছিন্ন সংশয়' এই বিশেষণে কর্ম্মসকলই মুক্তি সাধক অথবা সন্ন্যাসই মুক্তিসাধক এ বিষয়ে সংশয়রহিত; 'ত্যাগী' এই বিশেষণে 'যজ্ঞ দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না' এই যে ত্যাগনিষেধ তাহা হইতে (মুখ্য সন্ন্যাসকে) ভিন্ন করা হইয়াছে; 'মেধাবী' এই বিশেষণে 'মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ' এই বলিয়া যে তামসত্যাগ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে (উহাকে) ভিন্ন করা হইয়াছে; শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে রাগদ্বেষাভাব প্রতিপাদিত হওয়াতে 'শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করে' এই বলিয়া যে রাজস ত্যাগ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে (উহাকে) ভিন্ন করা হইয়াছে। 'ছিন্নসংশয়' এ বিশেষণে 'কর্ত্তব্য জন্য যে বিধিসিদ্ধ কর্ম্ম করা হয়' এই বলিয়া যে অমুখ্য সাত্ত্বিকত্যাগ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে (উহাকে) ভিন্ন করা হইয়াছে। সাত্ত্বিকত্যাগনিরত ব্যক্তি কর্ম্মসকলের তুচ্ছত্ব এবং সন্ন্যাসের মহাভাগ্যত্ব জানেন না, যদি জানিতেন তাহা হইলে আর ক্ষণকালও কর্ম্মে রত থাকিতেন না। যে ব্যক্তি দাহোপশমপ্রার্থী সে কখন নিকটে গঙ্গার মহাহ্রদ আছে জানিয়া গ্রীষ্মের উত্তাপে উত্তপ্তবারি পল্বলে ক্ষণকালও বাস করে না। 'সত্ত্ব সমাবিষ্ট' এই বিশেষণে সংশয়চ্ছেদের কারণ বলা হইয়াছে; কেন না ইনি সত্ত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই সত্ত্বগুণ ইঁহাকে সম্যক্ আশ্রয় করিয়াছে। সত্ত্বগুণ আশ্রয় করা এবং সত্ত্বগুণের আশ্রয় হওয়া এ দুইয়ের মধ্যে মহাপার্থক্য। এইরূপে পূর্ব্বশ্লোকে যে সাত্ত্বিকত্যাগরূপ কর্ম্মযোগ বলা হইয়াছে, সেই কর্ম্মযোগের ফলভূত এই মুখ্য সন্ন্যাস জ্ঞানাভিলাষিগণের অনুষ্ঠেয়। 'যে দিনই বিরাগ হইবে সেই দিনই প্রব্রজন করিবে' 'প্রব্রাজকগণ এই লোক ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজন করেন' এই সকল শ্রুতিতে ঈদৃশ সন্ন্যাস প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ যে বলিয়াছেন, 'ত্যাগী' এই বিশেষণে 'যজ্ঞ দান ও তপস্যারূপ কর্ম্মত্যাগ

করিবেক না' এই যে ত্যাগনিষেধ তাহা হইতে (মুখ্যসন্ন্যাসকে) ভিন্ন করা হইয়াছে" তাহা সিদ্ধ হইতেছে না, কারণ আচার্য্য আপনি বলিয়াছেন, "শরীরধারী ব্যক্তি কখন সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং যে ব্যক্তি কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকেই ত্যাগী বলা যায়।" আর আচার্য্যের এই কথাতেই—"'ছিন্নসংশয়' এই বিশেষণে 'কর্ত্তব্য জন্য যে বিধিসিদ্ধ কর্ম্ম করা হয়' এই বলিয়া যে অমুখ্য সাত্ত্বিক ত্যাগ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে (মুখ্যসন্ন্যাসকে) ভিন্ন করা হইয়াছে"—ইহাও সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার এই শ্লোকটিকে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের সোপান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই শ্লোকটিতে স্বরূপতঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসের অভিনিবেশজন্য শ্রীমন্নীলকণ্ঠ যে যত্ন করিয়াছেন, সে যত্ন তাঁহার অস্থানে করা হইয়াছে। ১০।

"কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলেই যে কোন ব্যক্তির নৈষ্কর্ম্ম্য (জ্ঞান) লাভ হয় তাহা নহে, কর্ম্মার্পণেই যে সিদ্ধি হয় তাহা নহে। কেহ কদাপি মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক গুণে সকলেই অবশ হইয়াও কর্ম্ম করিয়া থাকে, *" এই বলিয়া আচার্য্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের অসম্ভাবনা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। "যে ব্যক্তি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়নিচয়কে সংযত করত অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়যোগে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে সেই বিশিষ্ট। নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। তুমি কর্ম্ম না করিয়া শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না;" † এই উক্তিতে আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান যে গীতোক্ত নৈষ্কর্ম্ম্য তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এস্থলে আচার্য্য তাহারই উপসংহার করিতেছেন :—

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে। ১১।

শরীরধারী ব্যক্তি কখন সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং যে ব্যক্তি কর্ম্মের ফলত্যাগ করিয়াছে তাহাকেই ত্যাগী বলা যায়।

ভাব—"পরমার্থদর্শিত্ববশতঃ দেহেতে যাঁহার আত্মভাব চলিয়া গিয়াছে তিনি [দেহ সত্ত্বেও] অদেহী। তিনি অশেষ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ," এ কথার মধ্যে নিগূঢ় তত্ত্ব কি আছে, একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত। প্রথমতঃ দেহসত্ত্বেও অদেহত্ব সম্ভব কি না? দেহে আত্মভাব চলিয়া গেলে সম্ভবপর। দেহে আত্মভাব কি; দেহে আত্মবুদ্ধি। যখন দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করা হয় না, তখন দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্রতা এবং আত্মার দেহানপেক্ষিত্ব সিদ্ধ হয়। দেহে আত্মবুদ্ধি

* গীতা ৩ অ, ৪। ৫ শ্লোক। † গীতা ৩ অ, ৭। ৮ শ্লোক।

অন্তরিত হইলেই আত্মার দেহানপেক্ষিতা সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ শরীরী যত দিন শরীরে আছে, তত দিন শারীরিক সুখ দুঃখ আত্মাতে সংশ্লিষ্ট হইবেই। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে সাধক আত্মাকে ব্রহ্মেতে অবস্থিত দর্শন করেন শরীরে নহে, শরীরের যে সকল ক্রিয়া হয় সে সকল আপনার আত্মচৈতন্যের আবেগে হইতেছে তাহা নহে অন্তর্যামীর প্রেরণায় হইতেছে এইরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেন, সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহাকে শরীরস্থ দেখিলেও তিনি শরীরস্থ নহেন, ক্রিয়ানিরত দেখিলেও তিনি ক্রিয়ানিরত নহেন। আত্মার পক্ষে এইরূপ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস সিদ্ধ হইতেছে। "যিনি নিত্যতৃপ্ত, সুতরাং যাঁহার কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না, তিনি কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না *," ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং আচার্য্য, ভগবান্ বিনা দেহাদি অন্য আশ্রয়বিরহিত যোগী বাহিরে ক্রিয়ানিরত হইয়াও অক্রিয়, ইহাই সর্ব্বত্র বর্ণন করিয়াছেন। কেহ কেহ যে মনে করেন, স্বরূপতঃ সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জড়ের ন্যায় স্থিতি ঘটিয়া থাকে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে, সম্ভব সর্ব্বথা কর্ত্তৃত্বাভিমানপরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না করা। ১১।

কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া যে ত্যাগিত্ব উপস্থিত হয় তাহার ফল কি, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ। ১২।

ইষ্ট, অনিষ্ট, [ইষ্টানিষ্ট] মিশ্র, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল। যাহারা ত্যাগী নহে তাহাদিগের পরলোকে এই ত্রিবিধ ফল হইয়া থাকে, সন্ন্যাসিগণের ইহার কিছুই হয় না।

ভাব—ইষ্ট—অভিলষিত স্বর্গাদি ; অনিষ্ট—অনভিলষিত নরকাদি ; মিশ্র—ইষ্টানিষ্টমিশ্র সুখদুঃখাদি ; পরলোকে—শরীরপতনের পরে, কর্ম্মানুষ্ঠানের সমকালে—শ্রীমদ্রামানুজ, ইষ্টশব্দে দেবত্ব, অনিষ্ট শব্দে পশুত্ব, মিশ্রশব্দে মনুষ্যত্ব এরূপ ব্যাখ্যা করিলে, দেবত্বশব্দে ব্রহ্মভাব বুঝায় না, কিন্তু সত্ত্বপ্রধান স্বর্গবাসিগণের ভাব বুঝায়। স্বর্গধামবাসিগণও জীব, সুতরাং তাঁহাদিগেতে অপূর্ণতা আছে। অপূর্ণতা আছে বলিয়া তাঁহারাও পরিবর্ত্তনের অধীন। যাঁহারা ব্রহ্মেতে বাস করেন সেই সকল ত্যাগী ব্যক্তির সত্ত্বাদিগুণজন্য কোন পরিবর্ত্তন সম্ভবে না, কিন্তু 'সেই সকল ব্যক্তি সৃষ্টিকালে জন্মে না, প্রলয়কালেও তজ্জনিত দুঃখ অনুভব করে না' এই কথানুসারে তাঁহারা উত্তরোত্তর স্বরূপাবির্ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া নিত্য সম্পন্ন হন। এস্থলে শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন, "ফলত্যাগের সহিত সমান করিয়া প্রস্তাব করাতে এখানে সন্ন্যাসিশব্দে কর্ম্মফলত্যাগী

* গীতা ৪অ, ২০ শ্লোক।

গ্রহণ করিতে হইবে। 'কর্ম্মফল অবলম্বন না করিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী' ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মফলত্যাগী ব্যক্তিগণেতে সন্ন্যাসিশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের পাপ সম্ভব নহে, তাঁহারা ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ করাতে পুণ্যফলও তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের ত্রিবিধ কর্ম্মফল হয় না।" একথা শ্রীমচ্ছঙ্করের অভিমত নহে, সুতরাং শ্রীমন্মধুসূদন তাঁহার অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন—"ঈশ্বরার্পণ দ্বারা কর্ম্মফলত্যাগপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির জন্য যিনি নিত্যকর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে সেই অবস্থায় যদি মরেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মদ্বারা [সত্ত্বাদিপ্রধান] ত্রিবিধশরীরগ্রহণ কিসে বারণ হইবে ? কেন না শ্রুতি বলিয়াছেন 'হে গার্গি, এই অক্ষরকে না জানিয়া যে ব্যক্তি পরলোকে গমন করে সে ব্যক্তি কৃপাপাত্র।' চিত্তশুদ্ধির ফল জ্ঞানোৎপত্তির জন্য তদুপযোগী শরীরও আবশ্যক। এজন্যই জ্ঞানাভিলাষী সন্ন্যাসী শ্রবণাদি করিতে করিতে সেই অবস্থায় যদি মরেন তাহা হইলে তিনি যোগভ্রষ্টশব্দে অভিহিত হন ; 'যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি শুচি শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে' ইত্যাদিতে ষষ্ঠাধ্যায়ে জ্ঞানাধিকারীর শরীরপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী এরূপ বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানোৎপত্তি হয় নাই ঈদৃশ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগীর শরীর গ্রহণ যখন আবশ্যক, তখন অজ্ঞান কর্ম্মীর-বিষয় কি আর বলিতে হয় ?" এই শ্লোকের ভাব তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "অকর্ত্তা, অভোক্তা, পরমানন্দ, অদ্বিতীয়, সত্য, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারপ্রধান, বিচার দ্বারা যাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত হইয়াছে, সকল প্রকার অপ্রামাণ্যাশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছে ঈদৃশ নির্ব্বিকল্প বেদান্তবাক্যসমুৎপন্ন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে যাঁহার অজ্ঞাননিবৃত্তি হইয়াছে, অজ্ঞানজনিত কার্য্য ও কর্ত্তৃত্বাদির অভিমান চলিয়া যাওয়াতে তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহার সর্ব্ববিধ কর্ম্মের উচ্ছেদ হওয়াতে তিনি শুদ্ধ ও একত্বসম্পন্ন। তিনি আর অবিদ্যাকর্ম্মাদিজন্য পুনরায় শরীরগ্রহণ [ক্লেশ] অনুভব করেন না, কেন না সমুদায় ভ্রমের কারণের উচ্ছেদ হওয়াতে শরীরগ্রহণেরও উচ্ছেদ হইয়াছে। যে দেহী অবিদ্যাবান্ এবং কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানযুক্ত সে ত্রিবিধ। প্রথম ব্যক্তি মোক্ষশাস্ত্রে অনধিকারী, রাগাদি দোষের প্রাবল্যবশতঃ সে কাম্য ও নিষিদ্ধাদি কর্ম্ম যথেচ্ছ অনুষ্ঠান করে ; দ্বিতীয় ব্যক্তির পূর্ব্বকৃতসুকৃতিবশতঃ রাগাদি দোষ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইয়াছে। সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া এ ব্যক্তি কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, ইনি গৌণ সন্ন্যাসী এবং মোক্ষশাস্ত্রের অধিকারী। তৃতীয় ব্যক্তি জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসী। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়াতে ইহার জ্ঞানাভিলাষ উপস্থিত হইয়াছে। ইনি শ্রবণাদি উপায়ে মোক্ষসাধকজ্ঞানসম্পন্ন হইবার অভিলাষে সকল কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপবর্ত্তী হন।

এই সকলের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির সংসারিত্ব প্রসিদ্ধ আছে। 'ইষ্ট অনিষ্ট, (ইষ্টানিষ্ট) মিশ্র' ইত্যাদি বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নির্ণীত হইয়াছে। ষষ্ঠাধ্যায়ে 'শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগারম্ভ করত পশ্চাৎ শিথিলযত্ন হওয়াতে' ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া যাহা নির্ণীত হইয়াছে তাহাতে যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই তাহার সংসারিত্ব নিশ্চিত, কেন না এখনও সংসারী হইবার আয়োজন বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে কাহারও কাহারও জ্ঞানানুরূপ সংসারিত্ব হইয়া থাকে এইমাত্র বিশেষ। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংসারী হইবার কারণ নাই, সুতরাং স্বতই তাঁহার কৈবল্য উপস্থিত হয়। এ শ্লোকে সংসার ও কৈবল্য উভয় পদার্থ সূত্রাকারে বিন্যস্ত হইয়াছে।" সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বশ্লোকে যে তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সর্ব্বথা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না করা এসম্বন্ধে যে মতদ্বৈধ আছে তাহা নিবৃত্ত হইতেছে। শ্রীমন্মধুসূদন যে বলিয়াছেন, যাহারা পরমাত্মাকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হয় তাহাদিগের অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তি হয় ইহা কিছু বিরুদ্ধ কথা নহে। কর্ম্মফলে স্বার্থশূন্য হইয়া সর্ব্বান্তর্যামী যেরূপ নিরন্তর কর্ম্ম করেন অথচ তাহাতে লিপ্ত হন না *, সেইরূপ অনাসক্তিবশতঃ প্রবৃত্তিশূন্য হইলেও যাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবৎপ্রেরণায় প্রবৃত্তিমান্, † এবং কর্ম্মে নিস্পৃহা-ও একমাত্র ভগবৎপরায়ণতা-বশতঃ—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হউক, কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হইবে এ চিন্তাতেই বা কি প্রয়োজন এই ভাবে—যাঁহারা বিবেক-বুদ্ধিতে অপরোক্ষ ঈশ্বরে সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মসকল অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন, ‡ তাঁহারাই এ শাস্ত্রে কর্ম্মফলত্যাগী। "প্রাণ, বিত্ত, ইহলোক, পরলোক পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে §" এই ভাগবতবচন তাঁহাদিগের সর্ব্বনিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিতেছে। ভগবদাজ্ঞামাত্রপরিপালনপরায়ণ তাদৃশ ত্যাগিগণের পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না। ইঁহারা বাহ্যতঃ কর্ম্মপরিহার না করিয়াও কর্ম্মফলে স্পৃহা-ও কর্ত্তৃত্বাভিমানবর্জ্জিত হওয়াতে নিশ্চয় সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগী। অপরোক্ষ জ্ঞান বিনা গীতাশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মফলত্যাগ সিদ্ধ হয় না। 'সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক' ‖ এস্থলে অপরোক্ষভাবেই ফলত্যাগ উক্ত হইয়াছে, এবং 'আমাকেই প্রাপ্ত হইবে' ¶ এই কথায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবৎপ্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এ কথা বলিতে পারা যায় না যে, কর্ম্মফলত্যাগে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জুনকেই আচার্য্য উপদেশ করিয়াছেন। "যাহারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া ÷," এস্থলে গীতার পথ অনুবর্ত্তন করিয়া যাঁহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করেন তাঁহাদিগের সকলের প্রতিই আচার্য্য অপরোক্ষ-ভাবে কর্ম্মফলত্যাগ উপদেশ করিয়াছেন। ১২।

---

* গীতা ৪অ, ১৪ শ্লোক। † গীতা ১৫ অ, ১৫ শ্লোক; ১৮অ, ৪৬। ৬১ শ্লোক।
‡ গীতা ৩ অ, ৩০ শ্লোক। § ভাগবত ৯স্ক, ৪অ, ৬৫ শ্লোক।
‖ গীতা ৩অ, ৩০ শ্লোক। ¶ গীতা ৮অ, ৭ শ্লোক। ÷ গীতা ১২অ, ৬ শ্লোক।

আত্মাভিমাননিবৃত্তির জন্য কর্ম্মসিদ্ধির কারণ সকল জানা উচিত, এজন্য আচার্য্য সেই সকল কারণ বলিতেছেন :—

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্। ১৩।

সমুদায় কর্ম্মের সিদ্ধিজন্য সাংখ্যসিদ্ধান্তে এই পাঁচটি কারণ উক্ত হইয়াছে, ভাল করিয়া তাহা বুঝ। ১৩।

সেই সকল কারণ :—

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা কারণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্। ১৪।

অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, নানা প্রকারের পৃথক্ চেষ্টা, এবং পঞ্চম দৈব।

ভাব—অধিষ্ঠান—ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ দুঃখ ও চেতনাদির অভিব্যক্তির আশ্রয় দেহ; কর্ত্তা—জীব, উপাধিলক্ষণ ভোক্তা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, জীবাত্মা—শ্রীমদ্রামানুজ, বিষ্ণু—শ্রীমন্মাধ্ব, চিদচিদ্গ্রন্থি অহঙ্কার—শ্রীমচ্ছ্রীধর, আমি করি এই অভিমানযুক্ত জ্ঞানশক্তি-প্রধান অপঞ্চীকৃত মহাভূতের কার্য্য অহঙ্কার, অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান—শ্রীমন্মধুসূদন, বুদ্ধিবিশিষ্ট চিদাভাস প্রমাতা অহংপ্রত্যয়ের বিষয় অহঙ্কার বলিয়া খ্যাত—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; পৃথক্ চেষ্টা—প্রাণ ও অপানাদির ব্যাপার; দৈব—সর্ব্বান্তর্য্যামী, চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক আদিত্যাদি—শ্রীমচ্ছঙ্কর, "এস্থলে কর্ম্মের যে সকল কারণ উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে পঞ্চম অন্তর্য্যামী পরমাত্মা কর্ম্মসিদ্ধির পক্ষে প্রধান কারণ......যে হেতুক কথিত হইয়াছে 'আমিই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, আমাতেই স্মৃতি ও জ্ঞান এবং তদপগম হইয়া থাকে' "—শ্রীমদ্রামানুজ, সর্ব্বারাধ্য পরব্রহ্ম—শ্রীমদ্বলদেব। শ্রীমদ্রামানুজ এই শ্লোকের এইরূপ ভাবার্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন "পরমাত্মার প্রদত্ত পরমাত্মার আবাসভূমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও কলেবরাদি পরমাত্মার শক্তিতে শক্তিমান্। পরমাত্মার আবাসভূমি স্বয়ং জীবাত্মা পরমাত্মার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া এই সকল চক্ষুরাদিযোগে কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়াদিচেষ্টা সাধন করে, সেই সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত পরমাত্মা নিজে অনুমতি দিয়া সেই জীবকে প্রবর্ত্তিত করেন।"। ১৪।

এই পাঁচটি কারণই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের হেতু আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ। ১৫।

ন্যায্য হউক বা অন্যায্য হউক, শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা মনুষ্য যে কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহার হেতু এই পাঁচটি।

ভাব—ন্যায্য—ধর্ম্মসঙ্গত ; অন্যায্য—অধর্ম্মকর। জীবের কর্ত্তৃত্ব দেহাদিনিরপেক্ষ নহে। সে যখন বিষয়োপভোগে রত হয়, তখন দেহাদিসাপেক্ষতাবশতঃ তাহাদিগের অধীনতা তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। এরূপ অবস্থায় জীবের কর্ত্তৃত্ব নির্বাধ নহে। যদি এরূপই হইল তবে তাহার স্বাধীনতা কোথায় ? সে যদি দেহাদিপরতন্ত্র হয় তবে তাহার মোক্ষেরও কোন সম্ভাবনা নাই। জীব যখন ভগবানের অধীন হয় তখন তাহার দেহাদি-নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতা ঘটে। ভগবানের অধীনতায় স্বাধীনতা কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ? স্বরূপের একতাবশতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে। পানভোজনাদির অধীনতায় তাহা হইতে পোষণের উপকরণ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন দেহের পুষ্টির কারণ হয়, তেমনি ভগবানের অধীনতায় তাঁহা হইতে আত্মাতে জ্ঞানশক্ত্যাদি প্রবিষ্ট হইয়া আত্মার সেই সেই স্বরূপের পরিপুষ্টি সাধন করে। স্বরূপ যখন পরিপুষ্ট হয় তখন জীব দেহাদিনিরপেক্ষ হইয়া ব্রহ্মেতে স্থিতি করে। এ অবস্থায় প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পরমপুরুষকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া দেহাদির ক্রিয়া সকল উপস্থিত হয় জীবাত্মা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া নহে, সুতরাং সে সকলেতে আত্মার অকর্ত্তৃত্ব। জীব যখন দেহাদির অধীন হইয়া কার্য্য করে, তখন সে ধর্ম্মাধর্ম্মভাজন হয়। ১৫।

দেহাদি পাঁচটির কর্ত্তৃত্বে যে কর্ম্ম সম্পন্ন হয় সেই কর্ম্ম একা আত্মা করে, এই মিথ্যা-জ্ঞানের আচার্য্য নিন্দা করিতেছেন :—

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ। ১৬।

যখন সকল কার্য্যে এই পাঁচটি হেতু, তখন যে ব্যক্তি কেবল আত্মাকেই কর্ত্তা দেখে, সে দুর্ম্মতি অকৃতবুদ্ধিজন্য দেখিতে পায় না।

ভাব—দুর্ম্মতি—মন্দবুদ্ধি ; অকৃতবুদ্ধি—উপদেশাদি দ্বারা যাহার বুদ্ধি পরিস্ফুট হয় নাই ; দেখিতে পায় না—তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। যে সকল ব্যাখ্যাতৃগণ অসদ্বাদপক্ষ অবলম্বন করিয়া আত্মার অকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এক 'কেবল' শব্দেই তাঁহাদের সে ব্যাখ্যা সর্ব্বথা নিরাকৃত হইতেছে। "আত্মা বিকারশূন্য, কাহারও সহিত সে মিশে না, সুতরাং অপরের সহিত মিশিয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর নহে। এজন্য আত্মার কেবলত্ব (অবিমিশ্রত্ব) স্বাভাবিক, এখানে কেবল শব্দ উহারই পুনরুল্লেখমাত্র। আত্মা যে বিকারশূন্য তাহা শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়ে প্রসিদ্ধ আছে।" অন্বয়মুখে যে অর্থ উপস্থিত হইতেছে এ কথায় তাহার কোন বাধা উপস্থিত হইতে পারে না। কোন বাধা উপস্থিত হইতে পারে না এ জনাই শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আক্ষরিক। যথা—"এইরূপে জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব বস্তুতঃ পরমাত্মার অনুমতিসাপেক্ষ। এরূপ স্থলে কেবল আত্মাকেই যে ব্যক্তি কর্ত্তা দেখে

সে দুর্ম্মতি—বিপরীতমতি, অকৃতবুদ্ধিজন্ত যথাবস্থিত বস্তুদর্শনে অসমর্থ, সুতরাং যথাবস্থিত কর্ত্তাকে দেখে না।" । ১৬ ।

ভগবানের কর্ত্তৃত্বে যাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাঁহাকে আচার্য্য প্রশংসা করিতেছেন :—

যস্ত নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্ত ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে। ১৭ ।

যাহার অহঙ্কারের ভাব নাই, যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে এই সমুদায় লোককে হনন করিয়াও হনন করে না ও বদ্ধ হয় না।

ভাব—অহঙ্কারের ভাব—আমি কর্ত্তা এইরূপ ভাবনা ; লিপ্ত হয় না—কর্ম্মেতে আসক্ত হয় না ; বদ্ধ হয় না—বধকর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয় না। ক্ষাত্রধর্ম্মের ধর্ম্মত্বপ্রতিপাদনজন্ত আচার্য্য এখানে বধকর্ম্ম দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্তগ্রহণের অভিপ্রায় এই যে, বধকর্ম্ম অপেক্ষা পাপকর অন্য কোন কর্ম্ম নাই, সেই বধকর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিলে যখন বধকর্ম্মজনিত পাপে হন্তা লিপ্ত হয় না, তখন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতে গিয়া যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ সংঘটিত হয়, তাহাতে যজ্ঞকর্ত্তা পাপভাজন হয় না, ইহা বলিতেই হয় না। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "হনন করিয়াও হনন করে না এরূপ বলা যদিও [অনহঙ্কৃত ভাবের] প্রশংসার্থ, তথাপি উহাতে পরস্পর বিরোধী কথা বলা হইয়াছে। এরূপ বিরোধী কথা বলাতে কোন দোষ হয় না, কেন না লৌকিক ও পারমার্থিক দৃষ্টিভেদে দেখিলে উহা সিদ্ধ হয়। লৌকিক দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া দেখিলে 'আমি করিতেছি' এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং সে দৃষ্টিতে আমি হন্তা এই জ্ঞানে 'হনন করিয়াও' এইরূপ বলা হইয়াছে। শ্লোকে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে সেইরূপ পারমার্থিক দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া 'হনন করে না ও বদ্ধ হয় না' এ দুইই সিদ্ধ পাইতেছে।" এ পারমার্থিক দৃষ্টি কি? "আমি কর্ত্তা নই, কিন্তু কর্ত্তা ও তাহার ক্রিয়ার আমি সাক্ষী ; ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তিযুক্ত উপাধিদ্বয় হইতে আত্মা মুক্ত হইয়া শুদ্ধ হয় এবং তাহার কার্য্য ও কারণের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না ; সে অদ্বিতীয় ও অবিকারী, এইরূপ দৃষ্টি পারমার্থিক দৃষ্টি"—শ্রীমদ্গিরি। শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন, "পরমপুরুষের কর্ত্তৃত্বানুসন্ধান করিয়া যাহার ভাব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ববিষয়ক মনোবৃত্তিবিশেষ অহঙ্কৃত অর্থাৎ আমি করি এরূপ অভিমানবিশিষ্ট নয় ; যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না—এ কর্ম্মে আমার কর্ত্তৃত্ব নাই, অতএব ইহার ফলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। এ কর্ম্ম আমার নয় এরূপ যাহার বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, সে ব্যক্তি কেবল ভীষ্মাদিকে নহে এই সমুদায় লোককে হনন করিয়াও হনন করে না।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন—"লোকদৃষ্টিতে সমুদায় প্রাণীকে হনন করিয়াও নিজের বিবেকদৃষ্টিতে

সে কাহাকেও হনন করে না এবং তাহার ফলে বদ্ধ হয় না .....'ব্রহ্মেতে সমুদায় কর্ম্ম অর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করে, জলের সঙ্গে পদ্মপত্র যে প্রকার লিপ্ত হয় না' এস্থলে তাহাই উক্ত হইয়াছে।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন—"আমি কর্ত্তা নই এই পরমার্থদৃষ্টিবশতঃ যাহার বুদ্ধি—অন্তঃকরণ লিপ্ত হয় না—কর্ম্মের অনুসরণ করে না। কর্ত্তৃত্বের বাসনানিমিত্ত আমি ইহা করিয়াছি, আমি এই ফল ভোগ করিব, এরূপ অনুসন্ধানকে লেপ ও অনুশয় বলে, এই লেপ ও অনুশয় পুণ্যকর্ম্মে হর্ষ ও পাপকর্ম্মে পশ্চাত্তাপরূপে প্রকাশ পায়। কর্তৃত্বাভিমান তিরোহিত হওয়াতে ঈদৃশ দুই প্রকার লিপ্তভাবেই বুদ্ধি আবদ্ধ হয় না......। এখানে অহঙ্কৃত ভাব নাই ইহার ফল—'হনন করে না', বুদ্ধি লিপ্ত হয় না ইহার ফল—'বদ্ধ হয় না।' এইরূপে কর্ম্মের সহিত অলিপ্তভাব প্রদর্শন করাতে শ্লোকে সর্ব্বপ্রাণিহনন অতিশয়োক্তিমাত্র, সর্ব্বপ্রাণিহনন কখন সে ব্যক্তিতে সম্ভবে না।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—" 'সে এই সমুদায় লোককে হনন করিয়াও হনন করে না বদ্ধ হয় না' এরূপ বলা প্রশংসাবাদমাত্র, কেন না দগ্ধ বসনের ন্যায় যাহার কর্ত্তৃত্ব নাই তাহাতে হন্তৃত্ব আরোপ করা হইয়াছে; এবং যদিও বা কর্ত্তৃত্ব ঘটে তথাপি বধকর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাগদ্বেষাদি তাহাতে নাই। এইরূপে বস্তুতঃ আত্মার অকর্ত্তৃত্ব চিন্তার বিষয় করিয়া (শ্রীকৃষ্ণ) দেখাইয়াছেন, যে ব্যক্তিতে যথার্থ কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই সে ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখন নিজের ফল উপস্থিত করিতে পারে না। রজ্জুসর্পে রজ্জুবুদ্ধিতে প্রহার করিলে সর্পদংশনজনিত দংশনাদি ফল হয় না; সর্পে দংশন করিলে অবশ্য তাদৃশ ফল হয়। এস্থলে তাহাই বুঝিতে হইবে।" "যিনি নিত্যতৃপ্ত, সুতরাং যাঁহার কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না, তিনি কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না *;" "ব্রহ্মেতে সমুদায় সমর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করে, জলের সঙ্গে পদ্মপত্র যে প্রকার লিপ্ত হয় না সেই প্রকার সে পাপে লিপ্ত হয় না †;" আচার্য্য এ দুই স্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহারই উপসংহারস্বরূপ এই শ্লোক। ১৭।

ভগবৎপ্রেরণায় যাঁহারা কর্ম্ম করেন, তাঁহারা গুণাতীত হন, সুতরাং কর্ম্ম তাঁহাদিগের বন্ধনের কারণ হয় না; 'যাহার অহঙ্কারের ভাব নাই' এস্থলে তাহাই বলা হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ দ্বারা আবৃত হইয়া জীব জীবন আরম্ভ করে, সেই সকল গুণ হইতেই সকল প্রকারের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। গুণজনিত স্বভাব না জানিয়া গুণাতীত হওয়া কখন সম্ভবপর নহে, সুতরাং আচার্য্য গুণপ্রণোদিত কর্ম্মসকলের মূল বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ। ১৮।

* গীতা ৪অ, ২০ শ্লোক। † গীতা ৫অ, ১০ শ্লোক।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এ তিনটি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ, এই তিনটি কর্ম্মের আশ্রয়।

ভাব—জ্ঞান—এতদ্দ্বারা জানা যায় এই অর্থে জ্ঞান, সকল বিষয় বুঝিবার সামর্থ্য, কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধিবিষয়ক জ্ঞান—শ্রীমদ্রামানুজ, ইহা ইষ্টসাধক এই বোধ—শ্রীমচ্ছ্রীধর, বিষয়প্রকাশক ক্রিয়া—শ্রীমন্মধুসূদন, এতদ্দ্বারা বস্তুতত্ত্ব জানা যায় প্রকাশ পায় এই অর্থে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজনিত ঘটাদির প্রকাশ, সেই প্রকাশ অতীত বা বর্ত্তমান—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "যে মতে জ্ঞানকে প্রকাশক্রিয়া বলা হইয়াছে সে মতে অনবস্থাদোষ দুর্নিবার, কেন না জ্ঞান যদি ক্রিয়া হয় তাহা হইলে উহার প্রবর্ত্তক অন্য জ্ঞান চাই, এ জ্ঞানও যখন ক্রিয়া তখন আবার তৎপ্রবর্ত্তক জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, এইরূপে ক্রমান্বয়ে চলিল।" জ্ঞেয়—জ্ঞাতব্য, কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিধি—শ্রীমদ্রামানুজ, ইষ্টসাধক কর্ম্ম—শ্রীমচ্ছ্রীধর, সেই জ্ঞানের কর্ম্ম—শ্রীমন্মধুসূদন, ঘটাদি বোধের বিষয়—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; জ্ঞাতা—জীব,অবিদ্যাকল্পিত উপাধিলক্ষণ ভোক্তা—শ্রীমচ্ছঙ্কর,কর্ম্মের বোদ্ধা—শ্রীমদ্রামানুজ,এই জ্ঞানের আশ্রয়—শ্রীমচ্ছ্রীধর, তাহার আশ্রয়—শ্রীমন্মধুসূদন,বিষয়ী—যাহাকে সাভাসবুদ্ধিরূপ ভোক্তা বলা হইয়া থাকে—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এতিনের মিলনে সমুদায় কর্ম্মের আরম্ভ। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ এইরূপে উহা প্রদর্শন করিয়াছেন—"এই তিনটি একত্র মিলিত হইয়া কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। জ্ঞেয় থাকিলেও জ্ঞাতাতে জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞেয়েতে জ্ঞাতার প্রবৃত্তি হয় না, জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয় থাকিলেও জ্ঞেয় যদি দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবহিত হয় তাহা হইলে তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না, সংস্কারাত্মক জ্ঞান ও জ্ঞেয় নিকটে থাকিলেও সুষুপ্তিতে প্রমাতা (প্রত্যক্ষকর্ত্তা) না থাকাতে উহাতে জ্ঞাতার প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।" কর্ত্তা—যিনি করেন; কর্ম্ম—কর্ত্তার অভিলষিত ক্রিয়ার বিষয় যাগাদি; করণ—ক্রিয়ার সাধন অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহেন্দ্রিয়, সাধনভূত দ্রব্যাদি—শ্রীমদ্রামানুজ। এই তিনটি মিলিত হইয়া কর্ম্মের সংগ্রহ—কর্ম্মের ভোগ (সম্ভবে), করণাদি ত্রিবিধ কারক ক্রিয়ার আশ্রয়—শ্রীমচ্ছ্রীধর। তিনটি একত্র মিলিত হইলে যে ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় শ্রীমন্নীলকণ্ঠ তাহা এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন—"ভোক্তা ও করণ (ভোগসাধন) থাকিলেও ক্রিয়া বিনা ভোগ কখন সম্ভবে না। ক্রিয়ার আশ্রয় না থাকিলে ক্রিয়াই উৎপন্ন হয় না, আশ্রয়ের আবার করণ (ভোগসাধন) না থাকিলে ভোক্তৃত্বের অঙ্গ কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। এই তিনটি একত্র হইয়া তবে ভোক্তা হয় এইরূপ কথিত আছে...যথা শ্রুতি—'আত্মা ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্তকে পণ্ডিতগণ ভোক্তা বলিয়া থাকেন।" জ্ঞান করণ, জ্ঞেয় কর্ম্ম, জ্ঞাতা কর্ত্তা, এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। অন্তর্বাহেন্দ্রিয়যোগে জ্ঞেয় জানা যায়, অতএব অন্তর্বাহেন্দ্রিয়ই সাধকতম করণ, জ্ঞাতব্যমাত্র জ্ঞেয়, কর্ত্তার অভিলষিত

জ্ঞাতব্য বিষয় ক্রিয়ার বিষয় হইয়া কর্ম্ম, ক্রিয়ার কর্ত্তাই পরিজ্ঞাতা ও ভোক্তা। শ্রীমদ্বল-দেবও বলিয়াছেন—"ইহা দ্বারা জানা যায়—এই ব্যুৎপত্তিতে জ্ঞানই করণ, করণ—করণকারক; জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ত্তব্য জ্ঞেয়, সেই জ্ঞেয়ই কর্ম্মকারক যিনি সেই সকলের অনুষ্ঠান করিয়া উহা জানেন তিনিই কর্ত্তা—কর্ত্তৃকারক। এইরূপ কর্ম্মসংগ্রহ—করণাদি-কারকমধ্যে ত্রিবিধ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মবিধি। চোদনা ও সংগ্রহ এতদুই শব্দের একই অর্থ।" ১৮।

আচার্য্য জ্ঞানাদির গুণাত্মকত্ব বলিতে উপক্রম করিতেছেন :—

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ।১৯।

গুণসংখ্যানশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা গুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়া থাকে, তাহাও যথাবৎ শ্রবণ কর।

গুণসংখ্যানশাস্ত্রে—কপিলপ্রণীত শাস্ত্রে; গুণভেদে—সত্ত্বাদি গুণভেদে। ১৯।

কোন কোন ব্যাখ্যাতৃগণ জ্ঞানশব্দে যদিও অন্তর্বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি নিখিলবিষয়বোধসামর্থ্যই উহার মুখ্য অর্থ। অতএব জ্ঞানের সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া আচার্য্য গুণভেদ বলিয়াছেন :—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্। ২০।

জ্ঞানী ব্যক্তি বিভক্ত সর্ব্বভূতে যে জ্ঞানের দ্বারা এক নির্ব্বিকার অবিভক্তভাব দেখিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জান।

ভাব—বিভক্ত—পরস্পর হইতে ভিন্ন; নির্ব্বিকার—নিত্য, অবিনশ্বর, পরিণাম-বিরহিত; অবিভক্ত—অবিচ্ছিন্ন, অনুস্যূত, আকাশবৎ নিরন্তর—শ্রীমচ্ছঙ্কর; ভাব—বস্তু, অখণ্ড চিৎস্বরূপ, আত্মবস্তু—শ্রীমচ্ছঙ্কর, বিষ্ণু—শ্রীমন্মাধব, পরমাত্মতত্ত্ব—শ্রীমচ্ছ্রীধর, পরমার্থসত্তারূপ স্বপ্রকাশ আনন্দঘন আত্মা—শ্রীমন্মধুসূদন, চিন্মাত্ররূপ—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; দেখিয়া থাকে—প্রত্যক্ষ করে। সত্ত্বগুণ প্রকাশস্বরূপ, সুতরাং উহাতে এক অখণ্ড চিত্তত্ত্ব বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। খণ্ডসমূহের অখণ্ডত্বসাধন সত্ত্বগুণের কার্য্য। দার্শনিকগণ মধ্যে এই সত্ত্বগুণেরই সাম্রাজ্য হওয়া সমুচিত। যেখানে একদেশ-দর্শন হয়, সেখানে রজোগুণ দ্বারা জ্ঞান মলিন আছে বুঝিতে হইবে। 'এই একটি কার্য্যই সমগ্র এইরূপ যাহাতে অভিনিবেশ হয়' এই বলিয়া তামসজ্ঞানে কার্য্য নির্দ্দেশ করাতে সাত্ত্বিক ও রাজস জ্ঞানে কারণ গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সত্ত্বগুণে অখণ্ড কারণ, রজোগুণে খণ্ড কারণ গৃহীত হইয়া থাকে, এই ভেদ। এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন;—"যে জ্ঞানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাদিরূপে বিভক্ত

কর্ম্মাধিকারী ভূতসকলেতে এক আত্মাখ্য বস্তু অবিভক্ত—শ্বেতদীর্ঘাদিবিভাগযুক্ত ব্রাহ্মণত্বাদি অনেকাকারবিশিষ্ট ভূতগণেতে জ্ঞানে একাকার বলিয়া বিভাগরহিত, এবং অব্যয়—বিকারস্বভাববিশিষ্টব্রাহ্মণাদিশরীরে অবিকৃত ও ফলাদির প্রতি আসক্তিবিরহিত ব্রাহ্মণাদির স্বস্বকর্ম্মাধিকারে স্থিতিকালে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিও।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন :—"সমষ্টি ও ব্যষ্ট্যাত্মক, বীজ, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ, অব্যাকৃত হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ সংজ্ঞক পরস্পর হইতে ভিন্ন হইয়া নানারূপে বিভক্ত সকল ভূতে—সকলেতে বলিলেই চলিত সে স্থলে সকল ভূত বলাতে উৎপত্তিগুণ-বিশিষ্টত্ব উক্ত হইয়াছে, সুতরাং উৎপত্তিবিনাশশীল—দৃশ্যবর্গেতে অব্যয় অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশাদিসর্ব্বপ্রকারবিকারশূন্য, অবিভক্ত অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনুস্যূত, সকলের আশ্রয় ও বাধশূন্যতাবশতঃ এক অদ্বিতীয় পরমার্থসত্তারূপবস্তু স্বপ্রকাশ আনন্দঘন আত্মাকে জ্ঞানী ব্যক্তি অন্তঃকরণের বেদান্তবাক্যনিষ্পন্ন পরিণামবিশেষ যে জ্ঞান দ্বারা দর্শন করেন, সেই জ্ঞানকে সকল সংসারোচ্ছেদের কারণ, নিত্য প্রপঞ্চের দ্বারা অবাধিত, অদ্বৈতাত্মদর্শন-প্রধান সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিও।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"কটককুণ্ডলাদি আকার হইতে ভিন্ন করিয়া লইলে তত্ত্ববিৎ যেমন একই কাঞ্চন দেখেন, তেমনি বিভক্ত অর্থাৎ নানারূপ ভেদে ভিন্ন ভূতসকলেতে জ্ঞানী ব্যক্তি যে জ্ঞান দ্বারা অব্যয় অর্থাৎ পরিণামবিরহিত এক চিন্মাত্রবস্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শন করেন, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানিও। ঐকাত্মজ্ঞানই সাত্ত্বিক।" ফল কথা এই, প্রপঞ্চ সত্য হইলেও অনন্ত চিদ্বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে উহা অন্তরায় হয় না ; কেন না এই প্রপঞ্চ সেই চিদ্বস্তুতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। গীতা জগৎকে সত্য বলেন, সুতরাং জগৎ চিদ্বস্তুতে ভাসমান, এইরূপ অখণ্ডচিদ্বস্তুদর্শন গীতাসম্মত পথ। ২০।

আচার্য্য রাজসজ্ঞান বলিতেছেন :—

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্। ২১।

যে জ্ঞান সর্ব্বভূতে পৃথক্ পৃথক্ নানাভাবকে পৃথক্ ভাবে জানে, সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জান।

ভাব—পৃথক্ পৃথক্ নানা ভাব—সুখিত্বদুঃখিত্বাদিরূপ নানা ভাব ; পৃথক্ ভাবে—জ্ঞানাকারে এক ভাবে নয়। রজোগুণের স্বভাব প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিতে অখণ্ডভাবে বস্তুগ্রহণ করা হয় না খণ্ডভাবে হয়। কেন ? প্রবৃত্তিশীল ভূতগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে, একত্ব অনুভব করে না। সত্ত্বাধিক্যবশতঃ একত্বসাধক নিবৃত্তি যত দিন উদিত না হয়, তত দিন খণ্ডভাবে গ্রহণ নিবৃত্ত হয় না। কর্ম্মাধিকারপক্ষে এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীমদ্রামানুজ এই

শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সকল ভূতেতে এক আত্মাখ্য বস্তু থাকিলেও ব্রাহ্মণাদি আকার এবং শ্বেত দীর্ঘাদি গুণের পার্থক্যবশতঃ নানাবিধ ভূতগণকে কর্ম্মাধিকারকালে পৃথগ্বিধ ফলাদিলাভযোগ্য বলিয়া যে জ্ঞান জানে, সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জান।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন—"সর্ব্বভূত অর্থাৎ দেবমনুষ্যাদিদেহে জীবাত্মার পার্থক্যবিষয়ক অর্থাৎ দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ এই যে জ্ঞান, আর দেহই আত্মা, দেহ নয় কিন্তু দেহপরিমাণ আত্মা, ক্ষণিকবিজ্ঞানই আত্মা, নিত্য ব্যাপী বিজ্ঞানমাত্র আত্মা, দেহ ছাড়া অথচ বিশেষ কোন গুণের আশ্রয় নয় ঈদৃশ অজড় ব্যাপী আত্মা ইত্যাদি লোকায়তিক, জৈন, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, ও তার্কিকাদি নানাবিধ ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় যে জ্ঞানে জানা যায়,তাহাকেই রাজস জ্ঞান বলে।" শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন—" 'সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জান' এস্থলে জ্ঞানশব্দেরপুনরুল্লেখ আত্মভেদ ও অনাত্মভেদ এই উভয়বিধ জ্ঞানের সমাবেশ দেখাইতেছে। এজন্যই আত্মার পরস্পর ভেদ, ঈশ্বর হইতে তাহাদিগের ভেদ, এবং অচেতনবর্গের সকল আত্মা হইতে, ঈশ্বর হইতে এবং পরস্পরে ভেদ, কুতার্কিকগণের উপাধিজনিত নয় কিন্তু বাস্তবিক এই পঞ্চ প্রকারের ভেদজ্ঞান রাজস, ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"পঞ্চভূত হইতে উৎপত্তিবশতঃ অবিশেষ হইলেও নানাভাব অর্থাৎ সুর, নর, তির্য্যক্ ও স্থাবরত্বাদিভেদে নানাবিধ—নানাবিধ বলা অত্যন্তভেদ দেখাইবার জন্য—পৃথগ্বিধ অর্থাৎ একজাতীয় হইলেও প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকার এইরূপ যে জ্ঞান জানে অর্থাৎ নিজের বিষয় করে।" শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"সর্ব্বভূতেতে জীবাত্মার পার্থক্য যে জ্ঞানে উপস্থিত হয়—যেমন দেহনাশেই আত্মার নাশ হয়, ইহা অসুরগণের মত, দেহনাশেই আত্মার নাশ অতএব পৃথক্ পৃথক্ দেহে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা; অপিচ শাস্ত্রের অনুসরণ না করাতে আত্মা সুখ ও দুঃখের আশ্রয়, আত্মা সুখ ও দুঃখের আশ্রয় নয়, আত্মা জড়, আত্মা চেতন, আত্মা ব্যাপক, আত্মা অণুস্বরূপ, আত্মা অনেক, আত্মা এক, ইত্যাদি প্রকার পৃথগ্বিধ নানাভাব অর্থাৎ নানা অভিপ্রায় যদ্দ্বারা জানা যায় তাহা রাজস জ্ঞান।" এ শাস্ত্রে জীব ও প্রকৃতিকে ঈশ্বরের প্রকৃতি বলিয়া গ্রহণ করাতে জীব ও প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইতেছে। জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বর, এইরূপ ভিন্ন ভাবে গ্রহণ রাজস, এক বলিয়া গ্রহণ সাত্ত্বিক, এইরূপ যাঁহারা সংশয় করেন তাঁহাদিগের সংশয় শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, এই কথাতেই নিরস্ত হইতেছে। ২১।

আচার্য্য তামস জ্ঞান বলিতেছেন :—

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্। ২২।

বিনা প্রমাণে এই একটি কার্য্যই সমগ্র এইরূপ যাহাতে অভিনি-

বেশ হয়, যাহাতে যথার্থ তত্ত্ব কিছুই নাই, যাহা অতি তুচ্ছ, তাহাকে তামস জ্ঞান বলে।

ভাব—কার্য্যেই—দেহে, প্রতিমাদিতে; সমগ্র এইরূপ······অভিনিবেশ—এইটুকু আত্মা এইটুকু ঈশ্বর এইরূপ অভিনিবেশ। অপ্রকাশস্বভাব তমোগুণ, এজন্য যাহাতেই চিত্ত মগ্ন হয়, তাহাই সর্ব্বস্ব হয়, তাহা ছাড়িয়া অন্যত্র চিত্ত যায় না, তন্মাত্রই সকল এইরূপ ভ্রান্তি সমুপস্থিত হয়। এস্থলে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—"যে জ্ঞান একই কার্য্যে—প্রেত ভূত ও প্রমথগণাদির আরাধনারূপ অত্যল্পফলযুক্ত একই করণীয় কার্য্যে—উহাই যেন সমগ্র ফলপ্রসূ এই ভাবে আসক্ত; অহৈতুক—যে কার্য্যে সমগ্র ফল হয় না তাহাতে বস্তুতঃ আসক্ত হইবার কোন হেতু নাই, অতএব হেতুবিরহিত; অতত্ত্বার্থবৎ—রজোগুণে যেমন আত্মাতে পৃথক্ পৃথক্ নানাভাববশতঃ মিথ্যাভূত বিষয়ে ব্যাপৃত হয়; ইহাতেও তেমনি; অত্যল্প—প্রেতাদি আরাধনারূপ অত্যল্পফলযুক্ত, সেই জ্ঞানকে তামস বলে।" শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন—"যে জ্ঞান অহৈতুক অর্থাৎ শাস্ত্রজনিত নয় কিন্তু স্বাভাবিক। স্বাভাবিকজ্ঞানজন্যই বৈদিক যাগদানাদিতে নয় কিন্তু একমাত্র লৌকিক স্নান, ভোজন, যোষিৎপ্রসঙ্গাদি কার্য্যে আসক্ত, আর ঐ সকল ব্যাপার ছাড়া আর অধিক কিছু নাই, উহাই সমগ্র, উহাই পূর্ণ, ঈদৃশ জ্ঞান, সুতরাং উহাতে তত্ত্ব বলিয়া কোন বিষয় নাই, উহা অল্প, কেন না পশু আদির সহিত সাধারণ হওয়াতে তুচ্ছ। সেই লৌকিক স্নানভোজনাদি জ্ঞান তামস"। ২২।

কর্ম্ম ত্রিবিধ; তন্মধ্যে আচার্য্য প্রথমে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিতেছেন :—

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে। ২৩।

যে কর্ম্ম নিয়মসঙ্গত, আসক্তিরহিত, ফললাভে অভিলাষ না করিয়া অনুরাগ বা দ্বেষ বিনা অনুষ্ঠিত, সেই কর্ম্মকে সাত্ত্বিক বলা যায়।

ভাব—আসক্তিরহিত—অভিনিবেশশূন্য। সাত্ত্বিক জ্ঞান ও সাত্ত্বিক কর্ম্ম মুমুক্ষুগণের অনুসর্ত্তব্য এ সিদ্ধান্ত ঠিকই; কেন না সাত্ত্বিক জ্ঞান-ও-কর্ম্মাবলম্বনে চিত্ত নির্ম্মল হয়, নির্ম্মলচিত্তে ভগবানের প্রেরণা অনুভূত হইয়া থাকে। উহাতে প্রেরণানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান সিদ্ধ পায়, এবং সেই প্রেরণা হইতে গুণাতীতত্ব লাভ হয়। ২৩।

আচার্য্য রাজসকর্ম্ম বলিতেছেন :—

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্। ২৪।

যে কর্ম্ম কোন কামনার বিষয়লাভের জন্য অহঙ্কারপূর্ব্বক বহু আয়াসে নিষ্পন্ন হয় তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলে।

ভাব—কামনার বিষয়লাভের জন্য—ফলপ্রাপ্তির অভিলাষে; অহঙ্কার—আমার সমান বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ত্তা কে বা আছে এইরূপ অতিমাত্র অভিমান; বহু আয়াসে—মহাযত্নে, অতিমাত্র শ্রমে। রাজসকর্ম্মে ভগবদারাধনা বা তৎপ্রেরণা নয় কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ও লোকখ্যাতি রাজসপুরুষকে মহায়াসসাধ্য ব্যাপারে নিয়োগ করে। সাত্ত্বিক কর্ম্ম হইতে এজন্যই ইহার মহৎ পার্থক্য। যখন কোন উদ্যমপ্রধান রাজসপুরুষ সেই উদ্যমকে ভগবদারাধনায় নিয়োগ করেন, তখন ক্রমে সত্ত্বোদ্রেক হয়, সত্ত্বোদ্রেকানন্তর তাঁহার গুণাতীতত্ব হয়, এইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে। ২৪।

আচার্য্য তামস কর্ম্ম বলিতেছেন :—

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে। ২৫।

ভাবী শুভাশুভ, ক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ অপেক্ষা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরব্ধ হয় তাহাকে তামস কর্ম্ম বলে।

ভাব—শ্লোকস্থ অনুবন্ধ শব্দে ভাবী শুভাশুভ, কর্ম্মানুষ্ঠাননন্তর রাজদূত ও যমদূত কৃত বন্ধ—শ্রীমদ্বলদেব; ক্ষয়—ধনাদির অপচয়; হিংসা—প্রাণিপীড়া; পৌরুষ অপেক্ষা না করিয়া—আপনার সামর্থ্য কত দূর তাহার পর্য্যালোচনা না করিয়া; মোহবশতঃ—অবিবেকবশতঃ। তামস পুরুষ অজ্ঞানতাবশতঃ অশুভকর্ম্মের মহৎ অনিষ্ট না বুঝিতে পারিয়া হিংসাদিতে প্রবৃত্ত হয়। যখন ইহার কর্ম্মোদ্যমে রজ ও তম অভিভূত হয়, তখন প্রথমতঃ ফলকামনায় তদনন্তর কীর্ত্তির জন্য ইহার কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফলকামনা থাকে, কীর্ত্তি কেবল পরকৃতস্তুতিবাদে শ্রুতিসুখ উৎপাদন করে তাহা নহে, মরণের পরও সেই কীর্ত্তি এই পৃথিবীতে থাকিবে এজন্য তদনুষ্ঠাতাকে প্রোৎসাহিত করে। এইরূপে কীর্ত্তি দ্বারা দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে প্রবেশ হয়। অদৃশ্যের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ ক্রমে মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, মূলানুসন্ধান হইতে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইয়া থাকে। তমোগুণের নিয়মনে রজোগুণের ক্রিয়া, রজোগুণের নিয়মনে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া উপস্থিত হয়। অনুগীতায় আচার্য্য উহাই বলিয়াছেন :—"তমের মিথুন সত্ত্ব, সত্ত্বের মিথুন রজ, রজের মিথুন সত্ত্ব, সত্ত্বের মিথুন তম। যেখানে তামসগুণ নিয়মিত হয়, সেখানে রজোগুণের ক্রিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে রজোগুণ নিয়মিত হয়, সেখানে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া উপস্থিত হয় *।" ২৫।

---

* অনুগীতা ৩৬ অ, ৬। ৭ শ্লোক।

কর্ত্তা ত্রিবিধ ; তন্মধ্যে আচার্য্য প্রথমে সাত্ত্বিক কর্ত্তার কথা বলিতেছেন :—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে। ২৬।

সেই কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলা যায়, যে আমি করিতেছি এরূপ বলে না, আসক্তিশূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়েতে নির্ব্বিকার।

ভাব—আমি করিতেছি এরূপ বলে না—কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত—শ্রীমদ্রামানুজ, গর্ব্বোক্তিরহিত—শ্রীমচ্ছ্রীধর, নিজগুণের প্রশংসাপরায়ণতাবিহীন—শ্রীমন্মধুসূদন ; আসক্তিশূন্য—অভিনিবেশরহিত ; উৎসাহ—উদ্যম ; নির্ব্বিকার—সম, হর্ষবিষাদশূন্য ।২৬।

আচার্য্য রাজস কর্ত্তার বিষয় বলিতেছেন :—

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২৭।

যে কর্ত্তা অনুরাগী, কর্ম্মফলাভিলাষী, লুব্ধ, হিংস্রস্বভাব, অশুচি, হর্ষ ও শোকযুক্ত, তাহাকে রাজস বলা যায়।

ভাব—অনুরাগী—পুত্রকলত্রাদিতে অনুরক্ত ; লুব্ধ—লোভী ; হিংস্রস্বভাব—পরপীড়ক স্বভাব ; অশুচি—বাহ্য ও আভ্যন্তর শুচিবিরহিত ; হর্ষ ও শোকযুক্ত—অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তিতে হর্ষ, অনভিলসিতবিষয়প্রাপ্তি ও ইষ্টবিয়োগে শোক, তদ্যুক্ত। ২৭।

আচার্য্য তামস কর্ত্তার বিষয় বলিতেছেন :—

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে। ২৮।

সেই কর্ত্তাকে তামস বলা যায়, যে অসমাহিত, প্রাকৃত, অবিনীত, শঠ, স্বার্থপরায়ণ, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী।

ভাব - অসমাহিত—অনুচিতকার্য্যকারী—শ্রীমদ্বলদেব, সর্ব্বদা বিষয়াপহৃতচিত্তবশতঃ কর্ত্তব্যে অনবহিত—শ্রীমন্মধুসূদন, অনবহিত—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ; প্রাকৃত—অসংস্কৃতবুদ্ধি, যে ব্যক্তি বিদ্যাসম্পন্ন নহে—শ্রীমদ্রামানুজ, প্রকৃতি আপনার স্বভাব, সেই স্বভাবে বিদ্যমান প্রাকৃত, যাহা আপনার মনে আইসে তাহাই অনুষ্ঠান করে, গুরুরও কথা প্রমাণ বলিয়া আদর করে না—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ ; অবিনীত—দণ্ডবৎ হইয়া কাহাকেও যে ব্যক্তি নমস্কার করে না—শ্রীমচ্ছঙ্কর, কার্য্যারম্ভবিষয়ে শিথিল—শ্রীমদ্রামানুজ, অনম্র—শ্রীমচ্ছ্রীধর ; শঠ—এক প্রকার হইয়া যে ব্যক্তি অন্য প্রকার দেখায়, মায়াবী শক্তিগোপনকারী—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অভিচারাদিকর্ম্মে যাহার রুচি—শ্রীমদ্রামানুজ, ইহা

এরূপ নহে ইহা জানিয়াও পরকে বঞ্চনা করিবার জন্য যে ব্যক্তি অন্য প্রকার বলে—শ্রীমন্মধুসূদন ; স্বার্থপরায়ণ—পরবৃত্তিচ্ছেদনপরায়ণ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, বঞ্চনাপরায়ণ—শ্রীমদ্রামানুজ, পরাপমানী—শ্রীমচ্ছ্রীধর, আপনি অপকার করিতেছে অথচ যেন উপকার করিতেছে এইরূপ ভ্রম উৎপাদন করিয়া পরের বৃত্তিচ্ছেদপূর্ব্বক স্বার্থপর—শ্রীমন্মধুসূদন ; অলস—কার্য্যবিমুখ, কর্ত্তব্যে অপ্রবৃত্তিশীল—শ্রীমচ্ছঙ্কর, যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে অপ্রবৃত্ত—শ্রীমদ্রামানুজ, যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাতে শিথিল—শ্রীমদ্বলদেব ; বিষাদী—নিয়ত বিষণ্ণমুখ, সর্ব্বদা অবসন্নস্বভাব—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অতিমাত্র বিষাদশীল—শ্রীমদ্রামানুজ, শোকশীল—শ্রীমচ্ছ্রীধর, শোকাকুল—শ্রীমদ্বলদেব, সতত অসন্তুষ্টস্বভাববশতঃ অনুশোচনশীল—শ্রীমন্মধুসূদন ; দীর্ঘসূত্রী—চিরকারী, কর্ত্তব্যের দীর্ঘপ্রসারণ, সদানন্দস্বভাব, যাহা অদ্য বা কল্য করা কর্ত্তব্য তাহার বিষয় যে মনেও চিন্তা করে না—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অভিচারাদিকর্ম্ম করত তদিতর কার্য্যসকলের বিষয়ে আর কিছু না করিয়া দীর্ঘকাল কেবল অনর্থপর্য্যালোচনা করা যাহার স্বভাব—শ্রীমদ্রামানুজ, অপরে দীর্ঘকাল হইল যে দোষ করিয়াছে সে দোষকে অনুচিত বলিয়া যে ব্যক্তি সূচনা করে—শ্রীমন্মাধব, এক দিবসে যাহা কর্ত্তব্য একবর্ষেও তাহা যে ব্যক্তি করে না—শ্রীমদ্বলদেব।

বুদ্ধি ও ধারণার ত্রিবিধ ভেদ বলিতে আচার্য্য উপক্রম করিতেছেন :—

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়। ২৯।

হে ধনঞ্জয়, গুণভেদে বুদ্ধি ও ধারণা ত্রিবিধ। এই সকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৯।

আচার্য্য সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলিতেছেন :—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী। ৩০।

হে পার্থ, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী যাহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ জানে।

ভাব—প্রবৃত্তি—ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি—অধর্ম্মাচরণে নিবৃত্তি, কর্ম্মমার্গ ও সন্ন্যাসমার্গ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, অভ্যুদয়সাধনভূত ধর্ম্ম ও মোক্ষসাধনভূত ধর্ম্ম—শ্রীমদ্রামানুজ ; কর্ম্ম—কর্ম্ম করা, অকর্ম্ম—কর্ম্ম না করা ; ভয় ও অভয়—কর্ম্ম করা ও কর্ম্ম না করা জন্য ভয় ও অভয় ; বন্ধ—সংসারাসক্তিজনিত বন্ধন, মোক্ষ—ভগবদাজ্ঞাপালননিমিত্ত মোক্ষ। ৩০।

আচার্য্য রাজস বুদ্ধি বলিতেছেন :—

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী। ৩১।

হে পার্থ, যে বুদ্ধি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য অযথাবৎ জানে সেই বুদ্ধি রাজসী।

ভাব—অযথাবৎ—ইটি কি এইরূপ হইবে, এইরূপ সন্দেহাত্মক ভাবে। ৩১।

আচার্য্য তামসী বুদ্ধি বলিতেছেন :—

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী। ৩২।

হে পার্থ, অজ্ঞানাবৃত হইয়া যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে, সমুদায় বিষয় বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে, তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলে।

ভাব সমুদায় বিষয় বিপরীত ভাবে—সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, তত্ত্বকে অতত্ত্ব, অতত্ত্বকে তত্ত্ব এই ভাবে। ৩২।

ত্রিবিধ ধারণার বিষয় বলিতে গিয়া আচার্য্য প্রথমতঃ সাত্ত্বিকী ধারণার বিষয় বলিতেছেন :—

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী। ৩৩।

হে পার্থ যে, অভ্যভিচারিণী ধারণা যোগ দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকলকে নিয়মিত করে, তাহাকে সাত্ত্বিকী ধারণা বলে।

ভাব—অব্যভিচারিণী—বিষয়ান্তর দ্বারা অব্যবহিত ; যোগ—যোগাভ্যাস। ৩৩।

আচার্য্য রাজসী ধারণার কথা বলিতেছেন :—

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী। ৩৪।

হে পার্থ, প্রসঙ্গবশতঃ ধর্ম্মার্থকামের ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সেই সকলকে যদ্দারা নিয়মিত করা হয়, তাহাই রাজসী ধারণা।

ভাব—প্রসঙ্গবশতঃ—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশবশতঃ।

তামসী ধারণার বিষয় আচার্য্য বলিতেছেন :—

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী। ৩৫।

দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি যে ধারণায় স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মত্ততা পরিত্যাগ করে না, তাহাই তামসী ধারণা।

ভাব—দুর্ব্বুদ্ধি—অবিবেকী; স্বপ্ন—নিদ্রা; শোক—ইষ্টবিয়োগজনিত সন্তাপ; বিষাদ—বিষণ্ণবদনতা; মত্ততা—বিষয়সেবাজনিত প্রমত্ত ভাব। ৩৫।

আচার্য্য ত্রিবিধ সুখ বলিতে উপক্রম করিতেছেন :—

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি। ৩৬॥

হে ভরতর্ষভ, আমার নিকট এখন সেই ত্রিবিধ সুখের কথা শ্রবণ কর, যে সুখে অভ্যাসবশতঃ লোকে আমোদিত হয় এবং যে সুখে সে দুঃখের অন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভাব—অভ্যাসবশতঃ—পরিচয়বশতঃ, অন্ত—অবসান।

আচার্য্য সাত্ত্বিক সুখ বলিতেছেন :—

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্। ৩৭।

যে সুখ অগ্রে বিষের মত, পরিণামে অমৃতোপম, সেই সুখকে সাত্ত্বিক বলে, এই সুখ আত্মবুদ্ধির নির্ম্মলতা হইতে উপস্থিত হয়।

ভাব—অগ্রে—আরম্ভে; বিষের মত—জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির সাধনের আয়াসবশতঃ বিষোপম; পরিণামে—সাধনের পরিপক্কাবস্থায়, দেহ ও আত্মা পৃথক্ এ জ্ঞান জন্মাতে যখন স্বরূপাবির্ভাব হইয়াছে; অমৃতোপম—নিত্যসুখকর। কোন কোন ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্বশ্লোকের পরার্দ্ধ এই শ্লোকের আরম্ভে যোজনা করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মধুসূদন এইরূপ যোজনা করিয়া অর্থ করিয়াছেন,—"বিষয়সুখে যেমন সদ্য সুখ হয় তেমন না হইয়া অভ্যাস অর্থাৎ পরিচয়বশতঃ যে সমাধিসুখে আমোদ অর্থাৎ পরিতৃপ্তি হয়, বিষয়সুখে যেমন অন্তে মহাদুঃখ হয় সেরূপ না হইয়া যে সমাধিসুখে আমোদিত হইলে সকল দুঃখের অবসান হয়, সেই সমাধিসুখ (কৃষ্ণ) বিবৃত করিতেছেন—যাহা অগ্রে অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্য ধ্যান ও সমাধির আরম্ভে অত্যন্ত আয়াসসাধ্য বলিয়া বিষের ন্যায় দ্বেষবিশেষাবহ হয়, পরিণামে অর্থাৎ জ্ঞানবৈরাগ্যাদির পরিপাকে অমৃতের ন্যায় অতিশয় প্রীতির আস্পদ হয়,—আত্মবিষয়ক বুদ্ধি আত্মবুদ্ধি, সেই আত্মবুদ্ধির প্রসাদ—নিদ্রা আলস্যাদিরাহিত্যবশতঃ নির্ম্মলভাবে স্থিতি,—তাদৃশভাবে স্থিতি হইতে সে সুখ উৎপন্ন। এ সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংযোগে যে সুখ জন্মায় তাহার মত নহে, নিদ্রা ও আলস্যাদি

হইতে যে তামস সুখ তাহার মতও নহে। অনাত্মবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ-জন্য যে ঈদৃশ সমাধিসুখ উপস্থিত হয়, যোগিগণ উহাকেই সাত্ত্বিক সুখ বলেন।" ৩৭।

আচার্য্য রাজস সুখ বলিতেছেন :—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্। ৩৮।

ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয়যোগে অগ্রে অমৃতোপম, পরিণামে বিষের মত যে সুখ, তাহাকে রাজস সুখ বলে।

ভাব—অগ্রে—অনুভবকালে; অমৃতোপম—নিরতিশয় স্বাদুমৎ; বিষের মত—বল, বীর্য্য, রূপ, প্রজ্ঞা, মেধা, ধন, উৎসাহ এ সকলের হানি এবং অধর্ম্ম ও তজ্জনিত নরকাদির হেতু জন্য বিষের মত—শ্রীমচ্ছঙ্কর। ৩৮।

আচার্য্য তামস সুখ বলিতেছেন :—

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্। ৩৯।

নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হইতে উপস্থিত হইয়া অগ্রে এবং পশ্চাতে যে সুখ আত্মাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে তাহাকে তামস সুখ বলে।

ভাব—অগ্রে—অনুভবকালে; পশ্চাতে—পরিণামে; আত্মাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে—আত্মার জ্ঞান হরণ করে, বস্তুর যথার্থতত্ত্ব আবরণ করে—শ্রীমদ্বলদেব। শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—'নিদ্রাদি অনুভবকালেই মোহের কারণ। নিদ্রাতে মোহের কারণ স্পষ্ট, ইন্দ্রিয়ব্যাপারের মন্দগতি আলস্য, ইন্দ্রিয়ব্যাপারের মন্দগতিতে জ্ঞানেরও মন্দগতি হয়, যাহা করা হইয়াছে তাহাতে অনবধানরূপ প্রমাদ, সুতরাং তাহাতে আত্মজ্ঞানের মন্দ গতি হয়'। ৩৯।

যাহা বলা হয় নাই সেগুলির সংগ্রহ করিয়া আচার্য্য প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন :—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎত্রিভিগুণৈঃ। ৪০।

পৃথিবীতে এবং স্বর্গে দেবগণমধ্যে এমন কোন প্রাণী নাই যে প্রাকৃতিক এই তিন গুণ হইতে বিমুক্ত।

ভাব—কোন প্রাণী ও অপ্রাণী নাই—প্রাণী নাই এরূপ বলা উপলক্ষণমাত্র কেন না জড় সকলও ত্রিগুণের বিকার—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। অনুগীতাতে তমোগুণ, রজোগুণ ও

সত্ত্বগুণের তত্ত্বসংগ্রহ এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়—"মোহ, অজ্ঞান, অদাতৃত্ব, কর্ত্তব্যহীনতা, স্বপ্ন, জড়তা, ভয়, লোভ, শোক, সৎকর্ম্মদূষণ, অস্মৃতি, অবিপক্কতা, নাস্তিক্য, অনিয়তজীবিকত্ব, বিশেষভাব অসংরক্ষণ, অন্ধতা, জঘন্য বিষয়ে প্রবৃত্তি, না করিয়াও কিছু করিয়াছি মনে করা, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমৈত্রী, বিকৃতবিষয়ে অভাববোধ, অশ্রদ্ধা, মূঢ়োচিত ভাবনা, অসরলত্ব, অনুরাগশূন্যত্ব, পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি, চেতনারাহিত্য, গুরুত্ব অর্থাৎ এমনই স্থূল বা জড়ভাব যে জ্ঞানাদি কিছু সহজে প্রবিষ্ট হয় না, ভক্তিহীনতা, অবশিত্ব, নীচকর্ম্মে অনুরাগ। এ সকল গুণ ও চরিত্র তমোগুণ-সম্ভূত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহলোকে অন্য যে সকল ভাব ভাবসংজ্ঞায় সংযমের বিষয় হয় সে সকল গুলিই তামসগুণ। পরনিন্দায় প্রবৃত্তি, ব্রহ্মজ্ঞগণের নিন্দকত্ব, ত্যাগস্বীকারের অভাব, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অক্ষমা, ভূতদ্বেষ, এসকল তামস চরিত্র। যেগুলি বৃথা অনুষ্ঠান, যেগুলি বৃথা দান, যেগুলি বৃথা আহার, সে সকলই তামস চরিত্র। অতিরিক্ত বাক্যব্যয়, অসহিষ্ণুতা, মাৎসর্য্য, অভিমানিতা, অশ্রদ্ধা, এ সকল তামস চরিত্র।" * "দলবদ্ধতা, রূপ, শ্রমস্বীকার, সুখদুঃখ, শীতোষ্ণ, প্রভুত্ব, সংগ্রাম, সন্ধি, হেতুবাদ, অনুরাগ, ক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মত্ততা, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ধনাদিতে অভিলাষ, খলতা, যুদ্ধ, মমতা, পালন বধবন্ধন ও ক্লেশদানে প্রবৃত্তি, ক্রয়, বিক্রয়, কাট, ছেদন কর, ভেদ কর এইরূপ ভাব, পরমর্ম্মচ্ছেদন, উগ্রভাব, হিংস্রভাব, আক্রোশ, পরচ্ছিদ্র দর্শন করিয়া শাসন করিবার প্রবৃত্তি, লৌকিক বিষয়ে চিন্তা, মৎসর ভাব, পালনে প্রবৃত্তি, নিষ্ফল কথা, নিষ্ফল দান, সংশয়, ধিক্কার দিয়া কথা বলা, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, অবজ্ঞা, পরিচর্য্যা, শুশ্রূষা, সেবা, তৃষ্ণা, আশ্রয়শীলতা, ব্যূহ, (ব্যবহাররচনাকৌশল,) নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ (সর্ব্বজননিন্দা,) অন্য হইতে ধনাদি গ্রহণ, নরনারী, প্রাণী, দ্রব্য ও আশ্রিতগণেতে লোকমধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার উপস্থিত হয় সেই সকল সংস্কার, সন্তাপ, অপ্রত্যয় (অবিশ্বাস), ব্রত, নিয়ম, আকঙ্ক্ষাযুক্ত অনুষ্ঠান, কূপখননাদি, নমস্কার, স্বাহা স্বধা ও বষট্ শব্দোচ্চারণ, যাজন, অধ্যাপন, যজন অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মঙ্গলক্রিয়া, আমার ইটি হইবে, ওটি হইবে এরূপ আগ্রহ, স্নেহে রজোগুণের উদ্রেক, দ্রোহ, ছল, বঞ্চনা, মান, চৌর্য্য, হিংসা, ঘৃণা, পরিতাপ, জাগরণ, দম্ভ, দর্প, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, দ্যূত, লোকের দোষখ্যাপন, স্ত্রীকৃত বিবিধ সম্বন্ধ, নৃত্যগীত ও বাদ্যের প্রসঙ্গ, হে বিপ্রগন, এইগুলি রাজসগুণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে †।" "আনন্দ, প্রীতি, বৃদ্ধি, প্রকাশস্বভাব, সুখ, অকার্পণ্য, আক্রোশশূন্যতা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমত্ব, সত্য, সরলত্ব, অক্রোধ, অসূয়াশূন্যতা, শৌচ, দক্ষতা, পরাক্রম, অহেতুক জ্ঞান, অহেতুক আচরণ, অহেতুক সেবা, অহেতুক শ্রম, এইরূপ যে ব্যক্তি যোগীর ধর্ম্মযুক্ত হন

* অনুগীতা ৩৬অ, ১২—২০ শ্লোক।　　† অনুগীতা ৩৭অ, ২—১৪ শ্লোক।

তিনি পরলোকে মোক্ষভোগ করেন। মমতাশূন্যতা নিরহঙ্কার, ধনাদিতে অনভিলাষ, সর্ব্ববিষয়ে সমভাব, কামনাশূন্যতা, এইগুলি সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম। বিশ্বস্ততা, লজ্জা, সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, শৌচ, অনালস্য, অনিষ্ঠুরতা, অমোহ, দয়া, প্রাণিগণের প্রতি খলতাশূন্যতা, হর্ষ, সন্তোষ, বিস্ময়, বিনয়, সাধুচরিত্রতা, শাস্তিকর্ম্মে শুদ্ধতা, শুভবুদ্ধি, মুক্তস্বভাব, উপেক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, নির্ম্মমত্ব, নিরাকাঙ্ক্ষা, অপরিক্ষতধর্ম্মত্ব, অহেতুক দান, অহেতুক যজ্ঞ, অহেতুক অধ্যয়ন, অহেতুক ব্রত, অহেতুক প্রতিগ্রহ, অহেতুক ধর্ম্ম, অহেতুক তপস্যা। ইহলোকে যে সকল সত্যাশ্রিত ব্যক্তি ঈদৃশ চরিত্রবান্, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিলয়স্থ, ধীর ও সাধুদর্শী *।"

চতুর্দ্দশাধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে অভিব্যক্তি, প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিরূপ গুণসকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অভিব্যক্তি হইতে সত্ত্বগুণের তত্ত্বসকল, প্রবৃত্তি হইতে রজোগুণের তত্ত্বসকল, অপ্রবৃত্তি হইতে তমোগুণের তত্ত্বসকল কিরূপে সম্ভবে? আচার্য্য যে সকল সত্ত্বাদিগুণের চরিত্র নিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অভিব্যক্তি, [illegible]বৃত্তি ও অপ্রবৃত্তির কোন ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব নবীন উদ্ভাবনায় যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা অশ্রদ্ধেয়। নিশ্চয় অশ্রদ্ধেয় নয়। উদ্ভিন্নত্ব অভিব্যক্তি, উদ্ভেদোন্মুখত্ব প্রবৃত্তি, অনুদ্ভিন্নত্ব অপ্রবৃত্তি, ইহা যখন অবধারণ করা হইয়াছে তখন সর্ব্বত্র সেই সকলের ক্রিয়া চিত্তাভিনিবেশ করিলেই প্রতিভাত হয়। প্রথমতঃ তামসজ্ঞানে সূক্ষ্মবস্তুদর্শনের সামর্থ্য প্রোদ্ভিন্ন হয় নাই, এজন্য তামসজ্ঞানে স্থূলকার্য্যই প্রকাশ পায়, সূক্ষ্ম কারণ প্রকাশ পায় না। আচার্য্য এজন্যই বলিয়াছেন "বিনা প্রমাণে এই একটি কার্য্যই সমগ্র, এইরূপ যাহাতে অভিনিবেশ হয় †।" কার্য্যের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মব্যাপার অনুভব করিবার সামর্থ্য উদ্ভিন্ন হয় নাই, এজন্য তন্মধ্যে কোন্‌টি শুভ কোন্‌টি অশুভ ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয়। কর্ত্তাতে যে আলস্যাদি দোষ দৃষ্ট হয় তাহাও যে সামর্থ্য উদ্ভিন্ন হয় নাই এজন্য, ইহা স্পষ্ট। বুদ্ধির সামর্থ্য উদ্ভিন্ন হয় নাই, এজন্য সমুদায় বিষয় বিপরীত ভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। ধারণাশক্তি ও জ্ঞান উদ্ভিন্ন হয় নাই এজন্য বিষাদাদির পরিহার ঘটে না। বস্তুর স্বরূপজ্ঞান উদ্ভিন্ন হয় নাই এজন্য ভ্রান্তি আদি সমুৎপন্ন আত্মবিমোহক সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। আহারাদিসম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে, স্বাদগ্রহণাদির শক্তি উদ্ভিন্ন হয় নাই এজন্য তামসব্যক্তির নিকটে পূতিপর্য্যুসিতাদি অন্ন প্রিয় হয়। উদ্ভিন্নত্ব ও অনুদ্ভিন্নত্ব এ উভয়ের অন্তরালে যে প্রবৃত্তির অপর নাম উদ্ভেদোন্মুখত্ব, তাহাতে সম্যক্ দর্শনও সম্ভবে না অসম্যক্ দর্শনও সম্ভবে না, এজন্যই ঈষদ্দর্শন হইতে অধিকতর দর্শনের জন্য উদ্যম উপস্থিত হয়। এই উদ্যমের সঙ্গে নিয়ত আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে। আসক্তিবশতঃ যখন যাহাতে যাহাতে অভিনিবেশ হয়, তখন

* অনুগীতা ৩৮ অ, ২—১০ শ্লোক।

† গীতা ১৮অ, ২২ শ্লোক।

তাহাতে তাহাতেই চিত্ত আবদ্ধ হয়। এজন্য গুণস্বভাব বলিতে গিয়া বলা হইয়াছে, "যে জ্ঞান সর্ব্বভূতে পৃথক্ পৃথক্ নানা ভাবকে পৃথক্ ভাবে অবগত করে, তাহাকে রাজস বলিয়া জান *।" রজোগুণে উদ্যমানুকূল উত্তেজনা প্রধান আহার। সত্ত্বগুণে উদ্ভিন্নতা-বশতঃ যথাযথ বস্তুদর্শনে উহা অনুকূল, এজন্যই অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের সম্যগ্বিকাশোচিত সত্ত্বগুণের স্বভাব আচার্য্য নিবদ্ধ করিয়াছেন। কেহই গুণাতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং গুণগুলির স্বভাব জানিয়া জীব সত্ত্বগুণের স্বভাবানুসরণপূর্ব্বক রজ ও তমোগুণকে নির্জ্জিত করিয়া নির্ম্মলচিত্তে অন্তর্যামীর সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে আবদ্ধ এবং তাঁহার প্রেরণানুসারে গুণাতীত হয়, ইহাই তত্ত্ব। "আমি তোমায় সমগ্রভাবে বিজ্ঞান-যুক্ত জ্ঞান বলিতেছি" † এস্থানে যে বিজ্ঞানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারিবেন, এ শাস্ত্রের সাধনরীতি বিজ্ঞানমূলক। ৪০।

স্ব স্ব স্বভাববিহিত কর্ম্মের অনুসরণে ভগবদারাধনা হয়, সেই আরাধনা হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞানে ভগবানের সহিত স্বরূপৈক্য হয়, ইহাই দেখাইবার জন্য অবশিষ্ট গ্রন্থের আরম্ভস্বরূপ আচার্য্য গুণানুসারী বর্ণ বিভাগ বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ। ৪১।

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, ইহাদিগের স্বভাব-সম্ভূত গুণ দ্বারা কর্ম্মসকল বিভক্ত হয়।

ভাব—শূদ্র—বেদাধ্যয়নার্থ যে সংস্কার হয় তাহার যাহারা উপযুক্ত নহে। শ্লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এ তিনটি সমাস দ্বারা এক করিয়া সংস্কারের উপযুক্ত নয় এজন্যই শূদ্রশব্দটি সমাস হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ বলিয়াছেন। স্বভাবসম্ভূত—স্বভাবোৎপন্ন, প্রকৃতিসিদ্ধ ; গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম ; বিভক্ত হয়—ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। মোক্ষ ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায়, "সকল বর্ণই ব্রহ্মোৎপন্ন ব্রাহ্মণ, সকলেই নিত্য বেদ উচ্চারণ করে। ব্রহ্মবুদ্ধিতে তত্ত্বশাস্ত্র বলিতেছি, সকল বিশ্ব ও এ সমস্তই ব্রহ্ম ‡।" এখানে এবং অন্যত্র সকল বর্ণের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তবে কেন এখানে অত্যন্ত ভেদ দেখাইবার জন্য সমাস হইতে শূদ্র শব্দকে পৃথক্ করা হইল ? ইহার কারণ কি বলা যাইতেছে,—জনসকলের স্বাভাবিকগুণকর্ম্মপ্রভেদ দেখাইবার জন্য এই প্রকরণ, ইহাতে সমাস করা বা না করাতে কিছু আসে যায় না। "শূদ্রের কর্ম্ম সেবা" এই প্রভেদ দেখান এখানে অভিপ্রেত, যদি তাহা না হইয়া শূদ্রগণের একান্ত

* গীতা ১৮অ, ২১ শ্লোক। † গীতা ৭ অ, ২ শ্লোক।
‡ শান্তিপর্ব্ব ৩১৮অ, ৮৯ শ্লোক।

ভেদপ্রদর্শনার্থই সমাস না করা হইত, তাহা হইলে "হে দেবি, শুচি কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধাত্মা জিতেন্দ্রিয় শূদ্রও দ্বিজবৎসেব্য ইহাই ব্রহ্মার অনুশাসন। যে শূদ্রেতে স্বভাব ও কর্ম্ম ভাল, সে দ্বিজাতি হইতেও বিশিষ্ট এই আমার মত *;" এই সকল বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইত। একথা বলিতে পারা যায় না যে, পরিচর্য্যা শূদ্রেরই অনন্য-সাধারণ কর্ম্ম! যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে "জন্মে শূদ্র" "বিষ হইতে যেমন তেমনি সম্মান হইতে ব্রাহ্মণ নিত্য উদ্বিগ্ন হয়" এই যুক্ত্যনুসারে গুরুজন এবং অন্যান্য ব্যক্তির নিকটে সর্ব্বদা শূদ্রবৎ নীচ হইয়া থাকিবে, শাস্ত্রের এ অভিপ্রায় কেন হইল? শূদ্রত্বের এই মহান্ মহিমা যে, নিরভিমানতাবশতঃ "অশ্ব, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ, সকলকে দণ্ডবৎ ভূমিতে নিপতিত হইয়া প্রণাম করিবে" এই উচ্চ সাধন তাহাতে সহজসাধ্য। "সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ" এই যে বলা হইয়াছে, তাহা শূদ্র ও খসাদির জ্ঞানবত্তা লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। এজন্যই সেস্থলে উক্ত হইয়াছে, "হে নরেন্দ্র, হে রাজসিংহ, জ্ঞানেতেই মোক্ষ হয়, অজ্ঞানেতে হয় না, পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। সে জন্যই তত্ত্বতঃ সেই জ্ঞানান্বেষণ করিবে যে জ্ঞান আত্মাকে জন্ম ও মৃত্যু হইতে মোচন করিতে সমর্থ। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বা তাহা হইতেও নীচ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া নিত্য তাহাতে নিরতিশয় শ্রদ্ধা করিবে। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিতে জন্মমৃত্যু প্রবেশ করে না †।" শূদ্র জ্ঞানে অধিকারী নহে একথা বলা যাইতে পারে না। যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে পরিচর্য্যারূপ স্বকর্ম্ম দ্বারা ভগবান্‌কে অর্চ্চনাপূর্ব্বক সে অপরোক্ষজ্ঞানে অধিকারী হইল না, ইহাতে "আপন আপন কার্য্যে নিরত থাকিয়া মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে" এ প্রতিজ্ঞার হানি হইল। জন্মে যাহারা যাদৃক্ গুণ-সম্পন্ন হয় তাহাতেই তাহাদিগের নিত্যকাল স্থিতি হয় মূর্খগণেরি এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। সকল বর্ণের ব্রহ্মোৎপন্নত্ববশতঃ ব্রাহ্মণত্বই মুখ্য, রজ ও তমোগুণের প্রভাব-বশতঃ যে ব্যক্তিতে সেই ব্রাহ্মণত্ব অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তির ভগবদ্ভাবযুক্ত স্বকর্ম্মাচরণ দ্বারা রজ ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া সত্বগুণের উদ্রেক হয় এবং সত্বগুণের উদ্রেকে সেই নিগূঢ় অবস্থা হইতে ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় শূদ্রও জ্ঞানো-পদেষ্টা হয়। শ্লোকের উপক্রমে শ্রীমদ্রামানুজ—বলিয়াছেন :—"'একমাত্র ত্যাগ দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে' ইত্যাদিতে মোক্ষসাধনরূপে নির্দ্দিষ্ট ত্যাগ সন্ন্যাসশব্দের অর্থ, তাহা ছাড়া আর কিছু নহে। যে কর্ম্ম করা হইতেছে সেই কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বত্যাগমূলক ফল ও কর্ম্মের ত্যাগ—এই ত্যাগ। পরমপুরুষের কর্ত্তৃত্বানুসন্ধান দ্বারা নিজকর্ত্তৃত্বত্যাগ হয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এসমুদায় সত্বগুণবৃদ্ধির কার্য্য, এজন্য সত্বগুণের উপাদেয়তাজ্ঞাপনের নিমিত্ত সত্ব, রজ ও তমোগুণের কার্য্যভেদ বিস্তারিতরূপে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ঈদৃশ মোক্ষসাধক অনুষ্ঠিত কর্ম্মই যে পরমপুরুষের আরাধনা ইহাই উপদেশ করা

* অনুশাসনপর্ব্ব ১৪৩অ, ৪৮। ৪৯ শ্লোক। † শান্তিপর্ব্ব ৩১৮অ, ৮৭। ৮৮ শ্লোক।

হইয়াছে, এবং সেই ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা যে পরমপুরুষ প্রাপ্তিরূপ ফল হয়, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্রাহ্মণাদি অধিকারিগণের বৃত্তি এবং তাঁহাদের স্বভাবানুরূপ সত্ত্বাদি গুণভেদে ভিন্ন কর্ত্তব্যকর্ম্মের স্বরূপ কি [আচার্য্য] বলিতেছেন।" শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন, "ক্রিয়া, কারক ও ফলাদি এবং সমুদায় প্রাণী যদি ত্রিগুণাত্মক তাহা হইলে তাহাদিগের কি প্রকারে মোক্ষ হইবে এই কথা লক্ষ্য করিয়া—স্ব স্ব অধিকারানুসারে যে কর্ম্ম বিধিসিদ্ধ সেই কর্ম্ম পরমেশ্বরের আরাধনা এবং সেই আরাধনা হইতে ঈশ্বরপ্রসাদে জ্ঞানলাভ করা যায়, ইহাই সমুদায় গীতার সার—এক স্থানে এইটি সংগ্রহ করিয়া দেখাইবার জন্য অধ্যায়পরিসমাপ্তিপর্য্যন্ত বিস্তৃত [আচার্য্য] আর একটি প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন।" শ্রীমন্মধুসূদন শ্রীমচ্ছঙ্করকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন—"এইরূপে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণাত্মক ক্রিয়াকারক ও ফলরূপে প্রকাশমান সমগ্র সংসার মিথ্যাজ্ঞান কল্পিত অনর্থ, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে এই যে বলা হইয়াছিল তাহার উপসংহার হইল। পঞ্চদশাধ্যায়ে সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া 'নিরতিশয় বদ্ধমূল এই অশ্বত্থকে অনাসক্তিরূপ সুদৃঢ় শস্ত্রে ছেদন করিয়া……সেই স্থান অন্বেষণ করিবে যেথানে গিয়া আর পুনরাবৃত্তি হয় না, এতদনুসারে অনাসক্তিশস্ত্রবৈরাগ্য দ্বারা সংসারকে ছেদন করিয়া পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে ইহা কথিত হইয়াছে। সংসারে সকলই যখন ত্রিগুণাত্মক তখন অনাসক্তিশস্ত্র কোথা হইতে পাইবে? এবং সংসারবৃক্ষেরই বা কিরূপে ছেদন হইবে? এই আশঙ্কা অপনয়ন জন্য স্ব স্ব অধিকারবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচরণ দ্বারা পরমেশ্বরের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া তাঁহা হইতে অনাসক্তিশাস্ত্র লাভ করা যায় এই কথা বলিবার জন্য, এবং সমুদায় বেদের প্রয়োজনভূত পরমপুরুষার্থ যাঁহারা লাভ করিতে অভিলাষ করেন তাঁহাদের সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, গীতাশাস্ত্রের এই মূল বিষয়ের উপসংহারার্থ অন্ত্যপ্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে"। ৪১।

আচার্য্য সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণগণের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিতেছেন:—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্। ৪২।

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, এই সকল ব্রাহ্মণগণের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

ভাব—শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি, দম—বাহেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি, শম—বাহেন্দ্রিয়ের নিয়মন, শম—অন্তঃকরণের নিয়মন—শ্রীমদ্রামানুজ; তপ—পূর্ব্বোক্ত শারীরাদি তপ, ভোগনিয়মনরূপ শাস্ত্রসিদ্ধ কায়ক্লেশ—শ্রীমদ্রামানুজ; শৌচ—অন্তর্বাহ্যশুদ্ধি, শাস্ত্রীয় কর্ম্মযোগ্যতা—শ্রীমদ্রামানুজ; ক্ষান্তি—ক্ষমা, অপরে অবিরত তাড়না করিলেও অবিকৃত চিত্ততা—শ্রীমদ্রামানুজ, সহিষ্ণুতা—শ্রীমদ্বলদেব, আক্রোশ প্রকাশ করিলেও তাড়না

করিলেও মনে বিকাররাহিত্য—শ্রীমন্মধুসূদন ; ঋজুতা—পরের নিকট মনের অনুরূপ বাহ্য চেষ্টা প্রকাশ—শ্রীমদ্রামানুজ, অবক্রতা—শ্রীমচ্ছ্রীধর, অকৌটিল্য—শ্রীমন্মধুসূদন ; জ্ঞান—শাস্ত্রীয় জ্ঞান, সমুদায় বেদের তাৎপর্য্যবিষয়ক জীব ও প্রকৃতিতত্ত্বের যথাযথ জ্ঞান—শ্রীমদ্রামানুজ ; বিজ্ঞান—সাক্ষাদনুভূতি, পরমাত্মতত্ত্বসম্পর্কীয় অসাধারণ বিশেষ বিষয়—শ্রীমদ্রামানুজ,ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যানুভব—শ্রীমন্মধুসূদন ; আস্তিক্য—বিশ্বাসবত্তা, অস্তিভাব, শ্রদ্ধাবত্তা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, সমগ্র বৈদিক বিষয়ের প্রকৃষ্ট সত্যতানিশ্চয়, কোন কারণে যে নিশ্চয় হইতে বিচলিত করিতে পারা যায় না—শ্রীমদ্রামানুজ, পরলোক আছে এই নিশ্চয়—শ্রীমচ্ছ্রীধর, শাস্ত্র হইতে যে বিষয় জানা যায় তাহার সত্যত্বে নিশ্চয়—শ্রীমদ্বলদেব, সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা—শ্রীমন্মধুসূদন, শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাস—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ। শ্রীমদ্গীতাবিবরণকার বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণত্বাদিকে স্বাভাবিক বলিয়া জানিবে, ব্রাহ্মণাদিকুলে জন্ম ইত্যাদি কারণে যে ব্রাহ্মণত্বাদি উহা ঔপাধিক স্বরূপঘটিত নহে। এইরূপে শমাদি দ্বারা স্বাভাবিক ব্রাহ্মণত্বাদি অনুমান করিয়া লইয়া সেই স্বাভাবিক ব্রাহ্মণত্বাদি দ্বারা স্বাভাবিক সাত্ত্বিকত্বাদি অনুমান করিয়া লইতে হইবে"। ৪২।

সত্ত্ববিমিশ্র রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়গণের স্বাভাবিক কর্ম্ম আচার্য্য বলিতেছেন :—

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্। ৪৩।

শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, প্রভুত্ব, এই সকল ক্ষত্রিয়গণের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

ভাব—শৌর্য্য—শূরত্ব, যুদ্ধে নির্ভয়ে প্রবেশ সামর্থ্য—শ্রীমদ্রামানুজ; পরাক্রম—শ্রীমচ্ছ্রীধর, বলবান্‌কেও প্রহার করিতে প্রবৃত্তি—শ্রীমন্মধুসূদন ; তেজ—প্রাগল্‌ভ্য, শত্রুগণ যাহাতে পরাভব করিতে পারে না—শ্রীমদ্রামানুজ, শত্রুগণ যাহাতে নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না—শ্রীমদ্বলদেব ; ধৈর্য্য—আরব্ধ কর্ম্মে বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তৎসমাপনসামর্থ্য—শ্রীমদ্রামানুজ, মহৎ সঙ্কট উপস্থিত হইলেও দেহেন্দ্রিয়ের অনবসাদ—শ্রীমদ্বলদেব— ; দক্ষতা—নৈপুণ্য, সহসা কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে মোহপ্রাপ্ত না হইয়া তাহাতে প্রবৃত্তি—শ্রীমচ্ছঙ্কর, সকল প্রকারের ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার সামর্থ্য—শ্রীমদ্রামানুজ, কৌশল—শ্রীমচ্ছ্রীধর, ক্রিয়াসিদ্ধির কৌশল—শ্রীমদ্বলদেব, যুদ্ধকৌশল—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ; যুদ্ধে অপলায়ন—সমরে অপরাঙ্মুখতা, আত্মমরণ নিশ্চয় ইহা জানিয়াও অনিবর্ত্তন—শ্রীমদ্রামানুজ, অবৈমুখ্য—শ্রীমদ্বলদেব ; দান—যাহাদিগকে দিতে হইবে তাহাদিগের প্রতি মুক্তহস্ততা—শ্রীমচ্ছঙ্কর, আপনার দ্রব্য পরস্ব করিয়া দেওয়ারূপ ত্যাগ—শ্রীমদ্রামানুজ, ঔদার্য্য—শ্রীমচ্ছ্রীধর, অসঙ্কোচে আপনার বিত্তত্যাগ—শ্রীমদ্বলদেব ; প্রভুত্ব—যাহারা ক্ষমতাধীন তাহাদিগের প্রতি প্রভুশক্তি প্রকাশ করা—

শ্রীমচ্ছঙ্কর, আপনা ব্যতিরিক্ত আর সকল ব্যক্তিকে নিয়মন করিবার সামর্থ্য—শ্রীমদ্রামানুজ; নিয়মনশক্তি—শ্রীমচ্ছ্রীধর। ৪৩।

তমোবিমিশ্র রজঃপ্রধান বৈশ্যগণের এবং রজোবিমিশ্র তমঃপ্রধান শূদ্রগণের কর্ম্ম আচার্য্য বলিতেছেন :—

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। ৪৪।

কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, এই সকল বৈশ্যগণের স্বাভাবিক কর্ম্ম, শূদ্রগণের স্বাভাবিক কর্ম্ম সেবা।

ভাব—কৃষি—কর্ষণ, শস্যোৎপাদন, হলচালনা; বাণিজ্য—ক্রয়বিক্রয়াদি, সেবা—শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা। ৪৪।

স্বস্বকর্ম্মরত ব্যক্তিগণের ভগবানের অপরোক্ষ জ্ঞান কিরূপে লাভ হয়, তাহার উল্লেখ করিবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু। ৪৫।

আপন আপন কার্য্যে রত থাকিয়া মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। আপনার কার্য্যে নিরত থাকিয়া যেরূপে সিদ্ধি লাভ করে তাহা শ্রবণ কর।

ভাব—আপন আপন কার্য্যে—"পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যাহার যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, অন্যত্রও যদি তাহা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই লক্ষণ দ্বারাই বর্ণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে;" এই যুক্তিতে জন্মজন্য নয় কিন্তু সত্ত্বাদিগুণাভিব্যক্তিনিমিত্ত কর্ম্মে; মনুষ্য—"দ্বাদশ গুণযুক্তব্রাহ্মণ হইতেও চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ" এই যুক্তিতে সত্ত্বগুণোচিত কর্ম্মনিষ্ঠ চণ্ডালও; সিদ্ধি লাভ করে—পরম নৈষ্কর্ম্ম্য, পর জ্ঞান ও পরা ভক্তিরূপ সিদ্ধি—'এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি জ্ঞানের পরানিষ্ঠা' 'আমার প্রতি পরা ভক্তি লাভ করে' এইরূপ বলাতে—প্রাপ্ত হয়। আপনার কার্য্যে—আপনার স্বভাবসঙ্গত কার্য্যে। ৪৫।

স্বকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যেরূপে সিদ্ধি লাভ করেন, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। ৪৬।

যাঁহা হইতে ভূতগণের চেষ্টা সমুপস্থিত হয়, যিনি এই সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে।

ভাব—যাঁহা হইতে—সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর হইতে; ভূতগণের—প্রাণিগণের, যিনি—সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর; নিজ কর্ম্ম—নিজ স্বভাবসঙ্গত কর্ম্ম; সিদ্ধি—পরম নৈষ্কর্ম্ম্য, পর জ্ঞান পরা ভক্তিরূপ সিদ্ধি। ভগবানের প্রেরণায় প্রাণিগণ চেষ্টাযুক্ত হয় একথা বলাতে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, স্বভাবসঙ্গত কর্ম্মসকলের মূল ভগবৎপ্রেরণা। নিজ স্বভাব পরিহার করিয়া পরস্বভাবানুসরণচেষ্টা এজন্যই কেবল বিফল হয় তাহা নহে, ভগবানের প্রেরণার প্রতি বিমুখ হওয়াতে উহাতে অপরাধও ঘটে। যাহারা স্বভাবের প্রতি উপেক্ষা করিয়া বংশপরম্পরাগত ব্যবহার অথবা নিজের স্বভাববিরোধী শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের উপদেশ অনুসরণ করে তাহারাও বিফলযত্ন হইয়া অবসাদগ্রস্ত হয়। 'যিনি এই সমুদায় ব্যাপ্ত হইয়া আছেন' একথা বলাতে আপনার ও পরের দেহ ও অন্তঃকরণে এবং অনুষ্ঠানের উপকরণসকলেতে ভগবানের আবির্ভাব অনুভব করিয়া তাঁহার আরাধনা উপদেশ করা হইয়াছে। ৪৬।

পরের স্বভাবসঙ্গত কার্য্য হইতে নহে আপনার স্বভাবসঙ্গত কার্য্য হইতে শ্রেয়োলাভ হয়, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্। ৪৭।

পরধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তদপেক্ষা বিগুণ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ। কেন না যে কর্ম্ম স্বভাববিহিত, তাহা করিয়া লোকের পাপ হয় না।

ভাব—পরধর্ম্ম—পরের স্বভাসঙ্গত ধর্ম্ম; স্বধর্ম্ম—আপনার স্বভাবসঙ্গত ধর্ম্ম; স্বভাববিহিত—স্বভাবনিয়ত, স্বভাবপ্রবর্ত্তিত, স্বভাবানুগামী। 'স্বভাববিহিত কর্ম্ম করিয়া পাপ হয় না' একথা বলাতে পরের স্বভাবসঙ্গত ধর্ম্ম আচরণ করিয়া পাপ হয়, ইহাই আসিতেছে। একথা বলাতে এই প্রতিভাত হয় যে, তম ও রজোগুণপ্রধান ব্যক্তি-গণের কখন সত্ত্বগুণোচিত কর্ম্ম অনুসরণ করা উচিত নহে। এরূপ হইলে তাহা-দিগেতে নৈষ্কর্ম্ম্য ও পর জ্ঞান এবং পরা ভক্তি উদিত হওয়া কদাপি সম্ভবে না; 'নিজ কর্ম্ম দ্বারা অন্তর্যামীর অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ হয়' এ উক্তিও মিথ্যা হইয়া যায়। স্বভাবসঙ্গত কর্ম্ম দ্বারা যে পর্য্যন্ত না উচ্চ ভূমিতে আরোহণ হয়, সে পর্য্যন্ত পরধর্ম্মসমুচিত অবস্থা উপস্থিত হয় না। পরধর্ম্মসমুচিত অবস্থা উদিত হইবার পূর্ব্বে সে ধর্ম্মের আচরণ স্বাভাবিক হয় না। যাহা স্বাভাবিক নহে যদি তাহারা সে সময়ে তাহার আচরণ করে তাহা হইলে উহা কপটতা ও ধার্ম্মিকত্বপ্রকাশমাত্র হয়। ভাল করিয়া ধর্ম্মাচরণ করা হইতেছে ইহা বাহিরে প্রকাশ পাইলেও বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ তখনও ঐ আচরণ সহজ হয় নাই। যে আচরণ স্বাভাবিক তাহার যদি ভাল করিয়া অনুষ্ঠান

না হয়, তাহা হইলে সে সময়ে সামর্থ্যের অভাব প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু ক্রমিক অনুষ্ঠান করিতে করিতে সে অসামর্থ্য তিরোহিত হইয়া যায়, এজন্যই উহাকে শ্রেয় বলা হইয়াছে। ৪৭।

স্বাভাবিক কর্ম্ম অত্যাজ্য আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। ৪৮।

হে কৌন্তেয়, সহজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও পরিত্যাগ করিবেক না। যেমন অগ্নি ধূমে আবৃত হয়, তেমনি সকল প্রকারের অনুষ্ঠানই দোষে আবৃত হইয়া থাকে।

ভাব—সহজ—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন, স্বাভাবিক। এস্থলে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, "কর্ম্মানুষ্ঠায়ী অজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং ত্যাগ করিবে না...। যদি গুণগুলি বাস্তবপদার্থ হয়, যদি বা অবিদ্যাকল্পিত হয়, অজ্ঞ ব্যক্তি যখন সেই গুণ ও কর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়াছে, তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে; 'কেহ ক্ষণকালের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না।' বিদ্যা দ্বারা যাঁহার অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়াছে সেই জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন, কেন না যাহা কিছু অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত হইয়াছে, তখন আর তাহার কিছু অবশেষ থাকিতে পারে না। তিমিররোগাক্রান্ত দৃষ্টিতে যে দ্বিচন্দ্রাদি আরোপিত হইয়াছিল, তিমিররোগাপগমে তাহার দোষ থাকে না। এইরূপ হইলেই—'মনে মনে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করত' ইত্যাদি, 'আপন আপন কর্ম্মে রত থাকিয়া মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে' 'নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে'—এসকল কথা সিদ্ধ পায়।" তিমিররোগাক্রান্ত চক্ষু যেমন দ্বিচন্দ্রাদি দেখিয়া থাকে, অজ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ সেইরূপ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, একথা বলা যাইতে পারে না। এ জগৎ অজ্ঞানোৎপন্ন কেবল এ জ্ঞান জন্মিলেও জগতের তিরোধান হয় না, সেরূপ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তাঁহারও তখন দেহাদির চেষ্টা থাকে। অতএব 'সহজ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, এ উপদেশ সিদ্ধ হইতেছে। যদি এরূপই হইল তাহা হইলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কি প্রভেদ রহিল? এ দুইয়ের মধ্যে মহান্ ভেদ। জ্ঞানী ব্যক্তি সহজ কর্ম্ম করিয়াও করেন না, কেন না তিনি তাহাতে ভগবানের প্রেরণা দর্শন করেন, অজ্ঞান ব্যক্তি ভগবৎপ্রেরণা দেখিতে পায় না, সুতরাং সে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে আপনার কর্তৃত্ব অবলোকন করিয়া বদ্ধ হয়। ৪৮।

স্বকর্ম্ম দ্বারা যে ব্যক্তি ভগবদর্চ্চনায় রত তিনি যখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্তর্যামীকে অবলোকন করিয়া সংসারবন্ধনের শিথিলতাবশতঃ ভগবানেতে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করেন, তখন তাঁহার নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি। ৪৯।

সর্ব্বত্র যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্যবুদ্ধি, জিতাত্মা ও স্পৃহাহীন, সেই ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

ভাব—সর্ব্বত্র—গৃহবিত্তাদিতে; জিতাত্মা—বশীকৃতান্তঃকরণ; স্পৃহাহীন—ভোগাদিতে স্পৃহাশূন্য; সন্ন্যাস দ্বারা—আসক্তি ও ফলত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা, সম্যক্‌দর্শনে—শ্রীমচ্ছঙ্কর, কর্ম্মে আসক্তি ও ফলত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা—শ্রীমচ্ছ্রীধর, স্বরূপতঃ কর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা—শ্রীমদ্বলদেব, শিখাযজ্ঞোপবীতাদিসহিত সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ দ্বারা—শ্রীমন্মধুসূদন, 'আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য জন্য যে বিধিসিদ্ধ কর্ম্ম করা হয়, সেই ত্যাগই সাত্ত্বিক জানিতে হইবে' এই পূর্ব্বোক্ত অমুখ্য ত্যাগ দ্বারা—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ, স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ দ্বারা—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ; পরম—কর্ম্মজনিত অপরম সিদ্ধির ফলভূত পরম—শ্রীমন্মধুসূদন; নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি—ভগবদ্ভাববর্জ্জিত কর্ম্মত্যাগরূপ সিদ্ধি, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ও আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হওয়াতে যাহা হইতে কর্ম্ম সকল বাহির হইয়া গিয়াছে সে নিষ্কর্ম্মা, সেই নিষ্কর্ম্মার ভাব নৈষ্কর্ম্ম্য, নৈষ্কর্ম্ম্যই সিদ্ধি নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, অথবা নৈষ্কর্ম্ম্যের সিদ্ধি, নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ সিদ্ধি—সম্পন্নতা, সেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি পরমা—প্রকৃষ্টা অর্থাৎ কর্ম্মজ সিদ্ধি হইতে অন্যবিধ, সদ্যোমুক্তিতে অবস্থানরূপ—শ্রীমচ্ছঙ্কর, জ্ঞানযোগের ফলভূত পরমা ধ্যাননিষ্ঠা—শ্রীমদ্রামানুজ, নৈষ্কর্ম্ম্য যাহার ফলসেই যোগ সিদ্ধি—শ্রীমন্মাধব, সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধি—শ্রীমচ্ছ্রীধর, নিষ্কর্ম্ম—ব্রহ্ম, তদ্বিষয়কবিচারনিষ্পন্ন জ্ঞান নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ সিদ্ধি—শ্রীমন্মধুসূদন, সমগ্রভাবে স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগরূপ পারিব্রাজ্যসিদ্ধি—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ।

এই নৈষ্কর্ম্ম্য কি? কর্ম্মের অননুষ্ঠান। যদি কর্ম্মের অননুষ্ঠানই নৈষ্কর্ম্ম্য আচার্য্যের এই অভিপ্রায় হয়, তবে তিনি কেন বলিলেন, "কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলেই কোন ব্যক্তির নৈষ্কর্ম্ম্য (জ্ঞান) লাভ হয় তাহা নহে, কর্ম্মার্পণেই যে সিদ্ধি হয় তাহা নহে। কেহ কদাপি মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক গুণে সকলেই অবশ হইয়াও কর্ম্ম করিয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলকে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে বিরত রাখিয়া যে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়নিচয়কে ভাবে, সে অতি বিমূঢ়চিত্ত, তাহাকে মিথ্যাচার বলা যায়। যে ব্যক্তি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়নিচয়কে সংযত করত অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়যোগে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই বিশিষ্ট। নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। তুমি কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না *।" কেন বলিলেন বলা যাইতেছে—আত্মাতে বা ভগবানেতে

* গীতা ৩ অ, ৪—৮ শ্লোক।

নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না করা কর্ম্মত্যাগ—"যিনি নিত্যতৃপ্ত, সুতরাং যাঁহার কোন আয়োজনের প্রয়োজন হয় না, তিনি কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না ‡।" স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ কখন সম্ভবে না। আচ্ছা, 'সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও' এস্থলে সমুদায় বৈদিক ও স্বভাবসঞ্জাত ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর এরূপ বলাতে স্বরূপতঃ নিখিলকর্ম্ম-ত্যাগই তো আচার্য্যের অভিমত? যদি স্বরূপতঃ নিখিল কর্ম্মত্যাগই অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে অব্যবহিত পূর্ব্বে আচার্য্য কখন বলিতেন না "মচ্চিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, আমাকেই যজন কর, আমাকেই নমস্কার কর, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার হিত বলিতেছি।" বেদবিহিত এবং স্বভাবসঞ্জাত কর্ম্মসকলেতে শরণাপত্তি ছাড়া অন্য ফলসিদ্ধি, হৃদয়াধিষ্ঠিত ঈশ্বর ছাড়া অন্য দেবতা, ঈশ্বরেতে বাসের কামনা ছাড়া অন্য কামনা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং সে সকল পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের একান্ত শরণাপন্নতা-বশতঃ ভক্ত তন্মনা, তদ্ভক্ত, তদাসক্ত তদ্বন্দনাপরায়ণ হইবেন, এই শরণাপন্নতাদি ভাবের বিপরীত ভগবদ্ভাববর্জ্জিত নিখিল কর্ম্মের ত্যাগ অভিপ্রেত। ভগবানে চিত্ত-স্থাপন এবং তাঁহার ভজন যজন বন্দনাদি যে তৎকর্ম্ম, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। ৪৯।

কোন্ উপায়ে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করেন আচার্য্য তাহাই বলিতে উপক্রম করিতেছেন :—

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা। ৫০।

হে কৌন্তেয়, এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি অবধারণ কর। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিই জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা।

ভাব—ব্রহ্মপ্রাপ্তি—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার; নিষ্ঠা—পরিসমাপ্তি। জ্ঞাননিষ্ঠা সহজে কি প্রকারে নিষ্পন্ন হয় শ্রীমচ্ছঙ্কর তাহা এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন—"সেই পরানিষ্ঠা কিরূপ? আত্মজ্ঞান যেরূপ। আত্মজ্ঞান কিরূপ? আত্মা যেরূপ। আত্মা কিরূপ? উপনিষদ্বাক্য ও ন্যায়তঃ ভগবান্ যেরূপ বলিয়াছেন। জ্ঞান বিষয়াকার বটে, কিন্তু বিষয় নহে, আত্মাকে কোথাও আকারবান্ বলা হয় নাই। তবে যে 'আদিত্যবর্ণ' 'দীপ্তিরূপ' 'স্বয়ংজ্যোতি' এইরূপ আত্মার আকার শ্রবণ করা যায়, তাহা তাহার আকারবত্তাজন্য নয়, সে সকল বাক্যের উদ্দেশ্য তাহার তমোরূপত্বপ্রতিষেধ। আত্মার সম্বন্ধে যখন দ্রব্যগুণাদি আকার প্রতিষিদ্ধ হইল, তখন তাহার তমোরূপত্ব উপস্থিত

‡ গীতা ৪অ, ২০ শ্লোক।

হইল, সেই তমোরূপত্বপ্রতিষেধের জন্য 'আদিত্যবর্ণ' ইত্যাদি বাক্য। অরূপ বলাও বিশেষতঃ রূপপ্রতিষেধার্থ এবং আত্মা বিষয় নয় এজন্য—'দেখিবার যোগ্য ইহার রূপ নাই, চক্ষু দ্বারা ইহাকে কেহ দেখে নাই' 'অশব্দ অস্পর্শ' ইত্যাদি। অতএব জ্ঞান আত্মাকার ইহা সিদ্ধ হইতেছে না। তবে আত্মার জ্ঞান কিরূপে হয়? যে সকল বিষয়ে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান সেই বিষয়ের আকার হয়, আত্মাকে নিরাকার বলা হইয়াছে। জ্ঞান ও আত্মা উভয়ই যদি নিরাকার হইল, তাহা হইলে তদুভয়ের ভাবনানিষ্ঠা হইবে কিরূপে? অত্যন্ত নির্ম্মলত্ব, স্বচ্ছত্ব ও সূক্ষ্মত্ব বোধগম্য করিবার জন্য আত্মা ও বুদ্ধির নির্ম্মলত্বাদি আত্মারই সমান ইহা বলিলে, আত্মাই কি যখন বুঝা যায় নাই, তখন আত্মচৈতন্যের আকার কিরূপ, তাহার আভাসমাত্রও বোধগম্য হয় না। বুদ্ধির আভাস মন, মনের আভাস ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়গণের আভাস দেহ। এজন্যই লোকসকল দেহমাত্রকেই আত্মদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। দেহচৈতন্যবাদী লোকায়তিকগণ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ পুরুষ এইরূপ বলিয়া থাকে। কেহ কেহ ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদী, কেহ কেহ মনশ্চৈতন্যবাদী, কেহ কেহ বুদ্ধিচৈতন্যবাদী। এ সকল হইতে স্বতন্ত্র অব্যাকৃতাখ্য অবিদ্যাবস্থ অব্যক্তকে কেহ কেহ আত্মরূপে প্রতিপাদন করে, ইহারা প্রকৃতিচৈতন্যবাদী। বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আত্মচৈতন্যের আভাসই আত্মভ্রান্তির কারণ, সুতরাং এ সকল আত্মবিষয়ক জ্ঞান ইহা বলা যাইতে পারে না। এ সকলের দ্বারা আত্মচৈতন্যবিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম হয় না, তবে নামরূপাদি অনাত্মবিষয়ের যে আরোপ হইয়াছে তাহারই নিবৃত্তি কর্ত্তব্য। কেন না অবিদ্যা যে সকল পদার্থাকার আরোপ করিয়াছে, সেই সকল পদার্থের আকারে এ সকলকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এজন্যই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু নাই এবং 'আপনি যাহা জানি তাহাই প্রমাণ' ইহা স্বীকার করিয়া তন্নিরপেক্ষ আর কোন প্রমাণ নাই এইরূপ প্রতিপাদন করে। সুতরাং ব্রহ্মে যে অবিদ্যারোপ হইয়াছে তাহাই দূরীকরণ করা কর্ত্তব্য, ব্রহ্মবিজ্ঞানে যত্ন করা কর্ত্তব্য নহে, কেন না ব্রহ্মবিজ্ঞান অতিপ্রসিদ্ধ (স্বতঃ প্রতিভাত)। অবিবেকিগণের বুদ্ধি অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপের বিশেষাকারবিশিষ্ট, সুতরাং নামরূপ তাহাদিগের নিকটে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, সুবিজ্ঞেয় এবং নিকটতর; আত্মতত্ত্ব অপ্রসিদ্ধ, দুর্ব্বিজ্ঞেয়, অতিদূর এবং যেন আর কিছু, এইরূপ প্রতিভাত হয়। যাঁহাদিগের বুদ্ধি হইতে বাহ্যাকার নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে এবং গুরু ও আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকটে আত্মতত্ত্ব ছাড়া আর কিছু, এমন সুখকর, সুপ্রসিদ্ধ, সুবিজ্ঞেয় এবং নিকটতর নাই। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে 'ধর্ম্ম্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান' ইত্যাদি। কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি সম্যগ্‌জ্ঞাননিষ্ঠা দুঃসাধ্য বলিয়া থাকেন, কেন না আত্মবস্তু যখন নিরাকার, তখন বুদ্ধি তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে কি প্রকারে? যাহারা গুরুসম্প্রদায়বিরহিত, বেদান্ত শ্রবণ করে নাই, অত্যন্ত

বহির্বিষয়ে আসক্তবুদ্ধি, প্রমাণ পর্য্যালোচনায় শ্রম করে নাই, তাহাদিগের নিকটে সম্যগ্‌জ্ঞাননিষ্ঠা দুঃসাধ্য ইহা সত্যই। যে সকল ব্যক্তি ইহাদিগের মত নহেন, তাঁহারা আত্মচৈতন্যব্যতিরিক্ত আর কোন বস্তু উপলব্ধি করেন না, সুতরাং লৌকিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্বৈতবস্তুতে সদ্বুদ্ধি তাঁহাদিগের পক্ষে দুর্ঘট। যখন ইহা এইরূপই, তখন অন্য প্রকার নয় ইহাই আমরা বলি। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন 'যাহাতে ভূতগণ জাগ্রৎ থাকে, তাহা তত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশা।' অতএব বাহ্যাকার লইয়া যে ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হয় সেই ভেদবুদ্ধির নিবৃত্তিই আত্মস্বরূপ গ্রহণে কারণ, আত্মা বলিয়া কাহারও কোন একটি অপ্রসিদ্ধ, প্রাপ্য, হেয় বা উপাদেয় বস্তু নাই। আত্মা যদি অপ্রসিদ্ধ (স্বতঃ অপ্রতিভাত) বস্তু হয়, তাহা হইলে আত্মার্থ যে সকল প্রবৃত্তি হইয়া থাকে সে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। অচেতন দেহাদির জন্য এ সকল, ইহা কল্পনা করিতে পার না। সুখের জন্য সুখ দুঃখের জন্য দুঃখ ইহাও কল্পনা করিতে পার না, কেন না সকল প্রকার ব্যবহার আত্মজ্ঞানে পর্য্যবসন্ন হয়। অন্য বস্তু হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বুঝিবার জন্য আপনার দেহসম্বন্ধে যেমন প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই, তেমনি আত্মা যখন দেহ হইতেও অন্তরতম, তখন তাহাকে জানিবার পক্ষেও প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই। সুতরাং বিবেকিগণের পক্ষে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা সুপ্রসিদ্ধ ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। যে সকল ব্যক্তির নিকট নিরাকার জ্ঞান অপ্রত্যক্ষ তাহাদের যখন জ্ঞেয় বিষয় জানা জ্ঞানের অধীন, তখন জ্ঞান তাহাদিগের নিকটে সুখাদির মত অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ইহাই বুঝিতে হইবে। জ্ঞান যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসাই উপস্থিত হইতে পারে না। কেন না ঘটাদিরূপ জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের বিষয় করিবার জন্য জ্ঞাতা যেমন জিজ্ঞাসা করেন ঘটাদি কিরূপ, তেমনি জ্ঞাতা জ্ঞানান্তর দ্বারা জ্ঞানকে যে জ্ঞানের বিষয় করিবেন তাহা হইতে পারে না। অতএব জ্ঞান অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, এবং সেই জন্য জ্ঞাতাও প্রসিদ্ধ। জ্ঞান অত্যন্ত প্রসিদ্ধ জন্যই জ্ঞানের জন্য যত্ন করিতে হয় না, অনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তির জন্য যত্ন করিতে হয়। সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে জ্ঞাননিষ্ঠা সুসম্পাদ্য।" 'জ্ঞানের জন্য যত্ন করিতে হয় না, অনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তির জন্য যত্ন করিতে হয়,' এ কথা ভালই বলা হইয়াছে। তবে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে, অনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তির উপায় কি? যদ্দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে তাহা অপনয়ন করাই যদি উপায় হয়, তাহা হইলে অপনয়নের বিষয় কাম। বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আসক্তি হয়, আসক্তি হইতে কাম জন্মে * অতএব বিষয়াভিনিবেশরূপ আসক্তিত্যাগই কামত্যাগ। সেই কামত্যাগেই জ্ঞান অনাবৃত হয়, ভ্রমবুদ্ধি নিরস্ত হয়।

আত্মনিরত হইয়াই হউক বা ভগবদ্ভাবপ্রণোদিত হইয়াই হউক আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ম্মত্যাগ উক্ত হইয়া থাকে। এই কর্ম্মত্যাগই নৈষ্কর্ম্ম্যসংজ্ঞা

* গীতা ২অ, ৬২ শ্লোক।

প্রাপ্ত হয়। এজন্যই শ্রীমচ্ছ্রীধর বলিয়াছেন, "আসক্তি ও ফলত্যাগ দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান-মাত্র নৈষ্কর্ম্ম্য, কেন না ইহাতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ থাকে না। 'যোগযুক্ত তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি আমি কিছু করিতেছি না এরূপ মনে করেন' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে তাহাই বলিয়াছেন।" "ভগবদ্ভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্য শোভা পায় না" এতদনুসারে সাক্ষাৎ ভগবদ্ভাবপ্রণোদিত নৈষ্কর্ম্ম্যই পরম নৈষ্কর্ম্ম্য নামে উক্ত হইয়া থাকে। "মন্মনা হও, মদ্ভক্ত হও, আমার যজনশীল হও" "সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও" ইত্যাদি শ্লোকে এই পরম নৈষ্কর্ম্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, "মনে মনে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করত আত্মবশে সুখে স্থিতি করিতেছে" এ শ্লোকে উহা প্রদর্শিত হয় নাই, কেন না কেবল আত্মনিষ্ঠাতেও সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করত সুখে স্থিতি সম্ভব। ৫০।

যে উপায়ে অপরোক্ষজ্ঞানলাভ হয় তিনটি শ্লোকে তাহা কথিত হইতেছে :—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ। ৫১।
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ। ৫২।
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ৫৩।

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধারণাযোগে আপনাকে নিয়মিত করিয়া শব্দাদিবিষয়পরিত্যাগ, অনুরাগ-ও দ্বেষ-পরিহার, বিবিক্ত দেশে অবস্থান, লঘু আহার ভোজন এবং কায় মন ও বাক্যসংযম-পূর্ব্বক বৈরাগ্যাশ্রয় করত নিত্যধ্যানযোগপরায়ণ হইবে। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করত শান্ত ও নির্ম্মম হইয়া ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়া যায়।

ভাব—বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত—পূর্ব্বোক্ত * সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত; ধারণাযোগে—পূর্ব্বোক্ত † ধারণাযোগে; শব্দাদিবিষয়পরিত্যাগ—ভগবচ্চিন্তনবিরুদ্ধবিষয়পরিহার, যাহাতে শরীর-স্থিতি হয় কেবল তন্মাত্র ভোগ তাহার অধিক পরিত্যাগ—শ্রীমচ্ছঙ্কর; অনুরাগ ও দ্বেষ—বিষয়নিষ্ঠ রাগ ও দ্বেষ, শরীরস্থিতির উদ্দেশে উপস্থিত অনুরাগ ও বিদ্বেষ—শ্রীমচ্ছঙ্কর; বিবিক্ত দেশে—ধ্যানের প্রতিকূল জনকোলাহলাদিবিবর্জ্জিত প্রদেশে; লঘু আহার ভোজন—বিবিক্ত দেশ সেবা ও লঘু ভোজন এ দুই নিদ্রাদিদোষের নিবর্ত্তক, সুতরাং উহাতে চিত্তের নির্ম্মলতা হয় বলিয়া এ দুই গ্রহণ করা হইয়াছে,—শ্রীমচ্ছঙ্কর, কায় মনওবাক্যসংযমপূর্ব্বক—ধ্যানাভিমুখীনকরণপূর্ব্বক, উপরতকরণপূর্ব্বক—শ্রীমচ্ছঙ্কর,

* গীতা ১৮অ, ৩০ শ্লোক। † গীতা ১৮ অ, ৩৩ শ্লোক।

বৈরাগ্য—বিষয়বিতৃষ্ণা, ধ্যেয় ব্যতিরিক্ত বিষয়ের দোষ পর্য্যালোচনায় তাহাতে বিরাগ—শ্রীমদ্রামানুজ ; ধ্যানযোগপরায়ণ—"মনকে আত্মাতে সংস্থাপনপূর্ব্বক……আর কিছুই চিন্তা করিবেক না *" ইত্যাদি প্রণালীতে ধ্যানযোগপরায়ণ, আত্মস্বরূপচিন্তন ধ্যান, আত্মস্বরূপবিষয়ে চিত্তের একাগ্রীকরণ যোগ, সেই ধ্যান ও যোগ প্রধানরূপে যাঁহার করণীয়—শ্রীমচ্ছঙ্কর, ধ্যান দ্বারা যে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যোগ হয় তৎপরায়ণ—শ্রীমচ্ছ্রীধর, হরিচিন্তননিরত—শ্রীমদ্বলদেব, চিত্তকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া তাহার আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তন) ধ্যান, চিত্তের আত্মস্বরূপোপলব্ধি দ্বারা চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিয়া ফেলা যোগ, তৎপরায়ণ……মন্ত্রজপ-তীর্থযাত্রাদিপরায়ণ নহে—শ্রীমন্মধুসূদন ; অহঙ্কার—অভিমান, আমি মহাকুলপ্রসূত আমি মহদ্গণের শিষ্য, আমার সমান আর কেহ নাই এইরূপ অভিমান—শ্রীমন্মধুসূদন ; বল—দুরাগ্রহ, কামরাগাদিযুক্ত সামর্থ্য—শ্রীমচ্ছঙ্কর ; দর্প—আমি যোগযুক্ত এইরূপ প্রমত্ততায় ধর্ম্মাতিক্রমে প্রবৃত্তি, হর্ষানন্তর যে ধর্ম্মাতিক্রমের কারণ উপস্থিত হয় তাহাই দর্প,—'হৃষ্ট দর্প করে, দর্পান্বিত ধর্ম্ম অতিক্রম করে'—স্মৃতি এইরূপ বলে—শ্রীমচ্ছঙ্কর ; কাম—ভোগ্যবিষয়ে অভিলাষ ; ক্রোধ—দ্বেষ ; পরিগ্রহ—পরোপনীত শরীরধারণোপযোগী বাহ্যোপকরণ গ্রহণ করা ; শান্ত—উপরত ; নির্ম্মম—মমতাশূন্য ; ব্রহ্ম সহ অভিন্ন—ব্রহ্মস্বরূপের সহিত এক, ব্রহ্মভাব ব্রহ্মেতে স্থিতি সর্ব্বদা তন্মনস্কতা—শ্রীমন্মাধব, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার—শ্রীমন্মধুসূদন ; এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—"'যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, শান্ত হয় নাই, সমাহিত হয় নাই, শান্তমনা হয় নাই, সে কেবল প্রজ্ঞা দ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না।' এস্থলে প্রজ্ঞা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশজনিত জ্ঞান। দুষ্কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান হইতে বিরত, শান্ত—জিতচিত্ত, সমাহিত অর্থাৎ নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি হইয়াও যে ব্যক্তি অশান্তমনা অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্যের প্রতি আসক্তচিত্ত, সে আত্মাকে পায় না, ইহাই শ্রুতির অর্থ। 'অহঙ্কার' ইত্যাদিতে এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। যোগী যখন সংযতচিত্ত 'আমি আছি' এই মাত্র প্রত্যয়যুক্ত, তখন সেই 'আমি আছি' এই মাত্র স্থিতি যদি বিষয়ের অভিমুখ হয়, তবে তাহাকে অস্মিতা বলে। ঈদৃশ স্থিতিকালে যোগীর এই অহঙ্কারনিগ্রহ করা কর্ত্তব্য ; যদি তিনি অহঙ্কারনিগ্রহ না করেন, তাহা হইলে তিনি বল অর্থাৎ আপনার সত্যসঙ্কল্পাদি সামর্থ্য দেখিয়া আমার তুল্য আর কেহ নাই এইরূপ দর্প করেন, তদনন্তর 'দর্পান্বিত ধর্ম্ম অতিক্রম করে' আপস্তম্বের এই বচনানুরূপ তিনি দিব্য কামনা সকল অভিলাষ করেন, সে অবস্থায় কোন কারণে কামনার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে তিনি ক্রোধযুক্ত হন, তদনন্তর শত্রুর উচ্ছেদজন্য বহু শিষ্যাদি পরিগ্রহ

* গীতা ৬ষ্ঠ, ২৫ শ্লোক।

করেন, এইরূপ শিষ্যসংগ্রহ করিবার পর বিনাশপ্রাপ্ত হন। অতএব সকল অনর্থের মূলভূত অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিলে আর সমুদায় পরিত্যক্ত হয়। অহঙ্কারবিমুক্ত হইলে নির্ম্মমত্ব উপস্থিত হয়। অহঙ্কারপ্রদর্শিত বিষয়সমূহেতে মমতাশূন্যত্ব উপস্থিত হইলে অহঙ্কার শিথিল হইয়া বিষয়বৈমুখ্য জন্মায় এবং আত্মকারণ অস্মিতাতে উহা বিলীন হইয়া যায়। তদনন্তর শান্ত হইয়া অস্মিতাও বিলয়প্রাপ্ত হইলে যোগী নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় উপরত হইয়া ব্রহ্মভূত হন"। ৫১—৫৩।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারানন্তর পরা ভক্তির উদয় হয়, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ৫৪।

ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়া যোগী প্রসন্নচিত্ত হয়, শোক করে না, আকাঙ্ক্ষা করে না, সমুদায় ভূতেতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমার প্রতি পরা ভক্তি লাভ করে।

ভাব—ব্রহ্মসহ অভিন্ন—ব্রহ্মেতে অবস্থিত, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে কৃতকৃত্য; প্রসন্নচিত্ত—আত্মপ্রসাদরূপ স্বভাবপ্রাপ্ত—শ্রীমচ্ছঙ্কর; শোক করে না—অপচয় হইয়াছে বলিয়া সন্তাপ করে না; আকাঙ্ক্ষা করে না—যে সমৃদ্ধি লাভ করে নাই তাহার জন্য অভিলাষ করে না। এখানে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন :—"যে যোগী নিদ্রা বা লয়াবস্থায় নিপতিত হন, তিনি সেই অবস্থা হইতে উত্থান করিলে দেহের জড়তা লইয়া তমোগ্রস্তচিত্তবৎ তন্দ্রালু হইয়া উত্থান করেন, যিনি ব্রহ্মভূত হইয়াছেন তিনি প্রসন্নচেতা, লঘুশরীর, অমৃতের ন্যায় সমাধিসুখে তৃপ্ত হইয়া তদেকপ্রবণতাবশতঃ যাহা হারাইয়াছে তাহার জন্য শোক করেন না, যাহা পান নাই তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না।" সমুদায় ভূতেতে সমভাবাপন্ন—এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন যোগী সমুদায় ভূতেতে বৈষম্যভাববর্জ্জিত; আমার প্রতি—সর্ব্বান্তর্যামীর প্রতি; পরা—অব্যবধানে সাক্ষাৎকারফলযুক্তা—শ্রীমন্মধুসূদন; ভক্তি—পরানুরক্তি; লাভ করে—প্রাপ্ত হয়। 'সমুদায় ভূতেতে সমভাবাপন্ন' এ কথা 'যে জ্ঞানে তুমি সমুদায় ভূতগণকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং তদনন্তর আমাতে দর্শন করিবে' * এই শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ দেখাইতেছে। জ্ঞান দ্বারা অশেষভূত আত্মাতে, তৎপর সে সকলকে সর্ব্বান্তর্যামীতে দেখিয়া সর্ব্বভূতে সাধক যে সমভাব লাভ করেন, সেই সমভাবে পরা ভক্তির উদয় হয়। শ্রীমদ্রামানুজ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"মদ্ব্যতিরিক্ত সকল ভূত অনাদরণীয় এ বিষয়ে সম অর্থাৎ নিখিল বস্তুসমূহকে তৃণবৎ মনে করিয়া [সাধক] আমাতে পরা ভক্তি লাভ করে"—তাহা মহতোমহীয়ানের সাক্ষাৎকার হইলে তদ্ব্যতিরিক্ত আর সকলই তুচ্ছ হইয়া যায় এজন্য যুক্তিযুক্ত, কিন্তু

* গীতা ৪অ, ৩৫ শ্লোক।

সাধনাবস্থায় "আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, নক্ষত্ররাজি, প্রাণিগণ, দিক্‌সকল, বৃক্ষাদি, সরিৎ, সমুদ্র, সকলই হরির শরীর, অতএব অনন্যচিত্ত হইয়া যে কোন ভূতকে প্রণাম করিবে" * ইত্যাদি অনুসারে সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনবশতঃ ভূতাবমাননাশূন্য হওয়া প্রয়োজন, এই যে বিধান করা হইয়াছে সে স্থলে শ্রীমদ্রামানুজ যাহা বলিয়াছেন তাহা বলা যাইতে পারে না। "আমার ভক্ত সমুদ্রকে চুলুকের মত, সূর্য্যকে খদ্যোতের মত, পর্ব্বতকে লোষ্টের মত, অধিক কি ভূমিপতিকে ভৃত্যের মত, চিন্তামণি-সকলকে শিলাখণ্ডের মত, কল্পদ্রুমকে কাষ্ঠের মত, সংসারকে তৃণরাশির মত, আর অধিক কি নিজের দেহকে ভারের মত দেখেন।"—অনন্ত পরমেশ্বরেতে মগ্ন হইলে ভক্তজনের এইরূপ অনুভূতি উদিত হয়, কারণ অন্য বস্তু ভগবানের সন্নিধানে অতি তুচ্ছ বলিয়া তখন প্রতীত হয়।

ষষ্ঠচত্বারিংশ শ্লোকে স্বকর্ম্মে ভগবানের অর্চ্চনা দ্বারা যে সিদ্ধির উল্লেখ আছে সেই সিদ্ধিই—'ব্রহ্মেতে সমুদায় কর্ম্ম অর্পণ করিয়া' † ইত্যাদি অনুসারে—সাক্ষাৎ-ভগবৎপ্রেরণাসম্ভূত সন্ন্যাস দ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, ব্রহ্মসংস্পর্শলক্ষণ ধ্যানযোগ দ্বারা পরা জ্ঞাননিষ্ঠা, ভগবৎসাক্ষাৎকার দ্বারা পরা ভক্তি, এইরূপে ভিন্ন হইয়া বিশেষ বিশেষ নামে আখ্যাত হয়। পরোক্ষাবস্থায় যাহাকে নৈষ্কর্ম্ম্য, জ্ঞান ও ভক্তি বলা হইয়া থাকে অপরোক্ষাবস্থায় তাহাই পরম নৈষ্কর্ম্ম্য,পর জ্ঞান ও পরা ভক্তি। এ তিনটি যে সমন্বিতভাবে অবস্থান করে তাহা 'মন্মনা হও' ইত্যাদি উপসংহারবাক্যে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। ৫৪।

পরা ভক্তিতে কি হয় আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্। ৫৫।

ভক্তি দ্বারা আমি যে পরিমাণ, যাহা, পরম ভক্ত তত্ত্বতঃ তাহা জানিতে পারে; তৎপর তত্ত্বতঃ জানিয়া জ্ঞানানন্তর আমাতে প্রবেশ করে।

ভাব—ভক্তি দ্বারা—যে ভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা; যে পরিমাণ—অনন্তত্বে সমুদায় অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া সর্ব্বাতীত, সর্ব্বব্যাপী—শ্রীমচ্ছ্রীধর; যাহা—নিখিল অনন্ত কল্যাণগুণের আকর পিতা মাতা ধাতা সুহৃৎ, সচ্চিদানন্দঘন—শ্রীমচ্ছ্রীধর; তত্ত্বতঃ—স্বরূপতঃ ও গুণতঃ; জানিতে পারে—সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে; তৎপর—স্বরূপ ও গুণানুভব দ্বারা উজ্জ্বল হৃদয় হইবার পর; তত্ত্বতঃ—তিনি অনন্ত-সৌন্দর্য্যরস-পূর্ণ এই ভাবে; আমাতে—সর্ব্বান্তর্যামীতে; প্রবেশ করে—আমা কর্ত্তৃক আত্মসাৎ হইয়া বিরাজ করে অর্থাৎ আমি সর্ব্বান্তর্যামী আমিই সকল করি, সে

* ভাগবত ১১স্ক, ২অ, ৪১ শ্লোক। † গীতা ৫অ, ১০ শ্লোক।

কেবল অবিরোধী ভাবে আমাতে অবস্থান করে। এই পদটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকার ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর—"তদনন্তর জ্ঞানরূপা ভক্তির দ্বারা আমি যে পরিমাণ অর্থাৎ উপাধিকৃত বিস্তর ভেদ, আমি যাহা অর্থাৎ সমুদায় উপাধিকৃত ভেদবিবর্জ্জিত আকাশতুল্য অভিমত উত্তমপুরুষ, অদ্বৈত, চৈতন্যমাত্রৈকরস, অজর, অমর, অভয়, অনিধন আমাকে তত্ত্বতঃ জানে, তদনন্তর তত্ত্বতঃ আমাকে জানিয়া জ্ঞানানন্তর আমাতেই প্রবেশ করে। জানিয়া জ্ঞানানন্তর প্রবেশ করে, এস্থলে অগ্রে জ্ঞান হয় তৎপর প্রবেশ করে এরূপ জ্ঞান ও প্রবেশের পূর্ব্বাপরতাপ্রদর্শন অভিপ্রেত নহে, কারণ যখন জ্ঞান বিনা আর কোন ফলান্তর নাই তখন 'আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান' এরূপ বলাতে জ্ঞানমাত্র বলাই অভিপ্রেত।..... সেই জ্ঞাননিষ্ঠা আর্ত্তাদি ত্রিবিধ ভক্তি লইয়া চতুর্থী ভক্তি কথিত হইয়াছে। সেই পরা ভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানে, জানিবার পরই ঈশ্বর ও ক্ষেত্রজ্ঞ এ উভয়ের ভেদবুদ্ধি নিঃশেষভাবে নিবৃত্ত হয়, সুতরাং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণ ভক্তি দ্বারা আমাকে জানে এ বলা বিরুদ্ধ হয় নাই।" শ্রীমদ্রামানুজ—"স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ আমি যাহা, গুণতঃ ও বিভূতিতঃ আমি যে পরিমাণ সেই আমাকে এইরূপ ভক্তিতে তত্ত্বতঃ জানে। আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তদনন্তর—তত্ত্বজ্ঞানানন্তর সেই ভক্তিতেই আমাতে প্রবেশ করে। ইহার অর্থ এই যে, তত্ত্বতঃ অর্থাৎ স্বরূপ, স্বভাব, গুণ ও বিভূতিদর্শনের পরক্ষণে উৎপন্ন অবধিশূন্য অতিশয় ভক্তিতে আমাকে প্রাপ্ত হয়। এস্থলে শ্লোকস্থ 'ততঃ' শব্দে ভক্তিই প্রাপ্তির কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কেন না 'অনন্যা ভক্তিতে······আমার সহিত একতা লাভ করিতে পারা যায়' এস্থলে এই ভক্তিই প্রবেশের কারণরূপে উক্ত হইয়াছে।" শ্রীমদ্বলদেব—"সেই আমার পরা ভক্তির কারণেই উক্তলক্ষণ আমাকে তত্ত্বতঃ অর্থাৎ যথাযথ জানিয়া—উপলব্ধি করিয়া, তদনন্তর সেই কারণেই আমাতে প্রবেশ করে—আমার সহিত যোগপ্রাপ্ত হয়। পুরীতে প্রবেশ করে, এ কথা বলিলে পুরীর সহিত যোগই বুঝায়, পুরীর সহিত এক হইয়া যায় ইহা বুঝায় না। এখানে তত্ত্বতঃ জানা ও প্রকাশ করার হেতু ভক্তিই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।......তদনন্তর—মৎস্বরূপ, গুণ, ও বিভূতির তত্ত্বতঃ অনুভবের পরক্ষণে; অথবা পরা ভক্তিতে আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তদনন্তর সেই ভক্তিকে লইয়াই আমাতে প্রবেশ করে।" শ্রীমন্মধুসূদন—"ভক্তি অর্থাৎ নিদিধ্যাসনাত্মক জ্ঞাননিষ্ঠাতে ভক্ত অদ্বিতীয় আত্মা আমাকে জানে—সাক্ষাৎকার করে। যে পরিমাণ অর্থাৎ বিভু ও নিত্য; যাহা—পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন সদা সমুদায় উপাধিবিরহিত, নিরতিশয় একরস, এবং এক; তৎপরিমাণ ও তাদৃশ সে তাঁহাকে জানে। তদনন্তর 'আমি অখণ্ডানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম' এইরূপ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করিয়া অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য নিবৃত্ত হয়; অজ্ঞান ও তৎকার্য্য নিবৃত্ত হওয়াতে সমুদায় উপাধিশূন্য হইয়া আমাতে সে প্রবেশ করে

অর্থাৎ মৎস্বরূপ হয়। তদনন্তর—প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ দ্বারা দেহপাতানন্তর, জ্ঞানান্তর নহে।" শ্রীমন্নীলকণ্ঠ—"যে ভক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে সেই ভক্তি দ্বারা জ্ঞানী আমাকে সর্ব্বতোভাবে জানে। সর্ব্বতোভাবে জানে কিরূপ,তাহাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি কি অণু পরিমাণ বা দেহপরিমাণ, তার্কিকেরা যেরূপ বলেন সেইরূপ কি আমি আকাশের ন্যায় সমুদায় মূর্ত্তিমান্ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া বিভুত্বের আশ্রয়, অথবা প্রপঞ্চবিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ যাঁহারা মানেন তাঁহাদের (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের) উল্লিখিত আমি স্বগতভেদবান্, * অথবা আমি অখণ্ডৈকরস, এইরূপ পরিমাণতঃ তত্ত্বতঃ তৎপদার্থ আমায় জানে। যাহা—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের অন্যতম আমি কি কিয়ৎকাল স্থায়ী, অথবা ক্ষণিকবিজ্ঞানস্বরূপ, অথবা শূন্য, অথবা কর্ত্তা ও ভোক্তা, অথবা জড়, অথবা জড় ও অজড়রূপ, অথবা চিদ্রূপ ভোক্তা, অথবা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ববিবর্জ্জিত আনন্দঘন, এই সকল। তত্ত্বতঃ অর্থাৎ সমুদায় সংশয়বিবর্জ্জিতভাবে অজর অমর অভয় অশোক আমাকে জানে……। বিভু সচ্চিদানন্দঘন আমায় তত্ত্বতঃ জানিয়া—সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত আমায় যথাযথ জানিয়া—সাক্ষাৎকার করিয়া 'তত' অর্থাৎ ব্যাপ্ত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়……অথবা সর্ব্বাত্মরূপ কারণব্রহ্মের ভাবাপন্ন হয় ……। অনন্তর—কারণভাবাপন্নতার পরেই ….. সেই শুদ্ধ ব্রহ্মে প্রবেশ করে। দর্পণ অপসারিত হইলে প্রতিবিম্ব যেমন বিম্বে প্রবেশ করে, সেইরূপ কারণোপাধি ঈশ্বরপ্রাপ্তি দ্বারাই নিষ্কলব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আমাকে জানিয়া তাহাতে প্রবেশ করে এই পর্য্যন্ত বলিলেই জ্ঞান ও প্রবেশের পৌর্ব্বাপর্য্য সিদ্ধি হইত, তাহা না করিয়া 'তদনন্তর' এই শব্দ ন্যস্ত করাতে তৎ এই পদে বুদ্ধিস্থ দেহের সহিত সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেহের পাতানন্তর প্রবেশ করে, পক্ষান্তরে এই ব্যাখ্যা হইতেছে। এরূপ ব্যাখ্যার কারণ এই যে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও দেহপাতপর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্মের প্রতিবন্ধবশতঃ বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি তাহাই না হইত তাহা হইলে জ্ঞানজন্মিবামাত্রই দেহপাত ঘটিত"। ৫৫।

স্বকর্ম্ম দ্বারা ভগবদর্চ্চনা করিয়া যে পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি উপস্থিত হয় সেই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধির মধ্যে জ্ঞান অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। সেই অন্তর্ভূত জ্ঞানই যোগে নিয়োগ করে, এবং সেই যোগেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর ব্রহ্মাবিষ্টচিত্তত্ব-বশতঃ ঈশ্বরেতে পরমানুরক্তিরূপ পরা ভক্তির উদয় হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই বিশেষ সমন্বয় প্রদর্শন করিবার জন্য প্রথমতঃ জ্ঞানভক্তিবিশিষ্ট পরম নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি আচার্য্য বর্ণন করিতেছেন :—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্। ৫৬।

---

* স্বগতভেদবান্—নিজের মধ্যে যে ভেদ আছে তদ্‌যুক্ত। যেমন বৃক্ষ এক অখণ্ড হইলেও তন্মধ্যে শাখা পত্রাদি ভেদ আছে, তেমনি ব্রহ্ম এক অখণ্ড হইলেও তন্মধ্যে চিৎ অচিৎ ভেদ আছে।

কেবল একমাত্র আমায় আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম করিয়াও সাধক আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করে।

ভাব—আশ্রয় করিয়া—সাক্ষাৎসম্বন্ধে শরণাপন্ন হইয়া; সকল কর্ম্ম—নিত্য ও নৈমিত্তিক সর্ব্ববিধ কর্ম্ম; শাশ্বত—নিত্যকালস্থায়ী; অব্যয়—অক্ষয়; পদ—স্থান। এখানে যে শ্রীমন্মধুসূদন বলিয়াছেন "সন্ন্যাস ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য. ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ত্তব্য নহে" তাহা পূর্ব্বেই বিচারিত হইয়াছে (১০০ পৃ)। এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "'ইষিকার তূলা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে উহা যেমন দগ্ধ হইয়া যায় তেমনি ইঁহার সমুদায় পাপ দগ্ধ হইয়া যায়' এই শ্রুতিতে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যেমন, তেমনি জ্ঞানের দ্বারা পূর্ব্ব কর্ম্মসকলের নাশ শুনিতে পাইলেও জ্ঞানের পর যে সকল কর্ম্ম উৎপন্ন হয় তাহাদিগের যখন নাশ হয় না, এবং জ্ঞানোৎপত্তির পর দেহধারণবশতঃ স্বাভাবিক কর্ম্মসকল বর্জ্জন করা যখন অসম্ভব, তখন জ্ঞানীরও অবশ্য বন্ধন হয় এই আশঙ্কা করিয়া (আচার্য্য) বলিতেছেন—আমি প্রজ্ঞানঘন প্রত্যাগাত্মা যাহার আশ্রয় সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বিহিত ও নিষিদ্ধ সমুদায় কর্ম্ম সর্ব্বদা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ করিয়াও আমার প্রসাদে—আমার অনুগ্রহে, শাশ্বত—নিত্য, অব্যয়—পরমসর্ব্বোৎকৃষ্ট, পদ—মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানোৎপত্তির পর যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহারা তাহার বন্ধন হয় না। কারণ 'সাধুকর্ম্মে সুহৃৎসকল পাপকর্ম্মে শত্রুসকল তাহার পুত্রভাবাপন্ন হইয়া আইসে' 'যে ব্যক্তি এইরূপ জানে তাহাতে কোন বিকার অনিষ্ট সাধন করে না' 'সেই মহিমা জানিয়া আর পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না,' ইত্যাদি শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মলেপ নাই শুনিতে পাওয়া যায়।" ৫৬।

'আমার আশ্রয় করিয়া' এই কথায় কি আইসে, আচার্য্য তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন :—

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব। ৫৭।

চিত্তযোগে সমুদায় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক নিরন্তর মচ্চিত্ত হও।

ভাব—চিত্তযোগে—বিবেকবুদ্ধিতে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানে; সমর্পণ করিয়া—আসক্তি ও ফলত্যাগে অর্পণ করিয়া; মৎপরায়ণ—আমিই যাহার একমাত্র প্রিয়তম; বুদ্ধিযোগ—পূর্ব্বোক্ত * সমত্ববুদ্ধিলক্ষণ বুদ্ধিযোগ; আশ্রয়পূর্ব্বক—একান্তভাবে অবলম্বনপূর্ব্বক; মচ্চিত্ত—সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে যাহার চিত্ত। এস্থলে কর্ম্মসমর্পণে নৈষ্কর্ম্ম্য,

* গীতা ২অ, ৪৯ শ্লোক।

ভগবৎপরায়ণত্বে ভক্তি, ভগবচ্চিত্তত্বে জ্ঞান, আর ভগবানের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধবশতঃ তাহাদিগেরই পরমনৈষ্কর্ম্ম্য, পরজ্ঞান ও পরভক্তিত্ব ৫৭।

ভগবচ্চিত্ততাবশতঃ তাঁহার আজ্ঞাপালনই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার হেতু, ইহার বিপরীতে আত্মবিনাশ, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথচেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি। ৫৮।

মচ্চিত্ত হইয়া আমার প্রসাদে সর্ব্ববিধ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে। যদি অহঙ্কারবশতঃ না শোন বিনষ্ট হইবে।

ভাব—মচ্চিত্ত—সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে নিবদ্ধচিত্ত; আমার প্রসাদে—আমার অনুগ্রহে; অহঙ্কারবশতঃ—আপনার জ্ঞানাভিমানবশতঃ; না শোন—আমার কথায় কর্ণপাত না কর। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের আদেশশ্রবণই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়, সে আদেশ শ্রবণ না করিলে বিনাশ উপস্থিত হয়, ইহাই শ্লোকের ভাবার্থ। ৫৮।

এ শাস্ত্রে যে কোন সাধন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া বিহিত হইয়াছে। প্রকৃতিকে কখন উল্লঙ্ঘন করা সমুচিত নহে, এইটি দেখাইবার জন্য অর্জ্জুনকে দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য বলিতেছেন :—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি। ৫৯।

যদি অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না এরূপ মনে কর, এ নির্ব্বন্ধ তোমার মিথ্যা হইবে। প্রকৃতি তোমায় নিয়োগ করিবে।

ভাব—অহঙ্কার—আপনার জ্ঞানাভিমান; নিয়োগ করিবে—তোমার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যে তোমায় নিয়োগ করিবে। ৫৯।

ইহার কারণ কি, আচার্য্য তাহাই বিবৃত করিতেছেন :—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ। ৬০।

হে কৌন্তেয়, স্বভাবসম্ভূত স্বকর্ম্মে তুমি বদ্ধ রহিয়াছ, মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অবশ হইয়া তাহা করিবে।

ভাব—স্বভাবসম্ভূত—ক্ষত্রিয়স্বভাবোৎপন্ন; মোহবশতঃ—অবিবেকবশতঃ। কেউ যদি এখনই তোমায় বলে, 'ধিক্ তোর গাণ্ডীবকে,' অমনি রোষভরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, অতএব যুদ্ধ করিব না এ তোমার বৃথা নির্ব্বন্ধ, আচার্য্যের এই অভিপ্রায়। ৬০।

এইরূপে প্রকৃতিসম্পর্কীয় জ্ঞানের উপদেশ দিয়া আচার্য্য এক্ষণে পরমজ্ঞানমূলক অন্তর্যামীর প্রেরকত্ববিষয়ে উপদেশ দিতেছেন :—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। ৬১।

হে অর্জ্জুন, সকল ভূতের হৃদয়দেশে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন; তিনি যন্ত্রারূঢ়বৎ তাহাদিগকে জ্ঞানশক্তিযোগে ভ্রমণ করাইতেছেন।

ভাব—ঈশ্বর—সর্ব্বান্তর্য্যামী, যন্ত্রারূঢ়বৎ—কাষ্ঠনির্ম্মিত মনুষ্যমূর্ত্ত্যাদি যে প্রকার যন্ত্রে আরূঢ় করাইয়া ভ্রমণ করান হয় তেমনি; ভ্রমণ করাইতেছেন—কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। জীবদিগের কল্যাণার্থ, তাহাদিগকে বিপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবার জন্য অন্তর্যামী কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, সুতরাং এরূপ প্রবর্ত্তনে তাঁহার পক্ষে কোন দোষ হয় না। ৬১।

সর্ব্বান্তর্য্যামীর শরণাগত হওয়াতেই কৃতকৃতার্থতা আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্। ৬২।

সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং শাশ্বত স্থান লাভ করিবে।

ভাব—তাঁহারই—সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বরেরই; শাশ্বত—নিত্যকালস্থায়ী। ৬২।

সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রেরয়িতা সহ একত্বসম্পন্ন হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এই পরম গুহ্য জ্ঞান উপদিষ্ট হইল, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু। ৬৩।

গুহ্য হইতেও গুহ্যতর এই জ্ঞান তোমায় বলিলাম, সম্যক্ প্রকারে ইহার আলোচনা করিয়া যেমন ইচ্ছা কর তেমনি কর। ৬৩।

এইরূপে সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রেরয়িতার পরোক্ষজ্ঞান উপদেশ করিয়া পরম নৈষ্কর্ম্ম্য, পরজ্ঞান ও পরা ভক্তির সহিত সমন্বয়সাধনপূর্ব্বক তৎসিদ্ধ অপরোক্ষজ্ঞান বলিবার জন্য আচার্য্য বলিতেছেন :—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্। ৬৪।

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম উৎকৃষ্ট কথা আবার তোমায় বলিতেছি,

আমার কথা শোন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার হিত বলিতেছি। ৬৪।

গুহ্যতম জ্ঞান বলিবার জন্য নবমাধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া সেইখানেই যে কথা গুলিতে যোগত্রয় সমন্বিত হইয়াছে সেই কথা গুলিতেই আচার্য্য পরনৈষ্কর্ম্ম্য, পরজ্ঞান ও পরা ভক্তির সূচনা করিয়াছেন। সেই অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকটি সমুদায় গীতার সারভূত অর্থযুক্ত বলিয়া এস্থলে তাহারই পুনরুল্লেখ হইতেছে :—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

মচ্চিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, আমাকেই যজন কর, আমায় নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়, সত্যই আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ভাব—এস্থলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্তর্যামীতে চিত্তস্থাপন, তদ্ভজন, তদ্‌যজন ও তদ্বন্দন একত্র যোগত্রয়ের সম্মিলন সাধন করে ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। "যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু হবন কর, যাহা কিছু দাও, যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমুদায় আমায় অর্পণ কর। এইরূপে শুভাশুভ ফলযুক্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। মুক্ত হইয়া কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগযুক্তাত্মা হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে *।" এস্থলে পরনৈষ্কর্ম্ম্য সূচিত হইয়াছে। "কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞে যাজনা করিয়া, আমি বিশ্বতোমুখ, আমায় একত্বে, পৃথক্‌ত্বে, অথবা বহুরূপে উপাসনা করিয়া থাকে †।" ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌জ্ঞানোপদেশে পরজ্ঞান সূচিত হইয়াছে। "যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমায় ভজনা করে, তাহারা আমাতে এবং আমিও তাহাদিগেতে" ‡ এস্থলে পরা ভক্তি সূচিত হইয়াছে। এস্থলে শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন :—"আমি প্রত্যাগাত্মা আনন্দৈকঘন, পরিপূর্ণ, যাহার মন আনন্দৈকঘন পরিপূর্ণাকার সে মন্মনা। মন্মনা এই বিশেষণ দ্বারা অন্ত্য ষড়ধ্যায়ের বিষয় ব্রহ্ম ও আত্মার ভেদকেও যে সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় করিতে হইবে তাহাই উক্ত হইয়াছে। এরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা কিরূপে লাভ করিতে পারা যায় তাহারই জন্য বলা হইয়াছে—আমার ভক্ত হও। মদ্ভক্ত এই বিশেষণ দ্বারা মধ্যম ষড়ধ্যায়ের বিষয় উক্ত হইয়াছে। অল্পপুণ্যব্যক্তির ভক্তি কি প্রকারে উদিত হইবে এজন্য বলা হইয়াছে—আমাকেই যজন কর। এতদ্দ্বারা কর্ম্ম-প্রধান আদি ষড়ধ্যায়ের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দারিদ্র্য বা শ্রদ্ধাদির অভাববশতঃ যাহার ভগবদ্ভজন সম্ভবপর নহে তাহার পক্ষে ভগবদ্ভক্তিলাভ দুর্লভ, সুতরাং

* গীতা ৯ অ, ২৭। ২৮ শ্লোক। † গীতা ৯ অ, ১৫ শ্লোক।
‡ গীতা ৯ অ, ২৯ শ্লোক।

ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত চিত্তবৃত্তি দুর্লভতর এই আশঙ্কায় (অন্তর্যামী) বলিতেছেন—আমায় নমস্কার কর অর্থাৎ প্রাকৃত (নিম্নশ্রেণীর) ভক্তিযোগে প্রতিমাদিতে সমুদায় উপচার সমর্পণ ও নমস্কারাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে ভগবানের আরাধনা কর ......। এইরূপে উল্লিখিত সোপানত্রয়ে আরূঢ় ব্যক্তির কি ফললাভ হয় তাহাই (অন্তর্যামী) বলিতেছেন, বিম্ব যেমন প্রতিবিম্বকে, ঘটাকাশ যেমন মহাকাশকে প্রাপ্ত হয় তেমনি সমুদায় জগতের কারণ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তি, অখণ্ডৈকরস তৎপদার্থ আমায় তুমি প্রাপ্ত হইবে।" এই শ্লোকে যে ব্যক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বান্তর্যামীকে দর্শন করে তাঁহারই সম্বন্ধে মচ্চিত্তত্বাদি উপদেশ করা হইয়াছে। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ যে মনে করিয়াছেন, এস্থলে আচার্য্য পরোক্ষভাবে অন্তর্যামীর অর্চ্চনা অনুমোদন করিয়াছেন, এরূপ মনে করা ভাল হয় নাই। ৬৫।

এই শাস্ত্রে সোপানপরম্পরায় সাধকগণের উচ্চভূমিতে আরোহণ নিবদ্ধ আছে। আত্মজ্ঞান বিনা সাধকত্বই সম্ভবে না এজন্য ইহাতে প্রথমে দেহ ও আত্মার পার্থক্য-বিচারে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। আমি কে, ইহা না জানিলে মনুষ্যের পক্ষে বিষয়েন্দ্রিয়-সর্ব্বস্বতা অপরিহার্য্য। যখন সে দুঃখার্ত্ত হইয়া বিষয়েতে আমোদ পায় না তখন আত্মানুসন্ধানে তাহার প্রবৃত্তি হয়। আত্মা দেহাতিরিক্ত, দেহবিনাশে তাহার বিনাশ নাই; সে স্বয়ং অবিকারী, বিকার দেহের ধর্ম্ম, এইরূপ বিচার সাধনের প্রথম সোপান। দেহ প্রকৃতিসম্ভূত, প্রকৃতির সহিত দেহের নিত্য সম্বন্ধ, আত্মা প্রকৃতির অতীত, এই সকল কারণে প্রকৃতিসম্ভূত বিষয়েন্দ্রিয়ক্রিয়া হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য অবলোকন করত দর্শনাদি ব্যাপারে তাহার নির্লেপভাবে স্থিতি সাধনের দ্বিতীয় সোপান। যে সকল কর্ম্ম উপস্থিত হয় সে সকল স্বয়ং আমার দ্বারা নহে কিন্তু প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা, এজন্য আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক নির্লেপভাবে স্থিতির দৃঢ়তাজন্য কর্ম্মে অকর্ম্মে দর্শন, এই সোপানেই বিহিত হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য জানিলেও কেবল পুরুষকারের দ্বারা বিষয়েন্দ্রিয়ব্যাপার হইতে সর্ব্বথা নির্লেপসাধন কদাপি সহজ নহে, কেন না সেরূপ সাধনে ভূয়োভূয় পতন নয়নগোচর হইয়া থাকে। অতএব তৃতীয় সোপানে প্রকৃতি ও আত্মার নিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী পরমপুরুষকে জানিবার জন্য সাধক যত্ন করেন। যে সময়ে সাধক তাঁহাকে আত্মার প্রিয়রূপে জানেন সে সময়ে তাঁহাতে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক চতুর্থসোপানারূঢ় হইয়া তাঁহার আরাধনায় রত হন। এই চরম সোপানের পরিপক্কাবস্থায় তদেকশরণত্ব এবং অপরোক্ষদৃষ্টির স্থিরত্ব উপস্থিত হয়। তদেকশরণত্ব কি, তাহার ফলই বা কি, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। ৬৬।

সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও,

আমি তোমাকে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।

ভাব—সমুদায় ধর্ম্ম—নিখিল প্রকৃতিসম্ভূত বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম; পরিত্যাগ করিয়া—আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক উহা অনুষ্ঠেয়, এই ভাবে পরিহার করিয়া অর্থাৎ আপনাকে সর্ব্বথা ভগবানের যন্ত্রবৎ করিয়া, ফল, আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাদি ত্যাগে পরিত্যাগ করিয়া—শ্রীমদ্রামানুজ, ধর্ম্মত্যাগ ফলত্যাগ, অন্যথা কিরূপে যুদ্ধের বিধান হইতে পারে—শ্রীমন্মাধব, বিধির কিঙ্করত্ব পরিত্যাগ করিয়া—শ্রীমচ্ছ্রীধর, স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া—শ্রীমদ্বলদেব, বিদ্যমান বা অবিদ্যমান সমুদায় ধর্ম্ম শরণাপন্নতায় অনাদর করিয়া—শ্রীমন্মধুসূদন, অগ্নিহোত্রাদি সমুদায় বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম এবং সুখদুঃখাদি দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধির ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া—শ্রীমন্নীলকণ্ঠ; এক আমাকে—সর্ব্বান্তর্যামীকে; শরণ—অবিদ্যাদি এবং ক্লেশাদি ধ্বংস করে এই অর্থে শরণ—আশ্রয় পরমাশ্রয় –শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। এইটী বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত শরণাপত্তি। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ এস্থলে সেই শরণাপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—"যে ব্যক্তি যাহার শরণাপন্ন হয়, সে মূল্যক্রীত পশুর ন্যায় তাঁহার অধীন। তিনি তাহাকে যাহা করান সে তাহাই করে, যেখানে রাখেন সেখানেই থাকে, যাহা খাওয়ান তাহাই খায়, শরণাপত্তি লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মের এই তত্ত্ব। যথা বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প, প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন, রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস, রক্ষকত্বে বরণ, আত্মনিক্ষেপ, অকার্পণ্য এইরূপ ছয় প্রকারের শরণাগতি।' ভক্তিশাস্ত্রবিহিত আপনার অভীষ্ট দেবতার প্রতি রুচিকর প্রবৃত্তি—আনুকূল্য; তদ্বিপরীত প্রাতিকূল্য; তিনিই আমার রক্ষক অপরে নহে, এইরূপ বরণ; নিজের রক্ষার প্রতিকূল বিষয় উপস্থিত হইলেও দ্রৌপদী গজেন্দ্রাদিকে যেরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন সেইরূপ আমাকে রক্ষা করিবেন এইরূপ বিশ্বাস; আত্মনিক্ষেপ—আপনার স্থূল সূক্ষ্ম দেহের সহিত আপনাকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ; অকার্পণ্য—আর কাহারও নিকটে আপনার দৈন্য জ্ঞাপন না করা, এই ছয় প্রকারের বিষয় যাহাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাকেই শরণাগতি বলে।" এইরূপে সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তর্যামী পরমপুরুষের অধীন হইলে প্রত্যক্ষদৃষ্ট শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশাদিতে উপেক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমপুরুষের প্রেরণানুশরণে ভ্রান্তিবশতঃ পাপে পতন হইবে, এরূপ অবস্থায় সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্যামী তোমার কিরূপে শরণাপন্ন হইব, এই অভিপ্রায় বুঝিয়া অন্তর্যামীর প্রতিজ্ঞা বাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক আচার্য্য বলিতেছেন—আমি—সর্ব্বান্তর্যামী তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব—পাপে নিপতন বারণ করিব, শোক করিও না। এ জন্যই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—'আমাতে তাহাদিগের চিত্ত, আমাতে তাহাদিগের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, তাহারা পরস্পর আমার বিষয় বুঝায়, আমার কথা কীর্ত্তন করে, প্রতিদিন এইরূপে পরিতুষ্ট হয়,

আমোদিত হয়। নিরন্তর আমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিয়া তাহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাই আমি তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ অর্পণ করি, যে বুদ্ধিযোগে আমায় তাহারা লাভ করে। তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই আমি তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিতি করি, এবং সেখানে থাকিয়া দীপ্যমান জ্ঞানদীপযোগে আমি তাহাদিগের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করি *। তদেকশরণত্বে আপনার কর্ত্তৃত্ব বিলোপ হয়, অন্তর্য্যামী সহ সম্যক্ ঐক্য এবং অভিন্নতা উপস্থিত হয়, এজন্য ইহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে জীবতত্ত্বের অস্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

এই শরণাপত্তিতে যোগত্রয়ের বিরোধসম্ভাবনা তিরোহিত হয়। পরমপুরুষে যে প্রকার স্বরূপসকলের একত্ব, পুরুষেও সেই প্রকার তাঁহার স্বরূপানুযায়ী কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এ তিনের একত্ব। ভগবানের একই চিৎস্বরূপ সাধকগত দৃষ্টিভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি (৩৬২ পৃ)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৮৮পৃ) "ঈশ্বরে যেমন 'স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া আছে' জীবেও সেইরূপ আছে এবং সেই জন্যই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ তাহাতে নিয়তই থাকিবে। পরব্রহ্ম রসস্বরূপ এজন্য ভক্তিও জীবে স্বাভাবিক।" জীবও চিৎস্বরূপ। ক্রিয়াশক্তি চিৎ হইতে ভিন্ন নহে, উহা চিতেরই কার্য্যোন্মুখত্ব। 'তিনিই রস' † এই যে ভগবানের রসস্বরূপ, এ রসস্বরূপ প্রেমই, তত্ত্ববিদ্গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। পিতা প্রভৃতির জ্ঞান সন্তানাদির অভাব জানিয়া তদপনয়নের উপায় বিধান করে, এজন্য সেই জ্ঞানই প্রেম বা স্নেহ আখ্যায় আখ্যাত হয়। জ্ঞান দ্বারা ভগবানের স্বরূপমাধুরী জানিয়া তাঁহাতে চিত্ত যখন একান্তভাবে স্থিতি করে, তখন তাহার সেই অবস্থা ভক্তি, অনুরাগ ও প্রেম নামে উক্ত হইয়া থাকে। যদি চিৎস্বরূপেরই কার্য্যোন্মুখত্ব ক্রিয়াশক্তি হয় এবং সেই চিৎ স্বরূপের একান্তভাবে ভগবানেতে স্থিতিই ভক্তি ইহাই যথার্থ তত্ত্ব হয়, তাহা হইলে অসম্যক্ জ্ঞানবশতঃ যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পরবিরোধিত্ব বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি কর্ম্মও জ্ঞানেরই প্রকাশবিশেষ হয়, তাহা হইলে যাঁহারা জ্ঞানকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম ও ভক্তিকে তন্মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া ফেলেন, তাঁহারাইতো তত্ত্বদর্শী? তাঁহারা যদি স্বীকার করিতেন যে উচ্চতম ভূমিতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি অবিরোধী ভাবে এক হইয়া অবস্থান করে এবং সেই একত্বে নিরন্তর কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিসমুচিত ভাবসমূহের প্রকাশ পায়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে অতত্ত্বদর্শী বলিতে সাহস করিতাম না। চরমসোপানাভিব্যঞ্জক এই শ্লোকে যে শরণাপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির নিরন্তর অভিব্যক্তির অবকাশ আছে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। এ কথা বলিতে পারা যায় না যে, এ শাস্ত্র

---

* গীতা ১০ অ, ৯—১১ শ্লোক। † তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৭।

ভগবানেতে জীবের নিত্যকাল স্থিতি অনুমোদন করে না। জ্ঞানবাদীরা এ মতে সায় দেন না। 'সেই সকল ব্যক্তি সৃষ্টিকালে জন্মে না, প্রলয়কালেও তজ্জনিত দুঃখ অনুভব করে না" * একথার সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ অপরিহার্য্য।

"কেবল আত্মজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, কেন না উহা ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া কৈবল্য-ফলে পর্য্যবসন্ন হয়। ক্রিয়া, কারক ও ফল, এ সকল সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধি অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবে নিত্যবিদ্যমান। 'আমার কর্ম্ম' 'আমি কর্ত্তা' 'এই ফলের জন্য এই কর্ম্ম করিব' এই অবিদ্যা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। 'আমি একক, অকর্ত্তা, নিষ্ক্রিয়, ফলশূন্য, আমা ছাড়া অন্য কিছু নাই' এইরূপ আত্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া অবিদ্যার নিবৃত্তি করিয়া থাকে, কেন না ইহাতে কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া যায়। কেবল কর্ম্ম হইতে মোক্ষ হয় না, কর্ম্ম ও জ্ঞান মিলিত হইয়াও মোক্ষ হয় না, এজন্যই এ দুই পক্ষ নিবারণ করিবার জন্য 'আত্মজ্ঞানই' এস্থলে 'ই'র (তুর) প্রয়োগ হইয়াছে। মোক্ষ কার্য্য নহে সুতরাং কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষসাধন হইতে পারে না। যে বস্তু নিত্য আছে উহা কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন করা হয় না। যদি এইরূপই হয় তবে একমাত্র জ্ঞানও অনর্থক ? অনর্থক নয়। কেন না জ্ঞান যখন অবিদ্যানিবর্ত্তক, তখন উহা যে কৈবল্যফলে পর্য্যবসন্ন হয় ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। অন্ধকারে রজ্জু আদি বস্তুতে সর্পাদি ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে প্রদীপ আনিলে তাহার প্রকাশে যেমন সর্পাদি ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া এক রজ্জুই প্রতীতির বিষয় হয়, তেমনি জ্ঞান অবিদ্যান্ধকার নিবৃত্ত করে এবং কৈবল্যফলে পর্য্যবসন্ন হয়, ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাশই জ্ঞানের ফল"।—শ্রীমচ্ছঙ্কর এই যে বলিয়াছেন, উহা এ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সহ সমঞ্জস হয় না। এ শাস্ত্রে 'আমা ছাড়া অন্য কিছু নাই' জীবের পক্ষে এরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। "প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জান" † ; এস্থলে তিনি আপনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"ঈশ্বর নিত্য সুতরাং তাঁহার প্রকৃতিদ্বয়েরও নিত্যত্ব হওয়া সমুচিত, কেন না প্রকৃতিদ্বয়যুক্তত্বেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব,"—তৎসহ 'আমা ছাড়া আর কিছু নাই' এ সিদ্ধান্তের বিরোধ ঘটিতেছে। যদি বল "আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়া অনতিক্রমণীয়া। যাহারা আমার আশ্রয় করে তাহারাই কেবল ইহা হইতে উত্তীর্ণ হয়" ‡ এ বাক্য প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে, মায়ার আবরকত্বই প্রকাশ করিতেছে, এজন্যই পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে "ত্রিগুণময় ভাবে এই সমুদায় জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে, তাই আমি যে এই সকলের অতীত অব্যয় বস্তু তাহা জানে না §।" প্রকৃতিদ্বয় ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে ; সুতরাং সেই প্রকৃতিদ্বয়ের সম্যক্ ঈশ্বরাধীনতায় ভেদ নিবৃত্তি পায়। এরূপ

---

* গীতা ১৪ অ, ২ শ্লোক। † গীতা ১৩ অ, ১৯ শ্লোক।

‡ গীতা ৭ অ, ১৪ „ । § গীতা ৭ অ, ১৩ „ ।

স্থলে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন এবং জীবের অসত্তা দ্বারা কৈবল্যসাধনে প্রয়াস পাওয়া বৃথা।

আত্মজ্ঞানই সর্ব্বপ্রথম, আত্মজ্ঞান বিনা সাধনের আরম্ভই হইতে পারে না। বন্ধুজনবিনাশাশঙ্কায় শোকাভিভূত অর্জ্জুনের সংসারপ্রবৃত্তি শিথিল হইয়াছে, সুতরাং "অর্থ ও কামে যাহারা অনাসক্ত, তাহাদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান উপদেশ করা যাইতে পারে" এই যুক্তিতে তাঁহার যোগোপদেশগ্রহণে উপযোগিতা উপস্থিত, এবং স্বজনগণের দেহ-বিনাশ উপস্থিত হইলেও দেহবিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না শোকার্ত্তকে ইহা প্রদর্শন করিবার অবকাশ ঘটিয়াছে। এজন্যই দ্বিতীয়াধ্যায়ে সর্ব্বপ্রথমে আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। "সকলের দেহস্থিত এই দেহী নিত্য অবধ্য, সুতরাং কোন প্রাণীর জন্যই তোমার শোক করা উচিত নহে *;" এই কথা বলিয়া আত্মজ্ঞানসম্ভূত নির্লিপ্তভাব, এবং সেই নির্লিপ্তভাবের দৃঢ়তার জন্য কর্ম্মযোগ অবতারণ করিবার জন্য আচার্য্য প্রস্তাব করিতেছেন, "আর এক দিকে স্বধর্ম্ম জানিয়া তোমার যুদ্ধ ত্যাগ করা সমুচিত নহে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধাপেক্ষা আর কিছু শ্রেয় নাই †।" সেই স্থলেই নির্লিপ্ততাও আচার্য্য উপদেশ করিয়াছেন, "সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হও, ইহা হইলে পাপ তোমায় স্পর্শ করিবে না ‡।" আসক্তি ও ফলত্যাগের দ্বারা কর্ম্মাচরণ করিলে নির্লিপ্ততা সিদ্ধ হয়, ইহাই তিনি বলিয়াছেন—"কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার ফলেতে নহে। তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না, কর্ম্ম করিব না, এরূপ যেন তোমার নির্ব্বন্ধ না হয়। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান থাকিয়া হে ধনঞ্জয়, কামনাপরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, সমত্বকেই যোগ বলিয়া থাকে §।" নিজের অকর্ত্তৃত্ববোধ না থাকিলে কদাপি নির্লিপ্তভাব সিদ্ধ হয় না। অতএব তাঁহাকে আচার্য্য এইরূপ উপদেশ করিতেছেন—"সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়, অহঙ্কার বিমূঢ়চিত্ততাপ্রযুক্ত আমি করি, লোকে ইহা মনে করে। যিনি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগতত্ত্ব জানেন, তিনি গুণই গুণানুবর্ত্তন করিতেছে জানিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না ‖।" ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়গণের বিষয় গ্রহণ করে আমি কিছু করি না এই বুদ্ধিতে নির্লিপ্ততা উপস্থিত হয়—"যোগযুক্ত ব্যক্তির আত্মা বিশুদ্ধ হয়, আত্মা বিশুদ্ধ হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়া পড়ে। সে সময়ে সে সর্ব্বভূতের আত্মভূত হইয়া যায়। এ অবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সে তাহাতে লিপ্ত হয় না। যোগযুক্ত তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ গ্রহণ, ভোজন, শয়ন, নিদ্রা, শ্বাসত্যাগ, অলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ,

* গীতা ২ অ, ৩০ শ্লোক। † গীতা ২ অ, ৩১ শ্লোক।

‡ গীতা ২ অ, ৩৮ " । § গীতা ২ অ, ৪৭।৪৮ " ।

‖ গীতা ৩ অ, ২৭।২৮ শ্লোক।

নেত্রনিমীলন উন্মীলন করিয়াও, ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় অনুবর্ত্তন করিতেছে এইরূপ ধারণা করিয়া, আমি কিছু করিতেছি না এরূপ মনে করেন *।" ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়েতে প্রবৃত্ত থাকে, আত্মা অকর্ত্তা, ইহা জানিয়াও জ্ঞানী আত্মনিগ্রহে সমর্থ হন না আচার্য্য ইহাই বলিয়াছেন—"জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও আপনার প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, জীবগণ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে, এরূপ স্থলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কে করিবে †?" জীব কখন আপনার শক্তিতে আত্মনিগ্রহে সমর্থ হয় না এজন্য, "কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করে না, আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। যে ব্যক্তি আমায় এইরূপে জানে সে কখন কর্ম্মে বদ্ধ হয় না ‡" এই কথায় স্বয়ং সর্ব্বান্তর্যামী পরমপুরুষ যে নির্লিপ্ত তাহা জানা প্রয়োজন, কেন না তাহা হইলে সাধক আপনি তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতে পারেন। পরম পুরুষের বিশেষ জ্ঞান বিনা তাঁহার প্রভাবাধীন হওয়া কখন সম্ভবে না, এজন্য তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহার জ্ঞানলাভের কারণ ধ্যানযোগের অনুষ্ঠান, সেই ধ্যানযোগ হইতে—"যোগী এইরূপে আত্মসমাধান করত পাপশূন্য হন এবং সহজে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন §।" এইরূপ সংস্পর্শলাভের পর পরমপুরুষের বিশেষজ্ঞানলাভে স্পৃহা উদিত হয়; এজন্যই ষষ্ঠাধ্যায়ে ব্রহ্মসংস্পর্শের উল্লেখের পর সপ্তম, অষ্টম ও নবমাধ্যায়ে আচার্য্য সেই বিশেষ জ্ঞান বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপে বিশেষ জ্ঞানলাভের পর নবমাধ্যায়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরম পুরুষে কর্ম্মসমর্পণ আচার্য্য উপদেশ করিয়াছেন। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাতে কর্ম্মসমর্পণ দ্বারা যে সাক্ষাৎ জ্ঞান উপস্থিত হয় সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার জন্য দশমাধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ বিশেষ আবির্ভাবের উল্লেখ এবং একাদশাধ্যায়ে সর্ব্বগতত্ব-ভাবে অর্জ্জুনের নিকটে পরম পুরুষের বিশেষ প্রকাশ হয়। দ্বাদশাধ্যায়ে উপাসনা নিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে গ্রন্থ পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বিশেষ জ্ঞানের উপদেশ রহিয়াছে। চরমাধ্যায়ে সাক্ষাৎ জ্ঞানের পরিপাকে এই শ্লোকে ভেদাপগমসাধক শরণাপত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ভক্তির পরাকাষ্ঠা এই তদেকশরণত্বকে শ্রীমচ্ছাণ্ডিল্য একান্তভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"সেই পরাভক্তি একান্তভাব কারণ গীতার পূর্ব্বাপর অর্থে সেইরূপই বুঝায় ‖।" চতুর্দ্দশাধ্যায়ের অন্তে আচার্য্য যে "ঐকান্তিক সুখের ¶" উল্লেখ করিয়াছেন সেখানেই একান্তভাবোৎপন্ন 'ঐকান্তিক' অথবা একান্তিকের—এই সকল ভক্তগণের মধ্যে মুখ্য এই অর্থে কন্ প্রত্যয় $—সুখের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুখ ও একান্তিক এ

* গীতা ৫ অ, ৭—৯ শ্লোক।
† গীতা ৩ অ, ৩৩ শ্লোক।
‡ গীতা ৪ অ, ১৪ ,, ।
§ গীতা ৬ অ, ২৮ ,, ।
‖ শাণ্ডিল্য সূত্র। ৩৮।
¶ গীতা ১৪ অ, ২৭ শ্লোক।
$ পাণিনিসূত্র ৫। ২। ৭৮।

দুই পদ ভিন্ন ভাবেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। গীতার আরম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রবাহক্রমে যে অর্থ চলিয়াছে তাহাকেই প্রত্যভিজ্ঞারূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীমচ্ছাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—'গীতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ।' 'সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া' এস্থলে সেই অর্থ পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমৎস্বপ্নেশ্বর জনমেজয়ের উত্তর দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন,—"সেই পরাভক্তিই একান্তভাব, অন্য কিছু নহে। কেন ? গীতার অর্থে প্রত্যভিজ্ঞা (তদ্রূপ স্বীকার) শুনিতে পাওয়া যায় এই জন্য। যথা—নারায়ণীয়ে (শা, প, ৩৪৮ অ, ৫।৬।৮)—'যে সকল বিপ্র সম্যক্ ভাবাপন্ন হইয়া মহোপনিষৎ এবং বেদসমূহ পাঠ করেন, যাঁহারা যতিধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও একান্তিগণের গতি শ্রেষ্ঠ। দেবতা বা ঋষি কে এই ধর্ম্ম বলিয়াছেন ?' এই প্রশ্নের উত্তর—'সেনাগণ যুদ্ধার্থ মিলিত হইলে কুরু ও পাণ্ডবসেনার মধ্যে অর্জ্জুন বিমনস্ক হইলে স্বয়ং ভগবান্ একান্তিতা বলিয়াছেন।' সেজন্য একান্তিতা পরা ভক্তি।" স্বয়ং আচার্য্য একান্তিত্বের প্রবর্ত্তক, এজন্যই তিনি বলিয়াছেন—"তাহাদিগের মধ্যে একান্তিগণ শ্রেষ্ঠ, কেন না তাহারা অন্য দেবতার আশ্রয় লয় না। আমিই তাহাদিগের গতি, তাহারা কোন ফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে *"। ৬৬।

এইরূপে চরম সোপান স্থাপন করিয়া শাস্ত্রের অন্তে এই শাস্ত্র কি প্রকারে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে আচার্য্য তাহার নিয়ম বলিতেছেন :—

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি। ৬৭।

আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, ইহা তাহাকে বলিও না যে তপশ্চরণ করে না, ভক্ত নয়, শুশ্রূষু নয়, এবং আমায় অসূয়া করিয়া থাকে।

ভাব—যে তপশ্চরণ করে না—যে ব্যক্তি তপোহীন ; ভক্ত নয়—তপোযুক্ত হইলেও যে ব্যক্তি অভক্ত ; শুশ্রূষু নয়—তপ ও ভক্তিযুক্ত হইলেও যে ব্যক্তি শুনিতে ইচ্ছুক নয় ; আমায় অসূয়া করিয়া থাকে—অন্তর্যামী আমি এই সকল বলিয়াছি এ বলিয়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা করে না। আচার্য্য এরূপ কেন বলিলেন ? এই জন্য বলিলেন যে, এ সকল ব্যক্তির নিকটে অর্থ প্রকাশ পায় না, যথা—"যাঁহার দেবতাতে পরা ভক্তি আছে, যেমন দেবতাতে ভক্তি আছে তেমনি গুরুতে ভক্তি আছে, এখানে যে সকল বিষয় বলা হইল সেই মহাত্মার নিকটে এ সকল প্রকাশ পায় †।" "জ্ঞাননিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ; জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরম শান্তি লাভ করে। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান্, সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই,

* শান্তিপর্ব্ব ৩৪১ অ, ৩৩ শ্লোক। † শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩।

সুখও নাই *।" "দোষদৃষ্টিপরিহারপূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে সকল লোক আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করে তাহারা কর্ম্মবিমুক্ত হয়। যাহারা দোষদর্শী হইয়া আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করে না, তাহারা অবিবেকী, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিষয়ে বিমূঢ়, জানিও তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে" †। ৬৭।

এই গীতাশাস্ত্রের উপদেশ করিলে কি ফল হয়, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ। ৬৮।

এই পরম গুহ্য কথোপকথন যে ব্যক্তি আমার ভক্তগণের নিকটে বলিবে, সে নিঃসংশয় হইয়া আমাতে পরমা ভক্তি করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ভাব—আমাতে—সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে; পরমা ভক্তি—পূর্ব্বোক্ত শরণাগতিরূপা ভক্তি। উপদেশকালে ভগবানের অনুগ্রহে গূঢ়ার্থ সকল প্রকাশ পায় এবং তদ্দ্বারা সকল সংশয়ের ছেদ হয়। সংশয়চ্ছেদ হইলে ভগবানেতে পরা ভক্তির উদয় হয়, এবং সেই পরা ভক্তিতে ভগবানের সহিত অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ ঘটে। ৬৮।

যে ব্যক্তি এই কথোপকথন অন্যকে উপদেশ করিবে, সে পৃথিবীতে সর্ব্বান্তর্যামী আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে, আচার্য্য ইহাই বলিতেছেন :—

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি। ৬৯।

সে ব্যক্তি অপেক্ষা মনুষ্যগণের মধ্যে আর কেহই আমার প্রিয়ানুষ্ঠানকারী নয়; তদপেক্ষা আর কেহই পৃথিবীতে আমার প্রিয় হইবে না। ৬৯।

যে ব্যক্তি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, তাহার কি ফল হইবে, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ। ৭০।

এই আমাদের ধর্ম্মসম্পর্কীণ কথোপকথন যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবে, সে জ্ঞানযজ্ঞে আমারই যজনা করিবে, এই আমার মত। ৭০।

এই কথোপকথন যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে সে কি ফল লাভ করিবে, আচার্য্য তাহাই বলিতেছেন :—

---

* গীতা ৪ অ, ৩৯।৪০ শ্লোক। † গীতা ৩ অ, ৩১।৩২শ্লোক।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্। ৭১।

শ্রদ্ধাযুক্ত এবং অসূয়াশূন্য হইয়া যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে সেও মুক্ত হইয়া পুণ্যানুষ্ঠায়িগণের শুভলোক প্রাপ্ত হইবে।

ভাব—অসূয়াশূন্য—দোষদর্শনবিরহিত। আচার্য্য পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—"অন্যে এরূপ না জানিয়া অপরের নিকটে শুনিয়া উপাসনা করে। যাহা শুনে তৎপ্রতি একান্ততাবশতঃ তাহারাও মৃত্যু অতিক্রম করে" *। ৭১।

আর অধিক উপদেশের প্রয়োজন আছে কি না জানিবার অভিলাষে আচার্য্য অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়। ৭২।

পার্থ, তুমিতো একাগ্রচিত্তে শুনিলে? ধনঞ্জয়, কেমন তোমার মোহতো বিনষ্ট হইল? ৭২।

অর্জ্জুন আপনার কৃতার্থতা নিবেদন করিতেছেন :—

অর্জ্জুন উবাচ—নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব। ৭৩।

আমার মোহ বিনষ্ট হইল, তোমার প্রসাদে স্মৃতিলাভ হইল, এখন আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি, স্থির হইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিব।

ভাব—মোহ—আত্মতত্ত্ববিষয়ে মোহ, স্মৃতি—আত্মস্বরূপসম্পর্কীয় স্মৃতি; স্থির হইয়াছি—তোমার শাসনানুসরণ করিব এ বিষয়ে স্থিরতা উপস্থিত হইয়াছে; যাহা বলিতেছ—যে আদেশ করিতেছ; করিব—পালন করিব। ৭৩।

কথার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ রক্ষার জন্য সঞ্জয় বলিতেছেন :—

সঞ্জয় উবাচ—ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্। ৭৪।
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্। ৭৫।

* গীতা ১৩ অ, ২৫ শ্লোক।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ। ৭৬।
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ। ৭৭।
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম। ৭৮।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে মোক্ষযোগোনামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

মহাত্মা বাসুদেব ও পার্থের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ কথোপকথন এইরূপ আমি শ্রবণ করিলাম। এই পরমগুহ্য যোগ সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছিলেন, ব্যাসের অনুগ্রহে আমি ইহা শ্রবণ করিলাম। হে রাজন্, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পবিত্র কথোপকথন স্মরণ করিয়া করিয়া মুহুর্মুহু আমি হর্ষানুভব করিতেছি। হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিয়া করিয়া আমার মহাবিস্ময় উপস্থিত, আমি পুনঃ পুনঃ পুলকিত হইতেছি। যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যে পক্ষে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই পক্ষে নিশ্চিত শ্রী, বিজয় ও নীতি, এই আমার নিশ্চয়। ৭৪—৭৮।

শ্রীমদ্গিরি এইরূপ গীতার অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"উপায় ও উপেয় ভাবে দুইটী নিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছে। কর্ম্মনিষ্ঠা পরম্পরাক্রমে জ্ঞাননিষ্ঠার কারণ, জ্ঞাননিষ্ঠাই সাক্ষাৎ মোক্ষের হেতু।" তদনুবর্ত্তী শ্রীমন্নরহরি এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"পূর্ব্ব অধ্যায়-সকলেতে যে বিষয় বলা হইয়াছে, বিশেষ জ্ঞানের জন্য এ অধ্যায়ে সেই নির্ম্মল সমুদায় বেদার্থ বলিবার বিষয়।......'নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ কখন হইতে পারে না' ইত্যাদি কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা জ্ঞানীর সম্বন্ধে নহে।" শ্রীমচ্ছ্রীধর এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"ভগবানে ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির ভগবদনুগ্রহ ও আত্মজ্ঞানে সুখ ও বন্ধনমুক্তি হয়, গীতার এই অর্থসংগ্রহ। কেন না, 'হে পার্থ, সেই পরমপুরুষকে অনন্য ভক্তিতে লাভ করা যায়' 'হে অর্জ্জুন, অনন্যভক্তিতে এতদ্রূপী আমায়......জানিতে পারা যায়' ইত্যাদিতে ভগবদ্ভক্তিই যে মোক্ষসাধক তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। সেই একান্ত ভক্তিই ভগবৎপ্রসাদসম্ভূত জ্ঞানরূপ অবান্তর ব্যাপারে যুক্ত হইয়া মোক্ষের কারণ হয় ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয়। জ্ঞান যে ভক্তিরই অবান্তর ব্যাপার তাহা—'নিরন্তর আমাকে

চিত্ত সংলগ্ন করিয়া তাহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাই আমি তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ অর্পণ করি, যে বুদ্ধিযোগে আমায় তাহারা লাভ করে।' 'আমার ভক্ত ইহা জানিয়া মদ্ভাবাপন্ন হইয়া থাকে'—ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ পায়। জ্ঞানই ভক্তি ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কেন না 'সমুদায় ভূতেতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমার প্রতি পরা-ভক্তি লাভ করে' 'ভক্তি দ্বারা আমায় যে পরিমাণ তত্ত্বতঃ জানিতে পারে' ইত্যাদিতে জ্ঞানই ভক্তি নহে। জ্ঞানকে ভক্তির অবান্তর ব্যাপার বলিলে 'তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, মুক্তির জন্য অন্য পন্থা নাই' এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হইতেছে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, কেন না 'কাষ্ঠ দ্বারা পাক করে' এ কথা বলিলে অগ্নি পাককার্য্যের সাধক নয়, একথা বলা হয় না। অপিচ এরূপ হইলেই তবে—'যাঁহার দেবতাতে পরাভক্তিতে আছে, যেমন দেবতাতে ভক্তি আছে, তেমনি গুরুতে ভক্তি আছে, এখানে যে সকল বলা হইল সেই মহাত্মার নিকটে এ সকল প্রকাশ পায়।' 'দেহান্তে স্বয়ং দেবতা পরম তারকব্রহ্ম নাম দিয়া থাকেন' 'যাহাকে ইনি বরণ করেন সেই ইঁহাকে পায়'—ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বচন সকল সমঞ্জস হয়। অতএব ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষের হেতু ইহাই সিদ্ধ হইতেছে।"

শ্রীমদ্বল্লভসম্প্রদায়ানুগামী শ্রীমদ্বিট্ঠলেশ্বর এইরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"ঋষিগণের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ হরি প্রবৃত্তিধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ সুদৃঢ় নিবৃত্তিনিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। সাংখ্য ও যোগ, রহস্যতম রহস্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগের পরস্পরের কোন্‌টি অধিক তন্নির্ণয়, আপনার স্বরূপনির্দ্ধারণ, ভজন ছাড়া অন্যবিষয়ের নিরূপণ এবং তজ্জন্য গুণবৈষম্য, সকল শাস্ত্রের তত্ত্বনির্ণয়, যথাভাগে এই সকল গীতার বিষয় উক্ত হইয়াছে। অগ্রে সাংখ্য ও যোগ নিরূপণ করিয়া অর্জ্জুনের মোহোৎপাদনপূর্ব্বক তদনন্তর তাঁহাকে ভক্তিপীযূষ পান করাইয়া অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ইহাই গীতার অর্থসংগ্রহ।"

শ্রীমজ্জগদীশ তৎকৃত গীতাপ্রদীপে বলিয়াছেন—"জ্ঞানই মোক্ষের কারণ, কর্ম্মসকলের মোক্ষসাধকতা জ্ঞান, চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মার্পণদ্বারা হয় এরূপ বলা জ্ঞানপ্রশংসার্থ, কর্ম্মকে অন্যথা করিয়া দেওয়া ভগবানের অভিপ্রায় নহে। অতএব 'সাংখ্যগণের কর্ম্মযোগ' ইত্যাদিতে ভগবান্ গীতাশাস্ত্রে উভয়ই বর্ণন করিয়াছেন। 'জনকাদি পূর্ব্ববর্ত্তিগণ কর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন' ইত্যাদি শাস্ত্র এজন্যই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্ম এ উভয়ের সমুচ্চয়প্রতিপাদনার্থই বেদব্যাস গীতাশাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন।"

শ্রীমন্মাধ্বানুসারী গীতাসারার্থসংগ্রহাখ্য গীতাবিবরণকার বলিয়াছেন—"স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র তত্ত্বের জ্ঞান, নিষ্কামধর্ম্ম এবং কর্ম্মকে অকর্ম্ম করিয়া লওয়া, ইহার দ্বারা মোক্ষ হয়।"

বেদান্তসূত্রে শ্রীমদ্বল্লভ বলিয়াছেন—"ভগবান্......ব্রহ্ম বিদ্যানিরূপণ করিয়া নিজের কৃপালুতাবশতঃ 'সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তি ও শরণাপত্তি বলিয়াছেন। অতএব ইহার পূর্ব্বে যে সকল নির্ণয় উক্ত হইয়াছে, সে সকল ভক্তি ও শরণাপত্তির

অঙ্গমাত্র। 'তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিব' এ কথা বলিয়া অর্জ্জুনও অন্যসকলের ভক্তির অঙ্গত্ব স্বীকার করিয়াছেন *।"

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যে অষ্টাদশাধ্যায়।

গীতার শ্লোকসংখ্যা।

ষটশতানি সবিংশানি শ্লোকানামাহ কেশবঃ।
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিঞ্চ সঞ্জয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকমেতদ্গীতাপ্রমাণকম্॥

শ্রীকৃষ্ণ ছয়শত বিশ, অর্জ্জুন সাতান্ন, সঞ্জয় সাতষট্টি এবং ধৃতরাষ্ট্র একটি শ্লোক বলিয়াছেন, ইহাই গীতার পরিমাণ। (সমষ্টি—৭৪৫।)

---

* বেদান্ত সূত্র ৩অ, ২ পা ৬ সূত্রভাষ্য।

উপসংহার।

গ্রন্থমধ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত নানা স্থানে আছে, তাহাদের একত্র সংগ্রহ না করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে সেগুলির অবধারণ সম্ভবপর নহে; এজন্য সেই গুলি সহজে বুঝিতে পারা যায় এই উদ্দেশে গ্রন্থের উপসংহার করা যাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বেদান্তবাক্যসমূহের যেরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং সেই সেই সিদ্ধান্তানুসারে তাঁহারা বেদান্তসূত্রের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তসকলের একদেশিত্ব এবং বিরোধ দেখিয়া দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহেতে সংশয় করা বুদ্ধিমান্দিগের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। সাংখ্য-দর্শনের ভাষ্যকার শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষুর এই সকল কথা তাঁহাদিগের চিন্তা করিয়া দেখা সমুচিত :—" 'আত্মাকেই দেখিতে হইবে, শ্রবণের বিষয় করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিরন্তরবিচারের বিষয় করিতে হইবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রবণাদি তিনটিকে পরম পুরুষার্থসাধন আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রবণাদি উপায় এই অভিপ্রায়ে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—'শ্রুতিবাক্যসকল শ্রবণ করিবে, সেই সকল কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহা মনন করিবে, এইরূপে মনন করিয়া সতত ধ্যান করিবে, এই তিনটি দর্শনের হেতু।' 'ধ্যান করিবে' এস্থলে যোগশাস্ত্রের প্রণালীতে ধ্যান করিবে। পুরুষার্থের কারণ জ্ঞান, এবং জ্ঞানের বিষয় আত্মস্বরূপাদি শ্রুতি হইতে শ্রুত হওয়া যায়। কপিলমূর্ত্তি ভগবান্ ষড়ধ্যায়িরূপ বিবেকশাস্ত্রে সেই শ্রুতির অবিরোধী উপপত্তিসকলের উপদেশ করিয়াছেন। আচ্ছা, ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনওতো এই সকল বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সুতরাং সে দুই দর্শন দ্বারা যখন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে তখন কপিলদর্শনে কি প্রয়োজন? অপিচ সগুণ নির্গুণ ইত্যাদি বিরুদ্ধ স্বরূপ দ্বারা নিজ নিজ বিষয় প্রতিপাদন করিতে গিয়া ন্যায় ও বৈশেষিকের যুক্তিগুলির সঙ্গে এই কপিলদর্শনের যুক্তিগুলির বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং উভয়েরই প্রামাণ্য দুর্ঘট হইতেছে। না, প্রামাণ্য দুর্ঘট হইতেছে না; ব্যাবহারিক ও পারমার্থিকরূপ বিষয়ভেদে বিরোধ ও নিষ্প্রয়োজন এ দুইয়ের একটিও হইতেছে না। একেবারে পরমসূক্ষ্মে প্রবেশ সম্ভবপর নহে, এজন্য ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন আত্মার সম্বন্ধে সুখী ও দুঃখী ইত্যাদির উল্লেখপূর্ব্বক আত্মা হইতে দেহাদিমাত্রের পার্থক্য সাধন করিয়াছে, আত্মার সম্বন্ধে যে উহাদের অনুমান তাহা প্রথমসোপানের উপযুক্ত। দেহাদির আত্মত্বনিরসন করাতে ন্যায় ও বৈশেষিকের জ্ঞান ব্যাবহারিক তত্ত্বজ্ঞান বলিতে হইবে। পুরুষে যদি স্থাণুভ্রম হয় তাহা হইলে এ স্থাণু নহে, কারণ ইহার চরণাদি আছে, এইরূপ জ্ঞান স্থাণুভ্রম

নিরসন করে বলিয়া যেমন উহা ব্যাবহারিক তত্ত্বজ্ঞান, সেইরূপ দেহাদির আত্মত্বনিরসন করাতে ন্যায় ও বৈশেষিকের জ্ঞান ব্যাবহারিক তত্ত্বজ্ঞান। এজন্যই গীতাতে 'মূঢ়েরা প্রাকৃতিকগুণে বিমূঢ় হয় বলিয়া গুণ ও তৎসম্ভূত ক্রিয়াতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। তাহারা অসমগ্রদর্শী, সমগ্রদর্শী তাহাদিগকে বিচলিত করিবেন না' এই বলিয়া সমগ্রদর্শী সাংখ্যাপেক্ষা কর্তৃত্বাভিমানী তার্কিকের অসমগ্রদর্শিত্ব বলা হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বথা তাঁহার অজ্ঞত্ব বলা হয় নাই। আর ন্যায় ও বৈশেষিকের জ্ঞান অশ্রেষ্ঠবৈরাগ্যদ্বারা পরম্পরাক্রমে মোক্ষসাধক। ইহাদের জ্ঞানাপেক্ষা সাংখ্যজ্ঞান পারমার্থিক, কেন না শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য দ্বারা উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষসাধক। উক্ত গীতাবাক্যে আত্মার অকর্তৃত্বজ্ঞানবত্তাই সমগ্রদর্শিত্ব, ইহাই সিদ্ধ হয়। 'মনই কামাদি, এইরূপ মনে করিয়া সে সময়ে সে হৃদয়ের শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়।' 'সকলের সঙ্গে সে সমান হইয়া যেন ধ্যান করিতেছে, যেন চঞ্চল হইতেছে, এই ভাবে উভয় লোকে বিচরণ করে।' 'সে যাহা কিছু এখানে দেখে তাহার দ্বারা সে আবদ্ধ হয় না' ইত্যাদি তত্ত্বপ্রকাশক শ্রুতিশত দ্বারা, এবং 'সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণ (ইন্দ্রিয়সমূহ) কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়, অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ততাপ্রযুক্ত আমি করি, লোকে ইহা মনে করে' 'এই আত্মা নির্ব্বাণময় জ্ঞানময়, নির্ম্মল; দুঃখ ও অজ্ঞানময় গুণসকল প্রকৃতির, আত্মার নহে', ইত্যাদি তত্ত্বপ্রকাশক স্মৃতিশত দ্বারা ন্যায়-ও বৈশেষিক-সিদ্ধ জ্ঞান পরমার্থভূমিতে বাধা প্রাপ্ত হয়। এই বলিয়া ন্যায়াদি যে অপ্রামাণিক তাহা নহে। কারণ আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত ন্যায় ও বৈশেষিক এই বিষয় বলিবার যখন উদ্দেশ করিয়াছেন, তখন 'যে উদ্দেশে যে শব্দ তাহাই সে শব্দের অর্থ' এই যুক্তিতে সে অংশে কোন বাধা উপস্থিত হইতেছে না। তবে যে ন্যায় ও বৈশেষিকে আত্মাতে সুখাদিমত্তার কথা বলা হইয়াছে তাহা সেশাস্ত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া বলা হয় নাই। আত্মাতে সুখাদিমত্তা লোকপ্রসিদ্ধ, উহা প্রমাণান্তরসাপেক্ষ নহে; সুতরাং যে অংশে উহা বর্ণিত আছে, সে অংশ লোকপ্রসিদ্ধির পুনরুক্তিমাত্র। আচ্ছা, ন্যায় ও বৈশেষিকের সহিত এ শাস্ত্রের অবিরোধ হইল বটে, কিন্তু ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগদর্শনের সহিত যে ইহার বিরোধ আছে, কারণ তাহারা ঈশ্বর নিত্য ইহা নির্দ্ধারণ করে, এ শাস্ত্র ঈশ্বর নাই এই কথা বলে। উপাসনা সম্ভব করিবার জন্য ঈশ্বরবাদ, এ কথা বলিয়া এস্থলে ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক ভেদ স্থাপনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সেশ্বর ও নিরীশ্বরবাদের বিরোধ পরিহার হয় না, কারণ উপাসনা সম্ভব করিবার জন্য ঈশ্বরবাদ, ইহার কোন প্রমাণ নাই। ঐশ্বর্য্যের প্রতি বৈরাগ্যোৎপাদনের জন্য ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয় এই লোকপ্রসিদ্ধি হইতে আত্মার সগুণত্বের ন্যায় নিরীশ্বরত্ব লোকব্যবহারসিদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শ্রুতি আদিতে কোথাও পরিষ্কাররূপে ঈশ্বর নাই এ কথা যখন নাই, তখন সেশ্বরবাদকে ব্যাবহারিক বলিয়া অবধারণ করিতে পারা যায় না। এস্থলে বলা যাইতে পারে—এখানেও ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক ভাব আছে, এজন্যই 'তাহারা

এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, ঈশ্বরশূন্য বলিয়া থাকে' ইত্যাদি শাস্ত্রে নিরীশ্বরবাদের নিন্দা আছে। এ শাস্ত্রে ঐশ্বর্য্যের প্রতি বৈরাগ্যোৎপাদনের জন্য ঈশ্বর নাই এই ব্যাবহারিক উক্তির পুনরুল্লেখ উচিত। যদি লোকায়তিক (চার্ব্বাক) মতের অনুসরণ করিয়া নিত্যৈশ্বর্য্য অস্বীকৃত না হইত, তাহা হইলে পরিপূর্ণ নিত্য নির্দ্দোষ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাহাতেই চিত্তাবেশবশতঃ বিবেকাভ্যাসের প্রতিবন্ধ উপস্থিত হইত, সাংখ্যাচার্য্যগণের ইহাই অভিপ্রায়। কোন শাস্ত্রে ঈশ্বরবাদের নিন্দা নাই যে, সেই নিন্দাবাদ দেখিয়া সেশ্বরবাদ উপাসনাদির জন্য এই নির্ণয়পূর্ব্বক সেশ্বরবাদশাস্ত্রকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে। তবে যে কথিত হইয়াছে, 'সাংখ্যের সমান জ্ঞান নাই, যোগের সমান বল নাই। সাংখ্যজ্ঞান যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত, এ বিষয়ে যেন তোমাদের সংশয় না হয়;' ইহা ঈশ্বর নিষেধাংশে নহে, কিন্তু বিবেকাংশে অন্য দর্শনাপেক্ষা সাংখ্যজ্ঞানের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করে। ফলতঃ পরাশরাদি নিখিল শিষ্টগণের কথায় সেশ্বরবাদেরই পারমার্থিকত্ব অবধারিত হইয়া থাকে। অপিচ 'অক্ষপাদপ্রণীত ন্যায়ে, কণাদপ্রণীত বৈশেষিকে, সাংখ্য ও যোগে শ্রুত্যেকশরণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শ্রুতিবিরুদ্ধাংশ পরিত্যাজ্য। জৈমিনিপ্রণীত কর্ম্মমীমাংসায়, ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মমীমাংসায় বেদার্থবিজ্ঞানবিষয়ে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই, কেন না তাঁহারা উভয়ে শ্রুতিপারদর্শী।' পরাশরোপপুরাণাদি হইতে এইরূপে ঈশ্বরাংশে ব্রহ্মমীমাংসার বলবত্তা প্রকাশ পায়। 'সেই সেই বাদিগণ অনেক ন্যায় তন্ত্র বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহা হেতু, আগম ও সদাচারযুক্ত তাহাই সেবনীয়' মোক্ষ ধর্ম্মের এই বচনে পরাশরাদি নিখিল শিষ্টগণের ব্যবহারে ব্রহ্মমীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিকাদিতে ঈশ্বরপ্রতিপাদক যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা গ্রাহ্য, কেন না উহা বলবান্। 'যোগীন্দ্রগণ ও সাংখ্যগণ যে মহেশ্বরকে দেখিতে পান না, অনাদিনিধন সেই ব্রহ্মের শরণাপন্ন হও' ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণাদির বাক্যে নারায়ণাদি সাংখ্যগণের ঈশ্বরবিষয়ে অজ্ঞানতার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মমীমাংসার ঈশ্বরই যে মুখ্য বিষয়, তাহা উপক্রমাদির দ্বারা অবধারিত হয়। সে অংশে যদি বাধা উপস্থিত হয় তাহা হইলে 'যে উদ্দেশে যে শব্দ তাহাই সে শব্দের অর্থ' এই যুক্তিতে সমগ্র শাস্ত্রই অপ্রমাণ হইয়া উঠে। পুরুষার্থ এবং তৎসাধন প্রকৃতিপুরুষবিবেকই সাংখ্যশাস্ত্রের মুখ্য বিষয়, সুতরাং ঈশ্বর প্রতিষেধাংশে বাধা উপস্থিত হইলেও 'যে উদ্দেশে যে শব্দ তাহাই সে শব্দের অর্থ' এই যুক্তিতে উহার অপ্রামাণিকতা উপস্থিত হয় না। অতএব বলিবার অবকাশ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে এজন্য ঈশ্বরপ্রতিষেধাংশে সাংখ্যই দুর্ব্বল।"

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের এই বিষয়টি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত। যে মুখ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য যে আচার্য্য যত্ন করেন, তিনি সেই মুখ্য বিষয়টি দৃষ্টিগোচরে রাখিয়া তদতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়গুলি চিত্তকে আকুল না করে এজন্য সে গুলিকে অপসারিত করিয়া রাখেন। এইরূপে তাঁহারা যে সকল বিষয় অপসারিত করিয়া

রাখেন, সে গুলির মধ্যে যে অবিচাল্য ভূমি থাকে, তাহাই অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী আচার্য্য সেই অপসারিত বিষয়টিকে মুখ্য করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যের দৌর্ব্বল্য-প্রদর্শনপূর্ব্বক খ্যাতিলাভ করেন। যেমন শ্রীমচ্ছঙ্কর ব্রহ্মবস্তুপ্রদর্শনের জন্য যত্ন করিয়াছেন বলিয়া জগৎ ও জীব ব্রহ্মের আবরকজন্য তাহাদিগের মিথ্যাত্ব ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে অপসারিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্রামানুজ সেই অংশে শ্রীমচ্ছঙ্করের দৌর্ব্বল্য দর্শন করিয়া জগৎ, জীব ও শাস্ত্রের মিথ্যাত্ব বিস্তৃত খণ্ডনে খণ্ডন করিয়াছেন। ব্রহ্মেতে স্বগতভেদ আছে, জগৎ ও জীব তাঁহার শরীর, এ অংশে শ্রীমদ্রামানুজের যে দৌর্ব্বল্য ছিল তাহা শ্রীমন্মাধ্ব স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ উত্থাপন করিয়া অপসারিত করিয়াছেন। এইরূপ শ্রীমন্মাধ্বের অত্যন্তভেদবাদ পরবর্ত্তী আধুনিক আচার্য্যগণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ দ্বারা সংশোধিত করিয়াছেন। শ্রীমৎপদ্মনাথ পদার্থসংগ্রহে শ্রীমন্মাধ্বসম্মত অত্যন্ত-ভেদবাদ এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন :—"পঞ্চপ্রকারের ভেদ—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, জীবগণের পরস্পর ভেদ, জড় ও ঈশ্বরে ভেদ, জড় সকলের পরস্পর ভেদ, জড় ও জীবে ভেদ। এই পঞ্চ ভেদ অনাদি নিত্য, মুক্তিতেও থাকিয়া যায়। ৫১৪।" শ্রীমদ্বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ভেদাভেদের মূল দেখাইয়া দেয় এজন্য উহা নির্দ্দোষ। এইরূপ ক্রমিক বিচারে এক জনের দুর্ব্বলাংশ অপর কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। আচার্য্যগণের দুর্ব্বলাংশপরিহার করিয়া অনিন্দ্যাংশগ্রহণপূর্ব্বক সামঞ্জস্যসম্পাদন সম্যগ্‌দর্শিগণের পক্ষে কর্ত্তব্য।

শ্রীমচ্ছঙ্কর বিচারচাতুর্য্যে যদিও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তথাপি বিচারে পরাজিত হইলেও হৃদয় হইতে উহার সত্যত্ব অপনীত হয় না, ইহা দেখিয়া আমাদের একজন বন্ধু কোন সময়ে কোন একটি শঙ্করপথাবলম্বী পরিব্রাজককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বলুন, যাহা বিপুল যত্ন করিয়াও মিথ্যা হইয়া যায় না, মানার্হ শঙ্কর কেন তাহা অসত্য বলিলেন? সেই পরিব্রাজক এইরূপ একটী আখ্যায়িকা দ্বারা শঙ্কর এরূপ কেন বলিলেন, তাহার কারণ বুঝাইয়া দিলেন :—এক সময়ে এক জন নরপাল আপনার সচিবসহকারে জনবৃক্ষাদিপরিশূন্য একটি প্রশস্ত প্রান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সচিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রান্তর কি প্রকার? প্রান্তরমধ্যে যিনি আছেন, অথচ প্রান্তর বিষয়ে যাঁহার জ্ঞান নাই, তাঁহাকে যদি 'এই প্রান্তর' বলিয়া উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে উপদেশ বিফল হইবে ইহা জানিয়া মন্ত্রিবর সেই নরপালকে বলিলেন, আয়ুষ্মন্, দুই পাঁচ দিন পরে প্রান্তর কি আপনাকে বুঝাইয়া দিব। অনন্তর তিনি সেই প্রান্তরকে বৃক্ষরাজিদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তুরঙ্গপৃষ্ঠারূঢ় নরপতিকে তথায় লইয়া গেলেন। সেই প্রান্তরকে তরুসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিয়া মন্ত্রিবরকে আশ্চর্য্য হইয়া তিনি বলিলেন, অহো, এ যে এখন বনভূমি হইয়াছে। সেই বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী সমুদায় বৃক্ষ ছেদন করাইয়া পুনরায় তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। তরুসকল

ছিন্ন হইয়া বনভূমি শূন্য হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া নিরতিশয় আবেগের সহিত তিনি বলিয়া উঠিলেন, অহো, এই বনভূমি বৃক্ষহীন হইয়া প্রান্তর হইয়া গিয়াছে। রাজা এই বলিয়া নিবৃত্ত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে বলিলেন, এই সেই প্রান্তর যাহা কি, বুঝাইবার জন্য মহারাজ আমায় অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই আবরক জগৎ মিথ্যা হইয়া যত ক্ষণ না আমাদের অন্তশ্চক্ষু হইতে অপসৃত হয়, তত ক্ষণ ব্রহ্মসত্তা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় না, ইহা দেখিয়াই শ্রীমচ্ছঙ্কর জগন্মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনের জন্য যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রকারই অভিপ্রায় আমরা তাঁহার ভাষ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া * প্রতিপাদন করিয়াছি।

শ্রীমচ্ছঙ্করের নির্ব্বিশেষবাদ মহাপ্রযত্নে শ্রীমদ্রামানুজ খণ্ডন করিয়াছেন। অবিশেষ কোন বস্তুই বুদ্ধিগোচর হয় না। যদি বল সত্তা বুদ্ধিগোচর হয়, তাহাও বস্তুশূন্য হইয়া বুদ্ধিগোচর হয় না। সত্তা জগৎকারণ ব্রহ্মেরই স্বরূপ আমাদের বুদ্ধিতে প্রকাশ করে। শ্রীমচ্ছঙ্করও নিজ ভাষ্যে এই জন্যই পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ইত্যাদি বিশেষণবিশিষ্টই বলিয়াছেন। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদের নিয়ত একত্র সমাবেশ রহিয়াছে, কারণ স্বরূপ বস্তুগত, বস্তু হইতে অভিন্ন এবং সেই স্বরূপেই সেই বস্তু বোধগম্য হয়। যে বস্তু বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধের দিক্ দিয়া দেখিলে সবিশেষ, সেই বস্তুই আবার বিষয়বিষয়িসম্বন্ধরহিত করিয়া দেখিলে নির্ব্বিশেষ। কোন একটি বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যখন সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধ এ দুই দিক্ দিয়াই তাহার পর্য্যালোচনা করিতে হয়, তখন সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ লইয়া বিবাদের কারণ কি? যাহা বলা হইল তাহার একটি দৃষ্টান্ত না দিলে বুদ্ধিতে বিষয়টি প্রতিভাত হইতে পারে না, অতএব তত্ত্বদর্শিগণ বস্তুপরিগ্রহের ক্রম কি তাহা জানিতে অভিলাষ করিতে পারেন। একটি হইতে আর একটির পার্থক্য সাধন না করিয়া আমরা কোন বস্তুই গ্রহণ করিতে পারি না। একটি হইতে আর একটিকে পৃথক্ করিয়া দেখা বিষয়বিষয়ি-সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমি-নয় বিনা আমি, আমি বিনা আমি-নয় কখন সুস্পষ্ট বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না। আমি বিষয়ী আমি-নয় বিষয়, এ দুইয়ের সম্বন্ধ একটি হইতে আর একটিকে পৃথক্ করিয়া বুদ্ধিতে স্ফূর্ত্তি পায়। আমি-নয়কে পৃথক্ করিয়া আমি, এবং আমিকে পৃথক্ করিয়া আমি-নয়, এইরূপে পৃথক্ করাই আমি ও আমি-নয়ের জ্ঞানস্ফূর্ত্তি পাইবার কারণ। আচ্ছা, আমি-পদার্থ যখন সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, উহা আত্মপ্রকাশের জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না, তখন আমি-নয়রূপ বিষয়সম্বন্ধ বিনা আমি বুদ্ধিতে স্ফূর্ত্তি পায় না, একথা কেন বলিতেছ? ইহা কথিতও আছে—'অহম্পদার্থ যদি আত্মা না হইত তাহা হইলে প্রত্যক্‌ত্ব উহার সিদ্ধ হইত না। পরাক্-পদার্থ হইতে প্রত্যক্‌পদার্থ এই অহংবুদ্ধিতেই ভিন্ন হইয়া থাকে।' যাহা আপনার

* গীতা ২অ, ১৬ শ্লোক।

নিকটে আপনি প্রকাশমান তাহাই প্রত্যক্, যাহা আপনার নিকটে নয় পরের নিকটে প্রকাশমান তাহা পরাক্। অতএব পরাক্পদার্থ আমি-নয় প্রত্যগ্ভূত আমিপদার্থ হইতে ভিন্ন হইয়াই বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। একথা সত্য বটে কিন্তু আমি ও আমি-নয় এই দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ত অনুভূত হইয়া অনুভূতি বা সংবিদ্ (consciousness) উদ্ভূত হয়, এবং সেই অনুভূতিতেই অহম্পদার্থের স্ফূর্ত্তির আধিক্য হইয়া থাকে। যদি এরূপ না হইবে তাহা হইলে সদ্যোজাত শিশুতে অহংবুদ্ধি থাকিলেও কেন তাহা সে কালে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করে না। দেখিতে পাওয়া যায়, আমি-নয়রূপ অনুভবকরিবার বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধবশতই ক্রমে অনুভূতির উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তিতে অহম্পদার্থেরও স্ফূর্ত্তি হয়। শারীরকমীমাংসাভাষ্যের অনুক্রমণিকায় শ্রীমদ্রামানুজও বলিয়াছেন :—"এই কর্ত্তার স্থিরত্ব এবং সুখদুঃখাদির ন্যায় সংবেদনাখ্য কর্ত্তৃধর্ম্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও নিরোধ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই এই পদার্থ পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছে এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ব্বাপরসম্বন্ধজ্ঞান দ্বারা কর্ত্তৃস্থৈর্য্য হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আমি জানি, আমি জানিয়াছিলাম, জ্ঞাতা আমার জ্ঞান ইদানীং নষ্ট হইয়াছে, এইরূপ সংবিদের (Consciousnes-র) উৎপত্তি আদি যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন (ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুভূত বিষয় হইতে) সেই সংবিদের একতা হইবে কি প্রকারে ? যদি এই ক্ষণভঙ্গুর সংবিদের আত্মত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে আমি ইহা দেখিয়াছিলাম, পর দিনে আমি ইহা দেখিতেছি, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্ব্বাপরসম্বন্ধজ্ঞান) ঘটে না। এক জন যাহা অনুভব করিয়াছে অপরের দ্বারা তাহার প্রত্যভিজ্ঞা কখন সম্ভবে না, অপিচ অনুভূতিকেই যদি আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং উহাই যদি নিত্য হয় তথাপি প্রতিসন্ধান অর্থাৎ এক অনুভূতির সহিত অন্য অনুভূতির যোগ সেইরূপই অসম্ভব থাকিয়া যায়। প্রতিসন্ধান কেবল অনুভূতিকে উপস্থিত করে না, পূর্ব্ব ও পর-সময়স্থায়ী অনুভবিতাকে আনিয়া উপস্থিত করে।" এই অনুভবিতা—অহম্পদার্থ প্রত্য-গাত্মা, জ্ঞানমাত্র নয় জ্ঞাতা। শ্রীমচ্ছঙ্করও ভাষ্যের আরম্ভে 'প্রত্যাগাত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়' এইরূপ বলিয়াছেন, অন্তেও বলিয়াছেন "সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত এক চৈতন্যস্বভাব আমি, ইহাই আত্মার অনুভব *।" কেবল আমি ও আমি-নয় এ দুইয়ের পার্থক্যসাধন করিয়া তৎসম্পর্কীয় জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় তাহা নহে, পরমাত্মার জ্ঞানও সেই প্রকারে প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্রামানুজ এইরূপে উহা প্রদর্শন করিয়াছেন,—"অন্য সকল পদার্থের বিরোধিরূপে লক্ষণানুসারে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতে হইবে। 'সত্য, জ্ঞান, অনন্ত' এই তিনটি পদে ব্রহ্মের বিরোধী সমুদায় বস্তু অপসারিত হয়। এই তিনটি পদমধ্যে সত্যপদ বিকারাস্পদ অসত্য বস্তু হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে, জ্ঞানপদ প্রকাশ-বিষয়ে অপরের অধীন জড়বস্তু হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে ; অনন্তপদ দেশ, কাল

* বেদান্ত সূত্র ৪অ, ১পা। ২ সূত্রভাষ্য।

ও বস্তুতে পরিচ্ছিন্ন বিষয় হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে। কৃষ্ণত্বাদি হইতে পৃথগ্ভূত শুক্লত্বাদি যেমন ধর্ম্মান্তর নয় কিন্তু সেই সেই পদার্থের স্বরূপ, সেইরূপ এই পৃথগ্ভূত বস্তু ভাব বা অভাবরূপ কোন ধর্ম্ম নহে, অন্য সকল পদার্থের বিরোধী ব্রহ্মই এই পৃথগ্ভূত বস্তু। এইরূপে এই তিনটিপদ একই ব্রহ্মবস্তু অন্যান্য সকল পদার্থের বিরোধী আকারবিশিষ্ট ইহা প্রকাশ করিয়া অর্থযুক্ত, একার্থক এবং অপর্য্যায়শব্দ প্রতিপন্ন হয়।" অন্যান্য সকল বস্তু হইতে এইরূপে পৃথক্করণ দ্বারা পরমাত্মবস্তু সবিশেষ ভাবে জ্ঞানের বিষয় হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার নির্ব্বিশেষত্ব চলিয়া যায় না, কেন না তিনি আপনি সকলসম্বন্ধনিরপেক্ষ। জগৎ ও জীবের দ্বারা পরমাত্মবস্তুর নিরপেক্ষত্বের কোন ক্ষতি উপস্থিত হয় না, কেন না জগৎ ও জীব তাঁহার অন্তর্ভূত, তাঁহারই শক্তির প্রকাশ, তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্র। আত্মা ও প্রকৃতির স্বতন্ত্রত্ব পরিগ্রহ করিবার জন্য অন্যের সহিত সম্বন্ধবিবর্জ্জিত করিয়া আত্মাকে চিন্মাত্র এবং প্রকৃতিকে শক্তিমাত্রভাবে চিন্তার বিষয় করা যাইতে পারে, সুতরাং আত্মা ও প্রকৃতিসম্বন্ধেও নির্ব্বিশেষবাদ নিরতিশয় নিরবকাশ নয়। নিরতিশয় নিরবকাশ নয় কেন বলা হইতেছে? পরমাত্মতত্ত্ব হইতে ইহারা অস্বতন্ত্র, ইহাদের স্বতন্ত্রত্বপরিগ্রহ কল্পিত এই জন্য। শ্রীমচ্ছঙ্কর কেন বলিলেন,—"ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র সংসারী (জীব) নাই, তথাপি আকাশের যেমন ঘট, কমণ্ডলু, গিরিগুহাদি উপাধির সহিত সম্বন্ধ ঘটে, তেমনি দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধির সহিত সংসারীর (জীবের) সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর এই সম্বন্ধবশতই ঘটচ্ছিদ্র কমণ্ডলুচ্ছিদ্র ইত্যাদি আকাশ হইতে অতিরিক্ত না হইলেও লোকে ঘটচ্ছিদ্র কমণ্ডলুচ্ছিদ্র ইত্যাদি শব্দার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং সেই ব্যবহারবশতঃ একই আকাশকে ঘটাকাশাদিতে ভিন্নকরারূপ মিথ্যাবুদ্ধি নয়নগোচর হয়। দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ যে অবিবেক উপস্থিত হয়, সেই অবিবেককৃত ঈশ্বর ও সংসারীর ভেদও সেইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিথ্যাবুদ্ধির কারণেই আত্মা নিত্য বস্তু হইলে অনাত্মবস্তু দেহাদিসংঘাতে আত্মত্বাভিনিবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে সংসারিত্ব ঘটিলে দেহাদি অবলম্বন করিয়া সংসারীর দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় *।" 'প্রকৃতি ও পুরুষ এ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জান' এস্থলে যেমন, তেমনি এখানে 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিথ্যা বুদ্ধির কারণেই' এ কথা বলাতে জীবের অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে। "অতএব [জীব] জ্ঞানমাত্র †" এ সূত্রে 'এই আত্মা নিত্যচৈতন্য' ইহা তিনি আপনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদিও এখানে ব্রহ্মেরই জীবভাব উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি সেই ভাবে জীবের নিত্যাবস্থিতি তিনি সে স্থলে সমর্থন করিয়াছেন। জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তি ব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্র এবং ইহারা তাঁহারই শক্তি, সুতরাং উহাদের তদ্ভাবাপন্নতা কথন বিরুদ্ধ নহে। মিথ্যাবুদ্ধি, অবিদ্যা, অজ্ঞান কি? "যে

* বেদান্ত সূত্র ১অ, ১পা, ৫ সূত্রভাষ্য। † বেদান্ত সূত্র ২অ, ৩পা, ১৮ সূত্র।

অহংবুদ্ধি সাক্ষাৎ আত্মগোচর উহাই নির্ব্বাধ, অবিদ্যাই কিন্তু শরীরগোচর অহংবুদ্ধি। যথা ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন 'হে কুরুনন্দন, অবিদ্যারও স্বরূপ শ্রবণ কর, অনাত্ম বস্তুতে যে আত্মবুদ্ধি উহাই অবিদ্যা' ?" শ্রীমদ্রামানুজের এ সিদ্ধান্ত শ্রীমচ্ছঙ্করের সিদ্ধান্তের একান্তবিরোধী নয়। তিনি শারীরকমীমাংসাসূত্রের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন—"তাদৃশ আত্মবিজ্ঞান উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যে শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত থাকে উহা অবিদ্যাঘটিত, অবিদ্যার বিষয়কে উহা অতিক্রম করিতে পারে না। কারণ 'ব্রাহ্মণ যজন করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্র আত্মাতে বর্ণ, আশ্রম, বয়স ও অবস্থাদির আরোপ অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। সেরূপ নয় অথচ সেইরূপ মনে করা, ইহাকেই আমরা আরোপ বলি, যেমন পুত্রভার্য্যাদি বিকল হইলে বা অবিকল থাকিলে আমিই বিকল হইয়াছি বা অবিকল আছি এইরূপ বাহিরের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করা হয়; যেমন আমি কৃশ, আমি কৃষ্ণবর্ণ, আমি এক স্থানে আছি, আমি যাইতেছি, আমি লঙ্ঘন করিতেছি ইত্যাদি দেহ ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়; যেমন আমি মূক, আমি ক্লীব, আমি বধির, আমি কাণা, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়; যেমন কাম, সঙ্কল্প, সংশয় ও অধ্যাবসায়াদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আমাতে আরোপিত হয়। স্বপ্রচারিত অশেষ বিষয়ের সাক্ষী প্রত্যগাত্মাতে অহম্প্রত্যয়ী * এবং তদ্বিপরীতে সেই সর্ব্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মা অন্তঃকরণাদিতে আরোপিত হয়। এইরূপে মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের প্রবর্ত্তক সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষ এই স্বাভাবিক আরোপ অনাদিও অনন্ত।"

'সেরূপ নয় অথচ সেইরূপ মনে করা,' এই যে মিথ্যাপ্রত্যয় ইহাই আরোপ। এই আরোপ অনাদি, অনন্ত ও নৈসর্গিক, এরূপ উক্তি বন্ধনের কারণ অজ্ঞান যে নিত্য ইহাই প্রদর্শন করিতেছে। যে আধুনিক আচার্য্যগণ মাধ্বমতের সংস্কার করিয়াছেন, এ মত তাঁহাদিগের মতবিরোধী, এরূপ কেহ যেন মনে না করেন। তাঁহারাও ভগবতামৃতে বলিয়াছেন—"অচিন্ত্য অবিদ্যারূপ কৃষ্ণমায়ায় তত্ত্ববিস্মৃতি হয় বলিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ জীবগণের সংসারভ্রম হইয়া থাকে।" ইহার ব্যাখ্যায় কথিত হইয়াছে—"অবিদ্যাজন্য যে সংসারিত্ব উপস্থিত হয় উহা ভ্রমাত্মক। কেন না জীবগণের সংসারিত্ব বিচারে দাঁড়ায় না।" কেন? "মুক্তির অবস্থায় নিজ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যখন মায়াপগম হয়, তখন সেই ভ্রম নিবৃত্ত হয়, এবং জীব যে আনন্দঘন ব্রহ্মের অংশ তাহা অনুভবগোচর হয়।" ইহার টীকায় কথিত হইয়াছে-"ব্রহ্মের অংশ—আত্মার স্বরূপ। সেই অংশানুভব হয়—ইহাতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, মুক্তিতে সুখমাত্রপ্রাপ্তি হয়। যদিও স্বরূপতঃ মুক্তগণ ও ভক্তগণ একই, তথাপি ভগবদ্ভজনদ্বারা তচ্চরণানুভবজনিত তাঁহাদের যে ভক্তিসুখপ্রাপ্তি হয়, তাহাতেই তাঁহাদিগের মুক্তগণ হইতে বিশেষত্ব আছে ইহা বুঝিতে হইবে।" জীবের ভগবদংশত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয় তাহা সেখানেই উক্ত হইয়াছে;—

* অন্তঃকরণাদিতে যাহার আমি বলিয়া জ্ঞান সেই অহম্প্রত্যয়ী।

"তাঁহার অনাদিসিদ্ধ চিদ্বিলাসস্বরূপ মহাযোগাখ্য শক্তি তাহাদিগকে তাঁহা হইতে নিত্য ভিন্ন করিয়াছে। এজন্যই পণ্ডিতগণের মতে জীব সকল ইঁহা হইতে অভিন্নও বটে ভিন্নও বটে। আর এজন্যই মুক্তি হইলেও সে ভেদ প্রায় থাকিয়া যায়।" টীকায় কথিত হইয়াছে—"তাঁহার—সেই ভগবানের; তাঁহাদিগকে—জীবতত্ত্বসকলকে; তাঁহা হইতে—পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ হইতে; ভিন্ন করিয়াছে—অংশরূপে পৃথক্ করিয়াছে। শক্তি কিরূপ? অনাদিসিদ্ধ—অনাদিভাবে সিদ্ধ (নিত্যকালস্থিত); সুতরাং জীবতত্ত্বসকলও অনাদিসিদ্ধ। আবার শক্তি কিরূপ? চিদ্বিলাসস্বরূপ—চিৎ—চৈতন্য, চৈতন্যের বিলাস—বৈভব বা শোভাতিশয়, উহাই যাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ তত্ত্ব; সুতরাং জীবসকলও চৈতন্যবিভূতিরূপ, এবং অমায়িক। আবার শক্তি কিরূপ? মহাযোগাখ্য—অঘটনঘটনচাতুর্য্যবিশেষ মহাযোগ, উহাই যাঁহার আখ্যা। শ্রীভগবদ্গীতা-তেও কথিত হইয়াছে—'আমি যোগমায়া দ্বারা আবৃত, সুতরাং সকলের নিকটে আমি-প্রকাশ নই" ইত্যাদি। যোগমায়া এই বিশেষণে অংশাংশিত্ব অসম্ভব হইলেও উহা সম্পাদন করিবার সামর্থ্য উক্ত হইয়াছে, ইঙ্গিতে ইহাই বুঝিতে হইবে। এজন্যই—সেই শক্তিবিশেষ কর্তৃক ভেদ করা হইয়াছে বলিয়াই; ইঁহা হইতে—পরব্রহ্ম হইতে; অভিন্নও—সচ্চিদানন্দত্বাদিব্রহ্মসাধর্ম্ম্যবশতঃ অভিন্নও; ভিন্নও—অংশত্বাদিজন্য ভিন্নও। এখানেও পূর্ব্বে যে সূর্য্যকিরণাদি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ বুঝিতে হইবে:—রবি আদি হইতে যে সকল কিরণ আইসে উহারা রবি আদির প্রকাশকত্বগুণবিশিষ্ট জন্য অভিন্ন, আর অংশত্ববশতঃ বিবিধাকারপ্রাপ্তি হয় বলিয়া ভিন্ন। এজন্যই সেই নিত্যসিদ্ধ ভেদ থাকিয়া যায়। ভেদ থাকিয়া যায় বলিয়াই শ্রীশঙ্করাচার্য্যভগবৎপাদ বলিয়াছেন—'মুক্তগণও লীলাবিগ্রহ করিয়া ভগবানের ভজনা করেন।'" এই ভেদাভেদবাদকেই সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীমজ্জীব "ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বজন্য স্বমতে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" এই বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ বলিয়াছেন। এই ভেদাভেদবাদের তত্ত্ব ভাগবতামৃতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"জীব সকল সদা বিজাতীয় ভাব প্রাপ্ত হওয়াতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন অংশত্বহেতু অভিন্ন, সুতরাং বিজাতীয় ভেদ তিরোহিত হইয়াছে। এই সুসম্মত ভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্ত যুক্তিসহকারে অবতারণ করিলে নিশ্চয় সকলই নির্দ্দোষ হয়। নিয়ত প্রমাণভূত আমাদের এবং মহদ্গণের বাক্য ও ব্যবহার সর্ব্বথা এ সম্বন্ধে প্রমাণ।" ইহার টীকায় কথিত হইয়াছে—"এখন অদ্বয়পদার্থও সিদ্ধ করিতেছেন। বিজাতীয়—পরিচ্ছিন্নত্বাদি-ভেদে বিজাতীয়; জীবসকলের—জীবতত্ত্বসমূহের; তত্ত্বতঃ—পরমার্থতঃ; অভিন্ন—চিদ্বিলাসশক্তিকৃতজন্য তাহারাও তাদৃশ;...... অংশত্বে অভিন্ন জন্য বিজাতীয়রূপ ভেদ বিনষ্ট হইয়াছে। এই—এই প্রকার, সিদ্ধান্ত—ন্যায়বিশেষ; আমাদের—ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণগণের; যুক্তিসহকারে—বিচারসহকারে; অবতারণ করিলে—ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিলে; নিশ্চয়—সকলপ্রকার সন্দেহ নিরসন করিবার সামর্থ্য আছে বলিয়া

নিশ্চয় ; সকলই—ভক্তিমার্গবিষয়ক উক্ত ও অনুক্ত সকলই। ব্রহ্ম হইতে জীবগণের উৎপত্তি হয়, ব্রহ্মেতে লয় হয়, এজন্য জীবগণের তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম সহ অভেদ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগের মতেও এরূপই বলিতে হইবে, কেন না জীব ব্রহ্মের অশেষস্বরূপ অনুভব করিয়া উঠিতে পারে না, এজন্য মুক্তিতেও তাহার সুখ পরিমিতই সিদ্ধ পায়। যেমন সমুদ্রের এক প্রদেশ হইতে যে সকল তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া একই প্রদেশে নীত হইয়াছে তাহারা জলময়ত্বাদিতে সমুদ্র হইতে অভিন্ন, কিন্তু উহাদিগেতে গাম্ভীর্য্য রত্নাকরত্বাদি গুণ নাই বলিয়া ভিন্ন ; তাহারা সমুদ্রে লয় পাইয়াছে বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে অদৃশ্যমান, লোকে বলে তাহারা সমুদ্রের সহিত এক হইয়াছে, সমুদ্রের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে ; মুক্তিতে তেমনি জীবসকল তেজ-আদিস্থানীয় স্বকারণ ব্রহ্মাংশে যখন নীত হয়, তখন উহারা ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াছে এইরূপ বলা হয়। উহারা যখন স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন, তখন অপরিচ্ছিন্ন-সুখঘন-ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি তাহাদের কখন হইতে পারে না। সুতরাং মুক্তিতেও পরিচ্ছিন্নত্ববশতঃ কোন বিভাগে উহাদিগকে পৃথক্ দেখা যায় বলিয়া উহারা ভিন্ন ; কোন বিভাগে লীন হইয়া অবস্থান করে করে বলিয়া অভিন্ন। এরূপাবস্থায় ভক্তিসুখানুভবজন্য কোন কোন মুক্তের শ্রীভগবানের কৃপা-বিশেষে সচ্চিদানন্দশরীরধারণার্থ পুনঃ পুনঃ পৃথগ্‌ভাবপ্রাপ্তি সম্ভব, ইহা আমরা অগ্রে নিরূপণ করিয়াছি। এরূপ হয় বলিয়াই শ্রীমচ্ছঙ্করাখ্যভগবৎপাদ, 'হে নাথ, [তোমার আমার] ভেদ চলিয়া গেলেও আমি তোমারই তুমি আমার নও। সমুদ্র হইতেই তরঙ্গ হয়, কোথাও তরঙ্গ হইতে আর সমুদ্র হয় না' এই যে ভেদাভেদন্যায়পরিপুষ্ট কথা বলিয়াছেন তাহা সম্যক্ উপপন্ন হয়। অবিদ্যাকৃত জীবত্বভেদ বিনষ্ট হইয়া গেলেও তদীয়ত্ববশতঃ আবার ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্যথা যদি একান্ত একত্ব হইত তাহা হইলে 'নাথ, আমি তোমারই' ইত্যাদি বলা কখন সঙ্গত হইত না। এ সকল কথা দিঙ্মাত্রে প্রদর্শিত হইল।" ভেদাভেদবাদসম্বন্ধে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—"ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মেতেই উপাধিসংসর্গ ঘটে। সুতরাং সেই উপাধিসংসর্গপ্রযুক্ত জীবগত দোষ ব্রহ্মেতে প্রাদুর্ভূত হয় এই দোষ উপস্থিত হয়। এরূপাবস্থায় বিরোধ উপস্থিত হয় বলিয়া নিখিলদোষশূন্য কল্যাণগুণাত্মক ব্রহ্মের স্বরূপলাভবিষয়ক উপদেশ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। স্বভাবসিদ্ধ ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মেরও স্বভাবতঃ জীবভাব স্বীকার করিতে হয় এবং তাঁহার গুণদোষ স্বভাবিক হইয়া পড়ে, সুতরাং এবাদে নির্দ্দোষ ব্রহ্মের সহিত তদ্ভাবাপন্নতার উপদেশ বিরুদ্ধই।" শ্রীচৈতন্যানুবর্ত্তী আচার্য্যগণের ভেদাভেদ-বাদে—"রবির যেমন কিরণসমূহ, অগ্নির যেমন স্ফুলিঙ্গসকল, সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ-সকল, তেমনি নিত্যসিদ্ধ জীবসকল তাঁহা হইতে ভিন্ন", এই উক্তিস্থ রবির কিরণ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ এবং সমুদ্রের তরঙ্গ, এই দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যায় 'সচ্চিদানন্দত্বাদিব্রহ্মসাধর্ম্ম্যবশতঃ [illegible] স্বরূপগত অভেদ, পরিচ্ছিন্নত্বাদিতে ভেদ ইহাই বুঝাই-

তেছে। যদি এরূপ ভেদাভেদ না হয় তাহা হইলে তাঁহারা আপনারা যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়;—"বাস্তবিক উপাধি দ্বারা পরিচ্ছেদ হইলে সেই উপাধি দ্বারা ব্রহ্মখণ্ড পরিচ্ছিন্ন হইল, জীবও তদনুরূপ হইল। কোন এক বস্তু দ্বৈধীকরণকে ছেদন বলে, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য ও অখণ্ড্য ইহাই যখন স্বীকৃত হয়, এবং জীবের যখন ইহাতে আদিমত্তা উপস্থিত হয়, তখন বাস্তবিক উপাধি দ্বারা পরিচ্ছেদপক্ষ দাঁড়াইতেছে না। উপাধি দ্বারা ছিন্ন না হইয়া ব্রহ্মপ্রদেশ যদি ছেদনানুরূপ উপাধিযুক্ত হয়, তাহা হইলে উপাধিশূন্য ব্রহ্মপ্রদেশ থাকে না, জীব এক হয়, ইহাতে 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়া' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, 'শব্দের ভিন্নতাবশতঃ (ভিন্ন)' এ ন্যায়ের বিরোধ সর্ব্বত্র ঘটে। ব্রহ্মের অধিষ্ঠানরূপ উপাধিই জীব, একথা বলিলে মোক্ষে জীবের বিনাশ উপস্থিত হয়, সুতরাং এপক্ষও নির্দ্দোষ নহে *।" দৃষ্টান্তস্বরূপ রবির কিরণসকল, অগ্নির স্ফুলিঙ্গসকল, সমুদ্রের তরঙ্গসকল এই দেখাইতেছে যে, জগৎ যেমন প্রযত্ন বিনা ভগবচ্ছক্তি হইতে অভিব্যক্ত হয়, জীবও সেই প্রকার অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। "ঊর্ণনাভি যে প্রকার সূত্র নির্ম্মাণ করে ও আত্মস্থ করে, পৃথিবী হইতে ওষধিসকল যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি অক্ষর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয় †" এ শ্রুতি—"যেমন সুদীপ্ত পাবক হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ স্ফুলিঙ্গসকল উৎপন্ন হয়, তেমনি, হে সৌম্য, অক্ষর হইতে বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই প্রবেশ করে ‡" এ শ্রুতির বিরোধিনী নহে। পাবকস্থানীয় চিৎস্বরূপ হইতে স্ফুলিঙ্গস্থানীয় ক্ষুদ্র চৈতন্য সকলের অভিব্যক্তি, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। "যে বস্তু জীবস্বরূপ তাহাই যদি পরব্রহ্ম হয়" এই কথা বলিয়া "তথাপি জীবতত্ত্বসকল ঘনতেজঃসমষ্টি রবির যে প্রকার তেজঃসমূহ সেই প্রকার তাঁহার অংশ, ইহা অভিমত," এখানে যে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব নির্ণীত হইয়াছে, উহা কেবল জীবের ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ করে। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগেরই নিজ নিজ সিদ্ধান্তের ক্ষতি হয়। "অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন জীব তেমনি ঈশ্বরের অংশ, ইহাই সমুচিত। অংশের ন্যায় অংশ, কেন না নিরবয়বের কখন মুখ্য অংশ হইতে পারে না §।" শ্রীমজ্জয়তীর্থ বলেন, "তাঁহার সহিত (জীবের) সম্বন্ধযুক্ততাই তদংশত্ব ||।" "স্মৃতিও বলেন," এই সূত্রে শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—"এইরূপ প্রভা ও প্রভাবদ্রূপে, শক্তি ও শক্তিমদ্রূপে, শরীর ও আত্মভাবে জগৎ ও ব্রহ্মের অংশাংশিভাব পরাশরাদি বলিয়া থাকেন ¶।"

শ্রীমদ্বল্লভ মনে করেন প্রকৃতি ও জীব ভগবানের অংশ। "নাম ও রূপ যখন কার্য্যস্বরূপ, প্রকৃতি যখন স্বমতে ব্রহ্মের অংশ······তখন [ব্রহ্মের] নানাত্ব

---

* সর্ব্বসংবাদিনী—পরমাত্মসন্দর্ভ। † মুণ্ডকোপনিষৎ ২। ১। ৭।
‡ মুণ্ডকোপনিষৎ ২। ১। ১। § বেদান্তসূত্র ২অ, ৩পা, ৪৩ সূত্র শ, ভা।
|| বেদান্তসূত্র ২অ, ৩পা, ৪৩ সূত্র, মা, ভা, টী। ¶ „ ২অ, ৩পা, ৪৬ „ রা, ভা।

ঐচ্ছিক।" * "ব্রহ্ম নিরবয়ব অতএব তাঁহার অংশ হইবে কি প্রকারে এ কথা বলা যায় না। ব্রহ্ম নিরংশ বা সাংশ লোকতঃ কোথাও ইহা প্রসিদ্ধ নহে, কেন না একথা এক শ্রুতি দ্বারাই জানিতে পারা যায়। সেই শ্রুতি যাহাতে প্রতিপন্ন হয় সেই ভাবে শ্রুতিকে অতিক্রম না করিয়া বেদার্থজ্ঞানের জন্য যুক্তির উল্লেখ করিতে হইবে †।" জীব ভগবানের অংশ তবে সে দুঃখী কেন, ইহার কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন :—"এই জীবের ঐশ্বর্য্যাদি তিরোহিত হইয়াছে। তিরোহিত হইবার কারণ কি ? পরাভিধ্যানবশতঃ। পর—ভগবান্ ; ভগবানের অভিধ্যান অর্থাৎ আপনার ও ইহার (জীবের) সর্ব্বদিক্ হইতে ভোগ হয় এই ইচ্ছাবশতঃ। ঈশ্বরেচ্ছায় জীবের ভগবদ্ধর্ম্ম-তিরোহিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হওয়াতে দীনত্ব ও পরাধীনত্ব ; বীর্য্য তিরোহিত হওয়াতে সর্ব্বপ্রকারের দুঃখসহন ; যশ তিরোহিত হওয়াতে সর্ব্বপ্রকারের হীনতা ; শ্রী তিরোহিত হওয়াতে জন্মাদি সকল প্রকারের আপৎপ্রবণতা ; জ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে দেহাদিতে অহংবুদ্ধি, বিস্মৃতি এবং সর্ব্ব প্রকার বিপরীত জ্ঞান ; বৈরাগ্য তিরোহিত হওয়াতে বিষয়াসক্তি ঘটিয়াছে। প্রথম চারিটি ভগবদ্ধর্ম্মতিরোধানের কার্য্য বন্ধন, শেষ দুটির কার্য্য বিপর্য্যয়সাধন। ভগবদ্ধর্ম্মতিরোধানেই এরূপ হইয়াছে অন্য কারণে হয় নাই, এই অর্থই যুক্তিযুক্ত। কোন একটির একাংশ প্রকাশ পাইলে এইরূপই হইয়া থাকে। আনন্দাংশতো পূর্ব্বেই তিরোহিত হইয়াছে যাহাতে জীবভাব উপস্থিত। আনন্দ অকামরূপ, আনন্দ তিরোহিত হইয়াছে এজন্য জীব কামময়। সমুদায় তিরো-হিত করিবার ভগবচ্ছক্তি—নিদ্রা। এ জন্যই এ প্রস্তাবে (স্বপ্নসৃষ্টিপ্রস্তাবে) জীবের ভগবদ্ধর্ম্মতিরোভাব উক্ত হইয়াছে। যদি এরূপ না হইত, তাহা হইলে ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদিলীলা বিষয়শূন্য হইত ‡।" প্রকৃতি ও জীব ভগবানের অংশ, তাঁহারই রূপ, § মুক্তিতে আবার 'তাঁহার তুল্য বলিয়া' শ্রীমদ্বল্লভ সকলের 'শুদ্ধ ব্রহ্মত্ব ‖" প্রতিপাদন করিয়াছেন। সকলের শুদ্ধব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া ইহার মত শুদ্ধা-দ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইনি আপনি বলিয়াছেন "আদি মধ্য ও অন্তে শুদ্ধ-ব্রহ্মের প্রতিপাদন হইয়াছে এজন্য সকল বেদান্তের ব্রহ্মের সহিত সমন্বয় ¶।" এই শুদ্ধব্রহ্ম নিত্য লীলাবিশিষ্ট ;—"লোকসকলের মধ্যে যেমন বিনা প্রয়োজনে লীলাপ্রবৃত্তি [দেখা যায়]'—এই যুক্তিতে ভক্তগণকে স্বরূপানন্দ দান করিবার জন্য ভগবান্ যে সকল লীলা করেন……সেই সকল ভক্তগণ দর্শন করেন, দ্বিতীয় সূত্রে ইহা বলা হইয়াছে। লীলা অনেক প্রকার। শ্রুতিতে সৈন্ধবদৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মকে একরসরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে, এরূপ স্থলে ব্রহ্মের শুদ্ধব্রহ্মধর্ম্মত্ব কখন সম্ভবে না এই শঙ্কা

* বেদান্ত সূত্র ১অ, ১পা। ৪ সূত্রভাষ্য।
† বেদান্তসূত্র ২অ, ৩পা, ৪৩ সূত্র।
‡ " " ৩অ, ২পা, ৫ "।
§ " ১অ, ১পা, ৩১ "।
‖ " ১অ, ১পা, ১০ "।
¶ " ১অ, ১পা, ১০ "।

নিরূপনের জন্য তাঁহার কেবলত্ব (একমাত্রত্ব) উল্লিখিত হইয়াছে। 'সাক্ষী, চেতয়িতা, কেবলও নির্গুণ' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে অন্যধর্ম্মরাহিত্যরূপ কেবলত্ব উল্লিখিত হইয়াছে উহা লীলাত্মকই। শুদ্ধ পরব্রহ্ম লীলাবিশিষ্ট, কোন সময়ে লীলারহিত নন, এই অর্থই উহাতে নিষ্পন্ন হয়। লীলা স্বরূপঘটিত ইহা সিদ্ধ হইলে, উহা যে নিত্য তাহাও সিদ্ধ হয় *।" রূপবত্তা বিনা কখন লীলা সম্ভবপর নহে, ব্রহ্মের রূপ নির্গুণই ;— " 'প্রস্তাবিত এতাবত্তা [মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তত্ব] শ্রুতি নিষেধ করিয়াছেন, তাই তদতিরিক্ত আরও স্বরূপ আছে বলিয়াছেন' ইত্যাদি অধিকরণ † দ্বারা এবং 'ইহার পরাশক্তি বিবিধ এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, ইহার স্বাভাবিকী জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া আছে,' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মেতে প্রাকৃত ধর্ম্মসকল নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহাতে অপ্রাকৃত ধর্ম্ম আছে ইহা বুঝান হইয়াছে। এরূপ না হইলে তাঁহাকে বুঝানই যায় না। কেবল নিষেধবাক্যে তাঁহাকে বুঝান যায় না, যেমন 'হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে' ইত্যাদি। অচিন্ত্য অনন্তশক্তি ভগবানের এমন কি কার্য্যাক্ষমতা আছে, যাহার জন্য তাঁহাকে প্রাকৃত গুণকসকল স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ভগবানের রূপ সর্ব্বত্র নির্গুণই মানিতে হইবে ‡।" লীলা যখন স্বরূপঘটিত হইল, রূপ যখন নির্গুণ হইল, তখন শ্রুতিতে যে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশাদি বর্ণিত আছে, তাহা স্বরূপই। এজন্যই শ্রীমদ্বল্লভ বলিয়াছেন—"লোকমধ্যে হিরণ্য আনন্দ উৎপাদন করে, এজন্য হিরণ্যশব্দ আনন্দবাচক। কেশাদি সকলই আনন্দময়; ব্রহ্মের সেই রূপকেই স্বরূপ বুঝিতে হইবে।…'এই মায়া আমি সৃষ্টি করিয়াছি' ইত্যাদি ভগবানের বাক্যে এই বুঝায় যে ভগবানের মায়ায় ভগবান্‌কে লোকে অন্য প্রকার দেখে, ভগবান্ নিজে মায়িক নহেন। ব্রহ্মের শরীর থাকিলে জীবত্বঘটিত, ইহা নিশ্চয় §।" এইরূপে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপিত হইলেও যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মসাযুজ্য অথবা তাঁহাতে লয় না হয়, সে পর্য্যন্ত দ্বৈতবিলোপ হয় না। এজন্যই তিনি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিদের যখন দ্বৈতদর্শন সম্ভবে না তখন তাঁহার অভিলষিত বিষয়ভোগ অসম্ভব, এই যে বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে, 'যেস্থলে ইহার সকলই ব্রহ্ম হইয়া গেল' এ শ্রুতি—অখণ্ড ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব জ্ঞানগোচর হইলে ব্রহ্মবিদের প্রাপঞ্চিক ভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না—ইহাই বলিতেছে, প্রপঞ্চাতীত বিষয়দর্শন বুঝাইতেছেও না, নিষেধও করিতেছে না। পুরুষোত্তমের স্বরূপ যখন প্রপঞ্চাতীত নিত্যধর্ম্মবিশিষ্ট, তখন তদ্দর্শনাদিতে কি আপত্তি হইতে পারে ‖?" অপিচ ইহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে "ভক্ত লৌকিক পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ ভগবদ্ভজনোপযোগী ভগবদ্বিভূত্যাত্মক দেহ প্রাপ্ত হন ¶।"

* বেদান্ত সূত্র ৪অ, ৪পা, ১৪ সূত্রভাষ্য। † এক একটি বিষয়ের সূত্রগুলিকে অধিকরণ বলে।
‡ " ৪অ, ৪পা, ১৩ " । § বেদান্তসূত্র ১অ, ১পা, ২০ সূত্রভাষ্য।
‖ " ১অ, ১পা, ১২ " । ¶ " ১অ, ১পা, ১২ " ।

ভগবানের প্রবেশে এই দেহ ভজনোপযোগী হয়, অন্য প্রকারে হয় না,—"সে সময়ে সেই দেহ নৈসর্গিক জ্ঞান ও ক্রিয়ার দ্বারা সেরূপে ভোগ করিতে পারে না, কিন্তু ভগবান্ যখন তাহাতে প্রবেশ করেন তখন সে ভোগের উপযুক্ত হয় *।" যদি এইরূপই ইহার মত হইল, তাহা হইলে শ্রীমচ্ছঙ্করের সহিত ইহার মহাবিরোধ কেন, ইহার কারণ বাহির করা বহুপ্রয়াসসাধ্য নহে। জীবসম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের বিবাদ হইবার কোন কারণই নাই, কেন না তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মেরই স্বরূপতিরোধানে জীবত্ব হয় স্বীকার করেন। প্রকৃতি ভগবানের অংশ এ কথা বলিলে কেবল প্রকৃতির সত্যত্ব হইল না, জগৎ যখন তাঁহারই প্রকাশ, ভগবানের বিভূতি † এবং তাঁহার রূপ ‡, তখন তাহারও সত্যত্ব উপস্থিত হইতেছে। শ্রীমচ্ছঙ্কর প্রকৃতির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই জ্ঞানে তাঁহাকে পাষণ্ড বলিয়া জনসমাজে উপস্থিত করাতে শ্রীমদ্বল্লভ বিদ্বদ্গোষ্ঠীতে আপনাকে নির্ব্বল্লভ করিয়া তুলিয়াছেন। "রজ্জু ও সর্পের দৃষ্টান্তে অযুক্ত বিষয় বলাতে কোন দোষ হয় না, কেন না শাস্ত্রে যাহা সামান্যতঃ উক্ত হইয়াছে তাহারই ইহাতে বিশেষ ব্যাখ্যান হইতেছে। 'সমুদায় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ এজন্য তুমিই সমুদায়' শাস্ত্রে তো এইরূপ উক্ত হইয়াছে। না এরূপ বলিতে পার না, তাহা হইলে যে পাষণ্ডিত্ব উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি এতাদৃশ অর্থ স্বীকার করে তাহাকে ভগবান্ যে অসুরগণের মধ্যে গণনা করিয়াছেন §।" "মহাদেবাদি নিজ নিজ অংশে অবতরণ করিয়া বেদবাদিগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিশ্বাসোৎপাদনার্থ বেদভাগকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সদসদ্বিলক্ষণ অসতের অপরপর্য্যায় অবিদ্যাকে সর্ব্বকারণরূপে স্বীকারপূর্ব্বক অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য জাতিভ্রংশরূপ সন্ন্যাস-পাষণ্ড বিস্তার করিয়া লোকসকলকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছেন। ব্যাস শঙ্করের সহিত কলহ করিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি অগ্নি ‖ সর্ব্বস্থান হইতে সত্য উদ্ধার করিবার জন্য যথাশ্রুত শ্রুতি ও সূত্রসকলের অর্থযোজনা করিয়া সকলের মোহ নিরসন করিয়াছি, ইহাই জানিতে হইবে ¶।"

ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণের শ্রীমচ্ছঙ্করের সহিত সেরূপ বিরোধের কারণ আছে কি না বিচার করিয়া দেখা সমুচিত। যদি বিচার করিয়া দেখা না হয়, তাহা হইলে তাঁহা-দিগের সকলের একতায় শ্রীমদ্‌যোগাচার্য্যের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। দেখিতে পাওয়া

---

* বেদান্তসূত্র ৪অ, ৪পা, ১৫ সূত্রভাষ্য। † বেদান্তসূত্র ১অ, ১পা, ১২ সূত্রভাষ্য।

‡ " ১অ, ১পা, ৩১ " । § " ১অ, ১পা, ৪ " ।

‖ 'আমি অগ্নি' এরূপ বলাতে শ্রীমদ্বল্লভ নিরতিশয় অভিমান প্রকাশ করিতেছেন সহজে এইরূপ প্রতীত হয়, কিন্তু এ কথা বলিয়া তিনি যে শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামীর অনুবর্ত্তী ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। 'শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রম্' রুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে স্বীকার করিয়াছিলেন, এই রুদ্রই অগ্নি, কেন না অগ্নিপুরাণে অগ্নি বলিতেছেন 'বিষ্ণুঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽহম্' আমি বিষ্ণু কালাগ্নিরুদ্র (১।১৩)।

¶ বেদান্তসূত্র ২অ, ২পা, ২৬ সূত্রভাষ্য।

যায় মায়াবাদী এই নিন্দা শ্রীমচ্ছঙ্করের যশোরাশিকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় অন্ধকারাবৃত করিয়াছে, অতএব সেই নিন্দাই প্রথমে অপনোদন করা প্রয়োজন। এ মায়া কি? নামরূপ এখনও যাঁহা হইতে ব্যক্ত হয় নাই ঈদৃশী দৈবীশক্তি মায়া, যথা—"সমস্তজগদ্বিধায়িনী পারমেশ্বরী শক্তি বাক্যের উপক্রমেও জ্ঞানের বিষয় হইয়াছেন, 'প্রকৃতিকে মায়া এবং মহেশ্বরকে মায়ী জানিতে হইবে' এই কথায় বাক্যশেষেও তিনিই জ্ঞানের বিষয় হইয়াছেন। তিনিই যখন জ্ঞানের বিষয় হইলেন তখন অজামন্ত্রে (অজামেকাম্ ইত্যাদি শ্বে, উ, ৪।৫) প্রধাননামক অন্য কোন প্রকৃতি উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। প্রকরণ দেখিয়া এই স্থির হয় যে, এখনও নামরূপ যাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হয় নাই সেই নামরূপের পূর্ব্বাবস্থা দৈবী শক্তি অজামন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন *।" "সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভূতপ্রায়, অবিদ্যাকল্পিত সংসারপ্রপঞ্চের বীজভূত নামরূপ,যাহাদের সম্বন্ধে সেইরূপ বা সেইরূপ নয় এ দুইয়ের কিছুই বলা যাইতে পারে না, উহারাই শ্রুতি ও স্মৃতিতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি প্রকৃতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই নামরূপ হইতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বতন্ত্র, কেন না শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—'আকাশই (ব্রহ্মই) নাম ও রূপের নির্ব্বাহক। সেই নাম ও রূপ যাঁহা হইতে স্বতন্ত্র তিনিই ব্রহ্ম' †।" তিনি যে বলিয়াছেন—"যে জীবশক্তিতে স্বরূপপ্রতিবোধরহিত হইয়া সংসারী জীবসকল শয়ান থাকে, সেই জীবশক্তি অবিদ্যাত্মিকা, অব্যক্তশব্দে অভিহিতা, পরমেশ্বরাশ্রিতা, মায়াময়ী, মহাসুষুপ্তি ‡;" ইহাতে সকল বাদীই একমত। 'ঈশ্বরেচ্ছায় জীবের ভগবদ্ধর্ম্মতিরোভাব হয়' এ উক্তি কিছু শ্রীমচ্ছঙ্করের উক্তির বিরোধী নহে। যদি অসদ্বাদই ইঁহার সম্বন্ধে নিন্দার কারণ হইয়াছে বল, তাহাও বলিতে পার না, কেন না ইনি আপনিই অসদ্বাদের অযুক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন—"দধি, ঘট ও রুচকনামক কণ্ঠাভরণাদি যে সকল ব্যক্তি চায় তাহারা ঐ সকলের কারণ ক্ষীর, মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদিই গ্রহণ করে, লোকে ইহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি দধি চায় সে সকল ব্যক্তি আর মৃত্তিকা গ্রহণ করে না, যে সকল ব্যক্তি ঘটাদি চায় সে সকল ব্যক্তি আর ক্ষীর চায় না। সুতরাং অসৎকার্য্যবাদ দাঁড়ায় না §।" জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে বেদান্তে সর্ব্বত্র সৎকেই অসৎ বলা হইয়া থাকে ‖ একথা বলাতে ইনি সদ্বাদই স্বীকার করিয়াছেন। অপিচ তাঁহার সিদ্ধান্ত এই, "কারণের ন্যায় কার্য্যেরও ত্রিকালে অন্যথাভাব হয় না ¶।" যদি এইরূপই হইল তবে তৎকৃত ভাষ্যে জগৎ মিথ্যা এই বাদ উত্থাপন হওয়ার ফলস্বরূপ মায়াবাদ ও অসদ্বাদের প্রাধান্য কেন দেখিতে পাওয়া যায়, একথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তরে আমরা পুনঃ

---

* বেদান্তসূত্র ১অ, ৪ পা, ৯ সূ-ভা।
† বেদান্তসূত্র ২অ, ১পা, ১৪ সূ-ভা।
‡ „ ১অ, ৪ পা, ৩ „ ।
§ „ ২অ, ১পা, ১৮ „
‖ „ ২অ, ১ পা, ১৭ „ ।
¶ „ ২অ, ১পা, ১৬ „

পুনঃ বলিয়াছি, প্রপঞ্চের বিলয় না হইলে যোগের আনুকূল্য হয় না, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন না করিলে প্রপঞ্চের বিলয় সম্ভবে না, ইহা দেখিয়াই তিনি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনে যত্ন করিয়াছেন। আমাদের এ সিদ্ধান্ত যে আমাদের কল্পনা-প্রসূত নহে, তাহার প্রমাণ তাঁহার নিজের উক্তি :—"দ্বৈতপ্রপঞ্চবিলয় উপদেশের বিষয় হওয়া সমুচিত, কেন না দ্বৈতপ্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ববোধের বিপরীত। দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলয় না করিয়া ফেলিলে ব্রহ্মতত্ত্ববোধ হইতে পারে না, সুতরাং দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলয় করাই উচিত। স্বর্গকাম যাগানুষ্ঠান করিবে, ইহা যেমন উপদেশ করা হয়, তেমনি মুক্তকাম ব্যক্তির প্রপঞ্চবিলয়ও উপদেশের বিষয়। অন্ধকারে অবস্থিত ঘটাদির তত্ত্ব জানিবার জন্য যে ব্যক্তি অভিলাষ করে, সে যেমন সেই তত্ত্ব জানিবার বিরোধী অন্ধকার বিলীন করিয়া ফেলে, তেমনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার অভিলাষী ব্যক্তিকে সেই তত্ত্ব জানিবার বিরোধী প্রপঞ্চের বিলয় সাধন করিতে হইবে। প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বভাব, ব্রহ্ম কখন প্রপঞ্চস্বভাব নহেন। সুতরাং নামরূপপ্রপঞ্চের বিলয়সাধন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধ হইয়া থাকে। আমরা এস্থলে জিজ্ঞাসা করি, প্রপঞ্চ বিলয় কি? অগ্নির তাপ দিয়া যেমন ঘৃতের কাঠিন্য বিলয় করা হয় এ কি সেইরূপ, না তিমিররোগের জন্য এক চন্দ্র যেমন অনেক চন্দ্র দেখায়, তেমনি এক ব্রহ্মেতে দৃশ্যমান অবিদ্যাকৃত নামরূপ-প্রপঞ্চ কি বিদ্যাদ্বারা বিলীন করিয়া দিতে হইবে? দেহাদিরূপ আধ্যাত্মিক এবং পৃথিব্যাদিরূপ বাহ্য এই বর্ত্তমান প্রপঞ্চ বিলীন করিয়া ফেলিতে হইবে যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে উহার বিলোপ কোন পুরুষের সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং উহার বিলয়-সাধনোপদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার যোগ্য নয়। অপিচ কোন এক জন আদিমুক্ত পুরুষ পৃথিব্যাদির বিলয়সাধন করিলে ইদানীং জগৎ পৃথিব্যাদিশূন্য হইয়া পড়িত। যদি এক ব্রহ্মেতেই এই প্রপঞ্চ অবিদ্যাদ্বারা আরোপিত হইয়া থাকে এবং বিদ্যাদ্বারা তাহারই বিলয়সাধন করিতে হইবে এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে অবিদ্যারোপিত প্রপঞ্চের প্রত্যাখ্যান দ্বারা 'অদ্বিতীয় ব্রহ্ম একই' 'সেই ব্রহ্মই সত্য তিনিই আত্মা তিনিই তুমি' এইরূপ উপদেশে ব্রহ্মকেই জ্ঞানের বিষয় করিয়া দিতে হইবে। এইরূপে ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হইলে বিদ্যা স্বয়ং উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা অবিদ্যা প্রতিরুদ্ধ হয়। তখন এই অবিদ্যারোপিত নিখিল নামরূপপ্রপঞ্চ স্বপ্নপ্রপঞ্চের ন্যায় বিলীন হইয়া যায় *।" "যখন এই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় তখন উহা শক্ত্যবশেষই লয়প্রাপ্ত হয় এবং আবার সেই শক্তি হইতেই উৎপন্ন হয়, †" লয়সম্বন্ধে তিনি এই যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে যোগের আনুকূল্যের জন্য সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মের ধারণার যোগ্য শক্ত্যবশেষ প্রপঞ্চের বিলয়সাধন কখন তাঁহার অনমুমোদনীয় হইতে পারে না, সুতরাং এস্থলেই তাঁহার সঙ্গে সকল বাদিগণের বিবাদ ঘুচিয়া যাইতেছে। একথা

* বেদান্তসূত্র ৩অ, ২পা, ২১ সূ, ভা।

† বেদান্তসূত্র ১অ, ৩পা, ৩০ সূ, ভা।

বলা যাইতে পারে না যে, তিনি ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তি মনে করেন না, যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে তিনি মহান্ প্রয়াস স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব কেন নির্ণয় করিবেন? "ব্রহ্ম এক বটেন কিন্তু তাঁহার বিচিত্র শক্তিযোগে বিচিত্র বিকারপ্রপঞ্চ হওয়া সম্ভবপর *" "সেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি মহামায়াযুক্ত †" ইহাই বা কেন স্বীকার করিবেন? সিদ্ধান্ত এই যে "ভূমি, জল অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, এই আট প্রকারে বিভক্ত আমার প্রকৃতি ‡," আচার্য্যের এই উক্তি সত্য, শ্রীমচ্ছঙ্করের বাক্যে তাঁহার উক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

ব্রহ্ম সহ জীবের স্বরূপসাম্য স্বীকৃত হইলে অন্যান্য বাদিগণের সহিত তাঁহার আর কোন বিবাদের কারণ থাকে না। "জীব ও ঈশ্বরের অংশাংশিভাব হইলেও জীব ও ঈশ্বর এ দুইয়ের যে বিপরীত ধর্ম্ম, ইহা প্রত্যক্ষ। তবে কি জীব ও ঈশ্বরের সমানধর্ম্মত্ব নাই? নাই তাহা নহে। উহা থাকিলেও অবিদ্যা দ্বারা ব্যবহিত হইয়া উহা তিরোহিত হইয়াছে। সেই তিরোহিত সমানধর্ম্মত্ব স্বভাবতঃ জীবসকলেতে আবির্ভূত হয় না, তবে তিমিররোগ দ্বারা যাহার দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হইয়াছে তাহার যেমন ঔষধবীর্য্যে সে শক্তি আবির্ভূত হয়, তেমনি যত্নসহকারে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে যে জীবের অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে, ঈশ্বরপ্রসাদে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, সেই জীবেতে স্বরূপাবির্ভাব হইয়া থাকে §।" শ্রীমচ্ছঙ্করের এ উক্তি ব্রহ্ম সহ জীবের স্বরূপসাম্য প্রদর্শন করে। "সত্য, ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র সংসারী (জীব) নাই; তথাপি আকাশের যেমন ঘট কমণ্ডলু গিরিগুহাদি উপাধির সহিত সম্বন্ধ ঘটে, তেমনি দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধির সহিত সংসারীর (জীবের) সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর এই সম্বন্ধবশতই ঘটচ্ছিদ্র কমণ্ডলুচ্ছিদ্র ইত্যাদি আকাশ হইতে অতিরিক্ত না হইলেও লোকে ঘটচ্ছিদ্র কমণ্ডলুচ্ছিদ্র ইত্যাদি শব্দার্থব্যবহার করিয়া থাকে এবং সেই ব্যবহারবশতঃ একই আকাশকে ঘটাকাশাদিতে ভিন্ন করা রূপ মিথ্যাবুদ্ধি নয়নগোচর হয়। দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ যে অবিবেক উপস্থিত হয় সেই অবিবেককৃত ঈশ্বর ও সংসারীর ভেদও সেইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিথ্যাবুদ্ধির কারণেই আত্মা বস্তু নিত্য হইলেও অনাত্মবস্তু দেহাদিসংঘাতে আত্মত্বাভিনিবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে ¶।" —ইত্যাদি যাহা তিনি বলিয়াছেন তাহা স্বরূপৈক্যের বিরোধী নহে। একাত্মতাসাধনজন্য তিনি যখন এরূপ বলিয়াছেন, তখন স্বরূপের একতা বিনা একাত্মতা কি প্রকারে সম্ভব হইবে। একাত্মতাসাধন তিনি এইরূপ বলিয়াছেন:—"ধ্যানের জন্য যেমন সর্ব্বাত্মত্ব প্রভৃতি অন্যান্য গুণ উক্ত হইয়া থাকে এখানেও সেইরূপ। মন্ত্রকর্তৃগণ সে

* বেদান্তসূত্র ২অ, ১পা, ৩০ সূ, ভা। † বেদান্তসূত্র ২অ, ১পা, ৩৭ সূ, ভা।
‡ গীতা ৭ অ, ৪ শ্লোক। § " ২অ, ১পা, ৫ " "।
¶ বেদান্তসূত্র ১অ, ১পা, ৫ সূ, ভা।

জন্যই 'তুমি আমি' 'আমি তুমি' এই উভয় কথা উচ্চারণই বিশেষ ভাবে করিয়াছেন। এই উভয় কথা উচ্চারণে উভয়রূপ মতি জন্মিলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যদি না হয় তাহা হইলে এই দুই বিশেষ ভাবে উচ্চারণ করা অনর্থক, হইয়া যায়, কেন না একটি উচ্চারণ করিলেই যথেষ্ট হইত। দুইটি বিশেষ ভাব না রাখিয়া যদি কোন একটি বিশেষ ভাব উচ্চারণ সমুচিত কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে দেবতা সংসারী আত্মা হইয়া যান বলিয়া তাঁহার নিকৃষ্টত্ব উপস্থিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। না, এ দোষ হয় না। কেন না এ প্রকারে একাত্মতাই চিন্তিত হইয়া থাকে। আচ্ছা এরূপ, হইলে কেবল একত্বইতো দৃঢ় হয়। আমরা একত্বদৃঢ়তা বারণ করিতেছি না, কেন না বচন প্রমাণানুসারে [তুমি আমির] বিনিময় ভাবনা করিতে হইবে, একরূপ ভাবনা করিতে হইবে না ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছি, ফলতঃ ইহাতে একত্বই দৃঢ় হইতেছে। ধ্যানার্থ সত্যকামত্বাদি গুণ উপদেশ করা হয়, অথচ তাহাতে তদ্গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরই যেমন প্রকাশ পান, এখানেও তেমনি বুঝিতে হইবে *।" মুক্তিতে জীব ভিন্নাকার পরিহার করিয়া ব্রহ্মের নিত্যস্বরূপে অবস্থান করে। বাচস্পতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মের নিত্যস্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি।" শ্রীমচ্ছঙ্কর একারণেই বলিয়াছেন, "একরূপই মুক্তির অবস্থা, সমুদায় বেদান্ত ইহাই অবধারণ করে; এজন্য ব্রহ্মই মুক্তির অবস্থা †।" স্বরূপের একতাবশতঃ একত্বানুভব, ইহা ঠিকই। 'ইহাতে একটুমাত্রও ভেদ করিলে তাহার ভয় হয়' এই যুক্ত্যনুসারে শ্রীমচ্ছঙ্কর স্বরূপের একতার অণুমাত্রভেদও সহিতে পারেন না, এজন্যই এ বিষয়ে তাঁহার ঈদৃশ মহানির্ব্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। একারণেই তিনি "আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে ‡" ইহার ব্যাখ্যায় নির্ণয় করিয়াছেন, "গীতা শাস্ত্রে যখন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, তখন ইহার অর্থ পরমেশ্বর আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, সমানধর্ম্মতা সাধর্ম্ম্য নহে।" এইরূপে একাত্মতাসাধনের পক্ষপাতবশতঃ তিনি যে সত্য প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, অন্যান্য আচার্য্যগণের বচনে তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়, আমরা ইহা প্রদর্শন করিতেছি। শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—"মুক্ত পুরুষ এই ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অবিভাগে অনুভব করেন। কেন? পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া অবিদ্যা তিরোধান হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তখন তিনি আপনি যাহা তাহা যথাযথ অবলোকন করিয়া থাকেন এইজন্য। 'সেই তুমি' 'এই আত্মা ব্রহ্ম' 'এ সমুদায় এতদাত্মক' 'এ সমুদায় নিশ্চয় ব্রহ্ম' ইত্যাদি সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশে আত্মার নিজের স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 'যিনি আত্মাতে স্থিতি করিয়া আত্মা হইতে স্বতন্ত্র, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি স্বতন্ত্র হইয়া আত্মাকে নিয়মন করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতময় আত্মা' 'সর্ব্বাত্মা

---

* বেদান্তসূত্র ৩অ, ৩পা, ৩৭ সূ, ভা। † বেদান্তসূত্র ৩অ, ৪পা, ৫২ সূ, ভা।

‡ গীতা ১৪অ, ২শ্লোক।

অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া জনগণের শাস্তা' ইত্যাদিতে পরমাত্মা আত্মার আত্মা, আত্মা তাঁহার শরীর, আত্মা পরমাত্মার প্রকারভূত, ইহাই আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'কাশকৃৎস্ন আচার্য্যের মতে [জীবে পরমাত্মার আত্মা হইয়া] অবস্থিতি জন্য [জীবশব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন]' এই সূত্রানুসারে অবিভাগে 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। ব্রহ্মের প্রকারভূত প্রত্যগাত্মার স্বরূপ ব্রহ্মসম, এজন্য সাম্য ও সাধর্ম্য যেখানে উপদিষ্ট হইয়াছে সেখানে দেবাদি প্রাকৃতরূপ চলিয়া গিয়া ব্রহ্মের সমান শুদ্ধি উপস্থিত, ইহাই বুঝায়। যেখানে 'সহ' শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে উহা প্রকারী ব্রহ্ম সহ ঈদৃশ (ব্রহ্মসম) প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মগুণানুভব প্রতিপাদন করে, সুতরাং কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। ব্রহ্মের প্রকারতা জন্য যখন ব্রহ্ম সহ অবিভাগ উক্ত হইয়াছে তখন '[বিনা প্রযত্নে] কেন না সঙ্কল্পমাত্রেই এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়' '[প্রত্যগাত্মা হইতে ব্রহ্ম] অর্থান্তর, কেন না [শ্রুতিতে] ভেদনির্দ্দেশ রহিয়াছে' ইত্যাদি সূত্র সহ বিরোধ ঘটিতেছে না *।" শ্রীমন্মাধ্ব মুক্তগণের স্বরূপসাম্য না বলিয়া ভোগসাম্য বলিয়াছেন—"যে সকল ভোগ পরমাত্মা ভোগ করেন, মুক্তগণও সেই ভোগ ভোগ করেন। কেন না চতুর্ব্বেদশিখায় উক্ত হইয়াছে 'যে সকল আমি শ্রবণ করি, যে সকল আমি দেখি, যে সকল আমি ঘ্রাণ করি, এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া ইহারা সেই সকলকেই উপলব্ধি করে †।' তিনি যে ভোগসাম্য বলিয়াছেন তাহাতেই স্বরূপসাম্য বলা হইয়াছে, কেন না স্বরূপসাম্য বিনা কখন ভোগসাম্য সম্ভবে না। তাঁহার উদ্ধৃত ভবিষ্যৎপুরাণের বচনে যে দেখিতে পাওয়া যায়, "মুক্তগণ পরম বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগসকলের মধ্যে কেবল বাহ্য ভোগসকল লেশমাত্র নিত্য ভোগ করিয়া থাকেন, কোনরূপে তাঁহারা আনন্দাদি ভোগ করেন না।" আর এস্থলে টীকাকার যে বলিয়াছেন, "অতএব ভগবানের সর্ব্বভোক্তৃত্ব এবং মুক্তগণের ভগভুক্ত ভোগের ভোক্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে" তাহাও স্বরূপসাম্যের বিরোধী নহে, কেন না পূর্ণস্বরূপের সহিত স্বরূপভূত বিন্দুরও সমানত্ব আছে। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"উনি পূর্ণ ইনি পূর্ণ, পূর্ণ হইতেই পূর্ণ উপস্থিত হয়। পূর্ণের পূর্ণ লইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে ‡।" শ্রীমদ্বল্লভ স্পষ্ট বলিয়াছেন—"কেন না মোক্ষে সকলেরই ভগবানের সহিত তুল্যত্ব §।" গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব ইহার তত্ত্ব বলিয়াছেন—"অনুরাগ বা ভয়বশতঃ যখন গাঢ় আবেশ হয় তখন 'আমি কৃষ্ণ 'আমি সিংহ' এইরূপ 'সেই আমি' এইরূপ ভাব উদিত হইয়া থাকে ¶।" 'দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বরূপের অভেদ সাধন করিতে পারা যায় না, কারণ জলে জল এক

* বেদান্তসূত্র ৪অ, ৪পা, ৪ সূ, ভা। † বেদান্তসূত্র ৪অ, ৪পা, ৪ সূ, ভা।

‡ বৃহদারণ্যক ৭।১।১। § " ১অ, ১পা, ১০ " " ।

¶ বেদান্তসূত্র ৩অ, ৩পা, ৪৬ সূ, ভা।

হইয়া যাওয়া ব্যবহারতঃ সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ভিতরে ভেদ রহিয়া গেল, যদি তাহা না হইবে তাহা হইলে বৃদ্ধি আদিওতো হইতে পারে না *।” জগৎ প্রলয়প্রাপ্ত হইয়া যেমন শক্ত্যবশেষ প্রলয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি স্বরূপসাম্য উপস্থিত হইলেও জীবতত্ত্ব জীবশক্ত্যবশেষ থাকিয়া পরব্রহ্মের ভিতরে বিহার করে। এজন্য আচার্য্য বলিয়াছেন— “এ অপেক্ষা আর একটী আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, সেটী জীব প্রকৃতি †।” শ্রীমচ্ছঙ্করও ইহা স্বীকার করিয়াছেন,—“ঈশ্বর যখন নিত্য তখন তাঁহার প্রকৃতিদ্বয়েরও নিত্যত্ব হওয়া সমুচিত। যে প্রকৃতিদ্বয়ের দ্বারা তিনি জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, সেই প্রকৃতিদ্বয় তাঁহার আছে বলিয়াই তাঁহার ঈশ্বরত্ব।”

এইরূপে প্রকৃতি- ও জীবতত্ত্ব-বিষয়ক বিরোধ যখন কথার কথামাত্রে পর্য্যবসন্ন হইতেছে, তখন সে বিরোধের পরিহার যে সহজে হয় তাহা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণ ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে বাদিগণের মতদ্বৈধের বিষয় বিচার করা যাইতেছে। ব্রহ্মের জগৎ-স্রষ্টৃত্বাদি পারমার্থিক নহে, এ মত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া অনেকে অনাদর করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করভাষ্যে এ মত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়;—“ঘট কমণ্ডলু আদি উপাধির অনুবর্ত্তী যে প্রকার আকাশ, সেইরূপ ঈশ্বর অবিদ্যাকৃত নামরূপ উপাধির অনুবর্ত্তী। ঘটাকাশস্থানীয় জীবসকল ঈশ্বরের আত্মভূত এবং উহারা অবিদ্যাকৃত নামরূপসমুৎপন্ন কার্য্যকারণসংঘাতের অনুবর্ত্তন করে। এই জীবাখ্য বিজ্ঞানাত্মাদিগকে ব্যবহারবিষয়ে ঈশ্বর পরিচালিত করেন। এইরূপে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব অবিদ্যাকৃত যে ভেদ সমুপস্থিত হয় তৎসাপেক্ষ। যখন বিদ্যা দ্বারা সমুদায় উপাধিঘটিত স্বরূপ চলিয়া যায়, তখন পরমার্থতঃ আত্মার নিয়ম্য, নিয়ামকতা ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ব্যবহার আর প্রমাণের বিষয় থাকে না। শ্রুতি সেইরূপই বলিয়াছেন, ‘যেখানে আর কিছুই দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, আর কিছু জানা যায় না, উহাই ভূমা’ ‘যেখানে ইহার সকলই আত্মা হইয়া গেল তখন কে কাহাকে দেখে’ ইত্যাদি। এইরূপে বেদান্তসকল পরমার্থাবস্থায় সকল ব্যবহারের অভাব বলিয়া থাকেন। সেইরূপ ঈশ্বরগীতাতেও— ‘প্রভু লোকসম্বন্ধে কর্তৃত্বও সৃজন করেন না, কর্ম্মও সৃজন করেন না, কর্ম্মফল-সংযোগও সৃজন করেন না, স্বভাবই প্রবৃত্ত হয়। বিভু কাহাকেও পাপেও প্রবৃত্ত করেন না, সুকৃতেও প্রবৃত্ত করেন না, অজ্ঞান দ্বারা জীবগণের জ্ঞান আবৃত, তাই তাহারা মোহপ্রাপ্ত হয়।’ এতদ্দ্বারা পরমার্থাবস্থায় নিয়ম্য নিয়ামকত্বাদি ব্যবহার নাই প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্যবহারাবস্থায় শ্রুতিতেও ঈশ্বরাদিব্যবহার উক্ত আছে—‘ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই ভূতাধিপতি, ইনিই ভূতপাল, ইনি এই সকল লোকভঙ্গনিবারণের জন্য সেতু হইয়া আছেন ‡।’” জ্ঞানোদয় হইলে জীবের কেবল জীবত্ব বিলুপ্ত হয় তাহা

* বেদান্তসূত্র ৪অ, ৪ পা, ৪ সূ-ভা। † গীতা ৭অ, ৫ শ্লোক। ‡ বেদান্তসূত্র ২অ, ১পা, ১৪ সূ,ভা।

নহে, ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্বও বিলুপ্ত হয় ;—"'সেই তুমি' এই জাতীয় অভেদনির্দ্দেশে যখন অভেদভাব উদ্বুদ্ধ হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব এবং ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব অপগত হয়, কেন না সে সময়ে সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত সমস্ত ভেদব্যবহার অবরুদ্ধ হইয়া যায় *।" এ উক্তি তাঁহার উক্তিমাত্রে পর্য্যবসন্ন হইয়াছে, কেন না তিনি ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে নিখিল জগৎ তাঁহার জ্ঞানের বিষয় ছিল ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন :—"যদি বল জ্ঞান নিত্য হইলে জ্ঞানের ক্রিয়াসম্বন্ধে উহাকে স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে, এরূপ বলিতে পার না, যেমন সূর্য্যের উষ্ণতা ও প্রকাশ নিরবচ্ছেদ, তথাপি দগ্ধ করে, প্রকাশিত করে এরূপ স্বতন্ত্রভাবে উহার নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যের দাহ্য ও প্রকাশ্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধ আছে, সুতরাং 'দগ্ধ করে' 'প্রকাশ করে' এরূপ নির্দ্দেশ হইতে পারে, জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সূর্য্য সহ দৃষ্টান্তে বৈষম্য ঘটিতেছে। না দৃষ্টান্তে বৈষম্য ঘটিতেছে না, কেন না কোন ক্রিয়া না থাকিলেও 'সূর্য্য প্রকাশ পায়' এরূপ প্রয়োগে সূর্য্যের প্রকাশক্রিয়ার কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি জ্ঞানক্রিয়া না থাকিলেও 'তিনি দেখিলেন' এরূপ প্রয়োগে ব্রহ্মের দর্শনক্রিয়ার কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ সিদ্ধ হইতেছে। যেখানে জ্ঞানক্রিয়ার বিষয় আছে সেখানে ব্রহ্মের দ্রষ্টৃত্ব [দ্যোতক] শ্রুতিনিচয় সুতরাং সিদ্ধ হয়। [জগতের] উৎপত্তির পূর্ব্বে এমন কি ছিল যাহা তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত। তত্ত্বও (বস্তুও) নয় অতত্ত্বও (অবস্তুও) নয় সুতরাং অনির্ব্বচনীয়, অবিভক্ত অথচ বিভক্ত হইতে উন্মুখ, এবংবিধ নাম ও রূপ [তাঁহার জ্ঞানের বিষয়], আমরা ইহাই বলি। যাঁহার প্রসাদে যোগিগণেরও অতীত ও অনাগত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া যখন যোগশাস্ত্রজ্ঞগণের অভিপ্রেত, তখন নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের বিষয়ে নিত্য জ্ঞান আছে ইহা কি আর বলিতে হইবে ? তবে যে বলা হইয়াছে [জগতের] উৎপত্তির পূর্ব্বে শরীরাদিসম্বন্ধ বিনা ব্রহ্মের দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, এ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মের যখন জ্ঞানস্বরূপ নিত্য, তখন জ্ঞান সাধনান্তরসাপেক্ষ ইহা প্রতিপন্ন হয় না। অপিচ অজ্ঞানাদিযুক্ত সংসারীর শরীরাদি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানোৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের জ্ঞানের যখন কোন প্রতিবন্ধক কারণ নাই, তখন তৎসম্বন্ধে সেরূপ কেন হইবে † ?" যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে এটি পরমার্থিক এটি ব্যাবহারিক এরূপ ভেদপূর্ব্বক তত্ত্বনির্ণয়ে যত্ন কেন ? নিরবয়ব ব্রহ্মের সাবয়বত্বদোষপরিহারের জন্য। যথা—"নিরবয়ব ব্রহ্ম (জগদ্রূপে) পরিণত হন, অথচ সমগ্র ব্রহ্ম পরিণত হন না, এরূপ বিরুদ্ধ অর্থে শব্দও প্রত্যয় জন্মাইতে পারে না। যদি ব্রহ্ম নিরবয়ব হন তবে তিনি (জগদ্রূপে) পরিণত হন

* বেদান্তসূত্র ২অ, ১পা, ২২ সূত্রভাষ্য। † বেদান্তসূত্র ১অ, ১পা, ৫ম সূত্রভাষ্য।

না, যদি হন সমগ্র পরিণত হন। কোনরূপে তিনি পরিণত হন, কোন রূপে তিনি আপনি স্থিতি করেন, এরূপ রূপভেদ কল্পনা করিলে তিনি সাবয়ব, ইহাই ঘটে। অতিরাত্রিযাগে ষোড়শিপাত্র গ্রহণ করা হয়, অতিরাত্রিযাগে ষোড়শিপাত্র গ্রহণ করা হয় না, অনুষ্ঠানবিষয়ে এতজ্জাতীয় বিরোধ প্রতীত হইলে কখন গ্রহণ করা কখন গ্রহণ না করা এরূপ বিকল্প আশ্রয় করিয়া বিরোধপরিহার করা যাইতে পারে, কেন না অনুষ্ঠান পুরুষাধীন। বস্তু পুরুষাধীন নহে, সুতরাং বস্তুবিষয়ে বিকল্প আশ্রয় করিয়া বিরোধ পরিহার করা সম্ভবপর নহে। অতএব রূপভেদ স্বীকার করিয়া সিদ্ধান্ত করা দুর্ঘট। রূপভেদকল্পনায় কোন দোষ হইতেছে না। কেন না এস্থলে অবিদ্যাকল্পিত ভেদ স্বীকৃত হইতেছে। অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদে নিরবয়ব বস্তু সাবয়ব হয় না। তিমির-রোগাক্রান্ত নয়ন একচন্দ্রকে অনেক চন্দ্র দেখাইলে চন্দ্র কিন্তু দৃশ্যমান অনেক চন্দ্র হয় না। অবিদ্যাকল্পিত অভিব্যক্ত অনভিব্যক্তস্বভাব, তত্ত্বও নয় অতত্ত্ব নয় এইরূপে অনির্ব্বচনীয় নামরূপঘটিত রূপভেদে ব্রহ্ম পরিণামাদি-নিখিল ব্যাপারের আস্পদ হন, পারমার্থিক ভাবে তিনি সকল ব্যাপারের অতীত এবং অপরিণত হইয়া অবস্থান করেন *।" এত দূর বলাতে অভিপ্রায় সিদ্ধি হইতেছে না, কেন না ব্রহ্মের কারণত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, প্রত্যক্ষ কার্য্যেরও স্থিতি কখন অস্বীকার করা যাইতে পারিবে না। বিবর্ত্তই হউক, বা পরিণামই কল্পনা করা হউক, এদুটির একটিও নিঃসংশয় সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারে না। এ রহস্যের রহস্যাপনয়ন মনুষ্যবুদ্ধি দ্বারা কদাপি সম্ভবপর নহে। শ্রীমচ্ছঙ্করও ইহা স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন—"'অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্, অমনা' এতজ্জাতীয় ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত পরম দেবতার বিষয়ে শ্রুতি উপদেশ দেন। তিনি সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইয়াই বা কিরূপে কার্য্য করিতে পারিবেন, দেবাদি সচেতন সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইয়াও তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দেহেন্দ্রিয় আছে, সেই জন্য তাঁহারা সেই সেই কার্য্য করিতে পারেন এরূপ জানা যায়। 'এ নয়' 'ও নয়', বলিয়া যাঁহার সম্বন্ধে সকল বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্বশক্তি থাকা কি প্রকারে সম্ভবে এরূপ বলিলে, এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই অতি গম্ভীর পরব্রহ্ম শ্রুতি দ্বারা অবগম্য, তর্ক দ্বারা অবগম্য নহেন। এক জনের যে প্রকার সামর্থ্য দেখা যায় অপরের ঠিক সেই প্রকার সামর্থ্য হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ বিশেষ ধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইলেও তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি থাকা সম্ভবে †।" অপিচ ব্রহ্মের কারণত্ব স্বীকার করিলেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি-ত্বাদিও যে স্বীকার করিতে হয়, এ কথায় তাঁহার অসম্মতি নাই। যথা—"এই কারণরূপী ব্রহ্মকে গ্রহণ করিলে যখন প্রদর্শিত প্রকারে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি মহামায়া-যুক্ত সেই ব্রহ্ম, এইরূপ সর্ব্ববিধ কারণধর্ম্ম তাঁহাতে প্রতিপন্ন হয়, তখন উপনিষদুক্ত

* বেদান্তসূত্র ২অ, ১পা, ২৭ সূ, ভা। † বেদান্তসূত্র ২অ, ১পা, ৩১ সূ, ভা।

এই জ্ঞানসম্বন্ধে শঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই *।" ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদিস্বীকার-বা কার্য্যসম্বন্ধ-বশতঃ তাঁহাতে কোন প্রকার দোষস্পর্শ হয় না, কেন না "পরমাত্মার ঔদাসীন্য স্বরূপঘটিত এবং প্রবর্ত্তকত্ব মায়াঘটিত †।" কার্য্যসম্বন্ধ হইলেও প্রবর্ত্তকত্ব হইলেও তাঁহার স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি হয় না :—"জীব যেরূপ সংসারদুঃখ অনুভব করে, পরমেশ্বর সেরূপ অনুভব করেন না, আমরা এইরূপ নির্দ্ধারণ করিতেছি। অবিদ্যাতে আবেশবশতঃ জীবের দেহাদিতে আত্মভাব উপস্থিত হয় এবং দেহাদিজন্য দুঃখে আমি দুঃখী এইরূপ অবিদ্যাকৃত দুঃখোপভোগ আপনাতে মনে করে। পরমেশ্বরের সেরূপ দেহাদিতে আত্মভাব হয় না, আমি দুঃখী এরূপ মনেও হয় না।......লৌকিক পুরুষেরও যখন সম্যক্ দর্শনের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বিষয়সম্পর্কশূন্য নিত্যচৈতন্যমাত্রস্বরূপ ঈশ্বর যিনি আপনাকে ছাড়া অন্য কোন বস্তু দেখেন না, তাঁহার সম্বন্ধে সে কথাতো বলিতেই হয় না। সুতরাং সম্যগ্দর্শনের বৈফল্য কখন ঘটিতে পারে না। সূত্রে 'প্রকাশাদির মত' বলিয়া নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে। সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোক যেমন আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিয়াও অঙ্গুলি আদি উপাধির সম্বন্ধবশতঃ ঋজুবক্রাদির ভাব প্রাপ্ত হয়, অথচ বাস্তবিক আপনি সে ভাব প্রাপ্ত হয় না, যেমন ঘটাদি স্থানান্তর হইলে আকাশও স্থানান্তর হইবে মনে হইলেও বাস্তবিক আকাশ স্থানান্তর হয় না, যেমন শরাবাদিগত জলের কম্পনে তৎপ্রতিফলিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বের কম্পন দেখিলেও যাহার প্রতিবিম্ব সে সূর্য্য যেমন কম্পিত হয় না, তেমনি অবিদ্যাকৃত বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে সংক্রান্ত জীবাখ্য অংশ দুঃখানুভব করিলেও অংশী ঈশ্বর দুঃখানুভব করেন না ‡।" এরূপ হইলেও তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এ দুই ভিন্ন। ব্রহ্ম পর এবং ঈশ্বর অপর ;—"যেখানে অবিদ্যাকৃত-নামরূপাদি-বিশেষ-ধর্ম্ম-প্রতিষেধপূর্ব্বক অস্থূলাদিশব্দে ব্রহ্ম উপদিষ্ট হন, সেখানে পর-ব্রহ্ম ; আর যেখানে উপাসনার জন্য নামরূপাদি-বিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট 'মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ' ইত্যাদি শব্দে উপদিষ্ট হন সেখানে তিনি অপর ব্রহ্ম §।" অন্যান্য ভাষ্যকারগণের সঙ্গে এখানেও ইহার বিরোধ, কেন না তাঁহারা স্বরূপাভিব্যক্তির আধিক্যবশতঃ অপরকে পরব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা স্বরূপভিন্ন ব্রহ্মেতে আর কিছু স্বীকার না করেন, তাহা হইলে এ বিতণ্ডা বিফল। শ্রীমচ্ছঙ্কর কোথাও 'সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম' ‖ 'আনন্দ ব্রহ্ম' ¶ ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ অস্বীকার করিয়া কোন এক স্বরূপশূন্য অবস্তু গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে যাঁহারা কথা বলেন, তাঁহারাও কদাচ স্বরূপাতিরিক্ত কোন কল্পিত বস্তু ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন—" 'অশব্দ

---

* বেদান্ত সূত্র ২অ, ১পা ৩৭ সূত্রভাষ্য। † বেদান্তসূত্র ২অ, ২পা, ৭ সূত্রভাষ্য।
‡ " ২অ, ৩পা, ৪৬ " । § " ৪অ, ৩পা, ১৪ "
‖ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১। ¶ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।৬।

অস্পর্শ' ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্ম যে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ হইতে অন্যরূপ তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন" "দিব্য কল্যাণগুণযোগে ব্রহ্মের সগুণত্ব, প্রাকৃত হেয়গুণরহিতত্বে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব *।" শ্রীমন্মাধ্ব বলিয়াছেন—"বিষ্ণুসম্বন্ধে সকল প্রকারের বিরোধ শ্রুতিই অপনয়ন করিয়াছেন—'ভগবান্ যৎস্বরূপ, অভিব্যক্তি তৎস্বরূপ। ভগবান্ কিংস্বরূপ? জ্ঞানস্বরূপ, ঐশ্বর্য্যস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ †।'" ইহার টীকায় উক্ত হইয়াছে—"যৎস্বরূপ ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞানাদিস্বরূপই ভগবৎস্বরূপ এই কথা বলিয়া ভগবদ্দেহের অন্তবত্তাদি দোষ অপনয়ন করিয়াছেন।" শ্রীমদ্বল্লভও বলিয়াছেন—"স্বরূপাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়গণের অভাববশতঃ......শ্রুতি আপনি 'তন্মাত্র' প্রজ্ঞানঘনমাত্র বলিয়াছেন ‡।" গোবিন্দ ভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব সেইরূপই বলিয়াছেন—"'মনের দ্বারাই ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়' 'ইহাতে বিবিধত্ব কিছু নাই' 'যে ব্যক্তি ইহাতে বিবিধত্ব দর্শন করে মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।' 'দুর্গম প্রদেশে জল বর্ষিত হইয়া পর্ব্বতসমূহ দিয়া যেমন ধাবিত হয়, সেইরূপ গুণসকলকে পৃথক্ ভাবে দেখিলে সেই গুণসকলেরই অনুবর্ত্তন হয়।'—কঠশ্রুতি; 'নির্দ্দোষ পূর্ণ গুণসমূহই তাঁহার মূর্ত্তি; তিনি আত্মপ্রধান ও নিশ্চেতনাত্মক শরীরগুণবিহীন; তাঁহার কর পাদ মুখ উদরাদি সমস্ত আনন্দমাত্র; তিনি সর্ব্বত্র স্বগত-ভেদবিবর্জ্জিত আত্মা।' ইত্যাদি—স্মৃতি। গুণ ও গুণী, এরূপ ভেদ নিষিদ্ধ হওয়াতে স্বরূপ হইতে গুণসকল ভিন্ন নহে। এজন্যই জ্ঞানাদি ধর্ম্ম ভগবচ্ছব্দে উল্লিখিত হওয়া সমুচিত, স্মৃতি এইরূপ বলিয়া থাকেন §।" দৃশ্যমান জগৎ যদিও ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করে বলিয়া ইহার মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনে শ্রীমচ্ছঙ্কর যত্ন করিয়াছেন, তথাপি স্বরূপপ্রকাশের তারতম্যানুসারে ‖ জগতে ব্রহ্মদর্শনের ইনি কদাপি বিরোধী নহেন। যদি তাহাই হইতেন তাহা হইলে তাঁহার অনুগামী শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ এবং বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর কখন এরূপ ব্রহ্মসাধন উপদেশ করিতেন না—"সত্তার জ্ঞাপক আকাশে আনন্দ। বায়ু হইতে আরম্ভ করিয়া দেহপর্য্যন্ত বস্তুতে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে;—গতি ও স্পর্শ বায়ুর রূপ, দাহ ও প্রকাশ বহ্নির রূপ, দ্রবতা জলের রূপ, কাঠিন্য ভূমির রূপ, এইরূপ নির্ণীত হইয়া থাকে। অসাধারণ আকাশ এবং ওষধি ও অন্নের দেহে মনের দ্বারা সেই সেই রূপ যথোচিত চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইবে, অনেক প্রকারে ভিন্ন নাম ও রূপে সৎ চিৎ ও আনন্দ এক প্রকার হইয়া অবস্থান করেন, এ বিষয়ে কাহারও বিসংবাদ নাই। নামরূপ অবস্তু, উহাদের জন্ম ও নাশ আছে, সমুদ্রে যেমন বুদ্বুদাদি তেমনি ব্রহ্মেতে উহাদিগকে বুদ্ধিযোগে দর্শন কর। এইরূপে সচ্চিদানন্দরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে সাধক অল্পে অল্পে নাম ও রূপকে স্বয়ং অবজ্ঞা করেন ¶।" "চেতন ও অচেতন সকলেতে সচ্চিদানন্দ-

---

* বেদান্ততত্ত্ব সার।

† বেদান্তসূত্র ২অ, ২পা, ৪১ সূ, ভা।

‡ বেদান্তসূত্র ৩অ, ২পা, ১৬ সূ, ভা।

§ " ৩অ, ২পা, ৩১ " "।

‖ " " ১অ, ১পা, ১১ "।

¶ পঞ্চদশী ১৩প ৩৭—৩৯ শ্লোক।

অক্ষর ব্রহ্ম সমান, নাম ও রূপ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ভিন্ন হয়। যন্ত্রে যেমন চিত্র, তেমনি ব্রহ্মেতে এই নামরূপ অবস্থিত। নাম ও রূপ এ দুইকে উপেক্ষা করিয়া সচ্চিদানন্দ-জ্ঞানযুক্ত হইবে *।" বস্তুতঃ শ্রীমচ্ছঙ্কর যে বলিয়াছেন 'ব্রহ্মস্বভাবই প্রপঞ্চ, প্রপঞ্চস্বভাব আর ব্রহ্ম নহেন' তাহাই সম্যক্। প্রপঞ্চস্বভাব দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ করিতে হইবে না, কিন্তু ব্রহ্মস্বভাব দ্বারা প্রপঞ্চনিরূপণ করিতে হইবে, এ কথায় কি বুঝায়? প্রপঞ্চে স্বরূপানুরূপ সত্তাদি যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তাহা ব্রহ্মই, প্রপঞ্চগত স্থূলত্বাদি ব্রহ্মেতে সংক্রামিত হয় না। অপ্রতিহতযোগনয়নে সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপাবলোকন শ্রীমচ্ছঙ্করের অভিপ্রেত, উহা আচার্য্য যে পথ বলিয়াছেন তাহাতেই সিদ্ধ পায়—"সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ আর একটি যে অব্যক্ত সনাতন ভাব আছে সেটি সমুদায় ভূত নষ্ট হইয়া গেলেও বিনষ্ট হয় না। অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া কথিত হন, সেই অক্ষরকেই পরম গতি বলে। যাহা লাভ করিয়া আর নিবৃত্তি হয় না, সেই আমার পরম ধাম। হে পার্থ, সেই পরমপুরুষকে অনন্য ভক্তিতে লাভ করা যায়, যাঁহার অন্তঃস্থ সমুদায় ভূত এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন †।" হয়তো এখানে অক্ষর ও পরমপুরুষ এইরূপ ভেদ দর্শন করিয়া শ্রীমদ্বল্লভ নির্ণয় করিয়াছেন :—"সকল উপাস্যরূপই ব্রহ্মরূপ, অতএব সে সকলের যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহারা সকলেই পরব্রহ্মকে লাভ করেন এইরূপ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে এইটি চিন্তা করিয়া দেখিতে হইতেছে ;—জ্ঞানমার্গীয় ও ভক্তিমার্গীয়গণের অবিশেষ ফল উপস্থিত হয় দেখিয়া তৎপ্রতিকূলে [সূত্রকার] বলিতেছেন—'শ্রুতি বিশেষ প্রদর্শন করে।' তৈত্তিরীয়েতে লিখিত আছে 'ব্রহ্মবিৎ পর অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন'। গূঢ় অভিসন্ধিতে এইটুকুমাত্র বলিয়া 'সেইটিকে লক্ষ্য করিয়া এই ঋক্ বলা হইয়াছে—সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্মকে পরব্যোম গুহাতে নিহিত জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মসহকারে সমুদায় কামনার বিষয় ভোগ করেন।'—পূর্ব্বে যিটিকে প্রতিপাদ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে সেইটিকে সম্মুখস্থ করিয়া যাঁহারা স্বয়ং উহাকে উপলব্ধির বিষয় করিয়াছেন তাঁহারা এই ঋক্‌টী বলিয়াছেন। ব্রহ্মবিৎ—অক্ষর ব্রহ্মবিৎ ; প্রাপ্ত হন—সান্নিধ্যবশতঃ অক্ষরকে ‡ প্রাপ্ত হন। 'যিনি জানেন' (গো বেদ) এই ঋক্ পর্য্যন্ত এই টুকু অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে। অনন্তর 'নিহিত' এই হইতে আরম্ভ করিয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, এই অর্থ উক্ত হইয়াছে। 'প্রাপ্ত হন' এই ক্রিয়া-পদটি উভয় দিকে সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য মধ্যে স্থাপিত রহিয়াছে। মর্য্যাদা ও পুষ্টিভেদে প্রাপ্তি দুই প্রকার। প্রথমতঃ মর্য্যাদা বলা হইতেছে। এস্থলে এই অভিপ্রায় বুঝিতে

* পঞ্চদশী ১৩শ ৪৫। ৪৬ শ্লোক। † গীতা ৮অ, ২০—২২ শ্লোক।

‡ 'ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' এইটির ব্যাখ্যায় প্রথমোক্ত 'ওঁ' এবং শেষোক্ত 'পরম্' এই দুই-টিকে ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া 'অক্ষরব্রহ্মবিৎ' অক্ষরকে অর্থাৎ ওঁকারকে প্রাপ্ত হন, ভক্ত পর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, শ্রীমদ্বল্লভ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হইবে—'এই আত্মাকে প্রবচনদ্বারা পাওয়া যায় না' এই শ্রুতিতে পুরুষোত্তমপ্রাপ্তিতে ভগবান্ বরণ করেন, সেই বরণাতিরিক্ত আর সাধন নাই। এরূপ হইলে অক্ষর-ব্রহ্মজ্ঞান পুরুষোত্তমপ্রাপ্তির সাধন একথা বলিলে 'বরণাতিরিক্ত আর সাধন নাই' ইহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই এইরূপে ঐ শ্রুতির অর্থ নিরূপিত হইয়াছে,—জ্ঞানমার্গীয়গণের অক্ষরজ্ঞানে অক্ষরপ্রাপ্তি হয়, কারণ তাঁহাদিগের অক্ষরপ্রাপ্তি এবং ভক্তগণের পুরুষোত্তমপ্রাপ্তি চরম। এজন্যই ভগবদ্গীতাতে 'সতত সমাহিত যে সকল ভক্ত' (১২।১) এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত হইয়াছে 'মন আমাতে নিবিষ্ট করিয়া·········আমার উপাসনা করে' 'অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত·········অক্ষরের ·········উপাসনা করে' (১২।৩); ভাগবতেও 'এক ভক্তিতে আমি প্রাপ্য' 'সেই জন্য আমার ভক্তিযুক্তের' এইরূপে উপক্রম করিয়া উক্ত হইয়াছে 'এই ভক্তিমার্গে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় শ্রেয়ের কারণ হয় না।' ইত্যাদি। অপিচ ভগবান্ যদি ব্রহ্মবিৎকে বরণ করেন তবে ভক্তি উদিত হয়। ভক্তির প্রচুরভাব উপস্থিত হইলে স্বয়ং তিনি ভক্তের হৃদয়ে প্রকট হইবেন বলিয়া আপনার স্থান—ব্যাপী বৈকুণ্ঠকে ভক্তের গুহা অর্থাৎ হৃদয়াকাশে প্রকট করেন। এই হৃদয়াকাশই পর-ব্যোমশব্দে উক্ত হইয়া থাকে। হৃদয়াকাশের অলৌকিকত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য এখানে লৌকিক কথার প্রয়োগ হয় নাই। যেমন আপনি কোন বস্তু স্থাপন করিলে, সে বস্তু আপনি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি ভগবান্ আপনি যাহা কিছু স্থাপন করিয়াছেন তাহা আপনি দেখিতে পান, এইটি জ্ঞাপনের জন্য 'নিহিত' বলা হইয়াছে। অপিচ 'পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন' ইহার ব্যখ্যাস্বরূপ—'যিনি ব্রহ্মকে পরব্যোম—গুহাতে নিহিত জানেন' তিনি—'ইহার প্রাণ সকল উৎক্রান্ত হয় না, এখানেই বিলীন হইয়া যায়, ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়'—এই শ্রুত্যুক্ত রীতিতে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। 'তিনি······ভোগ করেন' ইত্যাদি দ্বারা শুদ্ধপুষ্টিমার্গস্বীকারের ব্যবস্থা বলা হইয়াছে। এস্থলে অভিপ্রায় এই, স্বয়ং ভগবান্ লোকে প্রকট হইয়া লীলা করেন। সেইরূপ নিরতিশয় অনুগ্রহবশতঃ নিজের অন্তরস্থ ভক্তকে প্রকট করত তৎপ্রতি স্নেহাতিশয়বশতঃ তাহার বশ হইয়া তাহাকে নিজ লীলার রসানুভব করান, সেই ভক্ত 'ব্রহ্ম অর্থাৎ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সহ সমুদায় কামনার বিষয় ভোগ করেন'।······এরূপ হইলে জ্ঞানমার্গীয়গণের অক্ষরপ্রাপ্তি এবং ভক্তগণের পুরুষোত্তম প্রাপ্তি সিদ্ধ হইল *।" অক্ষরকে তিনি ধামরূপে নির্ণয় করিয়াছেন ;—"সচ্চিদানন্দত্ব, দেশ ও কালে অপরিচ্ছিন্ন স্বয়ং-প্রকাশত্ব, এবং গুণাতীতাদি ধর্ম্মবত্তাবশতঃ জ্ঞানিগণের অক্ষরবিজ্ঞান এবং পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠানভূমিরূপ ভক্তগণের অক্ষরবিজ্ঞান, এইরূপ জানিতে হইবে।" † এ মত-বিরোধ মূলে দৃষ্টির অভাববশতঃ। গীতাতে সর্ব্বাতীত, সর্ব্বান্তর্ভাবক, সর্ব্বগত ব্রহ্ম উপদেশ

* বেদান্তসূত্র ৪অ, ৩পা, ১৭ সূ, ভা। † বেদান্তসূত্র ৩অ, ৩পা, ৫৪ সূ, ভা।

করা হইয়া থাকে। প্রথম অক্ষররূপে সর্ব্বাতীত, তদনন্তর পরমপুরুষরূপে সর্ব্বান্তর্ভাবক ও সর্ব্বগত ব্রহ্ম উপাস্যরূপে উহাতে উপস্থিত করা হইয়াছে। এরূপ ভিন্ন পথ কেন অবলম্বিত হয় তাহার এই কারণ আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—"প্রথমে সত্তামাত্র ধারণ বিনা পরমাত্মার বিশেষ জ্ঞান কখন সম্ভবে না, অতএব আচার্য্য 'সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ আর একটি যে অব্যক্ত সনাতন ভাব আছে' * এই কথা বলিয়া সত্তামাত্রের উপদেশ করিয়াছেন। তদনন্তর 'যাঁহার অন্তঃস্থ সমুদায় ভূত এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন' † এতদ্দ্বারা পরমপুরুষকে ধ্যেয়রূপে উপস্থিত করিয়াছেন।" (৩৫৭পৃ)। এই পরমপুরুষ পিত্রাদিরূপে উপাস্য, ইহাই গীতাসম্মত পথ।

এইরূপে পণ্ডিতগণ দেখিবেন, বাদিগণের বিবাদের কারণ বাক্যমাত্রে পর্য্যবসন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্ম এই তিনটি তত্ত্বের একটিকেও কেহ পরিহার করিতে পারেন না। কারণরূপী ব্রহ্মের শক্তি প্রকৃতি, তাঁহাকে বিনা ব্রহ্মের কারণত্ব কদাপি সিদ্ধ হয় না। কারণত্বই যদি ভ্রান্তি হয়, বক্তারও তাহাতে ভ্রান্তত্ব প্রতিপন্ন হয়, কেহই বা তাঁহার কথায় শ্রদ্ধা করিবেন। এ দোষ কদাপি শ্রীমচ্ছঙ্করে আরোপ করা যাইতে পারে না, যেহেতুক তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"কার্য্যনিয়মনজন্য কারণের যে শক্তি কল্পনা করা যায়, উহা কারণ হইতে ভিন্ন নহে এবং কার্য্যের ন্যায় অসৎ অর্থাৎ অভাবরূপও নহে, কেন না তাহা হইলে কারণ হইতে ভিন্নত্ব এবং কার্য্যের ন্যায় অসত্ত্ব এ দুই অবিশেষ বলিয়া উহা কখন কার্য্যনিয়মন করিতে পারিত না। এ জন্যই স্বীকার করিতে হইতেছে—কারণের আত্মভূত শক্তি, শক্তির আত্মভূত কার্য্য ‡।" "শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ নহে এরূপ দৃষ্টিতেও যখন শক্তির প্রতিবন্ধ দেখা যাইতেছে, তখন অভিন্নতা সিদ্ধ হইতেছে না। যখন শক্তির অভাব হয়, তখন উহা কাহার হয় § ?" এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কারণরূপী ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব প্রসারণ ও কর্ত্তৃত্ব অপ্রসারণ, এ দুই শক্তির প্রতিবন্ধও নহে শক্তির অভাবও নহে ; কেন না এ উভয়েতেই কারণের সহিত অভিন্ন শক্তিরই মহতী ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সুতরাং শক্তি কখন ব্রহ্মের স্বরূপাতিরিক্তা নহে। জীব স্বয়ং সর্ব্বদা আপনার অল্পজ্ঞত্ব ও অল্পশক্তিত্ব অনুভব করে। উন্মত্ত না হইলে সে আর কখন আপনাতে সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞত্ব আরোপ করিতে উৎসাহী হয় না। 'জীব ও ঈশ্বরের অংশাংশিভাব হইলেও জীব ও ঈশ্বরের বিপরীতধর্ম্মত্ব প্রত্যক্ষ' শ্রীমচ্ছঙ্কর যখন এ কথা বলিয়াছেন, তখন এ তত্ত্ব যে তিনি উপেক্ষা করেন নাই, ইহা মানিতেই হইবে। মুক্তিতে স্বরূপৈক্য হয়, এ কথায় কোন বাদীর অসম্মতি নাই। অপিচ জীবের জন্য সৃষ্টি, অন্যথা পূর্ণ পরব্রহ্মের আপনার জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ ও জ্ঞানের বিষয় করিবার জন্য জীবচৈতন্য ভিন্ন আর কে আছে ?

* গীতা ৮অ, ২০ শ্লোক। † গীতা ৮অ ২২ শ্লোক।

‡ বেদান্তসূত্র ২অ, ১পা, ১৮ সূ, ভা। § পঞ্চদশী ১৩প, ৬ শ্লোক।

আচার্য্য এজন্যই প্রকৃতি ও জীবকে ব্রহ্মের প্রকৃতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর ও অন্যান্য বাদিগণের সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা অসাক্ষাৎসম্বন্ধে এ কথায় যে সম্মতি আছে তাহা আমরা অগ্রে প্রতিপাদন করিয়াছি।

ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণ নিজ নিজ চিত্তবৃত্তি অনুসারে জ্ঞান বা ভক্তি, অথবা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়কে উপায়রূপে স্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এ তিনই এক সময়ে একত্র অবস্থান করে, এবং সম্যক্ সমন্বিত অবস্থায় ভগবদপরোক্ষজ্ঞানযোগে উহাদেরই পরমনৈষ্কর্ম্য,পরজ্ঞানত্ব ও পরভক্তিত্ব হয়,ইহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এ প্রকার প্রতিপাদনে আমাদিগকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই, কেন না পূর্ব্বসংস্কারে হৃদয় কলুষিত না থাকিলে স্বতই উহাতে এরূপ প্রতিভাত হয়। গীতোক্ত সাধনের সোপানপরম্পরা আমরা এইরূপ নিবদ্ধ করিয়াছি:—"এই শাস্ত্রে সোপানপরম্পরায় সাধকগণের উচ্চভূমিতে আরোহণ নিবদ্ধ আছে। আত্মজ্ঞান বিনা সাধকত্বই সম্ভবে না, এজন্য ইহাতে প্রথমে দেহ ও আত্মার পার্থক্যবিচারে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। আমি কে৷ ইহা না জানিলে মনুষ্যের পক্ষে বিষয়েন্দ্রিয়সর্ব্বস্বতা অপরিহার্য্য। যখন সে দুঃখার্ত্ত হইয়া বিষয়েতে আমোদ পায় না, তখন আত্মানুসন্ধানে তাহার প্রবৃত্তি হয়। আত্মা দেহাতিরিক্ত, দেহবিনাশে তাহার বিনাশ নাই; সে স্বয়ং অবিকারী, বিকার দেহের ধর্ম্ম, এইরূপ বিচার সাধনের প্রথম সোপান। দেহ প্রকৃতিসম্ভূত, প্রকৃতির সহিত দেহের নিত্য সম্বন্ধ, আত্মা প্রকৃতির অতীত, এই সকল কারণে প্রকৃতিসম্ভূত বিষয়েন্দ্রিয়ক্রিয়া হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য অবলোকন করত দর্শনাদিব্যাপারে তাহার নির্লেপভাবে স্থিতি সাধনের দ্বিতীয় সোপান। যে সকল কর্ম্ম উপস্থিত হয় সে সকল স্বয়ং আত্মার দ্বারা নহে কিন্তু প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা, এ জন্য আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক নির্লেপভাবে স্থিতির দৃঢ়তাজন্য কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন এই সোপানেই বিহিত হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য জানিলেও কেবল পুরুষকারের দ্বারা বিষয়েন্দ্রিয়ব্যাপার হইতে সর্ব্বথা নির্লেপসাধন কদাপি সহজ নহে, কেন না সেরূপ সাধনে ভূয়োভূয় পতন নয়নগোচর হইয়া থাকে। অতএব তৃতীয় সোপানে প্রকৃতি ও আত্মার নিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী পরমপুরুষকে জানিবার জন্য সাধক যত্ন করেন। যে সময়ে সাধক তাঁহাকে আত্মার প্রিয়রূপে জানেন সে সময়ে তাঁহাতে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া চতুর্থসোপানারূঢ় সাধক তাঁহার আরাধনায় রত হন। এই চরম সোপানের পরিপাকাবস্থায় তদেকশরণত্ব এবং অপরোক্ষ দৃষ্টির স্থিরত্ব উপস্থিত হয়।" এইটিই চরম সোপান।

ব্রহ্মোপাসনা বিনা সাধনসিদ্ধি অথবা সাধনের চরম সোপানে আরোহণ সম্ভবে না। শ্রীমচ্ছঙ্কর ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত

মহাবিরোধ উপস্থিত, এইরূপ মনে হয়। "ব্রহ্মের একত্ববিজ্ঞানের দ্বারা দ্বৈতবিজ্ঞান উন্মথিত হইয়া গেলে আর উহার পুনরায় সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং দ্বৈতবিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে উপাসনাবিধির অঙ্গ বলিয়া আর প্রতিপাদন করা যায় না *।" "ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ জানা যায়, নামরূপবিকারভেদরূপ উপাধিবিশিষ্ট আর তাহার বিপরীত সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত।......অবিদ্যাবস্থায় ব্রহ্মের উপাস্য ও উপাসকাদিরূপ নিখিল ব্যবহার।......এইরূপে একই ব্রহ্ম উপাধিসম্বন্ধযুক্ত ও উপাধিসম্বন্ধবিরহিত ভেদে উপাস্য ও জ্ঞেয়রূপে বেদান্তসকলেতে উল্লিখিত হইয়া থাকেন †।" এস্থলে উপাধিসম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব এবং উপাধিসম্বন্ধবিরহিতত্ববশতঃ তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব নির্ণয় করাতে উপাধি-সম্বন্ধবিরহিত ব্রহ্ম কখন উপাসনার বিষয় হইতে পারেন না, ইহাই আসিতেছে। যদি তাঁহার অন্য সিদ্ধান্ত দ্বারা এই বিরোধী মত অন্য আকার ধারণ না করিত, তাহা হইলে সত্যানুরত শ্রীমচ্ছঙ্কর সত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন দেখিয়া আমাদের হৃদয় নিরতিশয় দুঃখিত হইত। "এস্থলে প্রাণধর্ম্ম, প্রজ্ঞাধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম এই ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসনা বলা উদ্দেশ্য......অতএব ব্রহ্মের একই উপাসনা [প্রাণ ও প্রজ্ঞারূপ] উপাধিদ্বয়ের ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে ‡।" এখানে শ্রীমচ্ছঙ্কর স্বধর্ম্মে ব্রহ্মোপাসনা বেদান্ত-সম্মত ইহা যখন স্বীকার করিয়াছেন, তখন স্বরূপঘটিত ব্রহ্মোপাসনা তাঁহার মতবিরোধী একথা বলিতে আমরা সাহস করি না। "'সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম' 'আনন্দ ব্রহ্ম' ইত্যাদিতে স্বরূপানুসন্ধান §।"—শ্রীমদ্রামানুজ; "অন্তর, বাহির ও সর্ব্বগতত্ব এই তিনপ্রকারে উপাসনার ত্রৈবিধ্য ‖"—শ্রীমন্মাধ্ব; "অতএব ক্রিয়া ও জ্ঞানের বিষয়রূপ ভগবান্, ইহা প্রতিপাদন করিয়া তিনি তাবন্মাত্র নহেন তাহারও অধিক, এই বলিয়া একই উপাসনা বিধান করা হইয়াছে ¶"—শ্রীমদ্বল্লভ। স্বরূপানুসন্ধানরূপ উপাসনা বাদিগণের মতের ঐক্যস্থল, এবং আচার্য্যেরও যে তাহাতেই সম্মতি তাহা আমরা দ্বাদশাধ্যায়ে বিস্তারপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছি। নির্ব্বিশেষ- ও সবিশেষ-বাদের একতা আমরা সেস্থলে এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছি—"সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রথমে যখন সত্তামাত্র ধারণ করেন, তখন সেই ধারণাকে নির্ব্বিশেষবাদ, আর যখন সেই সত্তাতে চিৎস্বরূপ দর্শন হয়, এবং চিৎস্বরূপকে শিবস্বরূপে, শুদ্ধস্বরূপে ও সুখস্বরূপে পরিগ্রহ করা হয়, তখন সেইরূপ পরিগ্রহকে সবিশেষবাদ বলা যায়, নির্ব্বিশেষ- ও সবিশেষ-বাদের ইহাই মূল, ব্রহ্ম কিন্তু সর্ব্বদা একইরূপ। সাধকের দৃষ্টিভেদে যদিও সেই একই স্বরূপ ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি পরব্রহ্মে নির্ব্বিশেষ- ও সবিশেষ-বাদের কোন অবকাশ নাই। নির্ব্বিশেষ সবিশেষ উভয়বাদিই যখন সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম স্বীকার করেন, তখন

* বেদান্তসূত্র ১অ, ১পা, ৪ সূ, ভা। † বেদান্তসূত্র ১অ, ১পা, ১১ সূত্রভাষ্য।
‡ " ১অ, ১পা, ৩১ "। § " ১অ, ১পা, ৩১ "।
‖ " ১অ, ১পা, ৩১ "। ¶ " ১অ, ১পা ৩১ "।

নির্ব্বিশেষ সবিশেষ লইয়া বিচার বিফল।" স্বরূপসমূহের একত্ব আমরা এইরূপ নির্ণয় করিয়াছি—"ব্রহ্মের এই জ্ঞান কখন অন্তবিশিষ্ট হইতে পারে না, যদি অন্তবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে উহা অজ্ঞাননিমিশ্র হইয়া পড়ে। সৎ ও জ্ঞান এ দুই ভিন্ন নহে;—সৎ বলিলে জ্ঞানেরই সত্তা বুঝায় আর কিছুর সত্তা নহে, কেন না সৎ হইতে জগতের উৎপত্তিতে অন্ধতা নাই, সর্ব্বত্র জ্ঞানের ক্রিয়া অনুস্যূত রহিয়াছে। সৎ ও জ্ঞানের অনন্তত্ব পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ভিন্নস্বরূপ নহে একই স্বরূপ, ইহা প্রতিপন্ন হইলে আর সকল স্বরূপও যে তৎসহ অভিন্ন ইহা সিদ্ধ করা কিছু দুষ্কর নহে। জ্ঞানই শিব (মঙ্গলস্বরূপ); কারণ ব্রহ্ম পূর্ণজ্ঞানজন্য জীবগণের প্রয়োজন জানেন, এবং তাঁহা হইতেই প্রয়োজনের পূর্ব্বেই আয়োজন সকল উৎপন্ন হয়। যখন তিনি অনন্ত তখন তিনি যে প্রপঞ্চাতীত ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য পৃথক্ যুক্তির আবশ্যকতা নাই। তাঁহার জ্ঞানে অজ্ঞানতা নাই, অতএব তাঁহার শুদ্ধতা স্বাভাবিক। অবিশুদ্ধতা দুঃখের হেতু, অতএব তিনি যখন স্বভাবতঃ শুদ্ধ তখন তাঁহার সুখস্বরূপতাও স্বাভাবিক। এইরূপে দেখা যাইতেছে, একই চিৎস্বরূপ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখাতে ভিন্নস্বরূপরূপে প্রতীত হইয়াছে, বস্তুতঃ তিনি স্বরূপতঃ ভিন্ন নহেন।"

ঈশ্বরপ্রসাদে সাধনে সিদ্ধ হইলে, এ শাস্ত্রে চরমলভ্য কি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে তাহার উত্তর—ব্রহ্মভাব। এ ব্রহ্মভাব কি? ব্রহ্মের সহিত সাধর্ম্ম্য বশতঃ (১৪।২) ব্রহ্মেতে নির্বৃতি (২।৭২, ৫।২৪); ব্রহ্মেতে স্থিতি (৫।১৯।২০); ব্রহ্মেতে প্রবেশ (১১।৫৪, ১৮।৫৫); ব্রহ্মেতে নিবাস (১২।৮); ব্রহ্মসম্পন্নতা (১৩।৩০)। ব্রহ্মসাধর্ম্ম্য ব্রহ্মের সহিত স্বরূপৈক্য, ইহাই নির্ব্বিবাদ সিদ্ধান্ত। এই স্বরূপৈক্য হইতেই শাশ্বতস্থানপ্রাপ্তি (১৮।৬২) হয় বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মেতে স্থিতি করিলে আর কিছুতে অভিনিবেশ থাকে না এজন্য অপুনরাবৃত্তি সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মেতে স্থিতি না হইলে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নিবৃত্ত হয় না; বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নিবৃত্ত না হইলে যে পর্য্যন্ত না অপুনরাবৃত্তি সিদ্ধ হয় সে পর্য্যন্ত পার্থিব লোক-সকলেতে দেহসম্বন্ধ হয়। 'সেই সকল দ্বেষপরায়ণ ক্রূর অশুভ নরাধমদিগকে আমি' (১৬।১৯।২০) ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া মনে করা উচিত নয় যে, পাপাচারিগণের অসদ্গতি নিত্যকালব্যাপী, কেন না দুরাচার পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রেয় আচরণ করিলে সদ্গতি হয় সেখানেই (১৬।২২) উল্লিখিত হইয়াছে এবং অনুগীতায় (৩৬।২৬—২৮) গতির উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

যদ্যপিও পূর্ব্ব ব্যাখ্যাতৃগণ ভগবানের আজ্ঞাপালন, তাঁহার ইচ্ছানুবর্ত্তন, ভৃত্যবৎ ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান, নিজ নিজ প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি গীতার কোথাও সেই সেই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কি বলিতে হইবে আচার্য্যহৃদয়ে যাহা নাই, তাহাই ব্যাখ্যাতৃগণ তাঁহাতে আরোপ করিয়াছেন। একথায়

কেহ প্রতিবাদ করিতে পারেন না যে, তিনি ঈশ্বরের প্রবর্ত্তকত্ব (১৮।৬১) স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন। তাঁহাকে অনুমোদনকর্ত্তা (১৩।২২) নির্দ্দেশ করিয়া ভগবানের নিজের নিদেশ ও ইচ্ছাজ্ঞাপন তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। হৃদয়স্থ তাঁহা হইতে জ্ঞানাদি প্রবর্ত্তিত হয় (১৫।১৫), স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানালোক বিধান করেন (১০।১১), ইহাও তিনি বলিয়াছেন। দৃঢ়তাসহকারে আপনার মতানুসরণে অনুরোধ (২।৩১।৩২) ভগবানের আজ্ঞাপালনে প্ররোচনাও প্রকাশ করে। "মচ্চিত্ত হইয়া আমার প্রসাদে সর্ব্ববিধ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে। যদি অহঙ্কারবশতঃ না শোন বিনষ্ট হইবে।" (১৮।৫৮) এতদ্দ্বারা ভগবান্ অন্তর্যামী যাহাই করিতে আজ্ঞা করেন তাহারই অনুসরণ শ্রেয়ঃসাধক, আজ্ঞাপালন না করিলে আত্মবিনাশ উপস্থিত হয়, ইহা সুস্পষ্ট। এই গীতাশাস্ত্রে পরা ও অপরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এই যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে আজ্ঞাদাতা পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না, পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

এই গীতাশাস্ত্রের বক্তা কে? নিবন্ধনকর্ত্তা কে? ইহার উত্তর স্বয়ং শ্রীমচ্ছঙ্কর এইরূপ দিয়াছেন :—"জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজ দ্বারা নিয়তসম্পন্ন সেই ভগবান্ [কৃষ্ণ] ত্রিগুণাত্মিকা আপনার মূলপ্রকৃতি বৈষ্ণবী মায়াশক্তিকে স্ববশে রাখিয়া অজ হইয়াও অব্যয় হইয়াও ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব হইয়াও লোকের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশকালে আপনার মায়ায় দেহবানের ন্যায় পরিলক্ষিত হন। গুণাধিক ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক ধর্ম্ম গৃহীত ও অনুষ্ঠিত হইলে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এজন্য আপনার প্রয়োজন না থাকিলেও ভূতগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশের জন্য শোকমোহ-মহোদধিতে নিমগ্ন অর্জ্জুনকে তিনি বৈদিক দ্বিবিধ ধর্ম্ম উপদেশ করেন। ভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সেই ধর্ম্ম—তিনি যেমন উপদেশ করিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপে—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস গীতাখ্য সাতশত শ্লোক নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।" অনুগীতা যে প্রামাণিক তাহাও তাঁহারই বাক্যে সকলে বুঝুন—"সেই সংসারের কারণসহকারে সংসারের সম্পূর্ণ নিবৃত্তিরূপ পরম নিঃশ্রেয় (মোক্ষ) গীতাশাস্ত্রের সংক্ষেপতঃ প্রয়োজন। এই পরম নিঃশ্রেয় নিখিলকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। গীতাতে যে ধর্ম্ম আছে সেই ধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া ভগবানই অনুগীতাতে বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মপদ জানিবার পক্ষে সে ধর্ম্ম যে যথেষ্ট ছিল।' তিনি আরও সেখানে বলিয়াছেন 'যে ব্যক্তি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কিছু চিন্তা করিতে করিতে একাসনে লয়প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি ধর্ম্মীও নন, ধর্ম্মবর্জ্জিতও নন, শুভযুক্তও নন;' 'সন্ন্যাসরূপ জ্ঞান'।" ভাষ্যবিবেচনে শ্রীনন্দিগিরি বলিয়াছেন, "'ভগবানই বলিয়াছেন' এ কথা বলিয়া বক্তৃভেদে অভিপ্রায়ভেদ হইতে পারে, এ আশঙ্কা ভাষ্যকার নিবারণ করিতেছেন—ভগবান্ অনুগীতাতে বলিয়াছেন, এইরূপ এখানে অন্বয়।" গীতার বক্তা

বা তাহার লেখকসম্পর্কে বা অনুগীতার প্রামাণ্যবিষয়ে আমাদিগের হৃদয়ে কোন সংশয় নাই। অতএব এখনকার ব্যক্তিগণের সংশয় অনুসরণ করত কঠোর বিচারে অবতরণ করিতে আমাদের রুচি নাই। ভক্তিপথপ্রবর্ত্তনাদিবিষয়ে এখনকার কোন কোন ব্যক্তি যে বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা যে সংস্কার দোষসম্ভূত, অসত্যমূলক, ইহা আমাদের বিচারে অনেক দিন পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সে বিষয় আমরা অন্যত্র প্রদর্শন করিব বলিয়া আর এখানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না।

ইতি শ্রীগীতাসমন্বয়ভাষ্যের উপসংহার।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	২২	অসুনিতী	অসুনীতি
১৯	২০	বৈদিক গ্রন্থ	বৈদিক সূত্রগ্রন্থ
২১	৬	প্রাণ	ঘ্রাণ
২২	৯	আমরা	আমার
২৩	৫	ইহলোকে	লোকে
২৯	২০	দেহে	দেহের
৩০	৬	করিয়া	করা
৪৬	২১	অবোধ্য	অবধ্য
৬১	১১	——	হে কেশব,
১১৬	২১	দেহিনাম্	দেহিনম্
১২৬	১৫	জন্মে	জন্মি
১৬২	২৮	আপনাতে	প্রথমতঃ আপনাতে
”	”	আমাতে	তদনন্তর আমাতে
১৮০	১৮	জীবপ্রকৃতিকে	জীব প্রকৃতিকে
১৮৪	২৪	তাহাতে	তাঁহাতে
১৯০	১৯	অগ্নিসাধ্য	অনগ্নিসাধ্য
১৯৭	২৭	তাঁহারাই	তাঁহারই
২০৬	২৫	-মন্নুতে	-মন্নুতে
২২৪	৮	প্রাণ	ঘ্রাণ
২৪৯	৬	অব্যয়	অব্যক্ত
২৬৭	৪	সৎপরামর্শ	সৎপদার্থ
”	৩০	——	হে পার্থ,
৩২৮	৩	অভিহিত	অভিহিত বাক্য
৩৩০	১৮	তিনি আহ্বান	আহ্বান
৩৩৬	৫	প্রব্যাথিতা-	প্রব্যথিতা-
৩৪১	২৫	ত্রয়োঃ	ত্রয়েঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫৩	১১	অন্তরস্থ	অন্তঃস্থ
৩৫৪	২২	"	"
৩৬০	১৫	কে যে	যে
৩৮৩	২১	সমাচিত্তত্ব	সমচিত্তত্ব
৩৯২	৫	তাঁহার যে প্রকৃতিদ্বয়ের	তাঁহার প্রকৃতিদ্বয়েরও নিত্যত্ব হওয়া সমুচিত। যে প্রকৃতি-দ্বয়ের
৩৯৯	৪	শ্রুতিপারায়ণাঃ	শ্রুতিপরায়ণাঃ
৪০৭	২	বিষয়েই	বিষয়েরই
৪২১	১৮	প্রবৃত্তি	প্রবৃত্ত
৪৪৭	২৪	দাম্ভিকত্ব-	ধার্ম্মিকত্ব-
৫৪৫	১০	পদ্মনাথ	পদ্মনাভ
৫৪৯	১৪	আমাতে	আত্মাতে

নিবেদন।

অল্প দিন হইল সংস্কৃত চর্চ্চা আমাদের দেশে পুনঃ আরম্ভ হইয়াছে এবং দেশের লোকে ইহাতে যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু সংস্কৃতে নূতন গ্রন্থ রচনা অতি অল্পই দেখা যায়। কেহ যদি এই অভাব পূরণ করিয়া নব নব মৌলিক তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ নিচয় প্রকাশ করেন তবে তিনি অবশ্য সংস্কৃত বিদ্যানুরাগীদের এবং দেশের সাধারণ লোকের প্রশংসাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন কিন্তু অর্থাভাবে সেইগুলি সমস্ত মুদ্রিত হইতেছে না। সংস্কৃতপাঠার্থী ক্রেতার সংখ্যা বিরল সুতরাং গ্রন্থমুদ্রাঙ্কণের ঋণদায়ে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। এরূপ গভীর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ গবেষণা, ও অনন্যসাধারণবহুদর্শিতাপূর্ণ প্রাঞ্জল অথচ সরল ও মিষ্ট সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থসমূহ প্রকাশ না হওয়াও দুঃখের বিষয়। যন্ত্রস্থ, সঙ্কলিত এবং অসমাপ্ত গ্রন্থসমূহ প্রকাশের জন্য বিদ্যোৎসাহী এবং ধনী মহোদয়দিগেরসাহায্যপ্রার্থী হইয়া উক্ত গ্রন্থসকল খণ্ডশঃ মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ধর্ম্মপ্রাণ উদার মহোদয়গণ যে এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন এরূপ আশা করিয়া এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইলাম।

কলিকাতা।
৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।

প্রকাশক।
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
শ্রীতারকেশ্বর গাঙ্গোপাধ্যায়।

পণ্ডিত শ্রীমদ্গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী।

দৃষ্টান্তসর্ব্বস্ব।

সমগ্র পাণিনি ব্যাকরণ ধর্ম্ম, নীতি ও বিজ্ঞানঘটিত শ্লোক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া দৃষ্টান্ত সর্ব্বস্বের উদ্দেশ্য। ভট্টি কাব্যে কঠিন কঠিন ব্যাকরণঘটিত পদমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে সুতরাং উহা হইতে দৃষ্টান্তসর্ব্বস্ব অন্যপ্রকার। ভট্টিকাব্য হইতে ইহা আরও বিশেষত্ব যে ইহা হইতে ধর্ম্ম নীতি ও বিজ্ঞান শিক্ষা হইবে এবং সহজে ব্যাকরণ আয়ত্ত হইবে।

দেবনাগরাক্ষরে ডিঃ ৮ পেজী ২৭ ফর্ম্মা মুদ্রিত আছে, অনুমান ১২০ ফর্ম্মা হইবে।

ভাষ্যসঙ্গমনী ও তত্ত্বসঙ্কলনী।

ভাষ্যসঙ্গমনী—পতঞ্জলকৃত পাণিনির মহাভাষ্য সহজে বোধগম্য করিবার জন্য নূতন প্রণালীতে লিখিত।

তত্ত্বসঙ্কলনী—ভাষ্যসঙ্গমনীর ব্যাখ্যা; ইহাতে পাণিনি ব্যাকরণের যত রকম ব্যাখ্যা আছে তাহাদের মতের উল্লেখ করিয়া বিরোধস্থলে সমন্বয় করা হইয়াছে।

দেবনাগর অক্ষরে ডিমাই ৮পেজী ২১ ফর্ম্মা মুদ্রিত আছে।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

নববিধানাচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে যে সব উপদেশ প্রদান করিয়াছেন সেই উপদেশসমূহ সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে।

দেবনাগর অক্ষরে ডিঃ৮পেজী ১৮ ফর্ম্মা মুদ্রিত আছে। অনুমান ৪৪ ফর্ম্মায় শেষ হইবে।

জীবনবেদ।

ভগবৎ প্রেরণাতে শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেনের জীবনের যেরূপে ক্রমবিকাশ হইয়াছিল তাহার বিবরণ তিনি স্বমুখে বিবৃত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহারই সংস্কৃত অনুবাদ।

দেবনাগর অক্ষরে ডিঃ ৮ পেজী ১৮ ফর্ম্মা মুদ্রিত আছে। অনুমান ৪০ ফর্ম্মায় শেষ হইবে।

বেদান্ত-সমন্বয়।

যন্ত্রস্থিত

সমগ্র উপনিষদেতে ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব এবং সাধনাদি সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব নিবদ্ধ আছে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যগণ যেসকল মীমাংসা করিয়াছেন, সে সকলের সমন্বয় প্রদর্শিত হইবে।